सत्यमेव जयते

ভারতের সংবিধান

[সংবিধান (একশত ছয়তম সংশোধন) আইন, ২০২৩ পর্যন্ত যথা-সংশোধিত]

ভারত সরকার

বিধি ও ন্যায় মন্ত্রণালয়

सत्यमेव जयते

ভারতের সংবিধান

सत्यमेव जयते

ভারতের সংবিধান

[সংবিধান (একশত ছয়তম সংশোধন) আইন, ২০২৩ পর্যন্ত যথা-সংশোধিত]

ভারত সরকার

বিধি ও ন্যায় মন্ত্রণালয়

ভারতের সংবিধান

চতুর্থ সংস্করণ, ২০২৬

মূল্য : ৫৫০.০০ টাকা

(পাঁচশত পঞ্চাশ টাকা মাত্র)

ভারত সরকারের পক্ষে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিধি বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত ও

সরস্বতী প্রেস লিমিটেড (পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটি উদ্যোগ),

১১, বি. টি. রোড, কলকাতা ৭০০০৫৬ হইতে মুদ্রিত।

ভারতের সংবিধান

ভূমিকা

ইহা অত্যন্ত গর্বের বিষয় যে আমরা ভারতের সংবিধানের বাংলা অনুবাদের ৪থ (চতুর্থ) সংস্করণ উপস্থাপন করিলাম। ভারতের সংবিধানের বাংলা অনুবাদের প্রথম সংস্করণ ১৯৮৩-তে প্রকাশিত হইয়াছিল। অতঃপর ইহার দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংস্করণ যথাক্রমে ১৯৮৭ ও ২০২২-এ প্রকাশিত হইয়াছিল।

এই চতুর্থ সংস্করণে, ভারতের সংবিধান (একশত ছয়তম সংশোধন) আইন, ২০২৩ সমেত কৃত সকল সংশোধন এবং রাষ্ট্রপতির আদেশসমূহ সি.ও. ২৭২ এবং সি.ও. ২৭৩ সন্নিবেশিত করিয়া সংবিধানের মূলপাঠ সদ্যতন করা হইয়াছে।

এই সংস্করণের মাধ্যমে পণ্ডিতব্যক্তিসমূহ, ছাত্রগণ, শিক্ষাবিদ্গণ এবং যাঁহাদের বাংলা ভাষার প্রতি গভীর আগ্রহ রহিয়াছে, আমরা তাঁহাদের জন্য একটি অমূল্যসম্পদ প্রদানের লক্ষ্য স্থির করিয়াছি। বাংলা ভাষায় অনূদিত ভারতের সংবিধানের এই চতুর্থ সংস্করণে কেবল ভারতের বৈচিত্র্যময় ভাষাগত ঐতিহ্যকেই গুরুত্ব প্রদান করা হয় নাই, তৎসহ সংবিধানে সযত্নে লিপিবদ্ধ মৌলিক মূল্যবোধের প্রতি অবিচল দায়িত্বও পুনরায় দৃঢ়ভাবে ব্যক্ত হইয়াছে।

ডঃ রাজীব মণি
সচিব
ভারত সরকার

নতুন দিল্লী
তাং— ১৯.১১.২০২৫

PREFACE

It is with great pride that we present the 4th (fourth) edition of the Bengali Version of the Constitution of India. The first edition of the Bengali version of the Constitution of India was published in the year 1983. Thereafter, the second and the third editions were published in the years 1987 and 2022 respectively.

In this fourth edition, the text of the Constitution of India has been brought up-to date by incorporating therein all the amendments up to the Constitution (One Hundred and Sixth Amendment) Act, 2023, including the Presidential Orders C.O. 272 and C.O. 273.

Through this edition, we aim to provide an invaluable resource for scholars, students, academicians and all those with a keen interest in the Bengali language. This fourth edition of the Constitution of India in Bengali not only highlights India's diverse linguistic heritage but also reaffirms our unwavering commitment to the core values enshrined in the Constitution.

New Delhi

Date : 19.11.2025

Dr. Rajiv Mani

Secretary to the Government of India.

প্রধান সচিব
বিধি বিভাগ
পশ্চিমবঙ্গ সরকার
মহাকরণ
কলকাতা-৭০০ ০০১

PRINCIPAL SECRETARY
TO THE GOVT. OF WEST BENGAL
LAW DEPARTMENT
WRITERS' BUILDINGS
KOLKATA-700 001

প্রাক্কথন

বাংলায় ভারতের সংবিধানের প্রথম সংস্করণ ১৯৮৩ সালে প্রকাশিত হইয়াছিল। অতঃপর, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৮৭ সালে প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহার পর, ১০৫তম সংশোধন সহ সংশোধনসমূহ সন্নিবেশিত করিয়া তৃতীয় সংস্করণ ২০২২ সালে প্রকাশিত হইয়াছিল।

এক্ষণে, সরকারী ভাষা শাখা, বিধি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, সংবিধান (একশত ছয়তম সংশোধন) আইন, ২০২৩ সহ সকল সংশোধন এবং রাষ্ট্রপতির আদেশ সি.ও. ২৭২ এবং সি.ও. ২৭৩ সন্নিবেশিত করিয়া ভারতের সংবিধানের বাংলা অনুবাদ প্রস্তুত করিয়াছেন।

এই কাজ ভারত সরকারের বিধি ও ন্যায় মন্ত্রণালয়ের সরকারী ভাষা প্রশাখা-র সহিত পরামর্শক্রমে ও সমন্বয়ের মাধ্যমে সম্পন্ন হইয়াছে।

শুভ্রদীপ মিত্র
প্রধান সচিব
বিধি বিভাগ
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

কলকাতা,
১১.০৫.২০২৬

প্রধান সচিব
বিধি বিভাগ
পশ্চিমবঙ্গ সরকার
মহাকরণ
কলকাতা-৭০০ ০০১

PRINCIPAL SECRETARY
TO THE GOVT. OF WEST BENGAL
LAW DEPARTMENT
WRITERS' BUILDINGS
KOLKATA-700 001

FOREWORD

The first edition of the Constitution of India in Bengali was published in the year 1983. Thereafter, the second edition was published in the year 1987. The third edition was published incorporating amendments upto 105th amendment in the year 2022.

Now, the Official Languages Branch, Law Department, Government of West Bengal has prepared the Bengali Version of the Constitution of India incorporating therein all amendments upto the Constitution (One Hundred and Sixth Amendment) Act, 2023, including the Presidential Orders C.O. 272 and C.O. 273.

The task has been done in consultation and co-ordination with the Official Languages Wing of the Ministry of Law and Justice, Government of India.

KOLKATA
11.05.2026

Subhradip Mitra
Principal Secretary
Law Department
Govt. of West Bengal

ভারতের সংবিধান

বিষয়সূচী

প্রস্তাবনা

ভাগ ১

সংঘ ও উহার রাজ্যক্ষেত্র

অনুচ্ছেদ		পৃষ্ঠা
১।	সংঘের নাম ও রাজ্যক্ষেত্র	১
২।	নূতন রাজ্যের অন্তর্ভুক্তি বা স্থাপনা	১
২ক।	[সংঘের সহিত সিকিম সংযুক্ত হইবে — বাদ গিয়াছে]	১
৩।	নূতন রাজ্যসমূহ গঠন ও বিদ্যমান রাজ্যসমূহের আয়তন, সীমানা বা নামের পরিবর্তন	১
৪।	২ ও ৩ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী প্রণীত বিধিতে প্রথম ও চতুর্থ তফসিলের সংশোধনের এবং অনুপূরক, আনুষঙ্গিক ও পারিণামিক বিষয়সমূহের বিধান থাকিবে।	২

ভাগ ২

নাগরিকত্ব

৫।	সংবিধানের প্রারম্ভে নাগরিকত্ব	৩
৬।	পাকিস্তান হইতে প্রব্রজন করিয়া ভারতে আগত কোন কোন ব্যক্তির নাগরিকত্বের অধিকার	৩
৭।	পাকিস্তানে প্রব্রজনকারী কোন কোন ব্যক্তির নাগরিকত্বের অধিকার ...	৪
৮।	ভারতের বাহিরে বসবাসকারী ভারতীয় বংশোদ্ভূত কোন কোন ব্যক্তির নাগরিকত্বের অধিকার	৪
৯।	স্বেচ্ছায় বিদেশী রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব অর্জনকারী ব্যক্তিগণ নাগরিক হইবেন না	৪
১০।	নাগরিকত্বের অধিকার বহাল থাকা	৪
১১।	সংসদ বিধি দ্বারা নাগরিকত্বের অধিকার প্রনিয়ন্ত্রণ করিবেন ...	৪

ভাগ ৩

মৌলিক অধিকারসমূহ

সাধারণ

অনুচ্ছেদ		পৃষ্ঠা
১২।	সংজ্ঞার্থ	৫
১৩।	মৌলিক অধিকারের সহিত অসমঞ্জস বা উহার অপকর্ষক বিধি . . .	৫
	সমতাধিকার	
১৪।	বিধিসমক্ষে সমতা	৫
১৫।	ধর্ম, প্রজাতি, জাতি, লিঙ্গ বা জন্মস্থানের হেতুতে বিভেদের প্রতিষেধ . .	৬
১৬।	সরকারী চাকরির বিষয়ে সুযোগের সমতা	৭
১৭।	অস্পৃশ্যতা বিলোপন	৮
১৮।	উপাধি বিলোপন	৮
	স্বাধীনতার অধিকার	
১৯।	বাক্-স্বাধীনতা, ইত্যাদি সম্পর্কিত কয়েকটি অধিকার রক্ষণ.	৯
২০।	অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হওয়া বিষয়ে রক্ষণ	১০
২১।	প্রাণ ও দৈহিক স্বাধীনতা রক্ষণ	১১
২১ক।	শিক্ষার অধিকার	১১
২২।	কোন কোন ক্ষেত্রে গ্রেফতার ও আটক হইতে রক্ষণ	১১
	শোষণ হইতে ত্রাণের অধিকার	
২৩।	মনুষ্য ক্রয়-বিক্রয় ও বলপূর্বক শ্রম করাইয়া লওয়ার প্রতিষেধ . . .	১২
২৪।	কারখানা, ইত্যাদিতে শিশু নিয়োগের প্রতিষেধ	১৩
	ধর্মস্বাধীনতার অধিকার	
২৫।	বিবেকের স্বাধীনতা এবং স্বাধীনভাবে ধর্ম স্বীকার, আচরণ ও প্রচার . . .	১৩
২৬।	ধর্মবিষয়ক কার্যাবলী পরিচালনার স্বাধীনতা	১৩
২৭।	কোন বিশেষ ধর্মের প্রোন্নতকরণের জন্য করদান সম্পর্কে স্বাধীনতা . . .	১৪
২৮।	কোন কোন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে ধর্মীয় শিক্ষাদানে বা ধর্মীয় উপাসনায় উপস্থিতি সম্পর্কে স্বাধীনতা	১৪

কৃষ্টি ও শিক্ষা বিষয়ক অধিকার

অনুচ্ছেদ		পৃষ্ঠা
২৯।	সংখ্যালঘুবর্গের স্বার্থ রক্ষণ	১৪
৩০।	শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও পরিচালনে সংখ্যালঘুবর্গের অধিকার ...	১৪
৩১।	[সম্পত্তির আবশ্যক অর্জন — বাদ গিয়াছে]	১৫

কোন কোন বিধির ব্যাবৃত্তি

৩১ক।	ভূসম্পত্তি, ইত্যাদির অর্জন বিধানকারী বিধির ব্যাবৃত্তি	১৫
৩১খ।	কয়েকটি আইন ও প্রনিয়ম সিদ্ধকরণ	১৬
৩১গ।	কোন কোন নির্দেশক নীতিকে কার্যকর করে এরূপ বিধিসমূহের ব্যাবৃত্তি	১৭
৩১ঘ।	[রাষ্ট্রবিরোধী কার্যকলাপ সম্পর্কিত বিধিসমূহের ব্যাবৃত্তি — বাদ গিয়াছে]	১৭

সাংবিধানিক প্রতিকারসমূহের অধিকার

৩২।	এই ভাগ দ্বারা অর্পিত অধিকারসমূহ বলবৎকরণের জন্য প্রতিকার ...	১৭
৩২ক।	[৩২ অনুচ্ছেদের অধীন কার্যবাহে রাজ্যবিধিসমূহের সাংবিধানিক সিদ্ধতা বিবেচিত হইবে না — বাদ গিয়াছে]	১৮
৩৩।	বাহিনীসমূহ, ইত্যাদির প্রতি প্রয়োগে এই ভাগ দ্বারা অর্পিত অধিকারসমূহ সংপরিবর্তন করিবার পক্ষে সংসদের ক্ষমতা	১৮
৩৪।	কোন ক্ষেত্রে সামরিক বিধি বলবৎ থাকিবার কালে এই ভাগ দ্বারা অর্পিত অধিকার সঙ্কোচন	১৮
৩৫।	এই ভাগের বিধানাবলী কার্যকর করিবার জন্য বিধিপ্রণয়ন ...	১৮

ভাগ ৪

রাজ্যের কর্মপদ্ধতির নির্দেশক নীতিসমূহ

৩৬।	সংজ্ঞার্থ	২০
৩৭।	এই ভাগের অন্তর্ভুক্ত নীতিসমূহের প্রয়োগ	২০
৩৮।	জনকল্যাণ প্রোন্নতকরণের জন্য রাজ্য কর্তৃক সমাজব্যবস্থা প্রবর্তন ...	২০
৩৯।	রাজ্য কর্তৃক অনুসরণীয় কয়েকটি কর্মপদ্ধতি সংক্রান্ত নীতি ...	২০
৩৯ক।	সম-ন্যায়বিচার এবং বিনা খরচে বৈধিক সহায়তা	২১
৪০।	গ্রাম পঞ্চায়েত সংগঠন	২১
৪১।	কর্ম ও শিক্ষা প্রাপ্তির এবং কোন কোন স্থলে সরকারী সাহায্য প্রাপ্তির অধিকার	২১

অনুচ্ছেদ		পৃষ্ঠা
৪২।	কর্মের ন্যায়সঙ্গত ও মানবোচিত শর্তাবলীর এবং প্রসূতি সহায়তার বিধান	২১
৪৩।	শ্রমিকগণের জন্য জীবনধারণোপযোগী মজুরি, ইত্যাদি	২১
৪৩ক।	শিল্প-পরিচালনব্যবস্থায় কর্মিগণের অংশগ্রহণ	২১
৪৩খ।	সমবায় সমিতি প্রোন্নতকরণ	২২
৪৪।	নাগরিকগণের জন্য একই প্রকার দেওয়ানী সংহিতা	২২
৪৫।	প্রাক্-শৈশবাবস্থা পরিচর্যা এবং ছয় বৎসরের নিম্ন বয়সের শিশুর শিক্ষা	২২
৪৬।	তফসিলী জাতি, তফসিলী জনজাতি এবং অন্যান্য দুর্বলতর শ্রেণীর শিক্ষাবিষয়ক ও আর্থনীতিক স্বার্থ প্রোন্নতকরণ	২২
৪৭।	খাদ্যপুষ্টির স্তরের ও জীবনধারণের মানের উত্তোলন এবং জনস্বাস্থ্যের উন্নতিকরণ রাজ্যের কর্তব্য	২২
৪৮।	কৃষি ও পশুপালনের সংগঠন	২২
৪৮ক।	পরিবেশের রক্ষণ ও উন্নতিবিধান এবং বন ও বন্যপ্রাণীর সংরক্ষণ ...	২২
৪৯।	জাতীয় গুরুত্বের স্মারক ও স্থান ও বস্তুসমূহের রক্ষণ	২২
৫০।	নির্বাহিকবর্গ হইতে বিচারপতিবর্গের পৃথক্করণ	২২
৫১।	আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা প্রোন্নতকরণ	২৩

ভাগ ৪ক

মৌলিক কর্তব্যসমূহ

৫১ক।	মৌলিক কর্তব্যসমূহ	২৪

ভাগ ৫

সংঘ

অধ্যায় ১—নির্বাহিকবর্গ

রাষ্ট্রপতি এবং উপ-রাষ্ট্রপতি

৫২।	ভারতের রাষ্ট্রপতি	২৫
৫৩।	সংঘের নির্বাহিক ক্ষমতা	২৫
৫৪।	রাষ্ট্রপতির নির্বাচন	২৫
৫৫।	রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের প্রণালী	২৫
৫৬।	রাষ্ট্রপতিপদের কার্যকাল	২৬
৫৭।	পুনর্নির্বাচনের জন্য যোগ্যতা	২৭

অনুচ্ছেদ পৃষ্ঠা

৫৮। রাষ্ট্রপতিরূপে নির্বাচিত হইবার যোগ্যতা ২৭

৫৯। রাষ্ট্রপতিপদের শর্তাবলী ২৭

৬০। রাষ্ট্রপতি কর্তৃক শপথ বা প্রতিজ্ঞা ২৭

৬১। রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধে মহাভিযোগার্থ প্রক্রিয়া ২৮

৬২। রাষ্ট্রপতিপদের শূন্যতা পূরণার্থ নির্বাচন অনুষ্ঠানের কাল এবং আকস্মিক শূন্যতা পূরণের জন্য নির্বাচিত ব্যক্তির পদের কার্যকাল ২৮

৬৩। ভারতের উপ-রাষ্ট্রপতি ২৯

৬৪। উপ-রাষ্ট্রপতি পদাধিকারবলে রাজ্যসভার সভাপতি হইবেন . . . ২৯

৬৫। রাষ্ট্রপতিপদের আকস্মিক শূন্যতার কালে অথবা তাঁহার অনুপস্থিতির কালে উপ-রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রপতিরূপে কার্য করিবেন অথবা রাষ্ট্রপতির কৃত্যসমূহ নির্বাহ করিবেন ২৯

৬৬। উপ-রাষ্ট্রপতির নির্বাচন ২৯

৬৭। উপ-রাষ্ট্রপতিপদের কার্যকাল ৩০

৬৮। উপ-রাষ্ট্রপতিপদের শূন্যতা পূরণার্থ নির্বাচন অনুষ্ঠানের কাল এবং আকস্মিক শূন্যতা পূরণের জন্য নির্বাচিত ব্যক্তির পদের কার্যকাল . . . ৩১

৬৯। উপ-রাষ্ট্রপতি কর্তৃক শপথ বা প্রতিজ্ঞা ৩১

৭০। অন্য কোন আকস্মিক অবস্থায় রাষ্ট্রপতির কৃত্য নির্বাহ ৩১

৭১। রাষ্ট্রপতি বা উপ-রাষ্ট্রপতির নির্বাচন সম্বন্ধীয় বা তৎসম্পর্কিত বিষয়সমূহ ৩১

৭২। কোন কোন স্থলে ক্ষমা, ইত্যাদি করিবার এবং দণ্ডাদেশ নিলম্বিত রাখিবার, পরিহার করিবার বা লঘু করিবার পক্ষে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা . . . ৩২

৭৩। সংঘের নির্বাহিক ক্ষমতার প্রসার ৩২

মন্ত্রিপরিষদ

৭৪। রাষ্ট্রপতিকে সাহায্য ও মন্ত্রণাদানের জন্য মন্ত্রিপরিষদ ৩৩

৭৫। মন্ত্রিগণ সম্পর্কে অন্য বিধানাবলী ৩৩

ভারতের এটর্নি-জেনরল্

৭৬। ভারতের এটর্নি-জেনরল্ ৩৪

সরকারী কার্য চালনা

৭৭। ভারত সরকারের কার্য চালনা ৩৪

৭৮। রাষ্ট্রপতিকে তথ্য সরবরাহ, ইত্যাদি সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রীর কর্তব্য . . . ৩৪

অধ্যায় ২ — সংসদ

সাধারণ

অনুচ্ছেদ		পৃষ্ঠা
৭৯।	সংসদের গঠন	৩৫
৮০।	রাজ্যসভার রচনা	৩৫
৮১।	লোকসভার রচনা	৩৬
৮২।	প্রত্যেক জনগণনার পর পুনঃসমন্বয়ন	৩৭
৮৩।	সংসদের উভয় সদনের স্থিতিকাল	৩৭
৮৪।	সংসদের সদস্যপদের জন্য যোগ্যতা	৩৭
৮৫।	সংসদের সত্র, সত্রাবসান ও ভঙ্গ	৩৮
৮৬।	সদনসমূহে রাষ্ট্রপতির অভিভাষণ দানের এবং বার্তা প্রেরণের অধিকার	৩৮
৮৭।	রাষ্ট্রপতি কর্তৃক বিশেষ অভিভাষণ	৩৮
৮৮।	সদনসমূহ সম্পর্কে মন্ত্রিগণের ও এটর্নি-জেন্‌রলের অধিকারসমূহ ...	৩৯

সংসদের আধিকারিকগণ

৮৯।	রাজ্যসভার সভাপতি ও উপ-সভাপতি	৩৯
৯০।	উপ-সভাপতির পদ শূন্য করিয়া দেওয়া, পদত্যাগ এবং পদ হইতে অপসারণ	৩৯
৯১।	উপ-সভাপতির বা অন্য কোন ব্যক্তির সভাপতি পদের কর্তব্যসমূহ সম্পাদন করিবার বা সভাপতিরূপে কার্য করিবার ক্ষমতা	৩৯
৯২।	স্বীয় পদ হইতে অপসারণের জন্য সঙ্কল্প বিবেচনাধীন থাকিবার কালে সভাপতি বা উপ-সভাপতি সভাপতিত্ব করিবেন না	৪০
৯৩।	লোকসভার অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ	৪০
৯৪।	অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষের পদ শূন্য করিয়া দেওয়া, পদত্যাগ এবং পদ হইতে অপসারণ	৪০
৯৫।	উপাধ্যক্ষের বা অন্য কোন ব্যক্তির অধ্যক্ষপদের কর্তব্যসমূহ সম্পাদন করিবার অথবা অধ্যক্ষরূপে কার্য করিবার ক্ষমতা	৪০
৯৬।	স্বীয় পদ হইতে অপসারণের জন্য সঙ্কল্প বিবেচনাধীন থাকিবার কালে অধ্যক্ষ বা উপাধ্যক্ষ সভাপতিত্ব করিবেন না	৪১
৯৭।	সভাপতি ও উপ-সভাপতির এবং অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষের বেতন ও ভাতা	৪১
৯৮।	সংসদের সচিবালয়	৪১

কার্য চালনা

৯৯।	সদস্যগণ কর্তৃক শপথ বা প্রতিজ্ঞা	৪২
১০০।	উভয় সদনে ভোটদান, আসন শূন্য থাকা সত্ত্বেও উভয় সদনের কার্য করিবার ক্ষমতা এবং কোরাম	৪২

সদস্যগণের নির্যোগ্যতা

অনুচ্ছেদ		পৃষ্ঠা
১০১।	আসন শূন্যকরণ	৪২
১০২।	সদস্যপদের জন্য নির্যোগ্যতাসমূহ	৪৩
১০৩।	সদস্যগণের নির্যোগ্যতা সম্পর্কিত প্রশ্নের মীমাংসা	৪৪
১০৪।	৯৯ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী শপথ বা প্রতিজ্ঞা করিবার পূর্বে অথবা যোগ্যতাসম্পন্ন না হইলে বা নির্যোগ্য হইলে আসন গ্রহণ ও ভোটদানের জন্য দণ্ড ...	৪৪

সংসদের ও উহার সদস্যগণের ক্ষমতা, বিশেষাধিকার ও অনাক্রম্যতাসমূহ

১০৫।	সংসদের উভয় সদনের এবং উহাদের সদস্যগণের ও কমিটিসমূহের ক্ষমতা, বিশেষাধিকার, ইত্যাদি	৪৪
১০৬।	সদস্যগণের বেতন ও ভাতা	৪৫

বিধানিক প্রক্রিয়া

১০৭।	বিধেয়ক পুরঃস্থাপন ও গ্রহণ সম্পর্কে বিধানাবলী	৪৫
১০৮।	কোন কোন ক্ষেত্রে উভয় সদনের সংযুক্ত বৈঠক	৪৫
১০৯।	অর্থ-বিধেয়ক সম্পর্কে বিশেষ প্রক্রিয়া	৪৭
১১০।	"অর্থ-বিধেয়ক"-এর সংজ্ঞার্থ	৪৭
১১১।	বিধেয়কে সম্মতি	৪৮

বিত্ত-বিষয়ে প্রক্রিয়া

১১২।	বার্ষিক বিত্ত-বিবরণ	৪৯
১১৩।	সংসদে প্রাক্কলন সম্পর্কে প্রক্রিয়া	৫০
১১৪।	উপযোজন বিধেয়কসমূহ	৫০
১১৫।	অনুপূরক, অতিরিক্ত বা অধিক অনুদান	৫১
১১৬।	অন্তর্বর্তী অনুদান, আকলন অনুদান ও ব্যতিক্রমী অনুদান ...	৫২
১১৭।	বিত্ত-বিধেয়ক সম্বন্ধে বিশেষ বিধানাবলী	৫২

প্রক্রিয়া—সাধারণতঃ

১১৮।	প্রক্রিয়া সংক্রান্ত নিয়মাবলী	৫৩
১১৯।	বিত্তীয় কার্য সম্বন্ধে বিধি দ্বারা সংসদে প্রক্রিয়া প্রনিয়ন্ত্রণ ...	৫৩
১২০।	সংসদে ব্যবহার্য ভাষা	৫৩
১২১।	সংসদে আলোচনার সঙ্কোচন	৫৪
১২২।	সংসদের কার্যবাহ সম্পর্কে কোন আদালত অনুসন্ধান করিবেন না ...	৫৪

অধ্যায় ৩— রাষ্ট্রপতির বিধানিক ক্ষমতা

অনুচ্ছেদ পৃষ্ঠা

১২৩। সংসদের অবকাশকালে রাষ্ট্রপতির অধ্যাদেশ প্রখ্যাপন করিবার ক্ষমতা ৫৪

অধ্যায় ৪— সংঘের বিচারপতিবর্গ

১২৪। সুপ্রীম কোর্টের স্থাপন ও গঠন ৫৫

১২৪ক। জাতীয় বিচারিক নিয়োগ কমিশন ৫৬

১২৪খ। কমিশনের কৃত্য ৫৭

১২৪গ। সংসদের বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা ৫৭

১২৫। বিচারপতিগণের বেতন, ইত্যাদি ৫৮

১২৬। কার্যকারী প্রধান বিচারপতির নিয়োগ ৫৮

১২৭। তদর্থক (এড্‌হক) বিচারপতিগণের নিয়োগ ৫৮

১২৮। সুপ্রীম কোর্টের অধিবেশনে অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতিগণের উপস্থিতি ... ৫৯

১২৯। সুপ্রীম কোর্ট অভিলেখ আদালত হইবেন ৫৯

১৩০। সুপ্রীম কোর্টের অধিষ্ঠান ৫৯

১৩১। সুপ্রীম কোর্টের আদিম ক্ষেত্রাধিকার ৫৯

১৩১ক। [কেন্দ্রীয় বিধিসমূহের সাংবিধানিক সিদ্ধতা সংক্রান্ত প্রশ্নাবলী সম্পর্কে সুপ্রীম কোর্টের অনন্য ক্ষেত্রাধিকার — বাদ গিয়াছে] ৬০

১৩২। কোন কোন মামলায় হাইকোর্ট হইতে আপীলে সুপ্রীম কোর্টের আপীলসম্বন্ধী ক্ষেত্রাধিকার ৬০

১৩৩। দেওয়ানী বিষয়সমূহ সম্পর্কে হাইকোর্ট হইতে আপীলে সুপ্রীম কোর্টের আপীলসম্বন্ধী ক্ষেত্রাধিকার ৬০

১৩৪। ফৌজদারী বিষয়সমূহ সম্পর্কে সুপ্রীম কোর্টের আপীলসম্বন্ধী ক্ষেত্রাধিকার ৬১

১৩৪ক। সুপ্রীম কোর্টে আপীলের জন্য শংসাপত্র ৬১

১৩৫। বিদ্যমান বিধি অনুযায়ী ফেডারেল কোর্টের ক্ষেত্রাধিকার ও ক্ষমতাসমূহ সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক প্রয়োগযোগ্য হইবে ৬২

১৩৬। আপীল করিবার জন্য সুপ্রীম কোর্টের বিশেষ অনুমতি ৬২

১৩৭। সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক রায় বা আদেশের পুনর্বিলোকন ৬২

১৩৮। সুপ্রীম কোর্টের ক্ষেত্রাধিকার সম্প্রসারণ ৬২

১৩৯। সুপ্রীম কোর্টকে কোন কোন আজ্ঞালেখ প্রচার করিবার ক্ষমতা অর্পণ ... ৬২

১৩৯ক। কোন কোন মামলার স্থানান্তরণ ৬২

অনুচ্ছেদ পৃষ্ঠা

১৪০। সুপ্রীম কোর্টের সহায়ক ক্ষমতাসমূহ ৬৩

১৪১। সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক ঘোষিত বিধি সকল আদালতের পক্ষে বাধ্যতামূলক হইবে ৬৩

১৪২। সুপ্রীম কোর্টের ডিক্রী ও আদেশসমূহ বলবৎকরণ ও প্রকটন, ইত্যাদি সম্পর্কে আদেশসমূহ ৬৩

১৪৩। সুপ্রীম কোর্টের সহিত রাষ্ট্রপতির পরামর্শ করিবার ক্ষমতা ... ৬৩

১৪৪। অসামরিক ও বিচারিক প্রাধিকারিগণ সুপ্রীম কোর্টের সাহায্যকল্পে কার্য করিবেন ৬৪

১৪৪ক। [বিধিসমূহের সাংবিধানিক সিদ্ধতা সম্পর্কিত প্রশ্নাবলীর নিষ্পত্তি বিষয়ে বিশেষ বিধানাবলী — বাদ গিয়াছে] ৬৪

১৪৫। কোর্টের নিয়মাবলী, ইত্যাদি ৬৪

১৪৬। সুপ্রীম কোর্টের আধিকারিক ও কর্মচারী এবং ব্যয় ৬৬

১৪৭। অর্থপ্রকটন ৬৬

অধ্যায় ৫ — ভারতের মহা হিসাব-নিয়ামক ও নিরীক্ষক

১৪৮। ভারতের মহা হিসাব-নিয়ামক ও নিরীক্ষক ৬৬

১৪৯। মহা হিসাব-নিয়ামক ও নিরীক্ষকের কর্তব্য ও ক্ষমতা ৬৭

১৫০। সংঘের ও রাজ্যসমূহের হিসাব রাখিবার প্ররূপ ৬৭

১৫১। নিরীক্ষা প্রতিবেদনসমূহ ৬৮

ভাগ ৬

রাজ্যসমূহ

অধ্যায় ১—সাধারণ

১৫২। সংজ্ঞার্থ ৬৯

অধ্যায় ২—নির্বাহিকবর্গ

রাজ্যপাল

১৫৩। রাজ্যের রাজ্যপাল ৬৯

১৫৪। রাজ্যের নির্বাহিক ক্ষমতা ৬৯

১৫৫। রাজ্যপালের নিয়োগ ৬৯

১৫৬। রাজ্যপাল পদের কার্যকাল ৬৯

১৫৭। রাজ্যপালরূপে নিযুক্ত হইবার যোগ্যতা ৭০

অনুচ্ছেদ পৃষ্ঠা

১৫৮। রাজ্যপাল পদের শর্তাবলী ৭০

১৫৯। রাজ্যপাল কর্তৃক শপথ বা প্রতিজ্ঞা ৭০

১৬০। কোন কোন আকস্মিক অবস্থায় রাজ্যপালের কৃত্য নির্বাহ ... ৭১

১৬১। কোন কোন স্থলে ক্ষমা, ইত্যাদি করিবার, এবং দণ্ডাদেশ নিলম্বিত রাখিবার, পরিহার করিবার বা লঘু করিবার পক্ষে রাজ্যপালের ক্ষমতা ... ৭১

১৬২। রাজ্যের নির্বাহিক ক্ষমতার প্রসার ৭১

মন্ত্রিপরিষদ

১৬৩। রাজ্যপালকে সাহায্য ও মন্ত্রণা দানের জন্য মন্ত্রিপরিষদ ... ৭১

১৬৪। মন্ত্রিগণ সম্পর্কে অন্য বিধানাবলী ৭১

রাজ্যের অ্যাড্‌ভোকেট-জেন্‌রল্‌

১৬৫। রাজ্যের অ্যাড্‌ভোকেট-জেন্‌রল্‌ ৭৩

সরকারী কার্য চালনা

১৬৬। রাজ্যের সরকারের কার্য চালনা ৭৩

১৬৭। রাজ্যপালকে তথ্য সরবরাহ, ইত্যাদি সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রীর কর্তব্য ... ৭৪

অধ্যায় ৩—রাজ্য বিধানমণ্ডল

সাধারণ

১৬৮। রাজ্যসমূহে বিধানমণ্ডলের গঠন ৭৪

১৬৯। রাজ্যসমূহে বিধান পরিষদের বিলোপন বা সৃষ্টি ৭৪

১৭০। বিধানসভাসমূহের রচনা ৭৫

১৭১। বিধান পরিষদসমূহের রচনা ৭৬

১৭২। রাজ্য বিধানমণ্ডলসমূহের স্থিতিকাল ৭৭

১৭৩। রাজ্য বিধানমণ্ডলের সদস্যপদের জন্য যোগ্যতা ৭৭

১৭৪। রাজ্য বিধানমণ্ডলের সত্র, সত্রাবসান ও ভঙ্গ ৭৮

১৭৫। সদনে বা সদনসমূহে রাজ্যপালের অভিভাষণ দানের এবং বার্তা প্রেরণের অধিকার ৭৮

১৭৬। রাজ্যপাল কর্তৃক বিশেষ অভিভাষণ ৭৮

অনুচ্ছেদ পৃষ্ঠা

১৭৭। সদনসমূহ সম্পর্কে মন্ত্রিগণের ও অ্যাড্‌ভোকেট-জেনারেলের অধিকারসমূহ ... ৭৮

রাজ্য বিধানমণ্ডলের আধিকারিকসমূহ

১৭৮। বিধানসভার অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ ৭৯

১৭৯। অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষের পদ শূন্য করিয়া দেওয়া, পদত্যাগ এবং পদ হইতে অপসারণ ৭৯

১৮০। উপাধ্যক্ষের বা অন্য কোন ব্যক্তির অধ্যক্ষপদের কর্তব্যসমূহ সম্পাদন করিবার বা অধ্যক্ষরূপে কার্য করিবার ক্ষমতা ৭৯

১৮১। স্বীয় পদ হইতে অপসারণের জন্য সঙ্কল্প বিবেচনাধীন থাকিবার কালে অধ্যক্ষ বা উপাধ্যক্ষ সভাপতিত্ব করিবেন না ৮০

১৮২। বিধান পরিষদের সভাপতি ও উপ-সভাপতি ৮০

১৮৩। সভাপতি ও উপ-সভাপতির পদ শূন্য করিয়া দেওয়া, পদত্যাগ এবং পদ হইতে অপসারণ ৮০

১৮৪। উপ-সভাপতির বা অন্য কোন ব্যক্তির সভাপতিপদের কর্তব্যসমূহ সম্পাদন করিবার অথবা সভাপতিরূপে কার্য করিবার ক্ষমতা ... ৮১

১৮৫। স্বীয় পদ হইতে অপসারণের জন্য সঙ্কল্প বিবেচনাধীন থাকিবার কালে সভাপতি বা উপ-সভাপতি সভাপতিত্ব করিবেন না ৮১

১৮৬। অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষের এবং সভাপতি ও উপ-সভাপতির বেতন ও ভাতা ৮১

১৮৭। রাজ্য বিধানমণ্ডলের সচিবালয় ৮১

কার্য চালনা

১৮৮। সদস্যগণ কর্তৃক শপথ বা প্রতিজ্ঞা ৮২

১৮৯। উভয় সদনে ভোটদান, আসন শূন্য থাকা সত্ত্বেও উভয় সদনের কার্য করিবার ক্ষমতা এবং কোরাম ৮২

সদস্যগণের নির্যোগ্যতা

১৯০। আসন শূন্যকরণ ৮৩

১৯১। সদস্যপদের জন্য নির্যোগ্যতাসমূহ ৮৪

১৯২। সদস্যগণের নির্যোগ্যতা সম্পর্কিত প্রশ্নের মীমাংসা ৮৪

১৯৩। ১৮৮ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী শপথ বা প্রতিজ্ঞা করিবার পূর্বে অথবা যোগ্যতা সম্পন্ন না হইলে বা নির্যোগ্য হইলে আসন গ্রহণ ও ভোটদানের জন্য দণ্ড ৮৪

রাজ্য বিধানমণ্ডলসমূহের ও উহাদের সদস্যগণের ক্ষমতা, বিশেষাধিকার ও অনাক্রম্যতাসমূহ

১৯৪। বিধানমণ্ডলের উভয় সদনের এবং উহাদের সদস্যগণের ও কমিটিসমূহের ক্ষমতা, বিশেষাধিকার, ইত্যাদি ৮৫

অনুচ্ছেদ পৃষ্ঠা

১৯৫। সদস্যগণের বেতন ও ভাতা ৮৫

বিধানিক প্রক্রিয়া

১৯৬। বিধেয়ক পুরঃস্থাপন ও গ্রহণ সম্পর্কে বিধানাবলী ৮৬

১৯৭। অর্থ-বিধেয়ক ভিন্ন অন্য বিধেয়ক সম্পর্কে বিধান পরিষদের ক্ষমতার সঙ্কোচন ৮৬

১৯৮। অর্থ-বিধেয়ক সম্পর্কে বিশেষ প্রক্রিয়া ৮৭

১৯৯। 'অর্থ-বিধেয়ক'-এর সংজ্ঞার্থ ৮৮

২০০। বিধেয়কে সম্মতি ৮৯

২০১। বিবেচনার্থ রক্ষিত বিধেয়কসমূহ ৮৯

বিত্ত-বিষয়ে প্রক্রিয়া

২০২। বার্ষিক বিত্ত-বিবরণ ৯০

২০৩। বিধানমণ্ডলে প্রাক্কলন সম্পর্কে প্রক্রিয়া ৯১

২০৪। উপযোজন বিধেয়কসমূহ ৯১

২০৫। অনুপূরক, অতিরিক্ত বা অধিক অনুদান ৯২

২০৬। অন্তর্বর্তী অনুদান, আকলন অনুদান ও ব্যতিক্রমী অনুদান ... ৯২

২০৭। বিত্ত-বিধেয়ক সম্বন্ধে বিশেষ বিধানাবলী ৯৩

প্রক্রিয়া—সাধারণতঃ

২০৮। প্রক্রিয়া সংক্রান্ত নিয়মাবলী ৯৪

২০৯। বিত্তীয় কার্য সম্বন্ধে বিধি দ্বারা রাজ্যের বিধানমণ্ডলে প্রক্রিয়া প্রনিয়ন্ত্রণ... ৯৪

২১০। বিধানমণ্ডলে ব্যবহার্য ভাষা ৯৪

২১১। বিধানমণ্ডলে আলোচনার সঙ্কোচন ৯৫

২১২। বিধানমণ্ডলের কার্যবাহ সম্পর্কে কোন আদালত অনুসন্ধান করিবেন না ৯৫

অধ্যায় ৪ — রাজ্যপালের বিধানিক ক্ষমতা

২১৩। বিধানমণ্ডলের অবকাশকালে রাজ্যপালের অধ্যাদেশ প্রখ্যাপন করিবার ক্ষমতা ৯৫

অধ্যায় ৫—রাজ্যে হাইকোর্ট

২১৪। রাজ্যের জন্য হাইকোর্ট ৯৭

২১৫। হাইকোর্ট অভিলেখ আদালত হইবেন ৯৭

২১৬। হাইকোর্টের গঠন ৯৭

২১৭। হাইকোর্টের বিচারপতিপদে নিয়োগ এবং ঐ পদের শর্তাবলী ... ৯৭

অনুচ্ছেদ		পৃষ্ঠা
২১৮।	সুপ্রীম কোর্ট সম্বন্ধী কোন কোন বিধানের হাইকোর্টসমূহে প্রয়োগ ...	৯৯
২১৯।	হাইকোর্টের বিচারপতিগণ কর্তৃক শপথ বা প্রতিজ্ঞা	৯৯
২২০।	স্থায়ী বিচারপতি হইবার পর ব্যবহারজীবীরূপে ব্যবসায়ে বাধানিষেধ ...	৯৯
২২১।	বিচারপতিগণের বেতন, ইত্যাদি	৯৯
২২২।	কোন বিচারপতিকে এক হাইকোর্ট হইতে অন্য হাইকোর্টে স্থানান্তরণ ...	৯৯
২২৩।	কার্যকারী প্রধান বিচারপতির নিয়োগ	১০০
২২৪।	অতিরিক্ত ও কার্যকারী বিচারপতিগণের নিয়োগ	১০০
২২৪ক।	হাইকোর্টের অধিবেশনে অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতিগণের নিয়োগ ...	১০০
২২৫।	বিদ্যমান হাইকোর্টসমূহের ক্ষেত্রাধিকার	১০১
২২৬।	কোন কোন আজ্ঞালেখ প্রচার করিবার জন্য হাইকোর্টের ক্ষমতা ...	১০১
২২৬ক।	[বাদ গিয়াছে]	১০২
২২৭।	হাইকোর্টের সকল আদালত অধীক্ষণ করিবার ক্ষমতা	১০২
২২৮।	কোন কোন মামলা হাইকোর্টে স্থানান্তরণ	১০৩
২২৮ক।	[বাদ গিয়াছে]	১০৩
২২৯।	হাইকোর্টের আধিকারিক ও কর্মচারী এবং ব্যয়	১০৩
২৩০।	হাইকোর্টসমূহের ক্ষেত্রাধিকার সংঘশাসিত রাজ্যক্ষেত্রসমূহে প্রসারণ ...	১০৪
২৩১।	দুই বা ততোধিক রাজ্যের জন্য একটি অভিন্ন হাইকোর্ট স্থাপন ...	১০৪
২৩২।	[অর্থপ্রকটন — বাদ গিয়াছে]	১০৫
	অধ্যায় ৬—নিম্ন আদালতসমূহ	
২৩৩।	জেলা জজের নিয়োগ	১০৫
২৩৩ক।	কোন কোন জেলা জজের নিয়োগ ও তৎকর্তৃক প্রদত্ত রায়, ইত্যাদি সিদ্ধকরণ	১০৫
২৩৪।	জেলা জজ ভিন্ন অন্য ব্যক্তিগণের বিচারিক কৃত্যকে প্রবেশন	১০৬
২৩৫।	নিম্ন আদালতসমূহের উপর নিয়ন্ত্রণ	১০৬
২৩৬।	অর্থপ্রকটন	১০৬
২৩৭।	কোন শ্রেণী বা কোন কোন শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটের প্রতি এই অধ্যায়ের বিধানাবলীর প্রয়োগ	১০৭

ভাগ ৭

[বাদ গিয়াছে]

প্রথম তফসিলের ভাগ খ-এর অন্তর্ভুক্ত রাজ্যসমূহ

অনুচ্ছেদ		পৃষ্ঠা
২৩৮।	[বাদ গিয়াছে]	১০৮

ভাগ ৮

সংঘশাসিত রাজ্যক্ষেত্রসমূহ

২৩৯।	সংঘশাসিত রাজ্যক্ষেত্রসমূহের প্রশাসন	১০৯
২৩৯ক।	কোন কোন সংঘশাসিত রাজ্যক্ষেত্রের জন্য স্থানীয় বিধানমণ্ডলের বা মন্ত্রিপরিষদের বা এতদুভয়ের সৃজন	১০৯
২৩৯কক।	দিল্লী সম্পর্কিত বিশেষ বিধানাবলী	১০৯
২৩৯কখ।	সাংবিধানিক ব্যবস্থা অচল হইবার ক্ষেত্রে বিধান	১১২
২৩৯খ।	বিধানমণ্ডলের অবকাশকালে প্রশাসকের অধ্যাদেশসমূহ প্রখ্যাপন করিবার ক্ষমতা	১১৩
২৪০।	রাষ্ট্রপতির কোন কোন সংঘশাসিত রাজ্যক্ষেত্রের জন্য প্রনিয়ম প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা	১১৪
২৪১।	সংঘশাসিত রাজ্যক্ষেত্রের জন্য হাইকোর্ট	১১৫
২৪২।	[কুর্গ — বাদ গিয়াছে]	১১৫

ভাগ ৯

পঞ্চায়েত

২৪৩।	সংজ্ঞার্থসমূহ	১১৬
২৪৩ক।	গ্রামসভা	১১৬
২৪৩খ।	পঞ্চায়েত গঠন	১১৬
২৪৩গ।	পঞ্চায়েতের রচনা	১১৭
২৪৩ঘ।	আসন সংরক্ষণ	১১৮
২৪৩ঙ।	পঞ্চায়েতের স্থিতিকাল, ইত্যাদি	১১৯
২৪৩চ।	সদস্যপদের নির্যোগ্যতা	১২০
২৪৩ছ।	পঞ্চায়েতের ক্ষমতা, প্রাধিকার ও দায়িত্ব	১২০
২৪৩জ।	পঞ্চায়েত কর্তৃক কর আরোপ করিবার ক্ষমতা এবং উহার তহবিল ...	১২১

অনুচ্ছেদ		পৃষ্ঠা
২৪৩ঝ।	বিত্তীয় অবস্থা পুনর্বিলোকন করিবার জন্য বিত্ত কমিশন গঠন ...	১২১
২৪৩ঞ।	পঞ্চায়েতের হিসাব নিরীক্ষা	১২২
২৪৩ট।	পঞ্চায়েতের নির্বাচন	১২২
২৪৩ঠ।	সংঘশাসিত রাজ্যক্ষেত্রে প্রয়োগ	১২২
২৪৩ড।	কতিপয় ক্ষেত্রে এই ভাগ প্রযোজ্য হইবে না	১২৩
২৪৩ঢ।	বিদ্যমান বিধি ও পঞ্চায়েত বহাল থাকা	১২৪
২৪৩ণ।	নির্বাচন সংক্রান্ত বিষয়ে আদালতের হস্তক্ষেপে বাধা	১২৪

ভাগ ৯ক

পৌরসংঘ

২৪৩ত।	সংজ্ঞার্থসমূহ	১২৫
২৪৩থ।	পৌরসংঘের গঠন	১২৫
২৪৩দ।	পৌরসংঘের রচনা	১২৬
২৪৩ধ।	ওয়ার্ড কমিটি, ইত্যাদি গঠন ও রচনা	১২৭
২৪৩ন।	আসন সংরক্ষণ	১২৭
২৪৩প।	পৌরসংঘের স্থিতিকাল, ইত্যাদি	১২৮
২৪৩ফ।	সদস্যপদের ক্ষেত্রে নির্যোগ্যতা	১২৯
২৪৩ব।	পৌরসংঘ, ইত্যাদির ক্ষমতা, প্রাধিকার এবং দায়িত্ব	১২৯
২৪৩ভ।	পৌরসংঘ কর্তৃক কর আরোপ করিবার ক্ষমতা এবং উহার নিধি ...	১৩০
২৪৩ম।	বিত্ত কমিশন	১৩০
২৪৩য।	পৌরসংঘের হিসাব নিরীক্ষা	১৩১
২৪৩যক।	পৌরসংঘের নির্বাচন	১৩১
২৪৩যখ।	সংঘশাসিত রাজ্যক্ষেত্রে প্রয়োগ	১৩১
২৪৩যগ।	এই ভাগ কতিপয় এলাকার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না	১৩২
২৪৩যঘ।	জেলা পরিকল্পনা কমিটি	১৩২
২৪৩যঙ।	মহানগর পরিকল্পনা কমিটি	১৩৩
২৪৩যচ।	বিদ্যমান বিধি এবং পৌরসংঘ বহাল থাকিবে	১৩৪
২৪৩যছ।	নির্বাচন সংক্রান্ত বিষয়ে আদালতের হস্তক্ষেপে বাধা	১৩৫

ভাগ ৯খ

সমবায় সমিতি

অনুচ্ছেদ		পৃষ্ঠা
২৪৩যজ।	সংজ্ঞার্থসমূহ	১৩৬
২৪৩যঝ।	সমবায় সমিতির নিগমবদ্ধকরণ	১৩৭
২৪৩যঞ।	পর্ষদের সদস্য ও পদাধিকারীর সংখ্যা ও পদের কার্যকাল ...	১৩৭
২৪৩যট।	পর্ষদের সদস্যগণের নির্বাচন	১৩৮
২৪৩যঠ।	পর্ষদের অধিক্রমণ ও নিলম্বন এবং অন্তর্বর্তীকালীন পরিচালনা ...	১৩৮
২৪৩যড।	সমবায় সমিতির হিসাব নিরীক্ষা	১৩৯
২৪৩যঢ।	বার্ষিক সাধারণ সভা আহ্বান	১৩৯
২৪৩যণ।	কোন সদস্যের তথ্য পাইবার অধিকার	১৩৯
২৪৩যত।	রিটার্ণ	১৪০
২৪৩যথ।	অপরাধ ও দণ্ড	১৪০
২৪৩যদ।	বহু-রাজ্যিক সমবায় সমিতির ক্ষেত্রে প্রয়োগ	১৪১
২৪৩যধ।	সংঘশাসিত রাজ্যক্ষেত্রের ক্ষেত্রে প্রয়োগ	১৪১
২৪৩যন।	বিদ্যমান বিধি অব্যাহত থাকিয়া যাওয়া	১৪২

ভাগ ১০

তফসিলী ও জনজাতি ক্ষেত্রসমূহ

২৪৪।	তফসিলী ক্ষেত্রসমূহ ও জনজাতি ক্ষেত্রসমূহের প্রশাসন ...	১৪৩
২৪৪ক।	আসামের কোন কোন জনজাতি ক্ষেত্র লইয়া একটি স্বশাসিত রাজ্য গঠন এবং উহার জন্য একটি স্থানীয় বিধানমণ্ডল বা মন্ত্রিপরিষদ বা এতদুভয়ের সৃজন	১৪৩

ভাগ ১১

সংঘ ও রাজ্যসমূহের মধ্যে সম্বন্ধ

অধ্যায় ১—বিধানিক সম্বন্ধ

বিধানিক ক্ষমতাসমূহের বণ্টন

২৪৫।	সংসদ কর্তৃক এবং রাজ্যসমূহের বিধানমণ্ডলসমূহ কর্তৃক প্রণীত বিধির প্রসার	১৪৫
২৪৬।	সংসদ কর্তৃক এবং রাজ্যসমূহের বিধানমণ্ডলসমূহ কর্তৃক প্রণীত বিধির বিষয়বস্তু	১৪৫
২৪৬ক।	পণ্য ও পরিষেবা কর সম্পর্কিত বিশেষ বিধান	১৪৫

অনুচ্ছেদ		পৃষ্ঠা
২৪৭।	কোন কোন অতিরিক্ত আদালত স্থাপনের জন্য সংসদের বিধান করিবার ক্ষমতা	১৪৬
২৪৮।	বিধিপ্রণয়নের অবশিষ্ট ক্ষমতাসমূহ	১৪৬
২৪৯।	রাজ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত কোন বিষয় সম্পর্কে জাতীয় স্বার্থে সংসদের বিধিপ্রণয়ন করিবার ক্ষমতা	১৪৬
২৫০।	জরুরী অবস্থার উদ্‌ঘোষণা সক্রিয় থাকিলে, রাজ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত যেকোন বিষয় সম্পর্কে সংসদের বিধিপ্রণয়নের ক্ষমতা	১৪৭
২৫১।	২৪৯ এবং ২৫০ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সংসদ কর্তৃক প্রণীত বিধি এবং রাজ্যসমূহের বিধানমণ্ডলসমূহ কর্তৃক প্রণীত বিধির মধ্যে অসামঞ্জস্য ...	১৪৭
২৫২।	দুই বা ততোধিক রাজ্যের জন্য তৎসম্মতিক্রমে বিধিপ্রণয়নে সংসদের ক্ষমতা এবং অন্য যেকোন রাজ্য কর্তৃক ঐরূপ বিধি অবলম্বন	১৪৭
২৫৩।	আন্তর্জাতিক চুক্তিসমূহ কার্যকর করিবার জন্য বিধিপ্রণয়ন ...	১৪৮
২৫৪।	সংসদ কর্তৃক প্রণীত বিধি এবং রাজ্যসমূহের বিধানমণ্ডলসমূহ কর্তৃক প্রণীত বিধির মধ্যে অসামঞ্জস্য	১৪৮
২৫৫।	সুপারিশ ও পূর্বমঞ্জুরি সম্পর্কে যাহা আবশ্যক তাহা কেবল প্রক্রিয়া সংক্রান্ত বিষয় বলিয়া গণ্য হইবে	১৪৯

অধ্যায় ২—প্রশাসনিক সম্বন্ধ

সাধারণ

২৫৬।	রাজ্যসমূহের এবং সংঘের দায়িতা	১৪৯
২৫৭।	কোন কোন ক্ষেত্রে রাজ্যসমূহের উপর সংঘের নিয়ন্ত্রণ	১৪৯
২৫৭ক।	[সংঘের সশস্ত্র বাহিনী বা অন্যান্য বাহিনী অভিনিয়োজিত করিয়া রাজ্যসমূহকে সহায়তা প্রদান — বাদ গিয়াছে]	১৫০
২৫৮।	কোন কোন ক্ষেত্রে রাজ্যসমূহের উপর ক্ষমতাসমূহ, ইত্যাদি অর্পণ করিবার পক্ষে সংঘের ক্ষমতা	১৫০
২৫৮ক।	সংঘের উপর কৃত্যসমূহ ন্যস্ত করিবার পক্ষে রাজ্যসমূহের ক্ষমতা ...	১৫১
২৫৯।	[প্রথম তফসিলের ভাগ খ-এর অন্তর্গত রাজ্যসমূহে সশস্ত্র বাহিনী — বাদ গিয়াছে]	১৫১
২৬০।	ভারত-বহির্ভূত রাজ্যক্ষেত্রসমূহ সম্বন্ধে সংঘের ক্ষেত্রাধিকার ...	১৫১
২৬১।	সরকারী কার্য, অভিলেখ এবং বিচারিক কার্যবাহ ...	১৫১

জল সম্বন্ধে বিরোধ

২৬২।	আন্তঃরাজ্যিক নদীর বা নদী-উপত্যকার জল সম্বন্ধে বিরোধের বিচারপূর্বক মীমাংসা	১৫১

রাজ্যসমূহের মধ্যে সহযোজন

অনুচ্ছেদ		পৃষ্ঠা
২৬৩।	আন্তঃরাজ্যিক পরিষদ সম্বন্ধে বিধানাবলী	১৫২

ভাগ ১২

বিত্ত, সম্পত্তি, সংবিদা ও মোকদ্দমা

অধ্যায় ১—বিত্ত

সাধারণ

২৬৪।	অর্থপ্রকটন	১৫৩
২৬৫।	বিধির প্রাধিকারবলে ভিন্ন করসমূহ আরোপিত হইবে না ...	১৫৩
২৬৬।	ভারতের এবং রাজ্যসমূহের সঞ্চিত নিধি ও সরকারী হিসাব ...	১৫৩
২৬৭।	আকস্মিকতা-নিধি	১৫৩

সংঘ ও রাজ্যসমূহের মধ্যে রাজস্ব বণ্টন

২৬৮।	সংঘ কর্তৃক উদ্‌গৃহীত কিন্তু রাজ্যসমূহ কর্তৃক সংগৃহীত ও উপযোজিত শুল্কসমূহ	১৫৪
২৬৮ক।	[সংঘ কর্তৃক উদ্‌গৃহীত এবং সংঘ ও রাজ্য কর্তৃক সংগৃহীত শুল্কসমূহ — বাদ গিয়াছে]	১৫৪
২৬৯।	সংঘ কর্তৃক উদ্‌গৃহীত ও সংগৃহীত কিন্তু রাজ্যসমূহের জন্য নির্দিষ্ট করসমূহ	১৫৪
২৬৯ক।	আন্তঃরাজ্যিক ব্যবসায় বা বাণিজ্যক্রমে পণ্য ও পরিষেবা কর উদ্‌গ্রহণ ও সংগ্রহ	১৫৫
২৭০।	সংঘ ও রাজ্যসমূহের মধ্যে উদ্‌গৃহীত ও বণ্টিত কর ...	১৫৬
২৭১।	সংঘের প্রয়োজনে কোন কোন শুল্ক ও করের উপর অধিভার ...	১৫৬
২৭২।	[যে করসমূহ সংঘ কর্তৃক উদ্‌গৃহীত ও সংগৃহীত এবং সংঘ ও রাজ্যসমূহের মধ্যে বণ্টন করা যাইবে — বাদ গিয়াছে]	১৫৭
২৭৩।	পাট ও পাটজাত উৎপাদের উপর রপ্তানিশুল্কের পরিবর্তে অনুদান ...	১৫৭
২৭৪।	যে বিধেয়ক রাজ্যসমূহের স্বার্থ যাহাতে সংশ্লিষ্ট আছে এরূপ করাধান প্রভাবিত করে তাহাতে রাষ্ট্রপতির পূর্ব-সুপারিশ আবশ্যক ...	১৫৭
২৭৫।	কোন কোন রাজ্যকে সংঘ হইতে অনুদান	১৫৮
২৭৬।	বৃত্তি, ব্যবসায়, পেশা ও চাকরির উপর কর	১৫৯
২৭৭।	ব্যাবৃত্তি	১৫৯
২৭৮।	[কোন কোন বিত্ত-বিষয়ে প্রথম তফসিলের ভাগ খ-এর রাজ্যসমূহের সহিত চুক্তি — বাদ গিয়াছে]	১৬০
২৭৯।	"নীট আগম", ইত্যাদি অনুগণন	১৬০
২৭৯ক।	পণ্য ও পরিষেবা কর পরিষদ	১৬০
২৮০।	বিত্ত কমিশন	১৬৩
২৮১।	বিত্ত কমিশনের সুপারিশ	১৬৪

বিবিধ বিত্তীয় বিধান

অনুচ্ছেদ		পৃষ্ঠা
২৮২।	সংঘ বা কোন রাজ্য কর্তৃক তদীয় রাজস্ব হইতে যে ব্যয় নির্বাহিত হইতে পারে	১৬৪
২৮৩।	সঞ্চিত নিধিসমূহের, আকস্মিকতা-নিধিসমূহের ও সরকারী হিসাবখাতে জমা দেওয়া অর্থসমূহের অভিরক্ষা, ইত্যাদি	১৬৪
২৮৪।	সরকারী কর্মচারী ও আদালতসমূহ কর্তৃক প্রাপ্ত মোকদ্দমাকারীর আমানত ও অন্যান্য অর্থের অভিরক্ষা	১৬৪
২৮৫।	রাজ্যের করাধান হইতে সংঘের সম্পত্তির অব্যাহতি	১৬৫
২৮৬।	পণ্যসমূহের বিক্রয় বা ক্রয়ের উপর কর আরোপণের সঙ্কোচন ...	১৬৫
২৮৭।	বিদ্যুতের উপর কর হইতে অব্যাহতি	১৬৫
২৮৮।	কোন কোন ক্ষেত্রে জল বা বিদ্যুৎ সম্পর্কে রাজ্যসমূহ কর্তৃক করাধান হইতে অব্যাহতি	১৬৬
২৮৯।	সংঘের করাধান হইতে রাজ্যের সম্পত্তি ও আয়ের অব্যাহতি ...	১৬৭
২৯০।	কোন কোন ব্যয় এবং পেনশন সম্পর্কে সমন্বয়ন	১৬৭
২৯০ক।	কোন কোন দেবস্বম-নিধিতে বার্ষিক অর্থ প্রদান	১৬৮
২৯১।	[শাসকগণের রাজন্য ভাতা অর্থসমূহ — বাদ গিয়াছে]	১৬৮

অধ্যায় ২

ধারগ্রহণ

২৯২।	ভারত সরকার কর্তৃক ধারগ্রহণ	১৬৮
২৯৩।	রাজ্যসমূহ কর্তৃক ধারগ্রহণ	১৬৮

অধ্যায় ৩—সম্পত্তি, সংবিদা, অধিকার, দায়িতা, দায়িত্ব ও মোকদ্দমা

২৯৪।	কোন কোন ক্ষেত্রে সম্পত্তি, পরিসম্পদ, অধিকার, দায়িতা ও দায়িত্বের উত্তরাধিকার	১৬৯
২৯৫।	অন্য ক্ষেত্রসমূহে সম্পত্তি, পরিসম্পদ, অধিকার, দায়িতা ও দায়িত্বের উত্তরাধিকার	১৬৯
২৯৬।	রাজগামিতা বা ব্যপগম হেতু অথবা অস্বামিক দ্রব্য (বোনাভেকেন্সিয়া) রূপে প্রাপ্ত সম্পত্তি	১৭০
২৯৭।	রাজ্যক্ষেত্রাধীন জলভাগের বা মহীসোপানের অন্তর্বর্তী মূল্যবান বস্তুসমূহ এবং অনন্য আর্থনীতিক মণ্ডলের সম্পদ সংঘে বর্তাইবে ...	১৭০
২৯৮।	ব্যবসায়, ইত্যাদি পরিচালনার ক্ষমতা	১৭১
২৯৯।	সংবিদাসমূহ	১৭১
৩০০।	মোকদ্দমা ও কার্যবাহসমূহ	১৭১

অধ্যায় ৪—সম্পত্তিতে অধিকার

অনুচ্ছেদ		পৃষ্ঠা
৩০০ক।	বিধির প্রাধিকারবলে ব্যতীত কোন ব্যক্তিকে সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করা যাইবে না	১৭২

ভাগ ১৩

ভারতের রাজ্যক্ষেত্রের অভ্যন্তরে ব্যবসায়, বাণিজ্য এবং যোগাযোগ

৩০১।	ব্যবসায়, বাণিজ্য ও যোগাযোগের স্বাধীনতা	১৭৩
৩০২।	ব্যবসায়, বাণিজ্য ও যোগাযোগের উপর সংসদের সঙ্কোচন আরোপ করিবার ক্ষমতা	১৭৩
৩০৩।	ব্যবসায় ও বাণিজ্য সম্পর্কে সংঘের ও রাজ্যসমূহের বিধানিক ক্ষমতার সঙ্কোচন	১৭৩
৩০৪।	রাজ্যসমূহের মধ্যে ব্যবসায়, বাণিজ্য ও যোগাযোগের সঙ্কোচন ...	১৭৩
৩০৫।	বিদ্যমান বিধিসমূহের ও রাজ্যের একাধিকার বিধানকারী বিধিসমূহের ব্যাবৃত্তি	১৭৪
৩০৬।	[প্রথম তফসিলের ভাগ খ-এর অন্তর্গত কোন কোন রাজ্যের ব্যবসায় ও বাণিজ্যের উপর সঙ্কোচন আরোপ করিবার ক্ষমতা — বাদ গিয়াছে]. . .	১৭৪
৩০৭।	৩০১ হইতে ৩০৪ অনুচ্ছেদের উদ্দেশ্যসমূহ কার্যে পরিণত করিবার জন্য প্রাধিকারীর নিয়োগ	১৭৪

ভাগ ১৪

সংঘ এবং রাজ্যসমূহের অধীনে কৃত্যকসমূহ

অধ্যায় ১ — কৃত্যকসমূহ

৩০৮।	অর্থপ্রকটন	১৭৫
৩০৯।	সংঘে বা কোন রাজ্যে চাকরিতে ব্যক্তিগণের নিয়োগ এবং চাকরির শর্তাবলী	১৭৫
৩১০।	সংঘে বা কোন রাজ্যে চাকরিতে ব্যক্তিগণের পদধারণকাল ...	১৭৫
৩১১।	সংঘ বা কোন রাজ্যের অধীনে অসামরিক পদে নিযুক্ত ব্যক্তিগণের পদচ্যুতি, অপসারণ বা পদাবনমন	১৭৬
৩১২।	সর্বভারতীয় কৃত্যকসমূহ	১৭৭
৩১২ক।	কোন কোন কৃত্যকের আধিকারিকগণের চাকরির শর্তাবলী পরিবর্তন বা প্রতিসংহরণ করিতে সংসদের ক্ষমতা	১৭৭
৩১৩।	অবস্থান্তরকালীন বিধানাবলী	১৭৯
৩১৪।	[কোন কোন কৃত্যকের বিদ্যমান আধিকারিকগণের রক্ষণের জন্য বিধান— বাদ গিয়াছে]	১৭৯

অধ্যায় ২—সরকারী কৃত্যক কমিশনসমূহ

৩১৫।	সংঘের জন্য ও রাজ্যসমূহের জন্য সরকারী কৃত্যক কমিশনসমূহ ...	১৭৯
৩১৬।	সদস্যগণের নিয়োগ ও পদের কার্যকাল	১৭৯

অনুচ্ছেদ পৃষ্ঠা

৩১৭। সরকারী কৃত্যক কমিশনের কোন সদস্যের অপসারণ ও নিলম্বন ... ১৮০

৩১৮। কমিশনের সদস্যগণ ও কর্মিবর্গের চাকরির শর্তাবলী সম্পর্কে প্রনিয়ম প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা ১৮১

৩১৯। কমিশনের সদস্যগণ আর সদস্য না থাকিলে, তাঁহাদের কোন পদে অধিষ্ঠিত হওয়া সম্পর্কে প্রতিষেধ ১৮২

৩২০। সরকারী কৃত্যক কমিশনসমূহের কৃত্যসমূহ ১৮২

৩২১। সরকারী কৃত্যক কমিশনসমূহের কৃত্যসমূহ প্রসারিত করিবার ক্ষমতা ... ১৮৪

৩২২। সরকারী কৃত্যক কমিশনসমূহের ব্যয় ১৮৪

৩২৩। সরকারী কৃত্যক কমিশনসমূহের প্রতিবেদন ১৮৪

ভাগ ১৪ক

ট্রাইবিউন্যালসমূহ

৩২৩ক। প্রশাসনিক ট্রাইবিউন্যাল ১৮৬

৩২৩খ। অন্যান্য বিষয়ের জন্য ট্রাইবিউন্যালসমূহ ১৮৭

ভাগ ১৫

নির্বাচনসমূহ

৩২৪। নির্বাচনসমূহের অধীক্ষণ, নির্দেশন ও নিয়ন্ত্রণ একটি নির্বাচন কমিশনে বর্তাইবে ১৯০

৩২৫। ধর্ম, প্রজাতি, জাতি বা লিঙ্গের হেতুতে কোন ব্যক্তি নির্বাচক তালিকার অন্তর্ভুক্ত হইবার জন্য অযোগ্য হইবেন না বা কোন বিশেষ নির্বাচক তালিকার অন্তর্ভুক্ত হইবার দাবি করিতে পারিবেন না ... ১৯১

৩২৬। লোকসভার এবং রাজ্যসমূহের বিধানসভার নির্বাচন প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে হইবে ১৯১

৩২৭। বিধানমণ্ডলের নির্বাচন সম্পর্কে সংসদের বিধান প্রণয়নের ক্ষমতা ... ১৯১

৩২৮। কোন রাজ্যের বিধানমণ্ডলের নির্বাচন সম্পর্কে ঐ বিধানমণ্ডলের বিধান প্রণয়নের ক্ষমতা ১৯১

৩২৯। নির্বাচন সংক্রান্ত বিষয়ে বিচারালয়ের হস্তক্ষেপে প্রতিবন্ধক ... ১৯১

৩২৯ক। [প্রধানমন্ত্রী ও অধ্যক্ষের ক্ষেত্রে সংসদে নির্বাচন সম্পর্কিত বিশেষ বিধান — বাদ গিয়াছে] ১৯২

ভাগ ১৬

কোন কোন শ্রেণী সম্বন্ধে বিশেষ বিধানাবলী

৩৩০। লোকসভায় তফসিলী জাতি ও তফসিলী জনজাতিসমূহের জন্য আসন সংরক্ষণ ১৯৩

৩৩০ক। লোকসভায় মহিলাগণের জন্য আসনসমূহের সংরক্ষণ ১৯৩

অনুচ্ছেদ পৃষ্ঠা

৩৩১। লোকসভায় ইঙ্গ-ভারতীয় সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব ১৯৪

৩৩২। রাজ্যসমূহের বিধানসভাসমূহে তফসিলী জাতি ও তফসিলী জনজাতিসমূহের জন্য আসন সংরক্ষণ ১৯৪

৩৩২ক। রাজ্যসমূহের বিধানসভাসমূহে মহিলাগণের জন্য আসনসমূহের সংরক্ষণ ১৯৫

৩৩৩। রাজ্যসমূহের বিধানসভাসমূহে ইঙ্গ-ভারতীয় সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব ... ১৯৫

৩৩৪। আসন সংরক্ষণ ও বিশেষ প্রতিনিধিত্ব নির্দিষ্ট সময়সীমার পর অবসিত হইবে ১৯৬

৩৩৪ক। মহিলাগণের জন্য আসনসমূহের সংরক্ষণ কার্যকর হইবে ... ১৯৬

৩৩৫। কৃত্যক ও পদসমূহে তফসিলী জাতি ও তফসিলী জনজাতিসমূহের দাবি ১৯৬

৩৩৬। কোন কোন কৃত্যকে ইঙ্গ-ভারতীয় সম্প্রদায়ের জন্য বিশেষ বিধান ১৯৭

৩৩৭। ইঙ্গ-ভারতীয় সম্প্রদায়ের হিতার্থে শিক্ষা-অনুদান সম্পর্কে বিশেষ বিধান ১৯৭

৩৩৮। তফসিলী জাতিসমূহের জন্য জাতীয় কমিশন ১৯৮

৩৩৮ক। তফসিলী জনজাতিসমূহের জন্য জাতীয় কমিশন ১৯৯

৩৩৮খ। অনগ্রসর শ্রেণীসমূহের জন্য জাতীয় কমিশন ২০১

৩৩৯। তফসিলী ক্ষেত্রসমূহের প্রশাসন এবং তফসিলী জনজাতিসমূহের কল্যাণ বিষয়ে সংঘের নিয়ন্ত্রণ ২০৩

৩৪০। অনগ্রসর শ্রেণীসমূহের অবস্থা সম্বন্ধে তদন্ত করিবার জন্য কমিশন নিয়োগ ২০৪

৩৪১। তফসিলী জাতিসমূহ ২০৪

৩৪২। তফসিলী জনজাতিসমূহ ২০৫

৩৪২ক। সামাজিক ও শিক্ষাগতভাবে অনগ্রসর শ্রেণীসমূহ ২০৫

ভাগ ১৭

সরকারী ভাষা

অধ্যায় ১—সংঘের ভাষা

৩৪৩। সংঘের সরকারী ভাষা ২০৬

৩৪৪। সরকারী ভাষা সম্পর্কে কমিশন ও সংসদের কমিটি ২০৬

অধ্যায় ২

আঞ্চলিক ভাষাসমূহ

৩৪৫। কোন রাজ্যের সরকারী ভাষা বা ভাষাসমূহ ২০৭

৩৪৬। একটি রাজ্য এবং অন্য একটি রাজ্যের মধ্যে অথবা কোন রাজ্য এবং সংঘের মধ্যে সমাযোজনের জন্য সরকারী ভাষা ২০৮

অনুচ্ছেদ পৃষ্ঠা

৩৪৭। কোন রাজ্যের জনসংখ্যার কোন অনুবিভাগ কর্তৃক কথিত ভাষা সম্বন্ধে বিশেষ বিধান ২০৮

অধ্যায় ৩— সুপ্রীম কোর্ট, হাইকোর্টসমূহ, ইত্যাদির ভাষা

৩৪৮। সুপ্রীম কোর্টে ও হাইকোর্টসমূহে এবং আইন, বিধেয়ক, ইত্যাদির জন্য ব্যবহার্য ভাষা ২০৮

৩৪৯। ভাষা সম্বন্ধে কোন কোন বিধি প্রণয়ন করিবার বিশেষ প্রক্রিয়া ... ২০৯

অধ্যায় ৪—বিশেষ নির্দেশনসমূহ

৩৫০। ক্ষোভের প্রতিকারের জন্য নিবেদনে ব্যবহার্য ভাষা ২০৯

৩৫০ক। প্রাথমিক স্তরে মাতৃভাষায় শিক্ষণের সুযোগসুবিধা ২০৯

৩৫০খ। ভাষাভিত্তিক সংখ্যালঘুগণের জন্য বিশেষ আধিকারিক ২১০

৩৫১। হিন্দী ভাষার উন্নয়নের জন্য নির্দেশন ২১০

ভাগ ১৮

জরুরী অবস্থার বিধানাবলী

৩৫২। জরুরী অবস্থার উদ্‌ঘোষণা ২১১

৩৫৩। জরুরী অবস্থার উদ্‌ঘোষণার ফল ২১৩

৩৫৪। জরুরী অবস্থার উদ্‌ঘোষণা ক্রিয়াশীল থাকিবার কালে রাজস্বের বণ্টন সম্বন্ধে বিধানাবলীর প্রয়োগ ২১৪

৩৫৫। সংঘের কর্তব্য রাজ্যসমূহকে বাহিরের আগ্রাসন হইতে ও আভ্যন্তরীণ গোলযোগ হইতে রক্ষা করা ২১৪

৩৫৬। রাজ্যসমূহে সাংবিধানিক যন্ত্র অচল হইবার ক্ষেত্রে বিধানাবলী ... ২১৪

৩৫৭। ৩৫৬ অনুচ্ছেদের অধীনে প্রচারিত উদ্‌ঘোষণা অনুযায়ী বিধানিক ক্ষমতাসমূহের প্রয়োগ ২১৬

৩৫৮। জরুরী অবস্থায় ১৯ অনুচ্ছেদের বিধানাবলীর নিলম্বন ... ২১৭

৩৫৯। জরুরী অবস্থায় ভাগ ৩ দ্বারা অর্পিত অধিকারসমূহের বলবৎকরণ নিলম্বিত রাখা ২১৮

৩৫৯ক। [পাঞ্জাব রাজ্যে এই ভাগের প্রয়োগ — বাদ গিয়াছে] ২১৯

৩৬০। বিত্তীয় জরুরী অবস্থা সম্পর্কে বিধানাবলী ২১৯

ভাগ ১৯

বিবিধ

৩৬১। রাষ্ট্রপতির এবং রাজ্যপাল ও রাজপ্রমুখগণের রক্ষণ ২২১

অনুচ্ছেদ		পৃষ্ঠা
৩৬১ক।	সংসদ ও রাজ্য বিধানমণ্ডলের কার্যবিবরণীর প্রকাশন সংরক্ষণ . . .	২২১
৩৬১খ।	পারিশ্রমিক প্রদায়ী রাজনৈতিক পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে নির্যোগ্যতা . . .	২২২
৩৬২।	[ভারতীয় রাজ্যসমূহের শাসকবর্গের অধিকার ও বিশেষাধিকার — বাদ গিয়াছে]	২২৩
৩৬৩।	কোন কোন সন্ধি, চুক্তি, ইত্যাদি হইতে উদ্ভূত বিবাদে আদালতের হস্তক্ষেপে প্রতিবন্ধক	২২৩
৩৬৩ক।	ভারতীয় রাজ্যসমূহের শাসকগণকে প্রদত্ত স্বীকৃতি আর থাকিবে না এবং রাজন্যভাতাসমূহ বিলুপ্ত হইবে	২২৩
৩৬৪।	প্রধান প্রধান বন্দর ও বিমানক্ষেত্র সম্পর্কে বিশেষ বিধান . . .	২২৪
৩৬৫।	সংঘ কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশসমূহ পালন বা কার্যকর করিতে ব্যর্থ হইবার ফল	২২৪
৩৬৬।	সংজ্ঞার্থসমূহ	২২৪
৩৬৭।	অর্থপ্রকটন	২২৯

ভাগ ২০

সংবিধানের সংশোধন

৩৬৮।	সংবিধানের সংশোধন করিতে সংসদের ক্ষমতা ও তজ্জন্য প্রক্রিয়া . . .	২৩১

ভাগ ২১

অস্থায়ী, অবস্থান্তরকালীন ও বিশেষ বিধানাবলী

৩৬৯।	রাজ্যসূচীভুক্ত কোন কোন বিষয় সম্পর্কে, ঐ বিষয়সমূহ যেন সমবর্তী সূচীর অন্তর্ভুক্ত এইভাবে, সংসদের বিধি প্রণয়ন করিবার অস্থায়ী ক্ষমতা . . .	২৩৩
৩৭০।	জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্য সম্পর্কে অস্থায়ী বিধানাবলী	২৩৩
৩৭১।	মহারাষ্ট্র এবং গুজরাট রাজ্যসমূহ সম্পর্কে বিশেষ বিধান	২৩৫
৩৭১ক।	নাগাল্যান্ড রাজ্য সম্পর্কে বিশেষ বিধান	২৩৫
৩৭১খ।	আসাম রাজ্য সম্পর্কে বিশেষ বিধান	২৩৯
৩৭১গ।	মণিপুর রাজ্য সম্পর্কে বিশেষ বিধান	২৩৯
৩৭১ঘ।	অন্ধ্রপ্রদেশ বা তেলেঙ্গানা রাজ্য সম্পর্কে বিশেষ বিধানাবলী . . .	২৪০
৩৭১ঙ।	অন্ধ্রপ্রদেশে কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন	২৪৪
৩৭১চ।	সিকিম রাজ্য সম্পর্কে বিশেষ বিধানাবলী	২৪৪
৩৭১ছ।	মিজোরাম রাজ্য সম্পর্কে বিশেষ বিধান	২৪৭
৩৭১জ।	অরুণাচল প্রদেশ রাজ্য সম্পর্কে বিশেষ বিধান	২৪৭

অনুচ্ছেদ		পৃষ্ঠা
৩৭১ঝ।	গোয়া রাজ্য সম্পর্কে বিশেষ বিধান	২৪৮
৩৭১ঞ।	কর্ণাটক রাজ্য সম্পর্কে বিশেষ বিধানাবলী	২৪৮
৩৭২।	বিদ্যমান বিধিসমূহ বলবৎ থাকিয়া যাওয়া এবং উহাদের অভিযোজন ...	২৪৯
৩৭২ক।	বিধিসমূহের অভিযোজন করিতে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা	২৫০
৩৭৩।	রাষ্ট্রপতির, কোন কোন ক্ষেত্রে নিবর্তনমূলক আটকের অধীন ব্যক্তিগণ সম্পর্কে, আদেশ করিবার ক্ষমতা	২৫১
৩৭৪।	ফেডারেল কোর্টের বিচারপতিগণ সম্পর্কে ও ফেডারেল কোর্টে বা সপরিষদ সম্রাটের সমক্ষে বিচারাধীন কার্যবাহ সম্পর্কে বিধানাবলী	২৫১
৩৭৫।	আদালত, প্রাধিকারী ও আধিকারিক সংবিধানের বিধানাবলীর অধীনে কৃত্য করিয়া যাইবেন	২৫২
৩৭৬।	হাইকোর্টের বিচারপতিগণ সম্পর্কে বিধানাবলী	২৫২
৩৭৭।	ভারতের মহা হিসাব-নিয়ামক ও নিরীক্ষক সম্পর্কে বিধানাবলী ...	২৫৩
৩৭৮।	সরকারী কৃত্যক কমিশনসমূহ সম্পর্কে বিধানাবলী	২৫৩
৩৭৮ক।	অন্ধ্রপ্রদেশ বিধানসভার স্থিতিকাল সংক্রান্ত বিশেষ বিধান ...	২৫৩
৩৭৯-৩৯১।	[সংবিধান (সাততম সংশোধন) আইন, ১৯৫৬, ২৯ ধারা ও তফসিল দ্বারা (১.১১.১৯৫৬ হইতে কার্যকারিতাসহ — বাদ গিয়াছে]	২৫৪
৩৯২।	অসুবিধাসমূহ দুরীকরণে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা	২৫৪

ভাগ ২২

সংক্ষিপ্ত নাম, প্রারম্ভ, হিন্দীতে প্রাধিকৃত পাঠ ও নিরসন

৩৯৩।	সংক্ষিপ্ত নাম	২৫৫
৩৯৪।	প্রারম্ভ	২৫৫
৩৯৪ক।	হিন্দী ভাষায় প্রাধিকৃত পাঠ	২৫৫
৩৯৫।	নিরসন	২৫৫

তফসিলসমূহ

প্রথম তফসিল—

১।	রাজ্যসমূহ	২৫৬
২।	সংঘশাসিত রাজ্যক্ষেত্রসমূহ	২৬০

দ্বিতীয় তফসিল—

ভাগ ক—	রাষ্ট্রপতি এবং রাজ্যসমূহের রাজ্যপালগণ সম্পর্কে বিধানাবলী	২৬১
ভাগ খ—	[বাদ গিয়াছে]	২৬১
ভাগ গ—	লোকসভার অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ এবং রাজ্যসভার সভাপতি ও উপ-সভাপতি এবং কোন রাজ্যের বিধানসভার অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ এবং বিধান পরিষদের সভাপতি ও উপ-সভাপতি সম্পর্কে বিধানাবলী	২৬১

পৃষ্ঠা

ভাগ ঘ— সুপ্রীম কোর্টের এবং হাইকোর্টের বিচারপতিগণ সম্পর্কে বিধানাবলী ২৬২

ভাগ ঙ— ভারতের মহা হিসাব-নিয়ামক ও নিরীক্ষক সম্পর্কে বিধানাবলী ২৬৫

তৃতীয় তফসিল— শপথ বা প্রতিজ্ঞার প্ররূপসমূহ ২৬৬

চতুর্থ তফসিল— রাজ্যসভায় আসনসমূহ বিভাজন ২৬৯

পঞ্চম তফসিল— তফসিলী ক্ষেত্রসমূহের ও তফসিলী জনজাতিসমূহের প্রশাসন ও নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে বিধানাবলী ২৭১

ভাগ ক— সাধারণ ২৭১

ভাগ খ— তফসিলী ক্ষেত্রসমূহের ও তফসিলী জনজাতিসমূহের প্রশাসন ও নিয়ন্ত্রণ ২৭১

ভাগ গ— তফসিলী ক্ষেত্রসমূহ ২৭৩

ভাগ ঘ— তফসিলের সংশোধন ২৭৩

ষষ্ঠ তফসিল— আসাম, মেঘালয়, ত্রিপুরা ও মিজোরাম রাজ্যসমূহের অভ্যন্তরস্থ জনজাতি ক্ষেত্রসমূহের প্রশাসন সম্পর্কে বিধানাবলী ২৭৪

সপ্তম তফসিল—

সূচী ১— সংঘসূচী ৩০০

সূচী ২— রাজ্যসূচী ৩০৬

সূচী ৩— সমবর্তী সূচী ৩০৯

অষ্টম তফসিল— ভাষাসমূহ ৩১৩

নবম তফসিল— কোন কোন আইন ও প্রনিয়মের সিদ্ধকরণ ৩১৪

দশম তফসিল— দলবদল হেতু নির্যোগ্যতা সম্পর্কে বিধানাবলী ৩৩২

একাদশ তফসিল—পঞ্চায়েতের ক্ষমতা, প্রাধিকার ও দায়িত্ব ৩৩৬

দ্বাদশ তফসিল— পৌরসংঘসমূহ, ইত্যাদির ক্ষমতা, প্রাধিকার ও দায়িত্ব ... ৩৩৮

পরিশিষ্ট-১— সংবিধান (শততম সংশোধন) আইন, ২০১৫ ... ... ৩৩৯

পরিশিষ্ট-২— সংবিধান (জম্মু ও কাশ্মীরে প্রয়োগ) আদেশ, ২০১৯ ... ৩৫৭

পরিশিষ্ট-৩— সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৩৭০(৩)-এর অধীনে ঘোষণা ... ৩৫৮

ভারতের সংবিধান
প্রস্তাবনা

আমরা ভারতের জনগণ ভারতকে একটি [সার্বভৌম সমাজতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র] রূপে গড়িয়া তুলিতে, এবং উহার সকল নাগরিক যাহাতে :

সামাজিক, আর্থনীতিক এবং রাজনৈতিক ন্যায়বিচার;

চিন্তার, অভিব্যক্তির, বিশ্বাসের, ধর্মের ও উপাসনার স্বাধীনতা;

প্রতিষ্ঠা ও সুযোগের সমতা

নিশ্চিতভাবে লাভ করেন;

এবং তাঁহাদের সকলের মধ্যে

ব্যক্তি-মর্যাদা ও [জাতীয় ঐক্য ও সংহতি]র আশ্বাসক ভ্রাতৃভাব প্রোন্নত হয়;

তজ্জন্য সত্যনিষ্ঠার সহিত সংকল্প করিয়া আমাদের সংবিধান সভায় অদ্য, ২৬শে নভেম্বর, ১৯৪৯ তারিখে, এতদ্দ্বারা এই সংবিধান গ্রহণ করিতেছি, বিধিবদ্ধ করিতেছি এবং আমাদিগকে অর্পণ করিতেছি।

ভাগ ১

সংঘ ও উহার রাজ্যক্ষেত্র

১। (১) ইন্ডিয়া, অর্থাৎ ভারত, রাজ্যসমূহের সংঘ হইবে। সংঘের নাম ও রাজ্যক্ষেত্র।

[(২) রাজ্যসমূহ ও উহাদের রাজ্যক্ষেত্রসমূহ প্রথম তফসিলে যেরূপ বিনির্দিষ্ট সেরূপ হইবে।]

(৩) ভারতের রাজ্যক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত হইবে—

(ক) রাজ্যসমূহের রাজ্যক্ষেত্রসমূহ;

[(খ) প্রথম তফসিলে বিনির্দিষ্ট সংঘশাসিত রাজ্যক্ষেত্রসমূহ; এবং]

(গ) এরূপ অন্য রাজ্যক্ষেত্রসমূহ যাহা অর্জিত হইতে পারে।

২। সংসদ যেরূপ উপযুক্ত মনে করেন সেরূপ শর্ত ও কড়ারে, বিধি দ্বারা, নূতন রাজ্য সংঘভুক্ত করিতে বা স্থাপন করিতে পারেন। নূতন রাজ্যের অন্তর্ভুক্তি বা স্থাপনা।

২ক। [সংঘের সহিত সিকিম সংযুক্ত হইবে।] — সংবিধান (ছত্রিশতম সংশোধন) আইন, ১৯৭৫, ৫ ধারা দ্বারা (২৬.৪.১৯৭৫ হইতে কার্যকারিতাসহ) বাদ গিয়াছে।

৩। সংসদ বিধি দ্বারা— নূতন রাজ্যসমূহ গঠন ও বিদ্যমান রাজ্যসমূহের আয়তন, সীমানা বা নামের পরিবর্তন।

(ক) যেকোন রাজ্য হইতে কোন রাজ্যক্ষেত্র পৃথক করিয়া লইয়া, অথবা দুই বা ততোধিক রাজ্য বা রাজ্যের ভাগ সংযুক্ত করিয়া, অথবা যেকোন রাজ্যের কোন ভাগে কোন রাজ্যক্ষেত্র সংযুক্ত করিয়া, নূতন রাজ্য গঠন করিতে পারেন;

(খ) যেকোন রাজ্যের আয়তন বৃদ্ধি করিতে পারেন;

(গ) যেকোন রাজ্যের আয়তন হ্রাস করিতে পারেন;

(ঘ) যেকোন রাজ্যের সীমানা পরিবর্তন করিতে পারেন;

(ঙ) যেকোন রাজ্যের নাম পরিবর্তন করিতে পারেন:

[তবে এই উদ্দেশ্যে কোন বিধেয়ক রাষ্ট্রপতির সুপারিশ ব্যতিরেকে, এবং যেক্ষেত্রে কোন বিধেয়কের অন্তর্ভুক্ত প্রস্তাব রাজ্যসমূহের কোনটির আয়তন, সীমানা বা নাম প্রভাবিত করে, সেক্ষেত্রে, ঐ বিধেয়ক রাষ্ট্রপতি কর্তৃক সেই রাজ্যের বিধানমণ্ডলের নিকট, প্রেষণে যে সময়সীমা বিনির্দিষ্ট হইয়াছে তন্মধ্যে, অথবা অধিকতর যে সময়সীমা রাষ্ট্রপতি মঞ্জুর করিতে পারেন তন্মধ্যে,

ঐ বিধেয়ক সম্পর্কে উহার মতামত প্রকাশের জন্য প্রেষিত না হইয়া থাকিলে এবং ঐরূপে বিনির্দিষ্ট বা মঞ্জুরিকৃত সময়সীমা অবসান না হইয়া থাকিলে, সংসদের উভয় সদনের কোনটিতেই পুরঃস্থাপিত হইবে না।]

[**ব্যাখ্যা ১।**—এই অনুচ্ছেদে, (ক) প্রকরণ হইতে (ঙ) প্রকরণে "রাজ্য" সংঘশাসিত রাজ্যক্ষেত্র অন্তর্ভুক্ত করিবে কিন্তু অনুবিধিতে "রাজ্য" সংঘশাসিত রাজ্যক্ষেত্র অন্তর্ভুক্ত করিবে না।

ব্যাখ্যা ২।— (ক) প্রকরণ দ্বারা সংসদকে যে ক্ষমতা অর্পিত হইয়াছে, তাহাতে কোন রাজ্যের বা সংঘশাসিত রাজ্যক্ষেত্রের ভাগবিশেষকে অন্য কোন রাজ্য বা সংঘশাসিত রাজ্যক্ষেত্রের সহিত সংযুক্ত করিয়া একটি নূতন রাজ্য গঠন করিবার ক্ষমতাও অন্তর্ভুক্ত হইবে।]

২ ও ৩ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী প্রণীত বিধিতে প্রথম ও চতুর্থ তফসিলের সংশোধনের এবং অনুপূরক, আনুষঙ্গিক ও পারিণামিক বিষয়সমূহের বিধান থাকিবে।

৪। (১) ২ অনুচ্ছেদে বা ৩ অনুচ্ছেদে উল্লিখিত কোন বিধিতে ঐ বিধির বিধানাবলী কার্যকর করিবার জন্য প্রথম তফসিলের ও চতুর্থ তফসিলের সংশোধানার্থ যেরূপ প্রয়োজন সেরূপ বিধানাবলী থাকিবে এবং সংসদ যেরূপ প্রয়োজন বলিয়া গণ্য করেন সেরূপ (সংসদে এবং রাজ্যের বা রাজ্যসমূহের বিধানমণ্ডলে বা বিধানমণ্ডলসমূহে প্রতিনিধিত্ব সংক্রান্ত যে বিধানাবলী ঐরূপ বিধি দ্বারা প্রভাবিত হয় সেই বিধানাবলী সমেত) অনুপূরক, আনুষঙ্গিক ও পারিণামিক বিধানাবলীও থাকিতে পারে।

(২) পূর্বোক্তরূপ কোন বিধি ৩৬৮ অনুচ্ছেদের প্রয়োজনে এই সংবিধানের সংশোধন বলিয়া গণ্য হইবে না।

ভাগ ২

নাগরিকত্ব

৫। এই সংবিধানের প্রারম্ভে প্রত্যেক ব্যক্তি যাঁহার অধিবাস ভারতের রাজ্যক্ষেত্রে এবং— সংবিধানের প্রারম্ভে নাগরিকত্ব।

(ক) যিনি ভারতের রাজ্যক্ষেত্রে জন্মিয়াছেন; বা

(খ) যাঁহার পিতামাতার মধ্যে যেকেহ ভারতের রাজ্যক্ষেত্রে জন্মিয়াছেন; বা

(গ) ঐরূপ প্রারম্ভের অব্যবহিত পূর্বে তিনি অন্যূন পাঁচ বৎসর ভারতের রাজ্যক্ষেত্রে সাধারণতঃ বসবাস করিয়াছেন,

তিনি ভারতের নাগরিক হইবেন।

৬। ৫ অনুচ্ছেদে যাহা কিছু আছে তৎসত্ত্বেও, যে ব্যক্তি বর্তমানে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত রাজ্যক্ষেত্র হইতে প্রব্রজন করিয়া ভারতের রাজ্যক্ষেত্রে আসিয়াছেন তিনি এই সংবিধানের প্রারম্ভে ভারতের নাগরিক বলিয়া গণ্য হইবেন, যদি— পাকিস্তান হইতে প্রব্রজন করিয়া ভারতে আগত কোন কোন ব্যক্তির নাগরিকত্বের অধিকার।

(ক) তিনি অথবা তাঁহার পিতা বা মাতা অথবা পিতামহ বা পিতামহী অথবা মাতামহ বা মাতামহী ভারত শাসন আইন, ১৯৩৫ (মূলতঃ যেরূপ বিধিবদ্ধ)-তে ভারতের যে সংজ্ঞার্থ দেওয়া হইয়াছে সেই সংজ্ঞার্থ-নির্দিষ্ট ভারতে জন্মিয়া থাকেন; এবং

(খ) (i) যেক্ষেত্রে উনিশে জুলাই, ১৯৪৮ তারিখের পূর্বে ঐ ব্যক্তি ঐরূপে প্রব্রজন করিয়াছেন, সেক্ষেত্রে, তিনি ঐ প্রব্রজনের তারিখ হইতে ভারতের রাজ্যক্ষেত্রে সাধারণতঃ বসবাস করিতে থাকেন, বা

(ii) যেক্ষেত্রে উনিশে জুলাই, ১৯৪৮ তারিখে বা তৎপরে ঐ ব্যক্তি ঐরূপে প্রব্রজন করিয়াছেন, সেক্ষেত্রে, এই সংবিধানের প্রারম্ভের পূর্বে, ভারত ডোমিনিয়ন সরকার কর্তৃক বিহিত প্ররূপে ও প্রণালীতে, ঐ সরকার কর্তৃক তৎপক্ষে নিযুক্ত আধিকারিকের নিকট তদুদ্দেশ্যে আবেদন করিয়া তিনি ঐ আধিকারিক কর্তৃক ভারতের নাগরিকরূপে রেজিস্ট্রিকৃত হইয়া থাকেন:

তবে কোন ব্যক্তি তাঁহার আবেদনের তারিখের অব্যবহিত পূর্বে অন্ততঃ ছয় মাস ভারতের রাজ্যক্ষেত্রে বসবাস না করিয়া থাকিলে ঐরূপে রেজিস্ট্রিভুক্ত হইতে পারিবেন না।

ভাগ ২—নাগরিকত্ব—অনুচ্ছেদ ৭-১১

পাকিস্তানে প্রব্রজনকারী কোন কোন ব্যক্তির নাগরিকত্বের অধিকার।

৭। ৫ ও ৬ অনুচ্ছেদে যাহা কিছু আছে তৎসত্ত্বেও, পয়লা মার্চ, ১৯৪৭ তারিখের পরে যে ব্যক্তি ভারতের রাজ্যক্ষেত্র হইতে প্রব্রজন করিয়া অধুনা পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত রাজ্যক্ষেত্রে গিয়াছেন, তিনি ভারতের নাগরিক বলিয়া গণ্য হইবেন না:

তবে যে ব্যক্তি অধুনা পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত রাজ্যক্ষেত্রে ঐরূপে প্রব্রজন করিয়া যাইবার পর কোন বিধির প্রাধিকার দ্বারা বা অনুযায়ী প্রদত্ত পুনর্বসতির বা স্থায়ী প্রত্যাবর্তনের অনুমতিপত্রবলে ভারতের রাজ্যক্ষেত্রে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন, তাঁহার প্রতি এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই প্রযোজ্য হইবে না, এবং ঐরূপ প্রত্যেক ব্যক্তি ৬ অনুচ্ছেদের (খ) প্রকরণের প্রয়োজনে উনিশে জুলাই, ১৯৪৮ তারিখের পরে প্রব্রজন করিয়া ভারতের রাজ্যক্ষেত্রে আসিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন।

ভারতের বাহিরে বসবাসকারী ভারতীয় বংশোদ্ভূত কোন কোন ব্যক্তির নাগরিকত্বের অধিকার।

৮। ৫ অনুচ্ছেদে যাহা কিছু আছে তৎসত্ত্বেও, কোন ব্যক্তি যিনি অথবা যাঁহার পিতা বা মাতা অথবা পিতামহ বা পিতামহী অথবা মাতামহ বা মাতামহী ভারত শাসন আইন, ১৯৩৫ (মূলতঃ যেরূপ বিধিবদ্ধ)-তে ভারতের যে সংজ্ঞার্থ দেওয়া হইয়াছে সেই সংজ্ঞার্থ-নির্দিষ্ট ভারতে জন্মিয়াছেন এবং যিনি ঐরূপ সংজ্ঞার্থ-নির্দিষ্ট ভারতের বাহিরে কোন দেশে সাধারণতঃ বসবাস করিতেছেন তিনি ভারতের নাগরিক বলিয়া গণ্য হইবেন, যদি এই সংবিধানের প্রারম্ভের পূর্বেই হউক বা পরে হউক, ভারত ডোমিনিয়ন সরকার বা ভারত সরকার কর্তৃক বিহিত প্ররূপে ও প্রণালীতে, তিনি তৎকালে যে দেশে বসবাস করিতেছেন সেই দেশস্থ ভারতের রাজনয়িক বা বাণিজ্যদূতিক প্রতিনিধির নিকট তদুদ্দেশ্যে আবেদন করিবার পর উক্ত রাজনয়িক বা বাণিজ্যদূতিক প্রতিনিধি কর্তৃক ভারতের নাগরিক বলিয়া রেজিস্ট্রিকৃত হইয়া থাকেন।

স্বেচ্ছায় বিদেশী রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব অর্জনকারী ব্যক্তিগণ নাগরিক হইবেন না।

৯। যদি কোন ব্যক্তি স্বেচ্ছায় কোন বিদেশী রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব অর্জন করিয়া থাকেন, তাহাহইলে, তিনি ৫ অনুচ্ছেদবলে ভারতের নাগরিক হইবেন না অথবা ৬ অনুচ্ছেদ বা ৮ অনুচ্ছেদের বলে ভারতের নাগরিক বলিয়া গণ্য হইবে না।

নাগরিকত্বের অধিকার বহাল থাকা।

১০। প্রত্যেক ব্যক্তি যিনি এই ভাগে পূর্ববর্তী বিধানাবলীর কোন বিধান অনুযায়ী ভারতের নাগরিক হন বা নাগরিক বলিয়া গণ্য হন, তিনি, সংসদ যে বিধি প্রণয়ন করিতে পারেন তাহার বিধানাবলীর অধীনে, ঐরূপ নাগরিক থাকিয়া যাইবেন।

সংসদ বিধি দ্বারা নাগরিকত্বের অধিকার প্রনিয়ন্ত্রণ করিবেন।

১১। এই ভাগে পূর্ববর্তী বিধানাবলীর কোন কিছুই নাগরিকত্বের অর্জন ও অবসান সম্বন্ধে এবং নাগরিকত্ব সংক্রান্ত অন্য সকল বিষয় সম্বন্ধে সংসদের কোন বিধান করিবার ক্ষমতার অপকর্ষ সাধন করিবে না।

ভাগ ৩

মৌলিক অধিকারসমূহ

সাধারণ

১২। প্রসঙ্গতঃ অন্যথা আবশ্যক না হইলে, এই ভাগে "রাজ্য" ভারতের সরকার ও সংসদ এবং রাজ্যসমূহের প্রত্যেকটির সরকার ও বিধানমণ্ডল, এবং ভারতের রাজ্যক্ষেত্রের অভ্যন্তরস্থ অথবা ভারত সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন সকল স্থানীয় বা অন্য প্রাধিকারীকে অন্তর্ভুক্ত করিবে। সংজ্ঞার্থ।

১৩। (১) এই সংবিধানের প্রারম্ভের অব্যবহিত পূর্বে ভারতের রাজ্যক্ষেত্রে বলবৎ সকল বিধি এই ভাগের বিধানাবলীর সহিত যতদূর পর্যন্ত অসমঞ্জস ততদূর পর্যন্ত বাতিল হইবে। মৌলিক অধিকারের সহিত অসমঞ্জস বা উহার অপকর্ষক বিধি।

(২) এই ভাগ দ্বারা অর্পিত অধিকার হরণ করে বা সঙ্কুচিত করে এরূপ কোন বিধি রাজ্য প্রণয়ন করিবেন না এবং এই প্রকরণ লঙ্ঘন করিয়া কোন বিধি প্রণীত হইলে, যতদূর পর্যন্ত লঙ্ঘন করা হইয়াছে ততদূর পর্যন্ত উহা বাতিল হইবে।

(৩) প্রসঙ্গতঃ অন্যথা আবশ্যক না হইলে, এই অনুচ্ছেদে, —

(ক) "বিধি" যেকোন অধ্যাদেশ, আদেশ, উপবিধি, নিয়ম, প্রনিয়ম, প্রজ্ঞাপন, রীতি বা প্রথা যাহা ভারতের রাজ্যক্ষেত্রে বিধিবৎ বলশালী তাহাকে অন্তর্ভুক্ত করিবে;

(খ) "বলবৎ বিধিসমূহ" এরূপ বিধিসমূহকে অন্তর্ভুক্ত করিবে যাহা এই সংবিধানের প্রারম্ভের পূর্বে ভারতের রাজ্যক্ষেত্রে কোন বিধানমণ্ডল বা অন্য ক্ষমতাপন্ন প্রাধিকারী কর্তৃক গৃহীত বা প্রণীত হইয়াছে এবং পূর্বে নিরসিত হয় নাই, যদিও ঐরূপ কোন বিধি বা তাহার কোন ভাগ আদৌ বা বিশেষ ক্ষেত্রসমূহে তৎকালে সক্রিয় না থাকিতে পারে।

[(৪) এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই ৩৬৮ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী কৃত এই সংবিধানের কোন সংশোধনে প্রযুক্ত হইবে না।]

সমতাধিকার

১৪। ভারতের রাজ্যক্ষেত্রের অভ্যন্তরে যেকোন ব্যক্তির বিধিসমক্ষে সমতা বা বিধিসমূহ দ্বারা সমভাবে রক্ষিত হওয়া রাজ্য অস্বীকার করিবেন না। বিধিসমক্ষে সমতা।

ধর্ম, প্রজাতি, জাতি, লিঙ্গ বা জন্মস্থানের হেতুতে বিভেদের প্রতিষেধ।

১৫। (১) কেবল ধর্ম, প্রজাতি, জাতি, লিঙ্গ বা জন্মস্থানের হেতুতে অথবা তন্মধ্যে কোন একটিরও হেতুতে রাজ্য কোন নাগরিকের প্রতিকূলে বিভেদ করিবেন না।

(২) কোন নাগরিক কেবল ধর্ম, প্রজাতি, জাতি, লিঙ্গ বা জন্মস্থানের হেতুতে, অথবা তন্মধ্যে কোন একটিরও হেতুতে, নিম্নলিখিত বিষয়ে কোন নির্যোগ্যতা, দায়িতা, সঙ্কোচন বা শর্তের অধীন হইবেন না—

(ক) দোকানে, সার্বজনিক ভোজনালয়ে, হোটেলে ও সার্বজনিক প্রমোদস্থলে প্রবেশ ; অথবা

(খ) রাজ্যনিধি হইতে সম্পূর্ণতঃ বা অংশতঃ পোষিত বা জনসাধারণের ব্যবহারার্থে সমর্পিত কূপ, পুষ্করিণী, স্নানঘাট, সড়ক ও সার্বজনিক সমাগমস্থল ব্যবহার।

(৩) মহিলা ও শিশুদের জন্য রাজ্য কর্তৃক কোন বিশেষ বিধান প্রণয়নে এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই অন্তরায় হইবে না।

[(৪) সমাজে ও শিক্ষায় অনগ্রসর শ্রেণীর নাগরিকগণের উন্নতিসাধনের জন্য বা তফসিলী জাতিসমূহের ও তফসিলী জনজাতিসমূহের জন্য রাজ্য কর্তৃক কোন বিশেষ বিধান প্রণয়নের ক্ষেত্রে এই অনুচ্ছেদের কিংবা ২৯ অনুচ্ছেদের (২) প্রকরণের কোন কিছুই অন্তরায় হইবে না।]

[(৫) সমাজে ও শিক্ষায় অনগ্রসর শ্রেণীর নাগরিকগণের উন্নতিসাধনের জন্য বা তফসিলী জাতিসমূহের ও তফসিলী জনজাতিসমূহের জন্য রাজ্য কর্তৃক বিধি দ্বারা কোন বিশেষ বিধান প্রণয়নে এই অনুচ্ছেদের কিংবা ১৯ অনুচ্ছেদের (১) প্রকরণের (ছ) উপ-প্রকরণের কোন কিছুই, যতদূর পর্যন্ত এরূপ বিশেষ বিধানাবলী ৩০ অনুচ্ছেদের (১) প্রকরণে উল্লিখিত সংখ্যালঘু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ ভিন্ন অন্যান্য বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, তাহা রাজ্য কর্তৃক সাহায্যপ্রাপ্ত হউক বা সাহায্যপ্রাপ্ত না হউক, তৎসহ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে তাঁহাদের ভর্তির সহিত সম্পর্কিত হয় ততদূর পর্যন্ত, অন্তরায় হইবে না।]

(৬) এই অনুচ্ছেদে অথবা ১৯ অনুচ্ছেদের (১) প্রকরণের (ছ) উপ-প্রকরণে বা ২৯ অনুচ্ছেদের (২) প্রকরণে কোন কিছুই, রাষ্ট্রকে,—

(ক) (৪) ও (৫) প্রকরণসমূহে উল্লিখিত শ্রেণীবিশেষ ব্যতীত অর্থনৈতিকভাবে দুর্বলতর কোন শ্রেণীর নাগরিকগণের অগ্রগতির জন্য কোন বিশেষ বিধান প্রণয়ন করিতে নিবারিত করিবে না; এবং

(খ) (৪) ও (৫) প্রকরণসমূহে উল্লিখিত শ্রেণীবিশেষ ব্যতীত অর্থনৈতিকভাবে দুর্বলতর কোন শ্রেণীর নাগরিকগণের অগ্রগতির

জন্য ততদূর পর্যন্ত কোন বিশেষ বিধান প্রণয়ন করিতে নিবারিত করিবে না যতদুর পর্যন্ত ঐ বিশেষ বিধানাবলী, ৩০ অনুচ্ছেদের (১) প্রকরণে উল্লিখিত সংখ্যালঘুগণের জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ব্যতীত বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, উহা রাষ্ট্রের দ্বারা সহায়তাপ্রাপ্ত হউক বা না হউক, সমেত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে তাঁহাদের ভর্তির সহিত সম্পর্কিত হয়, যাহা সংরক্ষণের ক্ষেত্রে, বিদ্যমান সংরক্ষণের অতিরিক্তরূপে হইবে এবং প্রত্যেক প্রবর্গের জন্য সর্বমোট আসনের সর্বোচ্চ দশ শতাংশের সাপেক্ষ হইবে।

ব্যাখ্যা।—এই অনুচ্ছেদ ও ১৬ অনুচ্ছেদের প্রয়োজনে ''অর্থনৈতিকভাবে দুর্বলতর শ্রেণী'' সেরূপ হইবে, পারিবারিক আয় ও অর্থনৈতিক অসুবিধার অন্যান্য সূচকের ভিত্তিতে রাজ্য কর্তৃক সময়ে সময়ে যেরূপ প্রজ্ঞাপিত হইবে।]

১৬। (১) রাজ্যের অধীনে চাকরি বা কোন পদে নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়ে সকল নাগরিকের সমান সুযোগ থাকিবে। সরকারী চাকরির বিষয়ে সুযোগের সমতা।

(২) কেবল ধর্ম, প্রজাতি, জাতি, লিঙ্গ, উদ্ভব, জন্মস্থান, বাসস্থানের হেতুতে অথবা তন্মধ্যে কোন একটিরও হেতুতে কোন নাগরিক রাজ্যের অধীনে কোন চাকরি বা পদের জন্য অযোগ্য হইবেন না অথবা তৎসম্পর্কে তাঁহার প্রতিকূলে বিভেদ করা চলিবে না ।

(৩) [কোন রাজ্য সরকারের বা সংঘশাসিত রাজ্যক্ষেত্র সরকারের, অথবা কোন রাজ্যের বা সংঘশাসিত রাজ্যক্ষেত্রের অভ্যন্তরস্থ কোনও স্থানীয় বা অন্য প্রাধিকারীর অধীনে,] কোন এক বা একাধিক শ্রেণীর চাকরি অথবা পদবিশেষে নিয়োগ সম্পর্কে ঐরূপ চাকরি বা নিয়োগের পূর্বে [ঐ রাজ্যে বা সংঘশাসিত রাজ্যক্ষেত্রে বসবাসের কোনরূপ আবশ্যকতা] বিহিত করিয়া কোন বিধি প্রণয়নে এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই সংসদকে নিবারিত করিবে না।

(৪) রাজ্যের অভিমতে উহার অধীন কৃত্যকসমূহে যে অনগ্রসর শ্রেণীর নাগরিকগণের পর্যাপ্ত প্রতিনিধিত্ব নাই, তাঁহাদের অনুকূলে নিয়োজনে বা পদসমূহে সংরক্ষণের জন্য রাজ্য কর্তৃক বিধান প্রণয়নে এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই রাজ্যকে নিবারিত করিবে না।

(৪ক) রাজ্যের অভিমতে রাজ্যের অধীনস্থ কৃত্যকসমূহে যে তফসিলী জাতি ও তফসিলী জনজাতিসমূহের পর্যাপ্ত প্রতিনিধিত্ব নাই, তাঁহাদের অনুকূলে রাজ্যের অধীনস্থ কৃত্যকসমূহের কোন শ্রেণীর বা শ্রেণীসমূহের পদে পারিণামিক জ্যেষ্ঠতাসহ পদোন্নতির বিষয়ে সংরক্ষণের জন্য বিধান প্রণয়ন করিতে এই অনুচ্ছেদের কোনকিছুই রাজ্যকে নিবারিত করিবে না।

(৪খ) এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই রাজ্যকে কোন বৎসরের এরূপ কোন অ-পূরিত শূন্যপদ যাহা ৪ প্রকরণ অথবা ৪ক প্রকরণ অনুযায়ী সংরক্ষণের কোন বিধানে ঐ বৎসরে পূরণ করা হইবে বলিয়া সংরক্ষিত ছিল তাহাকে পরবর্তী বৎসর বা বৎসরসমূহে পূরণীয় পৃথক শ্রেণীর শূন্যপদরূপে বিবেচনা করিবার ক্ষেত্রে নিবারিত করিবে না ও যে বৎসরে ঐ শূন্যপদসমূহ পূরণ করা হইবে সেই বৎসরের সর্বমোট শূন্যপদের পঞ্চাশ শতাংশ সংরক্ষণের সর্বোচ্চসীমা নির্ধারণকালে, ঐ শ্রেণীর শূন্যপদকে ঐ বৎসরের অন্যান্য শূন্যপদের সহিত একত্রে বিবেচনা করা হইবে না।

(৫) কোন ধর্মীয় বা ধর্মসম্প্রদায়মূলক প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলী সম্পর্কিত পদে আসীন ব্যক্তিকে অথবা উহার পরিচালকবর্গের কোন সদস্যকে কোন বিশেষ ধর্মাবলম্বী হইতে হইবে বা কোন বিশেষ ধর্মসম্প্রদায়ভুক্ত হইতে হইবে বলিয়া যে বিধি দ্বারা বিধান করা হয়, সেই বিধির ক্রিয়াকে এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই প্রভাবিত করিবে না।

(৬) এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই রাজ্যকে, বিদ্যমান সংরক্ষণের অতিরিক্তরূপে এবং প্রত্যেক প্রবর্গের জন্য সর্বমোট আসনের সর্বোচ্চ দশ শতাংশের সাপেক্ষে, (৪) প্রকরণে উল্লিখিত শ্রেণীবিশেষ ব্যতীত অর্থনৈতিকভাবে দুর্বলতর কোন শ্রেণীর নাগরিকগণের অনুকূলে নিযুক্তি বা পদসমূহ সংরক্ষণের জন্য কোন বিধান প্রণয়ন করিতে নিবারিত করিবে না।

অস্পৃশ্যতা বিলোপন।

১৭। "অস্পৃশ্যতা" বিলোপ করা হইল এবং যেকোন প্রকারে উহার আচরণ নিষিদ্ধ হইল। "অস্পৃশ্যতা" হইতে উদ্ভূত কোন নির্যোগ্যতা বলবৎ রাখা বিধি অনুসারে দণ্ডনীয় অপরাধ হইবে।

উপাধি বিলোপন।

১৮। (১) সামরিক বা বিদ্যাবিষয়ক বৈশিষ্ট্যের পরিচায়ক নহে এরূপ কোন উপাধি রাজ্য কর্তৃক অর্পিত হইবে না।

(২) ভারতের কোন নাগরিক কোন বিদেশী রাষ্ট্র হইতে কোন উপাধি গ্রহণ করিবেন না।

(৩) ভারতের নাগরিক নহেন এরূপ কোন ব্যক্তি রাজ্যের অধীনে কোন লাভের বা বিশ্বাসের পদে অধিষ্ঠিত থাকিবার কালে রাষ্ট্রপতির সম্মতি বিনা কোন বিদেশী রাষ্ট্র হইতে কোন উপাধি গ্রহণ করিবেন না।

(৪) রাজ্যের অধীনে কোন লাভের বা বিশ্বাসের পদে অধিষ্ঠিত কোন ব্যক্তি, রাষ্ট্রপতির সম্মতি বিনা, কোন বিদেশী রাষ্ট্রের নিকট হইতে বা উহার অধীনে কোন উপহার, উপলভ্য বা কোন প্রকার পদ গ্রহণ করিবেন না।

ভাগ ৩—মৌলিক অধিকারসমূহ—অনুচ্ছেদ ১৯

স্বাধীনতার অধিকার

১৯। (১) সকল নাগরিকের— বাক্-স্বাধীনতা, ইত্যাদি সম্পর্কিত কয়েকটি অধিকার রক্ষণ।

(ক) বাক্যের ও অভিব্যক্তির স্বাধীনতার;

(খ) শান্তিপূর্ণভাবে ও নিরস্ত্র হইয়া সমবেত হইবার;

(গ) পরিমেল বা সংঘ বা সমবায় সমিতি গঠন করিবার;

(ঘ) ভারতের রাজ্যক্ষেত্রের সর্বত্র স্বাধীনভাবে চলাফেরা করিবার;

(ঙ) ভারতের রাজ্যক্ষেত্রের যেকোন ভাগে বসবাস করিবার ও স্থায়ীভাবে নিবাস করিবার; [এবং]

(চ) * * * * *

(ছ) যেকোন বৃত্তি অবলম্বন করিবার অথবা যেকোন উপজীবিকা, ব্যবসায় বা কারবার চালাইবার;

অধিকার থাকিবে।

(২) (১) প্রকরণের (ক) উপ-প্রকরণের কোন কিছুই কোন বিদ্যমান বিধির ক্রিয়া প্রভাবিত করিবে না অথবা রাজ্য কর্তৃক কোন বিধি প্রণয়নের অন্তরায় হইবে না যতদূর পর্যন্ত ঐরূপ বিধি [ভারতের সার্বভৌমত্বের ও অখণ্ডতার,] রাজ্যের নিরাপত্তার, বিদেশী রাষ্ট্রের সহিত মৈত্রী সম্পর্কের, জনশৃঙ্খলার, সুরুচির বা সুনীতির স্বার্থে অথবা আদালত অবমাননা, মানহানি বা কোন অপরাধের প্ররোচনা সম্পর্কিত বিষয়ে, উক্ত উপ-প্রকরণ দ্বারা অর্পিত অধিকার প্রয়োগে যুক্তিসঙ্গত সঙ্কোচন আরোপ করে ।

(৩) উক্ত প্রকরণের (খ) উপ-প্রকরণের কোন কিছুই যতদূর পর্যন্ত কোন বিদ্যমান বিধি [ভারতের সার্বভৌমত্বের ও অখণ্ডতার অথবা] জনশৃঙ্খলার স্বার্থে উক্ত উপ-প্রকরণের দ্বারা অর্পিত অধিকার প্রয়োগে যুক্তিসঙ্গত সঙ্কোচন আরোপ করে ততদূর পর্যন্ত ঐ বিধির ক্রিয়া প্রভাবিত করিবে না অথবা ঐরূপ স্বার্থে ঐরূপ সঙ্কোচন আরোপ করিয়া রাজ্য কর্তৃক কোন বিধি প্রণয়নে অন্তরায় হইবে না।

(৪) উক্ত প্রকরণের (গ) উপ-প্রকরণের কোন কিছুই কোন বিদ্যমান বিধি যতদূর পর্যন্ত [ভারতের সার্বভৌমত্বের ও অখণ্ডতার অথবা] জনশৃঙ্খলার বা সুনীতির স্বার্থে উক্ত উপ-প্রকরণ দ্বারা অর্পিত অধিকার প্রয়োগে যুক্তিসঙ্গত সঙ্কোচন আরোপ করে ততদূর পর্যন্ত ঐ বিধির ক্রিয়া প্রভাবিত করিবে না অথবা ঐরূপ স্বার্থে ঐরূপ সঙ্কোচন আরোপ করিয়া রাজ্য কর্তৃক কোন বিধি প্রণয়নে অন্তরায় হইবে না।

(৫) উক্ত প্রকরণের [(ঘ) ও (ঙ) উপ-প্রকরণের] কোন কিছুই যতদূর পর্যন্ত কোন বিদ্যমান বিধি জনসাধারণের স্বার্থে, অথবা কোন তফসিলী জনজাতির স্বার্থ রক্ষিত হইবার উদ্দেশ্যে, উক্ত উপ-প্রকরণসমূহ দ্বারা অর্পিত অধিকারের যেকোনটির প্রয়োগে যুক্তিসঙ্গত সঙ্কোচন আরোপ করে ততদূর পর্যন্ত ঐ বিধির ক্রিয়া প্রভাবিত করিবে না অথবা ঐরূপ স্বার্থে বা উদ্দেশ্যে ঐরূপ সঙ্কোচন আরোপ করিয়া রাজ্য কর্তৃক কোন বিধি প্রণয়নে অন্তরায় হইবে না।

(৬) উক্ত প্রকরণের (ছ) উপ-প্রকরণের কোন কিছুই কোন বিদ্যমান বিধি যতদূর পর্যন্ত জনসাধারণের স্বার্থে উক্ত উপ-প্রকরণের দ্বারা অর্পিত অধিকার প্রয়োগে যুক্তিসঙ্গত সঙ্কোচন আরোপ করে ততদূর পর্যন্ত ঐ বিধির ক্রিয়া প্রভাবিত করিবে না অথবা ঐরূপ স্বার্থে ঐরূপ সঙ্কোচন আরোপ করিয়া রাজ্য কর্তৃক বিধি প্রণয়নে অন্তরায় হইবে না এবং বিশেষতঃ [উক্ত উপ-প্রকরণের কোন কিছুই কোন বিদ্যমান বিধি যতদূর পর্যন্ত—

(i) কোন বৃত্তি অবলম্বন করিবার অথবা কোন উপজীবিকা, ব্যবসায় বা কারবার চালাইবার জন্য প্রয়োজনীয় বৃত্তিসম্বন্ধী বা প্রায়োগিক যোগ্যতা সম্পর্কে হয়, অথবা

(ii) নাগরিকগণকে পূর্ণ বা আংশিকভাবে বাদ দিয়াই হউক বা অন্যথাই হউক, রাজ্য অথবা রাজ্যের নিজস্ব বা নিয়ন্ত্রণাধীন কোন নিগম কর্তৃক কোন ব্যবসায়, কারবার, শিল্প বা সেবাব্যবস্থা পরিচালনা সম্পর্কে হয়,]

ততদূর পর্যন্ত ঐ বিধির ক্রিয়া প্রভাবিত করিবে না, অথবা ঐ বিষয়সমূহ সম্পর্কে রাজ্য কর্তৃক কোন বিধি প্রণয়নে অন্তরায় হইবে না ।

অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হওয়া বিষয়ে রক্ষণ।

২০। (১) যে কার্য করিবার জন্য অপরাধ হইয়াছে বলিয়া অভিযোগ করা হয় সেই কার্য করিবার সময় বলবৎ কোন বিধির লঙ্ঘন ব্যতিরেকে কোন ব্যক্তি কোন অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হইবেন না, এবং অপরাধ করিবার সময় বলবৎ বিধি অনুযায়ী যে দণ্ড দেওয়া যাইত তদপেক্ষা গুরুতর দণ্ড ঐ ব্যক্তিকে দেওয়া যাইবে না।

(২) কোন ব্যক্তি একই অপরাধের জন্য একাধিকবার অভিযুক্ত ও দণ্ডিত হইবেন না।

(৩) কোন অপরাধে অভিযুক্ত কোন ব্যক্তিকে তাঁহার নিজের বিরুদ্ধে সাক্ষী হইতে বাধ্য করা যাইবে না।

২১। বিধি দ্বারা স্থাপিত প্রক্রিয়া অনুসারে ব্যতীত কোন ব্যক্তি তাঁহার প্রাণ বা দৈহিক স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত হইবেন না। প্রাণ ও দৈহিক স্বাধীনতা রক্ষণ।

[**২১ক।** রাজ্য, বিধি দ্বারা যেরূপ নির্ধারণ করিবেন সেরূপ প্রণালীতে, ছয় হইতে চৌদ্দ বৎসর বয়স পর্যন্ত সকল শিশুর অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করিবেন।] শিক্ষার অধিকার।

২২। (১) গ্রেপ্তার করা হইয়াছে এরূপ কোন ব্যক্তিকে তাঁহার গ্রেপ্তারের কারণ যথাসম্ভব শীঘ্র না জানাইয়া হেফাজতে আটক রাখা যাইবে না এবং তাঁহার মনোনীত আইনজীবীর সহিত পরামর্শ করিবার ও তৎকর্তৃক সমর্থিত হইবার অধিকার হইতেও তাঁহাকে বঞ্চিত করা যাইবে না। কোন কোন ক্ষেত্রে গ্রেপ্তার ও আটক হইতে রক্ষণ।

(২) গ্রেপ্তার করা হইয়াছে এবং হেফাজতে আটক রাখা হইয়াছে এরূপ প্রত্যেক ব্যক্তিকে গ্রেফতারের স্থান হইতে নিকটতম ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত পর্যন্ত যাইবার জন্য প্রয়োজনীয় সময় বাদ দিয়া গ্রেপ্তার হইতে চব্বিশ ঘণ্টা সময়সীমার মধ্যে ঐ ম্যাজিস্ট্রেটের সমক্ষে উপস্থিত করিতে হইবে এবং কোন ম্যাজিস্ট্রেট প্রদত্ত প্রাধিকার ব্যতিরেকে উক্ত সময়সীমার পর তাঁহাকে হেফাজতে আটক রাখা যাইবে না।

(৩) (১) ও (২) প্রকরণের কোন কিছুই—

(ক) এরূপ কোন ব্যক্তির প্রতি, যিনি তৎকালে একজন বিদেশী শত্রু; অথবা

(খ) এরূপ কোন ব্যক্তির প্রতি, যাঁহাকে নিবর্তনমূলক আটক বিধানকারী কোন বিধি অনুযায়ী গ্রেপ্তার করা বা আটক রাখা হইয়াছে

প্রযোজ্য হইবে না।

(৪) নিবর্তনমূলক আটক বিধানকারী কোন বিধি কোন ব্যক্তিকে তিন মাস সময়সীমার অধিককাল আটক রাখিতে প্রাধিকার প্রদান করিবে না, যদি না—

(ক) কোন হাইকোর্টের বিচারপতি পদে আসীন আছেন বা ছিলেন অথবা ঐ পদে নিযুক্ত হইবার যোগ্যতাসম্পন্ন, এরূপ ব্যক্তিগণকে লইয়া গঠিত কোন মন্ত্রণাপর্ষদ উক্ত তিন মাস সময়সীমা অবসিত হইবার পূর্বে প্রতিবেদন করিয়া থাকেন যে তদীয় অভিমতে ঐরূপ আটকের যথেষ্ট কারণ আছে:

তবে এই উপ-প্রকরণের কোন কিছুই সংসদ কর্তৃক (৭) প্রকরণের (খ) উপ-প্রকরণ অনুযায়ী প্রণীত কোন বিধি দ্বারা যে

সর্বাধিক সময়সীমা বিহিত হয়, তাহার অধিককালের জন্য কোন ব্যক্তিকে আটক রাখিতে প্রাধিকার প্রদান করিবেন না; অথবা

(খ) ঐ ব্যক্তিকে সংসদ কর্তৃক (৭) প্রকরণের (ক) এবং (খ) উপ-প্রকরণ অনুযায়ী প্রণীত কোন বিধির বিধান অনুসারে আটক রাখা হয়।

(৫) নিবর্তনমূলক আটক বিধানকারী কোন বিধি অনুযায়ী প্রদত্ত কোন আদেশ অনুসারে কোন ব্যক্তিকে আটক করা হইলে আদেশ প্রদানকারী প্রাধিকারী, যথাসম্ভব শীঘ্র, যেসকল হেতুতে আদেশ করা হইয়াছে তাহা ঐ ব্যক্তিকে জ্ঞাপন করিবেন এবং ঐ আদেশের বিরুদ্ধে প্রতিনিবেদন করিবার শীঘ্রাতিশীঘ্র সুযোগ দিবেন।

(৬) (৫) প্রকরণের কোন কিছুই, ঐ প্রকরণে উল্লিখিত কোন আদেশ প্রদানকারী প্রাধিকারীকে, ঐ প্রাধিকারী যেসকল তথ্য প্রকাশ করা জনস্বার্থবিরোধী বলিয়া বিবেচনা করেন সেই সকল তথ্য প্রকাশ করিতে বাধ্য করিবে না।

(৭) সংসদ বিধি দ্বারা বিহিত করিতে পারেন—

(ক) যে অবস্থায় এবং যে প্রকার বা যে যে প্রকার ক্ষেত্রে নিবর্তনমূলক আটক বিধানকারী কোন বিধি অনুযায়ী কোন ব্যক্তিকে (৪) প্রকরণের (ক) উপ-প্রকরণের বিধান অনুসারে মন্ত্রণাপর্ষদের অভিমত গ্রহণ না করিয়া তিন মাসের অধিক সময়সীমার জন্য আটক রাখা যাইতে পারে;

(খ) সর্বাধিক যে সময়সীমার জন্য, নিবর্তনমূলক আটক বিধানকারী কোন বিধি অনুযায়ী কোন ব্যক্তিকে যে প্রকার বা যে যে প্রকার ক্ষেত্রে আটক রাখা যাইতে পারে; এবং

(গ) ***[(৪) প্রকরণের (ক) উপ-প্রকরণ] অনুযায়ী কোন অনুসন্ধানকালে মন্ত্রণাপর্ষদ কর্তৃক অনুসরণীয় প্রক্রিয়া।

শোষণ হইতে ত্রাণের অধিকার

মনুষ্য ক্রয়-বিক্রয় ও বলপূর্বক শ্রম করাইয়া লওয়ার প্রতিষেধ।

২৩। (১) মনুষ্য ক্রয়-বিক্রয় ও বেগার খাটান এবং অনুরূপ অন্য কোন প্রকারে বলপূর্বক শ্রম করাইয়া লওয়া প্রতিষিদ্ধ হইল এবং এই বিধানের যেকোন লঙ্ঘন বিধি অনুসারে দণ্ডনীয় অপরাধ হইবে।

(২) এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই রাজ্য কর্তৃক সার্বজনিক উদ্দেশ্যে বাধ্যতামূলক কর্ম আরোপণে অন্তরায় হইবে না এবং ঐরূপ কর্ম আরোপ করিতে কাহারও প্রতি

কেবল ধর্ম, প্রজাতি, জাতি বা শ্রেণীর হেতুতে, অথবা তন্মধ্যে যেকোন একটিরও হেতুতে, রাজ্য কোন বিভেদ করিবে না।

২৪। চৌদ্দ বৎসরের কম বয়সের কোন শিশুকে কোন কারখানায় বা খনিতে কর্মে নিযুক্ত করা যাইবে না অথবা কোন সংকটজনক কর্মে ব্যাপৃত করা যাইবে না। কারখানা, ইত্যাদিতে শিশু নিয়োগের প্রতিষেধ।

ধর্মস্বাধীনতার অধিকার

২৫। (১) জনশৃঙ্খলা, সুনীতি ও স্বাস্থ্য এবং এই ভাগের অন্য বিধানাবলীর অধীনে, সকল ব্যক্তির বিবেকের স্বাধীনতার এবং স্বাধীনভাবে ধর্ম স্বীকার, আচরণ ও প্রচার করিবার অধিকার সমভাবে থাকিবে। বিবেকের স্বাধীনতা এবং স্বাধীনভাবে ধর্ম স্বীকার, আচরণ ও প্রচার।

(২) এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই এরূপ কোন বিদ্যমান বিধির ক্রিয়া প্রভাবিত করিবে না অথবা রাজ্য কর্তৃক এরূপ কোন বিধি প্রণয়নে অন্তরায় হইবে না, যাহা—

(ক) ধর্মাচরণের সহিত সংশ্লিষ্ট কোন আর্থনীতিক, বিত্তীয়, রাজনৈতিক বা অন্য প্রকার ধর্মনিরপেক্ষ কর্মপ্রচেষ্টা প্রনিয়ন্ত্রিত বা সঙ্কুচিত করে;

(খ) সমাজের কল্যাণ ও সংস্কারের, অথবা সার্বজনিক প্রকৃতির হিন্দু ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ সর্ব শ্রেণীর ও সর্ব বিভাগের হিন্দুগণের জন্য উন্মুক্ত করিবার ব্যবস্থা করে।

ব্যাখ্যা ১।—কৃপাণ ধারণ ও বহন শিখ ধর্ম স্বীকারের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

ব্যাখ্যা ২।— (২) প্রকরণের (খ) উপ-প্রকরণে হিন্দুগণের উল্লেখে শিখ, জৈন বা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ব্যক্তিগণের উল্লেখ অন্তর্ভুক্ত বলিয়া অর্থ করিতে হইবে এবং হিন্দু ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের উল্লেখের অর্থ তদনুসারে করিতে হইবে।

২৬। জনশৃঙ্খলা, নৈতিকতা ও স্বাস্থ্যের সাপেক্ষে, প্রত্যেক ধর্মসম্প্রদায়ের অথবা উহার যেকোন বিভাগের— ধর্মবিষয়ক কার্যাবলী পরিচালনার স্বাধীনতা।

(ক) ধর্মীয় ও দানবিষয়ক উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠানসমূহ স্থাপন ও পোষণ করিবার;

(খ) ধর্মবিষয়ে নিজ কার্যাবলী পরিচালনা করিবার;

(গ) স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তিতে স্বত্ববান হইবার ও তাহা অর্জন করিবার; এবং

(ঘ) ঐরূপ সম্পত্তি বিধি অনুসারে পরিচালনা করিবার ;

অধিকার থাকিবে।

কোন বিশেষ ধর্মের প্রোন্নতকরণের জন্য করদান সম্পর্কে স্বাধীনতা।

২৭। যে কর হইতে প্রাপ্ত অর্থ কোন বিশেষ ধর্মের বা ধর্মসম্প্রদায়ের প্রোন্নতকরণের বা পোষণের ব্যয়নির্বাহের জন্য বিশেষভাবে উপযোজিত, তাহা প্রদান করিতে কোন ব্যক্তিকে বাধ্য করা যাইবে না।

কোন কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মীয় শিক্ষাদানে বা ধর্মীয় উপাসনায় উপস্থিতি সম্পর্কে স্বাধীনতা।

২৮। (১) রাজ্যনিধি হইতে সম্পূর্ণভাবে পোষিত কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কোন ধর্মীয় শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা যাইবে না ।

(২) (১) প্রকরণের কোন কিছুই এরূপ কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রযুক্ত হইবে না যাহা রাজ্য কর্তৃক পরিচালিত কিন্তু এরূপ কোন উৎসর্জন বা ন্যাস অনুযায়ী স্থাপিত যাহা ঐ প্রতিষ্ঠানে ধর্মীয় শিক্ষা প্রদান করা আবশ্যক করে।

(৩) রাজ্য হইতে স্বীকৃতিপ্রাপ্ত বা রাজ্যনিধি হইতে সাহায্যপ্রাপ্ত কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উপস্থিত থাকেন এরূপ কোন ব্যক্তিকে ঐ প্রতিষ্ঠানে যে ধর্মীয় শিক্ষাদান করা হয় তাহাতে অংশগ্রহণ করিতে, অথবা ঐ প্রতিষ্ঠানে বা ঐ প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট কোন ভূগৃহাদিপরিসরে যে ধর্মীয় উপাসনা অনুষ্ঠিত হয় তাহাতে উপস্থিত থাকিতে বাধ্য করা যাইবে না, যদি না তিনি স্বয়ং, বা তিনি নাবালক হইলে তাঁহার অভিভাবক, তাহাতে সম্মতি দেন।

কৃষ্টি ও শিক্ষা বিষয়ক অধিকার

সংখ্যালঘুবর্গের স্বার্থ রক্ষণ।

২৯। (১) ভারতের রাজ্যক্ষেত্রে বা উহার কোন ভাগে বসবাসকারী নাগরিকগণের কোন বিভাগের নিজস্ব বিশিষ্ট ভাষা, লিপি বা কৃষ্টি থাকিলে, সেই বিভাগের তাহা পরিরক্ষণ করিবার অধিকার থাকিবে।

(২) কেবল ধর্ম, প্রজাতি, জাতি, ভাষা বা তন্মধ্যে কোন একটিরও হেতুতে, রাজ্য কর্তৃক পোষিত বা রাজ্যনিধি হইতে সাহায্যপ্রাপ্ত কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কোন নাগরিককে প্রবেশ করিতে দিতে অস্বীকার করা যাইবে না।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও পরিচালনে সংখ্যালঘুবর্গের অধিকার।

৩০। (১) সকল সংখ্যালঘুর, ধর্মভিত্তিকই হউক বা ভাষাভিত্তিকই হউক, তাঁহাদের পছন্দমত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও পরিচালন করিবার অধিকার থাকিবে।

[(১ক) (১) প্রকরণে উল্লিখিত কোন সংখ্যালঘু সম্প্রদায় কর্তৃক স্থাপিত ও পরিচালিত কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সম্পত্তি বাধ্যতামূলকভাবে অর্জন করিবার জন্য বিধি প্রণয়ন কালে রাজ্য ইহা সুনিশ্চিত করিবেন যে, ঐরূপ সম্পত্তি অর্জনের জন্য ঐরূপ বিধি দ্বারা স্থিরীকৃত বা তদনুযায়ী নির্ধারিত অর্থ এরূপ হয় যেন উহা ঐ প্রকরণ অনুযায়ী প্রত্যাভূত অধিকার সঙ্কুচিত বা রদ না করে।]

(২) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে সাহায্যদানে রাজ্য কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতিকূলে এই হেতুতে বিভেদ করিবেন না যে উহা কোন সংখ্যালঘুবর্গের পরিচালনাধীনে আছে, ঐ সংখ্যালঘুবর্গ ধর্মভিত্তিকই হউক বা ভাষাভিত্তিকই হউক।

* * * * *

৩১। [সম্পত্তির আবশ্যক অর্জন।] — সংবিধান (চুয়াল্লিশতম সংশোধন) আইন, ১৯৭৮, ৬ ধারা দ্বারা (২০.৬.১৯৭৯ হইতে কার্যকারিতাসহ) বাদ গিয়াছে।

[কোন কোন বিধির ব্যাবৃত্তি]

[৩১ক। [(১) ১৩ অনুচ্ছেদে যাহা কিছু আছে তৎসত্ত্বেও, এরূপ কোন বিধি, যাহা— ভূসম্পত্তি, ইত্যাদির অর্জন বিধানকারী বিধির ব্যাবৃত্তি।

(ক) রাজ্য কর্তৃক কোন ভূসম্পত্তি বা তন্মধ্যে কোন অধিকার অর্জন অথবা ঐরূপ কোন অধিকার বিনাশ বা সংপরিবর্তন, অথবা

(খ) কোন সম্পত্তির পরিচালনার ভার, হয় জনস্বার্থে অথবা ঐ সম্পত্তির উপযুক্ত পরিচালনা সুনিশ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে, সীমাবদ্ধ কালের জন্য রাজ্য কর্তৃক গ্রহণ, অথবা

(গ) দুই বা ততোধিক নিগম, হয় জনস্বার্থে অথবা উহাদের মধ্যে যে কোনটির উপযুক্ত পরিচালনা সুনিশ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে, একত্রীকরণ, অথবা

(ঘ) নিগমসমূহের ম্যানেজিং এজেন্ট, সচিব, কোষাধ্যক্ষ, ম্যানেজিং ডিরেক্টর, ডিরেক্টর বা পরিচালকগণের কোন অধিকার অথবা উহাদের অংশীদারগণের কোন ভোটাধিকার বিনাশ বা সংপরিবর্তন, অথবা

(ঙ) কোন খনিজ বা খনিজ তৈল অনুসন্ধান বা প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে কোন চুক্তি, পাট্টা বা অনুজ্ঞাপত্রের বলে প্রাপ্ত কোন অধিকার বিনাশ বা সংপরিবর্তন অথবা ঐরূপ চুক্তি, পাট্টা বা অনুজ্ঞাপত্রের অপূর্ণকালিক অবসান বা রদকরণ

সম্পর্কে বিধান করে, তাহা এই হেতুতে বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে না যে তাহা [১৪ অনুচ্ছেদ বা ১৯ অনুচ্ছেদের] সহিত অসমঞ্জস অথবা উক্ত কোন অনুচ্ছেদ দ্বারা প্রদত্ত কোন অধিকার হরণ করে বা সঙ্কুচিত করে]:

তবে যেক্ষেত্রে ঐরূপ বিধি কোন রাজ্যের বিধানমণ্ডল কর্তৃক প্রণীত, সেক্ষেত্রে, এই অনুচ্ছেদের বিধানাবলী উহাতে প্রযুক্ত হইবে না, যদি না ঐরূপ বিধি রাষ্ট্রপতির বিবেচনার্থ সংরক্ষিত হইয়া তাঁহার সম্মতি পাইয়া থাকে:

[পরন্তু যেক্ষেত্রে কোন বিধি রাজ্য কর্তৃক কোন ভূসম্পত্তি অর্জনের বিধান করে এবং যেক্ষেত্রে উহার অন্তর্গত কোন ভূমি কোন ব্যক্তির নিজের চাষে থাকে, সেক্ষেত্রে ঐ ভূমির যে অংশ তৎকালে বলবৎ কোন বিধি অনুযায়ী ঐ ব্যক্তির পক্ষে প্রযোজ্য সর্বোচ্চ সীমার অনধিক, তাহা কিংবা তদুপরি অবস্থিত বা তৎসহ সংশ্লিষ্ট কোন ভবন বা নির্মিতি অর্জন করা রাজ্যের পক্ষে বিধিসম্মত হইবে না, যদি না ঐরূপ ভূমি, ভবন বা নির্মিতির অর্জন সম্পর্কিত বিধি এরূপ হারে ক্ষতিপূরণ প্রদানের ব্যবস্থা করে যাহা উহার বাজার মূল্য অপেক্ষা কম হইবে না।

(২) এই অনুচ্ছেদে,—

(ক) কোন স্থানীয় ক্ষেত্র সম্পর্কে, ''ভূসম্পত্তি'' কথাটি ঐ ক্ষেত্রে বলবৎ ভূমির প্রজাস্বত্ব বিষয়ক বিদ্যমান বিধিতে ঐ কথাটি বা উহার স্থানীয় প্রতিশব্দ যাহা বুঝায় তাহাই বুঝাইবে, এবং উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে—

(i) যেকোন জাগীর, ইনাম বা মুয়াফি অথবা অন্য কোন অনুরূপ অনুদান এবং [তামিলনাড়ু] ও কেরালা রাজ্যে, কোন জনমম্ স্বত্ব;

(ii) রায়তওয়ারি বন্দোবস্ত অনুযায়ী অধিকৃত কোন ভূমি ;

(iii) কৃষির উদ্দেশ্যে বা তৎসহায়ক কোন উদ্দেশ্যে দখল করা বা ভাড়া দেওয়া হইয়াছে এরূপ কোন ভূমি, যাহার অন্তর্গত হইবে পতিত ভূমি, বন ভূমি, পশুচারণ ভূমি অথবা ভূমি-কৃষক, কৃষি-শ্রমিক ও গ্রামীণ কারিগরের দখলীভূত ভবন ও অন্য নির্মিতির স্থানসমূহ;]

(খ) কোন ভূসম্পত্তি সম্পর্কে, ''অধিকারসমূহ'' মালিক, অবর-মালিক, অধস্তন-মালিক, মধ্যস্বত্বাধিকারী, [রায়ত, কোর্ফা রায়ত], বা অন্য মধ্যবর্তী অধিকারীতে বর্তানো কোন অধিকার এবং ভূমিরাজস্ব সম্পর্কিত কোন অধিকার বা বিশেষাধিকারকে অন্তর্ভুক্ত করিবে।]

কয়েকটি আইন ও প্রনিয়ম সিদ্ধকরণ।

[৩১খ। ৩১ক অনুচ্ছেদের বিধানাবলীর ব্যাপকতা ক্ষুণ্ণ না করিয়া, নবম তফসিলে বিনির্দিষ্ট আইন ও প্রনিয়মসমূহের কোনটি বা উহাদের বিধানাবলীর কোনটি এই হেতুতে বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে না বা কখনও বাতিল হইয়াছিল বলিয়া গণ্য হইবে না যে ঐরূপ আইন, প্রনিয়ম বা বিধান এই ভাগের কোন বিধানের সহিত অসমঞ্জস বা তদ্দ্বারা প্রদত্ত কোন অধিকার হরণ করে বা সঙ্কুচিত করে, এবং কোন আদালত বা ট্রাইবিউন্যালের এতদ্‌বিপরীত কোন রায়, ডিক্রী বা আদেশ সত্ত্বেও, উক্ত আইন ও

প্রনিয়মের প্রত্যেকটি, কোন ক্ষমতাপন্ন বিধানমণ্ডলের উহাকে নিরসন বা সংশোধন করিবার ক্ষমতার অধীনে, বলবৎ থাকিয়া যাইবে।]

কোন কোন নির্দেশক নীতিকে কার্যকর করে এরূপ বিধিসমূহের ব্যাবৃত্তি।

[৩১গ। ১৩ অনুচ্ছেদে যাহা কিছু আছে তৎসত্ত্বেও, [ভাগ ৪-এ নিবদ্ধ সকল বা যেকোন নীতিকে] সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য রাজ্যের কর্মপদ্ধতিকে কার্যকর করে এরূপ কোন বিধি, [১৪ অনুচ্ছেদ বা ১৯ অনুচ্ছেদের] সহিত অসমঞ্জস বা তদ্দ্বারা প্রদত্ত কোন অধিকার হরণ করে বা সঙ্কুচিত করে এই হেতুতে বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে না; [*এবং ঐরূপ কর্মপদ্ধতিকে কার্যকর করিতেছে বলিয়া ঘোষণা যে বিধির অন্তর্ভুক্ত সেরূপ কোন বিধি সম্পর্কে কোন আদালতে এই হেতুতে কোন আপত্তি করা যাইবে না যে উহা ঐরূপ কর্মপদ্ধতিকে কার্যকর করে না*]:

তবে যেক্ষেত্রে ঐরূপ বিধি কোন রাজ্যের বিধানমণ্ডল কর্তৃক প্রণীত হয়, সেক্ষেত্রে, এই অনুচ্ছেদের বিধানাবলী উহাতে প্রযুক্ত হইবে না, যদি না ঐরূপ বিধি, রাষ্ট্রপতির বিবেচনার্থ সংরক্ষিত হইয়া, তাঁহার সম্মতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে।]

[৩১ঘ। [রাষ্ট্রবিরোধী কার্যকলাপ সম্পর্কিত বিধিসমূহের ব্যাবৃত্তি।] — সংবিধান (তেতাল্লিশতম সংশোধন) আইন, ১৯৭৭, ২ ধারা দ্বারা (১৩.৪.১৯৭৮ হইতে কার্যকারিতাসহ) বাদ গিয়াছে।

সাংবিধানিক প্রতিকারসমূহের অধিকার

এই ভাগ দ্বারা অর্পিত অধিকারসমূহ বলবৎকরণের জন্য প্রতিকার।

৩২। (১) এই ভাগ দ্বারা অর্পিত অধিকারসমূহ বলবৎকরণের জন্য যথাযোগ্য কার্যবাহ দ্বারা সুপ্রীম কোর্টকে প্রচালিত করিবার অধিকার প্রত্যাভূত হইল।

(২) এই ভাগ দ্বারা অর্পিত যেকোন অধিকার বলবৎকরণের জন্য নির্দেশ বা আদেশ, অথবা বন্দিপ্রত্যক্ষীকরণ (*হেবিয়াস করপাস*), পরমাদেশ (*ম্যানডেমাস*), প্রতিষেধ (*প্রহিবিশন*), অধিকারপৃচ্ছা (*কুও ওয়ারান্টো*) ও উৎপ্রেষণ (*সারটিওরারি*) প্রকৃতির আজ্ঞালেখ সমেত আজ্ঞালেখ, যাহাই যথাযোগ্য হইবে, তাহাই প্রচার করিবার ক্ষমতা সুপ্রীম কোর্টের থাকিবে।

(৩) (১) ও (২) প্রকরণ দ্বারা সুপ্রীম কোর্টকে অর্পিত ক্ষমতাসমূহ ক্ষুণ্ণ না করিয়া, সংসদ বিধি দ্বারা অন্য কোন আদালতকে, উহার ক্ষেত্রাধিকারের স্থানীয় সীমার মধ্যে, (২) প্রকরণ অনুযায়ী সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক প্রয়োগযোগ্য সকল বা যেকোন ক্ষমতা প্রয়োগ করিবার অধিকার প্রদান করিতে পারেন।

(৪) এই সংবিধান দ্বারা অন্যথা যেরূপ বিহিত হইয়াছে তদ্ব্যতিরেকে এই অনুচ্ছেদ দ্বারা প্রত্যাভূত অধিকার নিলম্বিত হইবে না।

৩২ক। [৩২ অনুচ্ছেদের অধীন কার্যবাহে রাজ্যবিধিসমূহের সাংবিধানিক সিদ্ধতা বিবেচিত হইবে না।] — সংবিধান (তেতাল্লিশতম সংশোধন) আইন, ১৯৭৭, ৩ ধারা দ্বারা (১৩.৪.১৯৭৮ হইতে কার্যকারিতাসহ) বাদ গিয়াছে।

বাহিনীসমূহ, ইত্যাদির প্রতি প্রয়োগে এই ভাগ দ্বারা অর্পিত অধিকারসমূহ সংপরিবর্তন করিবার পক্ষে সংসদের ক্ষমতা।

৩৩। সংসদ এই ভাগ দ্বারা অর্পিত অধিকারসমূহ—

(ক) সশস্ত্রবাহিনীসমূহের সদস্যগণের, বা

(খ) জনশৃঙ্খলা রক্ষার ভারপ্রাপ্ত বাহিনীসমূহের সদস্যগণের, বা

(গ) গুপ্তবার্তা বা প্রতি-গুপ্তবার্তা সরবরাহের প্রয়োজনে রাজ্য কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত কোন ব্যুরো বা অন্য সংগঠনে নিয়োজিত ব্যক্তিগণের, বা

(ঘ) (ক) হইতে (গ) প্রকরণে উল্লিখিত কোনও বাহিনী, ব্যুরো বা সংগঠনের প্রয়োজনে স্থাপিত দূরসঞ্চার ব্যবস্থায় বা তৎসম্পর্কে নিয়োজিত ব্যক্তিগণের,

প্রতি প্রয়োগে, তাঁহাদের কর্তব্যের যথাযথ নির্বাহন এবং তাঁহাদের মধ্যে শৃঙ্খলারক্ষণ সুনিশ্চিত করিবার জন্য, কোন্ অধিকার কতদূর পর্যন্ত সঙ্কুচিত বা নিরাকৃত করা হইবে তাহা নির্ধারণ করিতে পারেন।

কোন ক্ষেত্রে সামরিক বিধি বলবৎ থাকিবার কালে এই ভাগ দ্বারা অর্পিত অধিকার সঙ্কোচন।

৩৪। এই ভাগে পূর্ববর্তী বিধানাবলীতে যাহা কিছু আছে তৎসত্ত্বেও, সংসদ, বিধি দ্বারা, সংঘের অথবা কোন রাজ্যের অধীনে চাকরিরত কোন ব্যক্তি বা অন্য কোন ব্যক্তি ভারতের রাজ্যক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত যে ক্ষেত্রে সামরিক বিধি বলবৎ ছিল সেরূপ কোনও ক্ষেত্রে শৃঙ্খলার রক্ষণ বা পুনঃস্থাপন সম্বন্ধে কোনও কার্য করিয়া থাকিলে তৎসম্পর্কে তাঁহাকে নিষ্কৃতি দিতে পারেন অথবা ঐরূপ ক্ষেত্রে সামরিক বিধিমতে কোনও দণ্ডাদেশ দেওয়া হইলে, দণ্ড আরোপ করা হইলে, বাজেয়াপ্ত করিবার আদেশ দেওয়া হইলে বা অন্য কোন কার্য করা হইলে তাহা সিদ্ধ করিতে পারেন।

এই ভাগের বিধানাবলী কার্যকর করিবার জন্য বিধিপ্রণয়ন।

৩৫। এই সংবিধানে যাহা কিছু আছে তৎসত্ত্বেও,—

(ক) সংসদের—

(i) ১৬ অনুচ্ছেদের (৩) প্রকরণ, ৩২ অনুচ্ছেদের (৩) প্রকরণ, ৩৩ অনুচ্ছেদ এবং ৩৪ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী যে বিষয়সমূহের জন্য সংসদ কর্তৃক প্রণীত বিধি দ্বারা বিধান করা যাইতে পারে উহাদের যেকোনটি সম্পর্কে; এবং

ভাগ ৩—মৌলিক অধিকারসমূহ—অনুচ্ছেদ ৩৫

(ii) এই ভাগ অনুযায়ী যেসকল কার্য অপরাধ বলিয়া ঘোষিত উহাদের জন্য দণ্ড বিহিত করিবার নিমিত্ত ;

বিধি প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা থাকিবে, এবং কোন রাজ্যের বিধানমণ্ডলের থাকিবে না, এবং এই সংবিধানের প্রারম্ভের পর যথাসম্ভব শীঘ্র, (ii) উপ-প্রকরণে উল্লিখিত কার্যসমূহের জন্য দণ্ড বিহিত করিবার নিমিত্ত সংসদ বিধি প্রণয়ন করিবেন;

(খ) এই সংবিধানের প্রারম্ভের অব্যবহিত পূর্বে ভারতের রাজ্যক্ষেত্রে বলবৎ কোন বিধি যাহা (ক) প্রকরণের (i) উপ-প্রকরণে উল্লিখিত বিষয়সমূহের কোনটির সহিত সম্পর্কিত অথবা যাহা ঐ প্রকরণের (ii) উপ-প্রকরণে উল্লিখিত কোন কার্যের জন্য দণ্ডবিধান করে তাহা, উহার প্রতিবন্ধসমূহের অধীনে এবং উহাতে ৩৭২ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী যেসকল অভিযোজন ও সংপরিবর্তন করা যাইতে পারে তদধীনে, সংসদ কর্তৃক পরিবর্তিত বা নিরসিত বা সংশোধিত না হওয়া পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে।

ব্যাখ্যা ১—এই অনুচ্ছেদে, ''বলবৎ বিধি'' কথাটির যে অর্থ ৩৭২ অনুচ্ছেদে আছে সেই অর্থই হইবে।

ভাগ ৪

রাজ্যের কর্মপদ্ধতির নির্দেশক নীতিসমূহ

সংজ্ঞার্থ।

৩৬। এই ভাগে, প্রসঙ্গতঃ অন্যথা আবশ্যক না হইলে, "রাজ্য" শব্দের যে অর্থ ভাগ ৩-এ আছে সেই অর্থই হইবে।

এই ভাগের অন্তর্ভুক্ত নীতিসমূহের প্রয়োগ।

৩৭। এই ভাগের অন্তর্ভুক্ত বিধানাবলী কোন আদালত কর্তৃক বলবৎকরণযোগ্য হইবে না, কিন্তু তৎসত্ত্বেও উহাতে নিবদ্ধ নীতিসমূহ দেশশাসন বিষয়ে মৌলিক হইবে, এবং বিধি প্রণয়নে ঐ নীতিসমূহ প্রয়োগ করা রাজ্যের কর্তব্য হইবে।

জনকল্যাণ প্রোন্নতকরণের জন্য রাজ্য কর্তৃক সমাজব্যবস্থা প্রবর্তন।

৩৮। [(১)] জাতীয় জীবনের সকল প্রতিষ্ঠানকে সামাজিক, আর্থনীতিক ও রাজনৈতিক ন্যায়বিচারের প্রেরণা দান করে এরূপ একটি সমাজব্যবস্থা যথাসাধ্য কার্যকরভাবে প্রবর্তন ও রক্ষণ করিয়া রাজ্য জনকল্যাণ প্রোন্নতকরণের প্রয়াস করিবেন।

[(২) রাজ্য, কেবল ব্যক্তিগণের মধ্যেই নহে, বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাসকারী বা বিভিন্ন বৃত্তিতে নিযুক্ত জনসমষ্টির মধ্যেও, বিশেষতঃ, আয়ের অসমতা হ্রাস করিবার জন্য প্রয়াস করিবেন এবং প্রতিষ্ঠা, সুযোগ ও সুবিধার ক্ষেত্রে অসমতা দূর করিবার জন্য সচেষ্ট হইবেন।]

রাজ্য কর্তৃক অনুসরণীয় কয়েকটি কর্মপদ্ধতি সংক্রান্ত নীতি।

৩৯। রাজ্য, বিশেষতঃ, স্বীয় কর্মপদ্ধতি এরূপে চালিত করিবেন যাহাতে—

(ক) নাগরিকগণ, পুরুষ ও মহিলা সমভাবে, যেন পর্যাপ্ত জীবিকা অর্জনের অধিকার প্রাপ্ত হন;

(খ) জনসমাজের পার্থিব সম্পদের মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ এরূপে বণ্টিত হয় যেন সর্বোত্তমভাবে সাধারণের হিত সাধিত হয়;

(গ) আর্থনীতিক ব্যবস্থার ক্রিয়ার পরিণতি এরূপ না হয় যে সাধারণের ক্ষতিসাধন করিয়া ধন ও উৎপাদনের উপায়সমূহের সংকেন্দ্রণ ঘটে;

(ঘ) সমান কাজের জন্য পুরুষ ও মহিলা উভয়েরই সমান বেতন হয়;

(ঙ) পুরুষ ও মহিলা শ্রমিকগণের স্বাস্থ্য ও শক্তির এবং শিশুদের সুকুমার বয়সের অপব্যবহার যেন করা না হয় এবং আর্থিক প্রয়োজনে নাগরিকগণ তাঁহাদের বয়স বা শক্তির অনুপযোগী কোন পেশায় প্রবৃত্ত হইতে যেন বাধ্য না হন;

[(চ) শিশুদের সুষ্ঠুভাবে এবং স্বাধীন ও মর্যাদাপূর্ণ পরিবেশে গড়িয়া উঠিবার সুযোগ ও সুবিধা প্রদত্ত হয় এবং শৈশবাবস্থা ও যুবাবস্থা শোষণ হইতে এবং নৈতিক ও বৈষয়িক অবহেলা হইতে রক্ষিত হয়।]

৩৯ক। রাজ্য, বৈধিক ব্যবস্থার ব্যবহার যাহাতে সমসুযোগের ভিত্তিতে ন্যায়বিচারের সুবন্দোবস্ত করে, তাহা সুনিশ্চিত করিবেন এবং বিশেষতঃ আর্থিক বা অন্যান্য অক্ষমতার কারণে কোন নাগরিক যাহাতে ন্যায়বিচার লাভ করিবার সুযোগ হইতে বঞ্চিত না হন তাহা নিশ্চিত করিতে, যথোপযোগী বিধিপ্রণয়ন বা প্রকল্পের দ্বারা বা অন্য কোন উপায়ে, বিনা খরচে বৈধিক সহায়তার ব্যবস্থা করিবেন। সম-ন্যায়বিচার এবং বিনা খরচে বৈধিক সহায়তা।

৪০। রাজ্য, গ্রাম পঞ্চায়েতসমূহ সংগঠন করিবার ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন এবং স্বায়ত্তশাসনের এককরূপে উহারা যাহাতে কার্য করিতে সমর্থ হয় তজ্জন্য যেরূপ প্রয়োজন সেরূপ ক্ষমতা ও প্রাধিকার উহাদিগকে প্রদান করিবেন। গ্রাম পঞ্চায়েত সংগঠন।

৪১। কর্ম ও শিক্ষা প্রাপ্তির অধিকার এবং বেকার অবস্থায়, বার্ধক্যে, অসুস্থতায়, কর্মক্ষমতানাশে এবং অনুচিত অভাবের অন্য স্থলসমূহে সরকারী সাহায্য প্রাপ্তির অধিকার যাহাতে সুনিশ্চিত হয় তজ্জন্য রাজ্য স্বীয় আর্থনীতিক সামর্থ্য ও উন্নয়নের সীমার মধ্যে কার্যকর বিধান করিবেন। কর্ম ও শিক্ষা প্রাপ্তির এবং কোন কোন স্থলে সরকারী সহায্য প্রাপ্তির অধিকার।

৪২। রাজ্য, কর্মের শর্তাবলী যাহাতে ন্যায়সঙ্গত ও মানবোচিত হয় তাহা সুনিশ্চিত করিবার জন্য এবং প্রসূতি সহায়তার জন্য, বিধান করিবেন। কর্মের ন্যায়সঙ্গত ও মানবোচিত শর্তাবলীর এবং প্রসূতি সহায়তার **বিধান**।

৪৩। রাজ্য, যথোপযোগী বিধিপ্রণয়ন বা আর্থনীতিক সংগঠন দ্বারা বা অন্য কোন উপায়ে, কৃষি, শিল্প বা অন্যবিধ কার্যে নিযুক্ত সকল শ্রমিকের জন্য কর্ম, জীবনধারণোপযোগী মজুরি এবং যে শর্তাবলীর অধীনে কর্ম করিলে ভদ্রভাবে জীবনযাত্রার মান এবং পূর্ণমাত্রায় অবসর এবং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সুযোগসমূহের উপভোগ অব্যাহত থাকে তাহা, সুনিশ্চিত করিতে প্রয়াস করিবেন এবং রাজ্য, বিশেষতঃ, গ্রামাঞ্চলে ব্যক্তিভিত্তিক বা সমবায়ভিত্তিক কুটীর শিল্পের উন্নতিবিধান করিতে প্রয়াস করিবেন। শ্রমিকগণের জন্য জীবনধারণোপযোগী মজুরি, ইত্যাদি।

[৪৩ক। রাজ্য যথোপযোগী বিধিপ্রণয়ন দ্বারা বা অন্য কোন উপায়ে, কোন শিল্পে নিয়োজিত উদ্যোগ, সংস্থা বা অন্যান্য সংগঠনের পরিচালনব্যবস্থায় কর্মিগণের অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করিতে ব্যবস্থা করিবেন।] শিল্প-পরিচালনব্যবস্থায় কর্মিগণের অংশগ্রহণ।

ভাগ ৪—রাজ্যের কর্মপদ্ধতির নির্দেশক নীতিসমূহ —অনুচ্ছেদ ৪৩খ-৫০

সমবায় সমিতি প্রোন্নতকরণ।

[৪৩খ। রাজ্য, সমবায় সমিতির স্বেচ্ছা গঠন, স্বশাসন ভিত্তিক কৃত্যকরণ, গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ ও পেশাদারি পরিচালনব্যবস্থার প্রোন্নতকরণের প্রয়াস করিবেন।]

নাগরিকগণের জন্য একই প্রকার দেওয়ানী সংহিতা।

৪৪। ভারতের রাজ্যক্ষেত্রে সর্বত্র নাগরিকগণের জন্য একই প্রকারের দেওয়ানী সংহিতা প্রবর্তন করিতে রাজ্য প্রয়াস করিবেন।

প্রাক্ শৈশবাবস্থা পরিচর্যা এবং ছয় বৎসরের নিম্ন বয়সের শিশুর শিক্ষা।

[৪৫। রাজ্য সকল শিশুর জন্য প্রাক্ শৈশবাবস্থা পরিচর্যার এবং ছয় বৎসর পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত সকল শিশুর শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে প্রয়াস করিবেন।]

তফসিলী জাতি, তফসিলী জনজাতি এবং অন্যান্য দুর্বলতর শ্রেণীর শিক্ষাবিষয়ক ও আর্থনীতিক স্বার্থ প্রোন্নতকরণ।

৪৬। রাজ্য, বিশেষ যত্নসহকারে, জনগণের দুর্বলতর শ্রেণীর, এবং বিশেষতঃ তফসিলী জাতি ও তফসিলী জনজাতিসমূহের, শিক্ষাবিষয়ক ও আর্থনীতিক স্বার্থ প্রোন্নত করিবেন এবং তাঁহাদিগকে সামাজিক অবিচার ও সর্বপ্রকার শোষণ হইতে রক্ষা করিবেন।

খাদ্যপুষ্টির স্তরের ও জীবনধারণের মানের উত্তোলন এবং জনস্বাস্থ্যের উন্নতিকরণ রাজ্যের কর্তব্য।

৪৭। রাজ্য খাদ্যপুষ্টির স্তরের ও তদীয় জনগণের জীবনধারণের মানের উত্তোলন এবং জনস্বাস্থ্যের উন্নতিকরণ স্বীয় প্রধান কর্তব্যসমূহের অন্যতম মনে করিবেন এবং বিশেষতঃ মাদক পানীয় ও যে ঔষধি স্বাস্থ্যের পক্ষে অনিষ্টকর, ঔষধীয় প্রয়োজনে ভিন্ন, অন্য প্রকারে তাহার সেবন প্রতিষিদ্ধ করিতে প্রয়াস করিবেন।

কৃষি ও পশুপালনের সংগঠন।

৪৮। রাজ্য আধুনিক ও বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কৃষি ও পশুপালন সংগঠন করিতে প্রয়াস করিবেন এবং বিশেষতঃ, গাভী, গোবৎস ও অন্যান্য দুগ্ধবতী ও ভারবাহী গবাদি পশুবংশের পরিরক্ষণ ও উন্নতি করিতে এবং ঐরূপ পশুসমূহের হত্যা প্রতিষিদ্ধ করিতে ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন।

পরিবেশের রক্ষণ ও উন্নতিবিধান এবং বন ও বন্য প্রাণীর সংরক্ষণ।

[৪৮ক। রাজ্য দেশের পরিবেশের রক্ষণ ও উন্নতিবিধান করিতে এবং বন ও বন্য প্রাণীর সংরক্ষণ করিতে প্রয়াস করিবেন।]

জাতীয় গুরুত্বের স্মারক ও স্থান ও বস্তুসমূহের রক্ষণ।

৪৯। সংসদ কর্তৃক প্রণীত বিধি দ্বারা বা বিধি অনুযায়ী জাতীয় গুরুত্বের বলিয়া ঘোষিত, কলাত্মক বা ঐতিহাসিক কারণে চিত্তাকর্ষক, প্রত্যেক স্মারক বা স্থান বা বস্তু, ক্ষেত্রানুযায়ী, লুণ্ঠন, বিকৃতি, ধ্বংস, অপসারণ, হস্তান্তরণ বা রপ্তানি হইতে রক্ষা করিবার দায়িত্ব রাজ্যের থাকিবে।

নির্বাহিকবর্গ হইতে বিচারপতিবর্গের পৃথক্করণ।

৫০। রাজ্যের সরকারী কৃত্যকসমূহে নির্বাহিকবর্গ হইতে বিচারপতিবর্গকে পৃথক করিতে রাজ্য ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন।

ভাগ ৪—রাজ্যের কর্মপদ্ধতির নির্দেশক নীতিসমূহ —অনুচ্ছেদ ৫১

৫১। রাজ্য প্রয়াস করিবেন—

আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা প্রোন্নতকরণ।

(ক) আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা প্রোন্নত করিতে ;

(খ) জাতিসমূহের মধ্যে ন্যায়সঙ্গত ও সম্মানজনক সম্পর্ক রাখিতে;

(গ) সংগঠিত জনসমূহের মধ্যে পরস্পরের সহিত ব্যবহারে আন্তর্জাতিক বিধি ও সন্ধিবন্ধনের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করিতে; এবং

(ঘ) সালিশী দ্বারা আন্তর্জাতিক বিবাদসমূহের মীমাংসায় উৎসাহ প্রদান করিতে।

[ভাগ ৪ক

মৌলিক কর্তব্যসমূহ

মৌলিক কর্তব্যসমূহ। **৫১ক।** ভারতের প্রত্যেক নাগরিকের কর্তব্য হইবে—

(ক) সংবিধান মানিয়া চলা এবং উহার সকল আদর্শ ও সংস্থা এবং জাতীয় পতাকা ও জাতীয় সঙ্গীতকে শ্রদ্ধা করা;

(খ) যে মহান আদর্শ আমাদের জাতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল তাহা পোষণ ও অনুসরণ করা ;

(গ) ভারতের সার্বভৌমত্ব, ঐক্য ও অখণ্ডতা সমুন্নত রাখা ও রক্ষা করা;

(ঘ) আহূত হইলে দেশের প্রতিরক্ষা করা ও জাতীয় সেবাকার্য সম্পাদন করা;

(ঙ) ধর্মীয়, ভাষাগত ও আঞ্চলিক বা শ্রেণীগত বিভিন্নতা অতিক্রমপূর্বক ভারতের জনগণের সকলের মধ্যে সমন্বয় ও সাধারণ ভ্রাতৃত্ববোধ প্রোন্নত করা; নারীজাতির মর্যাদার হানিকর আচরণ পরিত্যাগ করা;

(চ) আমাদের সংমিশ্র কৃষ্টির সমৃদ্ধ উত্তরাধিকারের সম্মাননা ও রক্ষণ করা;

(ছ) বন, হ্রদ, নদী ও বন্য প্রাণী সমেত প্রাকৃতিক পরিবেশ রক্ষা করা ও উহার উন্নতিসাধন করা এবং সকল জীবিত প্রাণীর প্রতি সদয় হওয়া;

(জ) বৈজ্ঞানিক মানসিকতা, মানবতাবোধ এবং অনুসন্ধিৎসা ও সংস্কারের স্পৃহা বিকশিত করা;

(ঝ) সরকারী সম্পত্তি সংরক্ষণ করা ও হিংসা ত্যাগের শপথ গ্রহণ করা;

(ঞ) জাতি যাহাতে উদ্যম ও সাফল্যের উচ্চতর স্তরে সতত উন্নীত হয়, সেজন্য ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত কর্মপ্রচেষ্টার সকল ক্ষেত্রে উৎকর্ষের জন্য চেষ্টা করা।]

[(ট) যিনি পিতামাতা বা অভিভাবক, তাঁহার, ক্ষেত্রানুযায়ী, ছয় এবং চৌদ্দ বৎসরের মধ্যবর্তী বয়সের নিজ সন্তান বা প্রতিপাল্যকে শিক্ষার সুযোগ প্রদান করা।]

ভাগ ৫

সংঘ

অধ্যায় ১ — নির্বাহিকবর্গ

রাষ্ট্রপতি এবং উপ-রাষ্ট্রপতি

৫২। ভারতের একজন রাষ্ট্রপতি থাকিবেন। ভারতের রাষ্ট্রপতি।

৫৩। (১) সংঘের নির্বাহিক ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির উপর বর্তাইবে এবং তিনি উহা স্বয়ং অথবা তাঁহার অধীন আধিকারিকগণের মাধ্যমে এই সংবিধান অনুসারে প্রয়োগ করিবেন। সংঘের নির্বাহিক ক্ষমতা।

(২) পূর্ববর্তী বিধানের ব্যাপকতা ক্ষুণ্ণ না করিয়া, সংঘের প্রতিরক্ষা বাহিনীর সর্বোচ্চ সমাদেশ রাষ্ট্রপতির উপর বর্তাইবে এবং উহার প্রয়োগ বিধি দ্বারা প্রনিয়ন্ত্রিত হইবে।

(৩) এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই—

(ক) কোন বিদ্যমান বিধি দ্বারা কোন রাজ্যের সরকার বা অন্য প্রাধিকারীকে অর্পিত কোন কৃত্য রাষ্ট্রপতির নিকট হস্তান্তরিত করিল বলিয়া গণ্য হইবে না; অথবা

(খ) রাষ্ট্রপতি ভিন্ন অন্য প্রাধিকারীকে সংসদ কর্তৃক বিধি দ্বারা কৃত্যসমূহ অর্পণে অন্তরায় হইবে না।

৫৪। রাষ্ট্রপতি— রাষ্ট্রপতির নির্বাচন।

(ক) সংসদের উভয় সদনের নির্বাচিত সদস্যগণকে, এবং

(খ) রাজ্যসমূহের বিধানসভাসমূহের নির্বাচিত সদস্যগণকে

লইয়া গঠিত একটি নির্বাচক গোষ্ঠীর সদস্যগণ কর্তৃক নির্বাচিত হইবেন।

[**ব্যাখ্যা**।—এই অনুচ্ছেদে ও ৫৫ অনুচ্ছেদে, "রাজ্য" জাতীয় রাজধানী রাজ্যক্ষেত্র দিল্লী এবং সংঘশাসিত রাজ্যক্ষেত্র পুদুচেরীকে অন্তর্ভুক্ত করে।]

৫৫। (১) যতদূর কার্যতঃ সম্ভব, রাষ্ট্রপতির নির্বাচনে ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যের প্রতিনিধিত্বের মানে সমরূপতা থাকিবে। রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের প্রণালী।

(২) রাজ্যসমূহের পরস্পরের মধ্যে ঐরূপ সমরূপতা এবং সমগ্রভাবে রাজ্যসমূহের ও সংঘের মধ্যে তুল্যতা সুনিশ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে, সংসদের এবং প্রত্যেক রাজ্যের বিধানসভার প্রত্যেক নির্বাচিত সদস্য ঐরূপ নির্বাচনে যে সংখ্যক ভোট প্রদান করিতে অধিকারী, তাহা নিম্নলিখিত প্রণালীতে নির্ধারিত হইবে:—

(ক) কোন রাজ্যের জনসংখ্যাকে ঐ রাজ্যের বিধানসভার নির্বাচিত সদস্যগণের মোট সংখ্যা দ্বারা ভাগ করিয়া যে ভাগফল পাওয়া যায় তাহাতে এক সহস্রের যতগুলি গুণিতক আছে, ঐ রাজ্যের

বিধানসভার প্রত্যেক নির্বাচিত সদস্যের ততগুলি ভোট থাকিবে;

(খ) যদি, উক্ত এক সহস্রের গুণিতকগুলি লইবার পরে অন্যূন পাঁচ শত অবশিষ্ট থাকে, তাহাহইলে (ক) উপ-প্রকরণে উল্লিখিত প্রত্যেক সদস্যের ভোট আরও একটি করিয়া বর্ধিত হইবে;

(গ) (ক) ও (খ) উপ-প্রকরণ অনুযায়ী রাজ্যসমূহের বিধানসভাসমূহের সদস্যগণকে দত্ত ভোটসমূহের মোট সংখ্যাকে সংসদের উভয় সদনের নির্বাচিত সদস্যগণের মোট সংখ্যা দ্বারা ভাগ করিলে যে সংখ্যা পাওয়া যাইবে, সংসদের প্রতি সদনের প্রত্যেক নির্বাচিত সদস্যের তত সংখ্যক ভোট থাকিবে, অর্ধের অধিক ভগ্নাংশ এক বলিয়া গণিত হইবে এবং অন্যান্য ভগ্নাংশ উপেক্ষিত হইবে।

(৩) অনুপাতী প্রতিনিধিত্ব পদ্ধতি অনুসারে একক সংক্রমণীয় ভোট দ্বারা রাষ্ট্রপতির নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে এবং ঐরূপ নির্বাচনে গোপন ব্যালট দ্বারা ভোট দেওয়া হইবে।

[**ব্যাখ্যা।**—এই অনুচ্ছেদে, ''জনসংখ্যা'' কথাটি পূর্ববর্তী সর্বশেষ যে জনগণনার প্রাসঙ্গিক সংখ্যাগুলি প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে নির্ণীত জনসংখ্যা বুঝাইবে :

তবে এই ব্যাখ্যায়, পূর্ববর্তী সর্বশেষ যে জনগণনার প্রাসঙ্গিক সংখ্যাগুলি প্রকাশিত হইয়াছে তাহার উল্লেখ, যে পর্যন্ত না ২০২৬ সনের পরে অনুষ্ঠিত প্রথম জনগণনার প্রাসঙ্গিক সংখ্যাগুলি প্রকাশিত হয় সে পর্যন্ত, ১৯৭১-এর জনগণনার উল্লেখ বলিয়া অর্থ করিতে হইবে।]

রাষ্ট্রপতিপদের কার্যকাল।

৫৬। (১) রাষ্ট্রপতি তাঁহার পদের কার্যভার গ্রহণের তারিখ হইতে পাঁচ বৎসর কাল পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন :

তবে—

(ক) রাষ্ট্রপতি, উপ-রাষ্ট্রপতিকে উদ্দেশ করিয়া নিজ স্বাক্ষরিত লিখন দ্বারা, স্বীয় পদ ত্যাগ করিতে পারেন;

(খ) সংবিধান লঙ্ঘনের জন্য রাষ্ট্রপতি ৬১ অনুচ্ছেদে বিহিত প্রণালীতে মহাভিযোগক্রমে পদ হইতে অপসারিত হইতে পারেন;

(গ) রাষ্ট্রপতি তাঁহার কার্যকালের অবসান হওয়া সত্ত্বেও, তাঁহার উত্তরসূরী তাঁহার পদের কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া যাইবেন।

(২) উপ-রাষ্ট্রপতি, (১) প্রকরণের অনুবিধির (ক) প্রকরণ অনুযায়ী তাঁহাকে উদ্দিষ্ট পদত্যাগ, তৎক্ষণাৎ লোকসভার অধ্যক্ষকে জ্ঞাপন করিবেন।

৫৭। যে ব্যক্তি রাষ্ট্রপতির পদে অধিষ্ঠিত আছেন বা ছিলেন তিনি এই সংবিধানের অন্য বিধানাবলীর অধীনে উক্ত পদে পুনর্নির্বাচনের যোগ্য হইবেন। পুনর্নির্বাচনের জন্য যোগ্যতা।

৫৮। (১) কোন ব্যক্তি রাষ্ট্রপতিরূপে নির্বাচিত হইবার যোগ্য হইবেন না, যদি না তিনি— রাষ্ট্রপতিরূপে নির্বাচিত হইবার যোগ্যতা।

(ক) ভারতের নাগরিক হন,

(খ) পঁয়ত্রিশ বৎসর পূর্ণ করিয়া থাকেন, এবং

(গ) লোকসভার সদস্যরূপে নির্বাচিত হইবার যোগ্যতাসম্পন্ন হন।

(২) কোন ব্যক্তি রাষ্ট্রপতিরূপে নির্বাচিত হইবার যোগ্য হইবেন না যদি তিনি ভারত সরকারের বা কোন রাজ্য সরকারের অধীনে অথবা উক্ত সরকারসমূহের কোনটির নিয়ন্ত্রণাধীন কোন স্থানীয় বা অন্য প্রাধিকারীর অধীনে কোন লাভের পদে অধিষ্ঠিত থাকেন।

ব্যাখ্যা।— এই অনুচ্ছেদের প্রয়োজনে কোন ব্যক্তি সংঘের রাষ্ট্রপতি বা উপ-রাষ্ট্রপতি অথবা কোন রাজ্যের রাজ্যপাল অথবা সংঘের বা কোন রাজ্যের মন্ত্রী কেবল এই কারণে কোন লাভের পদে অধিষ্ঠিত আছেন বলিয়া গণ্য হইবেন না।

৫৯। (১) রাষ্ট্রপতি সংসদের কোন সদনের বা কোন রাজ্যের বিধানমণ্ডলের কোন সদনের সদস্য হইবেন না এবং যদি সংসদের কোন সদনের অথবা কোন রাজ্যের বিধানমণ্ডলের কোন সদনের কোন সদস্য রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন, তাহাহইলে, তিনি রাষ্ট্রপতিরূপে তাঁহার কার্যভার গ্রহণের তারিখে ঐ সদনে তাঁহার আসন শূন্য করিয়া দিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন। রাষ্ট্রপতিপদের শর্তাবলী।

(২) রাষ্ট্রপতি অন্য কোন লাভজনক পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন না।

(৩) রাষ্ট্রপতি বিনা ভাড়ায় তাঁহার সরকারী বাসভবনসমূহ ব্যবহার করিবার অধিকারী হইবেন, অধিকন্তু সংসদ কর্তৃক বিধি দ্বারা যেরূপ উপলভ্য, ভাতা ও বিশেষাধিকারসমূহ নির্ধারিত হয় তাহা এবং তৎপক্ষে ঐরূপে বিধান প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত, দ্বিতীয় তফসিলে যেরূপ উপলভ্য, ভাতা ও বিশেষাধিকারসমূহ বিনির্দিষ্ট আছে তাহা পাইবার অধিকারী হইবেন।

(৪) রাষ্ট্রপতির উপলভ্য ও ভাতাসমূহ তাঁহার পদের কার্যকালে হ্রাস করা যাইবে না।

৬০। প্রত্যেক রাষ্ট্রপতি এবং রাষ্ট্রপতিরূপে কার্য করেন বা রাষ্ট্রপতির কৃত্যসমূহ নির্বাহ করেন এরূপ প্রত্যেক ব্যক্তি, আপন পদের কার্যভার গ্রহণের পূর্বে, ভারতের রাষ্ট্রপতি কর্তৃক শপথ বা প্রতিজ্ঞা।

প্রধান বিচারপতির অথবা তাঁহার অনুপস্থিতিতে সুপ্রীম কোর্টের যে জ্যেষ্ঠতম বিচারপতিকে পাওয়া যাইবে তাঁহার সমক্ষে নিম্নলিখিত প্ররূপে একটি শপথ বা প্রতিজ্ঞা করিয়া উহাতে স্বাক্ষর করিবেন, যথা—

"আমি, ক. খ., $\frac{\text{ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি}}{\text{সত্যনিষ্ঠার সহিত প্রতিজ্ঞা করিতেছি}}$ যে, আমি ভারতের রাষ্ট্রপতি পদের কার্য পালন করিব (অথবা রাষ্ট্রপতির কৃত্যসমূহ নির্বাহ করিব) এবং আমার পূর্ণ সামর্থ্য অনুসারে সংবিধান ও বিধির পরিরক্ষণ, রক্ষণ ও প্রতিরক্ষণ করিব এবং আমি ভারতের জনগণের সেবায় ও কল্যাণে আত্মনিয়োগ করিব।"

রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধে মহাভিযোগার্থ প্রক্রিয়া।

৬১। (১) সংবিধান লঙ্ঘনের জন্য রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধে মহাভিযোগ করিতে হইলে, সংসদের যেকোন সদন কর্তৃক অভিযোগ আনীত হইবে।

(২) ঐরূপ কোন অভিযোগ আনীত হইবে না, যদি না—

(ক) ঐরূপ অভিযোগ আনয়নের প্রস্তাব এরূপ একটি সংকল্পে থাকে যাহা, সদনের মোট সদস্যসংখ্যার অন্যূন এক-চতুর্থাংশ ঐ সংকল্প উত্থাপনার্থ তাঁহাদের অভিপ্রায় জানাইয়া স্বাক্ষর করিয়া অন্ততঃ চৌদ্দ দিনের একটি লিখিত নোটিস দিবার পর, উত্থাপিত হইয়া থাকে, এবং

(খ) সদনের মোট সদস্যসংখ্যার মধ্যে অন্যূন দুই-তৃতীয়াংশের সংখ্যাধিক্যে ঐরূপ সংকল্প গৃহীত হইয়া থাকে।

(৩) সংসদের যে কোন সদন কর্তৃক ঐরূপে অভিযোগ আনীত হইলে অপর সদন ঐ অভিযোগের তদন্ত করিবেন বা ঐ অভিযোগের তদন্ত করাইবেন এবং ঐরূপ তদন্তে রাষ্ট্রপতির উপস্থিত থাকিবার এবং প্রতিনিধি দ্বারা সমর্থিত হইবার অধিকার থাকিবে।

(৪) যদি এই তদন্তের ফলে রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রতিপন্ন হইয়াছে ইহা ঘোষণা করিয়া, যে সদন ঐ অভিযোগের তদন্ত করিয়াছিলেন বা তদন্ত করাইয়াছিলেন সেই সদনের মোট সদস্যসংখ্যার মধ্যে অন্যূন দুই-তৃতীয়াংশের সংখ্যাধিক্যে একটি সংকল্প গৃহীত হয় তাহাহইলে ঐরূপ সংকল্পের কার্যকারিতা ইহা হইবে যে ঐ সংকল্প ঐরূপে গৃহীত হইবার তারিখ হইতে রাষ্ট্রপতি তাঁহার পদ হইতে অপসারিত হইয়া যাইবেন।

রাষ্ট্রপতিপদের শূন্যতা পূরণার্থ নির্বাচন অনুষ্ঠানের কাল এবং আকস্মিক শূন্যতা পূরণের জন্য নির্বাচিত ব্যক্তির পদের কার্যকাল।

৬২। (১) রাষ্ট্রপতিপদের কার্যকালের অবসানজনিত শূন্যতা পূরণার্থ নির্বাচন ঐ কার্যকালের অবসানের পূর্বে সম্পূর্ণ করিতে হইবে।

(২) রাষ্ট্রপতির পদ তাঁহার মৃত্যু, পদত্যাগ বা অপসারণের কারণে অথবা অন্যথা, শূন্য হইলে তাহা পূরণার্থ নির্বাচন, ঐ শূন্যতা ঘটিবার তারিখের পর যথাসম্ভব শীঘ্র এবং কোন ক্ষেত্রেই ঐ তারিখ হইতে ছয় মাসের অধিক বিলম্ব না করিয়া অনুষ্ঠিত হইবে; এবং ঐ শূন্যতা পূরণের জন্য নির্বাচিত ব্যক্তি ৫৬ অনুচ্ছেদের বিধানাবলীর অধীনে তাঁহার পদের কার্যভার গ্রহণের তারিখ হইতে পূর্ণ পাঁচ বৎসর কার্যকালের জন্য ঐ পদে অধিষ্ঠিত থাকিবার অধিকারী হইবেন।

ভারতের উপ-রাষ্ট্রপতি।

৬৩। ভারতের একজন উপ-রাষ্ট্রপতি থাকিবেন।

উপ-রাষ্ট্রপতি পদাধিকারবলে রাজ্যসভার সভাপতি হইবেন।

৬৪। উপ-রাষ্ট্রপতি পদাধিকারবলে রাজ্যসভার সভাপতি হইবেন এবং অন্য কোন লাভজনক পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন না :

তবে যে সময় ৬৫ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী উপ-রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রপতিরূপে কার্য করেন বা রাষ্ট্রপতির কৃত্যসমূহ নির্বাহ করেন সেই সময়ে তিনি রাজ্যসভার সভাপতি পদের কর্তব্যসমূহ সম্পাদন করিবেন না এবং ৯৭ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাজ্যসভার সভাপতিকে প্রদেয় কোন বেতন বা ভাতা পাইবার অধিকারী হইবেন না।

রাষ্ট্রপতিপদের আকস্মিক শূন্যতার কালে অথবা তাঁহার অনুপস্থিতির কালে উপ-রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রপতিরূপে কার্য করিবেন অথবা রাষ্ট্রপতির কৃত্যসমূহ নির্বাহ করিবেন।

৬৫। (১) রাষ্ট্রপতির পদে তাঁহার মৃত্যু, পদত্যাগ বা অপসারণের কারণে অথবা অন্যথা, শূন্যতা ঘটিলে ঐরূপ শূন্যতা পূরণ করিবার জন্য এই অধ্যায়ের বিধানাবলী অনুসারে নির্বাচিত নূতন রাষ্ট্রপতি যে তারিখ পর্যন্ত না তাঁহার পদের কার্যভার গ্রহণ করেন, সেই তারিখ পর্যন্ত উপ-রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রপতিরূপে কার্য করিবেন।

(২) অনুপস্থিতি, অসুস্থতা বা অন্য কোন কারণে রাষ্ট্রপতি স্বীয় কৃত্যসমূহ নির্বাহ করিতে অসমর্থ হইলে উপ-রাষ্ট্রপতি যে তারিখ পর্যন্ত না রাষ্ট্রপতি স্বীয় কর্তব্যভার পুনরায় গ্রহণ করেন, সেই তারিখ পর্যন্ত তাঁহার কৃত্যসমূহ নির্বাহ করিবেন।

(৩) উপ-রাষ্ট্রপতি যে সময় ঐভাবে রাষ্ট্রপতিরূপে কার্য করেন অথবা রাষ্ট্রপতির কৃত্যসমূহ নির্বাহ করেন সেই সময়ে, এবং সেই সময় সম্পর্কে, তিনি রাষ্ট্রপতির সকল ক্ষমতা ও অনাক্রম্যতা প্রাপ্ত হইবেন এবং সংসদ কর্তৃক বিধি দ্বারা যেরূপ উপলভ্য, ভাতা ও বিশেষাধিকারসমূহ নির্ধারিত হইতে পারে তাহা এবং তৎপক্ষে ঐরূপে বিধান প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত দ্বিতীয় তফসিলে যেরূপ উপলভ্য, ভাতা ও বিশেষাধিকারসমূহ বিনির্দিষ্ট আছে তাহা পাইবার অধিকারী হইবেন।

উপ-রাষ্ট্রপতির নির্বাচন।

৬৬। (১) উপ-রাষ্ট্রপতি [সংসদের উভয় সদনের সদস্যগণকে লইয়া গঠিত একটি নির্বাচক গোষ্ঠীর সদস্যগণ] কর্তৃক অনুপাতী প্রতিনিধিত্ব পদ্ধতি অনুসারে সংক্রমণীয় ভোট দ্বারা নির্বাচিত হইবেন এবং ঐরূপ নির্বাচনে গোপন ব্যালট দ্বারা ভোট দেওয়া হইবে।

(২) উপ-রাষ্ট্রপতি সংসদের কোন সদনের বা কোন রাজ্যের বিধানমণ্ডলের কোন সদনের সদস্য হইবেন না এবং যদি সংসদের কোন সদনের অথবা কোন রাজ্যের বিধানমণ্ডলের কোন সদনের কোন সদস্য উপ-রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন তাহাহইলে তিনি উপ-রাষ্ট্রপতিরূপে তাঁহার কার্যভার গ্রহণের তারিখে ঐ সদনে তাঁহার আসন শূন্য করিয়া দিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন।

(৩) কোন ব্যক্তি উপ-রাষ্ট্রপতিরূপে নির্বাচিত হইবার যোগ্য হইবেন না যদি না তিনি—

(ক) ভারতের নাগরিক হন;

(খ) পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়স পূর্ণ করিয়া থাকেন; এবং

(গ) রাজ্যসভার সদস্যরূপে নির্বাচিত হইবার যোগ্যতাসম্পন্ন হন।

(৪) কোন ব্যক্তি উপ-রাষ্ট্রপতিরূপে নির্বাচিত হইবার যোগ্য হইবেন না যদি তিনি ভারত সরকারের বা কোন রাজ্য সরকারের অধীনে অথবা উক্ত সরকারসমূহের কোনটির নিয়ন্ত্রণাধীন কোন স্থানীয় বা অন্য প্রাধিকারীর অধীনে কোন লাভের পদে অধিষ্ঠিত থাকেন।

ব্যাখ্যা।— এই অনুচ্ছেদের প্রয়োজনে কোন ব্যক্তি সংঘের রাষ্ট্রপতি বা উপ-রাষ্ট্রপতি অথবা কোন রাজ্যের রাজ্যপাল *** অথবা সংঘের বা কোন রাজ্যের মন্ত্রী কেবল এই কারণে কোন লাভের পদে অধিষ্ঠিত আছেন বলিয়া গণ্য হইবেন না।

উপ-রাষ্ট্রপতিপদের কার্যকাল।

৬৭। উপ-রাষ্ট্রপতি তাঁহার পদের কার্যভার গ্রহণের তারিখ হইতে পাঁচ বৎসর কাল পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন :

তবে —

(ক) উপ-রাষ্ট্রপতি, রাষ্ট্রপতিকে উদ্দেশ করিয়া নিজ স্বাক্ষরিত লিখন দ্বারা স্বীয় পদ ত্যাগ করিতে পারেন;

(খ) রাজ্যসভার তৎকালীন সকল সদস্যের অধিকাংশ কর্তৃক গৃহীত এবং লোকসভা কর্তৃক স্বীকৃত রাজ্যসভার সংকল্প দ্বারা উপ-রাষ্ট্রপতি তাঁহার পদ হইতে অপসারিত হইতে পারেন; কিন্তু এই প্রকরণের প্রয়োজনে কোন সংকল্প উত্থাপিত করা যাইবে না, যদি না ঐ সংকল্প উত্থাপিত করিবার অভিপ্রায় জানাইয়া অন্ততঃপক্ষে চৌদ্দ দিনের নোটিস দেওয়া হইয়া থাকে;

(গ) উপ-রাষ্ট্রপতি তাঁহার কার্যকালের অবসান হওয়া সত্ত্বেও, তাঁহার উত্তরসূরী তাঁহার পদের কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া যাইবেন।

ভাগ ৫—সংঘ—অনুচ্ছেদ ৬৮-৭১

৬৮। (১) উপ-রাষ্ট্রপতিপদের কার্যকালের অবসানজনিত শূন্যতা পূরণার্থ নির্বাচন ঐ কার্যকালের অবসানের পূর্বে সম্পূর্ণ করিতে হইবে। উপ-রাষ্ট্রপতিপদের শূন্যতা পূরণার্থ নির্বাচন অনুষ্ঠানের কাল এবং আকস্মিক শূন্যতা পূরণের জন্য নির্বাচিত ব্যক্তির পদের কার্যকাল।

(২) উপ-রাষ্ট্রপতির পদ তাঁহার মৃত্যু, পদত্যাগ বা অপসারণের কারণে অথবা অন্যথা শূন্য হইলে তাহা পূরণার্থ নির্বাচন ঐ শূন্যতা ঘটিবার তারিখের পর যথাসম্ভব শীঘ্র অনুষ্ঠিত হইবে এবং ঐ শূন্যতা পূরণের জন্য নির্বাচিত ব্যক্তি, ৬৭ অনুচ্ছেদের বিধানাবলীর অধীনে তাঁহার পদের কার্যভার গ্রহণের তারিখ হইতে পূর্ণ পাঁচ বৎসর কার্যকালের জন্য ঐ পদে অধিষ্ঠিত থাকিবার অধিকারী হইবেন।

৬৯। প্রত্যেক উপ-রাষ্ট্রপতি আপন পদের কার্যভার গ্রহণের পূর্বে রাষ্ট্রপতির অথবা তৎপক্ষে তৎকর্তৃক নিযুক্ত কোন ব্যক্তির সমক্ষে নিম্নলিখিত প্ররূপে একটি শপথ বা প্রতিজ্ঞা করিয়া উহাতে স্বাক্ষর করিবেন, যথা— উপ-রাষ্ট্রপতি কর্তৃক শপথ বা প্রতিজ্ঞা।

"আমি, ক. খ., ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি / সত্যনিষ্ঠার সহিত প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, বিধি দ্বারা স্থাপিত ভারতের সংবিধানের প্রতি আমি অকৃত্রিম নিষ্ঠা ও আনুগত্য পোষণ করিব এবং যে কর্তব্যভার আমি গ্রহণ করিতে উদ্যত হইয়াছি তাহা নিষ্ঠাপূর্বক নির্বাহ করিব।"

৭০। এই অধ্যায়ে যে আকস্মিক অবস্থার জন্য কোন বিধান করা হয় নাই এরূপ কোন অবস্থায় রাষ্ট্রপতির কৃত্যসমূহ নির্বাহের জন্য সংসদ যেরূপ উপযুক্ত বিবেচনা করেন সেরূপ বিধান করিতে পারেন। অন্য কোন আকস্মিক অবস্থায় রাষ্ট্রপতির কৃত্য নির্বাহ।

[৭১। (১) রাষ্ট্রপতি বা উপ-রাষ্ট্রপতির নির্বাচন হইতে উদ্ভূত বা তৎসম্পর্কিত সকল সন্দেহ ও বিবাদ সম্বন্ধে সুপ্রীম কোর্ট অনুসন্ধান ও মীমাংসা করিবেন এবং তদীয় সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হইবে। রাষ্ট্রপতি বা উপ-রাষ্ট্রপতির নির্বাচন সম্বন্ধীয় বা তৎসম্পর্কিত বিষয়সমূহ।

(২) যদি রাষ্ট্রপতি বা উপ-রাষ্ট্রপতিরূপে কোন ব্যক্তির নির্বাচন সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক বাতিল বলিয়া ঘোষিত হয়, তাহাহইলে সুপ্রীম কোর্টের ঐ সিদ্ধান্তের তারিখে বা তৎপূর্বে তিনি, ক্ষেত্রানুযায়ী, রাষ্ট্রপতিপদের বা উপ-রাষ্ট্রপতিপদের ক্ষমতা ও কর্তব্যের প্রয়োগ ও সম্পাদনে যেসকল কার্য করিয়াছেন সেই সকল কার্য ঐ ঘোষণার কারণে অসিদ্ধ হইয়া যাইবে না।

(৩) এই সংবিধানের বিধানাবলীর অধীনে সংসদ বিধি দ্বারা রাষ্ট্রপতি বা উপ-রাষ্ট্রপতির নির্বাচন সম্বন্ধীয় বা তৎসম্পর্কিত যেকোন বিষয় প্রনিয়ন্ত্রিত করিতে পারেন।

(৪) রাষ্ট্রপতি বা উপ-রাষ্ট্রপতিরূপে কোন ব্যক্তির নির্বাচন সম্বন্ধে যে নির্বাচক গোষ্ঠী তাঁহাকে নির্বাচিত করিয়াছেন তদীয় সদস্যগণের মধ্যে যেকোন কারণেই হউক কোন পদ শূন্য থাকিবার হেতুতে, কোন আপত্তি করা যাইবে না।]

কোন কোন স্থলে ক্ষমা, ইত্যাদি করিবার এবং দণ্ডাদেশ নিলম্বিত রাখিবার, পরিহার করিবার বা লঘু করিবার পক্ষে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা।

৭২। (১) যে সকল স্থলে —

(ক) দণ্ড বা দণ্ডাদেশ সামরিক আদালত কর্তৃক প্রদত্ত হয়;

(খ) সংঘের নির্বাহিক ক্ষমতা যে বিষয়ে প্রসারিত, তৎসংক্রান্ত কোন বিধির বিরুদ্ধে অপরাধের জন্য দণ্ড বা দণ্ডাদেশ প্রদত্ত হয়;

(গ) দণ্ডাদেশ প্রাণদণ্ডাদেশ হয়;

সেই সকল স্থলে অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হইয়াছেন এরূপ কোন ব্যক্তির দণ্ড সম্বন্ধে ক্ষমা প্রবিলম্বন, বিরাম বা পরিহার করিবার অথবা তাঁহার দণ্ডাদেশ নিলম্বিত রাখিবার, পরিহার করিবার অথবা লঘু করিবার ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির থাকিবে।

(২) সামরিক আদালত কর্তৃক প্রদত্ত কোন দণ্ডাদেশ নিলম্বিত রাখিবার, পরিহার করিবার বা লঘু করিবার যে ক্ষমতা সংঘের সশস্ত্র বাহিনীর কোন আধিকারিককে বিধি দ্বারা অর্পিত হইয়াছে তাহা (১) প্রকরণের (ক) উপ-প্রকরণের কোন কিছুর দ্বারা প্রভাবিত হইবে না।

(৩) প্রাণদণ্ডাদেশ নিলম্বন, পরিহার বা লঘু করিবার যে ক্ষমতা তৎকালে বলবৎ কোন বিধি অনুযায়ী কোন রাজ্যের রাজ্যপাল কর্তৃক প্রয়োগযোগ্য সেই ক্ষমতা (১) প্রকরণের (গ) উপ-প্রকরণের কোন কিছুর দ্বারা প্রভাবিত হইবে না।

সংঘের নির্বাহিক ক্ষমতার প্রসার।

৭৩। (১) এই সংবিধানের বিধানাবলীর অধীনে, সংঘের নির্বাহিক ক্ষমতা প্রসারিত হইবে—

(ক) সেই সকল বিষয়ে, যেসকল বিষয় সম্পর্কে সংসদের বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা আছে; এবং

(খ) সেই সকল অধিকার, প্রাধিকার ও ক্ষেত্রাধিকার প্রয়োগে, যাহা কোন সন্ধি বা চুক্তির বলে ভারত সরকার কর্তৃক প্রয়োগযোগ্য :

তবে (ক) উপ-প্রকরণে উল্লিখিত নির্বাহিক ক্ষমতা, এই সংবিধানে অথবা সংসদ কর্তৃক প্রণীত কোন বিধিতে স্পষ্টতঃ যে প্রকার বিধান করা হইয়াছে সেই প্রকার ব্যতীত অন্য কোন প্রকারে, কোন রাজ্যে সেই সকল বিষয়ে প্রসারিত হইবে না, যে সকল বিষয় সম্পর্কে ঐ রাজ্যের বিধানমণ্ডলেরও বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা আছে।

(২) সংসদ কর্তৃক অন্যথা বিহিত না হওয়া পর্যন্ত কোন রাজ্য এবং কোন রাজ্যের কোন আধিকারিক বা প্রাধিকারী, যেসকল বিষয় সম্পর্কে ঐ রাজ্যের জন্য বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা সংসদের আছে সেই সকল বিষয়ে এই সংবিধানের প্রারম্ভের অব্যবহিত পূর্বে, ঐ রাজ্য বা উহার আধিকারিক বা প্রাধিকারী যেরূপ নির্বাহিক ক্ষমতা প্রয়োগ বা কৃত্যসমূহ অনুষ্ঠান করিতে পারিতেন তাহা, এই অনুচ্ছেদে যাহা কিছু আছে তৎসত্ত্বেও, করিয়া যাইতে পারেন।

মন্ত্রিপরিষদ

৭৪। [(১) রাষ্ট্রপতিকে সাহায্য করিবার ও মন্ত্রণা দিবার জন্য একটি মন্ত্রিপরিষদ থাকিবে, যাহার শীর্ষে থাকিবেন প্রধানমন্ত্রী এবং রাষ্ট্রপতি আপন কৃত্যসমূহ নির্বাহে ঐরূপ মন্ত্রণা অনুসারে কার্য করিবেন:] রাষ্ট্রপতিকে সাহায্য ও মন্ত্রণাদানের জন্য মন্ত্রিপরিষদ।

[তবে রাষ্ট্রপতি মন্ত্রিপরিষদকে ঐরূপ মন্ত্রণা সাধারণভাবে বা অন্যথা পুনর্বিবেচনার জন্য অনুজ্ঞাত করিতে পারেন এবং ঐরূপ পুনর্বিবেচনান্তে প্রদত্ত মন্ত্রণা অনুসারে রাষ্ট্রপতি কার্য করিবেন।]

(২) মন্ত্রিগণ রাষ্ট্রপতিকে কোন মন্ত্রণা দিয়াছেন কিনা এবং দিয়া থাকিলে কি মন্ত্রণা দিয়াছেন, এই প্রশ্ন কোন আদালতে উত্থাপন করা যাইবে না।

৭৫। (১) প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন এবং অন্য মন্ত্রিগণ প্রধানমন্ত্রীর মন্ত্রণামতে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন। মন্ত্রিগণ সম্পর্কে অন্য বিধানাবলী।

[(১ক) মন্ত্রী পরিষদে প্রধানমন্ত্রী সহ মন্ত্রিগণের মোট সংখ্যা লোকসভার সর্বমোট সদস্যসংখ্যার পনর শতাংশের অধিক হইবে না।

(১খ) সংসদের যেকোন সদনের কোন রাজনৈতিক দলের অন্তর্ভুক্ত কোন সদস্য যিনি দশম তফসিলের ২ প্যারাগ্রাফ অনুযায়ী ঐ সদনের সদস্য থাকিবার পক্ষে নির্যোগ্য হইয়াছেন তিনি তাঁহার নির্যোগ্যতার প্রারম্ভের তারিখ হইতে ঐরূপ সদস্যরূপে তাঁহার পদের মেয়াদ যে তারিখে অবসিত হইত সেই তারিখ পর্যন্ত অথবা যেক্ষেত্রে ঐরূপ সময়সীমা অবসানের পূর্বেই তিনি সংসদের যে কোন সদনে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন, সেক্ষেত্রে, তিনি নির্বাচিত ঘোষিত হইবার তারিখ পর্যন্ত, এতদুভয়ের মধ্যে যাহা পূর্ববর্তী হয়, সেরূপ সময়সীমার স্থিতিকালের জন্য (১) প্রকরণ অনুযায়ী মন্ত্রিরূপে নিযুক্ত হইবার পক্ষেও নির্যোগ্য হইবেন।]

(২) মন্ত্রিগণ যাবৎ রাষ্ট্রপতির অভিরুচি তাবৎ পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন।

(৩) মন্ত্রিপরিষদ সমষ্টিগতভাবে লোকসভার নিকট দায়ী থাকিবেন।

(৪) কোন মন্ত্রী আপন পদের কার্যভার গ্রহণ করিবার পূর্বে রাষ্ট্রপতি তাঁহাকে তৃতীয় তফসিলে এতদুদ্দেশ্যে প্রদর্শিত প্ররূপ অনুসারে পদের ও মন্ত্রগুপ্তির শপথ গ্রহণ করাইবেন।

(৫) কোন মন্ত্রী যিনি ক্রমান্বয়ে যেকোন ছয় মাস কাল সংসদের কোন সদনের সদস্য না থাকেন, তিনি ঐ কালের অবসানে আর মন্ত্রী থাকিবেন না।

(৬) মন্ত্রিগণের বেতন ও ভাতাসমূহ সংসদ বিধি দ্বারা সময়ে সময়ে যেরূপ নির্ধারিত করিতে পারেন সেরূপ হইবে এবং সংসদ উহা ঐরূপে নির্ধারিত না করা পর্যন্ত দ্বিতীয় তফসিলে যেরূপ বিনির্দিষ্ট আছে সেরূপ হইবে।

ভারতের এটর্নি-জেন্‌রল্‌

ভারতের এটর্নি-জেন্‌রল্‌।

৭৬। (১) রাষ্ট্রপতি সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি নিযুক্ত হইবার যোগ্যতাসম্পন্ন কোন ব্যক্তিকে ভারতের এটর্নি-জেন্‌রল্‌রূপে নিযুক্ত করিবেন।

(২) এটর্নি-জেন্‌রলের কর্তব্য হইবে সেরূপ বৈধিক বিষয়সমূহ সম্পর্কে ভারত সরকারকে মন্ত্রণাদান করা এবং বৈধিক প্রকৃতির সেরূপ অন্য কর্তব্যসমূহ সম্পাদন করা যাহা রাষ্ট্রপতি সময়ে সময়ে তাঁহার নিকট প্রেষণ করেন বা তাঁহার জন্য নির্দিষ্ট করেন এবং এই সংবিধান দ্বারা বা সংবিধান অনুযায়ী অথবা তৎকালে বলবৎ অন্য কোন বিধি দ্বারা বা বিধি অনুযায়ী, যেসকল কৃত্য তাঁহাকে অর্পিত হয় তাহা নির্বাহ করা।

(৩) আপন কর্তব্য সম্পাদনে এটর্নি-জেন্‌রলের ভারতের রাজ্যক্ষেত্রে সকল আদালতে শ্রুত হইবার অধিকার থাকিবে।

(৪) এটর্নি-জেন্‌রল্‌ যাবৎ রাষ্ট্রপতির অভিরুচি তাবৎ পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন এবং রাষ্ট্রপতি যেরূপ নির্ধারিত করিতে পারেন সেরূপ পারিশ্রমিক পাইবেন।

সরকারী কার্য চালনা

ভারত সরকারের কার্য চালনা।

৭৭। (১) ভারত সরকারের সকল নির্বাহিক কার্য রাষ্ট্রপতির নামে কৃত বলিয়া অভিব্যক্ত হইবে।

(২) রাষ্ট্রপতির নামে কৃত ও নিষ্পাদিত আদেশ ও অন্য সংলেখসমূহ রাষ্ট্রপতি কর্তৃক যে নিয়মাবলী প্রণীত হইবে তাহাতে যেরূপ বিনির্দিষ্ট হইতে পারে সেরূপ প্রণালীতে প্রমাণীকৃত হইবে এবং ঐরূপে প্রমাণীকৃত কোন আদেশ বা সংলেখের সিদ্ধতা সম্বন্ধে এই হেতুতে আপত্তি করা যাইবে না যে উহা রাষ্ট্রপতি কর্তৃক কৃত বা নিষ্পাদিত আদেশ বা সংলেখ নহে।

(৩) রাষ্ট্রপতি ভারত সরকারের কার্য অধিকতর সুবিধাজনকভাবে পরিচালনার জন্য এবং উক্ত মন্ত্রিগণের মধ্যে বিভাজনের জন্য নিয়মাবলী প্রণয়ন করিবেন।

(৪) * * * * *

রাষ্ট্রপতিকে তথ্য সরবরাহ ইত্যাদি সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রীর কর্তব্য।

৭৮। প্রধানমন্ত্রীর কর্তব্য হইবে—

(ক) সংঘের কার্যাবলী পরিচালনা সম্বন্ধে মন্ত্রিপরিষদের সকল সিদ্ধান্ত এবং বিধিপ্রণয়নের প্রস্তাবসমূহ রাষ্ট্রপতিকে জ্ঞাপন করা;

(খ) সংঘের কার্যাবলী পরিচালনা ও বিধিপ্রণয়নের প্রস্তাবসমূহ সম্বন্ধে রাষ্ট্রপতি যে তথ্য চাহিতে পারেন তাহা সরবরাহ করা; এবং

(গ) রাষ্ট্রপতি যদি এরূপ অনুজ্ঞা করেন যে বিষয়ে কোন মন্ত্রী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন, অথচ যাহা মন্ত্রিপরিষদ কর্তৃক বিবেচিত হয় নাই তাহা ঐ পরিষদের বিবেচনার জন্য উপস্থাপিত করা।

অধ্যায় ২— সংসদ

সাধারণ

৭৯। সংঘের একটি সংসদ থাকিবে যাহা রাষ্ট্রপতি এবং দুইটি সদন লইয়া গঠিত হইবে যেগুলি যথাক্রমে রাজ্যসভা ও লোকসভা বলিয়া পরিচিত হইবে। সংসদের গঠন।

৮০। (১) [রাজ্যসভা] — রাজ্যসভার রচনা।

(ক) (৩) প্রকরণের বিধানাবলী অনুসারে রাষ্ট্রপতি দ্বারা মনোনীত হইবেন এরূপ বার জন সদস্য; এবং

(খ) রাজ্যসমূহের [ও সংঘশাসিত রাজ্যক্ষেত্রসমূহের] অনধিক দুইশত আটত্রিশ জন প্রতিনিধি

লইয়া গঠিত হইবে।

(২) রাজ্যসভার যে আসনগুলি রাজ্যসমূহের [ও সংঘশাসিত রাজ্যক্ষেত্রসমূহের] প্রতিনিধিগণ দ্বারা পূরণীয় তাহার বিভাজন তৎপক্ষে চতুর্থ তফসিলে অন্তর্ভুক্ত বিধানাবলী অনুসারে হইবে।

(৩) (১) প্রকরণের (ক) উপ-প্রকরণ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি কর্তৃক যে সদস্যগণ মনোনীত হইবেন তাঁহারা হইবেন এরূপ ব্যক্তি যাঁহাদের নিম্নলিখিত বিষয়গুলি যেরূপ, সেরূপ বিষয় সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান অথবা ব্যাবহারিক অভিজ্ঞতা থাকিবে, যথা:—

সাহিত্য, বিজ্ঞান, কলা এবং সমাজসেবা।

(৪) রাজ্যসভায় প্রত্যেক রাজ্যের প্রতিনিধিগণ ঐ রাজ্যের বিধানসভার নির্বাচিত সদস্যগণ কর্তৃক অনুপাতী প্রতিনিধিত্ব পদ্ধতি অনুসারে একক সংক্রমণীয় ভোট দ্বারা নির্বাচিত হইবেন।

(৫) রাজ্যসভায় [সংঘশাসিত রাজ্যক্ষেত্রসমূহের] প্রতিনিধিগণকে সংসদ বিধি দ্বারা যেরূপ বিহিত করিতে পারেন সেরূপ প্রণালীতে চয়ন করিতে হইবে।

লোকসভার রচনা।

[৮১। (১) [৩৩১ অনুচ্ছেদের বিধানাবলীর অধীনে], লোকসভা—

(ক) রাজ্যসমূহের স্থানিক নির্বাচনক্ষেত্রসমূহ হইতে প্রত্যক্ষ নির্বাচন দ্বারা চয়নকৃত অনধিক [পাঁচশত ত্রিশজন সদস্যকে], এবং

(খ) সংঘশাসিত রাজ্যক্ষেত্রসমূহের প্রতিনিধিত্ব করিবার জন্য সংসদ বিধি দ্বারা যেরূপ বিহিত করিতে পারেন সেরূপ প্রণালীতে চয়নকৃত, অনধিক [কুড়ি জন সদস্যকে],

লইয়া গঠিত হইবে।

(২) (১) প্রকরণের (ক) উপ-প্রকরণের প্রয়োজনে,—

(ক) লোকসভায় আসনসংখ্যা প্রত্যেক রাজ্যকে এরূপ প্রণালীতে আবণ্টন করিতে হইবে যাহাতে সেই সংখ্যা এবং ঐ রাজ্যের জনসংখ্যার মধ্যে যে অনুপাত তাহা সকল রাজ্যের পক্ষে, যতদূর কার্যতঃ সম্ভব, একই হয়; এবং

(খ) প্রত্যেক রাজ্যকে এরূপ প্রণালীতে স্থানিক নির্বাচনক্ষেত্রে বিভক্ত করিতে হইবে যাহাতে প্রত্যেক নির্বাচনক্ষেত্রের জনসংখ্যা এবং উহার জন্য আবণ্টিত আসনসংখ্যার মধ্যে যে অনুপাত তাহা, যতদূর কার্যতঃ সম্ভব, সমগ্র রাজ্যে একই হয়:

[তবে এই প্রকরণের (ক) উপ-প্রকরণের বিধানাবলী লোকসভার কোন রাজ্যের জন্য আসন আবণ্টনের উদ্দেশ্যে প্রযোজ্য হইবে না, যে পর্যন্ত না ঐ রাজ্যের জনসংখ্যা ষাট লক্ষের অধিক হয়।]

(৩) এই অনুচ্ছেদে "জনসংখ্যা" কথাটি পূর্ববর্তী সর্বশেষ যে জনগণনার প্রাসঙ্গিক সংখ্যাগুলি প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে নির্ণীত জনসংখ্যা বুঝাইবে :

[তবে এই প্রকরণে, পূর্ববর্তী সর্বশেষ যে জনগণনার প্রাসঙ্গিক সংখ্যাগুলি প্রকাশিত হইয়াছে তাহার উল্লেখ, যে পর্যন্ত না [২০২৬] সালের পরে অনুষ্ঠিত প্রথম জনগণনার প্রাসঙ্গিক সংখ্যাগুলি প্রকাশিত হয় সে পর্যন্ত—

(i) (২) প্রকরণের (ক) উপ-প্রকরণের এবং ঐ প্রকরণের অনুবিধির প্রয়োজনে, ১৯৭১-এর জনগণনার উল্লেখ; এবং

(ii) (২) প্রকরণের (খ) উপ-প্রকরণের প্রয়োজনে, [২০০১]-এর জনগণনার উল্লেখ;

বলিয়া অর্থ করিতে হইবে।]

ভাগ ৫—সংঘ—অনুচ্ছেদ ৮২-৮৪

৮২। প্রত্যেক জনগণনা সমাপ্ত হইলে পর, সংসদ বিধি দ্বারা যেরূপ নির্ধারিত করিতে পারেন সেরূপ প্রাধিকারী কর্তৃক এবং সেরূপ প্রণালীতে লোকসভায় আসনসমূহ রাজ্যসমূহের মধ্যে বিভাজন এবং প্রত্যেক রাজ্যকে স্থানিক নির্বাচনক্ষেত্রসমূহে বিভক্তকরণ পুনরায় সমন্বয়িত হইবে : প্রত্যেক জনগণনার পর পুনঃসমন্বয়ন।

তবে তৎকালে বিদ্যমান সদন ভঙ্গ না হওয়া পর্যন্ত, ঐরূপ পুনঃসমন্বয়ন লোকসভায় প্রতিনিধিত্ব প্রভাবিত করিবে না :

[পরন্তু ঐরূপ পুনঃসমন্বয়ন, রাষ্ট্রপতি আদেশ দ্বারা যে তারিখ বিনির্দিষ্ট করিবেন, সেই তারিখ হইতে কার্যকর হইবে এবং ঐরূপ পুনঃসমন্বয়ন কার্যকর না হওয়া পর্যন্ত, ঐ সদনের কোন নির্বাচন ঐরূপ পুনঃসমন্বয়নের পূর্বে বিদ্যমান স্থানিক নির্বাচনক্ষেত্রসমূহের ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত হইতে পারিবে :

অধিকন্তু [২০২৬] সনের পরে অনুষ্ঠিত প্রথম জনগণনার প্রাসঙ্গিক সংখ্যাগুলি প্রকাশিত না হওয়া পর্যন্ত এই অনুচ্ছেদ অনুযায়ী—

(i) ১৯৭১-এর জনগণনার ভিত্তিতে লোকসভায় আসনসমূহের রাজ্যসমূহের মধ্যে বিভাজন যেরূপে পুনঃসমন্বয়িত হইয়াছিল সেরূপে এবং

(ii) [২০০১] জনগণনার ভিত্তিতে প্রত্যেক রাজ্যকে স্থানিক নির্বাচনক্ষেত্রসমূহে বিভক্তকরণ যেরূপে পুনঃসমন্বয়িত করা যাইতে পারে সেরূপে,

পুনঃসমন্বয়িত করা আবশ্যক হইবে না।]]]

৮৩। (১) রাজ্যসভা ভাঙ্গিয়া দেওয়া যাইবে না, কিন্তু উহার সদস্যগণের যথাসম্ভব নিকটতম এক-তৃতীয়াংশ, প্রতি দ্বিতীয় বৎসর অবসান হইলে যথাসম্ভব শীঘ্র সংসদ কর্তৃক বিধি দ্বারা তৎপক্ষে প্রণীত বিধান অনুসারে অবসর গ্রহণ করিবেন। সংসদের উভয় সদনের স্থিতিকাল।

(২) লোকসভা আরও পূর্বে ভাঙ্গিয়া দেওয়া না হইলে উহার প্রথম অধিবেশনের জন্য নির্দিষ্ট তারিখ হইতে [পাঁচ বৎসর] পর্যন্ত চলিবে, তদধিক নহে, এবং উক্ত [পাঁচ বৎসর] সময়সীমার অবসানের ক্রিয়া এই হইবে যে ঐ সদন ভাঙ্গিয়া যাইবে :

তবে জরুরী অবস্থার উদ্‌ঘোষণা যখন সক্রিয় থাকে তখন উক্ত সময়সীমা এক এক বারে এক বৎসরের অনধিক সময়সীমার জন্য কিন্তু কোন স্থলে ঐ উদ্‌ঘোষণার ক্রিয়া শেষ হইবার পর ছয় মাস সময়সীমা অতিক্রম না করিয়া, সংসদ কর্তৃক বিধি দ্বারা প্রসারিত হইতে পারে।

৮৪। কোন ব্যক্তি সংসদের কোন আসন পূর্ণ করিবার জন্য চয়নকৃত হইবার যোগ্যতাসম্পন্ন হইবেন না, যদি না তিনি— সংসদের সদস্যপদের জন্য যোগ্যতা।

[(ক) ভারতের নাগরিক হন এবং নির্বাচন কমিশন কর্তৃক তৎপক্ষে প্রাধিকৃত কোন ব্যক্তির সমক্ষে তৃতীয় তফসিলে এতদুদ্দেশ্যে প্রদর্শিত প্ররূপে শপথ বা প্রতিজ্ঞা করিয়া উহাতে স্বাক্ষর করেন;]

(খ) রাজ্যসভার কোন আসনের ক্ষেত্রে, অন্যূন ত্রিশ বৎসর বয়স্ক হন এবং লোকসভার কোন আসনের ক্ষেত্রে, অন্যূন পঁচিশ বৎসর বয়স্ক হন; এবং

(গ) সেরূপ অন্য যোগ্যতার অধিকারী হন যাহা সংসদ কর্তৃক প্রণীত কোন বিধি দ্বারা বা অনুযায়ী তৎপক্ষে বিহিত হইতে পারে।

সংসদের সত্র, সত্রাবসান ও ভঙ্গ।

[৮৫। (১) রাষ্ট্রপতি যেরূপ উপযুক্ত মনে করেন সেরূপ সময়ে ও স্থানে মিলিত হইবার জন্য সংসদের প্রত্যেক সদনকে সময় সময় আহ্বান করিবেন, কিন্তু উহার কোন সত্রের সর্বশেষ বৈঠক ও পরবর্তী সত্রের প্রথম বৈঠকের জন্য নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে ছয় মাস ব্যবধান হইবে না।

(২) রাষ্ট্রপতি সময় সময়—

(ক) উভয় সদনের বা যেকোন সদনের সত্রাবসান করিতে পারেন;

(খ) লোকসভা ভাঙ্গিয়া দিতে পারেন।]

সদনসমূহে রাষ্ট্রপতির অভিভাষণ দানের এবং বার্তা প্রেরণের অধিকার।

৮৬। (১) রাষ্ট্রপতি সংসদের যেকোন সদনে অথবা একত্র সমবেত উভয় সদনে অভিভাষণ দিতে পারেন এবং ঐ উদ্দেশ্যে সদস্যগণের উপস্থিতি অনুজ্ঞাত করিতে পারেন।

(২) রাষ্ট্রপতি সংসদের যেকোন সদনে তৎকালে সংসদে বিবেচনাধীন কোন বিধেয়ক সম্পর্কেই হউক বা অন্যথা বার্তা প্রেরণ করিতে পারেন এবং যে সদনের নিকট কোন বার্তা ঐরূপে প্রেরিত হয় সেই সদন যথোপযুক্ত তৎপরতার সহিত ঐ বার্তা অনুযায়ী যে বিষয় বিবেচনা করা আবশ্যক তাহা বিবেচনা করিবেন।

রাষ্ট্রপতি কর্তৃক বিশেষ অভিভাষণ।

৮৭। (১) [লোকসভার প্রত্যেক সাধারণ নির্বাচনের পর প্রথম সত্রের] প্রারম্ভে [এবং প্রত্যেক বৎসরের প্রথম সত্রের প্রারম্ভে] রাষ্ট্রপতি সংসদের একত্রে সমবেত উভয় সদনে অভিভাষণ দিবেন এবং উহার আহ্বানের কারণ সংসদকে জানাইবেন।

(২) যে নিয়মাবলী প্রত্যেক সদনের প্রক্রিয়া প্রনিয়ন্ত্রিত করে তদ্দ্বারা ঐরূপ অভিভাষণে উল্লিখিত বিষয়সমূহের আলোচনার নিমিত্ত সময় আবণ্টনের জন্য *** বিধান করিতে হইবে।

ভাগ ৫—সংঘ—অনুচ্ছেদ ৮৮-৯১

৮৮। প্রত্যেক মন্ত্রীর এবং ভারতের এটর্নি-জেনারেলের সংসদের যেকোন সদনে, সদনদ্বয়ের যেকোন সংযুক্ত বৈঠকে এবং সদস্যরূপে যাহাতে তাঁহার নাম থাকিতে পারে সংসদের এরূপ কোন কমিটিতে বক্তব্য বলিবার এবং উহার কার্যবাহে অন্যথা অংশগ্রহণ করিবার অধিকার থাকিবে কিন্তু এই অনুচ্ছেদের বলে ভোট দিবার অধিকার থাকিবে না।

সদনসমূহ সম্পর্কে মন্ত্রিগণের ও এটর্নি-জেনারেলের অধিকারসমূহ।

সংসদের আধিকারিকগণ

৮৯। (১) ভারতের উপ-রাষ্ট্রপতি পদাধিকারবলে রাজ্যসভার সভাপতি হইবেন।

রাজ্যসভার সভাপতি ও উপ-সভাপতি।

(২) রাজ্যসভা, যথাসম্ভব শীঘ্র ঐ সভার একজন সদস্যকে উহার উপ-সভাপতিরূপে চয়ন করিবেন এবং যতবার উপ-সভাপতির পদ শূন্য হইবে ততবার ঐ সভা অন্য একজন সদস্যকে উহার উপ-সভাপতিরূপে চয়ন করিবেন।

৯০। রাজ্যসভার উপ-সভাপতিপদে অধিষ্ঠিত কোন সদস্য—

উপ-সভাপতির পদ শূন্য করিয়া দেওয়া, পদত্যাগ এবং পদ হইতে অপসারণ।

(ক) স্বীয় পদ শূন্য করিয়া দিবেন, যদি তিনি আর ঐ সভার সদস্য না থাকেন;

(খ) যেকোন সময়ে সভাপতিকে উদ্দেশ করিয়া নিজ স্বাক্ষরিত লিখন দ্বারা স্বীয় পদ ত্যাগ করিতে পারেন; এবং

(গ) ঐ সভার তৎকালীন সকল সদস্যের অধিকাংশ কর্তৃক গৃহীত ঐ সভার একটি সংকল্প দ্বারা তাঁহার পদ হইতে অপসারিত হইতে পারেন :

তবে (গ) প্রকরণের প্রয়োজনে কোন সঙ্কল্প উত্থাপিত করা যাইবে না, যদি না ঐ সঙ্কল্প উত্থাপিত করিবার অভিপ্রায় জানাইয়া অন্ততঃ চৌদ্দ দিনের নোটিস দেওয়া হইয়া থাকে ।

৯১। (১) যখন সভাপতির পদ শূন্য থাকে তখন অথবা যে কালে উপ-রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রপতিরূপে কার্য করিতেছেন বা রাষ্ট্রপতির কৃত্যসমূহ নির্বাহ করিতেছেন সেই কালে ঐ পদের কর্তব্যসমূহ উপ-সভাপতি কর্তৃক অথবা, উপ-সভাপতির পদও শূন্য থাকিলে রাষ্ট্রপতি এতদুদ্দেশ্যে রাজ্যসভার যে সদস্যকে নিযুক্ত করিতে পারেন, তৎকর্তৃক সম্পাদিত হইবে।

উপ-সভাপতির বা অন্য কোন ব্যক্তির সভাপতি পদের কর্তব্যসমূহ সম্পাদন করিবার বা সভাপতিরূপে কার্য করিবার ক্ষমতা।

(২) রাজ্যসভার কোন বৈঠকে সভাপতির অনুপস্থিতিতে উপ-সভাপতি অথবা, তিনিও অনুপস্থিত থাকিলে এরূপ ব্যক্তি যিনি ঐ সভার প্রক্রিয়া সংক্রান্ত নিয়মাবলী দ্বারা নির্ধারিত হইতে পারেন তিনি অথবা সেরূপ কোন ব্যক্তি উপস্থিত না থাকিলে এরূপ অন্য কোন ব্যক্তি যিনি ঐ সভা কর্তৃক নির্ধারিত হইতে পারেন তিনি সভাপতিরূপে কার্য করিবেন।

ভাগ ৫—সংঘ—অনুচ্ছেদ ৯২-৯৫

স্বীয় পদ হইতে অপসারণের জন্য সঙ্কল্প বিবেচনাধীন থাকিবার কালে সভাপতি বা উপ-সভাপতি সভাপতিত্ব করিবেন না।

৯২। (১) রাজ্যসভার কোন বৈঠকে, উপ-রাষ্ট্রপতিকে তাঁহার পদ হইতে অপসারণের জন্য কোন সঙ্কল্প বিবেচনাধীন থাকিবার কালে, সভাপতি, অথবা উপ-সভাপতিকে তাঁহার পদ হইতে অপসারণের জন্য কোন সংকল্প বিবেচনাধীন থাকিবার কালে উপ-সভাপতি, যদিও তিনি উপস্থিত থাকেন, তথাপি সভাপতিত্ব করিবেন না এবং, ক্ষেত্রানুযায়ী, সভাপতি বা উপ-সভাপতি কোন বৈঠকে অনুপস্থিত থাকিলে তৎসম্বন্ধে ৯১ অনুচ্ছেদের (২) প্রকরণের বিধানাবলী যেরূপ প্রযোজ্য হয়, ঐরূপ প্রত্যেক বৈঠক সম্বন্ধেও সেরূপ প্রযোজ্য হইবে।

(২) উপ-রাষ্ট্রপতিকে তাঁহার পদ হইতে অপসারণের জন্য কোন সঙ্কল্প রাজ্যসভায় বিবেচনাধীন থাকিবার কালে ঐ সভায় সভাপতির বক্তব্য বলিবার এবং উহার কার্যবাহে অন্যথা অংশ গ্রহণ করিবার অধিকার থাকিবে, কিন্তু ১০০ অনুচ্ছেদে যাহা কিছু আছে তৎসত্ত্বেও, ঐরূপ সঙ্কল্প সম্পর্কে বা ঐরূপ কার্যবাহ চলিবার কালে অন্য কোন বিষয় সম্পর্কে ভোটদানের অধিকার আদৌ থাকিবে না।

লোকসভার অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ।

৯৩। লোকসভা যথাসম্ভব শীঘ্র ঐ সভার দুই জন সদস্যকে যথাক্রমে উহার অধ্যক্ষরূপে ও উপাধ্যক্ষরূপে চয়ন করিবেন এবং যতবার অধ্যক্ষ বা উপাধ্যক্ষের পদ শূন্য হইবে ততবার ঐ সভা অন্য একজন সদস্যকে, ক্ষেত্রানুযায়ী, অধ্যক্ষ বা উপাধ্যক্ষরূপে চয়ন করিবেন।

অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষের পদ শূন্য করিয়া দেওয়া, পদত্যাগ এবং পদ হইতে অপসারণ।

৯৪। লোকসভার অধ্যক্ষ বা উপাধ্যক্ষ পদে অধিষ্ঠিত কোন সদস্য—

(ক) যদি তিনি আর লোকসভার সদস্য না থাকেন তাহাহইলে স্বীয় পদ শূন্য করিয়া দিবেন;

(খ) যেকোন সময়ে ঐরূপ সদস্য অধ্যক্ষ হইলে উপাধ্যক্ষকে এবং ঐরূপ সদস্য উপাধ্যক্ষ হইলে অধ্যক্ষকে, উদ্দেশ করিয়া নিজ স্বাক্ষরিত লিখন দ্বারা স্বীয় পদ ত্যাগ করিতে পারেন; এবং

(গ) লোকসভার তৎকালীন সকল সদস্যের অধিকাংশ কর্তৃক গৃহীত লোকসভার একটি সঙ্কল্প দ্বারা তাঁহার পদ হইতে অপসারিত হইতে পারেন :

তবে (গ) প্রকরণের প্রয়োজনে কোন সঙ্কল্প উত্থাপিত করা যাইবে না যদি না ঐ সঙ্কল্প উত্থাপিত করিবার অভিপ্রায় জানাইয়া অন্ততঃ চৌদ্দ দিনের নোটিস দেওয়া হইয়া থাকে :

পরন্তু যখনই লোকসভা ভঙ্গ হয়, উহা ভঙ্গ হইবার পর লোকসভার প্রথম অধিবেশনের অব্যবহিত পূর্ব পর্যন্ত অধ্যক্ষ তাঁহার পদ শূন্য করিয়া দিবেন না।

উপাধ্যক্ষের বা অন্য কোন ব্যক্তির অধ্যক্ষ পদের কর্তব্যসমূহ সম্পাদন করিবার অথবা অধ্যক্ষরূপে কার্য করিবার ক্ষমতা।

৯৫। (১) যখন অধ্যক্ষের পদ শূন্য থাকে তখন ঐ পদের কর্তব্যসমূহ উপাধ্যক্ষ কর্তৃক অথবা উপাধ্যক্ষের পদও শূন্য থাকিলে রাষ্ট্রপতি এতদুদ্দেশ্যে লোকসভার যে সদস্যকে নিযুক্ত করিতে পারেন তৎকর্তৃক সম্পাদিত হইবে।

(২) লোকসভার কোন বৈঠকে অধ্যক্ষের অনুপস্থিতিতে উপাধ্যক্ষ অথবা তিনিও অনুপস্থিত থাকিলে এরূপ ব্যক্তি যিনি ঐ সদনের প্রক্রিয়া সংক্রান্ত নিয়মাবলী দ্বারা নির্ধারিত হইতে পারেন তিনি অথবা সেরূপ কোন ব্যক্তি উপস্থিত না থাকিলে এরূপ অন্য কোন ব্যক্তি যিনি ঐ সদন কর্তৃক নির্ধারিত হইতে পারেন তিনি অধ্যক্ষরূপে কার্য করিবেন।

৯৬। (১) লোকসভার কোন বৈঠকে অধ্যক্ষকে তাঁহার পদ হইতে অপসারণের জন্য কোন সংকল্প বিবেচনাধীন থাকিবার কালে অধ্যক্ষ অথবা উপাধ্যক্ষকে তাঁহার পদ হইতে অপসারণের জন্য কোন সংকল্প বিবেচনাধীন থাকিবার কালে উপাধ্যক্ষ যদিও তিনি উপস্থিত থাকেন তথাপি সভাপতিত্ব করিবেন না এবং, ক্ষেত্রানুযায়ী, অধ্যক্ষ বা উপাধ্যক্ষ কোন বৈঠকে অনুপস্থিত থাকিলে তৎসম্বন্ধে ৯৫ অনুচ্ছেদের (২) প্রকরণের বিধানাবলী যেরূপ প্রযোজ্য হয় ঐরূপ প্রত্যেক বৈঠক সম্বন্ধেও সেরূপ প্রযোজ্য হইবে।

স্বীয় পদ হইতে অপসারণের জন্য সংকল্প বিবেচনাধীন থাকিবার কালে অধ্যক্ষ বা উপাধ্যক্ষ সভাপতিত্ব করিবেন না।

(২) অধ্যক্ষকে তাঁহার পদ হইতে অপসারণের জন্য কোন সংকল্প লোকসভায় বিবেচনাধীন থাকিবার কালে ঐ সভায় অধ্যক্ষের বক্তব্য বলিবার এবং উহার কার্যবাহে অন্যথা অংশগ্রহণ করিবার অধিকার থাকিবে এবং ১০০ অনুচ্ছেদে যাহা কিছু আছে তৎসত্ত্বেও ঐরূপ সংকল্প সম্পর্কে বা ঐরূপ কার্যবাহ চলিবার কালে অন্য কোন বিষয় সম্পর্কে কেবল প্রথমতঃ তাঁহার ভোট দিবার অধিকার থাকিবে কিন্তু সমান সমান ভোট হইলে ঐ অধিকার থাকিবে না।

৯৭। সংসদ বিধি দ্বারা যেরূপ বেতন ও ভাতা স্থিরীকৃত করিতে পারেন, রাজ্যসভার সভাপতি ও উপ-সভাপতিকে এবং লোকসভার অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষকে যথাক্রমে সেরূপ বেতন ও ভাতা এবং তৎপক্ষে ঐরূপে বিধান প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত দ্বিতীয় তফসিলে যেরূপ বিনির্দিষ্ট আছে সেরূপ বেতন ও ভাতা প্রদান করিতে হইবে।

সভাপতি ও উপ-সভাপতির এবং অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষের বেতন ও ভাতা।

৯৮। (১) সংসদের প্রত্যেক সদনের পৃথক্ পৃথক্ সাচিবিক কর্মচারিবর্গ থাকিবেন:

সংসদের সচিবালয়।

তবে এই প্রকরণের কোন কিছুই সংসদের উভয় সদনের জন্য অভিন্ন পদসমূহের সৃষ্টিতে অন্তরায় হয় বলিয়া অর্থ করা যাইবে না।

(২) সংসদের যেকোন সদনের সাচিবিক কর্মচারিপদে নিয়োগ ও ঐরূপ পদে নিযুক্ত ব্যক্তিগণের চাকরির শর্তসমূহ সংসদ বিধি দ্বারা প্রনিয়ন্ত্রিত করিতে পারেন।

(৩) সংসদ কর্তৃক (২) প্রকরণ অনুযায়ী বিধান প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত রাষ্ট্রপতি, ক্ষেত্রানুযায়ী, লোকসভার অধ্যক্ষের বা রাজ্যসভার সভাপতির সহিত পরামর্শের পর লোকসভার অথবা রাজ্যসভার সাচিবিক কর্মচারিপদে নিয়োগ ও ঐরূপ পদে নিযুক্ত ব্যক্তিগণের চাকরির শর্তসমূহ প্রনিয়ন্ত্রণের নিয়মাবলী প্রণয়ন করিতে পারেন এবং ঐরূপে প্রণীত কোন নিয়মাবলী উক্ত প্রকরণ অনুযায়ী প্রণীত কোন বিধির বিধানাবলীর অধীনে কার্যকর হইবে।

ভাগ ৫—সংঘ—অনুচ্ছেদ ৯৯-১০১

কার্য চালনা

সদস্যগণ কর্তৃক শপথ বা প্রতিজ্ঞা।

৯৯। সংসদের যে কোন সদনের প্রত্যেক সদস্য আপন আসন গ্রহণের পূর্বে তৃতীয় তফসিলে এতদুদ্দেশ্যে প্রদর্শিত প্ররূপ অনুসারে রাষ্ট্রপতির অথবা তাঁহার দ্বারা তৎপক্ষে নিযুক্ত কোন ব্যক্তির সমক্ষে একটি শপথ বা প্রতিজ্ঞা করিয়া উহাতে স্বাক্ষর করিবেন।

উভয় সদনে ভোটদান, আসন শূন্য থাকা সত্ত্বেও উভয় সদনের কার্য করিবার ক্ষমতা এবং কোরাম।

১০০। (১) এই সংবিধানে অন্যথা যেরূপ বিহিত হইয়াছে সেরূপে ব্যতীত সংসদের কোন সদনের যেকোন বৈঠকে অথবা উভয় সদনের সংযুক্ত বৈঠকে সকল প্রশ্ন অধ্যক্ষ ভিন্ন অথবা যে ব্যক্তি সভাপতি বা অধ্যক্ষরূপে কার্য করিতেছেন তিনি ভিন্ন যে সদস্যগণ উপস্থিত থাকেন ও ভোট দেন তাঁহাদের ভোটাধিক্যে নির্ধারিত হইবে।

সভাপতি বা অধ্যক্ষ অথবা যে ব্যক্তি ঐরূপে কার্য করিতেছেন তিনি প্রথমতঃ ভোট দিবেন না, কিন্তু কোন ক্ষেত্রে ভোট সমান সমান হইলে তাঁহার একটি নির্ণায়ক ভোট থাকিবে এবং তিনি তাহা প্রয়োগ করিবেন।

(২) সংসদের যে কোন সদনের কোন সদস্যপদ শূন্য থাকিলেও ঐ সদনের কার্য করিবার ক্ষমতা থাকিবে এবং পরে যদি আবিষ্কৃত হয় যে ঐরূপ কোন ব্যক্তি আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন বা ভোট দিয়াছিলেন বা অন্যথা কার্যবাহে অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন যাঁহার ঐরূপ করিবার অধিকার ছিল না তৎসত্ত্বেও সংসদের কার্যবাহ সিদ্ধ হইবে।

(৩) সংসদ বিধি দ্বারা অন্যথা বিধান না করা পর্যন্ত সংসদের যেকোন সদনের কোন অধিবেশনের জন্য ঐ সদনের মোট সদস্য সংখ্যার এক-দশমাংশে কোরাম হইবে।

(৪) যদি কোন সদনের কোন অধিবেশন চলিবার কালে কোন সময়ে কোরাম না থাকে, তাহাহইলে সভাপতির বা অধ্যক্ষের অথবা যে ব্যক্তি ঐরূপে কার্য করিতেছেন তাঁহার কর্তব্য হইবে সদন স্থগিত রাখা অথবা কোরাম না হওয়া পর্যন্ত অধিবেশন নিলম্বিত রাখা।

সদস্যগণের নির্যোগ্যতা

আসন শূন্যকরণ।

১০১। (১) কোন ব্যক্তি সংসদের উভয় সদনের সদস্য হইবেন না এবং উভয় সদনের সদস্যরূপে চয়নকৃত হইয়াছেন এরূপ কোন ব্যক্তি কর্তৃক কোন একটি সদনের আসন শূন্যকরণের জন্য সংসদ বিধি দ্বারা বিধান করিবেন।

(২) কোন ব্যক্তি সংসদ ও * * * কোন রাজ্যের বিধানমণ্ডলের কোন সদন এতদুভয়ের সদস্য হইবেন না, এবং যদি কোন ব্যক্তি সংসদ ও [কোন রাজ্যের] বিধানমণ্ডলের কোন সদন এতদুভয়ের সদস্যরূপে চয়নকৃত হন তাহাহইলে রাষ্ট্রপতি

কর্তৃক প্রণীত নিয়মাবলীতে যেরূপ সময়সীমা বিনির্দিষ্ট হইতে পারে তাহার অবসানে সংসদে ঐ ব্যক্তির আসন শূন্য হইয়া যাইবে যদি না তিনি পূর্বেই রাজ্যের বিধানমণ্ডলে তাঁহার আসন ত্যাগ করিয়া থাকেন।

(৩) যদি সংসদের কোন সদনের কোন সদস্য—

(ক) [১০২ অনুচ্ছেদের (১) প্রকরণ বা (২) প্রকরণে] উল্লিখিত কোন নির্যোগ্যতার অধীন হইয়া যান, অথবা

[(খ) ক্ষেত্রানুযায়ী, সভাপতিকে বা অধ্যক্ষকে উদ্দেশ করিয়া নিজ স্বাক্ষরিত লিখন দ্বারা স্বীয় আসন ত্যাগ করেন এবং তাঁহার আসনত্যাগ, ক্ষেত্রানুযায়ী, সভাপতি বা অধ্যক্ষ কর্তৃক গৃহীত হয়,]

তাহাইলে, তাঁহার আসন শূন্য হইয়া যাইবে :

[তবে (খ) উপ-প্রকরণে উল্লিখিত কোন আসনত্যাগের ক্ষেত্রে যদি, ক্ষেত্রানুযায়ী, সভাপতির বা অধ্যক্ষের, প্রাপ্ত তথ্য হইতে বা অন্যথা এবং তিনি যেরূপ উচিত মনে করেন সেরূপ অনুসন্ধান করিবার পর এরূপ প্রতীতি হয় যে, ঐরূপ আসনত্যাগ স্বেচ্ছাকৃত বা যথার্থ নহে, তাহাহইলে তিনি ঐরূপ আসনত্যাগ গ্রহণ করিবেন না।]

(৪) যদি ষাট দিন সময়সীমার জন্য সংসদের কোন সদনের কোন সদস্য ঐ সদনের অনুমতি বিনা উহার সকল অধিবেশনে অনুপস্থিত থাকেন তাহাহইলে ঐ সদন তাঁহার আসন শূন্য বলিয়া ঘোষণা করিতে পারেন :

তবে উক্ত ষাট দিন সময়সীমার গণনায় যে সময়সীমার জন্য সদনের সত্রাবসান চলিতে থাকে বা সদন ক্রমান্বয়ে চার দিনের অধিক কাল স্থগিত থাকে, তাহা ধরা হইবে না।

১০২। (১) কোন ব্যক্তি সংসদের কোন সদনের সদস্যরূপে চয়নকৃত হইবার এবং সদস্য থাকিবার নির্যোগ্য হইবেন— সদস্যপদের জন্য নির্যোগ্যতাসমূহ।

(ক) যদি তিনি ভারত সরকারের বা কোন রাজ্যের সরকারের অধীনে যে পদ পদাধিকারীকে নির্যোগ্য করে না বলিয়া সংসদ কর্তৃক বিধি দ্বারা ঘোষিত, সেই পদ ভিন্ন অন্য কোন লাভের পদে অধিষ্ঠিত থাকেন ;

(খ) যদি তিনি অসুস্থমনা হন এবং ঐরূপ হইয়াছেন বলিয়া কোন ক্ষমতাসম্পন্ন আদালত কর্তৃক ঘোষিত হইয়া থাকেন;

(গ) যদি তিনি অনুন্মুক্ত দেউলিয়া হন;

(ঘ) যদি তিনি ভারতের নাগরিক না হন অথবা স্বেচ্ছায় কোন বিদেশী রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব অর্জন করিয়া থাকেন অথবা কোন বিদেশী রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য বা আসঞ্জন স্বীকার করিয়া থাকেন;

(ঙ) যদি সংসদ কর্তৃক প্রণীত কোন বিধি দ্বারা বা বিধি অনুযায়ী তাঁহাকে ঐরূপে নির্যোগ্য করা হইয়া থাকে ।

[**ব্যাখ্যা**।— এই প্রকরণের প্রয়োজনে], কোন ব্যক্তি সংঘের বা কোন রাজ্যের মন্ত্রী আছেন কেবল এই কারণে ভারত সরকারের অথবা ঐরূপ রাজ্যের সরকারের অধীনে কোন লাভের পদে অধিষ্ঠিত আছেন বলিয়া গণ্য হইবেন না।

[(২) কোন ব্যক্তি সংসদের কোনও সদনের সদস্য হইবার পক্ষে নির্যোগ্য হইবেন যদি তিনি দশম তফসিল অনুযায়ী তদনুরূপ নির্যোগ্য হন।]

সদস্যগণের নির্যোগ্যতা সম্পর্কিত প্রশ্নের মীমাংসা।

[১০৩। (১) যদি এরূপ কোন প্রশ্ন উঠে যে সংসদের কোন সদনের কোন সদস্য ১০২ অনুচ্ছেদের (১) প্রকরণে উল্লিখিত কোন নির্যোগ্যতার অধীন হইয়াছেন কিনা তাহাহইলে ঐ প্রশ্ন রাষ্ট্রপতির মীমাংসার জন্য প্রেরিত হইবে এবং তাঁহার মীমাংসা চূড়ান্ত হইবে।

(২) ঐরূপ কোন প্রশ্নের মীমাংসা করিবার পূর্বে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন কমিশনের অভিমত গ্রহণ করিবেন এবং ঐ অভিমত অনুসারে কার্য করিবেন।]

৯৯ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী শপথ বা প্রতিজ্ঞা করিবার পূর্বে অথবা যোগ্যতাসম্পন্ন না হইলে বা নির্যোগ্য হইলে আসন গ্রহণ ও ভোটদানের জন্য দণ্ড।

১০৪। যদি কোন ব্যক্তি ৯৯ অনুচ্ছেদ মতে যাহা আবশ্যক তাহা পালন করিবার পূর্বে অথবা সংসদের কোন সদনের সদস্যপদের জন্য তিনি যোগ্যতাসম্পন্ন নহেন বা নির্যোগ্য হইয়াছেন অথবা সংসদ কর্তৃক প্রণীত কোন বিধির বিধানাবলীর দ্বারা তিনি আসন গ্রহণ করিতে বা ভোট দিতে প্রতিষিদ্ধ হইয়াছেন জানিয়াও সংসদের কোন সদনের সদস্যরূপে আসন গ্রহণ করেন বা ভোট দেন, তাহাহইলে যতদিন তিনি ঐরূপে আসন গ্রহণ করেন বা ভোট দেন তাহার প্রত্যেক দিনের জন্য পাঁচশত টাকা অর্থ (দণ্ড)-এ দণ্ডনীয় হইবেন, যাহা সঙ্ঘের প্রাপ্য ঋণরূপে আদায় করা হইবে।

সংসদের ও উহার সদস্যগণের ক্ষমতা, বিশেষাধিকার ও অনাক্রম্যতাসমূহ

সংসদের উভয় সদনের এবং উহাদের সদস্যগণের ও কমিটিসমূহের ক্ষমতা, বিশেষাধিকার, ইত্যাদি।

১০৫। (১) এই সংবিধানের বিধানাবলীর অধীনে এবং সংসদের প্রক্রিয়া যে নিয়মাবলী ও স্থায়ী আদেশসমূহ দ্বারা প্রনিয়ন্ত্রিত হয় তদধীনে, সংসদে বাকস্বাধীনতা থাকিবে।

(২) সংসদের কোন সদস্য সংসদে বা উহার কোন কমিটিতে যাহা কিছু বলিয়াছেন বা যে ভোট দিয়াছেন তৎসম্পর্কে কোন আদালতে কোন কার্যবাহের দায়িতাধীন হইবেন না এবং কোন ব্যক্তি সংসদের কোন সদন দ্বারা বা সদনের প্রাধিকারবলে কোন প্রতিবেদন পত্র, ভোট বা কার্যাবলী প্রকাশ সম্পর্কেও এরূপ কোন কার্যবাহের দায়িতাধীন হইবেন না।

(৩) অন্য বিষয়সমূহে, সংসদের প্রত্যেক সদনের এবং প্রত্যেক সদনের সদস্যগণের ও কমিটিসমূহের ক্ষমতা, বিশেষাধিকার ও অনাক্রম্যতাসমূহ সংসদ সময় সময় বিধি দ্বারা যেরূপ নিরূপিত করিতে পারেন সেরূপ হইবে এবং ঐরূপে নিরূপিত না হওয়া

পর্যন্ত, [সংবিধান (চুয়াল্লিশতম সংশোধন) আইন, ১৯৭৮-এর ১৫ ধারা বলবৎ হইবার অব্যবহিত পূর্বে ঐ সদনের এবং উহার সদস্যগণের ও কমিটিসমূহের যেরূপ ক্ষমতা, বিশেষাধিকার ও অনাক্রম্যতাসমূহ ছিল সেরূপ হইবে।]

(৪) (১), (২) ও (৩) প্রকরণের বিধানাবলী সংসদের সদস্যগণের সম্বন্ধে যেরূপ প্রযুক্ত হয়, যেসকল ব্যক্তির এই সংবিধানের বলে সংসদের কোন সদনে বা উহার কোন কমিটিতে বক্তব্য বলিবার এবং অন্যথা উহার কার্যবাহে অংশ গ্রহণ করিবার অধিকার আছে, তাঁহাদের সম্বন্ধে সেরূপ প্রযুক্ত হইবে।

সদস্যগণের বেতন ও ভাতা।

১০৬। সংসদ বিধি দ্বারা সময় সময় যেরূপ নির্ধারিত করিতে পারেন সংসদের প্রতি সদনের সদস্যগণ সেরূপ বেতন ও ভাতা এবং তৎপক্ষে ঐরূপে বিধান প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত, এই সংবিধানের প্রারম্ভের অব্যবহিত পূর্বে ভারত ডোমিনিয়নের সংবিধান সভার সদস্যগণের প্রতি যেরূপ প্রযোজ্য ছিল সেরূপ হারে ও সেরূপ শর্তাধীনে ভাতা পাইবার অধিকারী হইবেন।

বিধানিক প্রক্রিয়া

বিধেয়ক পুরঃস্থাপন ও গ্রহণ সম্পর্কে বিধানাবলী।

১০৭। (১) অর্থ-বিধেয়কসমূহ এবং অন্য বিত্ত-বিধেয়কসমূহ সম্পর্কে ১০৯ ও ১১৭ অনুচ্ছেদের বিধানাবলীর অধীনে কোন বিধেয়ক সংসদের যেকোন সদনে আরম্ভ হইতে পারে।

(২) ১০৮ ও ১০৯ অনুচ্ছেদের বিধানাবলীর অধীনে, কোন বিধেয়ক সংসদের উভয় সদন কর্তৃক গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে না যদি না উহা, বিনা সংশোধনে অথবা উভয় সদন যাহা স্বীকার করিয়া লইয়াছেন কেবল সেইরূপ সংশোধন সহ, উভয় সদন কর্তৃক স্বীকৃত হয়।

(৩) সংসদে বিবেচনাধীন কোন বিধেয়ক উভয় সদনের সত্রাবসানের কারণে ব্যপগত হইবে না।

(৪) রাজ্যসভায় বিবেচনাধীন কোন বিধেয়ক যাহা লোকসভা কর্তৃক গৃহীত হয় নাই তাহা লোকসভা ভঙ্গ হইলে ব্যপগত হইবে না।

(৫) যে বিধেয়ক লোকসভায় বিবেচনাধীন, অথবা লোকসভা কর্তৃক গৃহীত হইবার পর রাজ্যসভায় বিবেচনাধীন, তাহা লোকসভা ভঙ্গ হইলে ১০৮ অনুচ্ছেদের বিধানাবলীর অধীনে ব্যপগত হইবে।

কোন কোন ক্ষেত্রে উভয় সদনের সংযুক্ত বৈঠক।

১০৮। (১) কোন বিধেয়ক এক সদন কর্তৃক গৃহীত এবং অপর সদনে প্রেরিত হইবার পরে, যদি—

(ক) অপর সদন কর্তৃক ঐ বিধেয়ক অগ্রাহ্য হয় ; অথবা

(খ) ঐ বিধেয়কে যে সংশোধন করিতে হইবে তৎসম্পর্কে উভয় সদনের মধ্যে চূড়ান্তভাবে মতানৈক্য ঘটে; অথবা

(গ) অপর সদনে বিধেয়কটি প্রাপ্তির তারিখ হইতে ছয় মাসের অধিককাল তৎকর্তৃক ঐ বিধেয়ক গৃহীত না হইয়া অতিবাহিত হয়,

তাহাহইলে, লোকসভা ভঙ্গের জন্য ঐ বিধেয়ক ব্যপগত না হইয়া থাকিলে, রাষ্ট্রপতি সংসদের উভয় সদনকে, উহাদের বৈঠক চলিতে থাকিলে বার্তা দ্বারা অথবা, উহাদের বৈঠক না চলিতে থাকিলে সরকারী প্রজ্ঞাপন দ্বারা ঐ বিধেয়ক সম্পর্কে পর্যালোচনা ও ভোটদানের উদ্দেশ্যে এক সংযুক্ত বৈঠকে মিলিত হইবার জন্য আহ্বান করিবার অভিপ্রায় প্রজ্ঞাপিত করিতে পারেন :

তবে এই প্রকরণের কোন কিছুই অর্থ-বিধেয়ক সম্পর্কে প্রযুক্ত হইবে না।

(২) যে ছয় মাস সময়সীমা (১) প্রকরণে উল্লিখিত হইয়াছে তাহা গণনায় ঐ প্রকরণের (গ) উপ-প্রকরণে উল্লিখিত সদনের যে সময়সীমার জন্য উহার সত্রাবসান চলিতে থাকে অথবা ক্রমান্বয়ে চার দিনের অধিক উহা স্থগিত থাকে, তাহা ধরা হইবে না।

(৩) যেক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি (১) প্রকরণ অনুযায়ী উভয় সদনকে সংযুক্ত বৈঠকে মিলিত হইবার জন্য আহ্বান করিবার অভিপ্রায় প্রজ্ঞাপিত করিয়াছেন, সেক্ষেত্রে, কোন সদনই ঐ বিধেয়ক সম্পর্কে আর অগ্রসর হইবেন না, কিন্তু রাষ্ট্রপতি তাঁহার প্রজ্ঞাপনের তারিখের পর যেকোন সময় উভয় সদনকে প্রজ্ঞাপনে বিনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে একটি সংযুক্ত বৈঠকে মিলিত হইবার জন্য আহ্বান করিতে পারেন এবং তিনি ঐরূপ করিলে, উভয় সদন তদনুসারে মিলিত হইবেন।

(৪) যদি সদনদ্বয়ের সংযুক্ত বৈঠকে, বিধেয়কটি, সংযুক্ত বৈঠকে কোন সংশোধন স্বীকৃত হইলে সেরূপ সংশোধন সহ উভয় সদনের যেসকল সদস্য উপস্থিত থাকেন ও ভোট দেন তাঁহাদের মোট সংখ্যার অধিকাংশ কর্তৃক গৃহীত হয়, তাহাহইলে এই সংবিধানের প্রয়োজনে উহা উভয় সদন কর্তৃক গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে :

তবে কোন সংযুক্ত বৈঠকে—

(ক) যদি বিধেয়কটি এক সদন কর্তৃক গৃহীত হইবার পর অপর সদন কর্তৃক সংশোধন সহ গৃহীত এবং যে সদনে উহা আরম্ভ হইয়াছিল সেই সদনে প্রত্যর্পিত না হইয়া থাকে, তাহাহইলে বিধেয়কটি গ্রহণে বিলম্ব হওয়ার জন্য কোন সংশোধন প্রয়োজন হইলে সেরূপ সংশোধন ব্যতীত বিধেয়কের অন্য কোন সংশোধন প্রস্তাবিত হইবে না;

(খ) যদি বিধেয়কটি ঐরূপে গৃহীত ও প্রত্যর্পিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে কেবল পূর্বোক্তরূপ সংশোধনসমূহ এবং উভয় সদন যেসকল বিষয়ে স্বীকৃত হন নাই তৎসম্পর্কে প্রাসঙ্গিক হয় এরূপ অন্য সংশোধনসমূহ ঐ বিধেয়ক সম্পর্কে প্রস্তাবিত হইবে;

এবং এই প্রকরণ অনুযায়ী কোন্ সংশোধনসমূহ গ্রাহ্য হইবে তৎসম্পর্কে যে ব্যক্তি সভাপতিত্ব করিবেন তাঁহার মীমাংসা চূড়ান্ত হইবে।

(৫) রাষ্ট্রপতি উভয় সদনকে সংযুক্ত বৈঠকে মিলিত হইবার জন্য আহ্বান করিবার অভিপ্রায় প্রজ্ঞাপিত করিবার পর যদি লোকসভা ভঙ্গ হইয়া থাকে তৎসত্ত্বেও, এই অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সংযুক্ত বৈঠক হইতে পারে এবং উহাতে কোন বিধেয়ক গৃহীত হইতে পারে।

অর্থ-বিধেয়ক সম্পর্কে বিশেষ প্রক্রিয়া।

১০৯। (১) কোন অর্থ-বিধেয়ক রাজ্যসভায় পুরঃস্থাপিত হইবে না।

(২) কোন অর্থ-বিধেয়ক লোকসভা কর্তৃক গৃহীত হইবার পর, উহা রাজ্যসভায় তদীয় সুপারিশের জন্য প্রেরিত হইবে এবং রাজ্যসভা তৎকর্তৃক ঐ বিধেয়ক প্রাপ্তির তারিখ হইতে চৌদ্দ দিন সময়সীমার মধ্যে তদীয় সুপারিশ সহ বিধেয়কটি লোকসভায় প্রত্যর্পণ করিবেন এবং তদনন্তর লোকসভা রাজ্যসভার সকল বা যেকোন সুপারিশ হয় মানিয়া লইতে অথবা অগ্রাহ্য করিতে পারেন।

(৩) যদি লোকসভা রাজ্যসভার সুপারিশসমূহের মধ্যে কোনটি মানিয়া লন, তাহাহইলে, যে সংশোধনসমূহ রাজ্যসভা সুপারিশ করিয়াছেন এবং লোকসভা মানিয়া লইয়াছেন তৎসহ অর্থ-বিধেয়কটি উভয় সদন কর্তৃক গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(৪) যদি লোকসভা রাজ্যসভার সুপারিশসমূহের মধ্যে কোনটিই মানিয়া না লন, তাহাহইলে যে সংশোধনসমূহ রাজ্যসভা সুপারিশ করিয়াছেন তদ্ব্যতিরেকে, অর্থ-বিধেয়কটি যে আকারে লোকসভা কর্তৃক গৃহীত হইয়াছিল সেই আকারে উভয় সদন কর্তৃক গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(৫) যদি লোকসভা কর্তৃক গৃহীত এবং রাজ্যসভায় তদীয় সুপারিশের জন্য প্রেরিত কোন অর্থ-বিধেয়ক উক্ত চৌদ্দ দিন সময়সীমার মধ্যে লোকসভায় প্রত্যর্পিত না হয়, তাহাহইলে উক্ত সময়সীমার অবসানে উহা লোকসভা কর্তৃক যে আকারে গৃহীত হইয়াছিল সেই আকারে উভয় সদন কর্তৃক গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

"অর্থ-বিধেয়ক"-এর সংজ্ঞার্থ।

১১০। (১) এই অধ্যায়ের প্রয়োজনে, কোন বিধেয়ক অর্থ-বিধেয়ক বলিয়া গণ্য হইবে, যদি উহাতে কেবল এরূপ বিধানাবলী থাকে যাহা নিম্নলিখিত বিষয়সমূহের সকল বা যেকোন বিষয়ের সহিত সংসৃষ্ট, যথা :—

(ক) কোন করের আরোপণ, বিলোপন, পরিহার, পরিবর্তন বা প্রনিয়ন্ত্রণ;

(খ) ভারত সরকার কর্তৃক ধার গ্রহণের বা কোন প্রত্যাভূতি প্রদানের প্রনিয়ন্ত্রণ, অথবা, ভারত সরকার যে বিত্তীয় দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন বা করিবেন তৎসম্পর্কে বিধির সংশোধন;

(গ) ভারতের সঞ্চিত নিধি বা আকস্মিকতা নিধির অভিরক্ষা, ঐরূপ কোন নিধিতে অর্থ প্রদান করা বা উহা হইতে অর্থ উঠাইয়া লওয়া;

(ঘ) ভারতের সঞ্চিত নিধি হইতে অর্থ উপযোজন ;

(ঙ) কোন ব্যয় ভারতের সঞ্চিত নিধির উপর প্রভারিত ব্যয় বলিয়া ঘোষণা, অথবা ঐরূপ কোন ব্যয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি;

(চ) ভারতের সঞ্চিত নিধিতে বা ভারতের সরকারী হিসাবখাতে অর্থ-প্রাপ্তি অথবা ঐরূপ অর্থের অভিরক্ষা বা নির্গম অথবা সঙ্ঘের বা কোন রাজ্যের হিসাব নিরীক্ষা; অথবা

(ছ) (ক) হইতে (চ) উপ-প্রকরণে বিনির্দিষ্ট যেকোন বিষয়ের আনুষঙ্গিক কোন বিষয়।

(২) কোন বিধেয়ক, উহা জরিমানা বা অন্য আর্থিক দণ্ড আরোপণের অথবা অনুজ্ঞাপত্র বা প্রদত্ত সেবার জন্য ফীসমূহ দাবি বা প্রদানের বিধান করে কেবল এই কারণে, অথবা কোন স্থানীয় প্রাধিকারী বা সংস্থা কর্তৃক স্থানীয় প্রয়োজনে কোন করের আরোপণ, বিলোপন, পরিহার, পরিবর্তন বা প্রনিয়ন্ত্রণের বিধান করে এই কারণে, অর্থ-বিধেয়ক বলিয়া গণ্য হইবে না।

(৩) যদি কোন প্রশ্ন উঠে যে, কোন বিধেয়ক অর্থ-বিধেয়ক কিনা তৎসম্পর্কে লোকসভার অধ্যক্ষের মীমাংসা চূড়ান্ত হইবে ।

(৪) প্রত্যেক অর্থ-বিধেয়ক ১০৯ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাজ্যসভায় যখন প্রেরিত হয় এবং ১১১ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী উহা রাষ্ট্রপতির নিকট যখন সম্মতির জন্য উপস্থাপিত করা হয়, তখন উহার পৃষ্ঠে লোকসভার অধ্যক্ষ কর্তৃক স্বাক্ষরিত তদীয় এই শংসাপত্র থাকিবে যে উহা একটি অর্থ-বিধেয়ক।

বিধেয়কে সম্মতি। **১১১।** যখন সংসদের উভয় সদন কর্তৃক কোন বিধেয়ক গৃহীত হয় তখন উহা রাষ্ট্রপতির নিকট উপস্থাপিত করিতে হইবে এবং রাষ্ট্রপতি ঘোষণা করিবেন যে তিনি ঐ বিধেয়কে সম্মতি দান করিলেন অথবা তিনি উহাতে সম্মতি দান বন্ধ রাখিলেন :

তবে রাষ্ট্রপতির নিকট সম্মতির জন্য কোন বিধেয়ক উপস্থাপিত করা হইলে তিনি বিধেয়কটি অর্থ-বিধেয়ক না হইলে যথাসম্ভব শীঘ্র উহা উভয় সদনে প্রত্যর্পণ করিয়া তৎসহ একটি বার্তায় এরূপ অনুরোধ করিতে পারেন যে তাঁহারা বিধেয়কটি বা উহার কোন বিনির্দিষ্ট বিধানাবলী পুনর্বিবেচনা করিবেন এবং বিশেষতঃ, তিনি যেরূপ সংশোধন তাঁহার বার্তায় সুপারিশ করিতে পারেন তাহা পুরঃস্থাপিত করিবার বাঞ্ছনীয়তা বিবেচনা করিবেন এবং কোন বিধেয়ক ঐরূপে প্রত্যর্পিত হইলে, উভয় সদন তদনুসারে বিধেয়কটি পুনর্বিবেচনা করিবেন এবং ঐ বিধেয়ক যদি পুনরায় উভয় সদন কর্তৃক সংশোধন সহ বা বিনা সংশোধনে গৃহীত হয় এবং রাষ্ট্রপতির নিকট তাঁহার সম্মতির জন্য উপস্থাপিত করা হয়, তাহাহইলে রাষ্ট্রপতি উহাতে সম্মতি দান বন্ধ রাখিবেন না।

বিত্ত-বিষয়ে প্রক্রিয়া

১১২। (১) রাষ্ট্রপতি সংসদের উভয় সদনের সমক্ষে প্রত্যেক বিত্ত বৎসর সম্পর্কে সেই বৎসরের জন্য ভারত সরকারের প্রাক্কলিত প্রাপ্তি ও ব্যয়ের একটি বিবরণ, যাহা এই ভাগে "বার্ষিক বিত্ত-বিবরণ" বলিয়া উল্লিখিত, স্থাপন করাইবেন। বার্ষিক বিত্ত-বিবরণ।

(২) বার্ষিক বিত্ত-বিবরণে নিবেশিত ব্যয়ের প্রাক্কলনে—

(ক) যেসকল ব্যয় ভারতের সঞ্চিত নিধির উপর প্রভারিত বলিয়া এই সংবিধান দ্বারা বর্ণিত সেই সকল ব্যয় নির্বাহের জন্য আবশ্যক পরিমাণ অর্থসমূহ, এবং

(খ) ভারতের সঞ্চিত নিধি হইতে অন্য যে ব্যয়সমূহ করা হইবে বলিয়া প্রস্তাবিত তাহা নির্বাহের জন্য আবশ্যক পরিমাণ অর্থসমূহ,

পৃথক্ পৃথক্‌ভাবে দেখাইতে হইবে এবং রাজস্বখাতে ব্যয় হইতে অন্য ব্যয় প্রভেদ করিতে হইবে।

(৩) নিম্নলিখিত ব্যয় ভারতের সঞ্চিত নিধির উপর প্রভারিত ব্যয় হইবে :—

(ক) রাষ্ট্রপতির উপলভ্য ও ভাতাসমূহ এবং তাঁহার পদ সম্বন্ধী অন্যান্য ব্যয়;

(খ) রাজ্যসভার সভাপতি ও উপ-সভাপতির এবং লোকসভার অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষের বেতন ও ভাতা;

(গ) সুদ, প্রতিপূরক নিধি প্রভার ও বিমোচন প্রভার সমেত, সেই সকল ঋণ-প্রভার, যাহার জন্য ভারত সরকার দায়ী এবং ধার-সংগ্রহ ও ঋণের ব্যবস্থা ও বিমোচন সম্বন্ধে অন্যান্য ব্যয় ;

(ঘ) (i) সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিগণকে, অথবা তাঁহাদের সম্পর্কে, প্রদেয় বেতন, ভাতা ও পেনশন;

(ii) ফেডারেল কোর্টের বিচারপতিগণকে, অথবা তাঁহাদের সম্পর্কে প্রদেয় বেতন, ভাতা ও পেনশন;

(iii) ভারতের রাজ্যক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত কোন ক্ষেত্র সম্পর্কে ক্ষেত্রাধিকার প্রয়োগ করেন অথবা এই সংবিধানের প্রারম্ভের পূর্বে কোন সময়ে ভারত ডোমিনিয়নের কোন গভর্নরের প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত কোন ক্ষেত্র সম্পর্কে ক্ষেত্রাধিকার প্রয়োগ করিয়াছিলেন, এরূপ কোন হাইকোর্টের বিচারপতিগণকে, অথবা তাঁহাদের সম্পর্কে, প্রদেয় পেনশন;

(ঙ) ভারতের মহা হিসাব-নিয়ামক ও নিরীক্ষককে, অথবা তাঁহার সম্পর্কে, প্রদেয় বেতন, ভাতাসমূহ ও পেনশন;

(চ) কোন আদালত অথবা সালিশী ট্রাইবিউন্যালের রায়, ডিক্রী বা রোয়েদাদ পরিশোধ করিবার জন্য আবশ্যক পরিমাণ অর্থ;

(ছ) এই সংবিধান কর্তৃক বা বিধি দ্বারা সংসদ কর্তৃক, ঐরূপে প্রভারিত বলিয়া ঘোষিত অন্য যেকোন ব্যয় ।

সংসদে প্রাক্কলন সম্পর্কে প্রক্রিয়া।

১১৩। (১) ভারতের সঞ্চিত নিধির উপর প্রভারিত ব্যয়ের সহিত প্রাক্কলনসমূহের যে যে অংশের সম্বন্ধ আছে তৎসমূহ সংসদে ভোটের জন্য উপস্থাপিত হইবে না, কিন্তু এই প্রকরণের কোন কিছুই সংসদের কোন সদনে ঐ সকল প্রাক্কলনের কোনটির আলোচনায় অন্তরায় হয় এরূপ অর্থ করা যাইবে না।

(২) অন্য ব্যয়ের সহিত উক্ত প্রাক্কলনসমূহের যে যে অংশের সম্বন্ধ আছে তৎসমূহ অনুদানের অভিযাচনার আকারে লোকসভায় উপস্থাপিত হইবে এবং কোন অভিযাচনা সম্বন্ধে সম্মতি দিবার বা সম্মতি দিতে অস্বীকার করিবার অথবা কোন অভিযাচনায় বিনির্দিষ্ট অর্থের পরিমাণ হ্রাস করিয়া তাহাতে সম্মতি দিবার ক্ষমতা লোকসভার থাকিবে।

(৩) রাষ্ট্রপতির সুপারিশ ব্যতিরেকে কোন অনুদানের জন্য অভিযাচনা করা যাইবে না ।

উপযোজন বিধেয়কসমূহ।

১১৪। (১) লোকসভা কর্তৃক ১১৩ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী অনুদানসমূহ প্রদত্ত হইবার পর যথাসম্ভব শীঘ্র,—

(ক) লোকসভা কর্তৃক ঐরূপে প্রদত্ত অনুদানসমূহ, এবং

(খ) ভারতের সঞ্চিত নিধির উপর প্রভারিত ব্যয়, কিন্তু যাহা কোন ক্ষেত্রেই পূর্বে সংসদের সমক্ষে স্থাপিত বিবরণে প্রদর্শিত পরিমাণের অধিক হইবে না, তাহা

নির্বাহ করিবার জন্য ভারতের সঞ্চিত নিধি হইতে আবশ্যক সকল অর্থের উপযোজন সম্বন্ধে বিধান করিবার জন্য, একটি বিধেয়ক পুরঃস্থাপিত হইবে।

(২) সংসদের কোনও সদনে ঐরূপ কোন বিধেয়কের এরূপ সংশোধন প্রস্তাবিত হইবে না যাহার ফলে ঐরূপে প্রদত্ত কোন অনুদানের পরিমাণে তারতম্য হয় বা উহার লক্ষ্য পরিবর্তিত হয় অথবা ভারতের সঞ্চিত নিধির উপর প্রভারিত কোন ব্যয়ের পরিমাণে তারতম্য হয় এবং কোন সংশোধন এই প্রকরণ অনুযায়ী অগ্রাহ্য কিনা সে বিষয়ে যে ব্যক্তি সভাপতিত্ব করিবেন তাঁহার মীমাংসা চূড়ান্ত হইবে।

(৩) ১১৫ ও ১১৬ অনুচ্ছেদের বিধানাবলীর অধীনে কোন অর্থ, এই অনুচ্ছেদের বিধানাবলী অনুসারে গৃহীত বিধি দ্বারা কৃত উপযোজনক্রমে ব্যতীত, ভারতের সঞ্চিত নিধি হইতে উঠাইয়া লওয়া যাইবে না।

অনুপূরক, অতিরিক্ত বা অধিক অনুদান।

১১৫। (১) রাষ্ট্রপতি—

(ক) যদি চলতি বিত্ত বৎসরের জন্য কোন বিশেষ সেবার নিমিত্ত ব্যয়িতব্য ১১৪ অনুচ্ছেদের বিধানাবলী অনুসারে প্রণীত কোন বিধি দ্বারা প্রাধিকৃত অর্থপরিমাণ ঐ বৎসরের প্রয়োজনে অপ্রচুর প্রতিপন্ন হয় অথবা যদি চলতি বিত্ত বৎসরে ঐ বৎসরের বার্ষিক বিত্ত-বিবরণে যে সেবা পরিকল্পিত হয় নাই সেরূপ কোন নূতন সেবার জন্য অনুপূরক বা অতিরিক্ত ব্যয়ের প্রয়োজন ঘটে, অথবা

(খ) যদি কোন বিত্ত বৎসরে ঐ বৎসরে কোন সেবার জন্য যে পরিমাণ অর্থ অনুদান করা হইয়াছিল তদপেক্ষা অধিক অর্থ ঐ সেবার জন্য ব্যয়িত হইয়া থাকে,

তাহাহইলে, ক্ষেত্রানুযায়ী, ঐ ব্যয়ের প্রাক্কলিত পরিমাণ দেখাইয়া অন্য একটি বিবরণ সংসদের উভয় সদনের সমক্ষে স্থাপিত করাইবেন অথবা, ঐরূপ আধিক্যের জন্য একটি অভিযাচনা লোকসভায় উপস্থাপিত করাইবেন।

(২) বার্ষিক বিত্ত-বিবরণ এবং তাহাতে উল্লিখিত ব্যয় সম্বন্ধে অথবা কোন অনুদানের অভিযাচনা সম্বন্ধে এবং ঐরূপ ব্যয় বা অনুদান নির্বাহের জন্য ভারতের সঞ্চিত নিধি হইতে অর্থ উপযোজনের প্রাধিকার দিবার জন্য যে বিধি প্রণীত হইবে সেই বিধি সম্বন্ধে ১১২, ১১৩ এবং ১১৪ অনুচ্ছেদের বিধানাবলী যেরূপ কার্যকর হয়, ঐরূপ কোন বিবরণ এবং ব্যয় অথবা অভিযাচনা সম্বন্ধে এবং ঐরূপ ব্যয় নির্বাহের জন্য বা ঐরূপ অভিযাচনা সম্পর্কিত অনুদানের জন্য ভারতের সঞ্চিত নিধি হইতে অর্থের উপযোজন প্রাধিকৃত করিয়া যে বিধি প্রণীত হইবে তৎসম্বন্ধেও ঐ সকল বিধান সেরূপ কার্যকর হইবে।

অন্তর্বর্তী অনুদান, আকলন অনুদান ও ব্যতিক্রমী অনুদান।

১১৬। (১) এই অধ্যায়ে পূর্ববর্তী বিধানাবলীতে যাহা কিছু আছে তৎসত্ত্বেও, লোকসভার ক্ষমতা থাকিবে—

(ক) প্রাক্কলিত ব্যয় সম্পর্কিত অনুদান সম্বন্ধে ১১৩ অনুচ্ছেদে বিহিত ভোট গ্রহণের প্রক্রিয়া সমাপ্ত এবং ঐ ব্যয় সম্বন্ধে ১১৪ অনুচ্ছেদের বিধানাবলী অনুসারে বিধি গৃহীত না হওয়া পর্যন্ত কোন বিত্ত বৎসরের অংশবিশেষের জন্য অগ্রিম ঐরূপ কোন অনুদান করিবার;

(খ) যেক্ষেত্রে সেবার বিপুলতা বা উহার অনিশ্চিত প্রকৃতির জন্য বার্ষিক বিত্ত-বিবরণে সাধারণতঃ যে বিস্তারিত বর্ণনা প্রদত্ত হয় তৎসহ কোন অভিযাচনা বিবৃত করা যায় না, সেক্ষেত্রে, ভারতের সম্পদের উপর সেরূপ অপ্রত্যাশিত অভিযাচনা নির্বাহের জন্য অনুদান করিবার;

(গ) কোন বিত্ত বৎসরের চলিত সেবার অঙ্গীভূত নহে এরূপ কোন ব্যতিক্রমী অনুদান করিবার;

এবং উক্ত অনুদানসমূহ যেসকল উদ্দেশ্যে করা হইয়াছে, তদর্থে ভারতের সঞ্চিত নিধি হইতে অর্থ উঠাইয়া লইবার প্রাধিকার বিধি দ্বারা অর্পণ করিবার ক্ষমতা সংসদের থাকিবে।

(২) বার্ষিক বিত্ত-বিবরণে উল্লিখিত কোন ব্যয় সম্বন্ধে অনুদান করা সম্পর্কে এবং ঐরূপ ব্যয় নির্বাহের জন্য ভারতের সঞ্চিত নিধি হইতে অর্থ উপযোজনের প্রাধিকার দিবার জন্য যে বিধি প্রণীত হইবে তৎসম্পর্কে ১১৩ ও ১১৪ অনুচ্ছেদের বিধানাবলী যেরূপ কার্যকর হয়, (১) প্রকরণ অনুযায়ী কোন অনুদান করা সম্পর্কে এবং ঐ প্রকরণ অনুযায়ী যে বিধি প্রণীত হইবে তৎসম্পর্কে ঐ বিধানাবলী সেরূপ কার্যকর হইবে।

বিত্ত-বিধেয়ক সম্বন্ধে বিশেষ বিধানাবলী।

১১৭। (১) যে বিধেয়ক বা যে সংশোধন ১১০ অনুচ্ছেদের (১) প্রকরণের (ক) হইতে (চ) উপ-প্রকরণে বিনির্দিষ্ট কোন বিষয়ের জন্য বিধান করে, তাহা রাষ্ট্রপতির সুপারিশ ব্যতীত পুরঃস্থাপিত বা উত্থাপিত হইবে না, এবং যে বিধেয়ক ঐরূপ বিধান করে তাহা রাজ্যসভায় পুরঃস্থাপিত হইবে না :

তবে যে সংশোধন কোন কর হ্রাস বা বিলোপন করিবার বিধান করে, তাহা উত্থাপন করিবার জন্য এই প্রকরণ অনুযায়ী কোন সুপারিশ আবশ্যক হইবে না।

(২) কোন বিধেয়ক বা সংশোধন পূর্বোক্ত বিষয়সমূহের কোনটির জন্য বিধান করে বলিয়া গণ্য হইবে না কেবল এই কারণে যে উহা জরিমানা বা অন্য আর্থিক দণ্ড

আরোপণের অথবা অনুজ্ঞাপত্র বা প্রদত্ত সেবার জন্য ফীসমূহ দাবি বা প্রদানের বিধান করে, অথবা এই কারণে যে উহা কোন স্থানীয় প্রাধিকারী বা সংস্থা কর্তৃক স্থানীয় প্রয়োজনে কোন করের আরোপণ, বিলোপন, পরিহার, পরিবর্তন বা প্রনিয়ন্ত্রণের বিধান করে ।

(৩) যে বিধেয়ক বিধিবদ্ধ ও সক্রিয় হইলে ভারতের সঞ্চিত নিধি হইতে ব্যয় ঘটাইবে, তাহা সংসদের কোন সদন কর্তৃক গৃহীত হইবে না যদি না রাষ্ট্রপতি ঐ বিধেয়ক সম্বন্ধে বিবেচনার জন্য সেই সদনের নিকট সুপারিশ করিয়া থাকেন।

প্রক্রিয়া—সাধারণতঃ

১১৮। (১) সংসদের প্রত্যেক সদন উহার প্রক্রিয়া ও কার্যচালনা প্রনিয়ন্ত্রণের জন্য, এই সংবিধানের বিধানাবলীর অধীনে, নিয়মাবলী প্রণয়ন করিতে পারেন। *প্রক্রিয়া সংক্রান্ত নিয়মাবলী।*

(২) (১) প্রকরণ অনুযায়ী নিয়মাবলী প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত, এই সংবিধানের প্রারম্ভের অব্যবহিত পূর্বে ভারত ডোমিনিয়নের বিধানমণ্ডল সম্পর্কে বলবৎ প্রক্রিয়া সংক্রান্ত নিয়মাবলী ও স্থায়ী আদেশসমূহ, ক্ষেত্রানুযায়ী, রাজ্যসভার সভাপতি কর্তৃক বা লোকসভার অধ্যক্ষ কর্তৃক ঐগুলিতে যেরূপ সংপরিবর্তন ও অভিযোজন কৃত হইতে পারে তদধীনে, সংসদ সম্বন্ধে কার্যকর হইবে।

(৩) রাষ্ট্রপতি, রাজ্যসভার সভাপতির ও লোকসভার অধ্যক্ষের সহিত পরামর্শ করিয়া, সদনদ্বয়ের সংযুক্ত বৈঠক ও উভয়ের মধ্যে সমাযোজন সম্পর্কে প্রক্রিয়া সংক্রান্ত নিয়মাবলী প্রণয়ন করিতে পারেন।

(৪) সদনদ্বয়ের সংযুক্ত বৈঠকে লোকসভার অধ্যক্ষ বা তাঁহার অনুপস্থিতিতে, (৩) প্রকরণ অনুযায়ী প্রণীত প্রক্রিয়া সংক্রান্ত নিয়মাবলী দ্বারা যেরূপ ব্যক্তি নির্ধারিত হইতে পারেন তিনি সভাপতিত্ব করিবেন।

১১৯। বিত্তীয় কার্য যথাসময়ে সমাপনের উদ্দেশ্যে, সংসদ, কোন বিত্ত-বিষয় সম্বন্ধে অথবা ভারতের সঞ্চিত নিধি হইতে অর্থ উপযোজনের কোন বিধেয়ক সম্বন্ধে সংসদের প্রত্যেক সদনের প্রক্রিয়া ও কার্যচালনা বিধি দ্বারা প্রনিয়ন্ত্রিত করিতে পারেন, এবং যদি ঐরূপে প্রণীত কোন বিধির কোন বিধান ১১৮ অনুচ্ছেদের (১) প্রকরণ অনুযায়ী সংসদের কোন সদন কর্তৃক প্রণীত কোন নিয়মের অথবা ঐ অনুচ্ছেদের (২) প্রকরণ অনুযায়ী সংসদ সম্পর্কে কার্যকর কোন নিয়মের বা স্থায়ী আদেশের সহিত অসমঞ্জস হয়, তাহাহইলে ঐ বিধান যতদূর পর্যন্ত অসমঞ্জস ততদূর পর্যন্ত প্রবলতর হইবে। *বিত্তীয় কার্য সম্বন্ধে বিধি দ্বারা সংসদে প্রক্রিয়া প্রনিয়ন্ত্রণ।*

১২০। (১) ভাগ ১৭-তে যাহা কিছু আছে তৎসত্ত্বেও কিন্তু ৩৪৮ অনুচ্ছেদের বিধানাবলীর অধীনে, সংসদে হিন্দীতে বা ইংরাজীতে কার্য পরিচালিত হইবে : *সংসদে ব্যবহার্য ভাষা।*

ভাগ ৫—সংঘ—অনুচ্ছেদ ১২০-১২৩

তবে ক্ষেত্রানুযায়ী রাজ্যসভার সভাপতি বা লোকসভার অধ্যক্ষ, অথবা যে ব্যক্তি ঐরূপ সভাপতির বা অধ্যক্ষের কার্য করিতেছেন তিনি যে সদস্য হিন্দীতে বা ইংরাজীতে আপন বক্তব্য পর্যাপ্তভাবে অভিব্যক্ত করিতে পারেন না, তাঁহাকে তাঁহার মাতৃভাষায় সদনে ভাষণ দিবার অনুমতি দিতে পারেন।

(২) সংসদ যদি বিধি দ্বারা অন্যথা বিধান না করেন, তাহাহইলে, এই সংবিধানের প্রারম্ভ হইতে পনর বৎসর সময়সীমা অবসান হইবার পর এই অনুচ্ছেদ এরূপ কার্যকর হইবে যেন উহা হইতে "বা ইংরাজীতে" শব্দসমূহ বাদ দেওয়া হইয়াছে।

সংসদে আলোচনার সঙ্কোচন।

১২১। সুপ্রীম কোর্ট বা কোন হাইকোর্টের কোন বিচারপতি তাঁহার কর্তব্য নির্বাহে যে আচরণ করিয়াছেন তৎসম্পর্কে, অতঃপর ইহাতে যেরূপ বিহিত হইয়াছে সেরূপে ঐ বিচারপতির অপসারণ প্রার্থনা করিয়া রাষ্ট্রপতির নিকট একটি সমাবেদন উপস্থিত করিবার প্রস্তাবক্রমে ব্যতিরেকে, সংসদে কোন আলোচনা চলিবে না।

সংসদের কার্যবাহ সম্পর্কে কোন আদালত অনুসন্ধান করিবেন না।

১২২। (১) প্রক্রিয়াগত কোন অভিকথিত অনিয়মিততার হেতুতে সংসদের কোন কার্যবাহের সিদ্ধতা সম্পর্কে কোন আপত্তি করা যাইবে না।

(২) সংসদের যে আধিকারিক বা সদস্যের উপর এই সংবিধান দ্বারা বা অনুযায়ী সংসদে প্রক্রিয়া বা কার্যচালনা প্রনিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য অথবা শৃঙ্খলা রক্ষা করিবার জন্য ক্ষমতাসমূহ বর্তিত আছে তাঁহার ঐ ক্ষমতাসমূহ প্রয়োগ সম্পর্কে তিনি কোন আদালতের ক্ষেত্রাধিকারের অধীন হইবেন না।

অধ্যায় ৩—রাষ্ট্রপতির বিধানিক ক্ষমতা

সংসদের অবকাশকালে রাষ্ট্রপতির অধ্যাদেশ প্রখ্যাপন করিবার ক্ষমতা।

১২৩। (১) সংসদের উভয় সদন সত্রাসীন থাকাকালে ভিন্ন অন্য কোন সময়ে, রাষ্ট্রপতির যদি প্রতীতি হয় যে এরূপ অবস্থাসমূহ বিদ্যমান যে তাঁহার পক্ষে আশু ব্যবস্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন তাহাহইলে তিনি এরূপ অধ্যাদেশ প্রখ্যাপন করিতে পারেন যাহা ঐ অবস্থাসমূহে আবশ্যক বলিয়া তাঁহার নিকট প্রতীয়মান হয়।

(২) এই অনুচ্ছেদ অনুযায়ী প্রখ্যাপিত কোন অধ্যাদেশের সংসদের কোন আইনের ন্যায়, একই বল ও কার্যকারিতা থাকিবে, কিন্তু ঐরূপ প্রত্যেক অধ্যাদেশ—

(ক) সংসদের উভয় সদনের সমক্ষে স্থাপিত হইবে এবং সংসদের পুনঃসমাবেশ হইতে ছয় সপ্তাহ অবসান হইলে, অথবা যদি ঐ সময়সীমা অবসান হইবার পূর্বে উহা অননুমোদন করিয়া উভয় সদন কর্তৃক সংকল্পসমূহ গৃহীত হয়, তাহাহইলে সংকল্পসমূহের দ্বিতীয়টি গৃহীত হইলে, উহা আর সক্রিয় থাকিবে না; এবং

(খ) যেকোন সময়ে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রত্যাহৃত হইতে পারে।

ব্যাখ্যা।— যেক্ষেত্রে সংসদের সদনসমূহ ভিন্ন ভিন্ন তারিখে পুনরায় সমবেত হইবার জন্য আহূত হন, সেক্ষেত্রে, ঐ তারিখগুলির মধ্যে যেটি পরবর্তী তাহা হইতে এই প্রকরণের প্রয়োজনে ছয় সপ্তাহ সময়সীমা গণনা করিতে হইবে।

(৩) যদি এই অনুচ্ছেদ অনুযায়ী কোন অধ্যাদেশ এরূপ কোন বিধান করে যাহা এই সংবিধান অনুযায়ী সংসদ বিধিবদ্ধ করিতে ক্ষমতাপন্ন নহেন, তাহাহইলে ঐ অধ্যাদেশ যতদূর পর্যন্ত ঐরূপ বিধান করে ততদূর পর্যন্ত বাতিল হইবে।

(৪) * * * * *

অধ্যায় ৪—সংঘের বিচারপতিবর্গ

১২৪। (১) ভারতের একটি সুপ্রীম কোর্ট থাকিবে, যাহা ভারতের প্রধান বিচারপতি এবং সংসদ বিধি দ্বারা অধিকতর সংখ্যা বিহিত না করা পর্যন্ত সাত জনের অনধিক অপর বিচারপতি লইয়া গঠিত হইবে। সুপ্রীম কোর্টের স্থাপন ও গঠন।

(২) রাষ্ট্রপতি, [১২৪ক অনুচ্ছেদ-এ উল্লিখিত জাতীয় বিচারিক নিয়োগ কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে] তাঁহার স্বাক্ষরিত ও মুদ্রাঙ্কিত অধিপত্র দ্বারা সুপ্রীম কোর্টের প্রত্যেক বিচারপতিকে নিযুক্ত করিবেন, যিনি পঁয়ষট্টি বৎসর বয়ঃপ্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন :

* * * * *

তবে—

(ক) কোন বিচারপতি, রাষ্ট্রপতিকে উদ্দেশ করিয়া নিজ স্বাক্ষরিত লিখন দ্বারা স্বীয় পদ ত্যাগ করিতে পারেন;

(খ) কোন বিচারপতি (৪) প্রকরণে বিহিত প্রণালীতে স্বীয় পদ হইতে অপসারিত হইতে পারেন।

[(২ক) সংসদ বিধি দ্বারা যেরূপ বিহিত করিতে পারেন, সেরূপ প্রাধিকারী কর্তৃক ও সেরূপ প্রণালীতে সুপ্রীম কোর্টের কোন বিচারপতির বয়স নির্ধারিত হইবে।]

(৩) কোন ব্যক্তি সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিরূপে নিযুক্ত হইবার যোগ্যতাসম্পন্ন হইবেন না, যদি না তিনি ভারতের নাগরিক হন এবং—

(ক) অন্ততঃ পাঁচ বৎসর কোন হাইকোর্টের বা পর পর দুই বা ততোধিক ঐরূপ কোর্টের বিচারপতি থাকেন; অথবা

(খ) অন্ততঃ দশ বৎসর কোন হাইকোর্টের বা পর পর দুই বা ততোধিক ঐরূপ কোর্টের অ্যাড্‌ভোকেট থাকেন; অথবা

(গ) রাষ্ট্রপতির অভিমতে একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যবহারশাস্ত্রজ্ঞ হন।

ব্যাখ্যা ১।— এই প্রকরণে ''হাইকোর্ট'' বলিতে, ভারতের রাজ্যক্ষেত্রের যেকোন ভাগে ক্ষেত্রাধিকার প্রয়োগ করেন অথবা এই সংবিধানের প্রারম্ভের পূর্বে কোন সময়ে প্রয়োগ করিতেন এরূপ কোন হাইকোর্টকে বুঝাইবে।

ব্যাখ্যা ২।— এই প্রকরণের প্রয়োজনে যে সময়সীমার জন্য কোন ব্যক্তি অ্যাড্‌ভোকেট ছিলেন তাহা গণনায় ঐ ব্যক্তি অ্যাড্‌ভোকেট হইবার পর যে সময়সীমার জন্য জেলা জজের পদ অপেক্ষা নিম্নতর নহে এরূপ কোন বিচারক পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তাহা অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে।

(৪) সুপ্রীম কোর্টের কোন বিচারপতি, প্রমাণিত কদাচার বা অসমর্থতার জন্য তাঁহার অপসারণার্থ সংসদের প্রত্যেক সদন কর্তৃক প্রদত্ত একটি সমাবেদন ঐ সদনের মোট সদস্য-সংখ্যার অধিকাংশ কর্তৃক এবং ঐ সদনের যেসকল সদস্য উপস্থিত থাকেন ও ভোট দেন তাঁহাদের মধ্যে অন্যূন দুই-তৃতীয়াংশের সংখ্যাধিক্যে সমর্থিত হইয়া রাষ্ট্রপতির নিকট একই সত্রে উপস্থাপিত হইবার পরে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ ব্যতীত, তাঁহার পদ হইতে অপসারিত হইবেন না।

(৫) সংসদ, বিধি দ্বারা (৪) প্রকরণ অনুযায়ী সমাবেদন উপস্থিত করিবার এবং কোন বিচারপতির কদাচার বা অসমর্থতা সম্বন্ধে তদন্ত ও প্রমাণ করিবার প্রক্রিয়া প্রনিয়ন্ত্রণ করিতে পারেন।

(৬) সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিরূপে নিযুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তি, আপন পদের কার্যভার গ্রহণের পূর্বে, তৃতীয় তফসিলে এতদর্থে প্রদর্শিত প্ররূপ অনুসারে রাষ্ট্রপতির অথবা তিনি যে ব্যক্তিকে তৎপক্ষে নিযুক্ত করেন তাঁহার সমক্ষে একটি শপথ বা প্রতিজ্ঞা করিয়া উহাতে স্বাক্ষর করিবেন।

(৭) সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন এরূপ কোন ব্যক্তি ভারতের রাজ্যক্ষেত্রের অন্তর্গত কোন আদালতে বা কোন প্রাধিকারীর সমক্ষে ব্যবহারজীবিরূপে ভাষণ প্রদান বা কার্য করিবেন না।

জাতীয় বিচারিক নিয়োগ কমিশন।

[১২৪ক। (১) জাতীয় বিচারিক নিয়োগ কমিশন নামে পরিচিত একটি কমিশন থাকিবে, যাহা নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে লইয়া গঠিত হইবে, যথা :—

(ক) ভারতের প্রধান বিচারপতি, চেয়ারপার্সন, পদাধিকারবলে;

(খ) ভারতের প্রধান বিচারপতির পরবর্তী সুপ্রীম কোর্টের অন্য দুইজন জ্যেষ্ঠ বিচারপতি-সদস্য, পদাধিকারবলে;

(গ) বিধি ও ন্যায় মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় মন্ত্রী-সদস্য, পদাধিকারবলে;

(ঘ) প্রধানমন্ত্রী, ভারতের প্রধান বিচারপতি ও লোকসভায় বিরোধী দলনেতা বা যেক্ষেত্রে ঐরূপ কোন বিরোধী দলনেতা নাই, সেক্ষেত্রে, লোকসভায় একক বৃহত্তম বিরোধী দলের দলনেতাকে লইয়া গঠিত কমিটি কর্তৃক মনোনীত হওয়া দুইজন প্রখ্যাত ব্যক্তি-সদস্য:

তবে ঐ প্রখ্যাত ব্যক্তিগণের মধ্যে একজন ব্যক্তি তফসিলী জাতি, তফসিলী জনজাতি, অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণী, সংখ্যালঘুগণের অন্তর্গত ব্যক্তিগণের মধ্য হইতে অথবা মহিলাগণের মধ্য হইতে মনোনীত হইবেন :

পরন্তু একজন প্রখ্যাত ব্যক্তি তিন বৎসর সময়সীমার জন্য মনোনীত হইবেন এবং পুনর্মনোনয়নের জন্য যোগ্য হইবেন না।

(২) জাতীয় বিচারিক নিয়োগ কমিশনের কোন কার্য বা কার্যবাহ সম্পর্কে কেবল এই কারণে কোন প্রশ্ন উত্থাপিত হইবে না বা সেগুলি অসিদ্ধ হইবে না যে, কমিশনে কোন পদশূন্যতা বিদ্যমান বা উহার গঠনে কোন ত্রুটি রহিয়াছে।

১২৪খ। জাতীয় বিচারিক নিয়োগ কমিশনের কর্তব্য হইবে— কমিশনের কৃত্য।

(ক) ভারতের প্রধান বিচারপতি, সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিগণ হাইকোর্টসমূহের প্রধান বিচারপতি ও হাইকোর্টসমূহের অন্যান্য বিচারপতিরূপে নিয়োগের জন্য ব্যক্তিগণকে সুপারিশ করা;

(খ) এক হাইকোর্ট হইতে অন্য কোন হাইকোর্টে, হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি ও অন্যান্য বিচারপতিগণের বদলি সংক্রান্ত সুপারিশ করা; এবং

(গ) সুপারিশকৃত ব্যক্তির সক্ষমতা ও ন্যায়পরায়ণতা সংক্রান্ত বিষয় সুনিশ্চিত করা।

১২৪গ। সংসদ, বিধি দ্বারা ভারতের প্রধান বিচারপতি ও সুপ্রীম কোর্টের অন্যান্য বিচারপতি এবং হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি ও অন্যান্য বিচারপতিগণের নিয়োগের প্রক্রিয়া প্রনিয়ন্ত্রণ করিতে পারিবেন এবং কমিশনকে, প্রনিয়মাবলীর দ্বারা তাহাদের কৃত্য সম্পাদনের জন্য প্রক্রিয়া, নিয়োগের জন্য ব্যক্তিগণের বাছাই-এর প্রণালী ও তৎকর্তৃক যেরূপ আবশ্যক বিবেচিত হইবে সেরূপ অন্যান্য বিষয় নিবন্ধ করিবার ক্ষমতা, প্রদান করিতে পারিবেন।] সংসদের বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা।

বিচারপতিগণের বেতন, ইত্যাদি।

১২৫। (১) সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিগণকে সংসদ কর্তৃক বিধি দ্বারা যেরূপ নির্ধারিত হইবে সেরূপ বেতন প্রদান করা হইবে এবং তৎপক্ষে বিধান ঐরূপে প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত, দ্বিতীয় তফসিলে যেরূপ বিনির্দিষ্ট আছে সেরূপ বেতন প্রদান করা হইবে।

(২) প্রত্যেক বিচারপতি সংসদ কর্তৃক প্রণীত বিধি দ্বারা বা অনুযায়ী সময় সময় যেরূপ নির্ধারিত হইতে পারে সেরূপ বিশেষাধিকার ও ভাতা এবং অনুমত-উপস্থিতি ও পেনশন সম্পর্কে সেরূপ অধিকার এবং ঐরূপে নির্ধারিত না হওয়া পর্যন্ত দ্বিতীয় তফসিলে যেরূপ বিনির্দিষ্ট আছে সেরূপ বিশেষাধিকার, ভাতা ও অধিকার পাইতে স্বত্ববান হইবেন :

তবে কোন বিচারপতির বিশেষাধিকার বা ভাতা অথবা অনুমত-উপস্থিতি বা পেনশন সম্পর্কিত অধিকার তাঁহার নিয়োগের পর তাঁহার পক্ষে অসুবিধাজনকভাবে পরিবর্তিত হইবে না।

কার্যকারী প্রধান বিচারপতির নিয়োগ।

১২৬। যখন ভারতের প্রধান বিচারপতির পদ শূন্য হয় বা যখন অনুপস্থিতির কারণে বা অন্যথা প্রধান বিচারপতি তাঁহার পদের কর্তব্যসমূহ সম্পাদন করিতে অসমর্থ হন, তখন ঐ আদালতের অপর বিচারপতিগণের মধ্যে এরূপ একজন বিচারপতি কর্তৃক ঐ পদের কর্তব্যসমূহ সম্পাদিত হইবে যাঁহাকে রাষ্ট্রপতি এতদুদ্দেশ্যে নিযুক্ত করিতে পারেন।

তদর্থক (এড্‌হক) বিচারপতিগণের নিয়োগ।

১২৭। (১) যদি কোন সময়ে সুপ্রীম কোর্টের কোন সত্র অনুষ্ঠিত করিবার বা চালাইবার জন্য ঐ কোর্টের বিচারপতিগণকে লইয়া কোরাম না হয় তাহাহইলে [ভারতের প্রধান বিচারপতি কর্তৃক জাতীয় বিচারিক নিয়োগ কমিশনকে কৃত উল্লেখের ভিত্তিতে উহা রাষ্ট্রপতির পূর্ব সম্মতিসহ] এবং সংশ্লিষ্ট হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির সহিত পরামর্শ করিবার পর যেরূপ প্রয়োজন সেরূপ সময়সীমার জন্য সুপ্রীম কোর্টের অধিবেশনে তদর্থক বিচারপতিরূপে উপস্থিত থাকিবার জন্য কোন হাইকোর্টের এরূপ কোন বিচারপতিকে লিখিতভাবে অনুরোধ করিতে পারেন যিনি সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিরূপে নিয়োগের জন্য যথাযথভাবে যোগ্যতাসম্পন্ন এবং ভারতের প্রধান বিচারপতি কর্তৃক নামোদ্দিষ্ট হইবেন।

(২) যে বিচারপতি এরূপ নামোদ্দিষ্ট হইয়াছেন তাঁহার কর্তব্য হইবে তাঁহার আপন পদের জন্য কর্তব্যসমূহের অগ্রে, যে সময়ে এবং যে সময়সীমার জন্য তাঁহার উপস্থিতি প্রয়োজন সেই সময়ে এবং সেই সময়সীমার জন্য সুপ্রীম কোর্টের অধিবেশনে উপস্থিত থাকা এবং যখন তিনি ঐরূপে উপস্থিত থাকেন তখন সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতির সকল ক্ষেত্রাধিকার, ক্ষমতা ও বিশেষাধিকার তাঁহার থাকিবে এবং তিনি সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতির কর্তব্যসমূহ নির্বাহ করিবেন।

১২৮। এই অধ্যায়ে যাহা কিছু আছে তৎসত্ত্বেও [জাতীয় বিচারিক নিয়োগ কমিশন] রাষ্ট্রপতির পূর্ব-সম্মতি সহ যেকোন সময়ে যিনি সুপ্রীম কোর্টের বা ফেডারেল কোর্টের বিচারপতিপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন [বা যিনি কোন হাইকোর্টের বিচারপতিপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিরূপে নিয়োগের জন্য যথাযথভাবে যোগ্যতাসম্পন্ন] এরূপ কোন ব্যক্তিকে সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিরূপে উপবেশন করিতে এবং কার্য করিতে অনুরোধ করিতে পারেন এবং ঐভাবে অনুরুদ্ধ ঐরূপ প্রত্যেক ব্যক্তি ঐ প্রকারে উপবেশন ও কার্য করিবার সময়ে রাষ্ট্রপতি আদেশ দ্বারা যেরূপ নির্ধারিত করিতে পারেন সেরূপ ভাতাসমূহ পাইবার অধিকারী হইবেন এবং ঐ কোর্টের বিচারপতির সকল ক্ষেত্রাধিকার, ক্ষমতা ও বিশেষাধিকার প্রাপ্ত হইবেন কিন্তু তিনি অন্যথা ঐ কোর্টের বিচারপতি বলিয়া গণ্য হইবেন না : সুপ্রীম কোর্টের অধিবেশনে অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতিগণের উপস্থিতি।

তবে এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই পূর্বোক্তরূপে কোন ব্যক্তিকে ঐ কোর্টের বিচারপতিরূপে উপবেশন করিতে বা কার্য করিতে অনুজ্ঞাত করে বলিয়া গণ্য হইবে না যদি না তিনি ঐরূপ করিতে সম্মত হন।

১২৯। সুপ্রীম কোর্ট অভিলেখ আদালত হইবেন এবং স্বীয় অবমাননার জন্য দণ্ডদানের ক্ষমতা সমেত ঐরূপ আদালতের সকল ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবেন। সুপ্রীম কোর্ট অভিলেখ আদালত হইবেন।

১৩০। সুপ্রীম কোর্ট দিল্লীতে অথবা রাষ্ট্রপতির অনুমোদন লইয়া ভারতের প্রধান বিচারপতি সময় সময় অন্য যে স্থান বা স্থানসমূহে নির্দিষ্ট করিতে পারেন তথায় উপবেশন করিবেন। সুপ্রীম কোর্টের অধিষ্ঠান।

১৩১। এই সংবিধানের বিধানাবলীর অধীনে,— সুপ্রীম কোর্টের আদিম ক্ষেত্রাধিকার।

(ক) ভারত সরকার ও এক বা একাধিক রাজ্যের মধ্যে; অথবা

(খ) এক পক্ষে ভারত সরকার ও এক বা একাধিক রাজ্য এবং অপর পক্ষে অন্য এক বা একাধিক রাজ্য, এতদুভয়ের মধ্যে; অথবা

(গ) দুই বা ততোধিক রাজ্যের মধ্যে,

কোন বিবাদের সহিত যদি এরূপ কোন প্রশ্ন (বিধিগতই হউক বা তথ্যগতই হউক) জড়িত থাকে যাহার উপর কোন বৈধ অধিকারের অস্তিত্ব বা প্রসার নির্ভর করে, তাহাহইলে ঐ বিবাদ যতদুর পর্যন্ত ঐরূপে জড়িত ততদুর পর্যন্ত তৎসম্পর্কে অন্য সকল আদালতকে বাদ দিয়া সুপ্রীম কোর্টের আদিম ক্ষেত্রাধিকার থাকিবে :

[তবে উক্ত ক্ষেত্রাধিকার সেই বিবাদ পর্যন্ত প্রসারিত হইবে না যে বিবাদ এরূপ কোন সন্ধি, চুক্তি, অঙ্গীকারপত্র, বচন-বন্ধ, সনদ বা অন্য অনুরূপ সংলেখ হইতে উদ্ভূত যাহা এই সংবিধানের প্রারম্ভের পূর্বে কৃত বা নিষ্পাদিত হইয়া ঐরূপ প্রারম্ভের

পরে সক্রিয় রহিয়াছে অথবা যাহা ব্যবস্থা করে যে উক্ত ক্ষেত্রাধিকার ঐরূপ বিবাদ পর্যন্ত প্রসারিত হইবে না।]

[১৩১ক। কেন্দ্রীয় বিধিসমূহের সাংবিধানিক সিদ্ধতা সংক্রান্ত প্রশ্নাবলী সম্পর্কে সুপ্রীম কোর্টের অনন্য ক্ষেত্রাধিকার।] — সংবিধান (তেতাল্লিশতম সংশোধন) আইন, ১৯৭৭, ৪ ধারা দ্বারা (১৩.৪.১৯৭৮ হইতে কার্যকারিতাসহ) বাদ গিয়াছে।

কোন কোন মমলায় হাইকোর্ট হইতে আপীলে সুপ্রীম কোর্টের আপীলসম্বন্ধী ক্ষেত্রাধিকার।

১৩২। (১) কোন দেওয়ানী বা ফৌজদারী কার্যবাহেই হউক বা অন্য কার্যবাহেই হউক ভারতের রাজ্যক্ষেত্রের কোন হাইকোর্টের রায়, ডিক্রী বা চূড়ান্ত আদেশ হইতে সুপ্রীম কোর্টে আপীল চলিবে, [যদি ঐ হাইকোর্ট ১৩৪ক অনুচ্ছেদ অনুযায়ী শংসিত করেন] যে মামলাটিতে এই সংবিধানের অর্থপ্রকটন সংক্রান্ত কোন সারবান বিধিগত প্রশ্ন জড়িত আছে।

(২) * * * * *

(৩) যেক্ষেত্রে ঐরূপ শংসাপত্র দেওয়া হয়, * * *, সেক্ষেত্রে, ঐ মামলার যেকোন পক্ষ, পূর্বোক্তরূপ কোন প্রশ্ন ভ্রান্তভাবে মীমাংসিত হইয়াছে এই হেতুতে * * * সুপ্রীম কোর্টের নিকট আপীল করিতে পারেন।

ব্যাখ্যা— এই অনুচ্ছেদের প্রয়োজনে "চূড়ান্ত আদেশ" কথাটিতে যে আদেশ এরূপ কোন বিচার্য বিষয়ের মীমাংসা করে যাহা আপীলকারীর অনুকূলে মীমাংসিত হইলে মামলাটির চূড়ান্ত নিষ্পত্তির পক্ষে যথেষ্ট হয় তাহা অন্তর্ভুক্ত হইবে।

দেওয়ানী বিষয়সমূহ সম্পর্কে হাইকোর্ট হইতে আপীলে সুপ্রীমকোর্টের আপীলসম্বন্ধী ক্ষেত্রাধিকার।

১৩৩। [(১) ভারতের রাজ্যক্ষেত্রের কোন হাইকোর্টের দেওয়ানী কার্যবাহে প্রদত্ত কোন রায়, ডিক্রী বা চূড়ান্ত আদেশ হইতে সুপ্রীম কোর্টে আপীল চলিবে, [যদি ঐ হাইকোর্ট ১৩৪ক অনুচ্ছেদ অনুযায়ী শংসিত করেন] যে—

(ক) মামলাটিতে সাধারণ গুরুত্বের কোন সারবান বিধিগত প্রশ্ন জড়িত আছে; এবং

(খ) ঐ হাইকোর্টের অভিমতে, উক্ত প্রশ্নটি সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক মীমাংসিত হওয়া প্রয়োজন।]

(২) ১৩২ অনুচ্ছেদে যাহা কিছু আছে তৎসত্ত্বেও (১) প্রকরণ অনুযায়ী সুপ্রীম কোর্টে যে পক্ষ আপীল করিয়াছেন তিনি ঐরূপ আপীলে অন্যতম হেতু বলিয়া ইহা নির্বন্ধসহকারে উপস্থাপিত করিতে পারেন যে, এই সংবিধানের অর্থপ্রকটন সংক্রান্ত একটি সারবান বিধিগত প্রশ্নের মীমাংসা ভ্রমাত্মক হইয়াছে।

(৩) এই অনুচ্ছেদে যাহা কিছু আছে তৎসত্ত্বেও, কোন হাইকোর্টের একক বিচারপতির রায়, ডিক্রী বা চূড়ান্ত আদেশ হইতে সুপ্রীম কোর্টে আপীল চলিবে না, যদি না সংসদ, বিধি দ্বারা, অন্যথা বিধান করেন।

ফৌজদারী বিষয়সমূহ সম্পর্কে সুপ্রীম কোর্টের আপীলসম্বন্ধী ক্ষেত্রাধিকার।

১৩৪। (১) ভারতের রাজ্যক্ষেত্রের কোন হাইকোর্টের ফৌজদারী কার্যবাহে প্রদত্ত কোন রায়, চূড়ান্ত আদেশ বা দণ্ডাদেশ হইতে সুপ্রীম কোর্টে আপীল চলিবে, যদি ঐ হাইকোর্ট—

(ক) কোন অভিযুক্ত ব্যক্তির মুক্তির আদেশ আপীল উল্টাইয়া দিয়া থাকেন এবং তাঁহাকে মৃত্যুদণ্ডাদেশ দিয়া থাকেন; অথবা

(খ) কোন মামলা স্বীয় প্রাধিকারাধীন কোন আদালত হইতে নিজ সমক্ষে বিচারের জন্য প্রত্যাহার করিয়া লইয়া থাকেন এবং অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ঐরূপ বিচারে দোষী সাব্যস্ত করিয়া তাঁহাকে মৃত্যুদণ্ডাদেশ দিয়া থাকেন; অথবা

[(গ) ১৩৪ক অনুচ্ছেদ অনুযায়ী শংসিত করেন যে মামলাটি সুপ্রীম কোর্টে আপীল করিবার পক্ষে উপযুক্ত :

তবে ১৪৫ অনুচ্ছেদের (১) প্রকরণ অনুযায়ী তৎপক্ষে যেরূপ বিধানাবলী প্রণীত হইতে পারে এবং হাইকোর্ট যেরূপ শর্তাবলী স্থাপিত বা অনুজ্ঞাত করিতে পারেন তদধীনে (গ) উপ-প্রকরণ অনুযায়ী আপীল করা চলিবে।

(২) সংসদ বিধি দ্বারা ভারতের রাজ্যক্ষেত্রের কোন হাইকোর্টের ফৌজদারী কার্যবাহে প্রদত্ত কোন রায়, চূড়ান্ত আদেশ বা দণ্ডাদেশ হইতে ঐরূপ বিধিতে যে শর্তাবলী এবং পরিসীমা বিনির্দিষ্ট হইতে পারে তদধীনে, আপীল গ্রহণের ও শ্রবণের অধিকতর ক্ষমতা সুপ্রীম কোর্টকে অর্পণ করিতে পারেন।

সুপ্রীম কোর্টে আপীলের জন্য শংসাপত্র।

[১৩৪ক। ১৩২ অনুচ্ছেদের (১) প্রকরণে বা ১৩৩ অনুচ্ছেদের (১) প্রকরণে বা ১৩৪ অনুচ্ছেদের (১) প্রকরণে উল্লিখিত কোন রায়, ডিক্রী, চূড়ান্ত আদেশ বা দণ্ডাদেশ দেন বা করেন এরূপ প্রত্যেক হাইকোর্ট ঐ মামলা সম্পর্কে, ক্ষেত্রানুযায়ী, ১৩২ অনুচ্ছেদের (১) প্রকরণে বা ১৩৩ অনুচ্ছেদের (১) প্রকরণে বা ১৩৪ অনুচ্ছেদের (১) প্রকরণে (গ) উপ-প্রকরণে উল্লিখিত প্রকারের কোন শংসাপত্র প্রদান করিতে পারা যায় কিনা সেই প্রশ্নটি, ঐরূপ রায়, ডিক্রী, চূড়ান্ত আদেশ বা দণ্ডাদেশ দিবার বা করিবার পর যথাসম্ভব শীঘ্র,—

(ক) যদি মীমাংসা করা উপযুক্ত মনে করেন তাহাহইলে স্বপ্রণোদনায় মীমাংসা করিতে পারিবেন; এবং

(খ) যদি ঐরূপ রায়, ডিক্রী, চূড়ান্ত আদেশ বা দণ্ডাদেশ দিবার বা করিবার অব্যবহিত পর ক্ষুব্ধ পক্ষের দ্বারা বা তরফে কোন মৌখিক আবেদন করা হয়, তাহাহইলে মীমাংসা করিবেন।]

ভাগ ৫—সংঘ—অনুচ্ছেদ ১৩৫-১৩৯ক

বিদ্যমান বিধি অনুযায়ী ফেডারেল কোর্টের ক্ষেত্রাধিকার ও ক্ষমতাসমূহ সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক প্রয়োগযোগ্য হইবে।

১৩৫। সংসদ বিধি দ্বারা অন্যথা বিধান না করা পর্যন্ত, ১৩৩ অনুচ্ছেদের বা ১৩৪ অনুচ্ছেদের বিধানাবলী যাহাতে প্রযোজ্য নহে এরূপ কোন বিষয় সম্পর্কেও সুপ্রীম কোর্টের ক্ষেত্রাধিকার ও ক্ষমতাসমূহ থাকিবে, যদি এই সংবিধানের প্রারম্ভের অব্যবহিত পূর্বে ঐ বিষয় সম্বন্ধে ফেডারেল কোর্ট কর্তৃক ক্ষেত্রাধিকার ও ক্ষমতাসমূহ কোন বিদ্যমান বিধি অনুযায়ী প্রয়োগযোগ্য হইতে পারিত।

আপীল করিবার জন্য সুপ্রীম কোর্টের বিশেষ অনুমতি।

১৩৬। (১) এই অধ্যায়ে যাহা কিছু আছে তৎসত্ত্বেও, সুপ্রীম কোর্ট স্ববিবেচনায়, কোন বাদে বা বিষয়ে ভারতের রাজ্যক্ষেত্রের কোন আদালত বা ট্রাইবিউন্যাল কর্তৃক প্রদত্ত বা কৃত কোন রায়, ডিক্রী, নির্ধারণ, দণ্ডাদেশ বা আদেশ হইতে আপীল করিবার বিশেষ অনুমতি প্রদান করিতে পারেন।

(২) সশস্ত্র বাহিনী সম্বন্ধী কোন বিধি দ্বারা বা বিধি অনুযায়ী গঠিত কোন আদালত বা ট্রাইবিউন্যাল কর্তৃক প্রদত্ত বা কৃত কোন রায়, নির্ধারণ, দণ্ডাদেশ বা আদেশের প্রতি (১) প্রকরণের কোন কিছুই প্রযুক্ত হইবে না।

সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক রায় বা আদেশের পুনর্বিলোকন।

১৩৭। সংসদ কর্তৃক প্রণীত কোন বিধির অথবা ১৪৫ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী প্রণীত কোন নিয়মাবলীর বিধানসমূহের অধীনে, সুপ্রীম কোর্টের তৎকর্তৃক প্রদত্ত কোন রায় বা তৎকৃত কোন আদেশ পুনর্বিলোকন করিবার ক্ষমতা থাকিবে।

সুপ্রীম কোর্টের ক্ষেত্রাধিকার সম্প্রসারণ।

১৩৮। (১) সংঘসূচীভুক্ত বিষয়সমূহের যেকোনটি সম্পর্কে, সুপ্রীম কোর্টের সেরূপ অধিকতর ক্ষেত্রাধিকার ও ক্ষমতাসমূহ থাকিবে যাহা সংসদ বিধি দ্বারা অর্পণ করিতে পারেন।

(২) যেকোন বিষয় সম্পর্কে সুপ্রীম কোর্টের সেরূপ অধিকতর ক্ষেত্রাধিকার ও ক্ষমতাসমূহ থাকিবে যাহা ভারত সরকার এবং কোন রাজ্যের সরকার, বিশেষ চুক্তি দ্বারা, অর্পণ করিতে পারেন, যদি সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক ঐরূপ ক্ষেত্রাধিকার ও ক্ষমতাসমূহ প্রয়োগের জন্য সংসদ, বিধি দ্বারা বিধান করেন।

সুপ্রীম কোর্টকে কোন কোন আজ্ঞালেখ প্রচার করিবার ক্ষমতা অর্পণ।

১৩৯। ৩২ অনুচ্ছেদের (২) প্রকরণে উল্লিখিত উদ্দেশ্যসমূহ ভিন্ন অন্য যেকোন উদ্দেশ্যে নির্দেশ, আদেশ অথবা বন্দিপ্রত্যক্ষীকরণ (হেবিয়াস করপাস), পরমাদেশ (*ম্যানডেমাস*), প্রতিষেধ (*প্রহিবিশন*), অধিকার-পৃচ্ছা (*কুও ওয়ারান্টো*) ও উৎপ্রেষণ (সারটিওরারি) প্রকৃতির আজ্ঞালেখ সমেত আজ্ঞালেখ, অথবা এতন্মধ্যে যেকোনটি, প্রচার করিবার ক্ষমতা সংসদ বিধি দ্বারা, সুপ্রীম কোর্টকে অর্পণ করিতে পারেন।

কোন কোন মামলার স্থানান্তরণ।

[১৩৯ক। [(১) যেক্ষেত্রে একই বা বস্তুতঃ একই বিধিগত প্রশ্ন সংশ্লিষ্ট মামলাসমূহ সুপ্রীম কোর্ট ও এক বা একাধিক হাইকোর্টের সমক্ষে অথবা দুই বা ততোধিক হাইকোর্টের সমক্ষে বিচারাধীন থাকে এবং স্বপ্রণোদনায় অথবা ভারতের এটর্নি-জেনরল্ কর্তৃক বা ঐরূপ যেকোন মামলার কোন পক্ষ কর্তৃক কৃত আবেদনক্রমে, সুপ্রীম কোর্টের প্রতীতি

হয় যে ঐসকল প্রশ্ন সাধারণ গুরুত্বের সারবান প্রশ্ন, সেক্ষেত্রে, সুপ্রীম কোর্ট হাইকোর্টের বা হাইকোর্টসমূহের সমক্ষে বিচারাধীন ঐ মামলা বা মামলাসমূহ প্রত্যাহার করিয়া লইয়া স্বয়ং নিষ্পত্তি করিতে পারিবেন :

তবে সুপ্রীম কোর্ট উক্ত বিধিগত প্রশ্নসমূহ মীমাংসা করিবার পর, যে হাইকোর্ট হইতে ঐ মামলা প্রত্যাহৃত হইয়াছিল সেই হাইকোর্টে ঐরূপে প্রত্যাহৃত কোন মামলা ঐরূপ প্রশ্ন সম্পর্কে আপন রায়ের একটি প্রতিলিপিসহ প্রত্যর্পণ করিতে পারিবেন এবং ঐ হাইকোর্ট, উহা প্রাপ্তির পর ঐ রায় অনুসরণ করিয়া মামলাটি নিষ্পত্তি করিতে প্রবৃত্ত হইবেন।]

(২) সুপ্রীম কোর্ট কোন হাইকোর্টের সমক্ষে বিচারাধীন কোন মামলা আপীল বা অন্যান্য কার্যবাহ ন্যায়বিচারের উদ্দেশ্যে অপর কোন হাইকোর্টে স্থানান্তরিত করা সঙ্গত গণ্য করিলে ঐরূপ করিতে পারিবেন।]

সুপ্রীম কোর্টের সহায়ক ক্ষমতাসমূহ।

১৪০। এই সংবিধান দ্বারা বা সংবিধান অনুযায়ী সুপ্রীম কোর্টকে অর্পিত ক্ষেত্রাধিকার যাহাতে ঐ কোর্ট অধিকতর কার্যকরভাবে প্রয়োগ করিতে সমর্থ হন তদুদ্দেশ্যে এই সংবিধানের বিধানাবলীর কোনটির সহিত অসমঞ্জস নহে এরূপ যেসকল অনুপূরক ক্ষমতা প্রয়োজনীয় বা বাঞ্ছনীয় বলিয়া প্রতীয়মান হয় তাহা সংসদ সুপ্রীম কোর্টকে অর্পণ করিবার জন্য বিধি দ্বারা বিধান করিতে পারেন।

সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক ঘোষিত বিধি সকল আদালতের পক্ষে বাধ্যতামূলক হইবে।

১৪১। সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক ঘোষিত বিধি ভারতের রাজ্যক্ষেত্রের অভ্যন্তরস্থ সকল আদালতের পক্ষে বাধ্যতামূলক হইবে।

সুপ্রীম কোর্টের ডিক্রী ও আদেশসমূহ বলবৎকরণ ও প্রকটন, ইত্যাদি সম্পর্কে আদেশসমূহ।

১৪২। (১) সুপ্রীম কোর্ট স্বীয় ক্ষেত্রাধিকার প্রয়োগে তৎসমক্ষে বিচারাধীন যেকোন বাদে বা বিষয়ে পূর্ণ ন্যায়বিচার করিবার জন্য যেরূপ প্রয়োজন সেরূপ ডিক্রী দিতে বা সেরূপ আদেশ করিতে পারেন, এবং ঐরূপে দত্ত কোন ডিক্রী বা ঐরূপে কৃত কোন আদেশ সংসদ কর্তৃক প্রণীত কোন বিধি দ্বারা বা বিধি অনুযায়ী যেরূপ বিহিত হইতে পারে সেরূপ প্রণালীতে এবং তৎপক্ষে ঐরূপে বিধান প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত, রাষ্ট্রপতি আদেশ দ্বারা যেরূপ বিহিত করিতে পারেন সেরূপ প্রণালীতে ভারতের রাজ্যক্ষেত্রের সর্বত্র বলবৎকরণযোগ্য হইবে।

(২) সংসদ কর্তৃক এতৎপক্ষে প্রণীত যেকোন বিধির বিধানাবলীর অধীনে কোন ব্যক্তির উপস্থিতি অথবা কোন লেখ্যের প্রকটন বা উপস্থাপন অথবা স্বীয় অবমাননা সম্পর্কে তদন্ত বা দণ্ডবিধান সুনিশ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে যেকোন আদেশ প্রদান করিবার সকল ও প্রত্যেক ক্ষমতা, ভারতের সমগ্র রাজ্যক্ষেত্র সম্পর্কে সুপ্রীম কোর্টের থাকিবে।

সুপ্রীম কোর্টের সহিত রাষ্ট্রপতির পরামর্শ করিবার ক্ষমতা।

১৪৩। (১) যদি কোন সময়ে রাষ্ট্রপতির নিকট ইহা প্রতীয়মান হয় যে, কোন বিধিগত বা তথ্যগত প্রশ্ন উঠিয়াছে বা উঠিবার সম্ভাবনা আছে যাহার প্রকৃতি এবং সার্বজনিক গুরুত্ব এরূপ যে ঐ বিষয়ে সুপ্রীম কোর্টের অভিমত লওয়া সঙ্গত,

তাহাহইলে, তিনি ঐ প্রশ্ন ঐ কোর্টের বিবেচনার্থ প্রেষণ করিতে পারেন এবং ঐ কোর্ট, যেরূপ উপযুক্ত মনে করেন সেরূপ শুনানীর পরে তৎসম্পর্কে স্বীয় অভিমত রাষ্ট্রপতির নিকট প্রতিবেদন করিতে পারেন।

(২) ১৩১ অনুচ্ছেদের অনুবিধিতে * * * যাহা কিছু আছে তৎসত্ত্বেও, রাষ্ট্রপতি [উক্ত অনুবিধিতে] যে প্রকারের বিবাদ উল্লিখিত আছে সেই প্রকারের কোন বিবাদ সুপ্রীম কোর্টের নিকট অভিমতের জন্য প্রেষণ করিতে পারেন এবং সুপ্রীম কোর্ট, যেরূপ উপযুক্ত মনে করেন সেরূপ শুনানীর পরে তৎসম্পর্কে স্বীয় অভিমত রাষ্ট্রপতির নিকট প্রতিবেদন করিবেন।

অসামরিক ও বিচারিক প্রাধিকারিগণ সুপ্রীম কোর্টের সাহায্যকল্পে কার্য করিবেন।

১৪৪। ভারতের রাজ্যক্ষেত্রে সকল অসামরিক এবং বিচারিক প্রাধিকারিগণ সুপ্রীম কোর্টের সাহায্যকল্পে কার্য করিবেন।

১৪৪ক। [বিধিসমূহের সাংবিধানিক সিদ্ধতা সম্পর্কিত প্রশ্নাবলীর নিষ্পত্তি বিষয়ে বিশেষ বিধান।] — সংবিধান (তেতাল্লিশতম সংশোধন) আইন, ১৯৭৭, ৫ ধারা দ্বারা (১৩.৪.১৯৭৮ হইতে কার্যকারিতাসহ) বাদ গিয়াছে।

কোর্টের নিয়মাবলী, ইত্যাদি।

১৪৫। (১) সংসদ কর্তৃক প্রণীত কোন বিধির বিধানাবলীর অধীনে সুপ্রীম কোর্ট সময় সময়, রাষ্ট্রপতির অনুমোদন লইয়া, ঐ কোর্টের কার্যপদ্ধতি ও প্রক্রিয়া সাধারণভাবে প্রনিয়ন্ত্রণের জন্য নিয়মাবলী প্রণয়ন করিতে পারেন, যাহাতে অন্তর্ভুক্ত হইবে—

(ক) ঐ কোর্টে ব্যবহারজীবীর কার্য করেন এরূপ ব্যক্তি সম্পর্কে নিয়মাবলী;

(খ) আপীলের শুনানীর প্রক্রিয়া এবং ঐ কোর্টে কোন্ সময়সীমার মধ্যে আপীল দাখিল করিতে হইবে তাহা সমেত, আপীল সংক্রান্ত অন্য বিষয়সমূহ সম্পর্কে নিয়মাবলী;

(গ) ভাগ ৩ দ্বারা অর্পিত অধিকারসমূহের যেকোনটি বলবৎকরণের জন্য ঐ কোর্টে কার্যবাহসমূহ সম্পর্কে নিয়মাবলী;

[(গগ) [১৩৯ক অনুচ্ছেদ অনুযায়ী কোর্টের কার্যবাহ সম্পর্কে নিয়মাবলী;]

(ঘ) ১৩৪ অনুচ্ছেদের (১) প্রকরণের (গ) উপ-প্রকরণ অনুযায়ী আপীল গ্রহণ সম্পর্কে নিয়মাবলী;

(ঙ) যে শর্তাবলীর অধীনে ঐ কোর্ট কর্তৃক প্রদত্ত কোন রায় বা কৃত কোন আদেশ পুনর্বিলোকিত হইতে পারে তৎসম্পর্কে এবং ঐরূপ পুনর্বিলোকনের জন্য ঐ কোর্টের নিকট আবেদন কোন্ সময়সীমার মধ্যে দাখিল করিতে হইবে তাহা সমেত, ঐরূপ পুনর্বিলোকনের প্রক্রিয়া সম্পর্কে নিয়মাবলী;

(চ) ঐ কোর্টে কোন কার্যবাহের খরচ ও উহার আনুষঙ্গিক খরচ সম্পর্কে এবং ঐ কোর্টে কার্যবাহ সম্পর্কে যে ফীসমূহ আদায় করিতে হইবে তৎসম্পর্কে নিয়মাবলী;

(ছ) জামিন মঞ্জুর করা সম্পর্কে নিয়মাবলী;

(জ) কার্যবাহ স্থগিত রাখা সম্পর্কে নিয়মাবলী;

(ঝ) যে আপীল তুচ্ছ বা বিরক্তিকর, অথবা বিলম্ব ঘটাইবার উদ্দেশ্যে আনীত বলিয়া ঐ কোর্টের নিকট প্রতীয়মান হয় তাহার সরাসরি নির্ধারণের জন্য বিধান করিবার নিয়মাবলী;

(ঞ) ৩১৭ অনুচ্ছেদের (১) প্রকরণে উল্লিখিত অনুসন্ধানের প্রক্রিয়া সম্পর্কে নিয়মাবলী।

(২) [* * * (৩) প্রকরণের বিধানাবলী সাপেক্ষে, এই অনুচ্ছেদ অনুযায়ী প্রণীত নিয়মাবলী, যেকোন প্রয়োজনে যে বিচারপতিগণ উপবেশন করিবেন তাঁহাদের ন্যূনতম সংখ্যা কত হইবে, তাহা স্থির করিতে পারে এবং একক বিচারপতিগণের বা একাধিক বিচারপতি লইয়া গঠিত আদালতসমূহের ক্ষমতাসমূহ সম্পর্কে বিধান করিতে পারে।

(৩) এই সংবিধানের অর্থপ্রকটন সম্পর্কিত কোন সারবান বিধিগত প্রশ্ন যাহাতে জড়িত আছে এরূপ কোন মামলা মীমাংসা করিবার জন্য অথবা ১৪৩ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী কোন প্রেষণের শুনানীর জন্য যে বিচারপতিগণকে উপবেশন করিতে হইবে তাঁহাদের [* * * ন্যূনতম সংখ্যা] হইবে পাঁচ :

তবে যেক্ষেত্রে ১৩২ অনুচ্ছেদ ভিন্ন এই অধ্যায়ের অন্য কোন বিধান অনুযায়ী কোন আপীলের শুনানী এরূপ কোন আদালতে হয় যাহা পাঁচ অপেক্ষা ন্যূনতর সংখ্যক বিচারপতিগণকে লইয়া গঠিত এবং ঐ আপীলের শুনানী চলিতে থাকিবার কালে ঐ আদালতের প্রতীতি হয় যে ঐ আপীলের সহিত এই সংবিধানের অর্থপ্রকটন সম্পর্কিত এরূপ একটি সারবান বিধিগত প্রশ্ন জড়িত আছে যাহার নির্ধারণ ঐ আপীলের নিষ্পত্তির জন্য প্রয়োজন, সেক্ষেত্রে, ঐ আদালত ঐরূপ প্রশ্নঘটিত কোন মামলার নিষ্পত্তির জন্য এই প্রকরণমতে যেরূপ আদালত গঠিত হওয়া প্রয়োজন সেরূপ একটি আদালতের নিকট ঐ প্রশ্ন অভিমতের জন্য প্রেষণ করিবেন এবং ঐ অভিমত প্রাপ্তির পর তদনুসারে ঐ আপীলের নিষ্পত্তি করিবেন।

(৪) প্রকাশ্য আদালত ভিন্ন সুপ্রীম কোর্টের কোন রায় প্রদত্ত হইবে না এবং যে অভিমত প্রকাশ্য আদালতেই প্রদত্ত হইয়াছে সেই অভিমত অনুসারে ভিন্ন ১৪৩ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী কোন প্রতিবেদন করা যাইবে না।

(৫) মামলার শুনানীতে উপস্থিত বিচারপতিগণের অধিকাংশের ঐকমত্যে ভিন্ন সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক কোন রায় বা ঐরূপ কোন অভিমত প্রদত্ত হইবে না, কিন্তু একমত

নহেন এরূপ কোন বিচারপতির পক্ষে অসম্মতিসূচক রায় বা অভিমত প্রদানে এই প্রকরণের কিছুই অন্তরায় হয় বলিয়া গণ্য হইবে না।

সুপ্রীম কোর্টের আধিকারিক ও কর্মচারী এবং ব্যয়।

১৪৬। (১) সুপ্রীম কোর্টের আধিকারিকগণ ও কর্মচারিগণ ভারতের প্রধান বিচারপতি কর্তৃক অথবা তিনি ঐ কোর্টের অন্য যে বিচারপতি বা আধিকারিককে নির্দেশ করিতে পারেন তৎকর্তৃক নিযুক্ত হইবেন :

তবে রাষ্ট্রপতি নিয়ম দ্বারা অনুজ্ঞা করিতে পারেন যে ঐ নিয়মে যেরূপ স্থলসমূহ বিনির্দিষ্ট হইতে পারে সেরূপ স্থলসমূহে, পূর্ব হইতে ঐ কোর্টের সহিত সংশ্লিষ্ট নহেন এরূপ কোন ব্যক্তি সংঘ সরকারী কৃত্যক কমিশনের সহিত পরামর্শের পরে ভিন্ন ঐ কোর্ট সম্পর্কিত কোন পদে নিযুক্ত হইবেন না।

(২) সংসদ কর্তৃক প্রণীত যেকোন বিধির বিধানাবলীর অধীনে, সুপ্রীম কোর্টের আধিকারিকগণ ও কর্মচারিগণের চাকরির শর্তসমূহ ভারতের প্রধান বিচারপতি কর্তৃক অথবা তৎকর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে নিয়ম প্রণয়নে প্রাধিকৃত ঐ কোর্টের অপর কোন বিচারপতি বা আধিকারিক কর্তৃক, প্রণীত নিয়মাবলী দ্বারা যেরূপ বিহিত হইতে পারে সেরূপ হইবে :

তবে এই প্রকরণ অনুযায়ী প্রণীত নিয়মাবলীর জন্য যতদূর পর্যন্ত সেগুলি বেতন ভাতা, অবকাশ বা পেনশনের সহিত সংশ্লিষ্ট ততদূর পর্যন্ত রাষ্ট্রপতির অনুমোদন আবশ্যক হইবে।

(৩) সুপ্রীম কোর্টের আধিকারিকগণ ও কর্মচারিগণকে বা তাঁহাদের সম্পর্কে, প্রদেয় সকল বেতন, ভাতা ও পেনশন সমেত ঐ কোর্টের প্রশাসনিক ব্যয়সমূহ ভারতের সঞ্চিত নিধির উপর প্রভারিত হইবে এবং ঐ কোর্ট কর্তৃক গৃহীত কোন ফী বা অন্য অর্থ ঐ নিধির অঙ্গীভূত হইবে।

অর্থপ্রকটন।

১৪৭। এই অধ্যায় এবং ভাগ ৬-এর অধ্যায় ৫-এ যেসকল স্থলে এই সংবিধানের অর্থপ্রকটন সম্পর্কিত কোন সারবান বিধিগত প্রশ্নের উল্লেখ আছে তাহা ভারত শাসন আইন, ১৯৩৫ (ঐ আইনের সংশোধক বা অনুপূরক কোন আইন সমেত)-এর অথবা তদধীনে প্রদত্ত কোন পরিষদাদেশের বা তদধীনে কৃত কোন আদেশের অথবা ভারত স্বাধীনতা আইন, ১৯৪৭-এর বা তদধীনে কৃত কোন আদেশের অর্থপ্রকটন সম্পর্কিত কোন সারবান বিধিগত প্রশ্নের উল্লেখ অন্তর্ভুক্ত করে বলিয়া অর্থ করিতে হইবে।

অধ্যায় ৫—ভারতের মহা হিসাব-নিয়ামক ও নিরীক্ষক

ভারতের মহা হিসাব-নিয়ামক ও নিরীক্ষক।

১৪৮। (১) ভারতের একজন মহা হিসাব-নিয়ামক ও নিরীক্ষক থাকিবেন, যাঁহাকে রাষ্ট্রপতি তাঁহার স্বাক্ষরিত ও মুদ্রাঙ্কিত অধিপত্র দ্বারা নিযুক্ত করিবেন এবং যিনি যে প্রণালীতে এবং যেসকল হেতুতে সুপ্রীম কোর্টের কোন বিচারপতিকে অপসারিত করা যায় কেবল তদনুরূপ প্রণালীতে এবং তদনুরূপ হেতুতে পদ হইতে অপসারিত হইবেন।

ভাগ ৫—সংঘ—অনুচ্ছেদ ১৪৮-১৫০

(২) ভারতের মহা হিসাব-নিয়ামক ও নিরীক্ষকরূপে নিযুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তি আপন পদের কার্যভার গ্রহণের পূর্বে রাষ্ট্রপতির বা তৎপক্ষে তৎকর্তৃক নিযুক্ত কোন ব্যক্তির সমক্ষে, তৃতীয় তফসিলে এতদুদ্দেশ্যে প্রদর্শিত প্ররূপ অনুসারে, একটি শপথ বা প্রতিজ্ঞা করিয়া উহাতে স্বাক্ষর করিবেন।

(৩) মহা হিসাব-নিয়ামক ও নিরীক্ষকের বেতন ও চাকরির অন্য শর্তাবলী সংসদ বিধি দ্বারা যেরূপ নির্ধারিত করিতে পারেন সেরূপ হইবে এবং ঐগুলি ঐরূপে নির্ধারিত না হওয়া পর্যন্ত, দ্বিতীয় তফসিলে যেরূপ বিনির্দিষ্ট আছে সেরূপ হইবে :

তবে মহা হিসাব-নিয়ামক ও নিরীক্ষক বেতন অথবা অনুমত-অনুপস্থিতি, পেনশন বা অবসর গ্রহণের বয়স সম্পর্কে তাঁহার অধিকারসমূহ তাঁহার নিয়োগের পর, তাঁহার পক্ষে অসুবিধাজনকভাবে পরিবর্তিত হইবে না।

(৪) মহা হিসাব-নিয়ামক ও নিরীক্ষকের যখন স্বপদে আর অধিষ্ঠিত থাকিবেন না, তখন ভারত সরকারের বা কোন রাজ্যের সরকারের অধীনে আর কোন পদের জন্য যোগ্য হইবেন না।

(৫) এই সংবিধানের এবং সংসদ কর্তৃক প্রণীত কোন বিধির বিধানাবলীর অধীনে ভারতীয় হিসাব-নিরীক্ষা ও হিসাব বিভাগে যে ব্যক্তিগণ চাকরি করেন তাঁহাদের চাকরির শর্তাবলী এবং মহা হিসাব-নিয়ামক ও নিরীক্ষকের প্রশাসনিক ক্ষমতাসমূহ, মহা হিসাব-নিয়ামক ও নিরীক্ষকের সহিত পরামর্শের পর রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিয়মাবলী যেরূপ বিহিত হইতে পারে, সেরূপ হইবে।

(৬) মহা হিসাব-নিয়ামক ও নিরীক্ষকের অফিসে যে ব্যক্তিগণ চাকরি করেন তাঁহাদিগকে বা তাঁহাদের সম্পর্কে প্রদেয় বেতন, ভাতা ও পেনশন সমেত, ঐ অফিসের প্রশাসনিক ব্যয় ভারতের সঞ্চিত নিধির উপর প্রভারিত হইবে।

মহা হিসাব-নিয়ামক ও নিরীক্ষকের কর্তব্য ও ক্ষমতা।

১৪৯। মহা হিসাব-নিয়ামক ও নিরীক্ষক সংঘের ও রাজ্যসমূহের এবং অন্য কোন প্রাধিকারী বা সংস্থার হিসাব সম্বন্ধে সংসদ কর্তৃক প্রণীত বিধি দ্বারা বা বিধি অনুযায়ী যেরূপ বিহিত হইতে পারে সেরূপ কর্তব্যসমূহ সম্পাদন ও সেরূপ ক্ষমতাসমূহ প্রয়োগ করিবেন এবং তৎপক্ষে ঐরূপে বিধান প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত, সংঘের ও রাজ্যসমূহের হিসাব সম্বন্ধে সেরূপ কর্তব্যসমূহ সম্পাদন ও সেরূপ ক্ষমতাসমূহ প্রয়োগ করিবেন যেরূপ কর্তব্যসমূহ ও ক্ষমতাসমূহ এই সংবিধানের প্রারম্ভের অব্যবহিত পূর্বে যথাক্রমে ভারত ডোমিনিয়নের ও প্রদেশসমূহের হিসাব সম্বন্ধে ভারতের মহা হিসাব-নিয়ামক ও নিরীক্ষকের উপর অর্পিত ছিল বা তাঁহার দ্বারা প্রয়োগযোগ্য ছিল।

সংঘের ও রাজ্যসমূহের হিসাব রাখিবার প্ররূপ।

১৫০। [রাষ্ট্রপতি, ভারতের মহা হিসাব-নিয়ামক ও নিরীক্ষকের [পরামর্শক্রমে], যেরূপ বিহিত করিবেন সেরূপ প্ররূপে সংঘের ও রাজ্যসমূহের হিসাব রাখিতে হইবে।]

নিরীক্ষা প্রতিবেদন-সমূহ।

১৫১। (১) সংঘের হিসাব সম্বন্ধে ভারতের মহা হিসাব-নিয়ামক ও নিরীক্ষকের প্রতিবেদনসমূহ রাষ্ট্রপতির নিকট উপস্থাপিত হইবে এবং তিনি ঐগুলি সংসদের প্রত্যেক সদনের সমক্ষে স্থাপিত করাইবেন।

(২) কোন রাজ্যের হিসাব সম্বন্ধে ভারতের মহা হিসাব-নিয়ামক ও নিরীক্ষকের প্রতিবেদনসমূহ ঐ রাজ্যের রাজ্যপালের * * * নিকট উপস্থাপিত হইবে এবং তিনি ঐগুলি রাজ্যের বিধানমণ্ডলের সমক্ষে স্থাপিত করাইবেন।

ভাগ ৬

রাজ্যসমূহ * * *

অধ্যায় ১— সাধারণ

১৫২। এই ভাগে, প্রসঙ্গতঃ অন্যথা আবশ্যক না হইলে, ''রাজ্য'' কথাটি [জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যকে অন্তর্ভুক্ত করিবে না।] সংজ্ঞার্থ।

অধ্যায় ২— নির্বাহিকবর্গ

রাজ্যপাল

১৫৩। প্রত্যেক রাজ্যের জন্য একজন রাজ্যপাল থাকিবেন : রাজ্যের রাজ্যপাল।

[তবে একই ব্যক্তিকে দুই বা ততোধিক রাজ্যের রাজ্যপালরূপে নিযুক্ত করিবার পক্ষে এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই অন্তরায় হইবে না।]

১৫৪। (১) রাজ্যের নির্বাহিক ক্ষমতা রাজ্যপালে বর্তাইবে এবং তিনি উহা স্বয়ং অথবা তাঁহার অধীন আধিকারিকগণের মাধ্যমে এই সংবিধান অনুসারে প্রয়োগ করিবেন। রাজ্যের নির্বাহিক ক্ষমতা।

(২) এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই—

(ক) কোন বিদ্যমান বিধি দ্বারা অন্য কোন প্রাধিকারীকে অর্পিত কোন কৃত্য রাজ্যপালের নিকট হস্তান্তরিত করিল বলিয়া গণ্য হইবে না; অথবা

(খ) সংসদ বা রাজ্যের বিধানমণ্ডল কর্তৃক বিধি দ্বারা রাজ্যপালের অধীন কোন প্রাধিকারীকে কৃত্যসমূহ অর্পণে অন্তরায় হইবে না।

১৫৫। কোন রাজ্যের রাজ্যপাল রাষ্ট্রপতি কর্তৃক তাঁহার স্বাক্ষরিত ও মুদ্রাঙ্কিত অধিপত্র দ্বারা নিযুক্ত হইবেন। রাজ্যপালের নিয়োগ।

১৫৬। (১) রাজ্যপাল যাবৎ রাষ্ট্রপতির অভিরুচি তাবৎ পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন। রাজ্যপাল পদের কার্যকাল।

(২) রাজ্যপাল, রাষ্ট্রপতিকে উদ্দেশ করিয়া নিজ স্বাক্ষরিত লিখন দ্বারা, স্বীয় পদ ত্যাগ করিতে পারেন।

(৩) এই অনুচ্ছেদে পূর্ববর্তী বিধানাবলীর অধীনে, কোন রাজ্যপাল তাঁহার পদের কার্যভার গ্রহণের তারিখ হইতে পাঁচ বৎসর কাল পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন :

তবে কোন রাজ্যপাল তাঁহার কার্যকালের অবসান হওয়া সত্ত্বেও, তাঁহার উত্তরবর্তী তাঁহার পদের কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত, পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া যাইবেন।

ভাগ ৬—রাজ্যসমূহ—অনুচ্ছেদ ১৫৭-১৫৯

রাজ্যপালরূপে নিযুক্ত হইবার যোগ্যতা।

১৫৭। কোন ব্যক্তি রাজ্যপালরূপে নিযুক্ত হইবার যোগ্য হইবেন না, যদি না তিনি ভারতের নাগরিক হন এবং পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়স পূর্ণ করিয়া থাকেন।

রাজ্যপাল পদের শর্তাবলী।

১৫৮। (১) রাজ্যপাল সংসদের কোন সদনের বা প্রথম তফসিলে বিনির্দিষ্ট কোন রাজ্যের বিধানমণ্ডলের কোন সদনের সদস্য হইবেন না এবং যদি সংসদের কোন সদনের অথবা ঐরূপ কোন রাজ্যের বিধানমণ্ডলের কোন সদনের কোন সদস্য রাজ্যপাল নিযুক্ত হন, তাহাহইলে, তিনি রাজ্যপালরূপে তাঁহার কার্যভার গ্রহণের তারিখে ঐ সদনে তাঁহার আসন শূন্য করিয়া দিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন।

(২) রাজ্যপাল অন্য কোন লাভজনক পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন না।

(৩) রাজ্যপাল ভাড়া না দিয়া তাঁহার সরকারী বাসভবনসমূহ ব্যবহার করিবার অধিকারী হইবেন, অধিকন্তু, সংসদ কর্তৃক বিধি দ্বারা যেরূপ উপলভ্য, ভাতা ও বিশেষাধিকারসমূহ নির্ধারিত হয় তাহা এবং তৎপক্ষে ঐরূপে বিধান প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত, দ্বিতীয় তফসিলে যেরূপ উপলভ্য, ভাতা ও বিশেষাধিকারসমূহ বিনির্দিষ্ট আছে তাহা পাইবার অধিকারী হইবেন।

[(৩ক) যেক্ষেত্রে একই ব্যক্তি দুই বা ততোধিক রাজ্যের রাজ্যপাল নিযুক্ত হন সেক্ষেত্রে, রাজ্যপালকে প্রদেয় উপলভ্য ও ভাতাসমূহ রাষ্ট্রপতি আদেশ দ্বারা যেরূপ অনুপাত নির্ধারিত করিতে পারেন সেরূপ অনুপাতে ঐ রাজ্যগুলির মধ্যে বিভাজিত হইবে।]

(৪) রাজ্যপালের উপলভ্য ও ভাতাসমূহ তাঁহার পদের কার্যকালে হ্রাস করা যাইবে না।

রাজ্যপাল কর্তৃক শপথ বা প্রতিজ্ঞা।

১৫৯। প্রত্যেক রাজ্যপাল এবং রাজ্যপালের কৃত্যসমূহ নির্বাহ করেন এরূপ প্রত্যেক ব্যক্তি আপন পদের কার্যভার গ্রহণের পূর্বে ঐ রাজ্য সম্বন্ধে যে হাইকোর্ট ক্ষেত্রাধিকার প্রয়োগ করেন তাহার প্রধান বিচারপতির অথবা তাঁহার অনুপস্থিতিতে ঐ কোর্টের যে জ্যেষ্ঠতম বিচারপতিকে পাওয়া যাইবে তাঁহার সমক্ষে নিম্নলিখিত প্ররূপে একটি শপথ বা প্রতিজ্ঞা করিয়া উহাতে স্বাক্ষর করিবেন, যথা—

"আমি, ক খ, ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি / সত্যনিষ্ঠার সহিত প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, আমি নিষ্ঠাপূর্বক .... (রাজ্যের নাম)-এর রাজ্যপাল পদের কার্য পালন করিব (অথবা রাজ্যপালের কৃত্যসমূহ নির্বাহ করিব) এবং আমার পূর্ণ সামর্থ্য অনুসারে সংবিধান ও বিধির পরিরক্ষণ, রক্ষণ ও প্রতিরক্ষণ করিব এবং আমি .... (রাজ্যের নাম)-এর জনগণের সেবায় ও কল্যাণে আত্মনিয়োগ করিব।"

১৬০। এই অধ্যায়ে যে আকস্মিক অবস্থার জন্য কোন বিধান করা হয় নাই এরূপ কোন অবস্থায় কোন রাজ্যের রাজ্যপালের কৃত্যসমূহ নির্বাহের জন্য রাষ্ট্রপতি যেরূপ উপযুক্ত মনে করেন সেরূপ বিধান করিতে পারেন। কোন কোন আকস্মিক অবস্থায় রাজ্যপালের কৃত্য নির্বাহ।

১৬১। রাজ্যের নির্বাহিক ক্ষমতা যে বিষয়ে প্রসারিত তৎসংক্রান্ত কোন বিধির বিরুদ্ধে কোন অপরাধে দোষী সাব্যস্ত কোন ব্যক্তির দণ্ড সম্বন্ধে ক্ষমা, প্রবিলম্বন, বিরাম বা পরিহার করিবার অথবা তাঁহার দণ্ডাদেশ নিলম্বিত রাখিবার, পরিহার করিবার, অথবা লঘু করিবার ক্ষমতা রাজ্যপালের থাকিবে। কোন কোন স্থলে ক্ষমা, ইত্যাদি করিবার, এবং দণ্ডাদেশ নিলম্বিত রাখিবার, পরিহার করিবার বা লঘু করিবার পক্ষে রাজ্যপালের ক্ষমতা।

১৬২। এই সংবিধানের বিধানাবলীর অধীনে কোন রাজ্যের নির্বাহিক ক্ষমতা সেই সকল বিষয়ে প্রসারিত হইবে যে সকল বিষয় সম্পর্কে ঐ রাজ্যের বিধানমণ্ডলের বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা আছে : রাজ্যের নির্বাহিক ক্ষমতার প্রসার।

তবে যে বিষয় সম্পর্কে কোন রাজ্যের বিধানমণ্ডলের এবং সংসদের বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা আছে সেই বিষয়ে ঐরাজ্যের নির্বাহিক ক্ষমতা সংঘকে বা উহার প্রাধিকারিগণকে স্পষ্টতঃ এই সংবিধান দ্বারা অথবা সংসদ কর্তৃক প্রণীত কোন বিধি দ্বারা অর্পিত নির্বাহিক ক্ষমতার অধীন হইবে এবং তদ্দ্বারা সীমিত হইবে।

মন্ত্রিপরিষদ

১৬৩। (১) রাজ্যপালকে, যতদূর পর্যন্ত তাঁহার কৃত্যসমূহ বা উহাদের কোন্‌টি তাঁহার স্ববিবেচনায় সম্পাদিত হওয়া এই সংবিধান দ্বারা বা সংবিধান অনুযায়ী আবশ্যক ততদূর পর্যন্ত ভিন্ন আপন কৃত্যসমূহ সম্পাদনে সাহায্য করিবার ও মন্ত্রণা দিবার জন্য একটি মন্ত্রিপরিষদ থাকিবে, যাহার শীর্ষে থাকিবেন মুখ্যমন্ত্রী। রাজ্যপালকে সাহায্য ও মন্ত্রণা দানের জন্য মন্ত্রিপরিষদ।

(২) যদি কোন প্রশ্ন উঠে যে কোন বিষয় এরূপ বিষয় কিনা যাহার সম্পর্কে এই সংবিধান দ্বারা বা সংবিধান অনুযায়ী রাজ্যপালের স্ববিবেচনায় কার্য করা আবশ্যক, তাহা হইলে, রাজ্যপালের স্ববিবেচনা অনুযায়ী মীমাংসা চূড়ান্ত হইবে, এবং রাজ্যপাল কর্তৃক কৃত কোন কার্যের সিদ্ধতা সম্পর্কে, তাঁহার স্ববিবেচনায় কার্য করা উচিত ছিল বা উচিত ছিল না, এই হেতুতে কোন আপত্তি করা যাইবে না।

(৩) মন্ত্রিগণ রাজ্যপালকে কোন মন্ত্রণা দিয়াছেন কিনা এবং দিয়া থাকিলে কি মন্ত্রণা দিয়াছেন, এই প্রশ্ন সম্বন্ধে কোন আদালতে অনুসন্ধান করা যাইবে না।

১৬৪। (১) মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যপাল কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন এবং অন্য মন্ত্রিগণ মুখ্যমন্ত্রীর মন্ত্রণামতে রাজ্যপাল কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন এবং মন্ত্রিগণ যাবৎ রাজ্যপালের অভিরুচি তাবৎ পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন : মন্ত্রিগণ সম্পর্কে অন্য বিধানাবলী।

তবে [ছত্তিশগড়, ঝাড়খণ্ড,] মধ্যপ্রদেশ ও [ওড়িশা] রাজ্যসমূহে জনজাতি কল্যাণের ভারপ্রাপ্ত একজন মন্ত্রী থাকিবেন, যিনি তদুপরি তফসিলী জাতিসমূহের ও অনগ্রসর শ্রেণীসমূহের কল্যাণসাধনের বা অন্য কোন কার্যের ভারপ্রাপ্ত হইতে পারিবেন।

[(১ক) কোন রাজ্যের মন্ত্রিপরিষদ, মুখ্যমন্ত্রীসহ মন্ত্রিগণের মোট সংখ্যা, ঐ রাজ্য বিধানসভার সর্বমোট সদস্য সংখ্যার পনর শতাংশের অধিক হইবে না :

তবে কোন রাজ্যে মুখ্যমন্ত্রীসহ মন্ত্রিগণের সংখ্যা বারো জনের কম হইবে না :

পরন্তু যেক্ষেত্রে সংবিধান (একানব্বইতম সংশোধন) আইন, ২০০৩-এর প্রারম্ভের সময়ে কোন রাজ্যে মন্ত্রিপরিষদে মুখ্যমন্ত্রীসহ মন্ত্রিগণের মোট সংখ্যা, ক্ষেত্রানুযায়ী, উক্ত পনর শতাংশ বা প্রথম অনুবিধিতে বিনির্দিষ্ট সংখ্যার অধিক হয়, সেক্ষেত্রে, ঐ রাজ্যে মন্ত্রিগণের মোট সংখ্যা, রাষ্ট্রপতি সরকারী প্রজ্ঞাপন দ্বারা যে তারিখ নির্দিষ্ট করিতে পারেন সেই তারিখ হইতে ছয় মাসের মধ্যে এই প্রকরণের বিধানাবলী অনুসারে বিন্যস্ত করা হইবে।

(১খ) কোন রাজ্যের বিধানসভার অথবা যে রাজ্যের বিধান পরিষদ রহিয়াছে সেই রাজ্যের বিধানমণ্ডলের যে কোন সদনের কোন রাজনৈতিক দলের অন্তর্ভুক্ত কোন সদস্য, যিনি দশম তফসিলের ২ প্যারাগ্রাফ অনুযায়ী ঐ সদনের সদস্য থাকিবার পক্ষে নির্যোগ্য হইয়াছেন তিনি, তাঁহার নির্যোগ্যতার প্রারম্ভের তারিখ হইতে ঐরূপ সদস্যরূপে তাঁহার পদের মেয়াদ যে তারিখে অবসিত হইত সেই তারিখ পর্যন্ত অথবা, যেক্ষেত্রে তিনি ঐরূপ সময়সীমা অবসানের পূর্বে, ক্ষেত্রানুযায়ী, কোন রাজ্যের বিধানসভার বা যে রাজ্যে বিধানপরিষদ রহিয়াছে সেই রাজ্যের, বিধানমণ্ডলের যে কোন সদনের কোন নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন, সেক্ষেত্রে, তিনি নির্বাচিত ঘোষিত হইবার তারিখ পর্যন্ত এতদুভয়ের মধ্যে যাহা পূর্বতর হয়, সেরূপ সময়সীমার স্থিতিকালের জন্য (১) প্রকরণ অনুযায়ী মন্ত্রীরূপে নিযুক্ত হইবার পক্ষেও নির্যোগ্য হইবেন।]

(২) মন্ত্রিপরিষদ সমষ্টিগতভাবে রাজ্যের বিধানসভার নিকট দায়ী থাকিবেন।

(৩) কোন মন্ত্রী আপন পদের কার্যভার গ্রহণের পূর্বে রাজ্যপাল তাঁহাকে তৃতীয় তফসিলে এতদুদ্দেশ্যে প্রদর্শিত প্ররূপ অনুসারে পদের ও মন্ত্রগুপ্তির শপথ গ্রহণ করাইবেন।

(৪) কোন মন্ত্রী যিনি ক্রমান্বয়ে যেকোন ছয় মাস কাল রাজ্যের বিধানমণ্ডলের সদস্য না থাকেন, তিনি ঐ কালের অবসানে আর মন্ত্রী থাকিবেন না।

(৫) মন্ত্রিগণের বেতন ও ভাতাসমূহ রাজ্যের বিধানমণ্ডল বিধি দ্বারা সময় সময় যেরূপ নির্ধারিত করিতে পারেন সেরূপ হইবে এবং রাজ্যের বিধানমণ্ডল উহা ঐরূপে নির্ধারিত না করা পর্যন্ত, দ্বিতীয় তফসিলে যেরূপ বিনির্দিষ্ট আছে সেরূপ হইবে।

রাজ্যের অ্যাড্‌ভোকেট—জেন্‌রল্‌

১৬৫। (১) প্রত্যেক রাজ্যের রাজ্যপাল হাইকোর্টের বিচারপতি নিযুক্ত হইবার যোগ্যতাসম্পন্ন কোন ব্যক্তিকে ঐ রাজ্যের অ্যাড্‌ভোকেট-জেন্‌রল্‌রূপে নিযুক্ত করিবেন। রাজ্যের অ্যাড্‌ভোকেট-জেন্‌রল্‌।

(২) অ্যাড্‌ভোকেট-জেন্‌রলের কর্তব্য হইবে সেরূপে বৈধিক বিষয়সমূহ সম্পর্কে রাজ্যের সরকারকে মন্ত্রণাদান করা এবং বৈধিক প্রকৃতির সেরূপ অন্য কর্তব্যসমূহ সম্পাদন করা যাহা রাজ্যপাল সময় সময় তাঁহার নিকট প্রেষণ করেন বা তাঁহার জন্য নির্দিষ্ট করেন এবং এই সংবিধান দ্বারা বা সংবিধান অনুযায়ী, অথবা তৎকালে বলবৎ অন্য কোন বিধি দ্বারা বা বিধি অনুযায়ী, যে সকল কৃত্য তাঁহাকে অর্পিত হয় তাহা নির্বাহ করা।

(৩) অ্যাড্‌ভোকেট-জেন্‌রল্‌ রাজ্যপালের যাবৎ অভিরুচি তাবৎ পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন এবং রাজ্যপাল যেরূপ নির্ধারিত করিতে পারেন সেরূপ পারিশ্রমিক পাইবেন।

সরকারী কার্য চালনা

১৬৬। (১) কোন রাজ্যের সরকারের সকল নির্বাহিক কার্য রাজ্যপালের নামে কৃত বলিয়া অভিব্যক্ত হইবে। রাজ্যের সরকারের কার্য চালনা।

(২) রাজ্যপালের নামে কৃত ও নিষ্পাদিত আদেশ ও অন্য সংলেখসমূহ রাজ্যপাল কর্তৃক যে নিয়মাবলী প্রণীত হইবে তাহাতে যেরূপ বিনির্দিষ্ট হইতে পারে সেরূপ প্রণালীতে প্রমাণীকৃত হইবে এবং ঐরূপে প্রমাণীকৃত কোন আদেশ বা সংলেখের সিদ্ধতা সম্বন্ধে এই হেতুতে আপত্তি করা যাইবে না যে উহা রাজ্যপাল কর্তৃক কৃত বা নিষ্পাদিত আদেশ বা সংলেখ নহে।

(৩) রাজ্যপাল রাজ্যের সরকারের কার্য অধিকতর সুবিধাজনকভাবে পরিচালনার জন্য এবং উক্ত কার্য, যতদূর পর্যন্ত উহা এরূপ কার্য নহে যৎসম্পর্কে এই সংবিধান দ্বারা বা অনুযায়ী রাজ্যপালের স্ববিবেচনায় কার্য করা আবশ্যক ততদূর পর্যন্ত, মন্ত্রিগণের মধ্যে বিভাজনের জন্য নিয়মাবলী প্রণয়ন করিবেন।

(৪) * * * * *

রাজ্যপালকে তথ্য সরবরাহ, ইত্যাদি সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রীর কর্তব্য।

১৬৭। প্রত্যেক রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর কর্তব্য হইবে—

(ক) রাজ্যের কার্যাবলী পরিচালনা সম্বন্ধে মন্ত্রিপরিষদের সকল সিদ্ধান্ত এবং বিধিপ্রণয়নের প্রস্তাবসমূহ রাজ্যের রাজ্যপালকে জ্ঞাপন করা;

(খ) রাজ্যের কার্যাবলী পরিচালনা ও বিধিপ্রণয়নের প্রস্তাবসমূহ সম্বন্ধে রাজ্যপাল যে তথ্য চাহিতে পারেন তাহা সরবরাহ করা; এবং

(গ) রাজ্যপাল যদি এরূপ অনুজ্ঞা করেন, যে বিষয়ে কোন মন্ত্রী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন, অথচ যাহা মন্ত্রিপরিষদ কর্তৃক বিবেচিত হয় নাই, তাহা ঐ পরিষদের বিবেচনার জন্য উপস্থাপিত করা।

অধ্যায় ৩—রাজ্য বিধানমণ্ডল

সাধারণ

রাজ্যসমূহে বিধানমণ্ডলের গঠন।

১৬৮। (১) প্রত্যেক রাজ্যের জন্য একটি বিধানমণ্ডল থাকিবে, যাহা রাজ্যপাল এবং—

(ক) অন্ধ্রপ্রদেশ, বিহার, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক, তামিলনাড়ু, তেলাঙ্গানা ও উত্তরপ্রদেশ রাজ্যসমূহে, দুইটি সদন;

(খ) অন্য রাজ্যসমূহে, একটি সদন

লইয়া গঠিত হইবে।

(২) যেক্ষেত্রে কোন রাজ্যের বিধানমণ্ডলের দুইটি সদন থাকে, সেক্ষেত্রে, একটি বিধান পরিষদ এবং অন্যটি বিধানসভা বলিয়া পরিচিত হইবে এবং যেক্ষেত্রে মাত্র একটি সদন থাকে, সেক্ষেত্রে, উহা বিধানসভা বলিয়া পরিচিত হইবে।

রাজ্যসমূহে বিধান পরিষদের বিলোপন বা সৃষ্টি।

১৬৯। (১) ১৬৮ অনুচ্ছেদে যাহা কিছু আছে তৎসত্ত্বেও, সংসদ, বিধি দ্বারা, যে রাজ্যের বিধান পরিষদ আছে সেই রাজ্যের ঐরূপ পরিষদের বিলোপনের জন্য, অথবা যে রাজ্যের ঐরূপ পরিষদ নাই সেই রাজ্যে ঐরূপ পরিষদের সৃষ্টির জন্য, বিধান করিতে পারেন, যদি ঐ রাজ্যের বিধানসভা ঐ সভার মোট সদস্যসংখ্যার অধিকাংশের দ্বারা এবং ঐ সভার যে সকল সদস্য উপস্থিত থাকেন ও ভোট দেন তাঁহাদের অন্যূন দুই-তৃতীয়াংশের আধিক্য দ্বারা ঐ মর্মে কোন সঙ্কল্প গ্রহণ করেন।

(২) (১) প্রকরণে উল্লিখিত কোন বিধিতে ঐ বিধির বিধানাবলী কার্যকর করিবার জন্য এই সংবিধানের সংশোধনার্থ যেরূপ প্রয়োজন হইতে পারে সেরূপ বিধানাবলী থাকিবে, এবং সংসদ যেরূপ প্রয়োজন গণ্য করেন সেরূপ অনুপূরক, আনুষঙ্গিক ও পারিণামিক বিধানাবলীও ঐ বিধিতে থাকিতে পারে।

(৩) পূর্বোক্ত কোন বিধি ৩৬৮ অনুচ্ছেদের প্রয়োজনে এই সংবিধানের সংশোধন বলিয়া গণ্য হইবে না।

১৭০। (১) ৩৩৩ অনুচ্ছেদের বিধানাবলীর অধীনে, প্রত্যেক রাজ্যের বিধানসভা ঐ রাজ্যের অন্তর্গত স্থানিক নির্বাচনক্ষেত্রসমূহ হইতে প্রত্যক্ষ নির্বাচন দ্বারা চয়নকৃত অনধিক পাঁচশত, এবং অন্যূন ষাট, সংখ্যক সদস্যগণকে লইয়া গঠিত হইবে। বিধানসভাসমূহের রচনা।

(২) (১) প্রকরণের প্রয়োজনে, প্রত্যেক রাজ্যকে এরূপ প্রণালীতে স্থানিক নির্বাচনক্ষেত্রে বিভক্ত করিতে হইবে যাহাতে প্রত্যেক স্থানিক নির্বাচনক্ষেত্রের জনসংখ্যা এবং উহার জন্য আবণ্টিত আসন সংখ্যার মধ্যে যে অনুপাত তাহা, যতদূর কার্যতঃ সম্ভব, সমগ্র রাজ্যের একই হয়।

[**ব্যাখ্যা**।— এই প্রকরণে, ''জনসংখ্যা'' কথাটি পূর্ববর্তী সর্বশেষ যে জনগণনার প্রাসঙ্গিক সংখ্যাগুলি প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে নির্ণীত জনসংখ্যা বুঝাইবে :

তবে এই ব্যাখ্যায়, পূর্ববর্তী সর্বশেষ যে জনগণনার প্রাসঙ্গিক সংখ্যাগুলি প্রকাশিত হইয়াছে তাহার উল্লেখ, যে পর্যন্ত না [২০২৬] সনের পরে অনুষ্ঠিত প্রথম জনগণনার প্রাসঙ্গিক সংখ্যাগুলি প্রকাশিত হয় সে পর্যন্ত, [২০০১]-এর জনগণনার উল্লেখ বলিয়া অর্থ করিতে হইবে।]

(৩) প্রত্যেক জনগণনা সমাপ্ত হইলে পর, সংসদ বিধি দ্বারা যেরূপ নির্ধারিত করিতে পারেন সেরূপ প্রাধিকারী কর্তৃক এবং সেরূপ প্রণালীতে প্রত্যেক রাজ্যের বিধানসভার মোট আসন সংখ্যা এবং প্রত্যেক রাজ্যকে স্থানিক নির্বাচনক্ষেত্রসমূহে বিভক্তকরণ পুনরায় সমন্বয়িত হইবে :

তবে তৎকালে বিদ্যমান বিধানসভা ভঙ্গ না হওয়া পর্যন্ত, ঐরূপ পুনঃসমন্বয়ন বিধানসভায় প্রতিনিধিত্ব প্রভাবিত করিবে না :]

[পরন্তু ঐরূপ পুনঃসমন্বয়ন, রাষ্ট্রপতি আদেশ দ্বারা যে তারিখ বিনির্দিষ্ট করিবেন, সেই তারিখ হইতে কার্যকর হইবে এবং ঐরূপ পুনঃসমন্বয়ন যে পর্যন্ত না কার্যকর হয় সে পর্যন্ত, বিধানসভার কোন নির্বাচন ঐরূপ পুনঃসমন্বয়নের পূর্বে বিদ্যমান স্থানিক নির্বাচনক্ষেত্রসমূহের ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত হইতে পারিবে :

অধিকন্তু যে পর্যন্ত না [২০২৬] সনের পরে অনুষ্ঠিত প্রথম জনগণনার প্রাসঙ্গিক সংখ্যাগুলি প্রকাশিত হয় সে পর্যন্ত,

এই প্রকরণ অনুযায়ী—

(i) ১৯৭১ জনগণনার ভিত্তিতে প্রত্যেক রাজ্যের বিধানসভায় যেরূপ পুনঃসমন্বয়িত হইয়াছিল সর্বমোট সেরূপ আসন সংখ্যা; এবং

(ii) [২০০১] জনগণনার ভিত্তিতে ঐরূপ রাজ্যকে যেরূপে পুনঃসমন্বয়িত করা যাইতে পারে সেরূপে, স্থানিক

নির্বাচনক্ষেত্রসমূহে বিভক্তকরণকে পুনঃসমন্বয়ন করা আবশ্যক হইবে না।

বিধান পরিষদসমূহের রচনা।

১৭১। (১) যে রাজ্যের বিধান পরিষদ আছে সেই রাজ্যের ঐ পরিষদের মোট সদস্যসংখ্যা ঐ রাজ্যের বিধানসভার মোট সদস্যসংখ্যার [এক-তৃতীয়াংশের] অধিক হইবে না :

তবে কোন রাজ্যের বিধান পরিষদের মোট সদস্যসংখ্যা কোন ক্ষেত্রেই চল্লিশের কম হইবে না।

(২) সংসদ বিধি দ্বারা অন্যথা বিধান না করা পর্যন্ত, কোন রাজ্যের বিধান পরিষদের রচনা (৩) প্রকরণে যেরূপ বিহিত আছে সেরূপ হইবে।

(৩) কোন রাজ্যের বিধান পরিষদের মোট সদস্যসংখ্যার—

(ক) যথাসম্ভব নিকটতম এক-তৃতীয়াংশ, পৌরসংঘসমূহের, জেলা পর্ষদসমূহের এবং সংসদ বিধি দ্বারা যেরূপ বিনির্দিষ্ট করিতে পারেন রাজ্যের সেরূপ অন্য স্থানীয় প্রাধিকারসমূহের সদস্যগণকে লইয়া গঠিত নির্বাচকমণ্ডলী কর্তৃক নির্বাচিত হইবেন;

(খ) যথাসম্ভব নিকটতম এক-দ্বাদশাংশ, ঐ রাজ্যে বসবাসকারী যে ব্যক্তিগণ অন্ততঃ তিন বৎসর যাবৎ ভারতের রাজ্যক্ষেত্রের অন্তর্গত কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক আছেন অথবা অন্ততঃ তিন বৎসর যাবৎ এরূপ যোগ্যতার অধিকারী আছেন যাহা ঐরূপ কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন স্নাতকের যোগ্যতার তুল্য বলিয়া সংসদ কর্তৃক প্রণীত কোন বিধি দ্বারা বা অনুযায়ী বিহিত হইয়াছে, সেই ব্যক্তিগণকে লইয়া গঠিত নির্বাচকমণ্ডলী কর্তৃক নির্বাচিত হইবেন;

(গ) যথাসম্ভব নিকটতম এক-দ্বাদশাংশ, যে ব্যক্তিগণ অন্ততঃ তিন বৎসর, সংসদ কর্তৃক প্রণীত কোন বিধি দ্বারা বা অনুযায়ী যেরূপ বিহিত হইতে পারে রাজ্যের অভ্যন্তরস্থ সেরূপ কোন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান যাহা মাধ্যমিক বিদ্যালয় অপেক্ষা নিম্নতর মানের নহে, তাহাতে অধ্যাপনায় নিযুক্ত আছেন, সেই ব্যক্তিগণকে লইয়া গঠিত নির্বাচকমণ্ডলী কর্তৃক নির্বাচিত হইবেন;

(ঘ) যথাসম্ভব নিকটতম এক-তৃতীয়াংশ, ঐ রাজ্যের বিধানসভার সদস্যসমূহ কর্তৃক, যে ব্যক্তিগণ ঐ সভার সদস্য নহেন তাঁহাদের মধ্য হইতে, নির্বাচিত হইবেন;

(ঙ) অবশিষ্টাংশ, রাজ্যপাল কর্তৃক (৫) প্রকরণের বিধানাবলী অনুসারে মনোনীত হইবেন।

(৪) যে সকল সদস্যকে (৩) প্রকরণের (ক), (খ) ও (গ) উপ-প্রকরণ অনুযায়ী নির্বাচিত করিতে হইবে তাঁহাদিগকে সংসদ কর্তৃক প্রণীত কোন বিধি দ্বারা বা অনুযায়ী যেরূপ বিহিত হইতে পারে সেরূপ স্থানিক নির্বাচনক্ষেত্রসমূহ হইতে চয়ন করিতে হইবে এবং উক্ত উপ-প্রকরণসমূহ অনুযায়ী ও উক্ত প্রকরণের (ঘ) উপ-প্রকরণ অনুযায়ী নির্বাচনসমূহ অনুপাতী প্রতিনিধিত্ব পদ্ধতি অনুসারে একক সংক্রমণীয় ভোট দ্বারা অনুষ্ঠিত হইবে।

(৫) (৩) প্রকরণের (ঙ) উপ-প্রকরণ অনুযায়ী রাজ্যপাল কর্তৃক যে সদস্যগণ মনোনীত হইবেন তাঁহারা হইবেন এরূপ ব্যক্তি যাঁহাদের নিম্নলিখিত বিষয়গুলি যেরূপ, সেরূপ বিষয় সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান অথবা ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা থাকিবে, যথা :—

সাহিত্য, বিজ্ঞান, কলা, সমবায় আন্দোলন এবং সমাজসেবা।

১৭২। (১) প্রত্যেক রাজ্যের প্রত্যেক বিধানসভা, আরও পূর্বে ভাঙ্গিয়া দেওয়া না হইলে, উহার প্রথম অধিবেশনের জন্য নির্দিষ্ট তারিখ হইতে পাঁচ বৎসর পর্যন্ত চলিবে, তদধিক নহে, এবং উক্ত [পাঁচ বৎসর] সময়সীমার অবসানের ক্রিয়া এই হইবে যে ঐ সভা ভাঙ্গিয়া যাইবে : *রাজ্য বিধানমণ্ডলসমূহের স্থিতিকাল।*

তবে জরুরী অবস্থার উদ্‌ঘোষণা যখন সক্রিয় থাকে তখন উক্ত সময়সীমা এক এক বারে এক বৎসরের অনধিক সময়সীমার জন্য, কিন্তু কোন স্থলে ঐ উদ্‌ঘোষণার ক্রিয়া শেষ হইবার পর ছয় মাস সময়সীমা অতিক্রম না করিয়া, সংসদ কর্তৃক বিধি দ্বারা প্রসারিত হইতে পারে।

(২) কোন রাজ্যের বিধান পরিষদ ভাঙ্গিয়া দেওয়া যাইবে না, কিন্তু উহার সদস্যগণের যথাসম্ভব নিকটতম এক-তৃতীয়াংশ, প্রতি দ্বিতীয় বৎসর অবসান হইলে, যথাসম্ভব শীঘ্র, সংসদ কর্তৃক বিধি দ্বারা তৎপক্ষে প্রণীত বিধান অনুসারে অবসর গ্রহণ করিবেন।

১৭৩। কোন ব্যক্তি কোন রাজ্যের বিধানমণ্ডলের কোন আসন পূর্ণ করিবার জন্য চয়নকৃত হইবার যোগ্যতাসম্পন্ন হইবেন না, যদি না তিনি— *রাজ্য বিধানমণ্ডলের সদস্যপদের জন্য যোগ্যতা।*

[(ক) ভারতের নাগরিক হন, এবং নির্বাচন কমিশন কর্তৃক তৎপক্ষে প্রাধিকৃত কোন ব্যক্তির সমক্ষে তৃতীয় তফসিলে এতদুদ্দেশ্যে প্রদর্শিত প্ররূপে শপথ বা প্রতিজ্ঞা করিয়া উহাতে স্বাক্ষর করেন;]

(খ) বিধানসভার কোন আসনের ক্ষেত্রে, অন্যূন পঁচিশ বৎসর বয়স্ক হন এবং বিধান পরিষদের কোন আসনের ক্ষেত্রে, অন্যূন ত্রিশ বৎসর বয়স্ক হন; এবং

(গ) সেরূপ অন্য যোগ্যতার অধিকারী হন যাহা সংসদ কর্তৃক প্রণীত কোন বিধি দ্বারা বা অনুযায়ী তৎপক্ষে বিহিত হইতে পারে।

রাজ্য বিধানমণ্ডলের সত্র, সত্রাবসান ও ভঙ্গ।

১৭৪। (১) রাজ্যপাল যেরূপ উপযুক্ত মনে করেন সেরূপ সময়ে ও স্থানে মিলিত হইবার জন্য রাজ্যের বিধানমণ্ডলের সদনকে বা প্রত্যেক সদনকে সময় সময় আহ্বান করিবেন, কিন্তু উহার কোন সত্রের সর্বশেষ বৈঠক ও পরবর্তী সত্রের প্রথম বৈঠকের জন্য নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে ছয় মাস ব্যবধান হইবে না।

(২) রাজ্যপাল সময় সময়—

(ক) সদনের বা যেকোন সদনের সত্রাবসান করিতে পারেন;

(খ) বিধানসভা ভাঙ্গিয়া দিতে পারেন।]

সদনে বা সদনসমূহে রাজ্যপালের অভিভাষণ দানের এবং বার্তা প্রেরণের অধিকার।

১৭৫। (১) রাজ্যপাল বিধানসভায় অথবা, যে রাজ্যের বিধান পরিষদ আছে সেই রাজ্যের ক্ষেত্রে, রাজ্যের বিধানমণ্ডলের যেকোন সদনে অথবা একত্র সমবেত উভয় সদনে অভিভাষণ দিতে পারেন এবং ঐ উদ্দেশ্যে সদস্যগণের উপস্থিতি অনুজ্ঞাত করিতে পারেন।

(২) রাজ্যপাল রাজ্যের বিধানমণ্ডলের সদনে বা উভয় সদনে, তৎকালে বিধানমণ্ডলে বিবেচনাধীন কোন বিধেয়ক সম্পর্কেই হউক বা অন্যথা, বার্তা প্রেরণ করিতে পারেন, এবং যে সদনের নিকট কোন বার্তা ঐরূপে প্রেরিত হয় সেই সদন, যথোপযুক্ত তৎপরতার সহিত, ঐ বার্তা অনুযায়ী যে বিষয় বিবেচনা করা আবশ্যক তাহা বিবেচনা করিবেন।

রাজ্যপাল কর্তৃক বিশেষ অভিভাষণ।

১৭৬। (১) [বিধানসভার প্রত্যেক সাধারণ নির্বাচনের পর প্রথম সত্রের] প্রারম্ভে [এবং প্রত্যেক বৎসরের প্রথম সত্রের প্রারম্ভে] রাজ্যপাল বিধানসভায় অথবা, যে রাজ্যের বিধান পরিষদ আছে সেই রাজ্যের ক্ষেত্রে, একত্র সমবেত উভয় সদনে অভিভাষণ দিবেন এবং বিধানমণ্ডল আহ্বানের কারণ উহাকে জানাইবেন।

(২) যে নিয়মাবলী সদনের বা যে কোন সদনের প্রক্রিয়া প্রনিয়ন্ত্রিত করে তদ্দ্বারা ঐরূপ অভিভাষণে উল্লিখিত বিষয়সমূহের আলোচনার নিমিত্ত সময় আবণ্টনের জন্য * * * বিধান করিতে হইবে।

সদনসমূহ সম্পর্কে মন্ত্রিগণের ও অ্যাড্‌ভোকেট-জেনরলের অধিকারসমূহ।

১৭৭। প্রত্যেক মন্ত্রীর এবং রাজ্যের অ্যাড্‌ভোকেট-জেনরলের ঐ রাজ্যের বিধানসভায় অথবা, যে রাজ্যের বিধান পরিষদ আছে সেই রাজ্যের ক্ষেত্রে, উভয় সদনে বক্তব্য বলিবার এবং উহার কার্যবাহে অন্যথা অংশগ্রহণ করিবার এবং সদস্যরূপে যাহাতে তাঁহার নাম থাকিতে পারে বিধানমণ্ডলের এরূপ কোন কমিটিতে বক্তব্য

বলিবার এবং উহার কার্যবাহে অন্যথা অংশগ্রহণ করিবার অধিকার থাকিবে, কিন্তু এই অনুচ্ছেদের বলে ভোট দিবার অধিকার থাকিবে না।

রাজ্য বিধানমণ্ডলের আধিকারিকসমূহ

১৭৮। প্রত্যেক রাজ্যের বিধানসভা, যথাসম্ভব শীঘ্র, ঐ সভার দুইজন সদস্যকে যথাক্রমে উহার অধ্যক্ষরূপে এবং উপাধ্যক্ষরূপে চয়ন করিবেন এবং যতবার অধ্যক্ষ বা উপাধ্যক্ষের পদ শূন্য হইবে ততবার ঐ সভা অপর একজন সদস্যকে, ক্ষেত্রানুযায়ী, অধ্যক্ষরূপে বা উপাধ্যক্ষরূপে চয়ন করিবেন। বিধানসভার অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ।

১৭৯। কোন সভার অধ্যক্ষ বা উপাধ্যক্ষ পদে অধিষ্ঠিত কোন সদস্য— অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষের পদ শূন্য করিয়া দেওয়া, পদত্যাগ এবং পদ হইতে অপসারণ।

(ক) স্বীয় পদ শূন্য করিয়া দিবেন, যদি তিনি আর ঐ সভার সদস্য না থাকেন ;

(খ) যেকোন সময়ে, ঐরূপ সদস্য অধ্যক্ষ হইলে উপাধ্যক্ষকে, এবং ঐরূপ সদস্য উপাধ্যক্ষ হইলে অধ্যক্ষকে, উদ্দেশ করিয়া নিজ স্বাক্ষরিত লিখন দ্বারা স্বীয় পদ ত্যাগ করিতে পারেন।

(গ) ঐ সভার তৎকালীন সকল সদস্যের অধিকাংশ কর্তৃক গৃহীত ঐ সভার একটি সংকল্প দ্বারা তাঁহার পদ হইতে অপসারিত হইতে পারেন :

তবে (গ) প্রকরণের প্রয়োজনে কোন সংকল্প উত্থাপিত করা যাইবে না, যদি না ঐ সংকল্প উত্থাপিত করিবার অভিপ্রায় জানাইয়া অন্ততঃ চৌদ্দ দিনের নোটিস দেওয়া হইয়া থাকে :

পরন্তু যখনই ঐ সভা ভঙ্গ হয়, উহা ভঙ্গ হইবার পর ঐ সভার প্রথম অধিবেশনের অব্যবহিত পূর্ব পর্যন্ত অধ্যক্ষ তাঁহার পদ শূন্য করিয়া দিবেন না।

১৮০। (১) যখন অধ্যক্ষের পদ শূন্য থাকে, তখন ঐ পদের কর্তব্যসমূহ উপাধ্যক্ষ কর্তৃক অথবা, উপাধ্যক্ষের পদও শূন্য থাকিলে রাজ্যপাল এতদুদ্দেশ্যে বিধানসভায় যে সদস্যকে নিযুক্ত করিতে পারেন, তৎকর্তৃক সম্পাদিত হইবে। উপাধ্যক্ষের বা অন্য কোন ব্যক্তির অধ্যক্ষ-পদের কর্তব্যসমূহ সম্পাদন করিবার বা অধ্যক্ষরূপে কার্য করিবার ক্ষমতা।

(২) বিধানসভার কোন বৈঠকে অধ্যক্ষের অনুপস্থিতিতে উপাধ্যক্ষ অথবা, তিনিও অনুপস্থিত থাকিলে, এরূপ ব্যক্তি যিনি ঐ সভার প্রক্রিয়া সংক্রান্ত নিয়মাবলী দ্বারা নির্ধারিত হইতে পারেন তিনি অথবা, সেরূপ কোন ব্যক্তি উপস্থিত না থাকিলে, এরূপ অন্য কোন ব্যক্তি যিনি ঐ সভা কর্তৃক নির্ধারিত হইতে পারেন তিনি অধ্যক্ষরূপে কার্য করিবেন।

স্বীয় পদ হইতে অপসারণের জন্য সংকল্প বিবেচনাধীন থাকিবার কালে অধ্যক্ষ বা উপাধ্যক্ষ সভাপতিত্ব করিবেন না।

১৮১। (১) বিধানসভার কোন বৈঠকে, অধ্যক্ষকে তাঁহার পদ হইতে অপসারণের জন্য কোন সংকল্প বিবেচনাধীন থাকিবার কালে, অধ্যক্ষ অথবা উপাধ্যক্ষকে তাঁহার পদ হইতে অপসারণের জন্য কোন সংকল্প বিবেচনাধীন থাকিবার কালে উপাধ্যক্ষ, যদিও তিনি উপস্থিত থাকেন, তথাপি সভাপতিত্ব করিবেন না, এবং, ক্ষেত্রানুযায়ী, অধ্যক্ষ বা উপাধ্যক্ষ কোন বৈঠকে অনুপস্থিত থাকিলে তৎসম্বন্ধে ১৮০ অনুচ্ছেদের (২) প্রকরণের বিধানাবলী যেরূপ প্রযোজ্য হয়, ঐরূপ প্রত্যেক বৈঠক সম্বন্ধেও সেরূপ প্রযোজ্য হইবে।

(২) অধ্যক্ষকে তাঁহার পদ হইতে অপসারণের জন্য কোন সংকল্প বিধানসভায় বিবেচনাধীন থাকিবার কালে, ঐ সভায় অধ্যক্ষের বক্তব্য বলিবার এবং উহার কার্যবাহে অন্যথা অংশগ্রহণ করিবার অধিকার থাকিবে, এবং ১৮৯ অনুচ্ছেদে যাহা কিছু আছে তৎসত্ত্বেও, ঐরূপ সংকল্প সম্পর্কে বা ঐরূপ কার্যবাহ চলিবার কালে অন্য কোন বিষয় সম্পর্কে, কেবল প্রথমতঃ তাঁহার ভোট দিবার অধিকার থাকিবে, কিন্তু সমান সমান ভোট হইলে ঐ অধিকার থাকিবে না।

বিধান পরিষদের সভাপতি ও উপ-সভাপতি।

১৮২। যে রাজ্যের বিধান পরিষদ আছে এরূপ প্রত্যেক রাজ্যের বিধান পরিষদ, যথাসম্ভব শীঘ্র, ঐ পরিষদের দুইজন সদস্যকে যথাক্রমে উহার সভাপতিরূপে ও উপ-সভাপতিরূপে চয়ন করিবেন এবং যতবার সভাপতি বা উপ-সভাপতির পদ শূন্য হইবে ততবার ঐ পরিষদ অপর একজন সদস্যকে, ক্ষেত্রানুযায়ী, সভাপতিরূপে বা উপ-সভাপতিরূপে চয়ন করিবেন।

সভাপতি ও উপ-সভাপতির পদ শূন্য করিয়া দেওয়া, পদত্যাগ এবং পদ হইতে অপসারণ।

১৮৩। বিধান পরিষদের সভাপতি বা উপ-সভাপতি পদে অধিষ্ঠিত কোন সদস্য—

(ক) স্বীয় পদ শূন্য করিয়া দিবেন, যদি তিনি আর ঐ পরিষদের সদস্য না থাকেন;

(খ) যেকোন সময়ে, ঐরূপ সদস্য সভাপতি হইলে উপ-সভাপতিকে, এবং ঐরূপ উপ-সভাপতি হইলে সভাপতিকে, উদ্দেশ করিয়া নিজ স্বাক্ষরিত লিখন দ্বারা স্বীয় পদ ত্যাগ করিতে পারেন; এবং

(গ) ঐ পরিষদের তৎকালীন সকল সদস্যের অধিকাংশ কর্তৃক গৃহীত ঐ পরিষদের একটি সংকল্প দ্বারা তাঁহার পদ হইতে অপসারিত হইতে পারেন :

তবে (গ) প্রকরণের প্রয়োজনে কোন সংকল্প উত্থাপিত করা যাইবে না, যদি না ঐ সংকল্প উত্থাপিত করিবার অভিপ্রায় জানাইয়া অন্ততঃ চৌদ্দ দিনের নোটিস দেওয়া হইয়া থাকে।

ভাগ ৬—রাজ্যসমূহ—অনুচ্ছেদ ১৮৪-১৮৭

১৮৪। (১) যখন সভাপতির পদ শূন্য থাকে, তখন ঐ পদের কর্তব্যসমূহ উপ-সভাপতি কর্তৃক অথবা, উপ-সভাপতির পদও শূন্য থাকিলে, রাজ্যপাল এতদুদ্দেশ্যে বিধান পরিষদের যে সদস্যকে নিযুক্ত করিতে পারেন তৎকর্তৃক সম্পাদিত হইবে।

উপ-সভাপতির বা অন্য কোন ব্যক্তির সভাপতিপদের কর্তব্য-সমূহ সম্পাদন করিবার অথবা সভাপতিরূপে কার্য করিবার ক্ষমতা।

(২) ঐ পরিষদের কোন বৈঠকে সভাপতির অনুপস্থিতিতে উপ-সভাপতি অথবা, তিনিও অনুপস্থিত থাকিলে, এরূপ ব্যক্তি যিনি ঐ পরিষদের প্রক্রিয়া সংক্রান্ত নিয়মাবলী দ্বারা নির্ধারিত হইতে পারেন তিনি অথবা, সেরূপ কোন ব্যক্তি উপস্থিত না থাকিলে, এরূপ অন্য কোন ব্যক্তি যিনি ঐ পরিষদ কর্তৃক নির্ধারিত হইতে পারেন তিনি সভাপতিরূপে কার্য করিবেন।

১৮৫। (১) বিধান পরিষদের কোন বৈঠকে, সভাপতিকে তাঁহার পদ হইতে অপসারণের জন্য কোন সঙ্কল্প বিবেচনাধীন থাকিবার কালে, সভাপতি, অথবা উপ-সভাপতিকে তাঁহার পদ হইতে অপসারণের জন্য কোন সঙ্কল্প বিবেচনাধীন থাকিবার কালে, উপ-সভাপতি, যদিও তিনি উপস্থিত থাকেন, তথাপি সভাপতিত্ব করিবেন না, এবং, ক্ষেত্রানুযায়ী, সভাপতি বা উপ-সভাপতি, কোন বৈঠকে অনুপস্থিত থাকিলে তৎসম্বন্ধে ১৮৪ অনুচ্ছেদের (২) প্রকরণের বিধানাবলী যেরূপে প্রযোজ্য হয়, ঐরূপ প্রত্যেক বৈঠক সম্বন্ধেও সেরূপ প্রযোজ্য হইবে।

স্বীয় পদ হইতে অপসারণের জন্য সঙ্কল্প বিবেচনাধীন থাকিবার কালে সভাপতি বা উপ-সভাপতি সভাপতিত্ব করিবেন না।

(২) সভাপতিকে তাঁহার পদ হইতে অপসারণের জন্য কোন সঙ্কল্প বিধান পরিষদে বিবেচনাধীন থাকিবার কালে, পরিষদে সভাপতির বক্তব্য বলিবার এবং উহার কার্যবাহে অন্যথা অংশ গ্রহণ করিবার অধিকার থাকিবে, এবং ১৮৯ অনুচ্ছেদে যাহা কিছু আছে তৎসত্ত্বেও, ঐরূপ সঙ্কল্প সম্পর্কে বা ঐরূপ কার্যবাহ চলিবার কালে অন্য কোন বিষয় সম্পর্কে, কেবল প্রথমতঃ তাঁহার ভোট দিবার অধিকার থাকিবে, কিন্তু সমান সমান ভোট হইলে ঐ অধিকার থাকিবে না।

১৮৬। রাজ্যের বিধানমণ্ডল বিধি দ্বারা যেরূপ বেতন ও ভাতা স্থিরীকৃত করিতে পারেন, বিধানসভার অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষকে এবং বিধান পরিষদের সভাপতি ও উপ-সভাপতিকে যথাক্রমে সেরূপ বেতন ও ভাতা এবং তৎপক্ষে ঐরূপে বিধান প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত, দ্বিতীয় তফসিলে যেরূপ বিনির্দিষ্ট আছে সেরূপ বেতন ও ভাতা প্রদান করিতে হইবে।

অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষের এবং সভাপতি ও উপ-সভাপতির বেতন ও ভাতা।

১৮৭। (১) কোন রাজ্যের বিধানমণ্ডলের সদনের বা প্রত্যেক সদনের পৃথক্ পৃথক্ সাচিবিক কর্মচারিবর্গ থাকিবেন :

রাজ্য বিধানমণ্ডলের সচিবালয়।

তবে যে রাজ্যের বিধান পরিষদ আছে সেই রাজ্যের বিধানমণ্ডলের ক্ষেত্রে এই প্রকরণের কোন কিছুই ঐরূপ বিধানমণ্ডলের উভয় সদনের জন্য অভিন্ন পদসমূহের সৃষ্টিতে অন্তরায় হয় বলিয়া অর্থ করা যাইবে না।

(২) কোন রাজ্যের বিধানমণ্ডলের সদনের বা উভয় সদনের সাচিবিক কর্মচারিপদে নিয়োগ, ঐরূপ পদে নিযুক্ত ব্যক্তিগণের চাকরির শর্তসমূহ ঐ রাজ্যের বিধানমণ্ডল বিধি দ্বারা প্রনিয়ন্ত্রিত করিতে পারেন।

(৩) রাজ্যের বিধানমণ্ডল কর্তৃক (২) প্রকরণ অনুযায়ী বিধান প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত, রাজ্যপাল, ক্ষেত্রানুযায়ী, বিধানসভার অধ্যক্ষের বা বিধান পরিষদের সভাপতির সহিত পরামর্শের পর ঐ সভার অথবা ঐ পরিষদের সাচিবিক কর্মচারিপদে নিয়োগের ও ঐরূপ পদে নিযুক্ত ব্যক্তিগণের চাকরির শর্তসমূহ প্রনিয়ন্ত্রণের নিয়মাবলী প্রণয়ন করিতে পারেন এবং ঐরূপে প্রণীত কোন নিয়মাবলী উক্ত প্রকরণ অনুযায়ী প্রণীত কোন বিধির বিধানাবলীর অধীনে কার্যকর হইবে।

কার্য চালনা

সদস্যগণ কর্তৃক শপথ বা প্রতিজ্ঞা।

১৮৮। কোন রাজ্যের বিধানসভার বা বিধান পরিষদের প্রত্যেক সদস্য আপন আসন গ্রহণের পূর্বে তৃতীয় তফসিলে এতদুদ্দেশ্যে প্রদর্শিত প্ররূপ অনুসারে রাজ্যপালের অথবা তাঁহার দ্বারা তৎপক্ষে নিযুক্ত কোন ব্যক্তির সমক্ষে একটি শপথ বা প্রতিজ্ঞা করিয়া উহাতে স্বাক্ষর করিবেন।

উভয় সদনে ভোটদান, আসন শূন্য থাকা সত্ত্বেও উভয় সদনের কার্য করিবার ক্ষমতা এবং কোরাম।

১৮৯। (১) এই সংবিধানে অন্যথা যেরূপ বিহিত হইয়াছে তদ্ব্যতীত, কোন রাজ্যের বিধানমণ্ডলের কোন সদনের যেকোন বৈঠকে সকল প্রশ্ন অধ্যক্ষ বা সভাপতি ভিন্ন অথবা যে ব্যক্তি অধ্যক্ষ বা সভাপতিরূপে কার্য করিতেছেন তিনি ভিন্ন যে সদস্যগণ উপস্থিত থাকেন ও ভোট দেন তাঁহাদের ভোটাধিক্যে নির্ধারিত হইবে।

অধ্যক্ষ বা সভাপতি অথবা যে ব্যক্তি ঐরূপে কার্য করিতেছেন তিনি প্রথমতঃ ভোট দিবেন না, কিন্তু কোন ক্ষেত্রে ভোট সমান হইলে, তাঁহার একটি নির্ণায়ক ভোট থাকিবে এবং তিনি তাহা প্রয়োগ করিবেন।

(২) কোন রাজ্যের বিধানমণ্ডলের কোন সদনের কোন সদস্যপদ শূন্য থাকিলেও ঐ সদনের কার্য করিবার ক্ষমতা থাকিবে এবং পরে যদি আবিষ্কৃত হয় যে এরূপ কোন ব্যক্তি আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন বা ভোট দিয়াছিলেন বা অন্যথা কার্যবাহে অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন যাঁহার ঐরূপ করিবার অধিকার ছিল না, তৎসত্ত্বেও রাজ্যের বিধানমণ্ডলের কার্যবাহ সিদ্ধ হইবে।

(৩) কোন রাজ্যের বিধানমণ্ডল বিধি দ্বারা অন্যথা বিধান না করা পর্যন্ত, রাজ্যের বিধানমণ্ডলের কোন সদনের কোন অধিবেশনের জন্য ঐ সদনের দশজন সদস্য বা উহার মোট সদস্য-সংখ্যার এক-দশমাংশ, এতদুভয়ের মধ্যে যে সংখ্যা অধিকতর হয় সেই সংখ্যক সদস্যে কোরাম হইবে।

(৪) যদি কোন রাজ্যের বিধানসভার বা বিধান পরিষদের কোন অধিবেশন চলিবার কালে কোন সময়ে কোরাম না থাকে, তাহাহইলে, অধ্যক্ষের বা সভাপতির অথবা যে ব্যক্তি ঐরূপে কার্য করিতেছেন তাঁহার কর্তব্য হইবে সদন স্থগিত রাখা অথবা কোরাম না হওয়া পর্যন্ত অধিবেশন নিলম্বিত রাখা।

ভাগ ৬—রাজ্যসমূহ—অনুচ্ছেদ ১৯০

সদস্যগণের নির্যোগ্যতা

১৯০। (১) কোন ব্যক্তি কোন রাজ্যের বিধানমণ্ডলের উভয় সদনের সদস্য হইবেন না এবং উভয় সদনের সদস্যরূপে চয়নকৃত হইয়াছেন এরূপ কোন ব্যক্তি কর্তৃক কোন একটি সদনে তাঁহার আসন শূন্যকরণের জন্য রাজ্যের বিধানমণ্ডল বিধি দ্বারা বিধান করিবেন। আসন শূন্যকরণ।

(২) কোন ব্যক্তি প্রথম তফসিলে বিনির্দিষ্ট দুই বা ততোধিক রাজ্যের বিধানমণ্ডলের সদস্য হইবেন না, এবং যদি কোন ব্যক্তি দুই বা ততোধিক ঐরূপ রাজ্যের বিধানমণ্ডলের সদস্যরূপে চয়নকৃত হন, তাহাহইলে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রণীত নিয়মাবলীতে যেরূপ সময়সীমা বিনির্দিষ্ট হইতে পারে তাহার অবসানে ঐরূপ সকল রাজ্যের বিধানমণ্ডলসমূহে ঐ ব্যক্তির আসন শূন্য হইয়া যাইবে, যদি না তিনি পূর্বেই একটি ব্যতীত আর সকল রাজ্যের বিধানমণ্ডলে তাঁহার আসন ত্যাগ করিয়া থাকেন।

(৩) যদি কোন রাজ্যের বিধানমণ্ডলের কোন সদনের কোন সদস্য —

(ক) [১৯১ অনুচ্ছেদের (১) প্রকরণ বা (২) প্রকরণে] উল্লিখিত কোন নির্যোগ্যতার অধীন হইয়া যান; অথবা

[(খ) ক্ষেত্রানুযায়ী, অধ্যক্ষকে বা সভাপতিকে উদ্দেশ করিয়া নিজ স্বাক্ষরিত লিখন দ্বারা স্বীয় আসন ত্যাগ করেন এবং তাঁহার আসন ত্যাগ, ক্ষেত্রানুযায়ী, অধ্যক্ষ বা সভাপতি কর্তৃক গৃহীত হয়,]

তাহাহইলে, তাঁহার আসন শূন্য হইয়া যাইবে :

[তবে (খ) উপ-প্রকরণে উল্লিখিত কোন আসনত্যাগের ক্ষেত্রে, যদি, ক্ষেত্রানুযায়ী, অধ্যক্ষের বা সভাপতির, প্রাপ্ত তথ্য হইতে বা অন্যথা, এবং তিনি যেরূপ উচিত মনে করেন সেরূপ অনুসন্ধান করিবার পর, এরূপ প্রতীতি হয় যে ঐরূপ আসনত্যাগ স্বেচ্ছাকৃত বা যথার্থ নহে, তাহাহইলে, তিনি ঐরূপে আসনত্যাগ গ্রহণ করিবেন না।]

(৪) যদি ষাট দিন সময়সীমার জন্য কোন রাজ্যের বিধানমণ্ডলের কোন সদনের কোন সদস্য ঐ সদনের অনুমতি বিনা উহার সকল অধিবেশনে অনুপস্থিত থাকেন, তাহাহইলে, ঐ সদন তাঁহার আসন শূন্য বলিয়া ঘোষণা করিতে পারেন :

তবে উক্ত ষাট দিন সময়সীমার গণনায়, যে সময়সীমার জন্য সদনের সত্রাবসান চলিতে থাকে, বা সদন ক্রমান্বয়ে চারদিনের অধিককাল স্থগিত থাকে, তাহা ধরা হইবে না।

ভাগ ৬—রাজ্যসমূহ—অনুচ্ছেদ ১৯১-১৯৩

সদস্যপদের জন্য নির্যোগ্যতাসমূহ।

১৯১। (১) কোন ব্যক্তি কোন রাজ্যের বিধানসভার বা বিধান পরিষদের সদস্যরূপে চয়নকৃত হইবার এবং সদস্য থাকিবার নির্যোগ্য হইবেন—

(ক) যদি তিনি ভারত সরকারের বা প্রথম তফসিলে বিনির্দিষ্ট কোন রাজ্যের সরকারের অধীনে, যে পদ পদাধিকারীকে নির্যোগ্য করে না বলিয়া রাজ্যের বিধানমণ্ডল কর্তৃক বিধি দ্বারা ঘোষিত, সেই পদ ভিন্ন অন্য কোন লাভের পদে অধিষ্ঠিত থাকেন;

(খ) যদি তিনি অসুস্থমনা হন এবং ঐরূপ হইয়াছেন বলিয়া কোন ক্ষমতাপন্ন আদালত কর্তৃক ঘোষিত হইয়া থাকেন;

(গ) যদি তিনি অনুন্মুক্ত দেউলিয়া হন;

(ঘ) যদি তিনি ভারতের নাগরিক না হন অথবা স্বেচ্ছায় কোন বিদেশী রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব অর্জন করিয়া থাকেন অথবা কোন বিদেশী রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য বা অনুষক্তি স্বীকার করিয়া থাকেন;

(ঙ) যদি সংসদ কর্তৃক প্রণীত কোন বিধি দ্বারা বা অনুযায়ী তাঁহাকে ঐরূপে নির্যোগ্য করা হইয়া থাকে।

[**ব্যাখ্যা।**— এই প্রকরণের প্রয়োজনে,] কোন ব্যক্তি সংঘের বা প্রথম তফসিলে বিনির্দিষ্ট কোন রাজ্যের মন্ত্রী আছেন কেবল এই কারণে ভারত সরকারের অথবা ঐরূপ রাজ্যের সরকারের অধীনে কোন লাভের পদে অধিষ্ঠিত আছেন বলিয়া গণ্য হইবেন না।

[(২) কোন ব্যক্তি কোন রাজ্যের বিধানসভা বা বিধান পরিষদের সদস্য হইবার নির্যোগ্য হইবেন যদি তিনি দশম তফসিল অনুযায়ী তদনুরূপ নির্যোগ্য হন।]

সদস্যগণের নির্যোগ্যতা সম্পর্কিত প্রশ্নের মীমাংসা।

১৯২। (১) যদি এরূপ কোন প্রশ্ন উঠে যে কোন রাজ্যের বিধানমণ্ডল কোন সদনের কোন সদস্য ১৯১ অনুচ্ছেদের (১) প্রকরণে উল্লিখিত কোন নির্যোগ্যতার অধীন হইয়াছেন কিনা, তাহাহইলে, ঐ প্রশ্ন রাজ্যপালের মীমাংসার জন্য প্রেরিত হইবে এবং তাঁহার মীমাংসা চূড়ান্ত হইবে।

(২) ঐরূপ কোন প্রশ্নের মীমাংসা করিবার পূর্বে রাজ্যপাল নির্বাচন কমিশনের অভিমত গ্রহণ করিবেন এবং ঐ অভিমত অনুসারে কার্য করিবেন।]

১৮৮ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী শপথ বা প্রতিজ্ঞা করিবার পূর্বে অথবা যোগ্যতাসম্পন্ন না হইলে বা নির্যোগ্য হইলে আসন গ্রহণ ও ভোটদানের জন্য দণ্ড।

১৯৩। যদি কোন ব্যক্তি ১৮৮ অনুচ্ছেদ মতে যাহা আবশ্যক তাহা পালন করিবার পূর্বে, অথবা কোন রাজ্যের বিধানসভা বা বিধান পরিষদের সদস্যপদের জন্য তিনি যোগ্যতাসম্পন্ন নহেন বা নির্যোগ্য হইয়াছেন অথবা সংসদ বা রাজ্য বিধানমণ্ডলের কর্তৃক প্রণীত কোন বিধির বিধানাবলীর দ্বারা তিনি আসন গ্রহণ করিতে বা ভোট দিতে প্রতিষিদ্ধ হইয়াছেন জানিয়াও, ঐ বিধানসভা বা বিধান পরিষদের সদস্যরূপে আসন গ্রহণ করেন বা ভোট দেন, তাহাহইলে, যতদিন তিনি ঐরূপে আসন গ্রহণ

করেন বা ভোট দেন তাহার প্রত্যেক দিনের জন্য পাঁচশত টাকা অর্থ (দণ্ড)-এ দণ্ডনীয় হইবেন, যাহা রাজ্যের প্রাপ্য ঋণরূপে আদায় করা হইবে।

রাজ্য বিধানমণ্ডলসমূহের ও উহাদের সদস্যগণের ক্ষমতা, বিশেষাধিকার ও অনাক্রম্যতাসমূহ

বিধানমণ্ডলের উভয় সদনের এবং উহাদের সদস্যগণের ও কমিটিসমূহের ক্ষমতা, বিশেষাধিকার, ইত্যাদি।

১৯৪। (১) এই সংবিধানের বিধানাবলীর অধীনে, এবং বিধানমণ্ডলের প্রক্রিয়া যে নিয়মাবলী ও স্থায়ী আদেশসমূহ দ্বারা প্রনিয়ন্ত্রিত হয় তদধীনে, প্রত্যেক রাজ্যের বিধানমণ্ডলে বাক্‌-স্বাধীনতা থাকিবে।

(২) কোন রাজ্যের বিধানমণ্ডলের কোন সদস্য বিধানমণ্ডলে বা উহার কোন কমিটিতে যাহা কিছু বলিয়াছেন বা যে ভোট দিয়াছেন তৎসম্পর্কে কোন আদালতে কোন কার্যবাহের দায়িতাধীন হইবেন না এবং কোন ব্যক্তি ঐরূপ কোন বিধানমণ্ডলের কোন সদনের দ্বারা বা প্রাধিকারবলে কোন প্রতিবেদন, পত্র, ভোট বা কার্যাবলী প্রকাশ সম্পর্কে এরূপ কোন কার্যবাহের দায়িতাধীন হইবেন না।

(৩) অন্য বিষয়সমূহে কোন রাজ্যের বিধানমণ্ডলের কোন সদনের এবং ঐরূপ বিধানমণ্ডলের কোন সদনের সদস্যগণের ও কমিটিসমূহের ক্ষমতা, বিশেষাধিকার ও অনাক্রম্যতাসমূহ বিধানমণ্ডল সময় সময় বিধি দ্বারা যেরূপ নিরূপিত করিতে পারেন সেরূপ হইবে এবং ঐরূপে নিরূপিত না হওয়া পর্যন্ত, [সংবিধান (চুয়াল্লিশতম সংশোধন) আইন, ১৯৭৮-এর ২৬ ধারা বলবৎ হইবার অব্যবহিত পূর্বে ঐ সদনের এবং উহার সদস্যগণের ও কমিটিসমূহের যেরূপ ক্ষমতা, বিশেষাধিকার ও অনাক্রম্যতাসমূহ ছিল সেরূপ হইবে।]

(৪) (১), (২) ও (৩) প্রকরণের বিধানাবলী কোন রাজ্যের বিধানমণ্ডলের সদস্যগণের সম্বন্ধে যেরূপ প্রযুক্ত হয়, যেসকল ব্যক্তির এই সংবিধানের বলে ঐ বিধানমণ্ডলের কোন সদনে বা উহার কোন কমিটিতে বক্তব্য বলিবার এবং অন্যথা উহার কার্যবাহে অংশগ্রহণ করিবার অধিকার আছে, তাঁহাদের সম্বন্ধে সেরূপ প্রযুক্ত হইবে।

সদস্যগণের বেতন ও ভাতা।

১৯৫। কোন রাজ্যের বিধানমণ্ডল, বিধি দ্বারা, সময় সময় যেরূপ নির্ধারিত করিতে পারেন, সেই রাজ্যের বিধানসভা ও বিধান পরিষদের সদস্যগণ সেরূপ বেতন ও ভাতা এবং তৎপক্ষে ঐরূপে বিধান প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত, এই সংবিধানের প্রারম্ভের অব্যবহিত পূর্বে তৎস্থানী প্রদেশের বিধানসভার সদস্যগণের প্রতি যেরূপ প্রযোজ্য ছিল সেরূপ হারে ও সেরূপ শর্তাধীনে বেতন ও ভাতা পাইবার অধিকারী হইবেন।

ভাগ ৬—রাজ্যসমূহ—অনুচ্ছেদ ১৯৬-১৯৭

বিধানিক প্রক্রিয়া

বিধেয়ক পুরঃস্থাপন ও গ্রহণ সম্পর্কে বিধানাবলী।

১৯৬। (১) অর্থ-বিধেয়কসমূহ এবং অন্য বিত্ত-বিধেয়কসমূহ সম্পর্কে ১৯৮ ও ২০৭ অনুচ্ছেদের বিধানাবলীর অধীনে, কোন বিধেয়ক, যে রাজ্যের বিধান পরিষদ আছে, সেই রাজ্যের বিধানমণ্ডলের যে কোন সদনে আরম্ভ হইতে পারে।

(২) ১৯৭ ও ১৯৮ অনুচ্ছেদের বিধানাবলীর অধীনে, কোন বিধেয়ক, যে রাজ্যের বিধান পরিষদ আছে, সেই রাজ্যের বিধানমণ্ডলের উভয় সদন কর্তৃক গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে না, যদি না উহা বিনা সংশোধনে অথবা উভয় সদন যাহা স্বীকার করিয়া লইয়াছেন কেবল সেইরূপে সংশোধন সহ, উভয় সদন কর্তৃক স্বীকৃত হয়।

(৩) কোন রাজ্যের বিধানমণ্ডলে বিবেচনাধীন কোন বিধেয়ক তদীয় সদনের বা উভয় সদনের সত্রাবসানের কারণে ব্যপগত হইবে না।

(৪) কোন রাজ্যের বিধান পরিষদে বিবেচনাধীন কোন বিধেয়ক যাহা বিধানসভা কর্তৃক গৃহীত হয় নাই তাহা ঐ সভা ভঙ্গ হইলে ব্যপগত হইবে না।

(৫) যে বিধেয়ক কোন রাজ্যের বিধানসভায় বিবেচনাধীন, অথবা বিধানসভা কর্তৃক গৃহীত হইবার পর বিধান পরিষদে বিবেচনাধীন, তাহা বিধানসভা ভঙ্গ হইলে ব্যপগত হইবে।

অর্থ-বিধেয়ক ভিন্ন অন্য বিধেয়ক সম্পর্কে বিধান পরিষদের ক্ষমতার সঙ্কোচন।

১৯৭। (১) যে রাজ্যের বিধান পরিষদ আছে, সেই রাজ্যের বিধানসভা কর্তৃক কোন বিধেয়ক গৃহীত এবং বিধান পরিষদে প্রেরিত হইবার পরে, যদি—

(ক) ঐ পরিষদ কর্তৃক ঐ বিধেয়ক অগ্রাহ্য হয়; অথবা

(খ) ঐ পরিষদের সমক্ষে ঐ বিধেয়ক স্থাপিত হইবার তারিখ হইতে তিন মাসের অধিককাল তৎকর্তৃক ঐ বিধেয়ক গৃহীত না হইয়া অতিবাহিত হয়; অথবা

(গ) ঐ পরিষদ কর্তৃক এরূপ সংশোধন সহ ঐ বিধেয়ক গৃহীত হয় যাহা বিধানসভা স্বীকার করেন না;

তাহাহইলে, বিধানসভা, যে নিয়মাবলী দ্বারা উহার প্রক্রিয়া প্রনিয়ন্ত্রিত হয় তদধীনে বিধান পরিষদ কর্তৃক কৃত প্রস্তাবিত বা স্বীকৃত কোন সংশোধন থাকিলে তৎসহ, বা তদ্ব্যতিরেকে, ঐ বিধেয়ক সেই সত্রে বা পরবর্তী কোন সত্রে পুনরায় গ্রহণ করিতে পারেন এবং তৎপরে এইরূপে গৃহীত বিধেয়ক বিধান পরিষদে প্রেরণ করিতে পারেন।

(২) কোন বিধেয়ক বিধানসভা কর্তৃক ঐরূপে দ্বিতীয়বার গৃহীত ও বিধান পরিষদে প্রেরিত হইবার পরে, যদি—

(ক) ঐ পরিষদ কর্তৃক ঐ বিধেয়ক অগ্রাহ্য হয়; অথবা

(খ) ঐ পরিষদের সমক্ষে ঐ বিধেয়ক স্থাপিত হইবার তারিখ হইতে এক মাসের অধিককাল তৎকর্তৃক ঐ বিধেয়ক গৃহীত না হইয়া অতিবাহিত হয়; অথবা

(গ) ঐ পরিষদ কর্তৃক এরূপ সংশোধন সহ ঐ বিধেয়ক গৃহীত হয় যাহা বিধানসভা স্বীকার করেন না;

তাহাহইলে, বিধান পরিষদ কর্তৃক কৃত বা প্রস্তাবিত এবং বিধানসভা কর্তৃক স্বীকৃত কোন সংশোধন থাকিলে তৎসহ, ঐ বিধেয়ক যে আকারে বিধানসভা কর্তৃক দ্বিতীয়বার গৃহীত হইয়াছিল সেই আকারে রাজ্যের বিধানমণ্ডলের উভয় সদন কর্তৃক গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(৩) এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই অর্থ-বিধেয়ক সম্পর্কে প্রযুক্ত হইবে না।

অর্থ-বিধেয়ক সম্পর্কে বিশেষ প্রক্রিয়া।

১৯৮। (১) কোন অর্থ-বিধেয়ক বিধান পরিষদে পুরঃস্থাপিত হইবে না।

(২) যে রাজ্যের বিধান পরিষদ আছে সেই রাজ্যের বিধানসভা কর্তৃক কোন অর্থ-বিধেয়ক গৃহীত হইবার পর, উহা বিধান পরিষদে তদীয় সুপারিশের জন্য প্রেরিত হইবে এবং বিধান পরিষদ তৎকর্তৃক ঐ বিধেয়ক প্রাপ্তির তারিখ হইতে চৌদ্দ দিন সময়সীমার মধ্যে তদীয় সুপারিশ সহ বিধেয়কটি বিধানসভায় প্রত্যর্পণ করিবেন, এবং তদনন্তর বিধানসভা বিধান পরিষদের সকল বা যেকোন সুপারিশ হয় মানিয়া লইতে অথবা অগ্রাহ্য করিতে পারেন।

(৩) যদি বিধানসভা বিধান পরিষদের সুপারিশসমূহের মধ্যে কোনটি মানিয়া লন, তাহাহইলে, যে সংশোধনসমূহ বিধান পরিষদ সুপারিশ করিয়াছেন এবং বিধানসভা মানিয়া লইয়াছেন তৎসহ, অর্থ-বিধেয়কটি উভয় সদন কর্তৃক গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(৪) যদি বিধানসভা বিধান পরিষদের সুপারিশসমূহের মধ্যে কোনটিই মানিয়া না লন, তাহাহইলে, যে সংশোধনসমূহ বিধান পরিষদ সুপারিশ করিয়াছেন তদ্ব্যতিরেকে, অর্থ-বিধেয়কটি যে আকারে বিধানসভা কর্তৃক গৃহীত হইয়াছিল সেই আকারে উভয় সদন কর্তৃক গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(৫) যদি বিধানসভা কর্তৃক গৃহীত এবং বিধান পরিষদে তদীয় সুপারিশের জন্য প্রেরিত কোন অর্থ-বিধেয়ক উক্ত চৌদ্দ দিন সময়সীমার মধ্যে বিধানসভায় প্রত্যর্পিত না হয়, তাহাহইলে, উক্ত সময়সীমার অবসানে, উহা বিধানসভা কর্তৃক যে আকারে গৃহীত হইয়াছিল সেই আকারে উভয় সদন কর্তৃক গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

"অর্থ-বিধেয়ক"-এর সংজ্ঞার্থ।

১৯৯। (১) এই অধ্যায়ের প্রয়োজনে, কোন বিধেয়ক, অর্থ-বিধেয়ক বলিয়া গণ্য হইবে, যদি উহাতে কেবল এরূপ বিধানাবলী থাকে যাহা নিম্নলিখিত বিষয়সমূহের সকল বা যেকোন বিষয়ের সহিত সংসৃষ্ট, যথা : —

(ক) কোন করের আরোপণ, বিলোপন, পরিহার, পরিবর্তন বা প্রনিয়ন্ত্রণ;

(খ) রাজ্য কর্তৃক ধার গ্রহণের বা কোন প্রত্যাভূতি প্রদানের প্রনিয়ন্ত্রণ, অথবা, রাজ্য যে বিত্তীয় দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন বা করিবেন তৎসম্পর্কে বিধির সংশোধন;

(গ) রাজ্যের সঞ্চিত নিধি বা আকস্মিকতা নিধির অভিরক্ষা, ঐরূপ কোন নিধিতে অর্থ প্রদান করা বা উহা হইতে অর্থ উঠাইয়া লওয়া;

(ঘ) রাজ্যের সঞ্চিত নিধি হইতে অর্থ উপযোজন;

(ঙ) কোন ব্যয় রাজ্যের সঞ্চিত নিধির উপর প্রভারিত ব্যয় বলিয়া ঘোষণা, অথবা ঐরূপ কোন ব্যয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি;

(চ) রাজ্যের সঞ্চিত নিধিতে বা রাজ্যের সরকারী হিসাবখাতে অর্থপ্রাপ্তি অথবা ঐরূপ অর্থের অভিরক্ষা বা নির্গম; অথবা

(ছ) (ক) হইতে (চ) উপ-প্রকরণে বিনির্দিষ্ট যেকোন বিষয়ের আনুষঙ্গিক কোন বিষয়।

(২) কোন বিধেয়ক, উহা জরিমানা বা অন্য আর্থিক দণ্ড আরোপণের, অথবা অনুজ্ঞাপত্র বা প্রদত্ত সেবার জন্য ফীসমূহ দাবি বা প্রদানের বিধান করে কেবল এই কারণে অথবা কোন স্থানীয় প্রাধিকারী বা সংস্থা কর্তৃক স্থানীয় প্রয়োজনে কোন করের আরোপণ, বিলোপন, পরিহার, পরিবর্তন বা প্রনিয়ন্ত্রণের বিধান করে এই কারণে, অর্থ-বিধেয়ক বলিয়া গণ্য হইবে না।

(৩) যে রাজ্যের বিধান পরিষদ আছে সেই রাজ্যের বিধানমণ্ডলে পুরঃস্থাপিত কোন বিধেয়ক অর্থ-বিধেয়ক কিনা যদি এরূপ কোন প্রশ্ন উঠে, তৎসম্পর্কে ঐ রাজ্যের বিধানসভার অধ্যক্ষের মীমাংসা চূড়ান্ত হইবে।

(৪) প্রত্যেক অর্থ-বিধেয়ক ১৯৮ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী বিধান পরিষদে যখন প্রেরিত হয় এবং ২০০ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী উহা রাজ্যপালের নিকট যখন সম্মতির জন্য উপস্থাপিত করা হয়, তখন উহার পৃষ্ঠে বিধানসভার অধ্যক্ষ কর্তৃক স্বাক্ষরিত তদীয় এই শংসাপত্র থাকিবে যে উহা একটি অর্থ-বিধেয়ক।

২০০। যখন কোন রাজ্যের বিধানসভা কর্তৃক অথবা যে রাজ্যের বিধান পরিষদ আছে সেই রাজ্যের বিধানমণ্ডলের উভয় সদন কর্তৃক কোন বিধেয়ক গৃহীত হয়, তখন উহা রাজ্যপালের নিকট উপস্থাপিত করিতে হইবে এবং রাজ্যপাল ঘোষণা করিবেন যে তিনি ঐ বিধেয়কে সম্মতি দান করিলেন অথবা তিনি উহাতে সম্মতি দান বন্ধ রাখিলেন অথবা তিনি বিধেয়কটি রাষ্ট্রপতির বিবেচনার্থ রক্ষিত করিলেন: বিধেয়কে সম্মতি।

তবে রাজ্যপালের নিকট সম্মতির জন্য কোন বিধেয়ক উপস্থাপিত করা হইলে তিনি, বিধেয়কটি অর্থ-বিধেয়ক না হইলে, যথাসম্ভব শীঘ্র উহা প্রত্যর্পণ করিয়া তৎসহ একটি বার্তায় এরূপ অনুরোধ করিতে পারেন যে ঐ সদন বা উভয় সদন বিধেয়কটি বা উহার কোন বিনির্দিষ্ট বিধানাবলী পুনর্বিবেচনা করিবেন এবং বিশেষতঃ তিনি যেরূপ সংশোধন তাঁহার বার্তায় সুপারিশ করিতে পারেন তাহা পুরঃস্থাপিত করিবার বাঞ্ছনীয়তা বিবেচনা করিবেন, এবং কোন বিধেয়ক ঐরূপে প্রত্যর্পিত হইলে, ঐ সদন বা উভয় সদন তদনুসারে বিধেয়কটি পুনর্বিবেচনা করিবেন, এবং ঐ বিধেয়ক যদি পুনরায় ঐ সদন বা উভয় সদন কর্তৃক সংশোধন সহ বা বিনা সংশোধনে গৃহীত হয় এবং রাজ্যপালের নিকট তাঁহার সম্মতির জন্য উপস্থাপিত করা হয়, তাহাহইলে, রাজ্যপাল উহাতে সম্মতি দান বন্ধ রাখিবেন না :

পরন্তু যে বিধেয়ক, বিধিতে পরিণত হইলে, রাজ্যপালের অভিমতে হাইকোর্টের ক্ষমতাসমূহের এরূপ অপকর্ষ সাধন করিবে যে তজ্জন্য, ঐ কোর্ট যে স্থান পূরণ করিবে বলিয়া এই সংবিধানে অভিপ্রেত, তাহা বিপন্ন হইতে পারে, সেরূপ বিধেয়কে রাজ্যপাল সম্মতি দিবেন না, কিন্তু উহা রাষ্ট্রপতির বিবেচনার্থ রক্ষিত করিবেন।

২০১। রাষ্ট্রপতির বিবেচনার জন্য কোন বিধেয়ক রাজ্যপাল কর্তৃক রক্ষিত হইলে রাষ্ট্রপতি ঘোষণা করিবেন যে তিনি ঐ বিধেয়কে সম্মতি দান করিলেন অথবা তিনি উহাতে সম্মতিদান বন্ধ রাখিলেন: বিবেচনার্থ রক্ষিত বিধেয়কসমূহ।

তবে যেক্ষেত্রে ঐ বিধেয়ক অর্থ-বিধেয়ক নহে, সেক্ষেত্রে, রাষ্ট্রপতি ২০০ অনুচ্ছেদের প্রথম অনুবিধিতে যেরূপ উল্লিখিত আছে সেরূপ বার্তা সহ, ক্ষেত্রানুযায়ী, রাজ্যের বিধানমণ্ডলের সদনে বা উভয় সদনে বিধেয়কটি প্রত্যর্পণ করিবার জন্য রাজ্যপালকে নির্দেশ দিতে পারেন, এবং এরূপে কোন বিধেয়ক যখন প্রত্যর্পিত হয়, তখন ঐ সদন বা উভয় সদন ঐরূপ বার্তা প্রাপ্তির তারিখ হইতে ছয় মাস সময়সীমার মধ্যে তদনুসারে উহা পুনর্বিবেচনা করিবেন, এবং যদি সদন বা উভয় সদন কর্তৃক উহা সংশোধন সহ বা বিনা সংশোধনে পুনরায় গৃহীত হয়, তাহাহইলে উহা পুনরায় রাষ্ট্রপতির নিকট বিবেচনার্থ উপস্থাপিত করিতে হইবে।

বিত্ত-বিষয়ে প্রক্রিয়া

বার্ষিক বিত্ত-বিবরণ।

২০২। (১) রাজ্যপাল রাজ্যের বিধানমণ্ডলের সদনের বা উভয় সদনের সমক্ষে প্রত্যেক বিত্ত বৎসর সম্পর্কে সেই বৎসরের জন্য রাজ্যের প্রাক্কলিত প্রাপ্তি ও ব্যয়ের একটি বিবরণ, যাহা এই ভাগে "বার্ষিক বিত্ত-বিবরণ" বলিয়া উল্লিখিত, স্থাপন করাইবেন।

(২) বার্ষিক বিত্ত-বিবরণে নিবেশিত ব্যয়ের প্রাক্কলনে—

(ক) যে সকল ব্যয় রাজ্যের সঞ্চিত নিধির উপর প্রভারিত বলিয়া এই সংবিধান দ্বারা বর্ণিত, সেই সকল ব্যয় নির্বাহের জন্য আবশ্যক পরিমাণ অর্থসমূহ; এবং

(খ) রাজ্যের সঞ্চিত নিধি হইতে অন্য যে ব্যয়সমূহ করা হইবে বলিয়া প্রস্তাবিত তাহা নির্বাহের জন্য আবশ্যক পরিমাণ অর্থসমূহ,

পৃথক্ পৃথক্ ভাবে দেখাইতে হইবে এবং রাজস্বখাতে ব্যয় হইতে অন্য ব্যয় প্রভেদ করিতে হইবে।

(৩) নিম্নলিখিত ব্যয় প্রত্যেক রাজ্যের সঞ্চিত নিধির উপর প্রভারিত ব্যয় হইবে:—

(ক) রাজ্যপালের উপলভ্য ও ভাতাসমূহ এবং তাঁহার পদ সম্বন্ধী অন্যান্য ব্যয়;

(খ) বিধানসভার অধ্যক্ষের ও উপাধ্যক্ষের এবং যে রাজ্যের বিধান পরিষদ আছে সেই রাজ্যের বিধান পরিষদের সভাপতির ও উপ-সভাপতির বেতন ও ভাতা;

(গ) সুদ, প্রতিপূরক নিধি প্রভার ও বিমোচন প্রভার সমেত, সেই সকল ঋণ-প্রভার, যাহার জন্য রাজ্য দায়ী, এবং ধার-সংগ্রহ ও ঋণের ব্যবস্থা ও বিমোচন সম্বন্ধে অন্যান্য ব্যয়;

(ঘ) কোন হাইকোর্টের বিচারপতিগণের বেতন ও ভাতা সম্পর্কে ব্যয়;

(ঙ) কোন আদালত অথবা সালিশী ট্রাইবিউন্যালের রায়, ডিক্রী বা রোয়েদাদ পরিশোধ করিবার জন্য আবশ্যক পরিমাণ অর্থ;

(চ) এই সংবিধান কর্তৃক, বা বিধি দ্বারা রাজ্যের বিধানমণ্ডল কর্তৃক, ঐরূপে প্রভারিত বলিয়া ঘোষিত অন্য যেকোন ব্যয়।

২০৩। (১) রাজ্যের সঞ্চিত নিধির উপর প্রভারিত ব্যয়ের সহিত প্রাক্কলনসমূহের যে যে অংশের সম্বন্ধ আছে, তৎসমূহ বিধানসভায় ভোটের জন্য উপস্থাপিত হইবে না, কিন্তু এই প্রকরণের কোন কিছুই বিধানমণ্ডলে ঐ সকল প্রাক্কলনের কোনটির আলোচনায় অন্তরায় হয় এরূপ অর্থ করা যাইবে না। বিধানমণ্ডলে প্রাক্কলন সম্পর্কে প্রক্রিয়া।

(২) অন্য ব্যয়ের সহিত উক্ত প্রাক্কলনসমূহের যে যে অংশের সম্বন্ধ আছে, তৎসমূহ অনুদানের অভিযাচনার আকারে বিধানসভায় উপস্থাপিত হইবে, এবং কোন অভিযাচনা সম্বন্ধে সম্মতি দিবার বা সম্মতি দিতে অস্বীকার করিবার অথবা কোন অভিযাচনায় বিনির্দিষ্ট অর্থের পরিমাণ হ্রাস করিয়া তাহাতে সম্মতি দিবার ক্ষমতা বিধানসভার থাকিবে।

(৩) রাজ্যপালের সুপারিশ ব্যতিরেকে কোন অনুদানের জন্য অভিযাচনা করা যাইবে না।

২০৪। (১) বিধানসভা কর্তৃক ২০৩ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী অনুদানসমূহ প্রদত্ত হইবার পর যথাসম্ভব শীঘ্র,— উপযোজন বিধেয়কসমূহ।

(ক) ঐ সভা কর্তৃক ঐরূপে প্রদত্ত অনুদানসমূহ, এবং

(খ) রাজ্যের সঞ্চিত নিধির উপর প্রভারিত ব্যয়, কিন্তু যাহা কোন ক্ষেত্রেই পূর্বে সদনের বা উভয় সদনের সমক্ষে স্থাপিত বিবরণে প্রদর্শিত পরিমাণের অধিক হইবে না, তাহা

নির্বাহ করিবার জন্য রাজ্যের সঞ্চিত নিধি হইতে আবশ্যক সকল অর্থের উপযোজন সম্বন্ধে বিধান করিবার জন্য, একটি বিধেয়ক পুরঃস্থাপিত হইবে।

(২) কোন রাজ্যের বিধানমণ্ডলের সদনে বা যে কোন সদনে ঐরূপ কোন বিধেয়কের এরূপ সংশোধন প্রস্তাবিত হইবে না যাহার ফলে ঐরূপে প্রদত্ত কোন অনুদানের পরিমাণে তারতম্য হয় বা উহার লক্ষ্য পরিবর্তিত হয়, অথবা রাজ্যের সঞ্চিত নিধির উপর প্রভারিত কোন ব্যয়ের পরিমাণে তারতম্য হয়, এবং কোন সংশোধন এই প্রকরণ অনুযায়ী অগ্রাহ্য কিনা সে বিষয়ে যে ব্যক্তি সভাপতিত্ব করিবেন তাঁহার মীমাংসা চূড়ান্ত হইবে।

(৩) ২০৫ ও ২০৬ অনুচ্ছেদের বিধানাবলীর অধীনে, কোনও অর্থ, এই অনুচ্ছেদের বিধানাবলী অনুসারে গৃহীত বিধি দ্বারা কৃত উপযোজনক্রমে ব্যতীত, রাজ্যের সঞ্চিত নিধি হইতে উঠাইয়া লওয়া যাইবে না।

অনুপূরক, অতিরিক্ত বা অধিক অনুদান।

২০৫। (১) রাজ্যপাল —

(ক) যদি চলতি বিত্ত বৎসরের জন্য কোন বিশেষ সেবার নিমিত্ত ব্যয়িতব্য, ২০৪ অনুচ্ছেদের বিধানাবলী অনুসারে প্রণীত কোন বিধি দ্বারা প্রাধিকৃত অর্থপরিমাণ ঐ বৎসরের প্রয়োজনে অপ্রচুর প্রতিপন্ন হয় অথবা যদি চলতি বিত্ত বৎসরে ঐ বৎসরের বার্ষিক বিত্ত-বিবরণে যে সেবা পরিকল্পিত হয় নাই সেরূপ কোন নূতন সেবার জন্য অনুপূরক বা অতিরিক্ত ব্যয়ের প্রয়োজন ঘটে, অথবা

(খ) যদি কোন বিত্ত বৎসরে ঐ বৎসরে কোন সেবার জন্য যে পরিমাণ অর্থ অনুদান করা হইয়াছিল তদপেক্ষা অধিক অর্থ ঐ সেবার জন্য ব্যয়িত হইয়া থাকে,

তাহাহইলে, ঐ ব্যয়ের প্রাক্কলিত পরিমাণ দেখাইয়া, অন্য একটি বিবরণ, ক্ষেত্রানুযায়ী, রাজ্যের বিধানমণ্ডলের সদনের বা উভয় সদনের সমক্ষে স্থাপিত করাইবেন অথবা ঐরূপ আধিক্যের জন্য একটি অভিযাচনা রাজ্যের বিধানসভায় উপস্থাপিত করাইবেন।

(২) বার্ষিক বিত্ত-বিবরণ এবং তাহাতে উল্লিখিত ব্যয় সম্বন্ধে অথবা কোন অনুদানের অভিযাচনা সম্বন্ধে এবং ঐরূপ ব্যয় বা অনুদান নির্বাহের জন্য রাজ্যের সঞ্চিত নিধি হইতে অর্থ উপযোজনের প্রাধিকার দিবার জন্য যে বিধি প্রণীত হইবে সেই বিধি সম্বন্ধে ২০২, ২০৩ এবং ২০৪ অনুচ্ছেদের বিধানাবলী যেরূপ কার্যকর হয় ঐরূপ কোন বিবরণ এবং ব্যয় অথবা অভিযাচনা সম্বন্ধে এবং ঐরূপ ব্যয় নির্বাহের জন্য বা ঐরূপ অভিযাচনা সম্পর্কিত অনুদানের জন্য রাজ্যের সঞ্চিত নিধি হইতে অর্থের উপযোজন প্রাধিকৃত করিয়া যে বিধি প্রণীত হইবে তৎসম্বন্ধেও ঐ সকল বিধান সেরূপ কার্যকর হইবে।

অন্তর্বর্তী অনুদান, আকলন অনুদান ও ব্যতিক্রমী অনুদান।

২০৬। (১) এই অধ্যায়ে পূর্ববর্তী বিধানাবলীতে যাহা কিছু আছে তৎসত্ত্বেও রাজ্যের বিধানসভার ক্ষমতা থাকিবে —

(ক) প্রাক্কলিত ব্যয় সম্পর্কিত অনুদান সম্বন্ধে ২০৩ অনুচ্ছেদে বিহিত ভোট গ্রহণের প্রক্রিয়া সমাপ্ত এবং ঐ ব্যয় সম্বন্ধে ২০৪ অনুচ্ছেদের বিধানাবলী অনুসারে বিধি গৃহীত না হওয়া পর্যন্ত কোন বিত্ত বৎসরের অংশবিশেষের জন্য অগ্রিম ঐরূপ কোন অনুদান করিবার;

(খ) যেক্ষেত্রে সেবার বিপুলতা বা উহার অনিশ্চিত প্রকৃতির জন্য, বার্ষিক বিত্ত-বিবরণে সাধারণতঃ যে বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া হয়

তৎসহ কোন অভিযাচনা বিবৃত করা যায় না, সেক্ষেত্রে, রাজ্যের সম্পদের উপর সেরূপ অপ্রত্যাশিত অভিযাচনা নির্বাহের জন্য অনুদান করিবার;

(গ) কোন বিত্ত বৎসরের চলিত সেবার অঙ্গীভূত নহে এরূপ কোন ব্যতিক্রমী অনুদান করিবার;

এবং উক্ত অনুদানসমূহ যে সকল উদ্দেশ্যে করা হইয়াছে, তদর্থে রাজ্যের সঞ্চিত নিধি হইতে অর্থ উঠাইয়া লইবার প্রাধিকার বিধি দ্বারা অর্পণ করিবার ক্ষমতা ঐ রাজ্যের বিধানমণ্ডলের থাকিবে।

(২) বার্ষিক বিত্ত-বিবরণে উল্লিখিত ব্যয় সম্বন্ধে অনুদান করা সম্পর্কে এবং ঐরূপ ব্যয় নির্বাহের জন্য রাজ্যের সঞ্চিত নিধি হইতে অর্থ উপযোজনের প্রাধিকার দিবার জন্য যে বিধি প্রণীত হইবে তৎসম্পর্কে ২০৩ ও ২০৪ অনুচ্ছেদের বিধানাবলী যেরূপ কার্যকর হয়, (১) প্রকরণ অনুযায়ী কোন অনুদান করা সম্পর্কে এবং ঐ প্রকরণ অনুযায়ী যে বিধি প্রণীত হইবে তৎসম্পর্কে ঐ বিধানাবলী সেরূপ কার্যকর হইবে।

বিত্ত-বিধেয়ক সম্বন্ধে বিশেষ বিধানাবলী।

২০৭। (১) যে বিধেয়ক বা যে সংশোধন ১৯৯ অনুচ্ছেদের (১) প্রকরণের (ক) হইতে (চ) উপ-প্রকরণে বিনির্দিষ্ট কোন বিষয়ের জন্য বিধান করে, তাহা রাজ্যপালের সুপারিশ ব্যতীত পুরঃস্থাপিত বা উত্থাপিত হইবে না, এবং যে বিধেয়ক ঐরূপ বিধান করে, তাহা বিধান পরিষদে পুরঃস্থাপিত হইবে না :

তবে যে সংশোধন কোন কর হ্রাস বা বিলোপন করিবার বিধান করে, তাহা উত্থাপন করিবার জন্য এই প্রকরণ অনুযায়ী কোন সুপারিশ আবশ্যক হইবে না ।

(২) কোন বিধেয়ক বা সংশোধন পূর্বোক্ত বিষয়সমূহের কোনটির জন্য বিধান করে বলিয়া গণ্য হইবে না কেবল এই কারণে যে উহা জরিমানা বা অন্য আর্থিক দণ্ড আরোপণের অথবা অনুজ্ঞাপত্র বা প্রদত্ত সেবার জন্য ফীসমূহ দাবি বা প্রদানের বিধান করে অথবা এই কারণে যে উহা কোন স্থানীয় প্রাধিকারী বা সংস্থা কর্তৃক স্থানীয় প্রয়োজনে কোন করের আরোপণ, বিলোপন, পরিহার, পরিবর্তন বা প্রনিয়ন্ত্রণ বিধান করে ।

(৩) যে বিধেয়ক বিধিবদ্ধ ও সক্রিয় হইলে কোন রাজ্যের সঞ্চিত নিধি হইতে ব্যয় ঘটাইবে, তাহা রাজ্যের বিধানমণ্ডলের কোন সদন কর্তৃক গৃহীত হইবে না, যদি না রাজ্যপাল ঐ বিধেয়ক সম্বন্ধে বিবেচনার জন্য সেই সদনের নিকট সুপারিশ করিয়া থাকেন।

ভাগ ৬—রাজ্যসমূহ—অনুচ্ছেদ ২০৮-২১০

প্রক্রিয়া — সাধারণতঃ

প্রক্রিয়া সংক্রান্ত নিয়মাবলী।

২০৮। (১) রাজ্যের বিধানমণ্ডলের কোন সদন উহার প্রক্রিয়া ও কার্যচালনা প্রনিয়ন্ত্রণের জন্য, এই সংবিধানের বিধানাবলীর অধীনে, নিয়মাবলী প্রণয়ন করিতে পারেন।

(২) (১) প্রকরণ অনুযায়ী নিয়মাবলী প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত, এই সংবিধানের প্রারম্ভের অব্যবহিত পূর্বে তৎস্থানী প্রদেশের বিধানমণ্ডল সম্পর্কে বলবৎ প্রক্রিয়া সংক্রান্ত নিয়মাবলী ও স্থায়ী আদেশসমূহ, ক্ষেত্রানুযায়ী, বিধানসভার অধ্যক্ষ কর্তৃক বা বিধান পরিষদের সভাপতি কর্তৃক ঐগুলিতে যেরূপ সংপরিবর্তন ও অভিযোজন কৃত হইতে পারে তদধীনে, রাজ্যের বিধানমণ্ডল সম্বন্ধে কার্যকর হইবে।

(৩) যে রাজ্যের বিধানপরিষদ আছে সেই রাজ্যের রাজ্যপাল, বিধানসভার অধ্যক্ষের এবং বিধান পরিষদের সভাপতির সহিত পরামর্শ করিয়া, সদনদ্বয়ের মধ্যে সমাযোজন সম্পর্কে প্রক্রিয়া সংক্রান্ত নিয়মাবলী প্রণয়ন করিতে পারেন।

বিত্তীয় কার্য সম্বন্ধে বিধি দ্বারা রাজ্যের বিধানমণ্ডলে প্রক্রিয়া প্রনিয়ন্ত্রণ।

২০৯। বিত্তীয় কার্য যথাসময়ে সমাপনের উদ্দেশ্যে, কোন রাজ্যের বিধানমণ্ডল কোন বিত্ত-বিষয় সম্বন্ধে অথবা রাজ্যের সঞ্চিত নিধি হইতে অর্থ উপযোজনের কোন বিধেয়ক সম্বন্ধে ঐ রাজ্যের বিধানমণ্ডলের সদনের বা উভয় সদনের প্রক্রিয়া ও কার্যচালনা বিধি দ্বারা প্রনিয়ন্ত্রিত করিতে পারেন, এবং যদি ঐরূপে প্রণীত কোন বিধির কোন বিধান ২০৮ অনুচ্ছেদের (১) প্রকরণ অনুযায়ী ঐ রাজ্যের বিধানমণ্ডলের সদন বা যে কোন সদন কর্তৃক প্রণীত কোন নিয়মের, অথবা ঐ অনুচ্ছেদের (২) প্রকরণ অনুযায়ী রাজ্যের বিধানমণ্ডল সম্পর্কে কার্যকর কোন নিয়মের বা স্থায়ী আদেশের সহিত অসমঞ্জস হয় তাহাহইলে, ঐ বিধান যতদূর পর্যন্ত অসমঞ্জস ততদূর পর্যন্ত অধিক মান্যতা পাইবে।

বিধানমণ্ডলে ব্যবহার্য ভাষা।

২১০। (১) ভাগ ১৭-তে যাহা কিছু আছে তৎসত্ত্বেও, কিন্তু ৩৪৮ অনুচ্ছেদের বিধানাবলীর অধীনে, কোন রাজ্যের বিধানমণ্ডলে ঐ রাজ্যের সরকারী ভাষায় বা ভাষাসমূহে অথবা হিন্দীতে বা ইংরাজীতে কার্য পরিচালিত হইবে :

তবে ক্ষেত্রানুযায়ী, বিধানসভার অধ্যক্ষ বা বিধান পরিষদের সভাপতি, অথবা, যে ব্যক্তি ঐরূপ অধ্যক্ষের বা সভাপতির কার্য করেন তিনি, যে সদস্য পূর্বোক্ত কোন ভাষাতে আপন বক্তব্য পর্যাপ্তভাবে অভিব্যক্ত করিতে পারেন না, তাঁহাকে তাঁহার মাতৃভাষায় সদনে ভাষণ দিবার অনুমতি দিতে পারেন।

(২) রাজ্যের বিধানমণ্ডল যদি বিধি দ্বারা অন্যথা বিধান না করেন, তাহাহইলে, এই সংবিধানের প্রারম্ভ হইতে পনর বৎসর সময়সীমা অবসান হইবার পর এই অনুচ্ছেদ এরূপে কার্যকর হইবে যেন উহা হইতে 'বা ইংরাজীতে' শব্দসমূহ বাদ দেওয়া হইয়াছে:

[তবে [হিমাচল প্রদেশ, মণিপুর, মেঘালয় ও ত্রিপুরা রাজ্যের বিধানমণ্ডলসমূহ সম্বন্ধে, এই প্রকরণ এরূপে কার্যকর হইবে যেন উহাতে বর্তমান ''পনর বৎসর'' শব্দসমূহের স্থলে ''পঁচিশ বৎসর'' শব্দসমূহ প্রতিস্থাপিত হইয়াছে :

পরন্তু অরুণাচল প্রদেশ, গোয়া ও মিজোরাম রাজ্যের বিধানমণ্ডলসমূহ সম্বন্ধে, এই প্রকরণ এরূপে কার্যকর হইবে যেন উহাতে বর্তমান ''পনর বৎসর'' শব্দসমূহের স্থলে ''চল্লিশ বৎসর'' শব্দসমূহ প্রতিস্থাপিত হইয়াছে।

২১১। সুপ্রীম কোর্টের বা কোন হাইকোর্টের কোন বিচারপতি তাঁহার কর্তব্য নির্বাহে যে আচরণ করিয়াছেন তৎসম্পর্কে কোন রাজ্যের বিধানমণ্ডলে কোন আলোচনা চলিবে না। বিধানমণ্ডলে আলোচনার সঙ্কোচন।

২১২। (১) প্রক্রিয়াগত কোন অভিকথিত অনিয়মিততার হেতুতে কোন রাজ্যের বিধানমণ্ডলের কোন কার্যবাহের সিদ্ধতা সম্পর্কে কোন আপত্তি করা যাইবে না। বিধানমণ্ডলের কার্যবাহ সম্পর্কে কোন আদালত অনুসন্ধান করিবেন না।

(২) রাজ্যের বিধানমণ্ডলের যে আধিকারিক বা সদস্যের উপর এই সংবিধান দ্বারা বা অনুযায়ী বিধানমণ্ডলে প্রক্রিয়া বা কার্যচালনা প্রনিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য অথবা শৃঙ্খলা রক্ষা করিবার জন্য ক্ষমতাসমূহ বর্তাইয়াছে, তাঁহার ঐ ক্ষমতাসমূহ প্রয়োগ সম্পর্কে তিনি কোন আদালতের ক্ষেত্রাধিকারের অধীন হইবেন না।

অধ্যায় ৪ — রাজ্যপালের বিধানিক ক্ষমতা

২১৩। (১) কোন রাজ্যের বিধানসভা সত্রাসীন থাকাকালে ভিন্ন, অথবা যেক্ষেত্রে কোন রাজ্যের বিধান পরিষদ আছে, সেক্ষেত্রে, বিধানমণ্ডলের উভয় সদন সত্রাসীন থাকাকালে ভিন্ন, অন্য কোন সময়ে রাজ্যপালের যদি প্রতীতি হয় যে এরূপ অবস্থাসমূহ বিদ্যমান যে তাঁহার পক্ষে আশু ব্যবস্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন, তাহাহইলে, তিনি এরূপ অধ্যাদেশ প্রখ্যাপন করিতে পারেন যাহা ঐ অবস্থাসমূহে আবশ্যক বলিয়া তাঁহার নিকট প্রতীয়মান হয় : বিধানমণ্ডলের অবকাশকালে রাজ্যপালের অধ্যাদেশ প্রখ্যাপন করিবার ক্ষমতা।

তবে রাজ্যপাল রাষ্ট্রপতির অনুদেশ ব্যতীত ঐরূপ কোন অধ্যাদেশ প্রখ্যাপন করিবেন না যদি,—

(ক) যে বিধেয়কে একই বিধানাবলী থাকে, বিধানমণ্ডলে তাহার পুরঃস্থাপনের জন্য এই সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রপতির পূর্বমঞ্জুরি আবশ্যক হইত; অথবা

(খ) যে বিধেয়কে একই বিধানাবলী থাকে, তাহা রাষ্ট্রপতির বিবেচনার্থ রক্ষিত করা তিনি প্রয়োজন বলিয়া গণ্য করিতেন; অথবা

(গ) রাজ্যের বিধানমণ্ডলের যে আইনে, একই বিধানাবলী থাকে, তাহা এই সংবিধান অনুযায়ী অসিদ্ধ হইত, যদি না উহা রাষ্ট্রপতির বিবেচনার্থ রক্ষিত হইয়া তাঁহার সম্মতি প্রাপ্ত হইয়া থাকিত।

(২) এই অনুচ্ছেদ অনুযায়ী প্রখ্যাপিত কোন অধ্যাদেশের, রাজ্যপালের সম্মতিপ্রাপ্ত রাজ্যের বিধানমণ্ডলের কোন আইনের ন্যায়, একই বল ও কার্যকারিতা থাকিবে, কিন্তু ঐরূপ প্রত্যেক অধ্যাদেশ—

(ক) রাজ্যের বিধানসভার সমক্ষে, অথবা যেক্ষেত্রে রাজ্যের বিধান পরিষদ আছে, সেক্ষেত্রে, উভয় সদনের সমক্ষে স্থাপিত হইবে এবং বিধানমণ্ডলের পুনঃসমাবেশ হইতে ছয় সপ্তাহ অবসান হইলে, অথবা যদি ঐ সময়সীমা অবসান হইবার পূর্বে উহা অননুমোদন করিয়া বিধানসভা কর্তৃক কোন সঙ্কল্প গৃহীত এবং বিধান পরিষদ থাকিলে, তৎকর্তৃক স্বীকৃত হয়, তাহাহইলে, ক্ষেত্রানুযায়ী, সঙ্কল্পটি গৃহীত হইলে অথবা সঙ্কল্পটি পরিষদ কর্তৃক স্বীকৃত হইলে, উহা আর সক্রিয় থাকিবে না; এবং

(খ) যেকোন সময়ে রাজ্যপাল কর্তৃক প্রত্যাহৃত হইতে পারে।

ব্যাখ্যা।— যে রাজ্যের বিধান পরিষদ আছে সেই রাজ্যের বিধানমণ্ডলের উভয় সদন যেক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন তারিখে পুনরায় সমবেত হইবার জন্য আহুত হন, সেক্ষেত্রে, ঐ তারিখগুলির মধ্যে যেটি পরবর্তী তাহা হইতে এই প্রকরণের প্রয়োজনে ছয় সপ্তাহ সময়সীমা গণনা করিতে হইবে।

(৩) যদি এই অনুচ্ছেদ অনুযায়ী কোন অধ্যাদেশ এরূপ কোন বিধান করে যাহা রাজ্যপালের সম্মতিপ্রাপ্ত রাজ্যের বিধানমণ্ডলের কোন আইনে বিধিবদ্ধ হইলে সিদ্ধ হইত না, তাহাহইলে ঐ অধ্যাদেশ যতদূর পর্যন্ত ঐরূপ বিধান করে ততদূর পর্যন্ত বাতিল হইবে :

তবে কোন রাজ্যের বিধানমণ্ডলের কোন আইন যাহা সমবর্তী সূচীতে প্রগণিত কোন বিষয় সম্পর্কে সংসদের কোন আইনের বা কোন বিদ্যমান বিধির বিরুদ্ধার্থক, তাহার কার্যকারিতা সম্বন্ধে এই সংবিধানের যে বিধানাবলী আছে

তাহার প্রয়োজনে, রাষ্ট্রপতির অনুদেশ অনুসারে এই অনুচ্ছেদ অনুযায়ী প্রখ্যাপিত কোন অধ্যাদেশ রাজ্যের বিধানমণ্ডলের এরূপ একটি আইন বলিয়া গণ্য হইবে যাহা রাষ্ট্রপতির বিবেচনার্থ রক্ষিত এবং তাঁহার সম্মতিপ্রাপ্ত হইয়াছে।

* * * * *

অধ্যায় ৫ — রাজ্যে হাইকোর্ট

২১৪। * * * প্রত্যেক রাজ্যের জন্য একটি হাইকোর্ট থাকিবে। রাজ্যের জন্য হাইকোর্ট।

* * * * *

২১৫। প্রত্যেক হাইকোর্ট অভিলেখ আদালত হইবেন এবং স্বীয় অবমাননার জন্য দণ্ডদানের ক্ষমতা সমেত, ঐরূপ আদালতের সকল ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবেন। হাইকোর্ট অভিলেখ আদালত হইবেন।

২১৬। প্রত্যেক হাইকোর্ট একজন প্রধান বিচারপতিকে এবং রাষ্ট্রপতি সময় সময় যে অপর বিচারপতিগণকে নিযুক্ত করা প্রয়োজন বলিয়া গণ্য করেন, তাঁহাদিগকে লইয়া গঠিত হইবে। হাইকোর্টের গঠন।

* * * * *

২১৭। (১) হাইকোর্টের প্রত্যেক বিচারপতি রাষ্ট্রপতি কর্তৃক [১২৪ক অনুচ্ছেদে জাতীয় বিচারিক নিয়োগ কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে] রাষ্ট্রপতির স্বাক্ষরিত ও মুদ্রাঙ্কিত অধিপত্র দ্বারা নিযুক্ত হইবেন, এবং অতিরিক্ত বা কার্যকারী বিচারপতির ক্ষেত্রে অনুচ্ছেদ ২২৪-এ যেরূপ বিহিত আছে তদনুসারে এবং অন্য যেকোন ক্ষেত্রে [বাষট্টি বৎসর] বয়ঃপ্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন।] :] হাইকোর্টের বিচারপতিপদে নিয়োগ এবং ঐ পদের শর্তাবলী।

তবে—

(ক) কোন বিচারপতি, রাষ্ট্রপতিকে উদ্দেশ করিয়া নিজ স্বাক্ষরিত লিখন দ্বারা, স্বীয় পদ ত্যাগ করিতে পারেন;

(খ) কোন বিচারপতি, সুপ্রীম কোর্টের কোন বিচারপতিকে অপসারণের জন্য ১২৪ অনুচ্ছেদের (৪) প্রকরণে বিহিত প্রণালীতে, স্বীয় পদ হইতে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক অপসারিত হইতে পারেন;

(গ) কোন বিচারপতি রাষ্ট্রপতি কর্তৃক সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিরূপে নিযুক্ত হইলে অথবা রাষ্ট্রপতি কর্তৃক ভারতের রাজ্যক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত অন্য কোন হাইকোর্টে স্থানান্তরিত হইলে তাঁহার পদ শূন্য হইবে।

(২) কোন ব্যক্তি হাইকোর্টের বিচারপতি নিযুক্ত হইবার যোগ্যতাসম্পন্ন হইবেন না, যদি না তিনি ভারতের নাগরিক হন এবং —

(ক) অন্ততঃ দশ বৎসর ভারতের রাজ্যক্ষেত্রে কোন বিচারিক পদে অধিষ্ঠিত থাকেন; অথবা

(খ) অন্ততঃ দশ বৎসর কোন হাইকোর্টের বা পর পর দুই বা ততোধিক ঐরূপ কোর্টের অ্যাড্‌ভোকেট থাকেন ;

(গ) * * * * *

ব্যাখ্যা।— এই প্রকরণের প্রয়োজনে,—

(ক) যে সময়সীমার জন্য কোন ব্যক্তি ভারতের রাজ্যক্ষেত্রে কোন বিচারিক পদ অধিকার করিয়াছেন তাহা গণনায়, ঐ ব্যক্তি কোন বিচারিক পদে অধিষ্ঠিত থাকিবার পর যে সময়সীমার জন্য তিনি কোন হাইকোর্টের অ্যাড্‌ভোকেট ছিলেন অথবা সংঘের বা কোন রাজ্যের অধীনে, আইনের বিশেষ জ্ঞান যাহাতে আবশ্যক হয়, এরূপ কোন ট্রাইবিউন্যালে সদস্যপদে বা এরূপ অন্য কোনও পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন সেই সময়সীমা অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে;

(কক) কোন সময়সীমার জন্য কোন ব্যক্তি কোন হাইকোর্টের অ্যাড্‌ভোকেট ছিলেন তাহা গণনায় ঐ ব্যক্তি অ্যাড্‌ভোকেট হইবার পর যে সময়সীমার জন্য কোন বিচারিক পদে অথবা সংঘের বা কোন রাজ্যের অধীনে আইনের বিশেষ জ্ঞান যাহাতে আবশ্যক হয় এরূপ কোন ট্রাইবিউন্যালের সদস্যপদে বা এরূপ অন্য কোন পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন সেই সময়সীমা অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে;

(খ) যে সময়সীমার জন্য কোন ব্যক্তি ভারতের রাজ্যক্ষেত্রে কোন বিচারিক পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন অথবা কোন হাইকোর্টের অ্যাড্‌ভোকেট ছিলেন তাহা গণনায়, এই সংবিধানের প্রারম্ভের পূর্বে যে সময়সীমার জন্য তিনি এরূপ কোন ক্ষেত্র যাহা ১৫ই আগষ্ট, ১৯৪৭-এর পূর্বে ভারত শাসন আইন, ১৯৩৫-এ ভারতের যে সংজ্ঞার্থ দেওয়া হইয়াছে সেই সংজ্ঞার্থ নির্দিষ্ট ভারতের অন্তর্ভুক্ত ছিল, তাহাতে, ক্ষেত্রানুযায়ী, বিচারিক পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন বা ঐরূপ কোন ক্ষেত্রে কোন হাইকোর্টের অ্যাড্‌ভোকেট ছিলেন সেই সময়সীমা অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে।

[(৩) কোন হাইকোর্টের কোন বিচারপতির বয়স সম্পর্কে যদি কোন প্রশ্ন উঠে, তাহাহইলে প্রশ্নটি রাষ্ট্রপতি কর্তৃক ভারতের প্রধান বিচারপতির সহিত পরামর্শের পর মীমাংসিত হইবে এবং রাষ্ট্রপতির মীমাংসা চূড়ান্ত হইবে।]

২১৮। ১২৪ অনুচ্ছেদের (৪) ও (৫) প্রকরণের বিধানাবলী সুপ্রীম কোর্ট সম্বন্ধে যেরূপ প্রযুক্ত হয়, সুপ্রীম কোর্টের উল্লেখসমূহের স্থলে হাইকোর্টের উল্লেখসমূহ প্রতিস্থাপিত করিয়া, হাইকোর্ট সম্বন্ধেও সেরূপ প্রযুক্ত হইবে। সুপ্রীম কোর্ট সম্বন্ধী কোন কোন বিধানের হাইকোর্টসমূহে প্রয়োগ।

২১৯। * * * হাইকোর্টের বিচারপতিরূপে নিযুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তি, আপন পদের কার্যভার গ্রহণের পূর্বে, তৃতীয় তফসিলে এতদর্থে প্রদর্শিত প্ররূপ অনুসারে সংশ্লিষ্ট রাজ্যের রাজ্যপালের অথবা তৎপক্ষে তৎকর্তৃক নিযুক্ত কোন ব্যক্তির সমক্ষে একটি শপথ বা প্রতিজ্ঞা করিয়া উহাতে স্বাক্ষর করিবেন। হাইকোর্টের বিচারপতিগণ কর্তৃক শপথ বা প্রতিজ্ঞা।

[২২০। এই সংবিধানের প্রারম্ভের পর হাইকোর্টের কোন স্থায়ী বিচারপতিরূপে পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন এরূপ কোন ব্যক্তি, সুপ্রীম কোর্ট এবং অন্য হাইকোর্টসমূহ ব্যতীত, ভারতে কোন আদালতে বা কোন প্রাধিকারীর সমক্ষে ব্যবহারজীবীরূপে ভাষণ প্রদান বা কার্য করিবেন না। স্থায়ী বিচারপতি হইবার পর ব্যবহারজীবীরূপে ব্যবসায়ে বাধানিষেধ।

ব্যাখ্যা।— এই অনুচ্ছেদে, ''হাইকোর্ট'' কথাটি, সংবিধান (সাততম সংশোধন) আইন, ১৯৫৬-র প্রারম্ভের পূর্বে প্রথম তফসিলের ভাগ-খ যেরূপে বিদ্যমান ছিল, তাহাতে বিনির্দিষ্ট কোন রাজ্যের হাইকোর্টকে অন্তর্ভুক্ত করিবে না।]

২২১। (১) প্রত্যেক হাইকোর্টের বিচারপতিগণকে সংসদ কর্তৃক বিধি দ্বারা যেরূপ নির্ধারিত হইবে সেরূপ বেতন প্রদান করা হইবে এবং তৎপক্ষে বিধান ঐরূপে প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত, দ্বিতীয় তফসিলে যেরূপ বিনির্দিষ্ট আছে সেরূপ বেতন প্রদান করা হইবে। বিচারপতিগণের বেতন, ইত্যাদি।

(২) প্রত্যেক বিচারপতি সংসদ কর্তৃক প্রণীত বিধি দ্বারা বা অনুযায়ী সময় সময় যেরূপ নির্ধারিত হইতে পারে সেরূপ ভাতা এবং অনুমত-অনুপস্থিতি ও পেনশন সম্পর্কে সেরূপ অধিকার এবং, ঐরূপে নির্ধারিত না হওয়া পর্যন্ত, দ্বিতীয় তফসিলে যেরূপ বিনির্দিষ্ট আছে সেরূপ ভাতা ও অধিকার পাইতে স্বত্ববান হইবেন :

তবে কোন বিচারপতি ভাতা অথবা অনুমত-অনুপস্থিতি বা পেনশন সম্পর্কিত অধিকার তাঁহার নিয়োগের পর তাঁহার পক্ষে অসুবিধাজনকভাবে পরিবর্তিত হইবে না।

২২২। (১) রাষ্ট্রপতি ১২৪ক অনুচ্ছেদে উল্লিখিত জাতীয় বিচারিক নিয়োগ কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে কোন বিচারপতিকে * * * এক হাইকোর্ট হইতে অন্য যেকোন হাইকোর্টে স্থানান্তরিত করিতে পারেন। কোন বিচারপতিকে এক হাইকোর্ট হইতে অন্য হাইকোর্টে স্থানান্তরণ।

(২) যেক্ষেত্রে কোন বিচারপতি ঐরূপে স্থানান্তরিত হইয়াছেন বা হন, সেক্ষেত্রে তিনি, সংবিধান (পনরতম সংশোধন) আইন, ১৯৬৩-র প্রারম্ভের পর যে সময়ে ঐ অন্য হাইকোর্টের বিচারপতিরূপে কার্য করেন সে সময়, তাঁহার বেতনের অতিরিক্ত যেরূপ পূরক ভাতা সংসদ কর্তৃক বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইতে পারে এবং ঐরূপে নির্ধারিত না হওয়া পর্যন্ত রাষ্ট্রপতি আদেশ দ্বারা যেরূপ পূরক ভাতা স্থির করিতে পারেন সেরূপ পূরক ভাতা পাইবার অধিকারী হইবেন।

কার্যকারী প্রধান বিচারপতি নিয়োগ।

২২৩। যখন হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির পদ শূন্য হয় বা যখন অনুপস্থিতির কারণে বা অন্যথা ঐরূপ প্রধান বিচারপতি তাঁহার পদের কর্তব্যসমূহ সম্পাদন করিতে অসমর্থ হন, তখন ঐ কোর্টের অপর বিচারপতিগণের মধ্যে এরূপ একজন বিচারপতি কর্তৃক ঐ পদের কর্তব্যসমূহ সম্পাদিত হইবে যাঁহাকে রাষ্ট্রপতি এতদুদ্দেশ্যে নিযুক্ত করিতে পারেন।

অতিরিক্ত ও কার্যকারী বিচারপতিগণের নিয়োগ।

[২২৪। (১) যদি কোন হাইকোর্টের কার্যের সাময়িক বৃদ্ধির কারণে অথবা তাহাতে বকেয়া কাজের কারণে রাষ্ট্রপতির নিকট প্রতীয়মান হয় যে তৎকালের জন্য ঐ কোর্টের বিচারপতির সংখ্যা বৃদ্ধি করা উচিত, তাহাহইলে, [রাষ্ট্রপতি জাতীয় বিচারিক নিয়োগ কমিশনের সহিত পরামর্শক্রমে] দুই বৎসরের অনধিক যেরূপ সময়সীমা তিনি বিনির্দিষ্ট করিতে পারেন সেরূপ সময়সীমার জন্য যথোচিত যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিগণকে ঐ কোর্টের অতিরিক্ত বিচারপতিরূপে নিয়োগ করিতে পারিবেন।

(২) কোন হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি ভিন্ন অপর কোন বিচারপতি অনুপস্থিতির কারণে বা অন্য কোন কারণে তাঁহার পদের কর্তব্যসমূহ সম্পাদন করিতে অসমর্থ হইলে, অথবা অস্থায়ীভাবে প্রধান বিচারপতিরূপে কার্য করিবার জন্য নিযুক্ত হইলে, স্থায়ী বিচারপতি তাঁহার কর্তব্যভার পুনরায় গ্রহণ না করা পর্যন্ত, সেই কোর্টের বিচারপতিরূপে কার্য করিবার জন্য [রাষ্ট্রপতি জাতীয় বিচারিক নিয়োগ কমিশনের সহিত পরামর্শক্রমে] যথোচিত যোগ্যতাসম্পন্ন কোন ব্যক্তিকে নিয়োগ করিতে পারিবেন।

(৩) কোন হাইকোর্টের অতিরিক্ত বা কার্যকারী বিচারপতিরূপে নিযুক্ত কোন ব্যক্তি [বাষট্টি বৎসর] বয়ঃপ্রাপ্ত হইবার পর পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন না।]

হাইকোর্টের অধিবেশনে অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতিগণের নিয়োগ।

[২২৪ক।এই অধ্যায়ে যাহা কিছু আছে তৎসত্ত্বেও যে [কোন রাজ্যের কোন হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি কর্তৃক জাতীয় বিচারিক নিয়োগ কমিশনে কৃত কোন উল্লেখের ভিত্তিতে উহা রাষ্ট্রপতির পূর্বসম্মতি সহ] যিনি সেই কোর্টের বা অন্য কোন হাইকোর্টের বিচারপতিরূপে পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন এরূপ কোন ব্যক্তিকে ঐ রাজ্যের হাইকোর্টের বিচারপতিরূপে উপবেশন করিতে এবং কার্য করিতে অনুরোধ করিতে পারেন এবং ঐভাবে অনুরুদ্ধ ঐরূপ প্রত্যেক ব্যক্তি ঐ প্রকারে উপবেশন ও কার্য

করিবার সময়ে রাষ্ট্রপতি আদেশ দ্বারা যেরূপ নির্ধারিত করিতে পারেন সেরূপ ভাতাসমূহ পাইবার অধিকারী হইবেন এবং ঐ হাইকোর্টের বিচারপতির সকল ক্ষেত্রাধিকার, ক্ষমতা ও বিশেষাধিকার প্রাপ্ত হইবেন, কিন্তু অন্যথা উহার বিচারপতি বলিয়া গণ্য হইবেন না :

তবে এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই পূর্বোক্তরূপ কোন ব্যক্তিকে ঐ হাইকোর্টের বিচারপতিরূপে উপবেশন করিতে বা কার্য করিতে অনুজ্ঞাত করে বলিয়া গণ্য হইবে না, যদি না তিনি ঐরূপ করিতে সম্মত হন।]

বিদ্যমান হাইকোর্টসমূহের ক্ষেত্রাধিকার।

২২৫। এই সংবিধানের বিধানাবলীর অধীনে এবং যথাযোগ্য বিধানমণ্ডলের এরূপ কোন বিধি যাহা এই সংবিধান দ্বারা ঐ বিধানমণ্ডলকে অর্পিত ক্ষমতাবলে প্রণীত, সেই বিধির বিধানাবলীর অধীনে, কোন বিদ্যমান হাইকোর্টের ক্ষেত্রাধিকার ও উহাতে পরিচালিত বিধি এবং কোর্ট সংক্রান্ত নিয়মাবলী প্রণয়ন করিবার এবং ঐ কোর্টের ও উহার একক বা ডিভিসন কোর্টে উপবেশনকারী সদস্যগণের অধিবেশন প্রনিয়ন্ত্রিত করিবার ক্ষমতা সমেত, ঐ কোর্টে ন্যায়বিচার পরিচালন সম্বন্ধে উহার বিচারপতিগণের নিজ নিজ ক্ষমতা এই সংবিধানের প্রারম্ভের অব্যবহিত পূর্বে যেরূপ ছিল সেরূপ থাকিবে :

তবে রাজস্ব সংক্রান্ত অথবা উহা সংগ্রহার্থ আদিষ্ট বা কৃত কোন কার্য সংক্রান্ত কোন বিষয় সম্পর্কে কোন হাইকোর্টের আদিম ক্ষেত্রাধিকার প্রয়োগ এই সংবিধানের প্রারম্ভের অব্যবহিত পূর্বে যে বাধানিষেধের অধীন ছিল তাহা ঐরূপ ক্ষেত্রাধিকার প্রয়োগে আর প্রযুক্ত হইবে না।

কোন কোন আজ্ঞালেখ প্রচার করিবার জন্য হাইকোর্টের ক্ষমতা।

২২৬। (১) ৩২ অনুচ্ছেদে যাহা কিছু আছে তৎসত্ত্বেও * * * প্রত্যেক হাইকোর্টের, যে সকল রাজ্যক্ষেত্র সম্বন্ধে ঐ কোর্ট ক্ষেত্রাধিকার প্রয়োগ করেন সেই সকল রাজ্যক্ষেত্রের সর্বত্র [ভাগ ৩ দ্বারা অর্পিত যেকোন অধিকার বলবৎকরণের জন্য এবং অন্য যেকোন উদ্দেশ্যে] নির্দেশ, আদেশ বা [বন্দী প্রত্যক্ষীকরণ (*হেবিয়াস করপাস*), পরমাদেশ (*ম্যানডেমাস*), প্রতিষেধ (*প্রহিবিশন*), অধিকারপৃচ্ছা (*কুওওয়ারান্টো*) ও উৎপ্রেষণ (*সারটিওরারি*) প্রকৃতির আজ্ঞালেখ সমেত আজ্ঞালেখ অথবা এতন্মধ্যে যেকোনটি] ঐ রাজ্যক্ষেত্রসমূহের অভ্যন্তরে যথাযোগ্য স্থলে কোন সরকার সমেত, যেকোন ব্যক্তি বা প্রাধিকারীর প্রতি প্রচার করিবার ক্ষমতা থাকিবে।

(২) কোন সরকার, প্রাধিকারী বা ব্যক্তির উপর নির্দেশ, আদেশ বা আজ্ঞালেখ প্রচার করিবার জন্য (১) প্রকরণ দ্বারা অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগার্থ মোকদ্দমার হেতু যে রাজ্যক্ষেত্রসমূহের অভ্যন্তরে পূর্ণতঃ বা অংশতঃ উদ্ভূত হইয়াছে, উহাদের অভ্যন্তরে যদি ঐ সরকারের বা ঐ প্রাধিকারীর অধিষ্ঠান বা ঐ ব্যক্তির বাসস্থান না থাকে তৎসত্ত্বেও ঐ রাজ্যক্ষেত্রসমূহ সম্বন্ধে যে হাইকোর্ট ক্ষেত্রাধিকার প্রয়োগ করেন সেই হাইকোর্টও ঐ ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারেন।

(৩) যেক্ষেত্রে কোন পক্ষ যাঁহার বিরুদ্ধে, (১) প্রকরণ অনুযায়ী কোন দরখাস্তের উপর বা তৎসম্পর্কিত কোন কার্যবাহে, নিষেধাজ্ঞা বা স্থগিতাদেশ দ্বারা বা অন্য কোন প্রণালীতে, যেভাবেই হউক, কোন অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ —

(ক) ঐ পক্ষকে ঐ অন্তর্বর্তীকালীন আদেশের স্বপক্ষে যুক্তির সমর্থনে ঐ দরখাস্তের ও সকল লেখ্যর প্রতিলিপি প্রদান না করিয়া; এবং

(খ) ঐ পক্ষকে বক্তব্য বলিবার সুযোগ না দিয়া

প্রদত্ত হয়, সেই পক্ষ ঐ আদেশ নাকচের জন্য হাইকোর্টে কোন আবেদন করেন ও যে পক্ষের অনুকূলে ঐরূপ আদেশ দেওয়া হইয়াছে সেই পক্ষকে অথবা সেই পক্ষের আইনজীবীকে ঐ আবেদনের কোন প্রতিলিপি প্রদান করেন সেক্ষেত্রে, হাইকোর্ট উক্ত আবেদন প্রাপ্তির তারিখ বা ঐ আবেদনের প্রতিলিপি যে তারিখে ঐভাবে প্রদত্ত হয় সেই তারিখ, এতদুভয়ের মধ্যে যাহা অপেক্ষাকৃত পরবর্তী সেই তারিখ হইতে দুই সপ্তাহ সময়সীমার মধ্যে অথবা হাইকোর্ট উক্ত সময়সীমার শেষ দিনে বন্ধ থাকিলে পরবর্তী যেদিন হাইকোর্ট খোলা থাকিবে সেই দিনটির অবসানের পূর্বে ঐ আবেদনের নিষ্পত্তি করিবেন; এবং ঐ আবেদন ঐরূপে নিষ্পত্তি করা না হইলে ঐ অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ, ক্ষেত্রানুযায়ী, ঐ সময়সীমার অবসানে বা উক্ত পরবর্তী দিনের অবসানে বাতিল হইয়া যাইবে।

(৪) এই অনুচ্ছেদ দ্বারা হাইকোর্টকে অর্পিত ক্ষমতা ৩২ অনুচ্ছেদের (২) প্রকরণ দ্বারা সুপ্রীম কোর্টকে অর্পিত ক্ষমতা খর্ব করিবে না।

২২৬ক। [কেন্দ্রীয় বিধিসমূহের সাংবিধানিক সিদ্ধতা ২২৬ অনুচ্ছেদের অধীন কার্যবাহে বিবেচিত হইবে না।]

হাইকোর্টের সকল আদালত অধীক্ষণ করিবার ক্ষমতা।

২২৭। [(১) প্রত্যেক হাইকোর্ট, যেসকল রাজ্যক্ষেত্র সম্বন্ধে তদীয় ক্ষেত্রাধিকার প্রয়োগ করেন, তাহার সর্বত্র সকল আদালত ও ট্রাইবিউন্যাল অধীক্ষণ করিতে পারিবেন।]

(২) পূর্ববর্তী বিধানের ব্যাপকতা ক্ষুণ্ণ না করিয়া, হাইকোর্ট —

(ক) ঐরূপ আদালতসমূহ হইতে বিবরণ চাহিতে পারেন;

(খ) ঐরূপ আদালতসমূহের কার্যপদ্ধতি এবং কার্যবাহসমূহ প্রনিয়ন্ত্রণের জন্য সাধারণ নিয়মাবলী প্রণয়ন ও প্রচার করিতে এবং প্ররূপসমূহ বিহিত করিতে পারেন ; এবং

(গ) ঐরূপ যেকোন আদালতের আধিকারিকগণ কর্তৃক যে যে প্ররূপে খাতাপত্র, প্রবিষ্টিসমূহ এবং হিসাব রাখিতে হইবে তাহা বিহিত করিতে পারেন।

(৩) হাইকোর্ট, অধিকন্তু ঐরূপ আদালতসমূহের শেরিফকে এবং সকল করণিক ও আধিকারিককে এবং তথায় যে সকল এটর্নি, অ্যাড্‌ভোকেট ও উকিল ব্যবহারজীবীরূপে ব্যবসায় করেন তাঁহাদিগকে প্রদেয় ফীসমূহের সারণীসমূহ স্থির করিতে পারেন :

তবে (২) প্রকরণ বা (৩) প্রকরণ অনুযায়ী প্রণীত কোন নিয়মাবলী, বিহিত কোন প্ররূপ বা স্থিরীকৃত কোন সারণী তৎকালে বলবৎ কোন বিধির বিধানের সহিত অসমঞ্জস হইবে না এবং তজ্জন্য রাজ্যপালের পূর্বানুমোদন আবশ্যক হইবে।

(৪) এই অনুচ্ছেদের কোন কিছু কোন হাইকোর্টকে সশস্ত্রবাহিনী সম্বন্ধী কোন বিধি দ্বারা বা বিধি অনুযায়ী গঠিত কোন আদালত বা ট্রাইবিউন্যাল অধীক্ষণ করিবার ক্ষমতা অর্পণ করিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে না।

(৫) * * * * *

২২৮। যদি হাইকোর্টের প্রতীতি হয় যে তদধীনে কোন আদালতে বিচারাধীন কোন মামলায় এই সংবিধানের অর্থপ্রকটন সম্পর্কিত এরূপ কোন সারবান বিধিগত প্রশ্ন জড়িত আছে যাহা ঐ মামলা নিষ্পত্তির জন্য নির্ধারিত হওয়া প্রয়োজন, তাহাহইলে ঐ হাইকোর্ট ঐ মামলা প্রত্যাহার করিবেন এবং— * * *] কোন কোন মামলা হাইকোর্টে স্থানান্তরণ।

(ক) স্বয়ং ঐ মামলার নিষ্পত্তি করিতে পারেন, অথবা

(খ) উক্ত বিধিগত প্রশ্নের নির্ধারণ করিতে পারেন এবং যে আদালত হইতে ঐরূপে ঐ মামলা প্রত্যাহৃত হইয়াছিল সেই আদালতে ঐ প্রশ্ন সম্পর্কে আপন রায়ের একটি প্রতিলিপি সহ ঐ মামলা প্রত্যর্পণ করিতে পারেন এবং উক্ত আদালত, উহা প্রাপ্তির পর ঐ রায় অনুসরণ করিয়া ঐ মামলাটি নিষ্পত্তি করিতে অগ্রসর হইবেন।

২২৮ক। [রাজ্য বিধিসমূহের সাংবিধানিক সিদ্ধতা সম্পর্কিত প্রশ্নাবলীর নিষ্পত্তি বিষয়ে বিশেষ বিধান।] সংবিধান (তেতাল্লিশতম সংশোধন) আইন, ১৯৭৭, ১০ ধারা দ্বারা (১৩.৪.১৯৭৮ হইতে কার্যকারিতাসহ) বাদ গিয়াছে।

২২৯। (১) হাইকোর্টের আধিকারিকগণ ও কর্মচারিগণ ঐ কোর্টের প্রধান বিচারপতি কর্তৃক অথবা তিনি ঐ কোর্টের অন্য যে বিচারপতি বা আধিকারিককে নির্দেশ করিতে পারেন তৎকর্তৃক নিযুক্ত হইবেন : হাইকোর্টের আধিকারিক ও কর্মচারী এবং ব্যয়।

তবে * * * রাজ্যের রাজ্যপাল নিয়ম দ্বারা অনুজ্ঞা করিতে পারেন যে ঐ নিয়মে যেরূপ স্থলসমূহ বিনির্দিষ্ট হইতে পারে সেরূপ স্থলসমূহে, পূর্ব হইতে ঐ কোর্টের

সহিত সংশ্লিষ্ট নহেন এরূপ কোন ব্যক্তি রাজ্য সরকারী কৃত্যক কমিশনের সহিত পরামর্শের পরে ভিন্ন ঐ কোর্ট সম্পর্কিত কোন পদে নিযুক্ত হইবেন না ।

(২) রাজ্যের বিধানমণ্ডল কর্তৃক প্রণীত যেকোন বিধির বিধানাবলীর অধীনে, হাইকোর্টের আধিকারিকগণ ও কর্মচারিগণের চাকরির শর্তসমুহ ঐ কোর্টের প্রধান বিচারপতি কর্তৃক, বা ঐ উদ্দেশ্যে নিয়মাবলী প্রণয়নের জন্য প্রধান বিচারপতি দ্বারা প্রাধিকৃত কোর্টের অন্য কোন বিচারপতি বা আধিকারিক কর্তৃক, প্রণীত নিয়মাবলীর দ্বারা যেরূপ বিহিত হইবে সেরূপ হইবে :

তবে এই প্রকরণ অনুযায়ী প্রণীত নিয়মাবলীর জন্য যতদূর পর্যন্ত সেগুলি বেতন, ভাতা, অবকাশ বা পেনশনসহিত সংশ্লিষ্ট ততদূর পর্যন্ত, রাজ্যের রাজ্যপালের অনুমোদন আবশ্যক হইবে।

(৩) হাইকোর্টের আধিকারিকগণ ও কর্মচারিগণকে বা তাঁহাদের সম্পর্কে প্রদেয় সকল বেতন, ভাতা ও পেনশনসমেত ঐ কোর্টের প্রশাসনিক ব্যয়সমূহ ঐ রাজ্যের সঞ্চিত নিধির উপর প্রভারিত হইবে এবং ঐ কোর্ট কর্তৃক গৃহীত কোন ফী বা অন্য অর্থ ঐ নিধির অঙ্গীভূত হইবে।

হাইকোর্টসমূহের ক্ষেত্রাধিকার সংঘশাসিত রাজ্যক্ষেত্রসমূহে প্রসারণ।

২৩০। (১) সংসদ, বিধি দ্বারা, কোন হাইকোর্টের ক্ষেত্রাধিকার কোন সংঘশাসিত রাজ্যক্ষেত্রে প্রসারিত করিতে পারেন অথবা কোন হাইকোর্টের ক্ষেত্রাধিকার কোন সংঘশাসিত রাজ্যক্ষেত্র হইতে বাদ দিতে পারেন।

(২) যেস্থলে কোন রাজ্যের হাইকোর্ট কোন সংঘশাসিত রাজ্যক্ষেত্র সম্বন্ধে ক্ষেত্রাধিকার প্রয়োগ করেন, সেস্থলে —

(ক) এই সংবিধানের কোন কিছু ঐ রাজ্যের বিধানমণ্ডলকে ঐ ক্ষেত্রাধিকার বর্ধিত, সঙ্কুচিত বা বিলোপ করিবার কোন ক্ষমতা প্রদান করে বলিয়া অর্থ করা যাইবে না; এবং

(খ) ২২৭ অনুচ্ছেদে রাজ্যপালের যে উল্লেখ আছে তাহা ঐ রাজ্যক্ষেত্রের নিম্ন আদালতসমূহের জন্য নিয়মাবলী, প্ররূপ বা সারণীসমূহ সম্বন্ধে রাষ্ট্রপতির উল্লেখ বলিয়া অর্থ করিতে হইবে।

দুই বা ততোধিক রাজ্যের জন্য একটি অভিন্ন হাইকোর্ট স্থাপন।

২৩১। (১) এই অধ্যায়ে পূর্ববর্তী বিধানাবলীতে যাহা কিছু আছে তৎসত্ত্বেও, সংসদ বিধি দ্বারা দুই বা ততোধিক রাজ্যের জন্য, অথবা দুই বা ততোধিক রাজ্যের ও একটি সংঘশাসিত রাজ্যক্ষেত্রের জন্য, একটি অভিন্ন হাইকোর্ট স্থাপন করিতে পারেন।

(২) ঐরূপ কোন হাইকোর্ট সম্বন্ধে —

[(ক) * * * * *]

(খ) ২২৭ অনুচ্ছেদে রাজ্যপালের যে উল্লেখ আছে তাহা নিম্ন আদালতসমূহের জন্য নিয়মাবলী, প্ররূপ বা সারণীসমূহ সম্বন্ধে যে রাজ্যে ওই নিম্ন আদালতসমূহ অবস্থিত, সেই রাজ্যের রাজ্যপালের উল্লেখ বলিয়া অর্থ করিতে হইবে; এবং

(গ) ২১৯ ও ২২৯ অনুচ্ছেদে রাজ্যের যে উল্লেখসমূহ আছে তাহা, যে রাজ্যে ঐ হাইকোর্টের প্রধান অধিষ্ঠান আছে, সেই রাজ্যের উল্লেখ বলিয়া অর্থ করিতে হইবে :

তবে যদি ঐরূপ প্রধান অধিষ্ঠান কোন সংঘশাসিত রাজ্যক্ষেত্রে অবস্থিত হয় তাহাহইলে ২১৯ ও ২২৯ অনুচ্ছেদে রাজ্যপাল, সরকারী কৃত্যক কমিশন, বিধানমণ্ডল ও রাজ্যের সঞ্চিত নিধির উল্লেখসমূহ যথাক্রমে রাষ্ট্রপতি, সংঘ সরকারী কৃত্যক কমিশন, সংসদ ও ভারতের সঞ্চিত নিধির উল্লেখ বলিয়া অর্থ করিতে হইবে।

[২৩২। অর্থপ্রকটন। — সংবিধান (সাততম সংশোধন) আইন, ১৯৫৬, ১৬ ধারা দ্বারা (১.১১.১৯৫৬ হইতে কার্যকারিতাসহ) ২৩০, ২৩১ ও ২৩২ অনুচ্ছেদসমূহ, ২৩০ ও ২৩১ অনুচ্ছেদসমূহ দ্বারা প্রতিস্থাপিত হইয়াছে।]

অধ্যায় ৬ — নিম্ন আদালতসমূহ

২৩৩। (১) কোন রাজ্যে জেলা জজরূপে ব্যক্তিগণের নিয়োগ এবং জেলা জজগণের পদে স্থাপন ও পদোন্নতি ঐ রাজ্য সম্বন্ধে ক্ষেত্রাধিকার প্রয়োগকারী হাইকোর্টের সহিত পরামর্শক্রমে ঐ রাজ্যের রাজ্যপাল কর্তৃক কৃত হইবে। জেলা জজের নিয়োগ।

(২) ইতঃপূর্বে সংঘের বা রাজ্যের চাকরিতে ছিলেন না এরূপ কোন ব্যক্তি যদি অন্যূন সাত বৎসর অ্যাড্‌ভোকেট বা উকিল হইয়া থাকেন এবং হাইকোর্ট তাঁহাকে নিয়োগের জন্য সুপারিশ করেন, তবেই তিনি জেলা জজরূপে নিযুক্ত হইবার উপযুক্ত হইবেন।

২৩৩ক। কোন আদালতের কোন রায়, ডিক্রী বা আদেশ সত্ত্বেও— কোন কোন জেলা জজের নিয়োগ ও তৎকর্তৃক প্রদত্ত রায়, ইত্যাদি সিদ্ধকরণ।

(ক) (i) যে ব্যক্তি ইতঃপূর্বে কোন রাজ্যের বিচারিক কৃত্যকে আছেন, অথবা যে ব্যক্তি অন্যূন সাত বৎসর অ্যাড্‌ভোকেট বা উকিল আছেন, তাঁহার ঐ রাজ্যে জেলা জজরূপে নিয়োগ, এবং

(ii) ঐরূপ কোন ব্যক্তির জেলা জজরূপে পদে স্থাপন, পদোন্নতি বা স্থানান্তরণ,

যাহা সংবিধান (কুড়িতম সংশোধন) আইন, ১৯৬৬-র প্রারম্ভের পূর্বে কোন সময়ে ২৩৩ অনুচ্ছেদের বা ২৩৫ অনুচ্ছেদের বিধানাবলী অনুসারে ভিন্ন অন্যথা কৃত হইয়াছে

তাহা, ঐরূপ নিয়োগ, পদে স্থাপন, পদোন্নয়ন বা স্থানান্তরণ উক্ত বিধানাবলী অনুসারে কৃত হয় নাই, কেবল এই তথ্যগত কারণে অবৈধ বা বাতিল বলিয়া অথবা কখনও অবৈধ বা বাতিল হইয়াছিল বলিয়া গণ্য হইবে না।

(খ) কোন রাজ্যে ২৩৩ অনুচ্ছেদের বা ২৩৫ অনুচ্ছেদের বিধানাবলী অনুসারে ভিন্ন অন্যথা জেলা জজরূপে নিযুক্ত, পদে স্থাপিত, পদোন্নতিপ্রাপ্ত বা স্থানান্তরিত কোন ব্যক্তির দ্বারা বা সম্বন্ধে সংবিধান (কুড়িতম সংশোধন) আইন, ১৯৬৬-র প্রারম্ভের পূর্বে প্রযুক্ত কোন ক্ষেত্রাধিকার, প্রদত্ত বা কৃত কোন রায়, ডিক্রী, দণ্ডাদেশ বা আদেশ এবং কৃত বা গৃহীত অন্য কোন কার্য বা কার্যবাহ, ঐরূপ নিয়োগ, পদে স্থাপন, পদোন্নয়ন বা স্থানান্তরণ উক্ত বিধানাবলী অনুসারে কৃত হয় নাই, কেবল এই তথ্যগত কারণে অবৈধ বা অসিদ্ধ বলিয়া অথবা কখনও অবৈধ বা অসিদ্ধ হইয়াছিল বলিয়া গণ্য হইবে না।

জেলা জজ ভিন্ন অন্য ব্যক্তিগণের বিচারিক কৃত্যকে প্রবেশন।

২৩৪। কোন রাজ্যের বিচারিক কৃত্যকে জেলা জজ ভিন্ন অন্য ব্যক্তিগণের নিয়োগ, রাজ্য সরকারী কৃত্যক কমিশনের সহিত এবং ঐ রাজ্য সম্বন্ধে যে হাইকোর্ট ক্ষেত্রাধিকার প্রয়োগ করেন তাঁহার সহিত পরামর্শের পর ঐ রাজ্যের রাজ্যপাল কর্তৃক তৎপক্ষে তাঁহার দ্বারা প্রণীত নিয়মাবলী অনুসারে সম্পন্ন হইবে।

নিম্নআদালতসমূহের উপর নিয়ন্ত্রণ।

২৩৫। কোন রাজ্যের বিচারিক কৃত্যকের অন্তর্ভুক্ত এবং জেলা জজের পদ অপেক্ষা অধস্তন কোন পদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিগণের পদে স্থাপন ও পদোন্নয়ন ও তাঁহাদের অবকাশ মঞ্জুরিকরণ সমেত জেলা আদালতসমূহ ও তদধীন আদালতসমূহের উপর নিয়ন্ত্রণ হাইকোর্টে বর্তাইবে, কিন্তু এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুরই এরূপ অর্থ করা যাইবে না যে, কোন ব্যক্তির চাকরির শর্তাবলী যে বিধি প্রনিয়ন্ত্রণ করে তদনুযায়ী তাঁহার আপীল করিবার যে অধিকার থাকিতে পারে তাহা তাঁহার নিকট হইতে হরণ করা হইল অথবা ঐরূপ বিধি অনুযায়ী বিহিত তাঁহার চাকরির শর্তাবলী অনুসারে ভিন্ন অন্যথা তাঁহার সহিত আচরণ করিতে হাইকোর্টকে প্রাধিকৃত করা হইল।

অর্থ প্রকটন।

২৩৬। এই অধ্যায়ে—

(ক) "জেলা জজ" কথাটিতে অন্তর্ভুক্ত হইবে যে কোন নগর দেওয়ানী আদালতের জজ, অতিরিক্ত জেলা জজ, যুগ্ম জেলা জজ, সহকারী জেলা জজ, কোন ছোট আদালতের চীফ জজ, চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট, অতিরিক্ত চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট, দায়রা জজ, অতিরিক্ত দায়রা জজ ও সহকারী দায়রা জজ;

(খ) "বিচারিক কৃত্যক" কথাটি এরূপ কোন কৃত্যক বুঝাইবে যাহা কেবল জেলা জজের পদ অপেক্ষা অধস্তন অন্যান্য দেওয়ানী বিচারিক পদ পূর্ণ করিবার জন্য অভিপ্রেত ব্যক্তিগণকে লইয়া গঠিত।

কোন শ্রেণী বা কোন কোন শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটের প্রতি এই অধ্যায়ের বিধানাবলীর প্রয়োগ।

২৩৭। রাজ্যপাল সরকারী প্রজ্ঞাপন দ্বারা নির্দেশ করিতে পারেন যে এই অধ্যায়ে পূর্ববর্তী বিধানাবলী এবং তদনুযায়ী প্রণীত নিয়মাবলী যেরূপ রাজ্যের বিচারিক কৃত্যকে নিযুক্ত ব্যক্তিগণের সম্বন্ধে প্রযুক্ত হয় সেরূপ, যে তারিখ তৎপক্ষে রাজ্যপাল কর্তৃক স্থিরীকৃত হইতে পারে সেই তারিখ হইতে, এবং যে সকল ব্যতিক্রম ও সংপরিবর্তন ঐ প্রজ্ঞাপনে বিনির্দিষ্ট হইতে পারে তদধীনে, রাজ্যের কোন শ্রেণী বা কোন কোন শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটের সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইবে।

ভাগ ৭

[প্রথম তফসিলের ভাগ খ-এর অন্তর্ভুক্ত রাজ্যসমূহ।] — সংবিধান (সাততম সংশোধন) আইন, ১৯৫৬, ২৯ ধারা ও তফসিল দ্বারা (১.১১.১৯৫৬ হইতে কার্যকারিতাসহ) বাদ গিয়াছে।

২৩৮। [প্রথম তফসিলের ভাগ খ রাজ্যসমূহে ভাগ ৬-এর বিধানাবলীর প্রয়োগ।] — সংবিধান (সাততম সংশোধন) আইন, ১৯৫৬, ২৯ ধারা ও তফসিল দ্বারা (১.১১.১৯৫৬ হইতে কার্যকারিতাসহ) বাদ গিয়াছে।

ভাগ ৮

[সংঘশাসিত রাজ্যক্ষেত্রসমূহ]

[২৩৯। (১) সংসদ কর্তৃক বিধি দ্বারা অন্যথা যেরূপ বিহিত হইয়াছে তদ্ব্যতিরেকে, প্রত্যেক সংঘশাসিত রাজ্যক্ষেত্র রাষ্ট্রপতি কর্তৃক, তিনি যতদূর উপযুক্ত মনে করেন ততদূর পর্যন্ত, এরূপ কোন প্রশাসকের মাধ্যমে পরিচালিত হইবে, যিনি রাষ্ট্রপতি যে পদনাম বিনির্দিষ্ট করিতে পারেন সেই পদনামে তৎকর্তৃক নিযুক্ত হইবেন। সংঘশাসিত রাজ্যক্ষেত্রসমূহের প্রশাসন।

(২) ভাগ ৬-এ যাহা কিছু আছে তৎসত্ত্বেও, রাষ্ট্রপতি কোন রাজ্যের রাজ্যপালকে কোন সন্নিহিত সংঘশাসিত রাজ্যক্ষেত্রের প্রশাসকরূপে নিযুক্ত করিতে পারেন, এবং যেস্থলে কোন রাজ্যপাল ঐরূপে নিযুক্ত হন, সেস্থলে তিনি তাঁহার মন্ত্রিপরিষদ হইতে স্বতন্ত্রভাবে ঐরূপ প্রশাসকরূপে স্বীয় কৃত্যসমূহ সম্পাদন করিবেন।

২৩৯ক। (১) [[পুদুচেরী] সংঘশাসিত রাজ্যক্ষেত্রের জন্য,] সংসদ বিধি দ্বারা, ঐ বিধিতে যেরূপ বিনির্দিষ্ট হইতে পারে প্রতিক্ষেত্রে সেরূপ গঠন, ক্ষমতাসমূহ ও কৃত্যসমূহ সহ— কোন কোন সংঘশাসিত রাজ্যক্ষেত্রের জন্য স্থানীয় বিধানমণ্ডলের বা মন্ত্রিপরিষদের বা এতদুভয়ের সৃজন।

(ক) ঐ সংঘশাসিত রাজ্যক্ষেত্রের জন্য বিধানমণ্ডলরূপে কৃত্য করণার্থ, নির্বাচিতই হউক অথবা অংশতঃ মনোনীত ও অংশতঃ নির্বাচিতই হউক, একটি সংস্থা, বা

(খ) একটি মন্ত্রিপরিষদ,

অথবা এতদুভয় সৃজন করিতে পারেন।

(২) (১) প্রকরণে উল্লিখিত হইয়াছে এরূপ কোন বিধি ৩৬৮ অনুচ্ছেদের প্রয়োজনে এই সংবিধানের সংশোধন বলিয়া গণ্য হইবে না, যদিও ইহাতে এরূপ কোন বিধান থাকে যাহা এই সংবিধান সংশোধন করে বা যাহার ফলে এই সংবিধানের সংশোধন হয়।]

[২৩৯কক। (১) সংবিধান (উনসত্তরতম সংশোধন) আইন, ১৯৯১ প্রারম্ভের তারিখ হইতে দিল্লীর সংঘশাসিত রাজ্যক্ষেত্র দিল্লী জাতীয় রাজধানী রাজ্যক্ষেত্র (অতঃপর এই ভাগে জাতীয় রাজধানী রাজ্যক্ষেত্র বলিয়া উল্লিখিত) নামে অভিহিত হইবে, এবং ২৩৯ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী নিযুক্ত উহার প্রশাসক লেফ্‌টেন্যান্ট গভর্নররূপে নামোদ্দিষ্ট হইবেন। দিল্লী সম্পর্কিত বিশেষ বিধানাবলী।

(২) (ক) জাতীয় রাজধানী রাজ্যক্ষেত্রের জন্য একটি বিধানসভা থাকিবে এবং ঐ বিধানসভার আসনসমূহ জাতীয় রাজধানী রাজ্যক্ষেত্রের

স্থানিক নির্বাচনক্ষেত্র হইতে প্রত্যক্ষ নির্বাচন দ্বারা নির্বাচিত সদস্যগণ দ্বারা পূরণ করা হইবে।

(খ) বিধানসভার সর্বমোট আসন সংখ্যা, তফসিলী জাতির জন্য সংরক্ষিত আসনসমূহের সংখ্যা, জাতীয় রাজধানী রাজ্যক্ষেত্রকে স্থানিক নির্বাচনক্ষেত্রসমূহে বিভাজন (ঐরূপ বিভাজনের ভিত্তি সমেত), এবং বিধানসভার ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কিত সকল অন্যবিধ বিষয় সংসদ কর্তৃক প্রণীত বিধি দ্বারা প্রনিয়ন্ত্রিত হইবে।

(খক) দিল্লী জাতীয় রাজধানী রাজ্যক্ষেত্রের বিধানসভায় মহিলাগণের জন্য আসনসমূহ সংরক্ষিত হইবে।

(খখ) দিল্লী জাতীয় রাজধানী রাজ্যক্ষেত্রের বিধানসভায় তফসিলী জাতির জন্য সংরক্ষিত আসনসমূহের এক-তৃতীয়াংশের যথাসম্ভব নিকটতম আসন মহিলাগণের জন্য সংরক্ষিত হইবে।

(খগ) দিল্লী জাতীয় রাজধানী রাজ্যক্ষেত্রের বিধানসভায় সরাসরি নির্বাচনের মাধ্যমে পূরণ করা হইবে এরূপ সর্বমোট আসনসংখ্যার (তফসিলী জাতির অন্তর্গত মহিলাগণের জন্য সংরক্ষিত আসনসংখ্যা সমেত) এক-তৃতীয়াংশ আসনের যথাসম্ভব নিকটতম আসন সংসদ বিধি দ্বারা যেরূপ নির্ধারণ করিবেন সেরূপ প্রণালীতে মহিলাগণের জন্য সংরক্ষিত হইবে।

(গ) ৩২৪ হইতে ৩২৭ ও ৩২৯ অনুচ্ছেদসমূহের বিধানাবলী যথাক্রমে কোন রাজ্য, কোন রাজ্যের বিধানসভা এবং উহার সদস্যগণ সম্পর্কে যেরূপে প্রযোজ্য হয়, সেরূপে ঐ বিধানাবলী জাতীয় রাজধানী রাজ্যক্ষেত্র, জাতীয় রাজধানী রাজ্যক্ষেত্রের বিধানসভা এবং উহার সদস্যগণ সম্পর্কে প্রযোজ্য হইবে; এবং অনুচ্ছেদ ৩২৬ ও ৩২৯-এ ''যথাযোগ্য বিধানমণ্ডল''-এর কোন উল্লেখ, সংসদ সম্পর্কে উল্লেখ বলিয়া গণ্য হইবে।

(৩) (ক) এই সংবিধানের বিধানাবলী সাপেক্ষে, বিধানসভার, জাতীয় রাজধানী রাজ্যক্ষেত্রের সমগ্র, বা কোন অংশের জন্য, রাজ্য সূচী বা সমবর্তী সূচীতে প্রগণিত যেকোন বিষয়, রাজ্য সূচীর প্রবিষ্টি ১, ২, ১৮-র বিষয়সমূহের সহিত সম্পর্কিত এবং ঐ সূচীর প্রবিষ্টি

৬৪, ৬৫ ও ৬৬-র বিষয়সমূহ উক্ত ১, ২ ও ১৮ প্রবিষ্টির সহিত যে পর্যন্ত সম্পর্কিত হয় সেই পর্যন্ত বিষয়সমূহ বাদে, উহা সংঘশাসিত রাজ্যক্ষেত্র সম্পর্কে যতদূর পর্যন্ত প্রযোজ্য হয় ততদূর পর্যন্ত, বিধি প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা থাকিবে।

(খ) (ক) উপ-প্রকরণের কোন কিছুই, কোন সংঘশাসিত রাজ্যক্ষেত্র বা উহার কোন অংশের জন্য কোন বিষয় সম্পর্কে বিধিসমূহ প্রণয়ন করিতে এই সংবিধান অনুযায়ী সংসদের ক্ষমতাসমূহের অপকর্ষ সাধন করিবে না।

(গ) যদি কোন বিষয় সম্পর্কে বিধানসভা কর্তৃক প্রণীত কোন বিধির বিধান, ঐ বিষয় সম্পর্কে সংসদ কর্তৃক প্রণীত কোন বিধির বিধানের, উহা বিধানসভা কর্তৃক প্রণীত বিধির পূর্বেই গৃহীত হউক কিংবা পরেই গৃহীত হউক, বিরুদ্ধার্থক হয় অথবা বিধানসভা কর্তৃক প্রণীত কোন বিধি ভিন্ন অন্য কোন পূর্ববর্তী বিধির, বিরুদ্ধার্থক হয়, তাহাহইলে উভয় ক্ষেত্রেই, ক্ষেত্রানুযায়ী, সংসদ কর্তৃক প্রণীত বিধি, বা পূর্ববর্তী ঐরূপ বিধি চালু থাকিবে, এবং বিধানসভা কর্তৃক প্রণীত বিধি, যতদূর পর্যন্ত বিরুদ্ধার্থক ততদূর পর্যন্ত, বাতিল হইবে :

তবে যদি বিধানসভা কর্তৃক প্রণীত ঐরূপ কোন বিধি রাষ্ট্রপতির বিবেচনার জন্য সংরক্ষিত হইয়া থাকে এবং তাঁহার সম্মতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তাহাহইলে ঐরূপ বিধি জাতীয় রাজধানী রাজ্যক্ষেত্রে চালু থাকিবে :

পরন্তু এই উপ-প্রকরণের কোন কিছুই বিধানসভা কর্তৃক ঐরূপে প্রণীত বিধির সংযোজককারী, সংশোধনকারী, পরিবর্তনকারী বা নিরসনকারী কোন বিধি সমেত অনুরূপ বিষয় সম্পর্কিত কোন বিধি যেকোন সময়ে বিধিবদ্ধ করিতে সংসদকে নিবারিত করিবে না।

(৪) লেফটেন্যান্ট গভর্নর কোন বিধি দ্বারা বা অনুযায়ী যে পর্যন্ত স্ববিবেচনায় কার্য করিতে অনুজ্ঞাত হন সেই পর্যন্ত ব্যতীত, যে বিষয়সমূহ সম্পর্কে বিধানসভার বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা থাকে তৎসম্পর্কে লেফটেন্যান্ট গভর্নরের কৃত্যসমূহ প্রয়োগে তাঁহাকে সহায়তা করিবার ও উপদেশ দিবার জন্য বিধানসভার সর্বমোট সদস্যের মধ্যে অনধিক দশ শতাংশ সদস্য লইয়া একটি মন্ত্রী পরিষদ থাকিবে, মুখ্যমন্ত্রী থাকিবেন যাহার শীর্ষে :

তবে কোন বিষয় সম্পর্কে লেফ্‌টেন্যান্ট গভর্নর ও তাঁহার মন্ত্রিগণের মধ্যে মতপার্থক্যের ক্ষেত্রে লেফ্‌টেন্যান্ট গভর্নর সিদ্ধান্তের জন্য উহা রাষ্ট্রপতির নিকট প্রেরণ করিবেন, এবং তাহার উপর রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রদত্ত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তদনুসারে কার্য করিবেন, এবং যেক্ষেত্রে তাঁহার অভিমতে বিষয়টি এতই জরুরী যে, অবিলম্বে তাঁহার পক্ষে ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক হয়, সেক্ষেত্রে, লেফ্‌টেন্যান্ট গভর্নর রাষ্ট্রপতির সিদ্ধান্তের অপেক্ষাধীন রাখিয়া তিনি যেরূপ আবশ্যক গণ্য করিবেন বিষয়টি সম্পর্কে সেরূপ ব্যবস্থা করিতে বা সেরূপ নির্দেশদান করিতে ক্ষমতাপন্ন হইবেন।

(৫) মুখ্যমন্ত্রী রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন এবং অন্যান্য মন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রীর উপদেশক্রমে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন এবং মন্ত্রিগণ, রাষ্ট্রপতির অভিরুচিকালে পদাধিষ্ঠিত থাকিবেন।

(৬) মন্ত্রী পরিষদ, বিধানসভার নিকট সমষ্টিগত ভাবে দায়ী থাকিবেন।

[(৭) (ক)] সংসদ, বিধি দ্বারা, পূর্ববর্তী প্রকরণসমূহে নিহিত বিধানাবলী কার্যে পরিণত করিবার জন্য বা উহাদের অনুপূরণ করিবার জন্য, এবং তৎসংশ্লিষ্ট অথবা তৎপারিণামিক সকল বিষয়ের জন্য বিধানাবলী প্রণয়ন করিতে পারিবেন।

[(খ) ৩৬৮ অনুচ্ছেদের উদ্দেশ্যে (ক) উপ-প্রকরণে যেরূপ উল্লিখিত আছে সেরূপ কোন বিধি, উহাতে এই সংবিধান সংশোধনকারী বা সংশোধন করিবার কার্যকারিতা সম্পন্ন কোন বিধান থাকা সত্ত্বেও, এই সংবিধানের সংশোধনরূপে গণ্য হইবে না।]

(৮) ২৩৯খ অনুচ্ছেদের বিধানাবলী যতদূর সম্ভব সেরূপে, জাতীয় রাজধানী রাজ্যক্ষেত্র, লেফ্‌টেন্যান্ট গভর্নর ও বিধানসভা সম্পর্কে প্রযুক্ত হইবে, যেরূপে ঐগুলি যথাক্রমে, [পুদুচেরী]র সংঘশাসিত রাজ্যক্ষেত্র, প্রশাসক এবং উহার বিধানমণ্ডল সম্পর্কে প্রযোজ্য হয়, এবং ঐ অনুচ্ছেদে "২৩৯ক অনুচ্ছেদের (১) প্রকরণ"-এর কোনও উল্লেখ, ক্ষেত্রানুযায়ী, এই অনুচ্ছেদ বা ২৩৯কখ অনুচ্ছেদের উল্লেখ বলিয়া গণ্য হইবে।

সাংবিধানিক ব্যবস্থা অচল হইবার ক্ষেত্রে বিধান।

২৩৯কখ। যদি রাষ্ট্রপতির লেফ্‌টেন্যান্ট গভর্নরের নিকট হইতে রিপোর্ট প্রাপ্তির পর বা অন্যথা এরূপ প্রতীতি হয় যে, —

(ক) এরূপ পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে যাহাতে ২৩৯কক অনুচ্ছেদের বিধানাবলী, অথবা ঐ অনুচ্ছেদের অনুসরণক্রমে প্রণীত কোন বিধির বিধানাবলী অনুসারে জাতীয় রাজধানী রাজ্যক্ষেত্রের প্রশাসন যে চালানো যাইতেছে না; অথবা

(খ) জাতীয় রাজধানী রাজ্যক্ষেত্রের যথোপযুক্ত প্রশাসনের জন্য এতৎরূপ করা আবশ্যক বা সঙ্গত,

তাহাহইলে রাষ্ট্রপতি ২৩৯কক অনুচ্ছেদের যেকোন বিধানের অথবা ঐ অনুচ্ছেদের অনুসরণক্রমে প্রণীত কোন বিধির সকল বা যেকোন বিধানের ক্রিয়াশীলতা ঐরূপ বিধিতে যেরূপ বিনির্দিষ্ট হইবে সেরূপ সময়সীমার জন্য ও সেরূপ শর্তসমূহ সাপেক্ষে আদেশ দ্বারা নিলম্বিত রাখিতে পারিবেন এবং জাতীয় রাজধানী রাজ্যক্ষেত্রের প্রশাসনের জন্য তাঁহার নিকট যেরূপ আবশ্যক বা সঙ্গত বলিয়া প্রতীয়মান হইবে, ২৩৯ অনুচ্ছেদ ও ২৩৯কক অনুচ্ছেদের বিধানাবলীর অনুসারী সেরূপ আনুষঙ্গিক ও পারিণামিক বিধানাবলী প্রণয়ন করিতে পারিবেন।]

বিধানমণ্ডলের অবকাশকালে প্রশাসকের অধ্যাদেশসমূহ প্রখ্যাপন করিবার ক্ষমতা।

[২৩৯খ। (১) সংঘশাসিত রাজ্যক্ষেত্র পুদুচেরীর বিধানমণ্ডল সত্রাসীন থাকাকালে ভিন্ন অন্য কোন সময়ে উহার প্রশাসকের যদি প্রতীতি হয় যে এরূপ অবস্থাসমূহ বিদ্যমান যে তাঁহার পক্ষে আশু ব্যবস্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন, তাহাহইলে, তিনি সেরূপ অধ্যাদেশসমূহ প্রখ্যাপন করিতে পারেন যেরূপ ঐ অবস্থাসমূহে আবশ্যক বলিয়া তাঁহার নিকট প্রতীয়মান হয় :

তবে রাষ্ট্রপতির নিকট হইতে তৎপক্ষে অনুদেশ প্রাপ্ত হইবার পরে ব্যতীত ঐ প্রশাসক কর্তৃক ঐরূপ কোন অধ্যাদেশ প্রখ্যাপিত হইবে না :

পরন্তু যখনই ঐ বিধানমণ্ডল ভঙ্গ হয় অথবা ২৩৯ক অনুচ্ছেদের (১) প্রকরণে যেরূপ বিধি উল্লিখিত হইয়াছে সেরূপ কোন বিধি অনুযায়ী অবলম্বিত কোন ব্যবস্থার জন্য উহার কৃত্যকরণ নিলম্বিত থাকে, তখন ঐরূপ ভঙ্গ বা নিলম্বন চলাকালে ঐ প্রশাসক কোন অধ্যাদেশ প্রখ্যাপন করিবেন না।

(২) রাষ্ট্রপতির অনুদেশ অনুসারে এই অনুচ্ছেদ অনুযায়ী প্রখ্যাপিত কোন অধ্যাদেশ ঐ সংঘশাসিত রাজ্যক্ষেত্রের বিধানমণ্ডলের এরূপ একটি আইন বলিয়া গণ্য হইবে যাহা ২৩৯ক অনুচ্ছেদের (১) প্রকরণে যেরূপ বিধি উল্লিখিত হইয়াছে, তৎপক্ষে সেরূপ কোন বিধির অন্তর্ভুক্ত বিধানাবলী পালনপূর্বক বিধিবদ্ধ হইয়াছে, কিন্তু ঐরূপ প্রত্যেক অধ্যাদেশ—

(ক) ঐ সংঘশাসিত রাজ্যক্ষেত্রের বিধানমণ্ডলের সমক্ষে স্থাপিত হইবে এবং ঐ বিধানমণ্ডলের পুনঃসমাবেশ হইতে ছয় সপ্তাহ অবসান হইলে অথবা, যদি ঐ সময়সীমা অবসান হইবার পূর্বে উহা অননুমোদন করিয়া ঐ বিধানমণ্ডল কর্তৃক কোন সংকল্প গৃহীত হয়, তাহাহইলে, সংকল্পটি গৃহীত হইলে উহা আর সক্রিয় থাকিবে না; এবং

(খ) যেকোন সময়ে, তৎপক্ষে রাষ্ট্রপতির অনুদেশ প্রাপ্তির পরে, প্রশাসক কর্তৃক প্রত্যাহৃত হইতে পারে।

(৩) যদি এই অনুচ্ছেদ অনুযায়ী কোন অধ্যাদেশ এরূপ কোন বিধান করে যাহা ২৩৯ক অনুচ্ছেদের (১) প্রকরণে উল্লিখিত হইয়াছে, তৎপক্ষে এরূপ কোন বিধির অন্তর্ভুক্ত বিধানাবলী পালনপূর্বক ঐ সংঘশাসিত রাজ্যক্ষেত্রের বিধানমণ্ডলের কোন আইনে বিধিবদ্ধ হইলে সিদ্ধ হইত না, তাহাহইলে, উহা যতদূর পর্যন্ত ঐরূপে সিদ্ধ হইত না ততদূর পর্যন্ত বাতিল হইবে।]

রাষ্ট্রপতির কোন কোন সংঘশাসিত রাজ্যক্ষেত্রের জন্য প্রনিয়ম প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা।

[২৪০। (১) রাষ্ট্রপতি নিম্নলিখিত সংঘশাসিত রাজ্যক্ষেত্রের শান্তি, প্রগতি ও সুশাসনের জন্য প্রনিয়মাবলী প্রণয়ন করিতে পারেন, যথা—

(ক) আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ ;

[(খ) লাক্ষাদ্বীপ;]

[(গ) দাদরা ও নগর হাভেলী এবং দামন ও দিউ;]

[(ঘ) * * * ;]

[(ঙ) পুদুচেরী;]

[(চ) * * * ;]

[(ছ) * * *;]

[তবে যেস্থলে ২৩৯ক অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সংঘশাসিত রাজ্যক্ষেত্র পুদুচেরীর জন্য বিধানমণ্ডলরূপে কৃত্য করণার্থ কোন সংস্থা সৃজিত হয়, সেস্থলে রাষ্ট্রপতি ঐ বিধানমণ্ডলের প্রথম অধিবেশনের জন্য নির্দিষ্ট তারিখ হইতে ঐ সংঘশাসিত রাজ্যক্ষেত্রের শান্তি, প্রগতি ও সুশাসনের জন্য কোন প্রনিয়ম প্রণয়ন করিবেন না :]

পরন্তু যখনই পুদুচেরী, সংঘশাসিত রাজ্যক্ষেত্রের জন্য যে সংস্থা বিধানমণ্ডলরূপে কৃত্য করিতেছে তাহা ভঙ্গ হয়, অথবা ২৩৯ক অনুচ্ছেদের (১) প্রকরণে যেরূপ বিধি উল্লিখিত হইয়াছে সেরূপ কোন বিধি অনুযায়ী কোন ব্যবস্থা অবলম্বিত হইবার ফলে ঐরূপ বিধানমণ্ডলরূপে কৃত্যকরণ নিলম্বিত থাকে, তখন রাষ্ট্রপতি, ঐরূপ ভঙ্গ বা নিলম্বন চলাকালে, সেই সংঘশাসিত রাজ্যক্ষেত্রের শান্তি, প্রগতি ও সুশাসনের জন্য প্রনিয়মাবলী প্রণয়ন করিতে পারেন।]

(২) ঐরূপে প্রণীত কোন প্রনিয়ম ঐ সংঘশাসিত রাজ্যক্ষেত্রে তৎকালে প্রযোজ্য সংসদ কর্তৃক প্রণীত কোন আইনকে বা [অন্য কোন বিধিকে] নিরসন বা সংশোধন করিতে পারে, এবং রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রখ্যাপিত হইলে উহার, সংসদের যে আইন ঐ সংঘশাসিত রাজ্যক্ষেত্রে প্রযুক্ত, তদনুরূপ বল ও কার্যকারিতা থাকিবে।]

সংঘশাসিত রাজ্যক্ষেত্রের জন্য হাইকোর্ট।

২৪১। (১) সংসদ বিধি দ্বারা কোন [সংঘশাসিত রাজ্যক্ষেত্রের] জন্য একটি হাইকোর্ট গঠন করিতে, অথবা ঐরূপ [যেকোন রাজ্যক্ষেত্রে] অবস্থিত যেকোন আদালতকে এই সংবিধানের সকল বা যেকোন প্রয়োজনে হাইকোর্ট বলিয়া ঘোষণা করিতে পারেন।

(২) সংসদ বিধি দ্বারা যেরূপ সংপরিবর্তন বা ব্যতিক্রমসমূহ বিহিত করিতে পারেন তদধীনে, ভাগ ৬-এর অধ্যায় ৫-এর বিধানাবলী ২১৪ অনুচ্ছেদে উল্লিখিত হাইকোর্ট সম্বন্ধে সেরূপ প্রযুক্ত হইবে।

[(৩) এই সংবিধানের বিধানাবলীর অধীনে এবং এই সংবিধান দ্বারা বা অনুযায়ী কোন যথাযোগ্য বিধানমণ্ডলকে অর্পিত ক্ষমতাবলে ঐ বিধানমণ্ডল কর্তৃক প্রণীত কোন বিধির বিধানাবলীর অধীনে, যে হাইকোর্ট সংবিধান (সাততম সংশোধন) আইন, ১৯৫৬-র প্রারম্ভের অব্যবহিত পূর্বে কোন সংঘশাসিত রাজ্যক্ষেত্র সম্বন্ধে ক্ষেত্রাধিকার প্রয়োগ করিতেন সেরূপ প্রত্যেক হাইকোর্ট ঐ রাজ্যক্ষেত্র সম্বন্ধে ঐরূপ প্রারম্ভের পরে ঐরূপ ক্ষেত্রাধিকার প্রয়োগ করিতে থাকিবেন।

(৪) কোন রাজ্যের হাইকোর্টের ক্ষেত্রাধিকার কোন সংঘশাসিত রাজ্যক্ষেত্রে বা উহার কোন ভাগে প্রসারিত করিবার, অথবা ঐরূপ কোন রাজ্যক্ষেত্র হইতে বা উহার কোন ভাগ হইতে বাদ দিবার, যে ক্ষমতা সংসদের আছে, এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই তাহার অপকর্ষ সাধন করিবে না।]

২৪২। [কুর্গ] সংবিধান (সাততম সংশোধন) আইন, ১৯৫৬, ২৯ ধারা ও তফসিল দ্বারা (১.১১.১৯৫৬ হইতে কার্যকারিতাসহ) বাদ গিয়াছে।

ভাগ ৯

[পঞ্চায়েত]

সংজ্ঞার্থসমূহ। **২৪৩।** এই ভাগে, প্রসঙ্গতঃ অন্যথা আবশ্যক না হইলে,—

(ক) "জেলা" বলিতে কোন রাজ্যের কোন জেলা বুঝায়;

(খ) "গ্রাম সভা" বলিতে গ্রামস্তরে পঞ্চায়েত এলাকার অন্তর্গত কোন গ্রাম সম্পর্কিত নির্বাচক তালিকায় রেজিস্ট্রিভুক্ত ব্যক্তিগণকে লইয়া গঠিত সংস্থাকে বুঝায়;

(গ) "মধ্যবর্তী স্তর" বলিতে, কোন রাজ্যের রাজ্যপাল কর্তৃক সরকারী প্রজ্ঞাপন দ্বারা এই ভাগের উদ্দেশ্যে মধ্যবর্তী স্তর বলিয়া বিনির্দিষ্ট, গ্রাম ও জেলাস্তরের মধ্যবর্তী স্তরকে বুঝায়;

(ঘ) "পঞ্চায়েত" বলিতে, ২৪৩খ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী গ্রামীণ এলাকার জন্য গঠিত স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠান (উহা যে নামেই অভিহিত হউক না কেন)-কে বুঝায়;

(ঙ) "পঞ্চায়েত এলাকা" বলিতে, পঞ্চায়েতের স্থানিক এলাকাকে বুঝায়;

(চ) "জনসংখ্যা" বলিতে, পূর্ববর্তী সর্বশেষ জনগণনায় যথা-নির্ণীত জনসংখ্যা বুঝায়, যাহার প্রাসঙ্গিক সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে;

(ছ) "গ্রাম" বলিতে এই ভাগের উদ্দেশ্যে রাজ্যপাল কর্তৃক সরকারী প্রজ্ঞাপন দ্বারা গ্রাম বলিয়া বিনির্দিষ্ট গ্রামকে বুঝায়, এবং ঐরূপে বিনির্দিষ্ট গ্রামসমূহের সমষ্টিকে অন্তর্ভুক্ত করে।

গ্রামসভা। **২৪৩ক।** গ্রামসভা, রাজ্যের বিধানমণ্ডল বিধি দ্বারা যেরূপ ব্যবস্থা করিবেন, গ্রামস্তরে সেরূপ ক্ষমতাসমূহ প্রয়োগ করিতে ও সেরূপ কৃত্যসমূহ সম্পাদন করিতে পারিবেন।

পঞ্চায়েত গঠন। **২৪৩খ।** (১) এই ভাগের বিধানাবলী অনুসারে প্রত্যেক রাজ্যে গ্রাম, মধ্যবর্তী ও জেলাস্তরে পঞ্চায়েত গঠন করিতে হইবে।

(২) (১) প্রকরণে যাহা কিছু আছে তৎসত্ত্বেও, অনধিক কুড়ি লক্ষ জনসংখ্যা সম্পন্ন কোন রাজ্যে মধ্যবর্তী স্তরে পঞ্চায়েত নাও গঠিত হইতে পারে।

২৪৩গ। (১) এই ভাগের বিধানাবলী সাপেক্ষে, রাজ্যের বিধানমণ্ডল বিধি দ্বারা পঞ্চায়েতসমূহের রচনা সম্পর্কে বিধানাবলী প্রণয়ন করিতে পারিবেন : পঞ্চায়েতের রচনা।

তবে পঞ্চায়েতের কোনও স্তরের স্থানিক এলাকার জনসংখ্যা এবং ঐ পঞ্চায়েতে নির্বাচনের দ্বারা পূরণীয় আসন সংখ্যার অনুপাত যথাসম্ভব, রাজ্যের সর্বত্র, একই প্রকারের হইবে।

(২) কোন পঞ্চায়েতের সকল আসন, ঐ পঞ্চায়েত এলাকার স্থানিক নির্বাচনক্ষেত্রসমূহ হইতে প্রত্যক্ষ নির্বাচিত ব্যক্তিগণের দ্বারা পূরণ করা হইবে, এবং এতদুদ্দেশ্যে প্রতিটি পঞ্চায়েত এলাকার স্থানিক নির্বাচনক্ষেত্রসমূহ এরূপ প্রণালীতে বিভক্ত করিতে হইবে, যাহাতে প্রত্যেক নির্বাচনক্ষেত্রের জনসংখ্যা ও উহাতে আবণ্টিত আসন সংখ্যার অনুপাত, যথাসম্ভব ঐ পঞ্চায়েত এলাকার সর্বত্র একই প্রকারের হয়।

(৩) রাজ্যের বিধানমণ্ডল, বিধি দ্বারা, —

(ক) গ্রামস্তরের পঞ্চায়েতসমূহের চেয়ারপার্সনগণের, মধ্যবর্তী স্তরের পঞ্চায়েতসমূহে, অথবা কোন রাজ্যে মধ্যবর্তী স্তরের পঞ্চায়েত না থাকিবার ক্ষেত্রে, জেলাস্তরের পঞ্চায়েতসমূহে প্রতিনিধিত্ব করিবার;

(খ) মধ্যবর্তী স্তরের পঞ্চায়েতসমূহের চেয়ারপার্সনগণের, জেলাস্তরের পঞ্চায়েতসমূহে প্রতিনিধিত্ব করিবার;

(গ) রাজ্যের নির্বাচন ক্ষেত্রসমূহ যাহাতে কোন পঞ্চায়েত এলাকা সম্পূর্ণতঃ বা অংশতঃ অন্তর্ভুক্ত হয়, সেই নির্বাচনক্ষেত্রের প্রতিনিধিত্বকারী লোকসভা ও বিধানসভার সদস্যগণের, ঐ পঞ্চায়েতে গ্রামস্তর ভিন্ন অন্য স্তরে প্রতিনিধিত্ব করিবার;

(ঘ) যেক্ষেত্রে রাজ্যসভার সদস্যগণ এবং রাজ্যের বিধান পরিষদের সদস্যগণ —

(i) মধ্যবর্তী স্তরের কোন পঞ্চায়েত এলাকার মধ্যে নির্বাচকরূপে রেজিস্ট্রিভুক্ত হন, সেক্ষেত্রে, মধ্যবর্তী স্তরের পঞ্চায়েতে প্রতিনিধিত্ব করিবার,

(ii) জেলাস্তরের কোন পঞ্চায়েত এলাকার মধ্যে নির্বাচকরূপে রেজিস্ট্রিভুক্ত হন, সেক্ষেত্রে, জেলাস্তরের পঞ্চায়েতে প্রতিনিধিত্ব করিবার

ব্যবস্থা করিতে পারিবেন।

(৪) কোন পঞ্চায়েতের চেয়ারপার্সনের এবং অন্যান্য সদস্যের, তাঁহারা ঐ পঞ্চায়েত এলাকার স্থানিক নির্বাচনক্ষেত্রসমূহ হইতে প্রত্যক্ষ নির্বাচন দ্বারা নির্বাচিত হউন বা না হউন, ঐ পঞ্চায়েতসমূহের সভাসমূহে ভোটদানের অধিকার থাকিবে।

(৫) (ক) গ্রামস্তরের চেয়ারপার্সন, কোন রাজ্যে বিধানমণ্ডল বিধি দ্বারা যেরূপ ব্যবস্থা করিবেন, সেরূপ প্রণালীতে নির্বাচিত হইবেন, এবং

(খ) মধ্যবর্তী স্তরের বা জেলাস্তরের পঞ্চায়েতের চেয়ারপার্সন, উহার নির্বাচিত সদস্যগণ দ্বারা, এবং তাঁহাদের মধ্য হইতে নির্বাচিত হইবেন।

আসন সংরক্ষণ।

২৪৩ঘ। (১) প্রত্যেক পঞ্চায়েতে—

(ক) তফসিলী জাতিগণের, ও

(খ) তফসিলী জনজাতিগণের

জন্য আসনসমূহ সংরক্ষিত হইবে, এবং ঐরূপে সংরক্ষিত আসনসমূহের সংখ্যা, ঐ পঞ্চায়েতে প্রত্যক্ষ নির্বাচন দ্বারা যে মোট সংখ্যক আসন পূরণ করা হইবে তাহার মধ্যে যথাসম্ভব নিকটতমরূপে সেই একই অনুপাতে থাকিবে, যে অনুপাত ঐ পঞ্চায়েত এলাকার তফসিলী জাতি বা তফসিলী জনজাতির জনসংখ্যার সহিত ঐ এলাকার মোট জনসংখ্যা থাকে, এবং ঐরূপ আসনসমূহ পঞ্চায়েতের ভিন্ন ভিন্ন নির্বাচনক্ষেত্রে পালাক্রমে আবণ্টিত হইবে।

(২) (১) প্রকরণ অনুযায়ী সংরক্ষিত সর্বমোট আসনের সংখ্যার অন্যূন এক-তৃতীয়াংশ আসন, ক্ষেত্রানুযায়ী, তফসিলী জাতি বা তফসিলী জনজাতিভুক্ত মহিলাগণের জন্য সংরক্ষিত থাকিবে।

(৩) প্রত্যেক পঞ্চায়েতে প্রত্যক্ষ নির্বাচন দ্বারা পূরণীয় আসন সংখ্যার অন্যূন এক-তৃতীয়াংশ আসন (তফসিলী জাতি ও তফসিলী জনজাতিভুক্ত মহিলাগণের জন্য সংরক্ষিত আসন সংখ্যা সমেত) মহিলাগণের জন্য সংরক্ষিত থাকিবে, এবং ঐ আসনসমূহ পর্যায়ক্রমে ঐ পঞ্চায়েতের ভিন্ন ভিন্ন নির্বাচনক্ষেত্রে আবণ্টিত হইবে।

(৪) গ্রাম বা অন্য কোন স্তরের পঞ্চায়েতসমূহের চেয়ারপার্সনের পদসমূহ তফসিলী জাতি, তফসিলী জনজাতি ও মহিলাগণের জন্য, রাজ্য বিধানমণ্ডল বিধি দ্বারা যেরূপ ব্যবস্থা করিবেন, সেরূপ প্রণালীতে সংরক্ষিত হইবে :

তবে কোন রাজ্যে প্রত্যেক স্তরের পঞ্চায়েতে তফসিলী জাতি ও তফসিলী জনজাতিগণের জন্য সংরক্ষিত চেয়ারপার্সনের পদসমূহের সংখ্যা, ঐ রাজ্যে মোট

জনসংখ্যার মধ্যে যে অনুপাতে তফসিলী জাতি বা তফসিলী জনজাতির জনসংখ্যা থাকে, প্রত্যেক স্তরের পঞ্চায়েতে ঐরূপ মোট সংখ্যক পদের মধ্যে, যথাসম্ভব নিকটতমরূপে সেই একই অনুপাতে থাকিবে :

পরন্তু পঞ্চায়েতসমূহের প্রত্যেক স্তরে চেয়ারপার্সনের পদসমূহের মোট সংখ্যার অন্যূন এক-তৃতীয়াংশ মহিলাগণের জন্য সংরক্ষিত থাকিবে :

অধিকন্তু এই প্রকরণ অনুযায়ী সংরক্ষিত পদসমূহের সংখ্যা, ভিন্ন ভিন্ন পঞ্চায়েতের প্রত্যেক স্তরে পর্যায়ক্রমে আবণ্টিত হইবে।

(৫) (১) ও (২) প্রকরণ অনুযায়ী আসনসমূহের সংরক্ষণের এবং (৪) প্রকরণ অনুযায়ী চেয়ারপার্সনগণের পদসমূহের সংরক্ষণের (মহিলাগণের জন্য সংরক্ষণ বাদে), ৩৩৪ অনুচ্ছেদে বিনির্দিষ্ট সময়সীমা অবসানের পর, আর কার্যকারিতা থাকিবে না।

(৬) এই ভাগের কোনকিছুই কোন রাজ্যের বিধানমণ্ডলকে, অনগ্রসর শ্রেণীর নাগরিকগণের অনুকূলে কোন পঞ্চায়েতে আসনসমূহ সংরক্ষণের জন্য অথবা পঞ্চায়েতের যেকোন স্তরে চেয়ারপার্সনগণের পদসমূহে সংরক্ষণের জন্য কোন বিধান প্রণয়ন করিতে, নিবারণ করিবে না।

পঞ্চায়েতের স্থিতিকাল, ইত্যাদি।

২৪৩ঙ। (১) প্রত্যেক পঞ্চায়েত, যদি তৎসময়ে বলবৎ কোন বিধি অনুযায়ী শীঘ্র ভাঙ্গিয়া না যায়, তাহাহইলে উহার প্রথম সভার জন্য নির্দিষ্ট তারিখ হইতে পাঁচ বৎসরের জন্য চলিতে থাকিবে এবং তাহার অধিক চলিবে না ।

(২) তৎসময়ে বলবৎ কোন বিধির কোন সংশোধনের, ঐরূপ সংশোধনের অব্যবহিত পূর্বে কার্যরত কোন স্তরের কোন পঞ্চায়েতকে (১) প্রকরণে বিনির্দিষ্ট উহার স্থিতিকাল অবসান না হওয়া পর্যন্ত ভঙ্গ করাইবার কার্যকারিতা থাকিবে না।

(৩) পঞ্চায়েত গঠন করিবার জন্য নির্বাচন—

(ক) (১) প্রকরণে বিনির্দিষ্ট স্থিতিকাল অবসানের পূর্বে,

(খ) উহা ভঙ্গের তারিখ হইতে ছয় মাস সময়সীমা অবসানের পূর্বে, সমাপ্ত করিতে হইবে :

তবে যেক্ষেত্রে ভাঙ্গিয়া যাওয়া পঞ্চায়েত যে অবশিষ্ট সময়সীমার জন্য চলিতে পারিত তাহা ছয় মাসের কম হয়, সেক্ষেত্রে, ঐরূপ সময়সীমার জন্য পঞ্চায়েত গঠন করিবার জন্য এই প্রকরণ অনুযায়ী নির্বাচন করা আবশ্যক হইবে না।

(৪) কোন পঞ্চায়েতের স্থিতিকাল অবসানের পূর্বে উহা ভাঙ্গিয়া যাইবার পর গঠিত কোন পঞ্চায়েত, কেবলমাত্র সেই অবশিষ্ট সময়সীমার জন্য চলিতে থাকিবে,

উহা ঐরূপে ভাঙ্গিয়া না যাইলে, (১) প্রকরণ অনুযায়ী যে সময়সীমা পর্যন্ত চলিতে পারিত।

সদস্যপদের নির্যোগ্যতা।

২৪৩চ। (১) কোন ব্যক্তি, কোন পঞ্চায়েতের সদস্য হইবার পক্ষে ও সদস্যরূপে চয়নকৃত হইবার পক্ষে নির্যোগ্য হইবেন —

(ক) যদি তিনি, সংশ্লিষ্ট রাজ্যের বিধানমণ্ডলের নির্বাচনের উদ্দেশ্যে তৎকালে বলবৎ কোন বিধি দ্বারা বা অনুযায়ী ঐরূপে নির্যোগ্য হন :

তবে কোন ব্যক্তি, যদি তিনি একুশ বৎসর বয়স প্রাপ্ত হন, তাহাহইলে এই হেতুতে নির্যোগ্য হইবেন না যে, তাঁহার বয়স পঁচিশ বৎসরের কম;

(খ) রাজ্য বিধানমণ্ডল কর্তৃক প্রণীত কোন বিধি দ্বারা বা অনুযায়ী যদি তিনি ঐরূপে নির্যোগ্য হন।

(২) পঞ্চায়েতের কোন সদস্য (১) প্রকরণে উল্লিখিত কোনও নির্যোগ্যতার অধীন হইয়াছেন কিনা সে বিষয়ে কোন প্রশ্ন উত্থাপিত হইলে ঐরূপ প্রশ্ন সিদ্ধান্তের জন্য, রাজ্য বিধানমণ্ডল বিধি দ্বারা যেরূপ ব্যবস্থা করিবেন, সেরূপ প্রাধিকারীর নিকট সেরূপ প্রণালীতে প্রেরিত হইবে।

পঞ্চায়েতের ক্ষমতা, প্রাধিকার ও দায়িত্ব।

২৪৩ছ। সংবিধানের বিধানাবলী সাপেক্ষে কোন রাজ্য বিধানমণ্ডল, বিধি দ্বারা পঞ্চায়েতকে, স্বায়ত্তশাসনের প্রতিষ্ঠান হিসাবে কার্য করিবার জন্য উহাকে সক্ষম করিতে যেরূপ আবশ্যক হইবে সেরূপ ক্ষমতাসমূহ ও প্রাধিকার প্রদান করিতে পারিবেন, এবং ঐরূপ বিধিতে, উহাতে যেরূপ বিনির্দিষ্ট হইবে সেরূপ শর্তাবলী সাপেক্ষে, —

(ক) আর্থনীতিক উন্নয়ন ও সামাজিক ন্যায় বিচারের জন্য পরিকল্পনা প্রস্তুতকরণ সম্পর্কে,

(খ) একাদশ তফসিলে সূচীভুক্ত বিষয়সমূহ সমেত, উহাদের উপর যেরূপ ন্যস্ত হইতে পারে সেরূপ আর্থনীতিক উন্নয়ন ও সামাজিক ন্যায় বিচারের জন্য পরিকল্পসমূহ রূপায়ণ সম্পর্কে,

যথাযোগ্য স্তরে পঞ্চায়েতসমূহের উপর ক্ষমতা ও দায়িত্বসমূহ অর্পণ করিবার জন্য বিধানাবলী থাকিতে পারিবে।

২৪৩জ। কোন রাজ্য বিধানমণ্ডল বিধি দ্বারা, বিধিতে যেরূপ বিনির্দিষ্ট হইবে,— পঞ্চায়েত কর্তৃক কর আরোপ করিবার ক্ষমতা এবং উহার তহবিল।

(ক) সেরূপ কর, শুল্ক, টোল ও ফী সেরূপ প্রক্রিয়া অনুসারে ও সেরূপ সীমা সাপেক্ষে উদ্‌গ্রহণ, সংগ্রহ ও উপযোজন করিতে পঞ্চায়েতকে প্রাধিকৃত করিতে পারিবেন;

(খ) সেরূপ উদ্দেশ্যে এবং সেরূপ শর্ত ও সীমা সাপেক্ষে রাজ্য সরকার কর্তৃক উদ্‌গৃহীত ও সংগৃহীত সেরূপ কর, শুল্ক, টোল ও ফী পঞ্চায়েতকে নির্দিষ্ট করিতে পারিবেন;

(গ) রাজ্যের সঞ্চিত নিধি হইতে পঞ্চায়েতসমূহকে সেরূপ সহায়ক -অনুদান প্রদান করিবার জন্য, ব্যবস্থা করিতে পারিবেন; এবং

(ঘ) পঞ্চায়েত কর্তৃক বা উহার তরফে গৃহীত সকল অর্থ জমা করিবার জন্য এবং উহা হইতে ঐ অর্থ তুলিয়া লইবার জন্যও, সেরূপ তহবিলসমূহ গঠন করিবার নিমিত্ত ব্যবস্থা করিতে পারিবেন।

২৪৩ঝ। (১) কোন রাজ্যের রাজ্যপাল, সংবিধান (তিয়াত্তরতম সংশোধন) আইন, ১৯৯২-এর প্রারম্ভ হইতে এক বৎসরের মধ্যে যথাসম্ভব শীঘ্র ও তদনন্তর প্রত্যেক পাঁচ বৎসরের অবসানে, একটি বিত্ত কমিশন গঠন করিবেন, যাহা পঞ্চায়েতসমূহের বিত্তীয় অবস্থার পুনর্বিলোকন করিবে ও যাহা :— বিত্তীয় অবস্থা পুনর্বিলোকন করিবার জন্য বিত্ত কমিশন গঠন।

(ক) (i) রাজ্য কর্তৃক উদ্‌গ্রহণযোগ্য কর, শুল্ক, টোল ও ফীর নীট আগম, যাহা এই ভাগ অনুযায়ী রাজ্য ও পঞ্চায়েতসমূহের মধ্যে বিভাজন করিয়া দেওয়া হইবে তাহা রাজ্য ও পঞ্চায়েতসমূহের সর্বস্তরের মধ্যে ঐ আগমে উহাদের নিজ নিজ অংশ আবণ্টনকে;

(ii) পঞ্চায়েতের জন্য নির্দিষ্ট বা উপযোজিত হইতে পারে এরূপ কর, শুল্ক, টোল ও ফী নির্ধারণকে;

(iii) রাজ্যের সঞ্চিত নিধি হইতে পঞ্চায়েতের জন্য সহায়ক-অনুদানকে ;

নিয়ন্ত্রণ করিবে এরূপ নীতিসমূহ সম্পর্কে ;

(খ) পঞ্চায়েতসমূহের বিত্তীয় অবস্থার উন্নতির জন্য আবশ্যক ব্যবস্থাসমূহ সম্পর্কে;

(গ) পঞ্চায়েতসমূহের সুদৃঢ় বিত্তব্যবস্থার স্বার্থে রাজ্যপাল কর্তৃক বিত্ত কমিশনের নিকট উল্লিখিত অন্য কোন বিষয় সম্পর্কে;

রাজ্যপালের নিকট সুপারিশ করিবে।

(২) রাজ্য বিধানমণ্ডল বিধি দ্বারা, কমিশনের রচনা-প্রণালীর জন্য, উহার সদস্যরূপে নিয়োগের উদ্দেশ্যে যে যোগ্যতাসমূহ আবশ্যক হইবে তাহার এবং যে

প্রণালীতে তাঁহারা নির্বাচিত হইবেন তাহার ব্যবস্থা করিতে পারিবেন।

(৩) কমিশন তাঁহাদের প্রক্রিয়া নির্ধারণ করিবেন এবং তাঁহাদের কৃত্যসমূহ সম্পাদনে সেরূপ ক্ষমতাসমূহ থাকিবে, রাজ্য বিধানমণ্ডল বিধি দ্বারা তাঁহাদের উপর যেরূপ অর্পণ করিবেন।

(৪) রাজ্যপাল, এই অনুচ্ছেদ অনুযায়ী কমিশন কর্তৃক কৃত প্রত্যেক সুপারিশ ও তৎসহ উহাদের উপর গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে একটি ব্যাখ্যামূলক স্মারকলিপি, রাজ্য বিধানমণ্ডলের সমক্ষে উপস্থাপন করাইবেন।

পঞ্চায়েতের হিসাব নিরীক্ষা।

২৪৩ঞ। রাজ্য বিধানমণ্ডল বিধি দ্বারা, পঞ্চায়েত কর্তৃক হিসাব রক্ষণ এবং ঐ হিসাবের নিরীক্ষণ সম্পর্কে বিধানাবলী প্রণয়ন করিতে পারিবেন।

পঞ্চায়েতের নির্বাচন।

২৪৩ট। (১) পঞ্চায়েতের সকল নির্বাচনের জন্য নির্বাচক তালিকা প্রস্তুতির এবং নির্বাচন পরিচালনার অধীক্ষণ, নির্দেশন ও নিয়ন্ত্রণ রাজ্যপাল কর্তৃক নিযুক্ত একজন রাজ্য নির্বাচন কমিশনারকে লইয়া গঠিত রাজ্য নির্বাচন কমিশনে বর্তাইবে ।

(২) রাজ্য বিধানমণ্ডল কর্তৃক প্রণীত বিধির বিধানাবলী সাপেক্ষে, রাজ্য নির্বাচন কমিশনারের চাকরির শর্ত ও পদের মেয়াদ, রাজ্যপাল নিয়ম দ্বারা যেরূপ নির্ধারণ করিবেন সেরূপ হইবে :

তবে রাজ্য নির্বাচন কমিশনারকে, উচ্চ আদালতের কোন বিচারকের ন্যায় অনুরূপ প্রণালী ও অনুরূপ কারণসমূহ ব্যতীত, তাঁহার পদ হইতে অপসারিত করা যাইবে না, এবং রাজ্য নির্বাচন কমিশনারের চাকুরীর শর্তাবলী, তাঁহার নিয়োগের পর তাঁহার পক্ষে অসুবিধাজনকভাবে পরিবর্তন করা যাইবে না।

(৩) রাজ্যের রাজ্যপাল, রাজ্য নির্বাচন কমিশন কর্তৃক যখন যেরূপ অনুরোধ করা হইবে, তখন (১) প্রকরণ দ্বারা রাজ্য নির্বাচন কমিশনের উপর অর্পিত কৃত্যসমূহ সম্পাদনের জন্য যেরূপ প্রয়োজন হইবে, সেরূপ কর্মচারিবর্গকে রাজ্য নির্বাচন কমিশনের নিকট প্রাপ্তিসাধ্য করাইবেন।

(৪) এই সংবিধানের বিধানাবলী সাপেক্ষে, রাজ্য বিধানমণ্ডল বিধি দ্বারা, পঞ্চায়েতের নির্বাচন সংক্রান্ত বা তৎসম্পর্কিত সকল বিষয় সম্পর্কে বিধান প্রণয়ন করিতে পারিবেন।

সংঘশাসিত রাজ্যক্ষেত্রে প্রয়োগ।

২৪৩ঠ। এই ভাগের বিধানাবলী সংঘশাসিত রাজ্যক্ষেত্রসমূহের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে এবং কোন সংঘশাসিত রাজ্যক্ষেত্রে উহাদের প্রয়োগ সম্পর্কে এরূপ কার্যকারিতা থাকিবে, যেন কোন রাজ্যের রাজ্যপাল সম্পর্কে উল্লেখ, ২৩৯ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী নিযুক্ত সংঘশাসিত রাজ্যক্ষেত্রের প্রশাসক সম্পর্কে উল্লেখ ছিল, এবং রাজ্য বিধানমণ্ডল বা বিধানসভা সম্পর্কে উল্লেখ, বিধানসভা সম্পন্ন কোন

সংঘশাসিত রাজ্যক্ষেত্রের সম্পর্কে, ঐ বিধানসভা সম্পর্কে উল্লেখ ছিল :

তবে রাষ্ট্রপতি সরকারী প্রজ্ঞাপন দ্বারা নির্দেশ দান করিতে পারিবেন যে, এই ভাগের বিধানাবলী তিনি প্রজ্ঞাপনে যেরূপ বিনির্দিষ্ট করিবেন সেরূপ ব্যতিক্রম ও সংপরিবর্তন সাপেক্ষে, কোনও সংঘশাসিত রাজ্যক্ষেত্রে বা উহার কোন অংশে প্রযোজ্য হইবে।

২৪৩ঙ। (১) এই ভাগের কোন কিছুই, ২৪৪ অনুচ্ছেদের (১) প্রকরণে উল্লিখিত তফসিলী এলাকাসমূহে, এবং (২) প্রকরণে উল্লিখিত জনজাতি এলাকাসমূহে প্রযোজ্য হইবে না। কতিপয় ক্ষেত্রে এই ভাগ প্রযোজ্য হইবে না।

(২) এই ভাগের কোনকিছুই,—

(ক) নাগাল্যান্ড, মেঘালয় ও মিজোরাম রাজ্যসমূহে, এবং

(খ) তৎসময়ে বলবৎ কোন বিধি অনুযায়ী মণিপুর রাজ্যের যে পার্বত্য এলাকার জন্য জেলা পরিষদ বিদ্যমান আছে, সেই পার্বত্য এলাকায়,

প্রযোজ্য হইবে না।

(৩) এই ভাগের কোন কিছুই,—

(ক) যাহা জেলাস্তরের পঞ্চায়েত সম্পর্কিত তাহা পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের দার্জিলিং জেলার এরূপ কোন পার্বত্য এলাকার ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হইবে না যেখানে তৎসময়ে বলবৎ কোন বিধি অনুযায়ী দার্জিলিং গোর্খা পার্বত্য পরিষদ বিদ্যমান থাকে;

(খ) ঐ বিধি অনুযায়ী গঠিত দার্জিলিং গোর্খা পার্বত্য পরিষদের কৃত্য ও ক্ষমতাসমূহকে প্রভাবিত করে বলিয়া অর্থান্বয়িত হইবে না।

(৩ক) তফসিলী জাতির জন্য আসন সংরক্ষণ সম্পর্কিত ২৪৩ঘ অনুচ্ছেদের কোনকিছুই, অরুণাচল প্রদেশ রাজ্য সম্পর্কে প্রযুক্ত হইবে না।

(৪) এই সংবিধানে যাহা কিছু আছে তৎসত্ত্বেও, —

(ক) (২) প্রকরণের (ক) উপ-প্রকরণে উল্লিখিত রাজ্য বিধানমণ্ডল বিধি দ্বারা, (১) প্রকরণে উল্লিখিত এলাকাসমূহ, যদি থাকে, তদ্ভিন্ন, এই ভাগ ঐ রাজ্যে প্রসারিত করিতে পারিবেন, যদি, ঐ রাজ্যের বিধানসভা, ঐ সদনের মোট সদস্যপদের সংখ্যাগরিষ্ঠতার দ্বারা, এবং ঐ সদনে উপস্থিত ও ভোটদানকারী সদস্যগণের অন্যূন দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার দ্বারা, ঐ মর্মে কোন সংকল্প গ্রহণ করেন;

(খ) সংসদ বিধি দ্বারা, ঐ বিধিতে যেরূপ বিনির্দিষ্ট হইবে সেরূপ ব্যতিক্রম ও সংপরিবর্তন সাপেক্ষে, (১) প্রকরণে উল্লিখিত তফসিলী জাতি ও জনজাতি এলাকায় এই ভাগের বিধানাবলী প্রসারিত করিতে পারিবেন, এবং ঐরূপ কোনও বিধি ৩৬৮ অনুচ্ছেদের উদ্দেশ্যে এই সংবিধানের কোন সংশোধন বলিয়া গণ্য হইবে না।

বিদ্যমান বিধি ও পঞ্চায়েত বহাল থাকা।

২৪৩চ। এই ভাগে যাহা কিছু আছে তৎসত্ত্বেও, সংবিধান (তিয়াত্তরতম সংশোধন) আইন, ১৯৯২ প্রারম্ভের অব্যবহিত পূর্বে কোন রাজ্যে বলবৎ পঞ্চায়েত সংক্রান্ত কোনও বিধির বিধান, যাহা এই ভাগের বিধানাবলীর সহিত অসমঞ্জস, তাহা ক্ষমতাপন্ন বিধানমণ্ডল বা অন্য ক্ষমতাপন্ন প্রাধিকার কর্তৃক সংশোধিত বা নিরসিত না হওয়া পর্যন্ত, অথবা ঐরূপ প্রারম্ভ হইতে এক বৎসর অবসান না হওয়া পর্যন্ত, এতদুভয়ের মধ্যে যাহা পূর্বতর হইবে তৎপর্যন্ত, বলবৎ থাকিয়া যাইবে:

তবে ঐরূপ প্রারম্ভের অব্যবহিত পূর্বে বিদ্যমান সকল পঞ্চায়েত, উহাদের স্থিতিকালের অবসান পর্যন্ত চালু থাকিবে, যদি না, ঐ রাজ্যের বিধানসভা কর্তৃক, অথবা বিধান পরিষদ সম্পন্ন কোন রাজ্যের ক্ষেত্রে, ঐ রাজ্যের বিধানমণ্ডলের প্রত্যেক সদন কর্তৃক ঐ মর্মে গৃহীত কোন সংকল্প দ্বারা উহা শীঘ্র ভাঙ্গিয়া যায়।

নির্বাচন সংক্রান্ত বিষয়ে আদালতের হস্তক্ষেপে বাধা।

২৪৩ণ। এই সংবিধানে যাহা কিছু আছে তৎসত্ত্বেও,—

(ক) নির্বাচনক্ষেত্রসমূহের পরিসীমন অথবা ঐরূপ নির্বাচনক্ষেত্রসমূহে আসনসমূহের বণ্টন সম্পর্কে ২৪৩ট অনুচ্ছেদ অনুযায়ী কৃত বা কৃত হইবে বলিয়া অভিপ্রেত কোন বিধির সিদ্ধতার সম্পর্কে কোন আদালতে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না;

(খ) রাজ্য বিধানমণ্ডল কর্তৃক প্রণীত কোন বিধি দ্বারা বা অনুযায়ী যেরূপ ব্যবস্থিত হইবে সেরূপ প্রাধিকারীর নিকট ও সেরূপ প্রণালীতে নির্বাচন সংক্রান্ত দরখাস্ত উপস্থাপন করা ভিন্ন, কোন পঞ্চায়েতের কোনও নির্বাচন সম্পর্কে কোনও প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না।]

ভাগ ৯ক

[পৌরসংঘ]

২৪৩ত। এই ভাগে, প্রসঙ্গতঃ অন্যথা আবশ্যক না হইলে,— সংজ্ঞার্থসমূহ।

(ক) "কমিটি" বলিতে, ২৪৩ধ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী গঠিত কোন কমিটিকে বুঝায়;

(খ) "জেলা" বলিতে, কোন রাজ্যের কোন জেলাকে বুঝায়;

(গ) "মহানগর এলাকা" বলিতে, রাজ্যপাল কর্তৃক সরকারী প্রজ্ঞাপন দ্বারা এই ভাগের উদ্দেশ্যে মহানগর এলাকা বলিয়া বিনির্দিষ্ট, এক বা একাধিক জেলাসমূহের অন্তর্গত এবং দুই বা ততোধিক পৌরসংঘসমূহ বা পঞ্চায়েতসমূহ বা অন্য সন্নিহিত এলাকাসমূহ লইয়া গঠিত এরূপ কোন এলাকা বুঝায় যাহা দশ লক্ষ বা ততোধিক জনসংখ্যাবিশিষ্ট;

(ঘ) "পৌর এলাকা" বলিতে, রাজ্যপাল কর্তৃক যেরূপ প্রজ্ঞাপিত হয় সেরূপ কোন পৌরসংঘের স্থানিক এলাকা বুঝায়;

(ঙ) "পৌরসংঘ" বলিতে, ২৪৩থ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী গঠিত কোন স্ব-শাসিত সংস্থা বুঝায়;

(চ) "পঞ্চায়েত" বলিতে, ২৪৩খ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী গঠিত কোন পঞ্চায়েত বুঝায়;

(ছ) "জনসংখ্যা" বলিতে, পূর্ববর্তী জনগণনায় যথানির্ণীত সেই জনসংখ্যা বুঝায় যাহার প্রাসঙ্গিক সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে।

২৪৩থ। (১) প্রতি রাজ্যে, এই ভাগের বিধানাবলী অনুসারে— পৌরসংঘের গঠন।

(ক) কোন অবস্থান্তরকালীন এলাকার জন্য একটি নগর পঞ্চায়েত (যে নামেই অভিহিত হউক না কেন), অর্থাৎ কোন এলাকা যাহা কোন গ্রামীণ এলাকা হইতে নগর এলাকায় অবস্থান্তরের অন্তর্বর্তী সময়ে রহিয়াছে;

(খ) কোন ক্ষুদ্রতর নগর এলাকার জন্য একটি পৌর পরিষদ;

(গ) কোন বৃহত্তর নগর এলাকার জন্য একটি পৌর নিগম গঠিত হইবে:

তবে রাজ্যপাল, এলাকার আয়তন এবং ঐ এলাকার কোন শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত বা প্রদত্ত হইবে বলিয়া প্রস্তাবিত পৌর পরিষেবা ও তিনি যেরূপ উপযুক্ত গণ্য

করিবেন সেরূপ অন্যান্য কারণের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, যেরূপ নগর এলাকা বা উহার কোন অংশকে সরকারী প্রজ্ঞাপন দ্বারা কোন শিল্প নগরীরূপে বিনির্দিষ্ট করিবেন সেরূপ নগর এলাকা বা উহার কোন অংশ লইয়া এই প্রকরণ অনুযায়ী কোন পৌরসংঘ গঠিত হইতে পারিবে না।

(২) এই অনুচ্ছেদে, ''কোন অবস্থান্তরকালীন এলাকা'', ''কোন ক্ষুদ্রতর নগর এলাকা'' বা ''কোন বৃহত্তর নগর এলাকা'' বলিতে এরূপ এলাকা বুঝায়, যাহা রাজ্যপাল, ঐ এলাকার জনসংখ্যা, উহার জনসংখ্যার ঘনত্ব, স্থানীয় প্রশাসনের জন্য সংগৃহীত রাজস্ব, অ-কৃষি সংক্রান্ত কার্যসমূহে নিয়োজনের শতকরা হার, আর্থনীতিক গুরুত্ব বা তিনি যেরূপ উপযুক্ত গণ্য করেন সেরূপ অন্যান্য বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া এই ভাগের প্রয়োজনে সরকারী প্রজ্ঞাপন দ্বারা বিনির্দিষ্ট করিবেন।

পৌরসংঘের রচনা।

২৪৩দ। (১) (২) প্রকরণে যেরূপ ব্যবস্থিত আছে তদ্ভিন্ন কোন পৌরসংঘের সকল আসন পৌর এলাকার স্থানিক নির্বাচনক্ষেত্রসমূহ হইতে প্রত্যক্ষ নির্বাচন দ্বারা ব্যক্তিগণের দ্বারা পূরণ করা হইবে এবং এই উদ্দেশ্যে প্রতিটি পৌর এলাকা স্থানিক নির্বাচনক্ষেত্রসমূহে বিভক্ত হইবে যাহা ওয়ার্ড নামে পরিচিত হইবে।

(২) কোন রাজ্যের বিধানমণ্ডল বিধি দ্বারা,—

(ক) কোন পৌরসংঘে—

(i) পৌর প্রশাসনে বিশেষ জ্ঞান বা অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তিগণের;

(ii) যে নির্বাচনক্ষেত্রসমূহ, সম্পূর্ণতঃ বা অংশতঃ পৌর এলাকার অন্তর্ভুক্ত, সেই নির্বাচনক্ষেত্রসমূহের প্রতিনিধিত্বকারী লোকসভার সদস্যগণের এবং ঐ রাজ্যের বিধানসভার সদস্যগণের;

(iii) পৌর এলাকার মধ্যে নির্বাচকরূপে রেজিস্ট্রিকৃত রাজ্যসভার সদস্যগণের এবং এ রাজ্যের বিধান পরিষদের সদস্যগণের;

(iv) ২৪৩ধ অনুচ্ছেদের (৫) প্রকরণ অনুযায়ী গঠিত কমিটিসমূহের চেয়ারপার্সনগণের

প্রতিনিধিত্বের জন্য ব্যবস্থা করিতে পারিবেন :

তবে (i) প্যারাগ্রাফে উল্লিখিত ব্যক্তিগণের পৌরসংঘের অধিবেশনে ভোট দিবার অধিকার থাকিবে না;

(খ) পৌরসংঘের চেয়ারপার্সনের নির্বাচনের প্রণালী।

২৪৩থ। (১) কোন পৌরসংঘের তিন লক্ষ বা ততোধিক জনসংখ্যাবিশিষ্ট স্থানিক এলাকার মধ্যে এক বা একাধিক ওয়ার্ডসমূহ লইয়া ওয়ার্ড কমিটি গঠিত হইবে। ওয়ার্ড কমিটি, ইত্যাদি গঠন ও রচনা।

(২) কোন রাজ্যের বিধানমণ্ডল, বিধি দ্বারা —

(ক) কোন ওয়ার্ড কমিটির গঠন এবং উহার স্থানিক এলাকা;

(খ) যে প্রণালীতে কোন ওয়ার্ড কমিটির আসনসমূহ পূরণ করা হইবে তৎসম্পর্কে

বিধান প্রণয়ন করিতে পারিবেন।

(৩) ওয়ার্ড কমিটির স্থানিক এলাকার মধ্যে কোন ওয়ার্ডে প্রতিনিধিত্বকারী কোন পৌরসংঘের সদস্য ঐ কমিটির সদস্য হইবেন।

(৪) যেক্ষেত্রে, কোন ওয়ার্ড কমিটি —

(ক) একটি ওয়ার্ড লইয়া গঠিত হয়, সেক্ষেত্রে, ঐ পৌরসংঘের ঐ ওয়ার্ডে প্রতিনিধিত্বকারী সদস্য, অথবা

(খ) দুই বা ততোধিক ওয়ার্ডসমূহ লইয়া গঠিত হয়, সেক্ষেত্রে, ঐ ওয়ার্ড কমিটির সদস্যগণ কর্তৃক নির্বাচিত ঐ পৌরসংঘের ঐ ওয়ার্ডসমূহে প্রতিনিধিত্বকারী সদস্যগণের মধ্যে যেকোন একজন সদস্য

ঐ কমিটির চেয়ারপার্সন হইবেন।

(৫) এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই কোন রাজ্যের বিধানমণ্ডলকে ঐ ওয়ার্ড কমিটি ছাড়াও কমিটিসমূহ গঠনের জন্য বিধান প্রণয়নে নিবারিত করে বলিয়া গণ্য হইবে না।

২৪৩দ। (১) প্রত্যেক পৌরসংঘে তফসিলী জাতি ও তফসিলী জনজাতির জন্য আসন সংরক্ষিত থাকিবে এবং ঐ এলাকায় সর্বমোট জনসংখ্যার সহিত পৌর এলাকায় তফসিলী জাতি অথবা ঐ পৌর এলাকায় তফসিলী জনজাতির জনসংখ্যার যে অনুপাত হয়, ঐ পৌরসংঘে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের দ্বারা পূরণ করা হইবে সর্বমোট এরূপ আসনসংখ্যার সহিত ঐভাবে সংরক্ষিত আসনসংখ্যার অনুপাত, যথাসম্ভব নিকটতমরূপে, সেই একই হইবে এবং ঐরূপ আসনসমূহ কোন পৌরসংঘের বিভিন্ন নির্বাচনক্ষেত্রে, পর্যায়বৃত্তক্রমে আবণ্টন করা যাইবে। আসন সংরক্ষণ।

(২) (১) প্রকরণ অনুযায়ী সংরক্ষিত মোট আসন সংখ্যার অন্যূন এক-তৃতীয়াংশ আসন, ক্ষেত্রানুযায়ী, তফসিলী জাতিভুক্ত বা তফসিলী জনজাতিভুক্ত মহিলাগণের জন্য সংরক্ষিত হইবে।

(৩) প্রত্যেক পৌরসংঘে সরাসরি নির্বাচন দ্বারা পূরণীয় মোট আসন সংখ্যার অন্যূন এক-তৃতীয়াংশ আসন (তফসিলী জাতিভুক্ত ও তফসিলী জনজাতিভুক্ত মহিলাগণের জন্য সংরক্ষিত আসন সংখ্যাসমেত) মহিলাগণের জন্য সংরক্ষিত হইবে এবং ঐ আসনসমূহ পৌরসংঘের ভিন্ন ভিন্ন নির্বাচনক্ষেত্রে পর্যায়ক্রমে আবণ্টিত হইতে পারে।

(৪) পৌরসংঘসমূহের চেয়ারপার্সনগণের পদসমূহ, কোন রাজ্যের বিধানমণ্ডল, বিধি দ্বারা, যেরূপ ব্যবস্থা করিবেন সেরূপ প্রণালীতে, তফসিলী জাতিসমূহের, তফসিলী জনজাতিসমূহের এবং মহিলাগণের জন্য সংরক্ষিত হইবে।

(৫) (১) ও (২) প্রকরণ অনুযায়ী আসনসমূহের সংরক্ষণ এবং (৪) প্রকরণ অনুযায়ী চেয়ারপার্সনের পদসমূহের সংরক্ষণ (মহিলাগণের জন্য সংরক্ষণ ভিন্ন) ৩৩৪ অনুচ্ছেদে বিনির্দিষ্ট সময়সীমার অবসানের পর আর কার্যকর থাকিবে না।

(৬) এই ভাগের কোন কিছুই কোন রাজ্য বিধানমণ্ডলকে অনগ্রসর শ্রেণীর নাগরিকগণের অনুকূলে কোন পৌরসংঘে আসনসমূহের সংরক্ষণ বা পৌরসংঘে চেয়ারপার্সনগণের পদের সংরক্ষণের জন্য বিধান প্রণয়নে নিবারিত করিবে না।

পৌরসংঘের স্থিতিকাল, ইত্যাদি।

২৪৩প। (১) প্রত্যেক পৌরসংঘ তৎসময়ে বলবৎ কোন বিধি অনুযায়ী পূর্বেই ভাঙ্গিয়া না যাইলে উহার প্রথম অধিবেশনের জন্য নির্দিষ্ট তারিখ হইতে পাঁচ বৎসরের জন্য চলিতে থাকিবে এবং ততোধিক দীর্ঘতর হইবে না :

তবে কোন পৌরসংঘকে উহা ভাঙ্গিয়া যাইবার পূর্বে বক্তব্য শুনাইবার ন্যায়সঙ্গত সুযোগ দেওয়া হইবে।

(২) তৎসময়ে বলবৎ কোন বিধির কোন সংশোধনের, (১) প্রকরণে বিনির্দিষ্ট স্থিতিকালের অবসান পর্যন্ত, ঐ সংশোধনের অব্যবহিত পূর্বে কার্য করিতেছে এরূপ কোন স্তরের পৌরসংঘের ভঙ্গ ঘটাইবার ক্ষেত্রে কার্যকারিতা থাকিবে না।

(৩) কোন পৌরসংঘ গঠন করিবার জন্য কোন নির্বাচন —

(ক) (১) প্রকরণে বিনির্দিষ্ট উহার স্থিতিকালের অবসানের পূর্বে;

(খ) উহা ভাঙ্গিয়া যাইবার তারিখ হইতে ছয় মাসের সময়সীমার অবসানের পূর্বে

সম্পূর্ণ করিতে হইবে :

তবে যেক্ষেত্রে, যে অবশিষ্ট সময়সীমার জন্য ভাঙ্গিয়া যাওয়া পৌরসংঘ চলিতে পারিত, তাহা ছয় মাসের কম হয়, সেক্ষেত্রে, ঐরূপ সময়সীমার জন্য ঐ পৌরসংঘ গঠন করিতে এই প্রকরণ অনুযায়ী কোন নির্বাচন করিবার প্রয়োজন হইবে না।

(৪) কোন পৌরসংঘের স্থিতিকালের অবসানের পূর্বে উহা ভাঙ্গিয়া যাইবার পর গঠিত কোন পৌরসংঘ কেবল সেই অবশিষ্ট সময়সীমার জন্য চলিতে থাকিবে যে অবশিষ্ট সময়সীমার জন্য উহা ঐরূপে ভাঙ্গিয়া না যাইলে ভাঙ্গিয়া যাওয়া পৌরসংঘ (১) প্রকরণ অনুযায়ী চলিতে পারিত।

২৪৩ফ। (১) কোন ব্যক্তি কোন পৌরসংঘের সদস্যরূপে চয়নকৃত হইবার জন্য, এবং সদস্য হইবার জন্য নির্যোগ্য হইবেন— সদস্যপদের ক্ষেত্রে নির্যোগ্যতা।

(ক) যদি তিনি, সংশ্লিষ্ট রাজ্য বিধানমণ্ডলের নির্বাচনের উদ্দেশ্যে তৎসময়ে বলবৎ কোন বিধি দ্বারা বা অনুযায়ী ঐরূপে নির্যোগ্য হন :

তবে যদি, কোন ব্যক্তি একুশ বৎসর বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন, তাহাহইলে তাঁহার বয়স যে পঁচিশ বৎসরের কম এই হেতুতে তিনি নির্যোগ্য হইবেন না ;

(খ) যদি তিনি, ঐ রাজ্যের বিধানমণ্ডল কর্তৃক প্রণীত কোন বিধি দ্বারা বা অনুযায়ী ঐরূপে নির্যোগ্য হন।

(২) যদি, কোন পৌরসংঘের কোন সদস্য (১) প্রকরণে উল্লিখিত কোন নির্যোগ্যতার অধীন হইয়াছেন কিনা তৎসম্পর্কে কোন প্রশ্ন উদ্ভূত হয়, তাহাহইলে, ঐ প্রশ্ন কোন রাজ্যের বিধানমণ্ডল বিধি দ্বারা, যেরূপ ব্যবস্থা করিবেন সেরূপ প্রাধিকারীর সিদ্ধান্তের জন্য ও সেরূপ প্রণালীতে প্রেরিত হইবে।

২৪৩ব। এই সংবিধানের বিধানাবলী সাপেক্ষে, কোন রাজ্য বিধানমণ্ডল, বিধি দ্বারা,— পৌরসংঘ, ইত্যাদির ক্ষমতা, প্রাধিকার এবং দায়িত্ব।

(ক) পৌরসংঘসমূহকে স্বশাসিত সংস্থারূপে কার্য করিতে সমর্থ করিবার জন্য উহাদের যেরূপ আবশ্যক হইবে সেরূপ ক্ষমতাসমূহ এবং প্রাধিকার প্রদান করিতে পারিবেন এবং—

(i) আর্থনীতিক উন্নয়ন ও সামাজিক ন্যায় বিচারের জন্য পরিকল্পনাসমূহের প্রস্তুতি সম্পর্কে;

(ii) যেগুলি দ্বাদশ তফসিলে সূচীভুক্ত বিষয়সমূহের সহিত সম্বন্ধযুক্ত সেগুলি সহ উহাদের উপর যেরূপ ন্যস্ত হইবে সেরূপ কৃত্যসমূহের সম্পাদন এবং সেরূপ পরিকল্পসমূহ রূপায়ণ সম্পর্কে;

ঐ বিধিতে যেরূপ বিনির্দিষ্ট হইবে সেরূপ শর্তসমূহ সাপেক্ষে, পৌরসংঘসমূহকে ক্ষমতা ও দায়িত্বসমূহ অর্পণ করিবার জন্য বিধানাবলী থাকিতে পারিবে;

(খ) দ্বাদশ তফসিলে সূচীভুক্ত বিষয়সমূহের সহিত যেগুলি সম্বন্ধযুক্ত সেগুলি সহ কমিটিসমূহের উপর অর্পিত দায়িত্বসমূহ পালন করিবার জন্য উহাদিগকে সমর্থ করিতে যেরূপ আবশ্যক হইবে সেরূপ ক্ষমতাসমূহ এবং প্রাধিকার ঐ কমিটিসমূহকে,

প্রতিসংক্রমণ করিতে পারিবেন।

পৌরসংঘ কর্তৃক কর আরোপ করিবার ক্ষমতা এবং উহার নিধি।

২৪৩ভ। কোন রাজ্যের বিধানমণ্ডল, বিধি দ্বারা, বিধিতে যেরূপ বিনির্দিষ্ট হইবে,—

(ক) সেরূপ প্রক্রিয়া অনুসারে এবং সেরূপ সীমা সাপেক্ষে সেরূপ কর, শুল্ক, টোল ও ফী উদ্‌গ্রহণ, সংগ্রহ ও উপযোজন করিবার জন্য কোন পৌরসংঘকে প্রাধিকৃত করিতে পারিবেন;

(খ) সেরূপ উদ্দেশ্যসমূহের জন্য এবং সেরূপ শর্তাবলী ও সীমা সাপেক্ষে ঐ রাজ্য সরকার কর্তৃক উদ্‌গৃহীত ও সংগৃহীত সেরূপ কর, শুল্ক, টোল ও ফী কোন পৌরসংঘকে নির্দিষ্ট করিতে পারিবেন;

(গ) ঐ রাজ্যের সঞ্চিত নিধি হইতে ঐ পৌরসংঘসমূহকে সেরূপ সহায়ক-অনুদান প্রদান করিবার জন্য ব্যবস্থা করিতে পারিবেন; এবং

(ঘ) যথাক্রমে, ঐ পৌরসংঘসমূহ কর্তৃক বা পক্ষে প্রাপ্ত সকল অর্থ জমা করণার্থ সেরূপ নিধিসমূহের গঠনের জন্য এবং উহা হইতে ঐ অর্থসমূহ তুলিয়া লইবার জন্যও ব্যবস্থা করিতে পারিবেন।

বিত্ত কমিশন।

২৪৩য। (১) ২৪৩ঝ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী গঠিত বিত্ত কমিশন ঐ পৌরসংঘসমূহের বিত্তীয় অবস্থাও পুনর্বিলোকন করিবেন এবং—

(ক) (i) ঐ রাজ্য কর্তৃক উদ্‌গ্রহণীয় কর, শুল্ক, টোল ও ফীসমূহের নীট আগম যাহা, এই ভাগ অনুযায়ী ঐ রাজ্য এবং পৌরসংঘসমূহের মধ্যে ভাগ করা যাইতে পারে, তাহা ঐ রাজ্য এবং ঐ পৌরসংঘসমূহের মধ্যে বন্টন এবং সকল স্তরে ঐ পৌরসংঘসমূহের মধ্যে ঐরূপ আগমের নিজ নিজ অংশ আবণ্টন;

(ii) যে কর, শুল্ক, টোল ও ফীসমূহ ঐ পৌরসংঘসমূহের জন্য নির্দিষ্ট হইবে, বা তদ্দ্বারা উপযোজিত হইবে, তাহা নির্ধারণ;

(iii) ঐ রাজ্যের সঞ্চিত নিধি হইতে ঐ পৌরসংঘসমূহকে সহায়ক অনুদান;

যে নীতিসমূহের দ্বারা পরিচালিত হইবে, সেই নীতিসমূহ সম্পর্কে;

(খ) পৌরসংঘসমূহের বিত্তীয় অবস্থার উন্নতি করিবার জন্য আবশ্যক ব্যবস্থা;

(গ) পৌরসংঘসমূহের সুদৃঢ় বিত্তব্যবস্থার স্বার্থে রাজ্যপাল কর্তৃক বিত্ত কমিশনে উল্লিখিত অন্য কোন বিষয় সম্বন্ধে;

রাজ্যপালের নিকট সুপারিশ করিবেন।

(২) রাজ্যপাল, এই অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ঐ কমিশন কর্তৃক কৃত প্রতিটি সুপারিশ এবং তৎসহ উহার উপর গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে একটি ব্যাখ্যামূলক স্মারকলিপি ঐ রাজ্যের বিধানমণ্ডলের সমক্ষে স্থাপন করাইবেন।

২৪৩য। কোন রাজ্যের বিধানমণ্ডল, বিধি দ্বারা, পৌরসংঘসমূহ কর্তৃক হিসাবসমূহের রক্ষণ এবং ঐ হিসাবসমূহের নিরীক্ষা সম্পর্কে বিধানাবলী প্রণয়ন করিতে পারিবেন। পৌরসংঘের হিসাব নিরীক্ষণ।

২৪৩যক। (১) পৌরসংঘসমূহের সকল নির্বাচনের জন্য নির্বাচক তালিকার প্রস্তুতির এবং নির্বাচন পরিচালনার অধীক্ষণ, নির্দেশ এবং নিয়ন্ত্রণ ২৪৩ট অনুচ্ছেদে উল্লিখিত রাজ্য নির্বাচন কমিশনের উপর বর্তাইবে। পৌরসংঘের নির্বাচন।

(২) এই সংবিধানের বিধানাবলী সাপেক্ষে কোন রাজ্যের বিধানমণ্ডল বিধি দ্বারা, পৌরসংঘসমূহের নির্বাচন সম্বন্ধীয়, বা নির্বাচনের সহিত জড়িত সকল বিষয় সম্পর্কে বিধান প্রণয়ন করিতে পারিবেন।

২৪৩যখ। এই ভাগের বিধানাবলী, সংঘশাসিত রাজ্যক্ষেত্রসমূহে প্রযোজ্য হইবে এবং কোন সংঘশাসিত রাজ্যক্ষেত্রে উহাদের প্রয়োগ সম্পর্কে, এরূপে কার্যকর হইবে যেন কোন রাজ্যের রাজ্যপালের উল্লেখ ২৩৯ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী নিযুক্ত সংঘশাসিত রাজ্যক্ষেত্রের প্রশাসকের উল্লেখ এবং রাজ্য বিধানমণ্ডল বা বিধানসভা সম্পর্কে উল্লেখ, বিধানসভা সম্পন্ন কোন সংঘশাসিত রাজ্যক্ষেত্রের সম্পর্কে, ঐ বিধানসভা সম্পর্কে উল্লেখ ছিল : সংঘশাসিত রাজ্যক্ষেত্রে প্রয়োগ।

তবে রাষ্ট্রপতি, সরকারী প্রজ্ঞাপন দ্বারা, নির্দেশ দিতে পারিবেন যে, এই ভাগের বিধানাবলী প্রজ্ঞাপনে যেরূপ বিনির্দিষ্ট হইবে সেরূপ ব্যতিক্রম ও সংপরিবর্তনসমূহ সাপেক্ষে যেকোন সংঘশাসিত রাজ্যক্ষেত্রে বা উহার কোন অংশে প্রযোজ্য হইবে।

এই ভাগ কতিপয় এলাকার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না।

২৪৩যগ। (১) এই ভাগের কোন কিছুই (১) প্রকরণে উল্লিখিত তফসিলী এলাকাসমূহের, এবং ২৪৪ অনুচ্ছেদের (২) প্রকরণে উল্লিখিত জনজাতি এলাকাসমূহের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না।

(২) এই ভাগের কোন কিছুই, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের দার্জিলিং জেলার পার্বত্য এলাকাসমূহের জন্য তৎসময়ে বলবৎ কোন বিধি অনুযায়ী গঠিত দার্জিলিং গোর্খা পার্বত্য পরিষদের কৃত্য ও ক্ষমতাসমূহ প্রভাবিত করে বলিয়া অর্থান্বয়িত হইবে না।

(৩) এই সংবিধানে যাহা কিছু আছে তৎসত্ত্বেও, সংসদ, বিধি দ্বারা ঐরূপ বিধিতে যেরূপ বিনির্দিষ্ট হইবে সেরূপ ব্যতিক্রম ও সংপরিবর্তনসমূহ সাপেক্ষে (১) প্রকরণে উল্লিখিত তফসিলী এলাকাসমূহে এবং জনজাতি এলাকাসমূহে এই ভাগের বিধানাবলী প্রসারিত করিতে পারিবেন, এবং ঐরূপ কোন বিধি ৩৬৮ অনুচ্ছেদের উদ্দেশ্যে এই সংবিধানের সংশোধন বলিয়া গণ্য হইবে না।

জেলা পরিকল্পনা কমিটি।

২৪৩যঘ। (১) প্রত্যেক রাজ্যে জেলাস্তরে, ঐ জেলার পঞ্চায়েত এবং পৌরসংঘ কর্তৃক প্রস্তুত পরিকল্পনাসমূহ একত্রীকরণ করিবার জন্য এবং সামগ্রিকরূপে ঐ জেলার জন্য একটি খসড়া উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রস্তুত করিতে একটি জেলা পরিকল্পনা কমিটি গঠিত হইবে।

(২) কোন রাজ্যের বিধানমণ্ডল বিধি দ্বারা নিম্নলিখিতসমূহ সম্পর্কে বিধান প্রণয়ন করিতে পারিবেন—

(ক) জেলা পরিকল্পনা কমিটিসমূহের রচনা;

(খ) যে প্রণালীতে ঐ কমিটিসমূহের আসনসমূহ পূরণ করা হইবে সেই প্রণালী সম্পর্কে :

তবে ঐ কমিটির সর্বমোট সদস্যসংখ্যার অন্যূন চার-পঞ্চমাংশ সদস্যগণ, জেলায় গ্রামীণ এলাকাসমূহ এবং নগর এলাকাসমূহের জনসংখ্যার মধ্যে যে অনুপাত সেই অনুপাতে জেলাস্তরে পঞ্চায়েতের এবং জেলায় পৌরসংঘসমূহের নির্বাচিত সদস্যগণের দ্বারা এবং তাঁহাদের মধ্য হইতে, নির্বাচিত হইবেন;

(গ) জেলা পরিকল্পনা সম্পর্কিত কৃত্যসমূহ, যাহা ঐরূপ কমিটিসমূহকে নির্দিষ্ট করা যাইবে;

(ঘ) যে প্রণালীতে ঐ কমিটিসমূহের চেয়ারপার্সনগণ চয়নকৃত হইবেন সেই প্রণালী।

(৩) প্রতি জেলা পরিকল্পনা কমিটি, খসড়া উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রস্তুত করিবার সময়ে,—

(ক) (i) স্থান সংক্রান্ত পরিকল্পনা, জল এবং অন্য ভৌত ও প্রাকৃতিক সম্পদসমূহ বণ্টন, পরিকাঠামো ও পরিবেশগত সংরক্ষণের সুসংহত উন্নয়ন সমেত পঞ্চায়েত এবং পৌরসংঘসমূহের মধ্যে অভিন্ন স্বার্থের বিষয়সমূহের;

(ii) বিত্তীয় হউক বা অন্যথায় প্রাপ্তিসাধ্য সম্পদসমূহের প্রসার ও প্রকারের প্রতি লক্ষ্য রাখিবেন।

(খ) রাজ্যপাল, আদেশ দ্বারা, যেরূপ বিনির্দিষ্ট করিবেন সেরূপ প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনসমূহের সহিত পরামর্শ করিবেন।

(৪) প্রত্যেক জেলা পরিকল্পনা কমিটির চেয়ারপার্সন ঐ কমিটি কর্তৃক যথা-সুপারিশকৃত উন্নয়ন পরিকল্পনা ঐ রাজ্য সরকারের নিকট প্রেরণ করিবেন।

মহানগর পরিকল্পনা কমিটি।

২৪৩যঙ। (১) সামগ্রিকভাবে মহানগর এলাকার জন্য একটি খসড়া উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত প্রত্যেক মহানগর এলাকায় একটি মহানগর পরিকল্পনা কমিটি গঠিত হইবে।

(২) কোন রাজ্যের বিধানমণ্ডল বিধি দ্বারা—

(ক) মহানগর পরিকল্পনা কমিটিসমূহের গঠন সম্পর্কে;

(খ) যে প্রণালীতে ঐরূপ কমিটিসমূহের আসনসমূহ পূরণ করা হইবে সেই প্রণালী সম্পর্কে:

তবে ঐ কমিটির অন্যূন দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যগণ ঐ এলাকায় পৌরসংঘ এবং পঞ্চায়েতসমূহের জনসংখ্যার মধ্যে যে অনুপাত সেই অনুপাতে মহানগরীয় এলাকায় পৌরসংঘসমূহের নির্বাচিত সদস্যগণের এবং পঞ্চায়েতসমূহের চেয়ারপার্সনগণের দ্বারা এবং তাঁহাদের মধ্য হইতে, নির্বাচিত হইবেন;

(গ) ঐ কমিটিসমূহকে নির্দিষ্ট কৃত্যসমূহ কার্যে পরিণত করিবার জন্য ঐরূপ কমিটিসমূহে ভারত সরকার এবং রাজ্যের সরকারের এবং যেরূপ আবশ্যক গণ্য হইবে সেরূপ সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতিনিধিত্ব সম্পর্কে;

(ঘ) মহানগরীয় এলাকার জন্য পরিকল্পনা ও সমন্বয়ন সম্বন্ধীয় যে কৃত্যসমূহ ঐরূপ কমিটিসমূহকে নির্দিষ্ট করা হইবে, সেই কৃত্যসমূহ সম্পর্কে;

(ঙ) যে প্রণালীতে ঐ কমিটিসমূহের চেয়ারপার্সনগণ চয়নকৃত হইবেন সেই প্রণালী সম্পর্কে,

ব্যবস্থা করিতে পারিবেন।

(৩) প্রত্যেক মহানগর পরিকল্পনা কমিটি, খসড়া উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রস্তুত করিবার সময়ে,—

(ক) (i) মহানগর এলাকায় পৌরসংঘ এবং পঞ্চায়েতসমূহ কর্তৃক প্রস্তুত পরিকল্পনাসমূহের ;

(ii) এলাকার সমন্বয়িত স্থানসংক্রান্ত পরিকল্পনা, জল এবং অন্য ভৌত ও প্রাকৃতিক সম্পদসমূহ বণ্টন, পরিকাঠামো ও পরিবেশগত সংরক্ষণের সুসংহত উন্নয়ন সমেত পৌরসংঘ এবং পঞ্চায়েতসমূহের মধ্যে অভিন্ন স্বার্থের বিষয়সমূহের;

(iii) ভারত সরকার এবং রাজ্য সরকার কর্তৃক নির্ধারিত সামগ্রিক উদ্দেশ্য এবং অগ্রাধিকারসমূহের ;

(iv) ভারত সরকার এবং রাজ্য সরকারের এজেন্সিসমূহ কর্তৃক মহানগর এলাকায় যে সকল বিনিয়োগ কৃত হইবার সম্ভাবনা থাকে তৎসমূহের এবং বিত্তীয় হউক বা অন্যথায় প্রাপ্তিসাধ্য সম্পদসমূহের প্রসার এবং প্রকৃতির

প্রতি লক্ষ্য রাখিবেন ;

(খ) রাজ্যপাল, আদেশ দ্বারা, যেরূপ বিনির্দিষ্ট করিবেন সেরূপ প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনসমূহের সহিত পরামর্শ করিবেন।

(৪) প্রত্যেক মহানগর পরিকল্পনা কমিটির চেয়ারপার্সন ঐ কমিটি কর্তৃক যথা-সুপারিশকৃত উন্নয়ন পরিকল্পনা রাজ্যের সরকারের নিকট প্রেরণ করিবেন।

বিদ্যমান বিধি এবং পৌরসংঘ বহাল থাকিবে।

২৪৩যচ। এই ভাগে যাহা কিছু আছে তৎসত্ত্বেও, সংবিধান (চুয়াত্তরতম সংশোধন) আইন, ১৯৯২-এর প্রারম্ভের অব্যবহিত পূর্বে কোন রাজ্যে বলবৎ পৌরসংঘসমূহ সংক্রান্ত বিধির কোন বিধান, যাহা এই ভাগের বিধানাবলীর সহিত অসমঞ্জস, তাহা কোন ক্ষমতাপন্ন বিধানমণ্ডল বা অন্য ক্ষমতাপন্ন প্রাধিকারী কর্তৃক সংশোধিত বা নিরসিত অথবা ঐরূপ প্রারম্ভ হইতে এক বৎসর অবসিত, এতদুভয়ের মধ্যে যাহা শীঘ্রতর তাহা না হওয়া পর্যন্ত বলবৎ থাকিয়া যাইবে :

তবে ঐরূপে প্রারম্ভের অব্যবহিত পূর্বে বিদ্যমান সকল পৌরসংঘ উহাদের স্থিতিকাল অবসিত হওয়া পর্যন্ত চলিতে থাকিবে যদি না, ঐ রাজ্যের বিধানসভা কর্তৃক অথবা, যে রাজ্যে বিধান পরিষদ আছে সেই রাজ্যের ক্ষেত্রে ঐ রাজ্যের বিধানমণ্ডলের উভয় সদন কর্তৃক ঐ মর্মে গৃহীত কোন প্রস্তাব দ্বারা তাহা পূর্বেই ভাঙ্গিয়া যায় ।

নির্বাচন সংক্রান্ত বিষয়ে আদালতের হস্তক্ষেপে **বাধা**।

২৪৩ যছ। এই সংবিধানে যাহা কিছু আছে তৎসত্ত্বেও,—

(ক) ২৪৩যক অনুচ্ছেদ অনুযায়ী কৃত বা কৃত হইবে বলিয়া তাৎপর্যিত, নির্বাচন ক্ষেত্রসমূহের পরিসীমন বা নির্বাচনক্ষেত্রসমূহে আসনসমূহের বণ্টন সম্পর্কিত কোন বিধির বৈধতা সম্পর্কে কোন আদালতে কোন আপত্তি করা যাইবে না;

(খ) কোন পৌরসংঘের নির্বাচন সম্পর্কে কোন রাজ্যের বিধানমণ্ডল কর্তৃক প্রণীত কোন বিধি দ্বারা বা অনুযায়ী যেরূপ ব্যবস্থিত হয় সেরূপ প্রাধিকারীর নিকট এবং সেরূপ প্রণালীতে উপস্থাপিত কোন নির্বাচনী দরখাস্ত পত্র দ্বারা ব্যতীত, কোন প্রশ্ন করা চলিবে না।

ভাগ ৯খ

[সমবায় সমিতি]

সংজ্ঞার্থসমূহ।

২৪৩যজ। এই ভাগে, প্রসঙ্গতঃ অন্যথা আবশ্যক না হইলে,—

(ক) ‘‘প্রাধিকৃত ব্যক্তি’’ বলিতে ২৪৩যথ অনুচ্ছেদে উল্লিখিত কোন ব্যক্তি বুঝায়;

(খ) ‘‘পর্ষদ’’ বলিতে কোন সমবায় সমিতির, উহা যে নামেই অভিহিত হউক না কেন, এরূপ অধিকর্তা পর্ষদ বা পরিচালন সংস্থা বুঝায়, যাহার উপর ঐ সমিতির কার্যাবলী পরিচালনের নির্দেশ ও নিয়ন্ত্রণ ন্যস্ত আছে;

(গ) ‘‘সমবায় সমিতি’’ বলিতে কোন রাজ্যে তৎসময়ে বলবৎ সমবায় সমিতি সম্পর্কিত কোন বিধি অনুযায়ী রেজিস্ট্রিকৃত বা রেজিস্ট্রিকৃত বলিয়া গণ্য কোন সমিতি বুঝায়;

(ঘ) ‘‘বহু-রাজ্যিক সমবায় সমিতি’’ বলিতে এরূপ কোন সমিতি বুঝায় যাহার উদ্দেশ্য একই রাজ্যে সীমাবদ্ধ নহে এবং যাহা তৎসময়ে বলবৎ ঐরূপ সমবায় সম্পর্কিত কোন বিধি অনুযায়ী রেজিস্ট্রিকৃত বা রেজিস্ট্রিকৃত বলিয়া গণ্য হয়;

(ঙ) ‘‘পদাধিকারী’’ বলিতে কোন সমবায় সমিতির সভাপতি, সহ-সভাপতি, চেয়ারপার্সন, উপ-চেয়ারপার্সন, সম্পাদক বা কোষাধ্যক্ষকে বুঝায় এবং কোন সমবায় সমিতির পর্ষদ কর্তৃক নির্বাচিত হইবেন এরূপ অন্য কোন ব্যক্তিকে অন্তর্ভুক্ত করে;

(চ) ‘‘রেজিস্ট্রার’’ বলিতে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক বহু-রাজ্যিক সমবায় সমিতি সম্পর্কে নিযুক্ত কেন্দ্রীয় রেজিস্ট্রার এবং রাজ্য সরকার কর্তৃক সমবায় সমিতি সম্পর্কে কোন রাজ্যের বিধানমণ্ডল কর্তৃক প্রণীত বিধি অনুযায়ী নিযুক্ত সমবায় সমিতির রেজিস্ট্রার বুঝায়;

(ছ) ‘‘রাজ্য আইন’’ বলিতে কোন রাজ্যের বিধানমণ্ডল কর্তৃক প্রণীত কোন বিধি বুঝায়;

(জ) ‘‘রাজ্য স্তরের সমবায় সমিতি’’ বলিতে এরূপ কোন সমবায় সমিতি বুঝায় যাহার প্রয়োগক্ষেত্র সমগ্র রাজ্যে প্রসারিত হয় এবং যাহা কোন রাজ্য বিধানমণ্ডল কর্তৃক প্রণীত কোন বিধিতে ঐরূপে পরিভাষিত হয়।

ভাগ ৯খ—সমবায় সমিতি—অনুচ্ছেদ ২৪৩

২৪৩যঝ। এই ভাগের বিধানাবলী সাপেক্ষে, কোন রাজ্য বিধানমণ্ডল, বিধি দ্বারা, স্বেচ্ছার ভিত্তিতে গঠন, গণতান্ত্রিকরূপে সদস্য-নিয়ন্ত্রণ, সদস্যগণের আর্থনীতিক অংশগ্রহণ এবং স্বশাসনের ভিত্তিতে কৃত্যকরণের মূলনীতির ভিত্তিতে সমবায় সমিতির নিগমবদ্ধকরণ, প্রনিয়ন্ত্রণ ও পরিসমাপন সম্পর্কে বিধানাবলী প্রণয়ন করিতে পারিবেন। সমবায় সমিতির নিগমবদ্ধকরণ।

২৪৩যঞ। (১) পর্ষদ, কোন রাজ্যের বিধানমণ্ডল কর্তৃক বিধি দ্বারা যেরূপ ব্যবস্থিত হইবে সেরূপ সংখ্যক অধিকর্তা লইয়া গঠিত হইবে : পর্ষদের সদস্য ও পদাধিকারীর সংখ্যা ও পদের কার্যকাল।

তবে কোন সমবায় সমিতির অধিকর্তা সর্বাধিক একুশ জনের অধিক হইবে না:

পরন্তু কোন রাজ্য বিধানমণ্ডল, বিধি দ্বারা, সদস্যরূপে ব্যক্তিগণকে লইয়া গঠিত ও তফসিলী জনজাতি শ্রেণীর অথবা মহিলা প্রবর্গভুক্ত সদস্য সম্বলিত প্রত্যেক সমবায় সমিতির পর্ষদে তফসিলী জাতি বা তফসিলী জনজাতির জন্য একটি আসন ও মহিলাগণের জন্য দুইটি আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করিবেন।

(২) পর্ষদের নির্বাচিত সদস্য ও উহার পদাধিকারিগণের পদের কার্যকাল নির্বাচনের তারিখ হইতে পাঁচ বৎসর হইবে এবং পদাধিকারিগণের কার্যকাল পর্ষদের কার্যকালের সহব্যাপী হইবে :

তবে পর্ষদ, পর্ষদে কোন নৈমিত্তিক শূন্যপদ, যে শ্রেণীর সদস্য সম্পর্কে ঐ নৈমিত্তিক শূন্যপদ উদ্ভূত হইয়াছে, সেই শ্রেণীর সদস্যগণের মধ্য হইতে মনোনয়নের মাধ্যমে সেক্ষেত্রে পূরণ করিতে পারিবেন যদি পর্ষদের কার্যকাল উহার মূল কার্যকালের অর্ধেকের কম হয়।

(৩) কোন রাজ্যের বিধানমণ্ডল, বিধি দ্বারা, ব্যাঙ্কব্যবস্থা, পরিচালন ব্যবস্থা, বিত্তব্যবস্থায় অভিজ্ঞতাসম্পন্ন বা সমবায় সমিতি কর্তৃক গৃহীত উদ্দেশ্য ও কার্যকলাপ সম্পর্কিত অন্য কোন বিষয়ে বিশেষ জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিগণকে ঐরূপ সমিতির পর্ষদের সদস্যরূপে সহযোজন করিবার জন্য ব্যবস্থা করিবেন :

তবে ঐরূপে সহযোজিত সদস্যগণের সংখ্যা, (১) প্রকরণের প্রথম অনুবিধিতে বিনির্দিষ্ট একুশজন অধিকর্তার অতিরিক্ত আরও দুইজনের অধিক হইবে না :

পরন্তু সহযোজিত সদস্যগণের ঐরূপ সদস্যরূপে তাঁহাদের সামর্থ্যে সমবায় সমিতির কোন নির্বাচনে ভোটদানের অধিকার থাকিবে না বা তাঁহারা পর্ষদের পদাধিকারীরূপে নির্বাচিত হইবার জন্য যোগ্য হইবেন না :

অধিকন্তু কোন সমবায় সমিতির ব্যবহারিক অধিকর্তাগণ পর্ষদেরও সদস্য হইবেন এবং ঐরূপ সদস্যগণকে (১) প্রকরণের প্রথম অনুবিধিতে বিনির্দিষ্ট অধিকর্তার মোট সংখ্যা গণনার প্রয়োজনে বাদ দিতে হইবে।

পর্ষদের সদস্যগণের নির্বাচন।

২৪৩যট।(১) কোন রাজ্য বিধানমণ্ডল কর্তৃক প্রণীত কোন বিধিতে যাহা কিছু আছে তৎসত্ত্বেও, কোন পর্ষদের নির্বাচন, পর্ষদের কার্যকালের অবসানের পূর্বে অনুষ্ঠিত হইবে যাহাতে, পর্ষদের নব নির্বাচিত সদস্যগণ, বিদায়ী পর্ষদের সদস্যগণের পদীয় কার্যকালের অবসান মাত্রই যেন পদে অধিষ্ঠিত হইতে পারেন, তাহা সুনিশ্চিত করা যায়।

(২) সমবায় সমিতির সকল নির্বাচনের জন্য নির্বাচক তালিকার প্রস্তুতির এবং নির্বাচন পরিচালনার অধীক্ষণ, নির্দেশ এবং নিয়ন্ত্রণ কোন রাজ্যের বিধানমণ্ডল কর্তৃক, বিধি দ্বারা যেরূপ ব্যবস্থিত হইবে সেরূপ কোন প্রাধিকার বা সংস্থার উপর ন্যস্ত হইবে :

তবে কোন রাজ্যের বিধানমণ্ডল, বিধি দ্বারা, ঐরূপ নির্বাচন অনুষ্ঠিত করিবার প্রক্রিয়া ও নির্দেশিকা প্রদান করিতে পারিবেন।

পর্ষদের অধিক্রমণ ও নিলম্বন এবং অন্তর্বর্তীকালীন পরিচালনা।

২৪৩যঠ।(১) তৎসময়ে বলবৎ কোন বিধিতে যাহা কিছু আছে তৎসত্ত্বেও, কোন পর্ষদকেই ছয় মাসের অধিক কোন সময়সীমার জন্য অধিক্রান্ত বা নিলম্বিত করা যাইবে না :

তবে পর্ষদকে নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে অধিক্রমণ বা নিলম্বন করা যাইবে :

(i) অবিরত খেলাপের ক্ষেত্রে; বা

(ii) উহা কর্তব্য সম্পাদনে অবহেলার ক্ষেত্রে ; বা

(iii) যেক্ষেত্রে পর্ষদ সমবায় সমিতি বা উহার সদস্যগণের স্বার্থের পক্ষে হানিকারক কোন কার্য সংঘটিত করিয়াছেন; বা

(iv) যেক্ষেত্রে পর্ষদের গঠনে বা কৃত্যকরণে অচলাবস্থা ঘটিয়াছে; বা

(v) যেক্ষেত্রে ২৪৩যট অনুচ্ছেদের (২) প্রকরণ অনুযায়ী কোন রাজ্যের বিধানমণ্ডল কর্তৃক বিধি দ্বারা যথাব্যবস্থিত প্রাধিকার বা সংস্থা, রাজ্য আইনের বিধানাবলী অনুসারে নির্বাচন করিতে ব্যর্থ হইয়াছেন:

পরন্তু ঐরূপ কোন সমবায় সমিতির পর্ষদ এরূপ কোন ক্ষেত্রে অধিক্রান্ত বা নিলম্বিত হইবে না যেক্ষেত্রে কোন সরকারী অংশীদারী বা ঋণ বা বিত্তীয় সহায়তা বা সরকারী কোন প্রত্যাভূতি নাই।

অধিকন্তু ব্যাঙ্ক ব্যবসায় চালাইতেছেন এরূপ কোন সমবায় সমিতির ক্ষেত্রে ব্যাঙ্ক ব্যবসায় প্রনিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৪৯-এর বিধানাবলীও প্রযুক্ত হইবে : ১৯৪৯-এর ১০।

অধিকন্তু কোন বহু-রাজ্যিক সমবায় সমিতি ব্যতীত ব্যাঙ্ক ব্যবসায় চালাইতেছেন এরূপ কোন সমবায় সমিতির ক্ষেত্রে, এই প্রকরণের বিধানাবলী এইভাবে কার্যকরিতা

প্রাপ্ত হইবে যেন ''ছয় মাস'' এই শব্দসমূহের স্থলে ''এক বৎসর'' এই শব্দসমূহ প্রতিস্থাপিত হইয়াছিল।

(২) কোন পর্ষদের অধিক্রমণের ক্ষেত্রে, ঐরূপ সমবায় সমিতির কার্যাবলী পরিচালনার জন্য নিযুক্ত প্রশাসক (১) প্রকরণে বিনির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠানের আয়োজন করিবেন এবং নির্বাচিত পর্ষদের নিকট পরিচালনভার হস্তান্তর করিবেন।

(৩) কোন রাজ্যের বিধানমণ্ডল, বিধি দ্বারা, প্রশাসকের চাকরির শর্তাবলীর বিধান করিবেন।

২৪৩যঙ। (১) কোন রাজ্যের বিধানমণ্ডল, বিধি দ্বারা, সমবায় সমিতি কর্তৃক হিসাবপত্রের রক্ষণ এবং প্রতি বিত্ত বৎসরে অন্ততঃ একবার ঐরূপ হিসাবপত্রের নিরীক্ষা সম্পর্কে ব্যবস্থা করিবেন। সমবায় সমিতির হিসাব নিরীক্ষণ।

(২) কোন রাজ্য বিধানমণ্ডল বিধি দ্বারা, সমবায় সমিতির হিসাব নিরীক্ষার জন্য যাঁহারা যোগ্য হইবেন সেই নিরীক্ষকের এবং নিরীক্ষা ফার্মের ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা নিবদ্ধ করিবেন।

(৩) প্রত্যেক সমবায় সমিতি, সমবায় সমিতির সাধারণ সংস্থা কর্তৃক নিযুক্ত, (২) প্রকরণে উল্লিখিত, নিরীক্ষক বা নিরীক্ষা ফার্ম কর্তৃক নিরীক্ষা করাইবেন :

তবে ঐরূপ নিরীক্ষক বা নিরীক্ষা ফার্ম, কোন রাজ্য সরকার কর্তৃক বা রাজ্য সরকার কর্তৃক এতৎপক্ষে প্রাধিকৃত কোন প্রাধিকার কর্তৃক অনুমোদিত কোন নামসূচীর মধ্য হইতে নিযুক্ত হইবেন।

(৪) প্রত্যেক সমবায় সমিতির হিসাবপত্র, যে বিত্ত বৎসরের সহিত ঐ হিসাবপত্র সম্পর্কিত, সেই বিত্ত বৎসর সমাপনের ছয় মাসের মধ্যে নিরীক্ষিত হইবে।

(৫) রাজ্য আইন দ্বারা যথা পরিভাষিত কোন শীর্ষ সমবায় সমিতির হিসাবপত্রের নিরীক্ষা প্রতিবেদন, রাজ্য বিধানমণ্ডল কর্তৃক, বিধি দ্বারা যেরূপ ব্যবস্থিত হইবে সেরূপ প্রণালীতে রাজ্য বিধানমণ্ডলের সমক্ষে স্থাপিত হইবে।

২৪৩যচ। রাজ্য বিধানমণ্ডল, বিধি দ্বারা, ঐরূপ বিধিতে যথাব্যবস্থিতরূপে কার্যসম্পাদন করিবার জন্য প্রত্যেক সমবায় সমিতির বার্ষিক সাধারণ সভা, বিত্ত বৎসর সমাপ্তির ছয় মাস সময়সীমার মধ্যে আহবান করা হইবে বলিয়া ব্যবস্থা করিতে পারিবেন। বার্ষিক সাধারণ সভা আহবান।

২৪৩যছ। (১) কোন রাজ্য বিধানমণ্ডল, বিধি দ্বারা, কোন সমবায় সমিতির প্রত্যেক সদস্য যাহাতে তাঁহার সহিত ঐ সমবায় সমিতির কারবারের নিয়মিত সংব্যবহারক্রমে রক্ষিত বহি, তথ্য ও হিসাবপত্র পাইতে পারেন তাহার ব্যবস্থা করিবেন। কোন সদস্যের তথ্য পাইবার অধিকার।

(২) কোন রাজ্য বিধানমণ্ডল, কোন সমবায় সমিতির সদস্যগণ কর্তৃক উহার সভায় আবশ্যক ন্যূনতম উপস্থিতির ব্যবস্থা করিয়া ও ঐরূপ বিধিতে যেরূপ ব্যবস্থিত হইবে পরিষেবায় সেরূপ ন্যূনতম ব্যবহার করিয়া ঐ সমবায় সমিতির পরিচালনার ক্ষেত্রে সদস্যগণের অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করিতে, বিধি দ্বারা ব্যবস্থা করিবেন।

(৩) কোন রাজ্যের বিধানমণ্ডল, বিধি দ্বারা, উহার সদস্যগণের জন্য সমবায় শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করিতে পারিবেন।

রিটার্ণ। **২৪৩যত।** প্রত্যেক সমবায় সমিতি, প্রতি বিত্ত বৎসর সমাপনের ছয় মাসের মধ্যে, রাজ্য সরকার কর্তৃক নামোদ্দিষ্ট প্রাধিকারের নিকট, নিম্নলিখিত বিষয়গুলিকে অন্তর্ভুক্ত করিয়া, রিটার্ণ দাখিল করিবেন, যথা :—

(ক) উহার কার্যকলাপের বার্ষিক প্রতিবেদন;

(খ) উহার নিরীক্ষিত হিসাব বিবৃতি;

(গ) সমবায় সমিতির সাধারণ সংস্থা কর্তৃক যেরূপে অনুমোদিত সেরূপে উদ্বৃত্তের বিলিব্যবস্থার পরিকল্পনা;

(ঘ) সমবায় সমিতির উপবিধিসমূহে সংশোধন, যদি থাকে, উহার সূচী;

(ঙ) উহার সাধারণ সংস্থার সভা আয়োজন করিবার তারিখ এবং যখন নির্দিষ্ট হইবে তখন নির্বাচন অনুষ্ঠান সংক্রান্ত ঘোষণা ; এবং

(চ) রাজ্য আইনের কোন বিধান অনুসরণক্রমে রেজিস্ট্রার কর্তৃক অনুজ্ঞাত অন্য কোন তথ্য।

অপরাধ ও দণ্ড। **২৪৩যথ।** (১) কোন রাজ্যের বিধানমণ্ডল, বিধি দ্বারা, সমবায় সমিতি সম্পর্কিত অপরাধ এবং ঐরূপ অপরাধের দণ্ড সম্পর্কে ব্যবস্থা করিবেন।

(২) (১) প্রকরণ অনুযায়ী কোন রাজ্যের বিধানমণ্ডল কর্তৃক প্রণীত কোন বিধি, নিম্নলিখিত কার্যের সংঘটন বা অকৃতিকে অপরাধ বলিয়া অন্তর্ভুক্ত করিবেন, যথা :—

(ক) কোন সমবায় সমিতি বা উহার কোন আধিকারিক বা সদস্য ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা রিটার্ণ দাখিল করেন বা মিথ্যা তথ্য দাখিল করেন অথবা কোন ব্যক্তি, রাজ্য আইনের বিধানাবলী অনুযায়ী

এতৎপক্ষে প্রাধিকৃত কোন ব্যক্তি কর্তৃক তাঁহার নিকট হইতে অনুজ্ঞাত কোন তথ্য ইচ্ছাকৃতভাবে দাখিল করেন না;

(খ) কোন ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে কোন যুক্তিসঙ্গত অজুহাত ব্যতিরেকে, রাজ্য আইনের বিধানাবলী অনুসরণে জারিকৃত কোন সমন, অধিযাচন বা বিধিসম্মত লিখিত আদেশ অমান্য করেন;

(গ) কোন নিয়োজক যিনি, পর্যাপ্ত কারণ ব্যতিরেকে, স্বীয় কর্মচারীর নিকট হইতে ব্যবকলিত অর্থপরিমাণ, ঐরূপ ব্যবকলন কৃত হইবার তারিখ হইতে চৌদ্দ দিনের সময়সীমার মধ্যে কোন সমবায় সমিতিকে প্রদান করিতে ব্যর্থ হন;

(ঘ) কোন আধিকারিক বা অভিরক্ষক যিনি, তিনি যে সমবায় সমিতির আধিকারিক বা অভিরক্ষক, সেই সমবায় সমিতির মালিকানাধীন যে বহিপত্র, হিসাবপত্র, দস্তাবেজ, অভিলেখ, নগদ অর্থ, প্রতিভূতি বা অন্য সম্পত্তির অভিরক্ষা করেন, তাহা কোন প্রাধিকৃত ব্যক্তির নিকট হস্তান্তর করিতে স্বেচ্ছাকৃতভাবে ব্যর্থ হন; এবং

(ঙ) যেকেহ পর্ষদের সদস্য বা পদাধিকারিগণের নির্বাচনের পূর্বে, নির্বাচনকালে বা উহার পরে কোন দুর্নীতিমূলক আচরণ করেন।

বহু-রাজ্যিক সমবায় সমিতির ক্ষেত্রে প্রয়োগ।

২৪৩যদ। এই ভাগের বিধানাবলী বহু-রাজ্যিক সমবায় সমিতির ক্ষেত্রে এই সংপরিবর্তন সাপেক্ষে প্রযুক্ত হইবে যে ''কোন রাজ্যের বিধানমণ্ডল'', ''রাজ্য আইন'' বা ''রাজ্য সরকার''-এর কোন উল্লেখ যথাক্রমে ''সংসদ'', ''কেন্দ্রীয় আইন'' বা ''কেন্দ্রীয় সরকার''-এর কোন উল্লেখ বলিয়া অর্থান্বয়িত হইবে।

সংঘশাসিত রাজ্যক্ষেত্রের ক্ষেত্রে প্রয়োগ।

২৪৩যধ। এই ভাগের বিধানাবলী সংঘশাসিত রাজ্যক্ষেত্রের ক্ষেত্রে এইভাবে প্রযুক্ত হইবে যেন বিধানসভা বিহীন কোন সংঘশাসিত রাজ্যক্ষেত্রের ক্ষেত্রে, কোন রাজ্যের বিধানমণ্ডলের উল্লেখ ২৩৯ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী নিযুক্ত উহার প্রশাসকের উল্লেখ হয় এবং বিধানসভা যুক্ত কোন সংঘশাসিত রাজ্যক্ষেত্রের ক্ষেত্রে ঐরূপ বিধানসভার উল্লেখ হয় :

তবে রাষ্ট্রপতি, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, তিনি ঐরূপ প্রজ্ঞাপনে যেরূপ বিনির্দিষ্ট করিবেন সেরূপ কোন সংঘশাসিত রাজ্যক্ষেত্র বা উহার কোন অংশে এই ভাগের বিধানাবলী প্রযুক্ত হইবে না বলিয়া নির্দেশ দিতে পারিবেন।

বিদ্যমান বিধি অব্যাহত থাকিয়া যাওয়া।

২৪৩যন। এই ভাগে যাহা কিছু আছে তৎসত্ত্বেও, সংবিধান (সাতানব্বইতম সংশোধন) আইন, ২০১১ প্রারম্ভ হইবার অব্যবহিত পূর্বে, কোন রাজ্যে বলবৎ সমবায় সমিতি সম্পর্কিত কোন বিধির এরূপ কোন বিধান যাহা এই ভাগের বিধানাবলীর সহিত সমঞ্জস নহে তাহা, কোন ক্ষমতাপন্ন বিধানমণ্ডল বা অন্য ক্ষমতাপন্ন প্রাধিকার কর্তৃক সংশোধিত বা নিরসিত না হওয়া পর্যন্ত অথবা ঐরূপ প্রারম্ভ হইতে এক বৎসর অবসান না হওয়া পর্যন্ত, এতদুভয়ের মধ্যে যাহা পূর্বে হইবে সেপর্যন্ত বলবৎ থাকিয়া যাইবে।]

ভাগ ১০

তফসিলী ও জনজাতি ক্ষেত্রসমূহ

২৪৪। (১) পঞ্চম তফসিলের বিধানাবলী [আসাম [, মেঘালয়, ত্রিপুরা ও মিজোরাম রাজ্যসমূহ] ব্যতিরেকে অন্য যেকোন রাজ্যের অভ্যন্তরস্থ তফসিলী ক্ষেত্রসমূহের এবং তফসিলী জনজাতিসমূহের প্রশাসনে ও নিয়ন্ত্রণে প্রযুক্ত হইবে।]]]

তফসিলী ক্ষেত্রসমূহ ও জনজাতি ক্ষেত্রসমূহের প্রশাসন।

(২) ষষ্ঠ তফসিলের বিধানাবলী আসাম [,[মেঘালয়, ত্রিপুরা ও মিজোরাম] রাজ্যসমূহের অভ্যন্তরস্থ জনজাতি ক্ষেত্রসমূহের প্রশাসনে প্রযুক্ত হইবে।]]]

[২৪৪ক। (১) এই সংবিধানে যাহা কিছু আছে তৎসত্ত্বেও, সংসদ বিধি দ্বারা ষষ্ঠ তফসিলের ২০ প্যারাগ্রাফে সংলগ্ন সারণীর [ভাগ ১-এ] বিনির্দিষ্ট জনজাতি ক্ষেত্রসমূহের সবগুলি বা কোনটি (পুর্ণতঃই হউক বা অংশতঃই হউক) লইয়া আসাম রাজ্যের অভ্যন্তরে একটি স্বশাসিত রাজ্য গঠন করিতে পারেন এবং উহার জন্য ঐ বিধিতে যেরূপ বিনির্দিষ্ট হইতে পারে প্রতি ক্ষেত্রে সেরূপ গঠন, ক্ষমতাসমূহ ও কৃত্যসমূহ সহ,—

আসামের কোন কোন জনজাতি ক্ষেত্র লইয়া একটি স্বশাসিত রাজ্য গঠন এবং উহার জন্য একটি স্থানীয় বিধানমণ্ডল বা মন্ত্রিপরিষদ বা এতদুভয়ের সৃজন।

(ক) ঐ স্বশাসিত রাজ্যের জন্য বিধানমণ্ডলরূপে কৃত্য করণার্থ, নির্বাচিতই হউক অথবা অংশতঃ মনোনীত ও অংশতঃ নির্বাচিতই হউক, একটি সংস্থা, অথবা

(খ) একটি মন্ত্রিপরিষদ,

বা এতদুভয় সৃজন করিতে পারেন।

(২) (১) প্রকরণে উল্লিখিত হইয়াছে এরূপ কোন বিধি, বিশেষতঃ,—

(ক) রাজ্যসূচীতে বা সমবর্তী সূচীতে প্রগণিত যে বিষয়সমূহ সম্পর্কে ঐ স্বশাসিত রাজ্যের বিধানমণ্ডলের সমগ্র রাজ্যের বা উহার কোন ভাগের জন্য, আসাম রাজ্যের বিধানমণ্ডলকে বাদ দিয়াই হউক বা অন্যথাই হউক, বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা থাকিবে, তাহা বিনির্দিষ্ট করিতে পারে;

(খ) যে বিষয়সমূহ সম্পর্কে ঐ স্বশাসিত রাজ্যের নির্বাহিক ক্ষমতা প্রসারিত হইবে তাহা নিরূপণ করিতে পারে;

(গ) আসাম রাজ্য কর্তৃক উদ্‌গৃহীত কোন কর হইতে আগমের যে অংশ ঐ স্বশাসিত রাজ্যের প্রতি আরোপণীয় তাহা ঐ স্বশাসিত রাজ্যকে নির্দিষ্ট করিতে হইবে বলিয়া বিধান করিতে পারে;

(ঘ) এই সংবিধানের কোন অনুচ্ছেদে কোন রাজ্যের উল্লেখ যে ঐ স্বশাসিত রাজ্যের উল্লেখ অন্তর্ভুক্ত করে বলিয়া অর্থ করিতে হইবে এরূপ বিধান করিতে পারে; এবং

(ঙ) যেরূপ অনুপূরক, আনুষঙ্গিক ও পারিণামিক বিধানাবলী আবশ্যক বলিয়া গণ্য হয় সেরূপ বিধানাবলী প্রণয়ন করিতে পারে।

(৩) যতদূর পর্যন্ত পূর্বোক্তরূপ কোন বিধির কোন সংশোধন (২) প্রকরণের (ক) উপ-প্রকরণে বা (খ) উপ-প্রকরণে বিনির্দিষ্ট বিষয়সমূহের কোনটির সহিত সম্বন্ধযুক্ত, ততদূর পর্যন্ত উহার কোন কার্যকরিতা থাকিবে না, যদি না ঐ সংশোধন সংসদের প্রত্যেক সদনে যে সদস্যগণ উপস্থিত থাকেন ও ভোট দেন তাঁহাদের অন্যূন দুই-তৃতীয়াংশ কর্তৃক গৃহীত হয়।

(৪) এই অনুচ্ছেদে উল্লিখিত হইয়াছে এরূপ কোন বিধি ৩৬৮ অনুচ্ছেদের প্রয়োজনে এই সংবিধানের সংশোধন বলিয়া গণ্য হইবে না, যদিও ইহাতে এরূপ কোন বিধান থাকে যাহা এই সংবিধান সংশোধন করে বা যাহার ফলে এই সংবিধানের সংশোধন হয়।]

ভাগ ১১

সংঘ ও রাজ্যসমূহের মধ্যে সম্বন্ধ

অধ্যায় ১— বিধানিক সম্বন্ধ

বিধানিক ক্ষমতাসমূহের বণ্টন

২৪৫। (১) এই সংবিধানের বিধানাবলীর অধীনে, সংসদ ভারতের সমগ্র রাজ্যক্ষেত্রের বা উহার যেকোন ভাগের জন্য বিধি প্রণয়ন করিতে পারেন, এবং কোন রাজ্যের বিধানমণ্ডল সমগ্র রাজ্যের বা উহার যেকোন ভাগের জন্য বিধি প্রণয়ন করিতে পারেন। সংসদ কর্তৃক এবং রাজ্যসমূহের বিধানমণ্ডলসমূহ কর্তৃক প্রণীত বিধির প্রসার।

(২) সংসদ কর্তৃক প্রণীত কোন বিধি, উহার রাজ্যক্ষেত্রাতীত ক্রিয়া থাকিবে এই হেতুতে, অসিদ্ধ বলিয়া গণ্য হইবে না।

২৪৬। (১) (২) ও (৩) প্রকরণে যাহা কিছু আছে তৎসত্ত্বেও, সপ্তম তফসিলের সূচী ১ (এই সংবিধানে "সংঘসূচী" বলিয়া উল্লিখিত)-এ প্রগণিত বিষয়সমূহের যেকোনটি সম্পর্কে সংসদের বিধি প্রণয়ন করিবার একাধিকৃত ক্ষমতা আছে। সংসদ কর্তৃক এবং রাজ্যসমূহের বিধানমণ্ডলসমূহ কর্তৃক প্রণীত বিধির বিষয়বস্তু।

(২) (৩) প্রকরণে যাহা কিছু আছে তৎসত্ত্বেও, সপ্তম তফসিলের সূচী ৩ (এই সংবিধানে "সমবর্তী সূচী" বলিয়া উল্লিখিত)-তে প্রগণিত বিষয়সমূহের যেকোনটি সম্পর্কে বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা সংসদের এবং, (১) প্রকরণের অধীনে, যেকোন রাজ্যের বিধানমণ্ডলেরও আছে।

(৩) (১) ও (২) প্রকরণের অধীনে, কোন রাজ্যের বিধানমণ্ডলের, ঐ রাজ্যের বা উহার যেকোন ভাগের জন্য, সপ্তম তফসিলের সূচী ২ (এই সংবিধানে "রাজ্যসূচী" বলিয়া উল্লিখিত)-তে প্রগণিত বিষয়সমূহের যেকোনটি সম্পর্কে বিধি প্রণয়ন করিবার একাধিকৃত ক্ষমতা আছে।

(৪) [কোন রাজ্যের] অন্তর্ভুক্ত নহে ভারতের রাজ্যক্ষেত্রের এরূপ কোন ভাগের জন্য, যেকোন বিষয় সম্পর্কে, ঐ বিষয় রাজ্যসূচীতে প্রগণিত কোন বিষয় হওয়া সত্ত্বেও, সংসদের বিধি প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা আছে।

২৪৬ক। (১) ২৪৬ ও ২৫৪ অনুচ্ছেদসমূহে যাহা কিছু আছে তৎসত্ত্বেও, সংসদ, ও, (২) প্রকরণ সাপেক্ষে, প্রত্যেক রাজ্য বিধানমণ্ডলের, সংঘ বা ঐরূপ রাজ্য কর্তৃক আরোপিত পণ্য ও পরিষেবা কর সম্পর্কে বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা রহিয়াছে। পণ্য ও পরিষেবা কর সম্পর্কিত বিশেষ **বিধান**।

(২) যেক্ষেত্রে আন্তঃরাজ্যিক ব্যবসায় বা বাণিজ্যক্রমে পণ্যের সরবরাহ বা পরিষেবা অথবা উভয় সংঘটিত হয়, সেক্ষেত্রে, সংসদের ঐ পণ্য ও পরিষেবা কর সম্পর্কে বিধি প্রণয়ন করিবার একাধিকৃত ক্ষমতা রহিয়াছে।

ব্যাখ্যা। — এই অনুচ্ছেদের বিধানাবলীর, ২৭৯ক অনুচ্ছেদের (৫) প্রকরণে উল্লিখিত পণ্য ও পরিষেবা কর সম্পর্কে, পণ্য ও পরিষেবা কর পরিষদ কর্তৃক সুপারিশকৃত তারিখ হইতে কার্যকারিতা থাকিবে।

কোন কোন অতিরিক্ত আদালত স্থাপনের জন্য সংসদের বিধান করিবার ক্ষমতা।

২৪৭। এই অধ্যায়ে যাহা কিছু আছে তৎসত্ত্বেও, সংসদ কর্তৃক প্রণীত বিধিসমূহের অথবা সংঘসূচীতে প্রগণিত কোন বিষয় সম্পর্কে বিদ্যমান বিধিসমূহের সুষ্ঠুতর পরিচালনের জন্য সংসদ বিধি দ্বারা অতিরিক্ত আদালতসমূহ স্থাপন করিবার বিধান করিতে পারেন।

বিধিপ্রণয়নের অবশিষ্ট ক্ষমতাসমূহ।

২৪৮। (১) সমবর্তী সূচীতে বা রাজ্যসূচীতে প্রগণিত নহে এরূপ কোন বিষয় সম্পর্কে ২৪৬ক অনুচ্ছেদ সাপেক্ষে, সংসদের যেকোন বিধি প্রণয়ন করিবার একাধিকৃত ক্ষমতা আছে।

(২) ঐরূপ ক্ষমতা ঐ সূচীদ্বয়ের কোনটিতে উল্লিখিত নহে এরূপ কোন কর আরোপ করণার্থ কোন বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা অন্তর্ভুক্ত করিবে।

রাজ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত কোন বিষয় সম্পর্কে জাতীয় স্বার্থে সংসদের বিধিপ্রণয়ন করিবার ক্ষমতা।

২৪৯। (১) এই অধ্যায়ে পূর্ববর্তী বিধানাবলীতে যাহা কিছু আছে তৎসত্ত্বেও, যদি রাজ্যসভা, উহার যে সদস্যগণ উপস্থিত থাকেন ও ভোট দেন তাঁহাদের অন্যূন দুই-তৃতীয়াংশ কর্তৃক সমর্থিত সঙ্কল্প দ্বারা ঘোষণা করিয়া থাকেন যে, ইহা জাতীয় স্বার্থে প্রয়োজনীয় বা সঙ্গত যে ঐ সঙ্কল্পে বিনির্দিষ্ট, ২৪৬ক অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ব্যবস্থিত পণ্য ও পরিষেবা কর অথবা রাজ্যসূচীতে প্রগণিত কোন বিষয় সম্পর্কে সংসদ বিধি প্রণয়ন করিবেন, তাহাহইলে, ঐ সংকল্প বলবৎ থাকিবার কালে ঐ বিষয় সম্পর্কে ভারতের সমগ্র রাজ্যক্ষেত্রের বা উহার যেকোন ভাগের জন্য বিধি প্রণয়ন করা সংসদের পক্ষে বিধিসঙ্গত হইবে।

(২) (১) প্রকরণ অনুযায়ী গৃহীত কোন সঙ্কল্প, এক বৎসরের অনধিক যে সময়সীমা উহাতে বিনির্দিষ্ট হইতে পারে সেই সময়সীমার জন্য বলবৎ থাকিবে :

তবে যদি ঐরূপ কোন সঙ্কল্প বলবৎ থাকিয়া যাওয়া অনুমোদন করিয়া (১) প্রকরণে বিহিত প্রণালীতে কোন সঙ্কল্প গৃহীত হয়, তাহাহইলে, যতবার ঐ সঙ্কল্প ঐরূপে গৃহীত হয় ততবার ঐ সঙ্কল্প, অন্যথা এই প্রকরণ অনুযায়ী যে তারিখে আর বলবৎ থাকিত না, সেই তারিখ হইতে আরও এক বৎসর সময়সীমার জন্য বলবৎ থাকিবে।

(৩) সংসদ কর্তৃক প্রণীত কোন বিধি, যাহা (১) প্রকরণ অনুযায়ী একটি সঙ্কল্প গৃহীত না হইয়া থাকিলে সংসদ প্রণয়ন করিতে ক্ষমতাপন্ন হইতেন না, তাহা, সঙ্কল্পটি আর বলবৎ না থাকিবার পরে ছয় মাস সময়সীমার অবসান হইলে, উক্ত সময়সীমার অবসানের পূর্বে যাহা করা হইয়াছে বা করা বাদ পড়িয়াছে তৎসম্পর্কে ব্যতীত, যতদূর পর্যন্ত ঐ অক্ষমতা ছিল ততদূর পর্যন্ত, আর কার্যকর থাকিবে না।

জরুরী অবস্থার উদ্‌ঘোষণা সক্রিয় থাকিলে, রাজ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত যেকোন বিষয় সম্পর্কে সংসদের বিধিপ্রণয়নের ক্ষমতা।

২৫০। (১) এই অধ্যায়ে যাহা কিছু আছে তৎসত্ত্বেও, জরুরী অবস্থার উদ্‌ঘোষণা সক্রিয় থাকিবার কালে, ২৪৬ক অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ব্যবস্থিত পণ্য ও পরিষেবা কর অথবা রাজ্যসূচীতে প্রগণিত বিষয়সমূহের যেকোনটি সম্পর্কে ভারতের সমগ্র রাজ্যক্ষেত্রের বা উহার যেকোন ভাগের জন্য বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা সংসদের থাকিবে।

(২) সংসদ কর্তৃক প্রণীত কোন বিধি, যাহা জরুরী অবস্থার উদ্‌ঘোষণা প্রচার না হইয়া থাকিলে সংসদ প্রণয়ন করিতে ক্ষমতাপন্ন হইতেন না, তাহা ঐ উদ্‌ঘোষণার ক্রিয়া শেষ হইবার পর ছয় মাস সময়সীমার অবসান হইলে, উক্ত সময়সীমার অবসানের পূর্বে যাহা করা হইয়াছে বা করা বাদ পড়িয়াছে তৎসম্পর্কে ব্যতীত, যতদূর পর্যন্ত ঐ অক্ষমতা ছিল ততদূর পর্যন্ত, আর কার্যকর থাকিবে না।

২৪৯ এবং ২৫০ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সংসদ কর্তৃক প্রণীত বিধি এবং রাজ্যসমূহের বিধানমণ্ডলসমূহ কর্তৃক প্রণীত বিধির মধ্যে অসামঞ্জস্য।

২৫১। কোন রাজ্যের বিধানমণ্ডলের এই সংবিধান অনুযায়ী কোন বিধি প্রণয়ন করিবার যে ক্ষমতা আছে, ২৪৯ এবং ২৫০ অনুচ্ছেদের কোন কিছুই তাহা সঙ্কুচিত করিবে না, কিন্তু কোন রাজ্যের বিধানমণ্ডল কর্তৃক প্রণীত কোন বিধির কোন বিধান যদি উক্ত অনুচ্ছেদদ্বয়ের মধ্যে যেকোনটি অনুযায়ী সংসদের বিধি প্রণয়নের যে ক্ষমতা আছে তদনুসারে সংসদ কর্তৃক প্রণীত কোন বিধির কোন বিধানের বিরুদ্ধার্থক হয়, তাহাহইলে, সংসদ কর্তৃক প্রণীত বিধি, উহা রাজ্যের বিধানমণ্ডল কর্তৃক প্রণীত বিধির পূর্বেই গৃহীত হউক বা পরেই গৃহীত হউক, চালু থাকিবে এবং ঐ রাজ্যের বিধানমণ্ডল কর্তৃক প্রণীত বিধি, যতদূর পর্যন্ত ঐ বিরুদ্ধার্থকতা আছে ততদূর পর্যন্ত, কিন্তু সংসদ কর্তৃক প্রণীত বিধি যাবৎ কার্যকর থাকিবে কেবল তাবৎ, নিষ্ক্রিয় থাকিবে।

দুই বা ততোধিক রাজ্যের জন্য তৎসম্মতিক্রমে বিধিপ্রণয়নে সংসদের ক্ষমতা এবং অন্য যে কোন রাজ্য কর্তৃক ঐরূপ বিধি অবলম্বন।

২৫২। (১) যদি দুই বা ততোধিক রাজ্যের বিধানমণ্ডলের নিকট প্রতীয়মান হয় যে, যেসকল বিষয় সম্পর্কে ২৪৯ ও ২৫০ অনুচ্ছেদে যেরূপ বিহিত আছে সেরূপে ভিন্ন ঐ রাজ্যসমূহের জন্য বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা সংসদের নাই, উহাদের মধ্যে কোন বিষয় ঐ রাজ্যসমূহে সংসদ কর্তৃক প্রণীত বিধি দ্বারা প্রনিয়ন্ত্রিত হওয়া বাঞ্ছনীয়, এবং যদি ঐ মর্মে ঐ রাজ্যসমূহের বিধানমণ্ডলের সকল সদন কর্তৃক সংকল্প গৃহীত হয়, তাহাহইলে, সেই বিষয়টি তদনুসারে প্রনিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য কোন আইন গ্রহণ

করা সংসদের পক্ষে বিধিসঙ্গত হইবে, এবং ঐভাবে গৃহীত কোন আইন ঐরূপ রাজ্যসমূহের প্রতি, এবং অন্য যে রাজ্য ঐ রাজ্যের বিধানমণ্ডলের সদন কর্তৃক, অথবা যেক্ষেত্রে দুইটি সদন আছে, সেক্ষেত্রে, প্রত্যেক সদন কর্তৃক, তৎপক্ষে গৃহীত সংকল্প দ্বারা পরবর্তীকালে উহা অবলম্বন করেন তৎপ্রতি, প্রযুক্ত হইবে।

(২) সংসদ কর্তৃক ঐরূপে গৃহীত কোন আইন অনুরূপ প্রণালীতে গৃহীত বা অবলম্বিত সংসদের কোন আইন দ্বারা সংশোধিত বা নিরসিত হইতে পারে কিন্তু, যে রাজ্যে উহা প্রযুক্ত হয় তৎসম্পর্কে, সেই রাজ্যের বিধানমণ্ডলের আইন দ্বারা সংশোধিত বা নিরসিত হইবে না।

আন্তর্জাতিক চুক্তিসমূহ কার্যকর করিবার জন্য বিধিপ্রণয়ন।

২৫৩। এই অধ্যায়ে পূর্ববর্তী বিধানাবলীতে যাহা কিছু আছে তৎসত্ত্বেও, অন্য কোন দেশের বা দেশসমূহের সহিত কোন সন্ধি, চুক্তি বা কন্‌ভেনশন্ অথবা কোন আন্তর্জাতিক সম্মেলন, পরিমেল বা অন্য সংস্থায় কৃত কোন সিদ্ধান্ত কার্যকর করিবার জন্য ভারতের সমগ্র রাজ্যক্ষেত্রের বা উহার কোন ভাগের জন্য যেকোন বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা সংসদের আছে।

সংসদ কর্তৃক প্রণীত বিধি এবং রাজ্যসমূহের বিধানমণ্ডলসমূহ কর্তৃক প্রণীত বিধির মধ্যে অসামঞ্জস্য।

২৫৪। (১) যদি কোন রাজ্যের বিধানমণ্ডল কর্তৃক প্রণীত কোন বিধির কোন বিধান, যে বিধি বিধিবদ্ধ করিবার ক্ষমতা সংসদের আছে, সংসদ কর্তৃক প্রণীত সেরূপ কোন বিধির যেকোন বিধানের অথবা সমবর্তী সূচীতে প্রগণিত বিষয়সমূহের কোন একটি সম্পর্কিত কোন বিদ্যমান বিধির যেকোন বিধানের বিরুদ্ধার্থক হয়, তাহাহইলে, (২) প্রকরণের বিধানাবলীর অধীনে, সংসদ কর্তৃক প্রণীত বিধি, ক্ষেত্রানুযায়ী, উহা ঐ রাজ্যের বিধানমণ্ডল কর্তৃক প্রণীত বিধির পূর্বেই গৃহীত হউক বা পরেই গৃহীত হউক, বিদ্যমান বিধি, চালু থাকিবে এবং ঐ রাজ্যের বিধানমণ্ডল কর্তৃক প্রণীত বিধি, যতদূর পর্যন্ত উহার ঐরূপ বিরুদ্ধার্থকতা আছে ততদূর পর্যন্ত, বাতিল হইবে।

(২) যেক্ষেত্রে কোন রাজ্যের বিধানমণ্ডল কর্তৃক সমবর্তী সূচীতে প্রগণিত বিষয়সমূহের কোনটি সম্পর্কে প্রণীত কোন বিধিতে ঐ বিষয় সম্পর্কে সংসদ কর্তৃক প্রণীত কোন পূর্ববর্তী বিধির বিধানাবলীর বা কোন বিদ্যমান বিধির বিধানাবলীর বিরুদ্ধার্থক কোন বিধান থাকে, সেক্ষেত্রে, ঐ রাজ্যের বিধানমণ্ডল কর্তৃক ঐরূপে প্রণীত বিধি, যদি উহা রাষ্ট্রপতির বিবেচনার্থ রক্ষিত এবং তাঁহার সম্মতিপ্রাপ্ত হইয়া থাকে, ঐ রাজ্যে চালু থাকিবে :

তবে এই প্রকরণের কোন কিছুই, ঐ রাজ্যের বিধানমণ্ডল কর্তৃক ঐরূপে প্রণীত কোন বিধি সংযোজন, উহার সংশোধন, পরিবর্তন বা নিরসন করে এরূপ কোন বিধি

সমেত, ঐ একই বিষয় সম্পর্কে কোন বিধি সংসদ কর্তৃক যেকোন সময়ে বিধিবদ্ধ করিবার পক্ষে অন্তরায় হইবে না।

২৫৫। সংসদের বা কোন রাজ্যের বিধানমণ্ডলের কোন আইন এবং ঐরূপ কোন আইনের কোন বিধান কেবল এই কারণে অসিদ্ধ হইবে না যে এই সংবিধানমতে আবশ্যক কোন সুপারিশ করা বা পূর্বমঞ্জুরি দেওয়া হয় নাই, যদি— সুপারিশ ও পূর্বমঞ্জুরি সম্পর্কে যাহা আবশ্যক তাহা কেবল প্রক্রিয়া সংক্রান্ত বিষয় বলিয়া গণ্য হইবে।

(ক) যেক্ষেত্রে রাজ্যপালের সুপারিশ আবশ্যক, সেক্ষেত্রে, হয় রাজ্যপাল কর্তৃক অথবা রাষ্ট্রপতি কর্তৃক;

(খ) যেক্ষেত্রে রাজপ্রমুখের সুপারিশ আবশ্যক, সেক্ষেত্রে, হয় রাজপ্রমুখ কর্তৃক অথবা রাষ্ট্রপতি কর্তৃক;

(গ) যেক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতির সুপারিশ বা পূর্বমঞ্জুরি আবশ্যক, সেক্ষেত্রে, রাষ্ট্রপতি কর্তৃক;

ঐ আইনে সম্মতি প্রদত্ত হইয়া থাকে।

অধ্যায় ২— প্রশাসনিক সম্বন্ধ

সাধারণ

২৫৬। প্রত্যেক রাজ্যের নির্বাহিক ক্ষমতা এরূপে প্রযুক্ত হইবে যাহাতে সংসদ কর্তৃক প্রণীত বিধিসমূহের এবং যে বিদ্যমান বিধিসমূহ ঐ রাজ্যে প্রযুক্ত হয় সেগুলির পালন নিশ্চিত হয় এবং ভারত সরকার তদুদ্দেশ্যে কোন রাজ্যকে যেরূপ নির্দেশ দেওয়া প্রয়োজন মনে করেন, সংঘের নির্বাহিক ক্ষমতা সেরূপ নির্দেশ প্রদান পর্যন্ত প্রসারিত হইবে। রাজ্যসমূহের এবং সংঘের দায়িত্ব।

২৫৭। (১) প্রত্যেক রাজ্যের নির্বাহিক ক্ষমতা এরূপে প্রযুক্ত হইবে যাহাতে সংঘের নির্বাহিক ক্ষমতার প্রয়োগ ব্যাহত বা ক্ষুণ্ণ না হয়, এবং ভারত সরকার তদুদ্দেশ্যে কোন রাজ্যকে যেরূপ নির্দেশ দেওয়া প্রয়োজন মনে করেন, সংঘের নির্বাহিক ক্ষমতা সেরূপ নির্দেশ প্রদান পর্যন্ত প্রসারিত হইবে। কোন কোন ক্ষেত্রে রাজ্যসমূহের উপর সংঘের নিয়ন্ত্রণ।

(২) সংঘের নির্বাহিক ক্ষমতা সেই সকল সমাযোজন ব্যবস্থার নির্মাণ ও পোষণ সম্পর্কে কোন রাজ্যকে নির্দেশ প্রদান পর্যন্তও প্রসারিত হইবে, যেগুলি ঐ নির্দেশে জাতীয় বা সামরিক গুরুত্বের বলিয়া ঘোষিত :

তবে কোন রাজপথ বা জলপথ জাতীয় রাজপথ বা জাতীয় জলপথ বলিয়া সংসদের ঘোষণা করিবার ক্ষমতা অথবা ঐরূপে ঘোষিত রাজপথ বা জলপথসমূহ সম্পর্কে সংঘের ক্ষমতা অথবা নৌ, স্থল ও বিমান বাহিনী সম্বন্ধী নির্মাণকার্য সম্পর্কে আপন

কৃত্যসমূহের অঙ্গ হিসাবে সমাযোজনের ব্যবস্থাসমূহ নির্মাণ ও পোষণ করিবার পক্ষে সংঘের ক্ষমতা এই প্রকরণের কোন কিছু দ্বারা সঙ্কুচিত হয় বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইবে না।

(৩) কোন রাজ্যের অভ্যন্তরস্থ রেলপথগুলির রক্ষণের জন্য অবলম্বনীয় ব্যবস্থা সম্পর্কে ঐ রাজ্যকে নির্দেশ প্রদান পর্যন্তও সংঘের নির্বাহিক ক্ষমতা প্রসারিত হইবে।

(৪) যেক্ষেত্রে কোন রাজ্যকে (২) প্রকরণ অনুযায়ী কোন সমাযোজন ব্যবস্থার নির্মাণ বা পোষণ সম্পর্কে অথবা (৩) প্রকরণ অনুযায়ী কোন রেলপথ রক্ষণের জন্য অবলম্বনীয় ব্যবস্থা সম্পর্কে প্রদত্ত নির্দেশ কার্যে পরিণত করিতে যাইয়া, ঐরূপ নির্দেশ দেওয়া না হইয়া থাকিলে ঐ রাজ্যের স্বাভাবিক কর্তব্যসমূহ নির্বাহে যে খরচ হইত, তদধিক খরচ হইয়া থাকে, সেক্ষেত্রে, ঐরূপে রাজ্যকে যে অতিরিক্ত খরচ করিতে হইয়াছে তৎসম্পর্কে যে পরিমাণ অর্থ স্বীকৃত হয়, অথবা, স্বীকৃতির অভাবে, ভারতের প্রধান বিচারপতি কর্তৃক নিযুক্ত কোন সালিশ কর্তৃক নির্ধারিত হয়, তাহা ভারত সরকার কর্তৃক ঐ রাজ্যকে প্রদত্ত হইবে।

২৫৭ক। [সংঘের সশস্ত্র বাহিনী বা অন্যান্য বাহিনী অভিনিয়োজিত করিয়া রাজ্যসমূহকে সহায়তা প্রদান।] — সংবিধান (চুয়াল্লিশতম সংশোধন) আইন, ১৯৭৮, ৩৩ ধারা দ্বারা (২০.৬.১৯৭৯ হইতে কার্যকারিতাসহ) বাদ গিয়াছে।

কোন কোন ক্ষেত্রে রাজ্যসমূহের উপর ক্ষমতাসমূহ, ইত্যাদি অর্পণ করিবার পক্ষে সংঘের ক্ষমতা।

২৫৮। (১) এই সংবিধানে যাহা কিছু আছে তৎসত্ত্বেও, রাষ্ট্রপতি, কোন রাজ্যের সরকারের সম্মতি লইয়া, ঐ রাজ্যের সরকারের বা উহার আধিকারিকগণের উপর সংঘের নির্বাহিক ক্ষমতা যে বিষয়ে প্রসারিত সেরূপ কোন বিষয় সম্বন্ধে কৃত্যসমূহ, শর্তসহ অথবা নিঃশর্তে, ন্যস্ত করিতে পারেন।

(২) সংসদ কর্তৃক প্রণীত যে বিধি কোন রাজ্যে প্রযুক্ত হয় তাহা, যে বিষয় সম্পর্কে ঐ রাজ্যের বিধানমণ্ডলের বিধি প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা নাই সেরূপ বিষয় সম্পর্কে হওয়া সত্ত্বেও, ঐ রাজ্যের বা উহার আধিকারিকগণের ও প্রাধিকারিগণের উপর ক্ষমতাসমূহ অর্পণ ও কর্তব্যসমূহ আরোপণ করিতে পারে অথবা ক্ষমতাসমূহ অর্পণ ও কর্তব্যসমূহ আরোপণ করিবার প্রাধিকার দিতে পারে।

(৩) যেক্ষেত্রে এই অনুচ্ছেদের বলে কোন রাজ্যের বা উহার আধিকারিকগণের বা প্রাধিকারিগণের উপর ক্ষমতা ও কর্তব্য অর্পিত বা আরোপিত হইয়াছে, সেক্ষেত্রে ঐ ক্ষমতা ও কর্তব্য প্রয়োগ সম্বন্ধে ঐ রাজ্য কর্তৃক নির্বাহিত অতিরিক্ত প্রশাসনিক খরচ সম্পর্কে যে পরিমাণ অর্থ স্বীকৃত হয়, অথবা, স্বীকৃতির অভাবে, ভারতের প্রধান বিচারপতি কর্তৃক নিযুক্ত কোন সালিশ কর্তৃক নির্ধারিত হয়, তাহা ভারত সরকার কর্তৃক ঐ রাজ্যকে প্রদত্ত হইবে।

[২৫৮ক। এই সংবিধানে যাহা কিছু আছে তৎসত্ত্বেও, কোন রাজ্যের রাজ্যপাল, ভারত সরকারের সম্মতি লইয়া, ঐ সরকারের বা উহার আধিকারিকগণের উপর ঐ রাজ্যের নির্বাহিক ক্ষমতা যে বিষয়ে প্রসারিত সেরূপ কোন বিষয় সম্বন্ধে কৃত্যসমূহ, শর্তসহ অথবা নিঃশর্তে, ন্যস্ত করিতে পারেন।] সংঘের উপর কৃত্যসমূহ ন্যস্ত করিবার পক্ষে রাজ্যসমূহের ক্ষমতা।

২৫৯। [প্রথম তফসিলের ভাগ খ-এর অন্তর্গত রাজ্যসমূহে সশস্ত্র বাহিনী।] — সংবিধান (সাততম সংশোধন) আইন, ১৯৫৬, ২৯ ধারা ও তফসিল দ্বারা (১.১১.১৯৫৬ হইতে কার্যকারিতাসহ) বাদ গিয়াছে।

২৬০। ভারত সরকার, ভারতের রাজ্যক্ষেত্রের ভাগ নহে এরূপ কোন রাজ্যক্ষেত্রের সরকারের সহিত চুক্তি দ্বারা ঐরূপ রাজ্যক্ষেত্রের সরকারে বর্তিত কোন নির্বাহিক, বিধানিক বা বিচারিক কৃত্যসমূহের ভার গ্রহণ করিতে পারেন, কিন্তু ঐরূপ প্রত্যেক চুক্তি বিদেশীয় ক্ষেত্রাধিকার প্রয়োগ সম্বন্ধে তৎকালে বলবৎ যেকোন বিধির অধীন হইবে এবং তদ্দ্বারা শাসিত হইবে। ভারত-বহির্ভূত রাজ্যক্ষেত্রসমূহ সম্বন্ধে সংঘের ক্ষেত্রাধিকার।

২৬১। (১) সংঘের এবং প্রত্যেক রাজ্যের সরকারী কার্য, অভিলেখ এবং বিচারিক কার্যবাহের প্রতি ভারতের রাজ্যক্ষেত্রের সর্বত্র পূর্ণ নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধা প্রদর্শিত হইবে। সরকারী কার্য, অভিলেখ এবং বিচারিক কার্যবাহ।

(২) (১) প্রকরণে উল্লিখিত কার্য, অভিলেখ এবং কার্যবাহ যে প্রণালীতে এবং যেসকল শর্তে প্রমাণিত ও উহাদের কার্যকারিতা নির্ধারিত হইবে তাহা সংসদ কর্তৃক প্রণীত বিধি দ্বারা যেরূপ বিহিত হয় সেরূপ হইবে।

(৩) ভারতের রাজ্যক্ষেত্রের যেকোন ভাগে অবস্থিত দেওয়ানী আদালতসমূহ কর্তৃক প্রদত্ত চূড়ান্ত রায় বা আদেশ ঐ রাজ্যক্ষেত্রের অভ্যন্তরস্থ যেকোন স্থানে বিধি অনুসারে জারি করিবার যোগ্য হইবে।

জল সম্বন্ধে বিরোধ

২৬২। (১) সংসদ, বিধি দ্বারা, কোন আন্তঃরাজ্যিক নদীর বা নদী-উপত্যকার, বা উহার মধ্যস্থিত, জলের ব্যবহার, বণ্টন বা নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে কোন বিরোধের বা অভিযোগের বিচারপূর্বক মীমাংসার জন্য বিধান করিতে পারেন। আন্তঃরাজ্যিক নদীর বা নদী-উপত্যকার জল সম্বন্ধে বিরোধের বিচারপূর্বক মীমাংসা।

(২) এই সংবিধানে যাহা কিছু আছে তৎসত্ত্বেও, সংসদ, বিধি দ্বারা, বিধান করিতে পারেন যে (১) প্রকরণে উল্লিখিত হইয়াছে এরূপ কোন বিরোধ বা অভিযোগ সম্পর্কে সুপ্রীম কোর্ট বা অন্য কোন আদালত ক্ষেত্রাধিকার প্রয়োগ করিবেন না।

রাজ্যসমূহের মধ্যে সহযোজন

আন্তঃ রাজ্যিক পরিষদ সম্বন্ধে বিধানাবলী।

২৬৩। যদি কোন সময়ে রাষ্ট্রপতির নিকট ইহা প্রতীয়মান হয় যে—

(ক) রাজ্যসমূহের মধ্যে যে বিরোধ উদ্ভূত হইয়া থাকিতে পারে, তৎসম্পর্কে অনুসন্ধান করিবার ও মন্ত্রণা দিবার;

(খ) যে সকল বিষয়ে রাজ্যসমূহের মধ্যে কয়েকটি বা সবগুলির অথবা সংঘের ও এক বা একাধিক রাজ্যের অভিন্ন স্বার্থ আছে, সেই সকল বিষয়ে তদন্ত ও আলোচনা করিবার; অথবা

(গ) ঐরূপ কোন বিষয় সম্বন্ধে সুপারিশ করিবার এবং বিশেষতঃ, সেই বিষয় সম্পর্কে নীতি ও কার্যের সুষ্ঠুতর সহযোজনের জন্য সুপারিশ করিবার

ব্যাপারে কর্তব্যের ভারপ্রাপ্ত একটি পরিষদ স্থাপন দ্বারা জনস্বার্থ সাধিত হইবে, তাহাহইলে, রাষ্ট্রপতির পক্ষে, আদেশ দ্বারা, ঐরূপ পরিষদ স্থাপিত করা এবং উহার দ্বারা সম্পাদ্য কর্মসমূহের প্রকৃতি ও উহার সংগঠন ও প্রক্রিয়া নিরূপিত করা বিধিসম্মত হইবে।

ভাগ ১২

বিত্ত, সম্পত্তি, সংবিদা ও মোকদ্দমা

অধ্যায় ১—বিত্ত

সাধারণ

[২৬৪। এই ভাগে, ''বিত্ত কমিশন'' বলিতে ২৮০ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী গঠিত একটি বিত্ত কমিশন বুঝাইবে।] অর্থ প্রকটন।

২৬৫। বিধির প্রাধিকারবলে ভিন্ন কোন কর ধার্য বা সংগ্রহ করা যাইবে না। বিধির প্রাধিকারবলে ভিন্ন করসমূহ আরোপিত হইবে না।

২৬৬। (১) ২৬৭ অনুচ্ছেদের বিধানাবলীর অধীনে, এবং কোন কোন কর ও শুল্ক হইতে নীট আগম রাজ্যসমূহের জন্য পূর্ণতঃ বা অংশতঃ নির্দিষ্ট করা সম্পর্কে এই অধ্যায়ের বিধানাবলীর অধীনে, ভারত সরকার কর্তৃক প্রাপ্ত সকল রাজস্ব, রাজহুন্ডি প্রচার, ধার বা উপায়-উপকরণ অগ্রিমক দ্বারা ঐ সরকার কর্তৃক সংগৃহীত সকল ধার এবং ধার পরিশোধ বাবত ঐ সরকার কর্তৃক প্রাপ্ত সকল অর্থ লইয়া ''ভারতের সঞ্চিত নিধি'' নামে একটি সঞ্চিত নিধি গঠিত হইবে, এবং কোন রাজ্যের সরকার কর্তৃক প্রাপ্ত সকল রাজস্ব, রাজহুন্ডি প্রচার, ধার বা উপায়-উপকরণ অগ্রিমক দ্বারা ঐ সরকার কর্তৃক সংগৃহীত সকল ধার এবং ধার পরিশোধ বাবত ঐ সরকার কর্তৃক প্রাপ্ত সকল অর্থ লইয়া ''রাজ্যের সঞ্চিত নিধি'' নামে একটি সঞ্চিত নিধি গঠিত হইবে। ভারতের এবং রাজ্যসমূহের সঞ্চিত নিধি ও সরকারী হিসাব।

(২) ভারত সরকার বা কোন রাজ্যের সরকার কর্তৃক অথবা তৎপক্ষে প্রাপ্ত অন্য সকল সরকারী অর্থ, ক্ষেত্রানুযায়ী, ভারতের সরকারী হিসাবখাতে অথবা ঐ রাজ্যের সরকারী হিসাবখাতে জমা হইবে।

(৩) ভারতের সঞ্চিত নিধি অথবা কোন রাজ্যের সঞ্চিত নিধি হইতে কোন অর্থ বিধি অনুসারে ভিন্ন এবং এই সংবিধানে বিহিত উদ্দেশ্য ও প্রণালীতে ভিন্ন উপযোজিত হইবে না।

২৬৭। (১) সংসদ, বিধি দ্বারা, ''ভারতের আকস্মিকতা-নিধি'' নামে অগ্রদত্ত প্রকৃতির একটি আকস্মিকতা-নিধি স্থাপন করিতে পারেন, যে নিধিতে ঐ বিধি দ্বারা যে পরিমাণ অর্থ নির্ধারিত হইতে পারে তাহা সময় সময় প্রদত্ত হইবে, এবং উক্ত নিধি রাষ্ট্রপতির আয়ত্তিতে রাখিতে হইবে, যাহাতে তিনি অদৃষ্টপূর্ব ব্যয় নির্বাহের উদ্দেশ্যে, সংসদ কর্তৃক ১১৫ অনুচ্ছেদ বা ১১৬ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী বিধি দ্বারা ঐরূপ ব্যয় প্রাধিকৃত না হওয়া পর্যন্ত, উহা হইতে অগ্রিম অর্থ প্রদান করিতে সমর্থ হন। আকস্মিকতা-নিধি।

(২) রাজ্যের বিধানমণ্ডল, বিধি দ্বারা, ''রাজ্যের আকস্মিকতা-নিধি'' নামে অগ্রদত্ত প্রকৃতির একটি আকস্মিকতা-নিধি স্থাপন করিতে পারেন, যে নিধিতে ঐ বিধি দ্বারা যে পরিমাণ অর্থ নির্ধারিত হইতে পারে তাহা সময় সময় প্রদত্ত হইবে, এবং উক্ত নিধি ঐ রাজ্যের রাজ্যপালের আয়ত্তিতে রাখিতে হইবে, যাহাতে তিনি অদৃষ্টপূর্ব ব্যয় নির্বাহের উদ্দেশ্যে, রাজ্যের বিধানমণ্ডল কর্তৃক ২০৫ অনুচ্ছেদ বা ২০৬ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী বিধি দ্বারা ঐরূপ ব্যয় প্রাধিকৃত না হওয়া পর্যন্ত, উহা হইতে অগ্রিম অর্থ প্রদান করিতে সমর্থ হন।

সংঘ ও রাজ্যসমূহের মধ্যে রাজস্ব বণ্টন

সংঘ কর্তৃক উদ্‌গৃহীত কিন্তু রাজ্যসমূহ কর্তৃক সংগৃহীত ও উপযোজিত শুল্কসমূহ।

২৬৮। (১) সংঘসূচীতে উল্লিখিত হইয়াছে এরূপ মুদ্রাঙ্কশুল্কসমূহ ভারত সরকার কর্তৃক উদ্‌গৃহীত হইবে, কিন্তু—

(ক) যেক্ষেত্রে ঐরূপ শুল্কসমূহ কোন [সংঘশাসিত রাজ্যক্ষেত্রের] অভ্যন্তরে উদ্‌গ্রহণ করিবার যোগ্য হয়, সেক্ষেত্রে, ভারত সরকার কর্তৃক, এবং

(খ) অন্যান্য ক্ষেত্রে, যে রাজ্যসমূহের অভ্যন্তরে ঐরূপ শুল্কসমূহ উদ্‌গ্রহণ করিবার যোগ্য হয়, যথাক্রমে সেই রাজ্যসমূহ কর্তৃক সংগৃহীত হইবে।

(২) কোন বিত্ত বৎসরে কোন রাজ্যের অভ্যন্তরে উদ্‌গ্রহণ করিবার যোগ্য ঐরূপ কোন শুল্কের আগম ভারতের সঞ্চিত নিধির অংশীভূত হইবে না, কিন্তু ঐ রাজ্যের জন্য নির্দিষ্ট হইবে।

২৬৮ক। [সংঘ কর্তৃক উদ্‌গৃহীত এবং সংঘ ও রাজ্য কর্তৃক সংগৃহীত ও উপযোজিত পরিষেবা কর] — সংবিধান (একশত একতম সংশোধন) আইন, ২০১৬, ৭ ধারা দ্বারা (১৬.৯.২০১৬ হইতে কার্যকারিতাসহ) বাদ গিয়াছে।

সংঘ কর্তৃক উদ্‌গৃহীত ও সংগৃহীত কিন্তু রাজ্যসমূহের জন্য নির্দিষ্ট করসমূহ।

২৬৯। (১) পণ্যসমূহের বিক্রয়ের বা ক্রয়ের উপর কর এবং পণ্যসমূহের প্রেরণের উপর কর [২৬৯ক অনুচ্ছেদে যথাব্যবস্থিতরূপে ভিন্ন] ভারত সরকার কর্তৃক উদ্‌গৃহীত এবং সংগৃহীত হইবে কিন্তু (২) প্রকরণে ব্যবস্থিত প্রণালীতে ১৯৯৬ সালের ১লা এপ্রিল তারিখে বা উহার পরে রাজ্যসমূহকে নির্দিষ্ট করা হইবে বা নির্দিষ্ট করা হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

ব্যাখ্যা।—এই প্রকরণের প্রয়োজনে,—

(ক) ''পণ্যসমূহের বিক্রয়ের বা ক্রয়ের উপর কর'' এই কথাটি বলিতে সংবাদপত্রসমূহ বাদে অন্য পণ্যসমূহের বিক্রয়ের বা ক্রয়ের উপর করকে বুঝাইবে, যেক্ষেত্রে ঐরূপ বিক্রয় বা ক্রয় আন্তঃরাজ্য ব্যবসায় বা বাণিজ্য চলাকালে সংঘটিত হয়;

ভাগ ১২ — বিত্ত, সম্পত্তি, সংবিদা ও মোকদ্দমা—অনুচ্ছেদ ২৬৯-২৬৯ক

(খ) ''পণ্যসমূহের প্রেরণের উপর কর'' এই কথাটি বলিতে, পণ্যসমূহের প্রেরণের (করেন এরূপ ব্যক্তির নিকট প্রেরণ হউক বা অন্য কোন ব্যক্তির নিকট হউক) উপর করকে বুঝাইবে, যেক্ষেত্রে ঐরূপ বিক্রয় বা ক্রয় আন্তঃরাজ্য ব্যবসায় বা বাণিজ্য চলাকালে সংঘটিত হয়।

(২) কোন বিত্ত বৎসরে ঐরূপ কোন করের নীট আগম যতদূর পর্যন্ত ঐ আগম সংঘশাসিত রাজ্যক্ষেত্রসমূহের প্রতি আরোপনীয় আগমস্বরূপ হয় ততদূর পর্যন্ত ব্যতিরেকে, ভারতের সঞ্চিত নিধির অঙ্গীভূত হইবে না, কিন্তু উহা, ঐ বৎসরে যে রাজ্যসমূহের মধ্যে ঐ কর উদ্‌গ্রহণীয় হয় সেই রাজ্যসমূহকে দত্ত হইবে এবং সংসদ কর্তৃক বিধি দ্বারা বণ্টনের যে নীতি সূত্রিত হইবে তদনুসারে ঐ রাজ্যসমূহের মধ্যে বণ্টিত হইবে।

(৩) পণ্যসমূহের বিক্রয় বা ক্রয় অথবা প্রেরণ কোন্ ক্ষেত্রে আন্তঃরাজ্যিক ব্যবসায় বা বাণিজ্যক্রমে সংঘটিত হয় তাহা নির্ধারণ করিবার নীতি সংসদ বিধি দ্বারা সূত্রিত করিতে পারেন।

আন্তঃরাজ্যিক ব্যবসায় বা বাণিজ্যক্রমে পণ্য ও পরিষেবা কর উদ্‌গ্রহণ ও সংগ্রহ।

[২৬৯ক। (১) আন্তঃরাজ্যিক ব্যবসায় বা বাণিজ্যক্রমে সরবরাহের উপর পণ্য ও পরিষেবা কর ভারত সরকার কর্তৃক উদ্‌গৃহীত ও সংগৃহীত হইবে ও ঐরূপ কর পণ্য ও পরিষেবা কর পরিষদের সুপারিশের ভিত্তিতে সংসদ কর্তৃক বিধি দ্বারা যেরূপ ব্যবস্থিত হইবে সেরূপ প্রণালীতে সংঘ ও রাজ্যগুলির মধ্যে বিভাজিত হইয়া যাইবে।

ব্যাখ্যা।—এই প্রকরণের উদ্দেশ্যে ভারতের রাজ্যক্ষেত্রে আমদানিসূত্রে পণ্যের সরবরাহ বা পরিষেবা অথবা উভয়ই আন্তঃরাজ্যিক ব্যবসায় বা বাণিজ্যক্রমে পণ্যের সরবরাহ বা পরিষেবা অথবা উভয়ই বলিয়া গণ্য হইবে।

(২) (১) প্রকরণ অনুযায়ী কোন রাজ্যকে বিভাজিত অর্থপরিমাণ ভারতের সঞ্চিত নিধির অংশীভূত হইবে না ।

(৩) যেক্ষেত্রে (১) প্রকরণ অনুযায়ী উদ্‌গৃহীত কররূপে সংগৃহীত কোন অর্থপরিমাণ ২৪৬ক অনুচ্ছেদ অনুযায়ী কোন রাজ্য কর্তৃক উদ্‌গৃহীত কর প্রদান করিবার জন্য ব্যবহার করা হইয়াছে, সেক্ষেত্রে, ঐ অর্থপরিমাণ ভারতের সঞ্চিত নিধির অংশীভূত হইবে না।

(৪) যেক্ষেত্রে ২৪৬ক অনুচ্ছেদ অনুযায়ী কোন রাজ্য কর্তৃক উদ্‌গৃহীত কররূপে সংগৃহীত অর্থপরিমাণ (১) প্রকরণ অনুযায়ী উদ্‌গৃহীত কর প্রদানের জন্য ব্যবহার করা হইয়াছে, সেক্ষেত্রে, ঐ অর্থপরিমাণ রাজ্যের সঞ্চিত নিধির অংশীভূত হইবে না।

(৫) সরবরাহের স্থান এবং কখন আন্তঃরাজ্যিক ব্যবসায় বা বাণিজ্যক্রমে পণ্যের সরবরাহ বা পরিষেবা বা উভয়ই সংঘটিত হয় তাহা নির্ধারণের নীতি সংসদ বিধি দ্বারা সূত্রিত করিতে পারেন।]

সংঘ ও রাজ্যসমূহের মধ্যে উদ্‌গৃহীত ও বণ্টিত কর।

২৭০। (১) যথাক্রমে, ২৬৮, ২৬৯, ২৬৯ক অনুচ্ছেদে উল্লিখিত শুল্ক ও করসমূহ ব্যতীত, সংঘ সূচীতে উল্লিখিত সকল কর ও শুল্ক, ২৭১ অনুচ্ছেদে উল্লিখিত কর ও শুল্কসমূহের উপর অধিভার এবং সংসদ কর্তৃক প্রণীত কোন বিধি অনুযায়ী বিনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে উদ্‌গৃহীত কোন উপকর ভারত সরকার কর্তৃক উদ্‌গৃহীত ও সংগৃহীত হইবে এবং (২) প্রকরণে ব্যবস্থিত প্রণালীতে সংঘ ও রাজ্যসমূহের মধ্যে উহা বণ্টিত হইবে।

[(১ক) ২৪৬ক অনুচ্ছেদের (১) প্রকরণ অনুযায়ী সংঘ কর্তৃক সংগৃহীত করও (২) প্রকরণে ব্যবস্থিত প্রণালীতে সংঘ এবং রাজ্যসমূহের মধ্যে বণ্টিত হইবে।

(১খ) ২৪৬ক অনুচ্ছেদের (২) প্রকরণ এবং ২৬৯ক অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সংঘ কর্তৃক উদ্‌গৃহীত ও সংগৃহীত হইয়াছে এরূপ যে কর, ২৪৬ক অনুচ্ছেদের (১) প্রকরণ অনুযায়ী সংঘ কর্তৃক উদ্‌গৃহীত কর প্রদান করিতে ব্যবহার করা হইয়াছে তাহা, ও ২৬৯ক অনুচ্ছেদের (১) প্রকরণ অনুযায়ী সংঘকে বিভাজিত অর্থপরিমাণও, (২) প্রকরণে ব্যবস্থিত প্রণালীতে সংঘ এবং রাজ্যসমূহের মধ্যে বণ্টিত হইবে।]

(২) কোন বিত্ত বৎসরে ঐরূপ কোন কর বা শুল্কের নীট আগমের, যেরূপ বিহিত হইবে সেরূপ শতকরা হার ভারতের সঞ্চিত নিধির অঙ্গীভূত হইবে না, কিন্তু উহা, ঐ বৎসরে যে রাজ্যসমূহের মধ্যে ঐ কর বা শুল্ক উদ্‌গ্রহণীয় হয় সেই রাজ্যসমূহকে নির্দিষ্ট হইবে এবং উহা (৩) প্রকরণে ব্যবস্থিত প্রণালীতে যেরূপ বিহিত হইবে সেরূপ প্রণালীতে এবং সেরূপ সময় হইতে ঐ রাজ্যসমূহের মধ্যে বণ্টিত হইবে।

(৩) এই অনুচ্ছেদে, ''বিহিত'' বলিতে বুঝায়,—

(i) বিত্ত কমিশন গঠিত না হওয়া পর্যন্ত, রাষ্ট্রপতি কর্তৃক আদেশ দ্বারা বিহিত, এবং

(ii) কোন বিত্ত কমিশন গঠিত হইবার পরে, রাষ্ট্রপতি কর্তৃক বিত্ত কমিশনের সুপারিশসমূহ বিবেচনা করিবার পর আদেশ দ্বারা বিহিত।

সংঘের প্রয়োজনে কোন কোন শুল্ক ও করের উপর অধিভার।

২৭১। ২৬৯ ও ২৭০ অনুচ্ছেদে যাহা কিছু আছে তৎসত্ত্বেও, সংসদ যেকোন সময়ে উক্ত অনুচ্ছেদসমূহে ২৪৬ক অনুচ্ছেদ অনুযায়ী পণ্য ও পরিষেবা কর ভিন্ন উল্লিখিত শুল্ক বা করসমূহের যেকোনটি সংঘের প্রয়োজনে অধিভার দ্বারা বৃদ্ধি করিতে পারেন এবং ঐরূপ অধিভারের সমগ্র আগম ভারতের সঞ্চিত নিধির অংশীভূত হইবে।

ভাগ ১২ — বিত্ত, সম্পত্তি, সংবিদা ও মোকদ্দমা — অনুচ্ছেদ ২৭২-২৭৪

২৭২। [যে করসমূহ সংঘ কর্তৃক উদ্‌গৃহীত ও সংগৃহীত এবং সংঘ ও রাজ্যসমূহের মধ্যে বণ্টন করা যাইবে।] -সংবিধান (আশিতম সংশোধন) আইন, ২০০০, ৪ ধারা দ্বারা (৯.৬.২০০০ হইতে কার্যকারিতাসহ) বাদ গিয়াছে।

পাট ও পাটজাত উৎপাদের উপর রপ্তানিশুল্কের পরিবর্তে অনুদান।

২৭৩। (১) পাট ও পাটজাত উৎপাদের উপর রপ্তানিশুল্ক হইতে প্রতি বৎসরে প্রাপ্ত নীট আগমের কোন অংশ আসাম, বিহার, ওড়িশা ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের জন্য নির্দিষ্ট করিবার পরিবর্তে, যে পরিমাণ অর্থ বিহিত হইতে পারে তাহা ঐ রাজ্যসমূহের রাজস্বের সহায়ক-অনুদানরূপে প্রতি বৎসর ভারতের সঞ্চিত নিধির উপর প্রভারিত হইবে।

(২) যে কাল পর্যন্ত পাট বা পাটজাত দ্রব্যের উপর ভারত সরকার কর্তৃক কোন রপ্তানিশুল্কের উদ্‌গ্রহণ চলিতে থাকে সেই কাল পর্যন্ত অথবা এই সংবিধানের প্রারম্ভ হইতে দশ বৎসর অবসান হওয়া পর্যন্ত, এতদুভয়ের মধ্যে যাহা পূর্বতর সেই কাল যাবৎ, ঐরূপে বিহিত পরিমাণ অর্থ ভারতের সঞ্চিত নিধির উপর প্রভারিত হইতে থাকিবে।

(৩) এই অনুচ্ছেদে, ''বিহিত'' কথাটির সেই অর্থই হইবে উহার যে অর্থ ২৭০ অনুচ্ছেদে আছে।

যে বিধেয়ক রাজ্যসমূহের স্বার্থ যাহাতে সংশ্লিষ্ট আছে এরূপ করাধান প্রভাবিত করে তাহাতে রাষ্ট্রপতির পূর্ব-সুপারিশ আবশ্যক।

২৭৪। (১) রাষ্ট্রপতির সুপারিশ ব্যতিরেকে, সংসদের কোন সদনে এরূপ কোন বিধেয়ক বা সংশোধন পুরঃস্থাপিত বা উত্থাপিত হইবে না যাহা কোন কর বা শুল্ক যাহাতে রাজ্যসমূহের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট আছে তাহা আরোপ বা পরিবর্তন করে অথবা যাহা ভারতীয় আয়কর সংক্রান্ত আইনসমূহের প্রয়োজনে যথা-সংজ্ঞার্থনির্দিষ্ট ''কৃষি আয়'' কথাটির অর্থ পরিবর্তন করে অথবা যে নীতিতে এই অধ্যায়ে পূর্ববর্তী কোন বিধান অনুযায়ী রাজ্যসমূহের মধ্যে অর্থ বণ্টিত হয় বা হইতে পারে তাহা প্রভাবিত করে অথবা যাহা এই অধ্যায়ে পূর্ববর্তী বিধানাবলীতে যেরূপ উল্লিখিত আছে সংঘের প্রয়োজনে সেরূপ কোন অধিভার আরোপ করে ।

(২) এই অনুচ্ছেদে, ''কর বা শুল্ক যাহাতে রাজ্যসমূহের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট আছে'' এই কথাটি বলিতে বুঝাইবে—

(ক) কোন কর বা শুল্ক যাহার সমগ্র নীট আগম বা উহার কোন ভাগ কোন রাজ্যের জন্য নির্দিষ্ট হয়; অথবা

(খ) কোন কর বা শুল্ক যাহার নীট আগমের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ভারতের সঞ্চিত নিধি হইতে তৎকালে কোন রাজ্যকে অর্থসমূহ প্রদেয় হয় ।

কোন কোন রাজ্যকে সংঘ হইতে অনুদান।

২৭৫। (১) যে রাজ্যসমূহের সাহায্য প্রয়োজন বলিয়া সংসদ নির্ধারণ করিতে পারেন সেই রাজ্যসমূহের রাজস্বের সহায়ক-অনুদানরূপে যে পরিমাণ অর্থ সংসদ বিধি দ্বারা বিধান করিতে পারেন, তাহা ভারতের সঞ্চিত নিধির উপর প্রতি বৎসর প্রভারিত হইবে এবং ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যের জন্য ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণ অর্থ স্থির করা যাইতে পারে :

তবে কোন রাজ্যের তফসিলী জনজাতিসমূহের কল্যাণবর্ধনের উদ্দেশ্যে অথবা ঐ রাজ্যের তফসিলী ক্ষেত্রসমূহের প্রশাসনের স্তর ঐ রাজ্যের অবশিষ্ট ক্ষেত্রসমূহের প্রশাসনের স্তরে উত্তোলন করিবার উদ্দেশ্যে, ঐ রাজ্য ভারত সরকারের অনুমোদন সহ যেসকল উন্নয়ন প্রকল্পের ভার গ্রহণ করিতে পারেন তাহার খরচ বহন করিতে ঐ রাজ্যকে সমর্থ করিবার জন্য যেরূপ প্রয়োজন হইতে পারে সেরূপ মূলধনী ও আবর্তক অর্থ ভারতের সঞ্চিত নিধি হইতে ঐ রাজ্যের রাজস্বের সহায়ক-অনুদানরূপে প্রদত্ত হইবে :

পরন্তু ভারতের সঞ্চিত নিধি হইতে আসাম রাজ্যকে রাজস্বের সহায়ক-অনুদানরূপে—

(ক) ষষ্ঠ তফসিলের ২০ প্যারাগ্রাফে সংলগ্ন সারণীর [ভাগ ১-এ] বিনির্দিষ্ট জনজাতিক্ষেত্রসমূহের প্রশাসন সম্পর্কে এই সংবিধানের প্রারম্ভের অব্যবহিত পূর্ববর্তী দুই বৎসর রাজস্ব অপেক্ষা ব্যয়ের গড়পড়তা যে আধিক্য ছিল তাহার; এবং

(খ) উক্ত ক্ষেত্রসমূহের প্রশাসনের স্তর ঐ রাজ্যের অবশিষ্ট ক্ষেত্রসমূহের প্রশাসনের স্তরে উত্তোলন করিবার উদ্দেশ্যে ঐ রাজ্য কর্তৃক, ভারত সরকারের অনুমোদন সহ, যেরূপ উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের ভার গৃহীত হইতে পারে উহাদের খরচের;

সমপরিমাণ মূলধনী ও আবর্তক অর্থ প্রদত্ত হইবে।

[(১ক) ২৪৪ক অনুচ্ছেদ অনুযায়ী স্বশাসিত রাজ্য গঠিত হইলে এবং তদবধি,—

(i) (১) প্রকরণের দ্বিতীয় অনুবিধির (ক) প্রকরণ অনুযায়ী যে পরিমাণ অর্থ প্রদেয় তাহা, যদি উহাতে উল্লিখিত সকল জনজাতিক্ষেত্র লইয়া স্বশাসিত রাজ্যটি গঠিত হয়, তাহাহইলে, ঐ স্বশাসিত রাজ্যকে প্রদত্ত হইবে, এবং যদি স্বশাসিত রাজ্যটি ঐ জনজাতিক্ষেত্রসমূহের মধ্যে মাত্র কয়েকটি লইয়া গঠিত হয়, তাহাহইলে, রাষ্ট্রপতি, আদেশ দ্বারা, যেরূপ বিনির্দিষ্ট করিতে পারেন সেরূপে আসাম রাজ্য ও স্বশাসিত রাজ্যটির মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়া হইবে;

(ii) ঐ স্বশাসিত রাজ্যের প্রশাসনের স্তর আসাম রাজ্যের অবশিষ্ট অংশের প্রশাসনের স্তরে উত্তোলন করিবার উদ্দেশ্যে ঐ স্বশাসিত রাজ্য ভারত সরকারের অনুমোদন সহ যেরূপ উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের ভার গ্রহণ করিতে পারেন উহাদের খরচের সমপরিমাণ মূলধনী ও আবর্তক অর্থ ভারতের সঞ্চিত নিধি হইতে ঐ রাজ্যের রাজস্বের সহায়ক-অনুদানরূপে প্রদত্ত হইবে।]

(২) সংসদ কর্তৃক (১) প্রকরণ অনুযায়ী বিধান প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত, ঐ প্রকরণ অনুযায়ী সংসদকে অর্পিত ক্ষমতাসমূহ রাষ্ট্রপতি কর্তৃক আদেশ দ্বারা প্রয়োগযোগ্য হইবে এবং এই প্রকরণ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রদত্ত কোন আদেশ সংসদ কর্তৃক ঐরূপে প্রণীত বিধানের অধীনে কার্যকর হইবে :

তবে কোন বিত্ত কমিশন গঠিত হইবার পরে, ঐ বিত্ত কমিশনের সুপারিশসমূহ বিবেচনার পরে ব্যতীত রাষ্ট্রপতি কর্তৃক এই প্রকরণ অনুযায়ী কোন আদেশ প্রদত্ত হইবে না ।

২৭৬। (১) ২৪৬ অনুচ্ছেদে যাহা কিছু আছে তৎসত্ত্বেও, কোন রাজ্যের অথবা উহার অন্তর্ভুক্ত কোন পৌরসংঘ, জেলা পর্ষদ, স্থানীয় পর্ষদ বা অন্য স্থানীয় প্রাধিকারীর হিতার্থে বৃত্তি, ব্যবসায়, পেশা বা চাকরি সম্পর্কিত করসম্বন্ধী ঐ রাজ্যের বিধানমণ্ডলের কোন বিধি, উহা আয়ের উপর কর সম্পর্কিত এই হেতুতে, অসিদ্ধ হইবে না। বৃত্তি, ব্যবসায়, পেশা-ও চাকরির উপর কর।

(২) রাজ্যকে বা রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত কোন একটি পৌরসংঘ, জেলা পর্ষদ, স্থানীয় পর্ষদ বা অন্য স্থানীয় প্রাধিকারীকে কোন একজন ব্যক্তি সম্পর্কে বৃত্তি, ব্যবসায়, পেশা ও চাকরির উপর কররূপে প্রদেয় মোট অর্থের পরিমাণ বৎসরে [দুই হাজার পাঁচশত টাকার] অধিক হইবে না।

* * * * *

(৩) বৃত্তি, ব্যবসায়, পেশা ও চাকরির উপর কর সম্পর্কে পূর্বোক্তরূপ বিধি প্রণয়ন করিবার পক্ষে রাজ্যের বিধানমণ্ডলের ক্ষমতার এরূপ অর্থ করা যাইবে না যে উহা বৃত্তি, ব্যবসায়, পেশা ও চাকরি হইতে প্রাপ্ত বা উদ্ভূত আয়ের উপর কর সম্পর্কে সংসদের বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা কোন প্রকারে সীমিত করে।

২৭৭। এই সংবিধানের প্রারম্ভের অব্যবহিত পূর্বে কোন কর, শুল্ক, উপকর বা ফী, যাহা কোন রাজ্যের সরকার কর্তৃক অথবা কোন পৌরসংঘ বা অন্য স্থানীয় প্রাধিকারী বা সংস্থা কর্তৃক ঐ রাজ্য, পৌরসংঘ, জেলা বা অন্য স্থানীয় ক্ষেত্রের প্রয়োজনে বিধিসম্মতভাবে উদ্‌গৃহীত হইতেছিল তাহা, সংঘসূচীতে ঐরূপ কর, শুল্ক, উপকর বা ব্যাবৃত্তি।

ফী উল্লিখিত থাকিলেও, সংসদ কর্তৃক বিধি দ্বারা বিপরীতার্থক কোন বিধান প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত উদ্‌গৃহীত হইতে থাকিবে ও উহা ঐ একই প্রয়োজনে প্রয়োগ করা হইবে।

২৭৮। [কোন কোন বিত্ত-বিষয়ে প্রথম তফসিলের ভাগ খ-এর রাজ্যসমূহের সহিত চুক্তি।] — সংবিধান (সাততম সংশোধন) আইন, ১৯৫৬, ২৯ ধারা ও তফসিল দ্বারা (১.১১.১৯৫৬ হইতে কার্যকারিতাসহ) বাদ গিয়াছে।

"নীট আগম", ইত্যাদি অনুগণন।

২৭৯। (১) এই অধ্যায়ে পূর্ববর্তী বিধানাবলীতে, কোন কর বা শুল্ক সম্বন্ধে "নীট আগম" বলিতে সংগ্রহের খরচ বাদ দিয়া ঐ কর বা শুল্কের আগম বুঝাইবে এবং ঐ বিধানাবলীর প্রয়োজনে কোন ক্ষেত্রের, বা কোন ক্ষেত্রের প্রতি আরোপণীয়, যেকোন কর বা শুল্কের, অথবা যেকোন কর বা শুল্কের যেকোন ভাগের, নীট আগম ভারতের মহা হিসাব-নিয়ামক ও নিরীক্ষক কর্তৃক নির্ণীত ও শংসিত হইবে এবং তাঁহার শংসাপত্র চূড়ান্ত হইবে।

(২) পূর্বে যেরূপ উক্ত হইয়াছে তদধীনে, এবং এই অধ্যায়ের অন্য কোন স্পষ্ট বিধানের অধীনে, যেক্ষেত্রে এই ভাগ অনুযায়ী কোন শুল্ক বা করের আগম কোন রাজ্যের জন্য নির্দিষ্ট করা হয় বা হইতে পারে, সেক্ষেত্রে, যে প্রণালীতে ঐ আগম অনুগণিত হইবে, যে সময় হইতে বা যে সময়ে এবং যে প্রণালীতে কোন অর্থ প্রদান করিতে হইবে, তজ্জন্য, এবং এক বিত্ত বৎসরের সহিত অন্য বিত্ত বৎসরের সমন্বয়নের জন্য ও অপর কোন আনুষঙ্গিক বা সহায়ক বিষয়ের জন্য, সংসদ কর্তৃক প্রণীত কোন বিধি বা রাষ্ট্রপতির কোন আদেশ বিধান করিতে পারে।

পণ্য ও পরিষেবা কর পরিষদ।

[২৭৯ক। (১) রাষ্ট্রপতি, সংবিধান (একশত একতম সংশোধন) আইন, ২০১৬ প্রারম্ভের তারিখ হইতে ষাটদিনের মধ্যে, আদেশ দ্বারা, পণ্য ও পরিষেবা কর পরিষদ নামে অভিহিত হইবে এরূপ একটি পরিষদ গঠন করিবেন।

(২) পণ্য ও পরিষেবা কর পরিষদ নিম্নলিখিত সদস্যগণকে লইয়া গঠিত হইবে, যথা :—

(ক) কেন্দ্রীয় বিত্তমন্ত্রী—চেয়ারপার্সন;

(খ) রাজস্ব অথবা বিত্তবিভাগের ভারপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী—সদস্য;

(গ) বিত্ত বা করাধান বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী অথবা প্রত্যেক রাজ্য সরকার কর্তৃক মনোনীত অন্য কোন মন্ত্রী—সদস্য।

(৩) (২) প্রকরণের (গ) উপ-প্রকরণে উল্লিখিত পণ্য ও পরিষেবা কর পরিষদের সদস্যগণ, যথাসম্ভব শীঘ্র তাঁহাদের নিজেদের মধ্য হইতে একজনকে, তাঁহারা যেরূপ স্থির করিবেন সেরূপ সময়সীমার জন্য, পরিষদের উপ-চেয়ারপার্সনরূপে চয়ন করিবেন।

(৪) পণ্য ও পরিষেবা কর পরিষদ—

(ক) সংঘ, রাজ্য ও স্থানীয় সংস্থাসমূহ কর্তৃক উদ্‌গৃহীত কর, উপকর ও অধিভার যাহা পণ্য ও পরিষেবা করের অন্তর্ভুক্ত হইবে তাহার;

(খ) যে পণ্য ও পরিষেবাসমূহ পণ্য ও পরিষেবা করের সাপেক্ষ হইবে অথবা উহা হইতে অব্যাহতি পাইবে তাহার ;

(গ) আদর্শ পণ্য ও পরিষেবা কর সংক্রান্ত বিধি, উদ্‌গ্রহণের নীতি, ২৬৯ক অনুচ্ছেদ অনুযায়ী আন্তঃরাজ্যিক ব্যবসায় বা বাণিজ্যক্রমে সরবরাহের উপর উদ্‌গৃহীত পণ্য ও পরিষেবা করের বিভাজন এবং যে নীতিসমূহের দ্বারা সরবরাহের স্থান পরিচালিত হয় তাহার;

(ঘ) ব্যবসায় আবর্তের সর্বনিম্ন যে সীমার নীচে পণ্য ও পরিষেবাকে পণ্য ও পরিষেবা কর হইতে অব্যাহতি দেওয়া যাইবে তাহার;

(ঙ) পণ্য ও পরিষেবা করের বন্ধনী এবং অভিকর ও তৎসহ সর্বনিম্ন অভিকর;

(চ) প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা বিপর্যয়কালে অতিরিক্ত সম্পদ সংগ্রহ করিতে বিনির্দিষ্ট সময়সীমাকালের জন্য বিশেষ অভিকরসমূহ;

(ছ) অরুণাচল প্রদেশ, আসাম, জম্মু ও কাশ্মীর, মণিপুর, মেঘালয়, মিজোরাম, নাগাল্যান্ড, সিকিম, ত্রিপুরা, হিমাচল প্রদেশ ও উত্তরাখণ্ড রাজ্যের সহিত সম্পর্কিত বিশেষ বিধান; এবং

(জ) পরিষদ যেরূপ স্থির করিবেন পণ্য ও পরিষেবা কর সংক্রান্ত সেরূপ অন্যান্য বিষয়

সম্পর্কে সংঘ ও রাজ্যসমূহের নিকট সুপারিশ করিবেন।

(৫) পণ্য ও পরিষেবা কর পরিষদ যে তারিখে অপরিশোধিত পেট্রোলিয়াম, হাই স্পিড ডিজেল, মোটর স্পিরিট (সাধারণভাবে পেট্রল নামে পরিচিত), প্রাকৃতিক গ্যাস ও বিমান-টারবাইনের জ্বালানির উপর পণ্য ও পরিষেবা কর ধার্য করা হইবে তাহা সুপারিশ করিতে পারিবেন।

(৬) এই অনুচ্ছেদের দ্বারা অর্পিত কৃত্যসমূহ নির্বাহকালে, পণ্য ও পরিষেবা কর পরিষদ সুসমন্বিত পণ্য ও পরিষেবা কর কাঠামোর এবং পণ্য ও পরিষেবার জন্য একটি সুসমন্বিত জাতীয় বাজারের বিকাশ ঘটাইবার প্রয়োজনে, পরিচালিত হইবেন।

(৭) পণ্য ও পরিষেবা কর পরিষদের সর্বমোট সদস্যসংখ্যার অর্ধাংশ লইয়া উহার সভার কোরাম গঠিত হইবে।

(৮) পণ্য ও পরিষেবা কর পরিষদ তদীয় কৃত্যসমূহ সম্পাদনের প্রক্রিয়া নির্ধারণ করিবেন।

(৯) পণ্য ও পরিষেবা কর পরিষদের প্রত্যেক সিদ্ধান্ত, উহার উপস্থিত ও ভোটদানকারী, সদস্যগণের অন্যূন তিন-চতুর্থাংশ অধিমানী ভোটের সংখ্যাগরিষ্ঠতার দ্বারা গৃহীত হইবে, যাহা নিম্নলিখিত নীতি অনুসারে হইবে, যথা : —

(ক) ঐ সভায় কেন্দ্রীয় সরকারের ভোটের, সর্বমোট প্রদত্ত ভোটের এক-তৃতীয়াংশ অধিমান থাকিবে, এবং

(খ) ঐ সভায় সকল রাজ্য সরকারের একত্রিত ভোটের, দুই-তৃতীয়াংশ অধিমান থাকিবে।

(১০) পণ্য ও পরিষেবা কর পরিষদের কোন কার্য বা কার্যবাহ কেবল—

(ক) পরিষদের কোন পদশূন্যতা অথবা উহার গঠনে কোন ত্রুটির; অথবা

(খ) পরিষদের সদস্যরূপে কোন ব্যক্তির নিয়োগের ক্ষেত্রে ত্রুটির; অথবা

(গ) বিষয়টির গুণাগুণকে প্রভাবিত করে না, পরিষদের এরূপ কোন প্রক্রিয়াগত অনিয়মিততার কারণে

অসিদ্ধ হইবে না ।

(১১) পণ্য ও পরিষেবা কর পরিষদ, পরিষদের সুপারিশ অথবা উহার রূপায়ণের কারণে—

(ক) ভারত সরকার ও এক বা একাধিক রাজ্যের মধ্যে; অথবা

(খ) একপক্ষে ভারত সরকার ও এক বা একাধিক রাজ্য এবং অন্যপক্ষে এক বা একাধিক রাজ্য; অথবা

(গ) দুই বা ততোধিক রাজ্যের মধ্যে—

উদ্ভূত বিবাদের বিচারপূর্বক মীমাংসা করিবার জন্য একটি কর্মপ্রক্রিয়ার ব্যবস্থা করিবেন।]

২৮০। (১) এই সংবিধানের প্রারম্ভের দুই বৎসরের মধ্যে এবং তৎপরে প্রতি পঞ্চম বৎসরের অবসানে অথবা রাষ্ট্রপতি যেরূপ প্রয়োজন বিবেচনা করেন সেরূপ তৎপূর্ববর্তী সময়ে রাষ্ট্রপতি আদেশ দ্বারা একটি বিত্ত কমিশন গঠন করিবেন, যাহা রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিয়োজ্য একজন সভাপতি ও অপর চারজন সদস্য লইয়া গঠিত হইবে। বিত্ত কমিশন।

(২) কমিশনের সদস্যরূপে নিয়োগের জন্য যে যোগ্যতাসমূহ আবশ্যক, এবং যে প্রণালীতে সদস্যগণকে বাছাই করিতে হইবে, তাহা সংসদ বিধি দ্বারা নির্ধারণ করিতে পারেন।

(৩) কমিশনের কর্তব্য হইবে—

(ক) এই অধ্যায় অনুযায়ী করসমূহের যে নীট আগম সংঘ ও রাজ্যসমূহের মধ্যে বিভাগ করিতে হইবে বা করিতে পারা যায় তাহা উহাদের মধ্যে বণ্টন এবং রাজ্যসমূহের মধ্যে ঐরূপ আগমের নিজ নিজ অংশ বিভাজন;

(খ) ভারতের সঞ্চিত নিধি হইতে রাজ্যসমূহের রাজস্বের সহায়ক অনুদানসমূহ যদ্দ্বারা শাসিত হওয়া উচিত সেই নীতিসমূহ;

[(খখ) রাজ্যের বিত্ত কমিশন কর্তৃক সুপারিশের ভিত্তিতে রাজ্যের পঞ্চায়েতসমূহের সম্পদ পরিপূরণ করিবার জন্য রাজ্যের সঞ্চিত নিধি বৃদ্ধি করিবার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় উপায়সমূহ;]

(গ) কোন রাজ্যের বিত্ত কমিশন কর্তৃক কৃত সুপারিশসমূহের ভিত্তিতে ঐ রাজ্যে পৌরসংঘসমূহের সম্পদসমূহের পরিপূরণ করিতে ঐ রাজ্যের সঞ্চিত নিধি বৃদ্ধি করিবার জন্য আবশ্যক ব্যবস্থাসমূহ;

[(ঘ)] সুদৃঢ় বিত্তব্যবস্থার স্বার্থে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক কমিশনের নিকট প্রেষিত অন্য যেকোন বিষয়;

সম্পর্কে রাষ্ট্রপতির নিকট সুপারিশ করা।

(৪) কমিশন তাঁহাদের প্রক্রিয়া নির্ধারণ করিবেন এবং তাঁহাদের কৃত্যসমূহ সম্পাদনে সেরূপ ক্ষমতাসমূহের অধিকারী হইবেন যাহা সংসদ বিধি দ্বারা তাঁহাদিগকে অর্পণ করিতে পারেন।

বিত্ত কমিশনের সুপারিশ।

২৮১। বিত্ত কমিশন কর্তৃক এই সংবিধানের বিধানাবলী অনুযায়ী কৃত প্রত্যেক সুপারিশ, তদুপরি যে ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে তৎসম্পর্কে একটি ব্যাখ্যামূলক স্মারকলিপি সহ, রাষ্ট্রপতি সংসদের প্রত্যেক সদনের সমক্ষে স্থাপিত করাইবেন।

বিবিধ বিত্তীয় বিধান

সংঘ বা কোন রাজ্য কর্তৃক তদীয় রাজস্ব হইতে যে ব্যয় নির্বাহিত হইতে পারে।

২৮২। সংঘ অথবা কোন রাজ্য যেকোন সার্বজনিক উদ্দেশ্যের জন্য কোন অনুদান করিতে পারেন, এমন কি যদি ঐ উদ্দেশ্য এরূপ একটি উদ্দেশ্য না-ও হয় যাহার সম্পর্কে, ক্ষেত্রানুযায়ী, সংসদ অথবা, রাজ্যের বিধানমণ্ডল বিধি প্রণয়ন করিতে পারেন।

সঞ্চিত নিধিসমূহের, আকস্মিকতা-নিধিসমূহের ও সরকারী হিসাবখাতে জমা দেওয়া অর্থসমূহের অভিরক্ষা, ইত্যাদি।

২৮৩। (১) ভারতের সঞ্চিত নিধির ও ভারতের আকস্মিকতা-নিধির অভিরক্ষা, ঐরূপ নিধিসমূহে অর্থসমূহ প্রদান করা, ঐগুলি হইতে অর্থসমূহ উঠাইয়া লওয়া, ঐরূপ নিধিসমূহে যাহা জমা দেওয়া হইয়াছে তদ্ভিন্ন ভারত সরকার কর্তৃক, বা তৎপক্ষে প্রাপ্ত অন্য সরকারী অর্থসমূহের অভিরক্ষা, ঐগুলি ভারতের সরকারী হিসাবখাতে প্রদান করা ও ঐরূপ হিসাবখাত হইতে অর্থ উঠাইয়া লওয়া, এবং পূর্বোক্ত বিষয়সমূহের সহিত সংশ্লিষ্ট বা তৎসহায়ক অন্য সকল বিষয়, সংসদ কর্তৃক প্রণীত বিধি দ্বারা প্রনিয়ন্ত্রিত হইবে এবং, তৎপক্ষে ঐরূপে বিধান প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত, রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রণীত নিয়মাবলী দ্বারা প্রনিয়ন্ত্রিত হইবে।

(২) কোন রাজ্যের সঞ্চিত নিধির ও কোন রাজ্যের আকস্মিকতা-নিধির অভিরক্ষা, ঐরূপ নিধিসমূহে অর্থসমূহ প্রদান করা, ঐগুলি হইতে অর্থসমূহ উঠাইয়া লওয়া, ঐরূপ নিধিসমূহে যাহা জমা দেওয়া হইয়াছে তদ্ভিন্ন রাজ্য সরকার কর্তৃক, বা তৎপক্ষে, প্রাপ্ত অন্য সরকারী অর্থসমূহের অভিরক্ষা, ঐগুলি রাজ্যের সরকারী হিসাবখাতে প্রদান করা, ও ঐরূপ হিসাবখাত হইতে অর্থ উঠাইয়া লওয়া, এবং পূর্বোক্ত বিষয়সমূহের সহিত সংশ্লিষ্ট বা তৎসহায়ক অন্য সকল বিষয়, রাজ্যের বিধানমণ্ডল কর্তৃক প্রণীত বিধি দ্বারা প্রনিয়ন্ত্রিত হইবে এবং তৎপক্ষে ঐরূপে বিধান প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত, রাজ্যের রাজ্যপাল *** কর্তৃক প্রণীত নিয়মাবলী দ্বারা প্রনিয়ন্ত্রিত হইবে।

সরকারী কর্মচারী ও আদালতসমূহ কর্তৃক প্রাপ্ত মোকদ্দমাকারীর আমানত ও অন্যান্য অর্থের অভিরক্ষা।

২৮৪। (ক) ক্ষেত্রানুযায়ী, ভারত সরকার কোন রাজ্যের সরকার কর্তৃক সংগৃহীত বা প্রাপ্ত রাজস্বসমূহ বা সরকারী অর্থসমূহ ভিন্ন অন্য যেসকল অর্থ সংঘের বা ঐ রাজ্যের কার্যাবলী সম্পর্কে নিযুক্ত কোন আধিকারিক ঐরূপ আধিকারিকরূপে প্রাপ্ত হন বা তাঁহার নিকট জমা দেওয়া হয়, অথবা

(খ) যেসকল অর্থ ভারতের রাজ্যক্ষেত্রের অভ্যন্তরস্থ কোন আদালত কোন বাদ, বিষয়, হিসাব বা ব্যক্তির জমাখাতে প্রাপ্ত হন বা তথায় জমা দেওয়া হয়, তাহা, ক্ষেত্রানুযায়ী, ভারতের সরকারী হিসাবখাতে বা ঐ রাজ্যের সরকারী হিসাব খাতে প্রদত্ত হইবে।

রাজ্যের করাধান হইতে সংঘের সম্পত্তির অব্যাহতি।

২৮৫। (১) সংসদ, বিধি দ্বারা যতদূর পর্যন্ত অন্যথা বিধান করিতে পারেন ততদূর পর্যন্ত ব্যতীত, সংঘের সম্পত্তি কোন রাজ্য কর্তৃক বা কোন রাজ্যের অভ্যন্তরস্থ কোন প্রাধিকারী কর্তৃক আরোপিত সকল কর হইতে অব্যাহতি পাইবে।

(২) (১) প্রকরণের কোন কিছুই, সংসদ বিধি দ্বারা অন্যথা বিধান না করা পর্যন্ত, কোন রাজ্যের অভ্যন্তরস্থ কোন প্রাধিকারীকে সংঘের কোন সম্পত্তির উপর এরূপ কোন কর যাহার জন্য ঐ সম্পত্তি এই সংবিধানের প্রারম্ভের অব্যবহিত পূর্বে দায়ী ছিল বা দায়ী বলিয়া ধরা হইত তাহা, যতদিন ঐ রাজ্যে ঐ কর উদ্গৃহীত হইতে থাকে ততদিন পর্যন্ত, উদ্গ্রহণ করিতে দিবার পক্ষে অন্তরায় হইবে না।

পণ্যসমূহের বিক্রয় বা ক্রয়ের উপর কর আরোপণের সঙ্কোচন।

২৮৬। (১) যেক্ষেত্রে—

(ক) কোন রাজ্যের বাহিরে; অথবা

(খ) ভারত রাজ্যক্ষেত্রে কোন পণ্য বা পরিষেবা বা উভয়ই আমদানি অথবা উহা হইতে পণ্য বা পরিষেবাদান অথবা উভয়ই সংঘটিত হয়, সেক্ষেত্রে, কোন রাজ্যের কোন বিধি ঐ পণ্য সরবরাহ বা পরিষেবাদান অথবা উভয়েরই উপর কোন কর আরোপ করিবে না বা কর আরোপণকে প্রাধিকৃত করিবে না।

* * * * *

[(২) পণ্যের সরবরাহ বা পরিষেবাদান অথবা উভয়ই কোন ক্ষেত্রে (১) প্রকরণে উল্লিখিত পদ্ধতিগুলির মধ্যে কোন পদ্ধতিতে সংঘটিত হয়, তাহা নির্ধারণ করিবার জন্য নীতিসমূহ, সংসদ, বিধি দ্বারা সূচিত করিতে পারিবেন।

(৩) * * * * *

বিদ্যুতের উপর কর হইতে অব্যাহতি।

২৮৭। যতদূর পর্যন্ত সংসদ বিধি দ্বারা অন্যথা বিধান করিতে পারেন ততদূর পর্যন্ত ব্যতিরেকে, কোন রাজ্যের কোন বিধি, (কোন সরকার কর্তৃক বা অন্য ব্যক্তিগণ কর্তৃক উৎপাদিত) এরূপ বিদ্যুতের ব্যবহার বা বিক্রয়ের উপর কর আরোপ করিবে না বা আরোপণ প্রাধিকৃত করিবে না যাহা—

(ক) ভারত সরকার কর্তৃক ব্যবহৃত হয় বা ভারত সরকারের ব্যবহারের জন্য ভারত সরকারকে বিক্রয় করা হয়; অথবা

(খ) কোন রেলপথ নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ বা পরিচালনার্থে ভারত সরকার কর্তৃক বা যে রেলওয়ে কোম্পানি ঐ রেলপথ পরিচালনা করেন তৎকর্তৃক ব্যবহৃত হয় অথবা কোন রেলপথ নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ বা পরিচালনার্থে ব্যবহারের জন্য ঐ সরকারকে বা ঐরূপ কোন রেলওয়ে কোম্পানিকে বিক্রয় করা হয়,

এবং বিদ্যুৎ বিক্রয়ের উপর করের আরোপণ করে অথবা ঐ আরোপণ প্রাধিকৃত করে এরূপ কোন বিধি সুনিশ্চিত করিবে যে ভারত সরকারের ব্যবহারের জন্য ঐ সরকারকে বা কোন রেলপথ নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ বা পরিচালনার্থে যথাপূর্বোক্ত ঐরূপ কোন রেলওয়ে কোম্পানি বিক্রীত বিদ্যুতের মূল্য, প্রভূত পরিমাণে বিদ্যুতের ব্যবহারকারী অন্য উপভোক্তাগণের ক্ষেত্রে ধার্য মূল্য হইতে করের পরিমাণ বাদ দিয়া হইবে।

কোন কোন ক্ষেত্রে জল বা বিদ্যুৎ সম্পর্কে রাজ্যসমূহ কর্তৃক করাধান হইতে অব্যাহতি।

২৮৮। (১) যতদূর পর্যন্ত রাষ্ট্রপতি আদেশ দ্বারা অন্যথা বিধান করিতে পারেন ততদূর পর্যন্ত ব্যতিরেকে, এই সংবিধানের প্রারম্ভের অব্যবহিত পূর্বে কোন রাজ্যের বলবৎ কোন বিধি, কোন আন্তঃরাজ্যিক নদী বা নদী-উপত্যকার প্রনিয়ন্ত্রণ বা উন্নয়নের জন্য কোন বিদ্যমান বিধি, বা সংসদ কর্তৃক প্রণীত কোন বিধি, দ্বারা স্থাপিত কোন প্রাধিকারী কর্তৃক সঞ্চিত, উৎপাদিত, ব্যবহৃত, বণ্টিত বা বিক্রীত জল বা বিদ্যুৎ সম্পর্কে কোন কর আরোপণ করিবে না বা আরোপণ প্রাধিকৃত করিবে না।

ব্যাখ্যা।— এই প্রকরণে ''কোন রাজ্যের বলবৎ কোন বিধি'' কথাটি অন্তর্ভুক্ত করিবে কোন রাজ্যের এরূপ কোন বিধি যাহা এই সংবিধানের প্রারম্ভের পূর্বে গৃহীত বা প্রণীত হইয়াছিল এবং পূর্বে নিরসিত হয় নাই, যদিও তৎকাল ঐ বিধি বা উহার কোন কোন ভাগ আদৌ বা বিশেষ কোন ক্ষেত্রসমূহে সক্রিয় না থাকিতে পারে।

(২) কোন রাজ্যের বিধানমণ্ডল, বিধি দ্বারা, (১) প্রকরণে উল্লিখিত হইয়াছে এরূপ কোন কর আরোপণ করিতে বা আরোপণ প্রাধিকৃত করিতে পারেন, কিন্তু ঐরূপ কোন বিধির কোন কার্যকারিতা থাকিবে না, যদি না উহা রাষ্ট্রপতির বিবেচনার জন্য সংরক্ষিত হইয়া তাঁহার সম্মতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে; এবং যদি ঐরূপ কোন বিধিতে কোন প্রাধিকারী কর্তৃক ঐ বিধি অনুযায়ী যে নিয়মাবলী বা আদেশসমূহ প্রণীত হইতে

পারে তদ্দ্বারা ঐরূপ করের হার এবং উহার অন্য আনুষঙ্গিক বিষয়সমূহ স্থির করিবার বিধান থাকে, তাহাহইলে ঐরূপ যেকোন নিয়ম বা আদেশ প্রণয়নের জন্য রাষ্ট্রপতির পূর্বসম্মতি যাহাতে লওয়া হয় তাহার জন্য বিধান ঐ বিধিতে থাকিবে।

২৮৯। (১) রাজ্যের সম্পত্তি ও আয় সংঘের করাধান হইতে অব্যাহতি পাইবে। সংঘের করাধান হইতে রাজ্যের সম্পত্তি ও আয়ের অব্যাহতি।

(২) কোন রাজ্যের সরকার কর্তৃক বা তৎপক্ষে চালিত কোন প্রকারের ব্যবসায় বা কারবার সম্পর্কে বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন ক্রিয়া সম্পর্কে অথবা ঐরূপ ব্যবসায় বা কারবারের প্রয়োজনে ব্যবহৃত বা অধিকৃত কোন সম্পত্তি সম্পর্কে অথবা তৎসম্পর্কে প্রাপ্ত বা উদ্ভূত আয় সম্বন্ধে সংসদ বিধি দ্বারা কোন বিধান করিলে, যতদূর পর্যন্ত ঐ বিধান করেন ততদূর পর্যন্ত কোন কর আরোপণ করিতে বা আরোপণ প্রাধিকৃত করিতে (১) প্রকরণের কোন কিছুই সংঘের পক্ষে অন্তরায় হইবে না।

(৩) সংসদ বিধি দ্বারা যে ব্যবসায় বা কারবার অথবা যে শ্রেণীর ব্যবসায় বা কারবার সরকারের সাধারণ কৃত্যসমূহের আনুষঙ্গিক বলিয়া ঘোষণা করিতে পারেন তৎসম্পর্কে (২) প্রকরণের কোন কিছুই প্রযুক্ত হইবে না ।

২৯০। যেক্ষেত্রে এই সংবিধানের বিধানাবলী অনুযায়ী কোন আদালত বা কমিশনের ব্যয় অথবা যে ব্যক্তি এই সংবিধানের প্রারম্ভের পূর্বে ভারত সম্রাটের অধীনে অথবা ঐরূপ প্রারম্ভের পরে সংঘের বা কোন রাজ্যের কার্যাবলী সম্পর্কে চাকরি করিয়াছেন, সেরূপ কোন ব্যক্তিকে বা ব্যক্তি সম্পর্কে প্রদেয় পেনশন ভারতের সঞ্চিত নিধির উপর বা কোন রাজ্যের সঞ্চিত নিধির উপর প্রভারিত হয়, সেক্ষেত্রে, যদি— কোন কোন ব্যয় এবং পেনশন সম্পর্কে সমন্বয়ন।

ক) ভারতের সঞ্চিত নিধির উপর প্রভারের ক্ষেত্রে ঐ আদালত বা কমিশন কোন রাজ্যের কোন পৃথক প্রয়োজন সাধন করেন অথবা ঐ ব্যক্তি কোন রাজ্যের কার্যাবলী সম্পর্কে পূর্ণতঃ বা অংশতঃ চাকরি করিয়া থাকেন; অথবা

(খ) কোন রাজ্যের সঞ্চিত নিধির উপর প্রভারের ক্ষেত্রে ঐ আদালত বা কমিশন সংঘ বা অন্য কোন রাজ্যের কোন পৃথক প্রয়োজন সাধন করেন অথবা ঐ ব্যক্তি সংঘ বা অন্য কোন রাজ্যের কার্যাবলী সম্পর্কে পূর্ণতঃ বা অংশতঃ চাকরি করিয়া থাকেন,

তাহাহইলে ঐ ব্যয় বা পেনশন সম্পর্কে যেরূপ স্বীকৃত হয় অথবা স্বীকৃতির অভাবে, ভারতের প্রধান বিচারপতি কর্তৃক নিযুক্ত কোন সালিশ কর্তৃক যেরূপ নির্ধারিত হয়, সেরূপ প্রদেয় অংশ, ক্ষেত্রানুযায়ী, ঐ রাজ্যের সঞ্চিত নিধির বা ভারতের সঞ্চিত নিধির বা ঐ অন্য রাজ্যের সঞ্চিত নিধির উপর প্রভারিত হইবে এবং তাহা হইতে প্রদত্ত হইবে।

কোন কোন দেবস্বম-নিধিতে বার্ষিক অর্থ প্রদান।

[**২৯০ক।** ছেচল্লিশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা পরিমিত অর্থ কেরালা রাজ্যের সঞ্চিত নিধির উপর প্রভারিত হইবে এবং ঐ নিধি হইতে প্রতি বৎসর ত্রিবাংকুর দেবস্বম-নিধিতে প্রদত্ত হইবে; এবং তের লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা পরিমিত অর্থ [তামিলনাড়ু] রাজ্যের সঞ্চিত নিধির উপর প্রভারিত হইবে এবং ঐ নিধি হইতে প্রতি বৎসর ১লা নভেম্বর, ১৯৫৬ তারিখে ঐ রাজ্যের নিকট ত্রিবাংকুর-কোচিন রাজ্য হইতে স্থানান্তরিত রাজ্যক্ষেত্রসমূহে অবস্থিত হিন্দু মন্দির ও পবিত্র স্থানসমূহ পোষণার্থ [তামিলনাড়ু] রাজ্যে স্থাপিত দেবস্বম-নিধিতে প্রদত্ত হইবে।]

২৯১। [শাসকগণের রাজন্য ভাতা অর্থসমূহ।] — সংবিধান (ছাব্বিশতম সংশোধন) আইন, ১৯৭১, ২ ধারা দ্বারা (২৮.১২.১৯৭১ হইতে কার্যকারিতাসহ) বাদ গিয়াছে।

অধ্যায় ২—ধারগ্রহণ

ভারত সরকার কর্তৃক ধারগ্রহণ।

২৯২। সংসদ কর্তৃক বিধি দ্বারা সময় সময় যদি কোন সীমা স্থিরীকৃত হয় তাহাহইলে সেরূপ সীমার মধ্যে ভারতের সঞ্চিত নিধির প্রতিভূতিতে ধারগ্রহণ করা পর্যন্ত এবং যদি ঐরূপে সীমা স্থিরীকৃত হইয়া থাকে, তাহাহইলে সেরূপ সীমার মধ্যে প্রত্যাভূতি প্রদান করা পর্যন্ত, সংঘের নির্বাহিক ক্ষমতা প্রসারিত হইবে।

রাজ্যসমূহ কর্তৃক ধারগ্রহণ।

২৯৩। (১) এই অনুচ্ছেদের বিধানাবলীর অধীনে কোন রাজ্যের বিধানমণ্ডল কর্তৃক বিধি দ্বারা সময় সময় যদি কোন সীমা স্থিরীকৃত হয় তাহাহইলে সেরূপ সীমার মধ্যে ঐ রাজ্যের সঞ্চিত নিধির প্রতিভূতিতে ভারতের রাজ্যক্ষেত্রের অভ্যন্তরে ধারগ্রহণ করা পর্যন্ত এবং যদি ঐরূপ সীমা স্থিরীকৃত হইয়া থাকে, তাহাহইলে সেরূপ সীমার মধ্যে প্রত্যাভূতি প্রদান করা পর্যন্ত ঐ রাজ্যের নির্বাহিক ক্ষমতা প্রসারিত হইবে।

(২) সংসদ কর্তৃক প্রণীত বিধি দ্বারা বা অনুযায়ী যেরূপ বিহিত হয় সেরূপ শর্তসমূহের অধীনে ভারত সরকার কোন রাজ্যকে ধার প্রদান করিতে পারেন অথবা, ২৯২ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী স্থিরীকৃত কোন সীমা অতিক্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত কোন রাজ্য কর্তৃক সংগৃহীত ধারসমূহ সম্পর্কে প্রত্যাভূতি প্রদান করিতে পারেন এবং ঐরূপ ধার প্রদান করিবার উদ্দেশ্যে আবশ্যক পরিমাণ অর্থ ভারতের সঞ্চিত নিধির উপর প্রভারিত হইবে।

(৩) ভারত সরকার অথবা উহার পূর্ববর্তী সরকার কর্তৃক কোন রাজ্যকে প্রদান করা হইয়াছে এরূপ কোন ঋণের কোন অংশ, অথবা যে ঋণ সম্পর্কে ভারত সরকার বা উহার পূর্ববর্তী কোন সরকার প্রত্যাভূতি প্রদান করিয়াছেন তাহার কোন অংশ বকেয়া থাকিলে, ভারত সরকারের সম্মতি ব্যতীত, ঐ রাজ্য কোন ঋণ সংগ্রহ করিতে পারিবে না।

(৪) ভারত সরকার যদি কোন শর্ত আরোপ করা উপযুক্ত মনে করেন, তাহাহইলে, সেরূপ শর্তাধীনে (৩) প্রকরণ অনুযায়ী সম্মতি প্রদত্ত হইতে পারে।

অধ্যায় ৩ — সম্পত্তি, সংবিদা, অধিকার, দায়িতা, দায়িত্ব ও মোকদ্দমা

কোন কোন ক্ষেত্রে সম্পত্তি, পরিসম্পদ, অধিকার, দায়িতা ও দায়িত্বের উত্তরাধিকার।

২৯৪। এই সংবিধানের প্রারম্ভের পূর্বে পাকিস্তান ডোমিনিয়ন বা পশ্চিমবঙ্গ, পূর্ববঙ্গ, পশ্চিম পাঞ্জাব ও পূর্ব পাঞ্জাব প্রদেশসমূহ সৃজনের কারণে যে সমন্বয়ন করা হইয়াছে বা করিতে হইবে তদধীনে, এই সংবিধানের প্রারম্ভ হইতে—

(ক) সকল সম্পত্তি ও পরিসম্পদ যাহা ঐরূপ প্রারম্ভের অব্যবহিত পূর্বে ভারত ডোমিনিয়ন সরকারের প্রয়োজনে সম্রাটে বর্তাইয়াছিল এবং সকল সম্পত্তি ও পরিসম্পদ যাহা ঐরূপ প্রারম্ভের অব্যবহিত পূর্বে প্রত্যেক রাজ্যপালের প্রদেশের সরকারের প্রয়োজনে সম্রাটে বর্তাইয়াছিল তাহা, যথাক্রমে, সংঘে ও তৎস্থানী রাজ্যে বর্তাইবে, এবং

(খ) ভারত ডোমিনিয়ন সরকারের ও প্রত্যেক রাজ্যপালের প্রদেশের সরকারের সকল অধিকার, দায়িতা ও দায়িত্ব, তাহা কোন সংবিদা হইতে উদ্ভূত হউক বা অন্যথা উদ্ভূত হউক, যথাক্রমে, ভারত সরকারের ও প্রত্যেক তৎস্থানী রাজ্যের সরকারের অধিকার, দায়িতা ও দায়িত্ব হইবে।

অন্য ক্ষেত্রসমূহে সম্পত্তি, পরিসম্পদ, অধিকার, দায়িতা ও দায়িত্বের উত্তরাধিকার।

২৯৫। (১) প্রথম তফসিলের ভাগ খ-এ বিনির্দিষ্ট কোন রাজ্যের তৎস্থানী কোন ভারতীয় রাজ্যের সরকারের সহিত ভারত সরকার কর্তৃক তৎপক্ষে কৃত কোন চুক্তির অধীনে, এই সংবিধানের প্রারম্ভ হইতে—

(ক) ঐরূপ প্রারম্ভের অব্যবহিত পূর্বে যেসকল সম্পত্তি ও পরিসম্পদ ঐ ভারতীয় রাজ্যে বর্তাইয়াছিল তাহা সংঘে বর্তাইবে, যদি যে প্রয়োজনসমূহের জন্য ঐরূপ সম্পত্তি ও পরিসম্পদ ঐরূপ প্রারম্ভের অব্যবহিত পূর্বে অধিকৃত ছিল তাহা তৎপরে সংঘসূচীতে প্রগণিত কোন বিষয় সম্বন্ধে সংঘের প্রয়োজনসমূহ হইবে, এবং

(খ) ঐ ভারতীয় রাজ্যের সরকারের, কোন সংবিদা হইতে অথবা অন্যথা উদ্ভূত, সকল অধিকার, দায়িতা ও দায়িত্ব ভারত সরকারের অধিকার, দায়িতা ও দায়িত্ব হইবে, যদি যে প্রয়োজনসমূহের জন্য ঐরূপ প্রারম্ভের অব্যবহিত পূর্বে অধিকার অর্জিত হইয়াছিল অথবা দায়িতা বা দায়িত্ব লওয়া হইয়াছিল তাহা তৎপরে সংঘসূচীতে প্রগণিত কোন বিষয় সম্বন্ধে সংঘের প্রয়োজনসমূহ হইবে।

(২) পূর্বে যেরূপ উক্ত হইয়াছে তদধীনে, এই সংবিধানের প্রারম্ভ হইতে, প্রথম তফসিলের ভাগ খ-এ বিনির্দিষ্ট প্রত্যেক রাজ্যের সরকার, (১) প্রকরণে যেগুলি উল্লিখিত হইয়াছে সেগুলি ভিন্ন, সকল সম্পত্তি ও পরিসম্পদ এবং, কোন সংবিদা হইতে বা অন্যথা উদ্ভূত, সকল অধিকার, দায়িতা ও দায়িত্ব সম্পর্কে তৎস্থানী ভারতীয় রাজ্যের সরকারের উত্তরাধিকারী হইবেন।

রাজগামিতা বা ব্যপগম হেতু অথবা অস্বামিক দ্রব্য (বোনাভেকেনসিয়া) রূপে প্রাপ্ত সম্পত্তি।

২৯৬। অতঃপর ইহাতে যেরূপ বিহিত হইয়াছে তদধীনে, ভারতের রাজ্যক্ষেত্রের অন্তর্গত কোন সম্পত্তি যাহা, এই সংবিধান সক্রিয় না হইলে, রাজগামিতা বা ব্যপগম হেতু, অথবা অস্বামিক দ্রব্য (বোনাভেকেনসিয়া) রূপে ন্যায্য স্বত্বাধিকারীর অভাবে, ক্ষেত্রানুযায়ী, সম্রাট অথবা, কোন ভারতীয় রাজ্যের শাসক প্রাপ্ত হইতেন তাহা কোন রাজ্যে অবস্থিত সম্পত্তি হইলে ঐ রাজ্যে বর্তাইবে এবং, অপর কোন ক্ষেত্রে, সংঘে বর্তাইবে :

তবে যে তারিখে সম্রাট বা কোন ভারতীয় রাজ্যের শাসক এরূপে কোন সম্পত্তি প্রাপ্ত হইতেন সেই তারিখে উহা ভারত সরকারের বা কোন রাজ্যের সরকারের দখলে বা নিয়ন্ত্রণাধীনে থাকিলে, যে প্রয়োজনে উহা তৎকালে ব্যবহৃত বা অধিকৃত হইত তাহা সংঘের প্রয়োজন হইলে সংঘে বর্তাইবে অথবা কোন রাজ্যের প্রয়োজন হইলে সেই রাজ্যে বর্তাইবে।

ব্যাখ্যা।— এই অনুচ্ছেদে, ''শাসক'' এবং ''ভারতীয় রাজ্য'' কথাগুলির সেই অর্থই হইবে উহাদের যে অর্থ ৩৬৩ অনুচ্ছেদে আছে।

রাজ্যক্ষেত্রাধীন জলভাগের বা মহীসোপানের অন্তর্বর্তী মূল্যবান বস্তুসমূহ এবং অনন্য আর্থনীতিক মণ্ডলের সম্পদ সংঘে বর্তাইবে।

২৯৭। [(১) ভারতের রাজ্যক্ষেত্রাধীন জলভাগের বা মহীসোপানের বা অনন্য আর্থনীতিক মণ্ডলের অন্তর্বর্তী সমুদ্রমধ্যস্থ সকল ভূমি, খনিজ এবং অন্য মূল্যবান বস্তুসমূহ সংঘে বর্তাইবে এবং সংঘের প্রয়োজনে অধিকৃত হইবে।

(২) ভারতের অনন্য আর্থনীতিক মণ্ডলের অন্য সকল সম্পদও সংঘে বর্তাইবে এবং সংঘের প্রয়োজনে অধিকৃত হইবে।

(৩) ভারতের রাজ্যক্ষেত্রাধীন জলভাগ, মহীসোপান, অনন্য আর্থনীতিক মণ্ডল এবং অন্য সামুদ্রিক মণ্ডলের সীমাসমূহ সংসদ কর্তৃক প্রণীত কোন বিধি দ্বারা বা অনুযায়ী সময়ে সময়ে যেরূপ বিনির্দিষ্ট হইবে সেরূপ হইবে।]

ভাগ ১২ — বিত্ত, সম্পত্তি, সংবিদা ও মোকদ্দমা — অনুচ্ছেদ ২৯৮-৩০০

[**২৯৮।** সংঘের এবং প্রত্যেক রাজ্যের নির্বাহিক ক্ষমতা কোন ব্যবসায় বা কারবার পরিচালন করা এবং কোন সম্পত্তি অর্জন, অধিকার ও বিলিব্যবস্থা করা এবং যেকোন প্রয়োজনে সংবিদাকরণ পর্যন্ত প্রসারিত হইবে: ব্যবসায়, ইত্যাদি পরিচালনার ক্ষমতা।

তবে —

(ক) যতদূর পর্যন্ত ঐরূপ ব্যবসায় বা কারবার বা ঐরূপ প্রয়োজন এরূপ না হয় যাহার সম্পর্কে সংসদ বিধি প্রণয়ন করিতে পারেন ততদূর পর্যন্ত, সংঘের উক্ত নির্বাহিক ক্ষমতা প্রত্যেক রাজ্যে ঐ রাজ্য কর্তৃক বিধিপ্রণয়নের অধীন হইবে; এবং

(খ) যতদূর পর্যন্ত ঐরূপ ব্যবসায় বা কারবার বা ঐরূপ প্রয়োজন এরূপ না হয় যাহার সম্পর্কে ঐ রাজ্যের বিধানমণ্ডল বিধি প্রণয়ন করিতে পারেন ততদূর পর্যন্ত, প্রত্যেক রাজ্যের উক্ত নির্বাহিক ক্ষমতা সংসদ কর্তৃক বিধিপ্রণয়নের অধীন হইবে।

২৯৯। (১) সংঘের অথবা কোন রাজ্যের নির্বাহিক ক্ষমতার প্রয়োগে কৃত সংবিদাসমূহ, ক্ষেত্রানুযায়ী, রাষ্ট্রপতি কর্তৃক অথবা, ঐ রাজ্যের রাজ্যপাল কর্তৃক কৃত হইয়াছে বলিয়া অভিব্যক্ত হইবে এবং ঐ ক্ষমতার প্রয়োগে কৃত ঐরূপ সংবিদা ও সম্পত্তি হস্তান্তরণ-পত্রসমূহ রাষ্ট্রপতির বা রাজ্যপালের পক্ষে তৎকর্তৃক যেরূপ নির্দেশিত বা প্রাধিকৃত হইতে পারে সেরূপ ব্যক্তিগণ কর্তৃক সেরূপ প্রণালীতে নিষ্পাদিত হইবে। সংবিদাসমূহ।

(২) রাষ্ট্রপতি অথবা রাজ্যপাল কেহই এই সংবিধানের প্রয়োজনে বা ভারত-শাসন সম্বন্ধে ইতঃপূর্বে বলবৎ কোন আইনের প্রয়োজনে কৃত বা নিষ্পাদিত কোন সংবিদা বা হস্তান্তরণ-পত্র সম্পর্কে ব্যক্তিগতভাবে দায়ী হইবেন না, অথবা তাঁহাদের কাহারও পক্ষে যে ব্যক্তি ঐরূপ সংবিদা বা হস্তান্তরণ-পত্র করেন বা নিষ্পাদন করেন সেরূপ কোন ব্যক্তি তৎসম্পর্কে ব্যক্তিগতভাবে দায়ী হইবেন না।

৩০০। (১) ভারত সরকার ভারত সংঘ এই নামে মামলা করিতে পারেন বা ঐ নামে উহার বিরুদ্ধে মামলা করা যাইতে পারে এবং কোন রাজ্যের সরকার ঐ রাজ্যের যে নাম সেই নামে মামলা করিতে পারেন বা ঐ নামে উহার বিরুদ্ধে মামলা করা যাইতে পারে এবং এই সংবিধান দ্বারা অর্পিত ক্ষমতাবলে বিধিবদ্ধ সংসদের বা ঐ রাজ্যের বিধানমণ্ডলের আইন দ্বারা যে বিধান কৃত হইতে পারে তদধীনে, এই সংবিধান বিধিবদ্ধ না হইলে যেরূপ ক্ষেত্রে ভারত ডোমিনিয়ন এবং তৎস্থানী প্রদেশসমূহ বা তৎস্থানী ভারতীয় রাজ্যসমূহ মামলা করিতে পারিতেন বা উহাদের বিরুদ্ধে মামলা করা যাইতে পারিত তদনুরূপ ক্ষেত্রে, নিজ নিজ কার্যাবলী সম্বন্ধে মামলা করিতে পারেন বা উহাদের বিরুদ্ধে মামলা করা যাইতে পারে। মোকদ্দমা ও কার্যবাহসমূহ।

(২) যদি এই সংবিধানের প্রারম্ভে—

(ক) এরূপ কোন বৈধিক কার্যবাহ বিচারাধীন থাকে যাহাতে ভারত ডোমিনিয়ন কোন পক্ষ আছেন, তাহাহইলে, ঐ কার্যবাহে ডোমিনিয়নের স্থলে ভারত সংঘ প্রতিস্থাপিত হইয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে; এবং

(খ) এরূপ কোন বৈধিক কার্যবাহ বিচারাধীন থাকে যাহাতে কোন প্রদেশ বা কোন ভারতীয় রাজ্য পক্ষ আছেন, তাহাহইলে, ঐ কার্যবাহে ঐ প্রদেশ বা ঐ ভারতীয় রাজ্যের স্থলে তৎস্থানী রাজ্য প্রতিস্থাপিত হইয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে।

অধ্যায় ৪—সম্পত্তিতে অধিকার

বিধির প্রাধিকারবলে ব্যতীত কোন ব্যক্তিকে সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করা যাইবে না।

৩০০ক। বিধির প্রাধিকারবলে ব্যতীত কোন ব্যক্তিকে তাঁহার সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করা যাইবে না।

ভাগ ১৩

ভারতের রাজ্যক্ষেত্রের অভ্যন্তরে ব্যবসায়, বাণিজ্য এবং যোগাযোগ

৩০১। এই ভাগের অন্য বিধানাবলীর অধীনে, ভারতের রাজ্যক্ষেত্রের সর্বত্র ব্যবসায়, বাণিজ্য ও যোগাযোগ অবাধ হইবে।

ব্যবসায়, বাণিজ্য ও যোগাযোগের স্বাধীনতা।

৩০২। সংসদ, বিধি দ্বারা, এক রাজ্য ও অন্য রাজ্যের মধ্যে, অথবা ভারতের রাজ্যক্ষেত্রের কোন ভাগের অভ্যন্তরে, ব্যবসায়, বাণিজ্য ও যোগাযোগের স্বাধীনতার উপর জনস্বার্থে যেরূপ আবশ্যক হইতে পারে সেরূপ সঙ্কোচন আরোপ করিতে পারেন।

ব্যবসায়, বাণিজ্য ও যোগাযোগের উপর সংসদের সঙ্কোচন আরোপ করিবার ক্ষমতা।

৩০৩। (১) ৩০২ অনুচ্ছেদে যাহা কিছু আছে তৎসত্ত্বেও, সপ্তম তফসিলের সূচীসমূহের কোনটিতে ব্যবসায় ও বাণিজ্য সম্বন্ধী কোন প্রবিষ্টির বলে কোন রাজ্যকে অন্য রাজ্যের অপেক্ষা অধিমান প্রদান করিয়া বা প্রদান করা প্রাধিকৃত করিয়া, অথবা এক রাজ্য ও অন্য রাজ্যের মধ্যে বিভেদ করিয়া বা বিভেদ করা প্রাধিকৃত করিয়া, কোন বিধি প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা সংসদ অথবা কোন রাজ্যের বিধানমণ্ডল, কাহারও থাকিবে না।

ব্যবসায় ও বাণিজ্য সম্পর্কে সংঘের ও রাজ্যসমূহের বিধানিক ক্ষমতার সঙ্কোচন।

(২) যদি কোন বিধি দ্বারা ইহা ঘোষিত হয় যে, ভারত রাজ্যক্ষেত্রের কোন অংশে পণ্যের দুষ্প্রাপ্যতার কারণে উদ্ভূত পরিস্থিতি সম্পর্কে ব্যবস্থা গ্রহণ করিবার উদ্দেশ্যে এতদরূপ করা আবশ্যক, তাহাহইলে (১) প্রকরণের কোন কিছুই সংসদকে, কোন রাজ্যের তুলনায় অন্য রাজ্যকে অধিমান প্রদান করে, প্রদানকে প্রাধিকৃত করে অথবা কোন বৈষম্য করে বা বৈষম্য করাকে প্রাধিকৃত করে এরূপ কোন বিধি প্রণয়ন করা হইতে নিবারিত করিবে না।

৩০৪। ৩০১ অনুচ্ছেদে বা ৩০৩ অনুচ্ছেদে যাহা কিছু আছে তৎসত্ত্বেও, কোন রাজ্যের বিধানমণ্ডল, বিধি দ্বারা,—

রাজ্যসমূহের মধ্যে ব্যবসায়, বাণিজ্য ও যোগাযোগের সঙ্কোচন।

(ক) অন্য রাজ্যসমূহ বা সংঘশাসিত রাজ্যক্ষেত্রসমূহ হইতে আমদানিকৃত পণ্যসমূহের উপর ঐ রাজ্যে নির্মিত বা উৎপাদিত অনুরূপ পণ্যসমূহ যেরূপ করের অধীন সেরূপ কর আরোপ করিতে পারেন, কিন্তু ঐরূপে আমদানিকৃত, নির্মিত বা উৎপাদিত পণ্যসমূহের মধ্যে যেন বিভেদ না করা হয়; এবং

(খ) ঐ রাজ্যের সহিত বা উহার অভ্যন্তরে ব্যবসায়, বাণিজ্য বা যোগাযোগের স্বাধীনতার উপর জনস্বার্থে যেরূপ আবশ্যক হইতে পারে সেরূপ যুক্তিসঙ্গত সঙ্কোচন আরোপ করিতে পারেন :

ভাগ ১৩ — ভারতের রাজ্যক্ষেত্রের অভ্যন্তরে ব্যবসায়, বাণিজ্য এবং যোগাযোগ — অনুচ্ছেদ ৩০৪-৩০৭

তবে (খ) প্রকরণের প্রয়োজনে কোন বিধেয়ক বা সংশোধন রাষ্ট্রপতির পূর্বমঞ্জুরি ব্যতিরেকে কোন রাজ্যের বিধানমণ্ডলে পুরঃস্থাপিত বা উত্থাপিত হইবে না।

বিদ্যমান বিধিসমূহের ও রাজ্যের একাধিকার বিধানকারী বিধিসমূহের ব্যাবৃত্তি।

৩০৫। যতদূর পর্যন্ত রাষ্ট্রপতি আদেশ দ্বারা অন্যথা নির্দেশ দিতে পারেন ততদূর বাদ দিয়া, ৩০১ ও ৩০৩ অনুচ্ছেদের কোন কিছুই কোন বিদ্যমান বিধির বিধানাবলীকে প্রভাবিত করিবে না; এবং ৩০১ অনুচ্ছেদের কোন কিছুই যতদূর পর্যন্ত সংবিধান (চারতম সংশোধন) আইন, ১৯৫৫-র প্রারম্ভের পূর্বে প্রণীত কোন বিধি ১৯ অনুচ্ছেদের (৬) প্রকরণের (ii) উপ-প্রকরণে উল্লিখিত হইয়াছে এরূপ কোন বিষয় সম্বন্ধে হয়, ততদূর পর্যন্ত উহার ক্রিয়া প্রভাবিত করিবে না, অথবা ঐরূপ কোন বিষয় সম্বন্ধে সংসদ বা কোন রাজ্যের বিধানমণ্ডল কর্তৃক বিধি প্রণয়নের ক্ষেত্রে অন্তরায় হইবে না।

৩০৬। প্রথম তফসিলের ভাগ খ-এর অন্তর্গত কোন কোন রাজ্যের ব্যবসায় ও বাণিজ্যের উপর সঙ্কোচন আরোপ করিবার ক্ষমতা। সংবিধান (সাততম সংশোধন) আইন, ১৯৫৬, ২৯ ধারা ও তফসিল দ্বারা (১.১১.১৯৫৬ হইতে কার্যকারিতাসহ) বাদ গিয়াছে।

৩০১ হইতে ৩০৪ অনুচ্ছেদের উদ্দেশ্যসমূহ কার্যে পরিণত করিবার জন্য প্রাধিকারীর নিয়োগ।

৩০৭। ৩০১, ৩০২, ৩০৩ ও ৩০৪ অনুচ্ছেদের উদ্দেশ্যসমূহ কার্যে পরিণত করিবার জন্য সংসদ যেরূপ প্রাধিকারীকে যথাযোগ্য বিবেচনা করেন সেরূপ প্রাধিকারীকে বিধি দ্বারা নিযুক্ত করিতে পারেন এবং ঐরূপে নিযুক্ত প্রাধিকারীকে যেরূপ আবশ্যক মনে করেন সেরূপ ক্ষমতাসমূহ ও সেরূপ কর্তব্যসমূহ অর্পণ করিতে পারেন।

ভাগ ১৪

সংঘ এবং রাজ্যসমূহের অধীনে কৃত্যকসমূহ

অধ্যায় ১—কৃত্যকসমূহ

৩০৮। প্রসঙ্গতঃ অন্যথা আবশ্যক না হইলে, এই ভাগে "রাজ্য" কথাটি [জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্য অন্তর্ভুক্ত করিবে না]। অর্থপ্রকটন।

৩০৯। এই সংবিধানের বিধানাবলীর অধীনে, যথাযোগ্য বিধানমণ্ডলের আইনসমূহ সংঘের বা কোন রাজ্যের কার্যাবলী সম্পর্কিত সরকারী কৃত্যকসমূহে ও পদসমূহে নিয়োগ এবং নিযুক্ত ব্যক্তিগণের চাকরির শর্তাবলী প্রনিয়ন্ত্রণ করিতে পারে : সংঘে বা কোন রাজ্যে চাকরিতে ব্যক্তিগণের নিয়োগ এবং চাকরির শর্তাবলী।

তবে এই অনুচ্ছেদ অনুযায়ী যথাযোগ্য বিধানমণ্ডলের কোন আইন দ্বারা বা আইন অনুযায়ী তৎপক্ষে বিধান প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত, সংঘের কার্যাবলীর সহিত সম্পর্কিত কৃত্যকসমূহ এবং পদসমূহের ক্ষেত্রে, রাষ্ট্রপতির অথবা তিনি যে ব্যক্তিকে নির্দেশ করিতে পারেন তাঁহার, এবং কোন রাজ্যের কার্যাবলীর সহিত সম্পর্কিত কৃত্যকসমূহ এবং পদসমূহের ক্ষেত্রে, ঐ রাজ্যের রাজ্যপালের অথবা তিনি যে ব্যক্তিকে নির্দেশ করিতে পারেন তাঁহার, ঐ কৃত্যকসমূহে এবং পদসমূহে নিয়োগ এবং নিযুক্ত ব্যক্তিগণের চাকরির শর্তসমূহ প্রনিয়ন্ত্রণ করিয়া নিয়মাবলী প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা থাকিবে, এবং ঐরূপে প্রণীত কোন নিয়মাবলী, ঐরূপ কোন আইনের বিধানাবলীর অধীনে, কার্যকর হইবে।

৩১০। (১) এই সংবিধান দ্বারা স্পষ্টভাবে যেরূপ বিহিত হইয়াছে তদ্ব্যতিরেকে, প্রত্যেক ব্যক্তি যিনি সংঘের কোন প্রতিরক্ষা-কৃত্যকের বা কোন অসামরিক কৃত্যকের অথবা কোন সর্বভারতীয় কৃত্যকের সদস্য অথবা সংঘাধীনে প্রতিরক্ষা সম্পর্কিত কোন পদে বা কোন অসামরিক পদে অধিষ্ঠিত আছেন, তিনি রাষ্ট্রপতির যাবৎ অভিরুচি তাবৎ পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন, এবং প্রত্যেক ব্যক্তি যিনি কোন রাজ্যের কোন অসামরিক কৃত্যকের সদস্য অথবা কোন রাজ্যাধীন কোন অসামরিক পদে অধিষ্ঠিত আছেন, তিনি ঐ রাজ্যের রাজ্যপালের যাবৎ অভিরুচি তাবৎ পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন। সংঘে বা কোন রাজ্যে চাকরিতে ব্যক্তিগণের পদধারণ কাল।

(২) সংঘের বা কোন রাজ্যের অধীনে কোন অসামরিক পদে অধিষ্ঠিত কোন ব্যক্তি যদিও, ক্ষেত্রানুযায়ী, রাষ্ট্রপতির অথবা, ঐ রাজ্যের রাজ্যপালের যাবৎ অভিরুচি তাবৎ পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন তৎসত্ত্বেও, কোন প্রতিরক্ষা-কৃত্যক বা কোন সর্বভারতীয় কৃত্যক বা সংঘের বা রাজ্যের কোন অসামরিক কৃত্যকের সদস্য নহেন এরূপ কোন ব্যক্তি এই সংবিধানের অধীনে ঐরূপ কোন পদে যে সংবিদা অনুযায়ী নিযুক্ত হন, সেই সংবিদাতে, কোন বিশেষ যোগ্যতাসম্পন্ন কোন ব্যক্তির সেবালাভের উদ্দেশ্যে, ক্ষেত্রানুযায়ী, রাষ্ট্রপতি বা রাজ্যপাল প্রয়োজন গণ্য করিলে, তাঁহাকে ক্ষতিপূরণ প্রদানের

বিধান থাকিতে পারে, যদি কোন চুক্তিবদ্ধ কাল অবসানের পূর্বে ঐ পদ বিলুপ্ত হয় অথবা, তাঁহার অসদাচরণ সম্পর্কিত কোন কারণ ভিন্ন অন্য কারণে, ঐ পদ শূন্য করিয়া দিতে তিনি অনুজ্ঞাত হন।

সংঘ বা কোন রাজ্যের অধীনে অসামরিক পদে নিযুক্ত ব্যক্তিগণের পদচ্যুতি, অপসারণ বা পদাবনমন।

৩১১। (১) কোন ব্যক্তি যিনি সংঘের কোন অসামরিক কৃত্যকের বা কোন সর্বভারতীয় কৃত্যকের বা কোন রাজ্যের কোন অসামরিক কৃত্যকের সদস্য অথবা সংঘের বা কোন রাজ্যের অধীনে কোন অসামরিক পদে অধিষ্ঠিত আছেন, তিনি যে প্রাধিকারী কর্তৃক নিযুক্ত হইয়াছিলেন তদধীন কোন প্রাধিকারী কর্তৃক পদচ্যুত বা অপসারিত হইবেন না।

(২) পূর্বোক্তরূপ কোন ব্যক্তিকে তাঁহার বিরুদ্ধে যেসকল অভিযোগ আছে তাহা জানাইয়া এবং সেইসকল অভিযোগ সম্বন্ধে তাঁহার স্বপক্ষে বক্তব্য শুনাইবার যুক্তিসঙ্গত সুযোগ দিয়া তৎসম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার পরে ভিন্ন, তাঁহাকে পদচ্যুত বা অপসারিত বা পদাবনমিত করা যাইবে না :

[তবে ঐরূপ অনুসন্ধানের পর যেক্ষেত্রে তাঁহাকে ঐরূপ কোন দণ্ড দিবার প্রস্তাব করা হয়, সেক্ষেত্রে, ঐরূপ অনুসন্ধানকালে উপস্থাপিত সাক্ষ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে ঐরূপ দণ্ড দেওয়া যাইবে এবং ঐ ব্যক্তিকে প্রস্তাবিত দণ্ড সম্পর্কে বক্তব্য পেশ করিবার কোন সুযোগ দিবার প্রয়োজন হইবে না :

পরন্তু —]

(ক) যেক্ষেত্রে কোন ব্যক্তি যে আচরণের ফলে ফৌজদারী অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত হইয়াছেন সেই আচরণ হেতু তিনি পদচ্যুত বা অপসারিত বা পদাবনমিত হন; অথবা

(খ) যেক্ষেত্রে কোন ব্যক্তিকে পদচ্যুত বা অপসারিত বা তাঁহাকে পদাবনমিত করিবার ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন প্রাধিকারীর প্রতীতি হয় যে কোন কারণবশতঃ, যাহা ঐ প্রাধিকারীকে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে, ঐরূপ অনুসন্ধান করা যুক্তিসঙ্গতভাবে সাধ্যায়ত্ত নহে; অথবা

(গ) যেক্ষেত্রে, ক্ষেত্রানুযায়ী, রাষ্ট্রপতি বা রাজ্যপালের প্রতীতি হয় যে রাজ্যের নিরাপত্তার স্বার্থে ঐরূপ অনুসন্ধান করা সঙ্গত নহে,

সেক্ষেত্রে, এই প্রকরণ প্রযুক্ত হইবে না।

(৩) যদি পূর্বোক্তরূপ কোন ব্যক্তি সম্পর্কে কোন প্রশ্ন উঠে যে (২) প্রকরণে উল্লিখিত হইয়াছে এরূপ কোন অনুসন্ধান করা যুক্তিসঙ্গতভাবে সাধ্যায়ত্ত কিনা, তাহাহইলে, যে প্রাধিকারী ঐরূপ ব্যক্তিকে পদচ্যুত বা অপসারিত বা তাঁহাকে পদাবনমিত করিতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ঐ বিষয়ে তাঁহার মীমাংসা চূড়ান্ত হইবে।]

৩১২। (১) [ভাগ ৬-এর অধ্যায় ৬-এ বা ভাগ ১১-এ] যাহা কিছু আছে তৎসত্ত্বেও, যদি রাজ্যসভা, যে সদস্যগণ উপস্থিত থাকেন ও ভোট দেন তাঁহাদের অন্যূন দুই-তৃতীয়াংশ দ্বারা সমর্থিত সংকল্প দ্বারা, ঘোষণা করেন যে এরূপ করা জাতীয় স্বার্থে প্রয়োজন বা সঙ্গত, তাহাহইলে, সংসদ, বিধি দ্বারা, সংঘ এবং রাজ্যসমূহের জন্য এক বা একাধিক অভিন্ন সর্বভারতীয় কৃত্যক [(একটি সর্বভারতীয় বিচারিক কৃত্যক সমেত)] সৃজনের জন্য বিধান করিতে পারেন এবং, এই অধ্যায়ের অন্য বিধানাবলীর অধীনে, ঐরূপ কোন কৃত্যকে নিয়োগ, এবং ঐরূপ কৃত্যকে নিযুক্ত ব্যক্তিগণের চাকরির শর্তাবলী, প্রনিয়ন্ত্রিত করিতে পারেন। সর্বভারতীয় কৃত্যকসমূহ।

(২) ভারতীয় প্রশাসন কৃত্যক এবং ভারতীয় পুলিশ কৃত্যক নামে এই সংবিধানের প্রারম্ভে পরিচিত কৃত্যকসমূহ এই অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সংসদ কর্তৃক সৃজিত কৃত্যকসমূহ বলিয়া গণ্য হইবে।

[(৩) (১) প্রকরণে উল্লিখিত সর্বভারতীয় বিচারিক কৃত্যক ২৩৬ অনুচ্ছেদে যথা-সংজ্ঞার্থ নিরূপিত জেলা জজের পদ অপেক্ষা অধস্তন কোন পদ অন্তর্ভুক্ত করিবে না।

(৪) পূর্বোক্ত সর্বভারতীয় বিচারিক কৃত্যক সৃষ্টি করিবার জন্য ব্যবস্থা- সংবলিত বিধিতে ভাগ ৬-এর অধ্যায় ৬-এর সংশোধনের জন্য এরূপ বিধান থাকিতে পারে যাহা ঐ বিধির বিধানাবলী কার্যকর করিবার জন্য আবশ্যক হইতে পারে এবং ঐরূপ কোন বিধি, ৩৬৮ অনুচ্ছেদের প্রয়োজনে, এই সংবিধানের কোন সংশোধন বলিয়া গণ্য হইবে না।]

[**৩১২ক।** (১) সংসদ বিধি দ্বারা —

কোন কোন কৃত্যকের আধিকারিকগণের চাকরির শর্তাবলী পরিবর্তন বা প্রতিসংহরণ করিতে সংসদের ক্ষমতা।

(ক) যে ব্যক্তিগণ সেক্রেটারী অফ্ স্টেট বা সেক্রেটারী অফ্ স্টেট ইন কাউন্সিল কর্তৃক এই সংবিধানের প্রারম্ভের পূর্বে ভারত সম্রাটের অধীন কোন অসামরিক কৃত্যকে নিযুক্ত হইয়া সংবিধান (আঠাশতম সংশোধন) আইন, ১৯৭২-এর প্রারম্ভে এবং তৎপরে ভারত সরকারের বা কোন রাজ্য সরকারের অধীন কোন কৃত্যকে বা পদে চাকরি করিতে থাকেন, তাঁহাদের পারিশ্রমিক, অবকাশ এবং পেনশন সম্পর্কে চাকরির শর্তাবলী এবং শৃঙ্খলাসম্বন্ধী বিষয়সমূহ সম্পর্কে অধিকারসমূহ, ভবিষ্যপ্রভাবীরূপেই হউক বা অতীতপ্রভাবীরূপেই হউক, পরিবর্তন বা প্রতিসংহরণ করিতে পারেন;

(খ) যে ব্যক্তিগণ সেক্রেটারী অফ্ স্টেট বা সেক্রেটারী অফ্ স্টেট ইন কাউন্সিল কর্তৃক ভারত সম্রাটের অধীন কোন অসামরিক কৃত্যকে এই সংবিধানের প্রারম্ভের পূর্বে নিযুক্ত হইয়া সংবিধান (আঠাশতম সংশোধন) আইন, ১৯৭২-এর প্রারম্ভের পূর্বে কোন সময়

অবসরপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন বা অন্যথা চাকরিতে আর বহাল ছিলেন না, তাঁহাদের পেনশন সম্পর্কে চাকরির শর্তাবলী, ভবিষ্যপ্রভাবীরূপেই হউক বা অতীতপ্রভাবীরূপেই হউক, পরিবর্তন বা প্রতিসংহরণ করিতে পারেন :

তবে এরূপ কোন ব্যক্তি যিনি সুপ্রীম কোর্টের বা কোন হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির বা অন্য বিচারপতির, অথবা ভারতের মহা হিসাব-নিয়ামক ও নিরীক্ষকের অথবা সংঘ বা কোন রাজ্য সরকারী কৃত্যক কমিশনের সভাপতি বা অন্য সদস্যের, অথবা মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের পদে অধিষ্ঠিত আছেন বা অধিষ্ঠিত ছিলেন, তাঁহার ক্ষেত্রে (ক) উপ-প্রকরণের বা (খ) উপ-প্রকরণের কোন কিছুরই এরূপ অর্থ করা যাইবে না যে উহা সংসদকে, তাঁহার ঐরূপ পদে নিযুক্ত হইবার পর তাঁহার চাকরির শর্তাবলী, তিনি সেক্রেটারী অফ্ স্টেট বা সেক্রেটারী অফ্ স্টেট ইন কাউন্সিল কর্তৃক ভারত সম্রাটের অধীন কোন অসামরিক কৃত্যকে নিযুক্ত কোন ব্যক্তি হইবার কারণে ঐরূপ চাকরির শর্তাবলী তাঁহার প্রতি যতদূর পর্যন্ত প্রযোজ্য ততদূর পর্যন্ত ভিন্ন তাঁহার পক্ষে অসুবিধাজনক হয় এইভাবে পরিবর্তন বা প্রতিসংহরণ করিতে ক্ষমতা প্রদান করে ।

(২) এই অনুচ্ছেদ অনুযায়ী বিধি দ্বারা সংসদ কর্তৃক যতদূর পর্যন্ত বিহিত ততদূর পর্যন্ত ভিন্ন, এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই কোন বিধানমণ্ডলের বা অন্য প্রাধিকারীর, এই সংবিধানের অন্য কোন বিধান অনুযায়ী (১) প্রকরণে উল্লিখিত ব্যক্তিগণের চাকরির শর্তাবলী প্রনিয়ন্ত্রণ করিবার ক্ষমতা প্রভাবিত করিবে না।

(৩) সুপ্রীম কোর্ট বা অন্য কোন আদালত, কাহারও—

(ক) এরূপ কোন বিবাদ সম্পর্কে, যাহা (১) প্রকরণে উল্লিখিত কোন ব্যক্তি কর্তৃক কৃত বা নিষ্পাদিত কোন অঙ্গীকারপত্র, চুক্তি বা অন্য অনুরূপ সংলেখের কোন বিধান বা তদুপরি কোন পৃষ্ঠাঙ্কন হইতে উদ্ভূত, অথবা ঐরূপ কোন ব্যক্তির নিকট, ভারত সম্রাটের অধীন কোন অসামরিক কৃত্যকে তাঁহার নিয়োগ সম্বন্ধে, বা ভারত ডোমিনিয়ন বা উহার কোন প্রদেশের সরকারের অধীনে চাকরিতে বহাল থাকিয়া যাওয়া সম্বন্ধে, প্রদত্ত কোন পত্র হইতে উদ্ভূত;

(খ) ৩১৪ অনুচ্ছেদ, মূলতঃ যেরূপ বিধিবদ্ধ, তদধীনে কোন অধিকার, দায়িতা বা দায়িত্ব বিষয়ক কোন বিবাদ সম্পর্কে, কোন ক্ষেত্রাধিকার থাকিবে না।

(৪) ৩১৪ অনুচ্ছেদ মূলতঃ যেরূপ বিধিবদ্ধ তাহাতে, বা এই সংবিধানের অন্য কোন বিধানে, যাহা কিছু আছে তৎসত্ত্বেও, এই অনুচ্ছেদের বিধানাবলীর কার্যকারিতা থাকিবে।]

৩১৩। এই সংবিধান অনুযায়ী এতৎপক্ষে অন্য বিধান প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত, এই সংবিধানের প্রারম্ভের অব্যবহিত পূর্বে বলবৎ এবং এই সংবিধানের প্রারম্ভের পর কোন সর্বভারতীয় কৃত্যকরূপে অথবা সংঘ বা কোন রাজ্যের অধীন কোন কৃত্যক বা পদরূপে থাকিয়া গিয়াছে এরূপ কোন সরকারী কৃত্যক বা পদ সম্পর্কে প্রযোজ্য সকল বিধি, এই সংবিধানের বিধানাবলীর সহিত যতদূর সমঞ্জস ততদূর পর্যন্ত, বলবৎ থাকিয়া যাইবে। অবস্থান্তরকালীন বিধানাবলী।

৩১৪। [কোন কোন কৃত্যকের বিদ্যমান আধিকারিকগণের রক্ষণের জন্য বিধান।] —সংবিধান (আঠাশতম সংশোধন) আইন, ১৯৭২, ৩ ধারা দ্বারা (২৯.৮.১৯৭২ হইতে কার্যকারিতাসহ) বাদ গিয়াছে।

অধ্যায় ২—সরকারী কৃত্যক কমিশনসমূহ

৩১৫। (১) এই অনুচ্ছেদের বিধানাবলীর অধীনে, সংঘের জন্য একটি সরকারী কৃত্যক কমিশন এবং প্রত্যেক রাজ্যের জন্য একটি সরকারী কৃত্যক কমিশন থাকিবে। সংঘের জন্য ও রাজ্যসমূহের জন্য সরকারী কৃত্যক কমিশনসমূহ।

(২) দুই বা ততোধিক রাজ্য স্বীকৃত হইতে পারেন যে ঐ রাজ্যপুঞ্জের জন্য একটি সরকারী কৃত্যক কমিশন থাকিবে, এবং ঐ মর্মে কোন সংকল্প যদি ঐ রাজ্যসমূহের প্রত্যেকটির বিধানমণ্ডলের সদন দ্বারা অথবা, যেক্ষেত্রে দুইটি সদন আছে, সেক্ষেত্রে, প্রত্যেক সদন দ্বারা গৃহীত হয়, তাহাহইলে, সংসদ বিধি দ্বারা ঐ রাজ্যসমূহের প্রয়োজন সাধনের জন্য একটি সংযুক্ত রাজ্য সরকারী কৃত্যক কমিশন (এই অধ্যায়ে সংযুক্ত কমিশন বলিয়া উল্লিখিত) নিয়োগের বিধান করিতে পারেন।

(৩) পূর্বোক্তরূপ কোন বিধিতে, ঐ বিধির উদ্দেশ্যসমূহ কার্যে পরিণত করিবার জন্য যেরূপ আনুষঙ্গিক ও পারিণামিক বিধানাবলী আবশ্যক বা বাঞ্ছনীয় হইতে পারে, তাহা থাকিতে পারে।

(৪) সংঘের সরকারী কৃত্যক কমিশন, যদি কোন রাজ্যের রাজ্যপাল কর্তৃক এরূপ করিতে অনুরুদ্ধ হন, তাহাহইলে, রাষ্ট্রপতির অনুমোদন লইয়া ঐ রাজ্যের সকল বা যেকোন প্রয়োজন সাধন করিতে স্বীকৃত হইতে পারেন।

(৫) এই সংবিধানে সংঘ সরকারী কৃত্যক কমিশন বা কোন রাজ্য সরকারী কৃত্যক কমিশনের উল্লেখ, প্রসঙ্গতঃ অন্যথা প্রয়োজন না হইলে, আলোচ্য বিশেষ বিষয়টি সম্পর্কে, ক্ষেত্রানুযায়ী, সংঘের বা ঐ রাজ্যের প্রয়োজনসমূহ যে কমিশন সাধন করে তাহার উল্লেখ বলিয়া অর্থ করিতে হইবে।

৩১৬। (১) কোন সরকারী কৃত্যক কমিশনের সভাপতি ও অন্য সদস্যগণ, সংঘ কমিশন বা কোন সংযুক্ত কমিশনের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক এবং কোন রাজ্য কমিশনের ক্ষেত্রে ঐ রাজ্যের রাজ্যপাল কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন : সদস্যগণের নিয়োগ ও পদের কার্যকাল।

তবে প্রত্যেক সরকারী কৃত্যক কমিশনের সদস্যাগণের যথাসম্ভব নিকটতম অর্ধাংশ হইবেন এরূপ ব্যক্তিগণ যাঁহারা নিজ নিজ নিয়োগের তারিখে অন্ততঃ দশ বৎসরের জন্য ভারত সরকারের অধীনে অথবা কোন রাজ্য সরকারের অধীনে পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, এবং উক্ত দশ বৎসর সময়সীমা গণনায় এই সংবিধানের প্রারম্ভের পূর্বে কোন ব্যক্তি যে সময়সীমার জন্য ভারত সম্রাটের অধীনে বা কোন ভারতীয় রাজ্যের সরকারের অধীনে পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন তাহা ধরিতে হইবে।

[(১ক) যদি কমিশনের সভাপতির পদ শূন্য হইয়া যায় অথবা যদি অনুপস্থিতির কারণে বা অন্য কোন কারণে ঐরূপ কোন সভাপতি তাঁহার পদের কর্তব্যসমূহ সম্পাদন করিতে অসমর্থ হন, তাহাহইলে, সেই কর্তব্যসমূহ, ক্ষেত্রানুযায়ী, ঐ শূন্য পদে (১) প্রকরণ অনুযায়ী নিযুক্ত কোন ব্যক্তি ঐ পদের কর্তব্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত অথবা সভাপতি স্বীয় কর্তব্যভার পুনরায় গ্রহণ না করা পর্যন্ত, ঐ কমিশনের অন্য সদস্যগণের এরূপ একজন কর্তৃক সম্পাদিত হইবে যাঁহাকে সংঘ কমিশন বা কোন সংযুক্ত কমিশনের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি, এবং কোন রাজ্য কমিশনের ক্ষেত্রে ঐ রাজ্যের রাজ্যপাল এতদুদ্দেশ্যে নিযুক্ত করিতে পারেন।]

(২) কোন সরকারী কৃত্যক কমিশনের কোন সদস্য, যে তারিখে তিনি তাঁহার পদের কার্যভার গ্রহণ করেন সেই তারিখ হইতে ছয় বৎসর কাল অথবা তাঁহার বয়স সংঘ কমিশনের ক্ষেত্রে পঁয়ষট্টি বৎসর, এবং কোন রাজ্য কমিশন বা কোন সংযুক্ত কমিশনের ক্ষেত্রে [বাষট্টি বৎসর] না হওয়া পর্যন্ত, এতদুভয়ের মধ্যে যাহা পূর্বতর সেই কাল যাবৎ, পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন :

তবে—

(ক) কোন সরকারী কৃত্যক কমিশনের কোন সদস্য, সংঘ কমিশন বা কোন সংযুক্ত কমিশনের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতিকে উদ্দেশ করিয়া, এবং রাজ্য কমিশনের ক্ষেত্রে ঐ রাজ্যের রাজ্যপালকে উদ্দেশ করিয়া, নিজ স্বাক্ষরিত লিখন দ্বারা স্বীয় পদ ত্যাগ করিতে পারেন;

(খ) ৩১৭ অনুচ্ছেদের (১) প্রকরণে বা (৩) প্রকরণে বিহিত প্রণালীতে কোন সরকারী কৃত্যক কমিশনের কোন সদস্যকে তাঁহার পদ হইতে অপসারিত করা যাইতে পারে।

(৩) কোন ব্যক্তি যিনি কোন সরকারী কৃত্যক কমিশনের সদস্যরূপে পদে অধিষ্ঠিত থাকেন তিনি পদের কার্যকালের অবসানে ঐ পদে পুনর্নিয়োগের জন্য যোগ্য হইবেন না।

সরকারী কৃত্যক কমিশনের কোন সদস্যের অপসারণ ও নিলম্বন।

৩১৭। (১) রাষ্ট্রপতি কর্তৃক সুপ্রীম কোর্টের নিকট প্রেষণের পরে ঐ কোর্ট তৎপক্ষে ১৪৫ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী বিহিত প্রক্রিয়া অনুসারে অনুসন্ধান করিয়া যদি

প্রতিবেদন করেন যে কোন সরকারী কৃত্যক কমিশনের সভাপতিকে বা অন্য কোন সদস্যকে কদাচারের হেতুতে অপসারিত করা উচিত, তাহাহইলে, (৩) প্রকরণের বিধানাবলীর অধীনে, ক্ষেত্রানুযায়ী, ঐ সভাপতি বা ঐরূপ অন্য সদস্য রাষ্ট্রপতির আদেশ দ্বারা কেবল কদাচারের হেতুতে তাঁহার পদ হইতে অপসারিত হইবেন।

(২) সংঘ কমিশন বা কোন সংযুক্ত কমিশনের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি এবং কোন রাজ্য কমিশনের ক্ষেত্রে রাজ্যপাল ঐ কমিশনের সভাপতি বা অন্য কোন সদস্য, যাঁহার সম্পর্কে (১) প্রকরণ অনুযায়ী সুপ্রীম কোর্টের নিকট কোন প্রেষণ করা হইয়াছে, তাঁহাকে, ঐ প্রেষণের উপর সুপ্রীম কোর্টের প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর রাষ্ট্রপতি আদেশ প্রদান না করা পর্যন্ত, পদ হইতে নিলম্বিত করিতে পারেন।

(৩) (১) প্রকরণে যাহা কিছু আছে তৎসত্ত্বেও রাষ্ট্রপতি আদেশ দ্বারা কোন সরকারী কৃত্যক কমিশনের সভাপতি বা অন্য কোন সদস্যকে পদ হইতে অপসারিত করিতে পারেন, যদি, ক্ষেত্রানুযায়ী, ঐ সভাপতি বা ঐরূপ অন্য সদস্য —

(ক) বিচার-নির্ণীত দেউলিয়া হন; অথবা

(খ) তাঁহার পদের কার্যকালে তাঁহার পদের কর্তব্যের বাহিরে কোন সবেতন চাকরিতে ব্যাপৃত হন; অথবা

(গ) রাষ্ট্রপতির অভিমতে, মন বা দেহের দৌর্বল্যের কারণে পদে আর অধিষ্ঠিত থাকিবার অনুপযুক্ত হন।

(৪) যদি কোন সরকারী কৃত্যক কমিশনের সভাপতি বা অন্য কোন সদস্য, কোন নিগমবদ্ধ কোম্পানির সদস্যরূপে এবং অন্য সদস্যগণের সহিত সমানভাবে ভিন্ন অন্যথা, ভারত সরকার বা কোন রাজ্যের সরকার কর্তৃক, বা তৎপক্ষে, কৃত কোন সংবিদায় বা চুক্তিতে কোনভাবে সংশ্লিষ্ট বা স্বার্থযুক্ত হন বা হইয়া যান অথবা উহার লাভের বা উহা হইতে উদ্ভূত কোন হিত বা উপলভ্যের অংশ কোনভাবে গ্রহণ করেন, তাহাহইলে, তিনি, (১) প্রকরণের প্রয়োজনে, কদাচারের জন্য দোষী হইয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন।

কমিশনের সদস্যগণ ও কর্মিবর্গের চাকরির শর্তাবলী সম্পর্কে প্রনিয়ম প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা।

৩১৮। সংঘ কমিশন বা কোন সংযুক্ত কমিশনের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি এবং কোন রাজ্য কমিশনের ক্ষেত্রে ঐ রাজ্যের রাজ্যপাল প্রনিয়ম দ্বারা—

(ক) ঐ কমিশনের সদস্যগণের সংখ্যা ও তাঁহাদের চাকরির শর্তাবলী নির্ধারণ করিতে পারেন; এবং

(খ) ঐ কমিশনের কর্মিবর্গের সংখ্যা ও তাঁহাদের চাকরির শর্তাবলী সম্পর্কে বিধান করিতে পারেন :

তবে কোন সরকারী কৃত্যক কমিশনের কোন সদস্যের চাকরির শর্তাবলী তাঁহার নিয়োগের পর তাঁহার পক্ষে অসুবিধাজনকভাবে পরিবর্তিত হইবে না।

কমিশনের সদস্যগণ আর সদস্য না থাকিলে, তাঁহাদের কোন পদে অধিষ্ঠিত হওয়া সম্পর্কে প্রতিষেধ।

৩১৯। আর পদে অধিষ্ঠিত না থাকিলে—

(ক) সংঘ সরকারী কৃত্যক কমিশনের সভাপতি ভারত সরকার বা কোন রাজ্যের সরকারের অধীনে আর কোন চাকরিতে নিয়োগের জন্য যোগ্য হইবেন না;

(খ) কোন রাজ্য সরকারী কৃত্যক কমিশনের সভাপতি সংঘ সরকারী কৃত্যক কমিশনের সভাপতি বা অন্য কোন সদস্যরূপে বা অন্য কোন রাজ্য সরকারী কৃত্যক কমিশনের সভাপতিরূপে নিয়োগের জন্য যোগ্য হইবেন, কিন্তু ভারত সরকার বা কোন রাজ্যের সরকারের অধীনে অন্য কোন চাকরিতে নিয়োগের জন্য নহে;

(গ) সংঘ সরকারী কৃত্যক কমিশনের সভাপতি ভিন্ন অন্য কোন সদস্য সংঘ সরকারী কৃত্যক কমিশনের সভাপতিরূপে অথবা কোন রাজ্য সরকারী কৃত্যক কমিশনের সভাপতিরূপে নিয়োগের জন্য যোগ্য হইবেন, কিন্তু ভারত সরকার বা কোন রাজ্যের সরকারের অধীনে অন্য কোন চাকরিতে নিয়োগের জন্য নহে;

(ঘ) কোন রাজ্য সরকারী কৃত্যক কমিশনের সভাপতি ভিন্ন অন্য কোন সদস্য সংঘ সরকারী কৃত্যক কমিশনের সভাপতি বা অন্য কোন সদস্যরূপে অথবা ঐ বা অন্য কোন রাজ্য সরকারী কৃত্যক কমিশনের সভাপতিরূপে নিয়োগের জন্য যোগ্য হইবেন, কিন্তু ভারত সরকার বা কোন রাজ্যের সরকারের অধীনে অন্য কোন চাকরিতে নিয়োগের জন্য নহে।

সরকারী কৃত্যক কমিশনসমূহের কৃত্যসমূহ।

৩২০। (১) সংঘ এবং রাজ্য সরকারী কৃত্যক কমিশনসমূহের কর্তব্য হইবে যথাক্রমে সংঘের কৃত্যকসমূহে এবং ঐ রাজ্যের কৃত্যকসমূহে নিয়োগের জন্য পরীক্ষাসমূহ চালনা করা।

(২) দুই বা ততোধিক রাজ্য কর্তৃক এরূপ করিবার জন্য অনুরুদ্ধ হইলে, যেসকল কৃত্যকের জন্য বিশেষ যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থী আবশ্যক সেগুলির জন্য সংযুক্ত ভর্তির প্রকল্পসমূহ প্রণয়ন করিতে এবং কার্যকর করিতে ঐ সকল রাজ্যকে সাহায্য করাও সংঘ সরকারী কৃত্যক কমিশনের কর্তব্য হইবে।

(৩) ক্ষেত্রানুযায়ী, সংঘ সরকারী কৃত্যক কমিশনের সহিত অথবা কোন রাজ্য সরকারী কৃত্যক কমিশনের সহিত পরামর্শ করিতে হইবে—

(ক) অসামরিক কৃত্যকসমূহে এবং অসামরিক পদসমূহে নিযুক্তির পদ্ধতি সম্পর্কিত সকল বিষয়ে;

(খ) অসামরিক কৃত্যকসমূহে ও পদসমূহে নিযুক্তি এবং এক কৃত্যক হইতে অন্য কৃত্যকে পদোন্নয়নে ও স্থানান্তরণে যে নীতিসমূহ অনুসরণীয় তদ্বিষয়ে এবং ঐরূপ নিয়োগ, পদোন্নতি বা স্থানান্তরণের জন্য প্রার্থীগণের উপযোগিতা বিষয়ে;

(গ) ভারত সরকারের অথবা কোন রাজ্য সরকারের অধীনে অসামরিক পদে চাকরিরত কোন ব্যক্তি সম্পর্কিত শৃঙ্খলাসম্বন্ধী, তৎসম্পর্কে প্রার্থনাপত্রসমূহ বা আবেদন-পত্রসমূহ সমেত, সকল বিষয়ে;

(ঘ) ভারত সরকারের বা কোন রাজ্য সরকারের অধীনে অথবা ভারত সম্রাটের অধীনে বা কোন ভারতীয় রাজ্যের সরকারের অধীনে অসামরিক কোন পদে চাকরি করিতেছেন বা চাকরি করিয়াছিলেন এরূপ কোন ব্যক্তি কর্তৃক বা তাঁহার সম্পর্কে এরূপ দাবি যে, তাঁহার কর্তব্য পালনে কৃত বা করিতে অভিপ্রেত কার্যসমূহ সম্পর্কে তাঁহার বিরুদ্ধে আনীত কোন বৈধিক কার্যবাহে আত্মপক্ষ সমর্থনে তাঁহার যে খরচ হইয়াছে তাহা, ক্ষেত্রানুযায়ী, ভারতের সঞ্চিত নিধি হইতে অথবা ঐ রাজ্যের সঞ্চিত নিধি হইতে প্রদত্ত হইবে, তদ্বিষয়ে;

(ঙ) ভারত সরকারের বা কোন রাজ্যের সরকারের অধীনে অথবা ভারত সম্রাটের অধীনে বা কোন ভারতীয় রাজ্যের সরকারের অধীনে অসামরিক কোন পদে চাকরি করিবার সময় কোন ব্যক্তি কর্তৃক প্রাপ্ত আঘাত সম্পর্কে কোন পেনশন প্রদানের জন্য কোন দাবির বিষয়ে, এবং ঐরূপে প্রদত্ত পেনশনের পরিমাণ সম্বন্ধে কোন প্রশ্নের বিষয়ে,

এবং তাঁহাদের নিকট ঐরূপে প্রেষিত কোন বিষয়ে এবং, ক্ষেত্রানুযায়ী, রাষ্ট্রপতি অথবা কোন রাজ্যের রাজ্যপাল তাঁহাদের নিকট অন্য যে বিষয় প্রেষণ করিতে পারেন সেই বিষয়ে পরামর্শ দান করা সরকারী কৃত্যক কমিশনের কর্তব্য হইবে :

তবে সর্বভারতীয় কৃত্যকসমূহ সম্পর্কে এবং সংঘের কার্যাবলী সম্পর্কিত অন্য কৃত্যকসমূহ ও পদসমূহ সম্পর্কেও রাষ্ট্রপতি এবং কোন রাজ্যের কার্যাবলী সম্পর্কিত অন্য কৃত্যকসমূহ ও পদসমূহ সম্পর্কে রাজ্যপাল, সাধারণতঃ, অথবা কোন বিশেষ

প্রকার ক্ষেত্রে বা কোন বিশেষ অবস্থায়, যেসকল বিষয়ে কোন সরকারী কৃত্যক কমিশনের পরামর্শ গ্রহণ করা প্রয়োজন হইবে না তাহা বিনির্দিষ্ট করিয়া প্রনিয়মসমূহ প্রণয়ন করিতে পারেন।

(৪) (৩) প্রকরণের কোন কিছুর জন্য, ১৬ অনুচ্ছেদের (৪) প্রকরণে উল্লিখিত কোন বিধান কি প্রণালীতে প্রণীত হইবে তৎসম্পর্কে অথবা ৩৩৫ অনুচ্ছেদের বিধানাবলী কি প্রণালীতে কার্যকর করিতে হইবে তৎসম্পর্কে, কোন সরকারী কৃত্যক কমিশনের পরামর্শ গ্রহণ করা আবশ্যক হইবে না।

(৫) রাষ্ট্রপতি অথবা কোন রাজ্যের রাজ্যপাল *** কর্তৃক (৩) প্রকরণের অনুবিধি অনুযায়ী প্রণীত সকল প্রনিয়ম, প্রণীত হইবার পর যথাসম্ভব শীঘ্র, অন্যূন চৌদ্দ দিনের জন্য, ক্ষেত্রানুযায়ী, সংসদের প্রত্যেক সদনের সমক্ষে অথবা ঐ রাজ্যের বিধানমণ্ডলের সদন বা প্রত্যেক সদনের সমক্ষে স্থাপিত থাকিবে এবং ঐ প্রনিয়মসমূহ, সংসদের উভয় সদন অথবা ঐ রাজ্যের বিধানমণ্ডলের সদন বা উভয় সদন যে সত্রে ঐগুলি ঐরূপে স্থাপিত হয় সেই সত্রে নিরসন বা সংশোধন আকারে উহাদের যেরূপ সংপরিবর্তন করেন, তদধীন হইবে।

সরকারী কৃত্যক কমিশনসমূহের কৃত্যসমূহ প্রসারিত করিবার ক্ষমতা।

৩২১। ক্ষেত্রানুযায়ী, সংসদ কর্তৃক বা, কোন রাজ্যের বিধানমণ্ডল কর্তৃক প্রণীত কোন আইন, সংঘ সরকারী কৃত্যক কমিশন বা রাজ্য সরকারী কৃত্যক কমিশন কর্তৃক সংঘের বা ঐ রাজ্যের কৃত্যকসমূহ সম্পর্কে এবং, অধিকন্তু, কোন স্থানীয় প্রাধিকারীর অথবা বিধি দ্বারা গঠিত অন্য কোন নিগমবদ্ধ সংস্থার অথবা কোন সার্বজনিক প্রতিষ্ঠানের কৃত্যকসমূহ সম্পর্কে, অতিরিক্ত কৃত্যসমূহ সম্পাদনের বিধান করিতে পারে।

সরকারী কৃত্যক কমিশনসমূহের ব্যয়।

৩২২। কমিশনের সদস্যগণ বা কর্মিবর্গকে বা তাঁহাদের সম্পর্কে প্রদেয় বেতন, ভাতা ও পেনশন সমেত, সংঘ বা কোন রাজ্য সরকারী কৃত্যক কমিশনের ব্যয়, ক্ষেত্রানুযায়ী, ভারতের সঞ্চিত নিধির বা ঐ রাজ্যের সঞ্চিত নিধির উপর প্রভারিত হইবে।

সরকারী কৃত্যক কমিশনসমূহের প্রতিবেদন।

৩২৩। (১) সংঘ কমিশনের কর্তব্য হইবে ঐ কমিশন কর্তৃক কৃত কার্যসমূহ সম্পর্কে প্রতি বৎসর রাষ্ট্রপতির নিকট একটি প্রতিবেদন উপস্থাপিত করা এবং ঐরূপ কোন প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর রাষ্ট্রপতি উহার একটি প্রতিলিপি, যদি কোন ক্ষেত্রে কমিশনের মন্ত্রণা গ্রহণ করা না হইয়া থাকে, সেক্ষেত্রে, ঐরূপ অগ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করিয়া একটি স্মারকলিপিসহ, সংসদের প্রত্যেক সদনের সমক্ষে স্থাপিত করাইবেন।

(২) কোন রাজ্য কমিশনের কর্তব্য হইবে ঐ কমিশন কর্তৃক কৃত কার্যসমূহ সম্পর্কে প্রতি বৎসর ঐ রাজ্যের রাজ্যপালের নিকট একটি প্রতিবেদন উপস্থাপিত করা এবং

কোন সংযুক্ত কমিশনের কর্তব্য হইবে যে রাজ্যসমূহের প্রয়োজন ঐ সংযুক্ত কমিশন কর্তৃক সাধিত হয় তাহাদের প্রত্যেকটির রাজ্যপালের নিকট প্রতি বৎসর ঐ কমিশন কর্তৃক ঐ রাজ্য সম্বন্ধে কৃত কার্যসমূহ সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন উপস্থাপিত করা এবং এতদুভয়ের যেকোন ক্ষেত্রেই রাজ্যপাল, ঐরূপ প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর উহার একটি প্রতিলিপি, যদি কোন ক্ষেত্রে কমিশনের মন্ত্রণা গ্রহণ করা না হইয়া থাকে, সেক্ষেত্রে, ঐরূপ অগ্রহণের কারণ ব্যাখা করিয়া একটি স্মারকলিপিসহ, ঐ রাজ্যের বিধানমণ্ডলের সমক্ষে স্থাপিত করাইবেন।

ভাগ ১৪ক

ট্রাইবিউন্যালসমূহ

প্রশাসনিক ট্রাইবিউন্যাল।

৩২৩ক। (১) সংসদ, বিধি দ্বারা, সংঘের বা কোন রাজ্যের অথবা ভারতের রাজ্যক্ষেত্রের অভ্যন্তরস্থ বা ভারত সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন কোন স্থানীয় বা অন্য প্রাধিকারীর অথবা সরকার কর্তৃক স্বত্বাধিকৃত বা নিয়ন্ত্রিত কোন যৌথসংস্থার কার্যাবলী সম্পর্কিত সরকারী কৃত্যকসমূহে ও পদসমূহে নিযুক্ত ব্যক্তিগণের নিযুক্তি ও চাকরির শর্তাবলী সম্পর্কে বিবাদ ও অভিযোগসমূহ প্রশাসনিক ট্রাইবিউন্যাল দ্বারা বিচারপূর্বক মীমাংসা বা বিচারের জন্য বিধান করিতে পারেন।

(২) (১) প্রকরণ অনুযায়ী প্রণীত কোন বিধি—

(ক) সংঘের জন্য একটি প্রশাসনিক ট্রাইবিউন্যাল এবং প্রত্যেক রাজ্যের জন্য অথবা দুই বা ততোধিক রাজ্যের জন্য একটি পৃথক প্রশাসনিক ট্রাইবিউন্যাল স্থাপনের জন্য বিধান করিতে পারিবে;

(খ) উক্ত প্রত্যেক ট্রাইবিউন্যাল কর্তৃক যে ক্ষেত্রাধিকার, ক্ষমতাসমূহ (অবমাননার জন্য দণ্ড প্রদানের ক্ষমতাসমেত) ও প্রাধিকার প্রযুক্ত হইবে তাহা বিনির্দিষ্ট করিতে পারিবে;

(গ) উক্ত ট্রাইবিউন্যাল কর্তৃক অনুসরণীয় (তামাদি ও সাক্ষ্যপ্রমাণ সম্পর্কিত নিয়মাবলী সংক্রান্ত বিধানাবলী সহ) প্রক্রিয়ার জন্য ব্যবস্থা করিতে পারিবে;

(ঘ) (১) প্রকরণে উল্লিখিত বিবাদ বা অভিযোগ সম্পর্কে, ১৩৬ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সুপ্রীম কোর্টের ক্ষেত্রাধিকার ভিন্ন, অন্য সকল আদালতের ক্ষেত্রাধিকার বাদ দিতে পারিবে;

(ঙ) যে মামলা ঐ ট্রাইবিউন্যাল স্থাপনের অব্যবহিত পূর্বে কোন আদালতের বা অন্য কোন প্রাধিকারীর সমক্ষে বিচারাধীন আছে এবং যাহা, যে হেতুর ভিত্তিতে ঐ সকল মোকদ্দমা বা কার্যবাহ দায়ের করা হইয়াছে সেই হেতু ঐ ট্রাইবিউন্যাল স্থাপনের পরে উদ্ভূত হইলে, ঐ ট্রাইবিউন্যালের ক্ষেত্রাধিকারের অন্তর্ভুক্ত হইত সেই মামলা ঐরূপ প্রত্যেক প্রশাসনিক ট্রাইবিউন্যালের নিকট স্থানান্তরিত করিবার বিধান করিতে পারিবে;

(চ) ৩৭১ঘ অনুচ্ছেদের (৩) প্রকরণ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রদত্ত কোন আদেশ নিরসন বা সংশোধন করিতে পারিবে;

(ছ) ঐ সকল ট্রাইবিউন্যালের ফলপ্রসূ কার্যসম্পাদনের জন্য, এবং তৎকর্তৃক মামলাসমূহের দ্রুত নিষ্পত্তির ও তৎসমূহের আদেশ বলবৎকরণের জন্য সংসদ যেরূপ প্রয়োজন বিবেচনা করেন সেরূপ অনুপূরক, আনুষঙ্গিক ও অনুবর্তী বিধানাবলী (ফী সম্পর্কিত বিধানসমেত) উহার অন্তর্ভুক্ত করিতে পারিবেন।

(৩) এই সংবিধানের অন্য কোন বিধানে বা তৎকালে বলবৎ অন্য কোন বিধিতে যাহা কিছু আছে তৎসত্ত্বেও, এই অনুচ্ছেদের বিধানাবলী কার্যকর হইবে।

অন্যান্য বিষয়ের জন্য ট্রাইবিউন্যালসমূহ।

৩২৩খ। (১) যথাযোগ্য বিধানমণ্ডল, (২) প্রকরণে বিনির্দিষ্ট যে বিষয়সমূহ সম্পর্কে ঐরূপ বিধানমণ্ডলের বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা আছে সেরূপ সকল বা যেকোন বিষয় সম্পর্কিত কোন বিবাদ, অভিযোগ বা অপরাধ ট্রাইবিউন্যাল কর্তৃক বিচারপূর্বক মীমাংসা বা বিচারের জন্য, বিধি দ্বারা, বিধান করিতে পারিবেন।

(২) (১) প্রকরণে উল্লিখিত বিষয়সমূহ নিম্নরূপ, যথা :—

(ক) কোন করের উদ্‌গ্রহণ, নির্ধারণ, সংগ্রহণ ও বলবৎকরণ;

(খ) বিদেশী মুদ্রা, বহিঃশুল্ক-সীমান্ত অতিক্রমপূর্বক আমদানি ও রপ্তানি;

(গ) শিল্প ও শ্রম সংক্রান্ত বিবাদসমূহ;

(ঘ) ৩১ক অনুচ্ছেদে যথা-সংজ্ঞার্থনিরূপিত ভূসম্পত্তির বা তৎসংক্রান্ত কোন অধিকারের রাজ্য কর্তৃক অর্জন দ্বারা অথবা ঐরূপ কোন অধিকারের বিলোপ বা সংপরিবর্তন দ্বারা অথবা কৃষিভূমির উপর সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ দ্বারা বা অন্য কোন উপায়ে ভূমি সংস্কার;

(ঙ) শহর-সম্পত্তির সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ;

(চ) ৩২৯ অনুচ্ছেদে ও ৩২৯ক অনুচ্ছেদে উল্লিখিত বিষয়সমূহ ব্যতিরেকে, সংসদের যেকোন সদনে বা কোন রাজ্যের বিধানমণ্ডলের সদনে বা যেকোন সদনে নির্বাচন;

(ছ) খাদ্যবস্তুসমূহের (ভোজ্য তৈলবীজ ও তৈল সমেত) এবং এই অনুচ্ছেদের প্রয়োজনে অন্যান্য যেরূপ পণ্য রাষ্ট্রপতি, সরকারী প্রজ্ঞাপন দ্বারা, অত্যাবশ্যক পণ্য বলিয়া ঘোষণা করিবেন সেই সকল পণ্যের উৎপাদন, সংগ্রহ, সরবরাহ ও বণ্টন এবং সেই সকল পণ্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণ;

[(জ) ভূমির মালিক এবং প্রজাগণের অধিকার, স্বত্ব এবং স্বার্থসমেত খাজনা, উহার প্রনিয়ন্ত্রণ ও নিয়ন্ত্রণ এবং প্রজাস্বত্ব সংক্রান্ত বিষয়;]

(ঝ) (ক) হইতে (জ) পর্যন্ত উপ-প্রকরণসমূহে বিনির্দিষ্ট যেকোন বিষয় সম্পর্কে বিধিবিরুদ্ধ অপরাধ এবং ঐরূপ যেকোন বিষয় সম্পর্কিত ফী ;

(ঞ) (ক) হইতে (ঝ) পর্যন্ত উপ-প্রকরণসমূহে বিনির্দিষ্ট যেকোন আনুষঙ্গিক বিষয়।

(৩) (১) প্রকরণ অনুযায়ী প্রণীত কোন বিধি—

(ক) ট্রাইবিউন্যালসমূহের ক্রমোচ্চ শ্রেণিবিভাগ স্থাপনের জন্য বিধান করিতে পারিবে ;

(খ) উক্ত প্রত্যেক ট্রাইবিউন্যাল কর্তৃক যে ক্ষেত্রাধিকার, ক্ষমতাসমূহ (অবমাননার জন্য দণ্ড প্রদানের ক্ষমতাসহ) ও প্রাধিকার প্রযুক্ত হইবে তাহা বিনির্দিষ্ট করিতে পারিবে;

(গ) ঐ সকল ট্রাইবিউন্যাল কর্তৃক অনুসরণীয় (তামাদি ও সাক্ষ্যপ্রমাণ সম্পর্কিত নিয়মাবলী সংক্রান্ত বিধানাবলী সহ) প্রক্রিয়ার জন্য ব্যবস্থা করিতে পারিবে;

(ঘ) ঐ সকল ট্রাইবিউন্যালের ক্ষেত্রাধিকারভুক্ত সকল বা যেকোন বিষয় সম্পর্কে, ১৩৬ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সুপ্রীম কোর্টের ক্ষেত্রাধিকার ভিন্ন, অন্য সকল আদালতের ক্ষেত্রাধিকার বাদ দিতে পারিবে;

(ঙ) যে মামলা ঐ ট্রাইবিউন্যাল স্থাপনের অব্যবহিত পুর্বে কোন আদালতের বা অন্য কোন প্রাধিকারীর সমক্ষে বিচারাধীন আছে এবং যাহা, যে হেতুর ভিত্তিতে ঐ সকল মোকদ্দমা বা কার্যবাহ দায়ের করা হইয়াছে সেই হেতু ঐ ট্রাইবিউন্যাল স্থাপনের পরে উদ্ভূত হইলে ঐ ট্রাইবিউন্যালের ক্ষেত্রাধিকারের অন্তর্ভুক্ত হইত, সেই মামলা ঐরূপ প্রত্যেক ট্রাইবিউন্যালের নিকট স্থানান্তরিত করিবার বিধান করিতে পারিবে;

(চ) ঐ সকল ট্রাইবিউন্যালের ফলপ্রসু কার্যসম্পাদনের জন্য, এবং তৎকর্তৃক মামলাসমূহের দ্রুত নিষ্পত্তি ও তৎসমুহের আদেশ বলবৎকরণের জন্য, যথাযোগ্য বিধানমণ্ডল যেরূপ প্রয়োজন বিবেচনা করেন, সেরূপ অনুপূরক, আনুষঙ্গিক ও অনুবর্তী বিধানাবলী (ফী সম্পর্কে বিধানসমেত) উহার অন্তর্ভুক্ত করিতে পারিবে।

(৪) এই সংবিধানের অন্য কোন বিধানে বা তৎকালে বলবৎ অন্য কোন বিধিতে যাহা কিছু আছে তৎসত্ত্বেও, এই অনুচ্ছেদের বিধানাবলী কার্যকর হইবে।

ব্যাখ্যা।—এই অনুচ্ছেদে কোন বিষয় সম্পর্কে "যথাযোগ্য বিধানমণ্ডল" বলিতে, ভাগ ১১-র বিধানাবলী অনুসারে এরূপ বিষয় সম্পর্কে বিধি প্রণয়নে ক্ষমতাসম্পন্ন, ক্ষেত্রানুযায়ী, সংসদ বা রাজ্য বিধানমণ্ডল বুঝাইবে।]

ভাগ ১৫

নির্বাচনসমূহ

নির্বাচনসমূহের অধীক্ষণ, নির্দেশন ও নিয়ন্ত্রণ একটি নির্বাচন কমিশনে বর্তাইবে।

৩২৪। (১) এই সংবিধান অনুযায়ী অনুষ্ঠিত, সংসদের ও প্রত্যেক রাজ্যের বিধানমণ্ডলের সকল নির্বাচনের জন্য নির্বাচক তালিকার প্রস্তুতি সম্পর্কে অধীক্ষণ, নির্দেশন ও নিয়ন্ত্রণ ও ঐ নির্বাচনসমূহের, এবং রাষ্ট্রপতিপদের ও উপ-রাষ্ট্রপতিপদের নির্বাচনের, চালনা একটি কমিশনে (এই সংবিধানে নির্বাচন কমিশন বলিয়া উল্লিখিত) বর্তাইবে।

(২) নির্বাচন কমিশন একজন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার ও যদি রাষ্ট্রপতি সময় সময় অন্য নির্বাচন কমিশনারগণের কোন সংখ্যা স্থির করেন, তাহাহইলে, সেই সংখ্যক অন্য নির্বাচন কমিশনারগণকে লইয়া গঠিত হইবে এবং মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের ও অন্য নির্বাচন কমিশনারগণের নিয়োগ, তৎপক্ষে সংসদ কর্তৃক প্রণীত কোন বিধির বিধানাবলীর অধীনে, রাষ্ট্রপতি কর্তৃক সম্পন্ন হইবে।

(৩) যেক্ষেত্রে অন্য কোন নির্বাচন কমিশনার ঐরূপে নিযুক্ত হন, সেক্ষেত্রে, মুখ্য নির্বাচন কমিশনার নির্বাচন কমিশনের সভাপতিরূপে কার্য করিবেন।

(৪) লোকসভার ও প্রত্যেক রাজ্যের বিধানসভার প্রত্যেক সাধারণ নির্বাচনের পূর্বে, এবং যে রাজ্যের বিধান পরিষদ আছে সেরূপ প্রত্যেক রাজ্যের ঐরূপ পরিষদের প্রথম সাধারণ নির্বাচনের পূর্বে, ও তৎপরে প্রত্যেক দ্বিবার্ষিক নির্বাচনের পূর্বে, রাষ্ট্রপতি, নির্বাচন কমিশনের সহিত পরামর্শের পর, (১) প্রকরণ দ্বারা নির্বাচন কমিশনকে অর্পিত কৃত্যসমূহ সম্পাদনে সাহায্য করিতে যেরূপ প্রয়োজন বিবেচনা করেন সেরূপ আঞ্চলিক কমিশনারসমূহও নিযুক্ত করিতে পারেন।

(৫) সংসদ কর্তৃক প্রণীত কোন বিধির বিধানাবলীর অধীনে, নির্বাচন কমিশনারগণের ও আঞ্চলিক কমিশনারগণের চাকরির শর্তাবলী ও পদধারণকাল রাষ্ট্রপতি নিয়ম দ্বারা যেরূপ নির্ধারণ করিতে পারেন সেরূপ হইবে :

তবে সুপ্রীম কোর্টের কোন বিচারপতি যে প্রণালীতে ও যে সকল হেতুতে পদ হইতে অপসারিত হইতে পারেন, তদনুরূপ প্রণালীতে ও হেতুতে ভিন্ন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার তাঁহার পদ হইতে অপসারিত হইবেন না এবং মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের নিয়োগের পরে তাঁহার চাকরির শর্তাবলী তাঁহার পক্ষে অসুবিধাজনকভাবে পরিবর্তিত হইবে না :

পরন্তু মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের সুপারিশক্রমে ব্যতীত অন্য কোন নির্বাচন কমিশনার বা কোন আঞ্চলিক কমিশনার পদ হইতে অপসারিত হইবেন না।

(৬) নির্বাচন কমিশন কর্তৃক এরূপে অনুরুদ্ধ হইলে, রাষ্ট্রপতি, অথবা কোন রাজ্যের রাজ্যপাল (১) প্রকরণ দ্বারা নির্বাচন কমিশনকে অর্পিত কৃত্যসমূহ নির্বাহ করিবার জন্য যেরূপ কর্মিবর্গ প্রয়োজন হইতে পারে তাহা নির্বাচন কমিশনের বা কোন আঞ্চলিক কমিশনারের প্রাপ্তিসাধ্য করিতে পারেন।

৩২৫। সংসদের যেকোন সদনে বা কোন রাজ্যের বিধানমণ্ডলের সদনে বা যেকোন সদনে নির্বাচনার্থে প্রত্যেক স্থানিক নির্বাচনক্ষেত্রের জন্য একটি সাধারণ নির্বাচক তালিকা থাকিবে এবং কোন ব্যক্তি কেবল ধর্ম, প্রজাতি, জাতি, লিঙ্গ বা উহাদের মধ্যে যেকোন হেতুতে ঐরূপ কোন তালিকার অন্তর্ভুক্ত হইবার জন্য অযোগ্য হইবেন না বা ঐরূপ কোন নির্বাচনক্ষেত্রের জন্য কোন বিশেষ নির্বাচক তালিকার অন্তর্ভুক্ত হইবার দাবি করিতে পারিবেন না।

ধর্ম, প্রজাতি, জাতি বা লিঙ্গের হেতুতে কোন ব্যক্তি নির্বাচক তালিকার অন্তর্ভুক্ত হইবার জন্য অযোগ্য হইবেন না বা কোন বিশেষ নির্বাচক তালিকার অন্তর্ভুক্ত হইবার দাবি করিতে পারিবেন না।

৩২৬। লোকসভার এবং প্রত্যেক রাজ্যের বিধানসভার জন্য নির্বাচন প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে হইবে; অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তি যিনি ভারতের নাগরিক এবং যে তারিখ যথাযোগ্য বিধানমণ্ডল কর্তৃক প্রণীত কোন বিধি দ্বারা বা অনুযায়ী তৎপক্ষে স্থিরীকৃত হইতে পারে সেই তারিখে যাঁহার বয়স [আঠার বৎসরের] কম নহে এবং যিনি অ-নিবাস, মানসিক বিকৃতি, অপরাধ বা ভ্রষ্ট বা অবৈধ আচরণ হেতু এই সংবিধান বা যথাযোগ্য বিধানমণ্ডল কর্তৃক প্রণীত কোন বিধি অনুযায়ী অন্যথা অযোগ্য নহেন, তিনি ঐরূপ কোন নির্বাচনে ভোটদাতারূপে রেজিস্ট্রিভুক্ত হইবার অধিকারী হইবেন।

লোকসভার এবং রাজ্যসমূহের বিধানসভার নির্বাচন প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে হইবে।

৩২৭। এই সংবিধানের বিধানাবলীর অধীনে, সংসদ সময় সময় বিধি দ্বারা সংসদের যেকোন সদনে অথবা কোন রাজ্যের বিধানমণ্ডলের সদনে বা যেকোন সদনে নির্বাচন সম্বন্ধে বা সম্পর্কে, নির্বাচক তালিকার প্রস্তুতি, নির্বাচনক্ষেত্রসমূহের পরিসীমন এবং অন্য সকল বিষয় যাহা ঐ সদন বা সদনসমূহের যথোচিত গঠন সুনিশ্চিত করিবার জন্য প্রয়োজন তৎসমেত, সকল বিষয়ে বিধান করিতে পারেন।

বিধানমণ্ডলের নির্বাচন সম্পর্কে সংসদের বিধান প্রণয়নের ক্ষমতা।

৩২৮। এই সংবিধানের বিধানাবলীর অধীনে, এবং যতদূর পর্যন্ত তৎপক্ষে সংসদ কর্তৃক বিধান প্রণীত না হয় ততদূর পর্যন্ত, কোন রাজ্যের বিধানমণ্ডল সময় সময়, বিধি দ্বারা ঐ রাজ্যের বিধানমণ্ডলের সদনে বা যেকোন সদনে নির্বাচন সম্বন্ধে বা সম্পর্কে, নির্বাচক তালিকার প্রস্তুতি এবং অন্য সকল বিষয় যাহা ঐ সদন বা সদনসমূহের যথোচিত গঠন সুনিশ্চিত করিবার জন্য প্রয়োজন তৎসমেত, সকল বিষয়ে বিধান করিতে পারেন।

কোন রাজ্যের বিধানমণ্ডলের নির্বাচন সম্পর্কে ঐ বিধানমণ্ডলের বিধান প্রণয়নের ক্ষমতা।

৩২৯। এই সংবিধানে যাহা কিছু আছে তৎসত্ত্বেও,—

নির্বাচন সংক্রান্ত বিষয়ে বিচারালয়ের হস্তক্ষেপে প্রতিবন্ধক।

(ক) নির্বাচনক্ষেত্রসমূহের পরিসীমন সম্পর্কিত অথবা ঐরূপ নির্বাচনক্ষেত্রসমূহে আসনসমূহের আবণ্টন সম্পর্কিত কোন বিধি যাহা ৩২৭ অনুচ্ছেদ বা ৩২৮ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী প্রণীত বা প্রণয়ন করিতে অভিপ্রেত তাহার সিদ্ধতা সম্বন্ধে কোন আদালতে কোন আপত্তি করা যাইবে না;

(খ) যথাযোগ্য বিধানমণ্ডল কর্তৃক প্রণীত কোন বিধি দ্বারা বা অনুযায়ী যেরূপ বিহিত হইতে পারে সেরূপ প্রাধিকারীর নিকট ও সেরূপ

প্রণালীতে উপস্থাপিত একটি নির্বাচন-আবেদনপত্রের দ্বারা ব্যতীত, সংসদের কোন সদনে নির্বাচন বা কোন রাজ্যের বিধানমণ্ডলের সদন বা যেকোন সদনে নির্বাচন সম্বন্ধে কোন আপত্তি করা যাইবে না।

৩২৯ক। [প্রধানমন্ত্রী ও অধ্যক্ষের ক্ষেত্রে সংসদে নির্বাচন সম্পর্কিত বিশেষ বিধান।] — সংবিধান (চুয়াল্লিশতম সংশোধন) আইন, ১৯৭৮, ৩৬ ধারা দ্বারা (২০.৬.১৯৭৯ হইতে কার্যকারিতাসহ) বাদ গিয়াছে।

ভাগ ১৬

কোন কোন শ্রেণী সম্বন্ধে বিশেষ বিধানাবলী

লোকসভায় তফসিলী জাতি ও তফসিলী জনজাতিসমূহের জন্য আসন সংরক্ষণ।

৩৩০। (১) লোকসভায় আসন সংরক্ষিত থাকিবে—

(ক) তফসিলী জাতিসমূহের জন্য;

(খ) আসামের স্বশাসিত জেলাসমূহের তফসিলী জনজাতি ব্যতীত অন্য তফসিলী জনজাতিসমূহের জন্য; এবং

(গ) আসামের স্বশাসিত জেলাসমূহের তফসিলী জনজাতিসমূহের জন্য।

(২) কোন রাজ্যে [বা সংঘশাসিত রাজ্যক্ষেত্রে] তফসিলী জাতিসমূহের বা তফসিলী জনজাতিসমূহের জন্য (১) প্রকরণ অনুযায়ী সংরক্ষিত আসনের সংখ্যার সহিত লোকসভায় ঐ রাজ্যকে [বা সংঘশাসিত রাজ্যক্ষেত্রকে] আবণ্টিত মোট আসনসংখ্যার যথাসম্ভব সেই অনুপাত থাকিবে যে অনুপাত ঐ রাজ্যে [বা সংঘশাসিত রাজ্যক্ষেত্রে], ক্ষেত্রানুযায়ী, তফসিলী জাতিসমূহের, অথবা ঐ রাজ্যে [বা সংঘশাসিত রাজ্যক্ষেত্রে] বা, ঐ রাজ্যের বা [সংঘশাসিত রাজ্যক্ষেত্রের] কোন ভাগে, তফসিলী জনজাতিসমূহের, যাহাদের সম্পর্কে আসন ঐরূপে সংরক্ষিত হয় তাহাদের, জনসংখ্যার সহিত ঐ রাজ্যের [বা সংঘশাসিত রাজ্যক্ষেত্রের] মোট জনসংখ্যার আছে।

[(৩) (২) প্রকরণে যাহা কিছু আছে তৎসত্ত্বেও, আসামের স্বশাসিত জেলাগুলির অভ্যন্তরস্থ তফসিলী জনজাতিসমূহের জন্য লোকসভায় সংরক্ষিত আসনসমূহের সংখ্যা, ঐ রাজ্যের জন্য আবণ্টিত মোট আসনসংখ্যার সহিত এরূপ একটি অনুপাত বহন করিবে যাহা, উক্ত স্বশাসিত জেলাগুলির অভ্যন্তরস্থ তফসিলী জনজাতিসমূহের জনসংখ্যা ঐ রাজ্যের মোট জনসংখ্যার সহিত যে অনুপাত বহন করে তদপেক্ষা ন্যূন হইবে না।]

[ব্যাখ্যা।—এই অনুচ্ছেদে এবং ৩৩২ অনুচ্ছেদে, ''জনসংখ্যা'' কথাটি পূর্ববর্তী সর্বশেষ যে জনগণনার প্রাসঙ্গিক সংখ্যাগুলি প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে নির্ণীত জনসংখ্যা বুঝাইবে :

তবে এই ব্যাখ্যায়, পূর্ববর্তী সর্বশেষ যে জনগণনার প্রাসঙ্গিক সংখ্যাগুলি প্রকাশিত হইয়াছে তাহার উল্লেখ, যে পর্যন্ত না ২০২৬ সনের পর গৃহীত প্রথম জনগণনার প্রাসঙ্গিক সংখ্যাগুলি প্রকাশিত হয় সে পর্যন্ত, ২০০১-এর জনগণনার উল্লেখ বলিয়া অর্থ করিতে হইবে।]

লোকসভায় মহিলাগণের জন্য আসনসমূহের সংরক্ষণ।

৩৩০ক। (১) লোকসভায় মহিলাগণের জন্য আসনসমূহ সংরক্ষিত হইবে।

(২) ৩৩০ অনুচ্ছেদের (২) প্রকরণ অনুযায়ী সংরক্ষিত সর্বমোট আসনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশের যথাসম্ভব নিকটতম আসন তফসিলী জাতি বা তফসিলী জনজাতি মহিলাগণের জন্য সংরক্ষিত হইবে।

(৩) লোকসভায় সরাসরি নির্বাচনের মাধ্যমে পূরণ করা হইবে এরূপ সর্বমোট আসনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশের যথাসম্ভব নিকটতম আসন (তফসিলী জাতি ও তফসিলী জনজাতি মহিলাগণের জন্য সংরক্ষিত আসনসংখ্যা সমেত) মহিলাগণের জন্য সংরক্ষিত হইবে।

লোকসভায় ইঙ্গ-ভারতীয় সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব।

৩৩১। ৮১ অনুচ্ছেদে যাহা কিছু আছে তৎসত্ত্বেও, যদি রাষ্ট্রপতির অভিমত হয় যে লোকসভায় ইঙ্গ-ভারতীয় সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব পর্যাপ্ত নহে, তাহাহইলে, তিনি ঐ সম্প্রদায়ের অনধিক দুইজন সদস্যকে লোকসভায় মনোনীত করিতে পারেন।

রাজ্যসমূহের বিধানসভাসমূহে তফসিলী জাতি ও তফসিলী জনজাতিসমূহের জন্য আসন সংরক্ষণ।

৩৩২। (১) তফসিলী জাতিসমূহের জন্য ও [আসামের স্বশাসিত জেলাসমূহের তফসিলী জনজাতিসমূহ ভিন্ন] অন্য তফসিলী জনজাতিসমূহের জন্য, *** প্রত্যেক রাজ্যের বিধানসভায় আসনসমূহ সংরক্ষিত হইবে।

(২) স্বশাসিত জেলাসমূহের জন্যও আসাম রাজ্যের বিধানসভায় আসনসমূহ সংরক্ষিত হইবে।

(৩) কোন রাজ্যে বিধানসভায় তফসিলী জাতি বা তফসিলী জনজাতির জন্য (১) প্রকরণ অনুযায়ী সংরক্ষিত আসনের সংখ্যার সহিত ঐ সভার সর্বমোট আসনসংখ্যার অনুপাত, যথাসম্ভব নিকটতমরূপে, সেই একই থাকিবে যে অনুপাত, ক্ষেত্রানুযায়ী, ঐ রাজ্যের তফসিলী জাতির অথবা ঐ রাজ্যে বা উহার কোন অংশে তফসিলী জনজাতির, যাহাদের সম্পর্কে ঐ ভাবে আসন সংরক্ষিত থাকে তাহাদের, জনসংখ্যার সহিত ঐ রাজ্যের সর্বমোট জনসংখ্যার থাকে।

[(৩ক) (৩) প্রকরণে যাহা কিছু আছে তৎসত্ত্বেও, ১৭০ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী [২০২৬] সনের পরে প্রথম জনগণনার ভিত্তিতে অরুণাচল প্রদেশ, মেঘালয়, মিজোরাম ও নাগাল্যান্ড রাজ্যসমূহের বিধানসভার আসনসংখ্যার পুনঃসমন্বয়ন কার্যকর না হওয়া পর্যন্ত, ঐরূপ কোন রাজ্যের বিধানসভায় তফসিলী জনজাতিসমূহের জন্য সংরক্ষিত আসনসমূহ হইবে,—

(ক) যদি সংবিধান (সাতান্নতম সংশোধন) আইন, ১৯৮৭ বলবৎ হইবার তারিখে ঐরূপ রাজ্যের বিদ্যমান বিধানসভার (অতঃপর এই প্রকরণে বিদ্যমান বিধানসভা বলিয়া উল্লিখিত) সকল আসন তফসিলী জনজাতির সদস্যগণ কর্তৃক ধৃত হয়, তাহাহইলে একটি ব্যতীত সকল আসন ;

(খ) অন্য যেকোন ক্ষেত্রে (উক্ত তারিখে) বিদ্যমান বিধানসভার সর্বমোট আসন সংখ্যার সহিত ঐ বিধানসভায় তফসিলী জনজাতিভুক্ত সদস্যের আসনসংখ্যার যে অনুপাত থাকে, সর্বমোট আসন সংখ্যার সহিত ঐরূপ সংখ্যক আসনের অনুপাত, তাহার কম হইবে না।]

[(৩খ) (৩) প্রকরণে যাহা কিছু আছে তৎসত্ত্বেও, ত্রিপুরা রাজ্য বিধানসভার আসন সংখ্যার, [২০২৬] সালের পর প্রথম জনগণনার ভিত্তিতে ১৭০ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী পুনর্বিন্যাস কার্যকর না হওয়া পর্যন্ত, বিধানসভায় তফসিলী জনজাতির জন্য যে আসনসমূহ সংরক্ষিত হইবে তাহা, সংবিধান (বাহাত্তরতম সংশোধন) আইন, ১৯৯২ বলবৎ হইবার তারিখে উহার বিদ্যমান বিধানসভায় সর্বমোট আসনের মধ্যে উক্ত তারিখে তফসিলী জনজাতিভুক্ত সদস্যগণের যে অনুপাতে আসন সংখ্যা থাকে, সর্বমোট আসনসংখ্যার অন্যূন সেই অনুপাতে আসন সংখ্যা থাকিবে।]

(৪) আসাম রাজ্যের বিধানসভায় কোন স্বশাসিত জেলার জন্য সংরক্ষিত আসনের সংখ্যার সহিত ঐ বিধানসভার মোট আসনসংখ্যার অনুপাত, ঐ জেলার জনসংখ্যার সহিত ঐ রাজ্যের মোট জনসংখ্যার অনুপাত অপেক্ষা কম হইবে না।

(৫) আসামের কোন স্বশাসিত জেলার জন্য সংরক্ষিত আসনসমূহের নির্বাচনক্ষেত্রসমূহে *** ঐ জেলার বহির্ভূত কোন ক্ষেত্র অন্তর্ভুক্ত হইবে না।

(৬) কোন ব্যক্তি যিনি আসাম রাজ্যের কোন স্বশাসিত জেলার কোন তফসিলী জনজাতির সদস্য নহেন, তিনি *** ঐ জেলার কোন নির্বাচনক্ষেত্র হইতে ঐ রাজ্যের বিধানসভায় নির্বাচনের জন্য যোগ্য হইবেন না :

তবে আসাম রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের জন্য বোড়োল্যান্ড স্থানিক ক্ষেত্রাধীন জেলার অন্তর্ভুক্ত তফসিলী জনজাতি ও অ-তফসিলী জনজাতিসমূহের প্রতিনিধিত্ব যাহা ঐরূপে প্রজ্ঞাপিত হইয়াছিল ও যাহা বোড়োল্যান্ড স্থানিক ক্ষেত্রাধীন জেলার গঠনের পূর্বে বিদ্যমান ছিল, তাহা বজায় থাকিবে।

রাজ্যসমূহের বিধানসভাসমূহে মহিলাগণের জন্য আসনসমূহের সংরক্ষণ।

৩৩২ক। (১) প্রত্যেক রাজ্যের বিধানসভায় মহিলাগণের জন্য আসনসমূহ সংরক্ষিত হইবে।

(২) ৩৩২ অনুচ্ছেদের (৩) প্রকরণ অনুযায়ী সংরক্ষিত সর্বমোট আসনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশের যথাসম্ভব নিকটতম আসন তফসিলী জাতি বা তফসিলী জনজাতি মহিলাগণের জন্য সংরক্ষিত হইবে।

(৩) প্রত্যেক রাজ্যের বিধানসভায় সরাসরি নির্বাচনের মাধ্যমে পূরণ করা হইবে এরূপ সর্বমোট আসনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশের যথাসম্ভব নিকটতম আসন (তফসিলী জাতি ও তফসিলী জনজাতি মহিলাগণের জন্য সংরক্ষিত আসনসংখ্যা সমেত) মহিলাগণের জন্য সংরক্ষিত হইবে।

রাজ্যসমূহের বিধানসভাসমূহে ইঙ্গ-ভারতীয় সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব।

৩৩৩। ১৭০ অনুচ্ছেদে যাহা কিছু আছে তৎসত্ত্বেও, যদি কোন রাজ্যের রাজ্যপালের *** অভিমত হয় যে ঐ রাজ্যের বিধানসভায় ইঙ্গ-ভারতীয় সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব প্রয়োজন এবং উহাতে ঐ সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব পর্যাপ্ত নহে, তাহাহইলে, তিনি [ঐ সম্প্রদায়ের একজন সদস্যকে ঐ বিধানসভায় মনোনীত করিতে পারেন]।

আসন সংরক্ষণ ও বিশেষপ্রতিনিধিত্ব নির্দিষ্ট সময়সীমার পর অবসিত হইবে।

৩৩৪। এই ভাগে পূর্ববর্তী বিধানাবলীতে যাহা কিছু আছে তৎসত্ত্বেও, এই সংবিধানের প্রারম্ভ হইতে [(ক) প্রকরণের ক্ষেত্রে আশি বৎসর এবং (খ) প্রকরণের ক্ষেত্রে সত্তর বৎসর] সময়সীমার অবসান হইলে—

(ক) লোকসভায় ও রাজ্যসমূহের বিধানসভাসমূহে তফসিলী জাতিসমূহ ও তফসিলী জনজাতিসমূহের জন্য আসন সংরক্ষণ সম্বন্ধে; এবং

(খ) লোকসভায় ও রাজ্যসমূহের বিধানসভাসমূহে মনোনয়ন দ্বারা ইঙ্গ-ভারতীয় সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব সম্বন্ধে,

এই সংবিধানের বিধানাবলী আর কার্যকর থাকিবে না :

তবে এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই লোকসভায় বা কোন রাজ্যের বিধানসভায় প্রতিনিধিত্ব প্রভাবিত করিবে না, যে পর্যন্ত না, ক্ষেত্রানুযায়ী, তৎকালে বিদ্যমান লোকসভা বা বিধানসভা ভঙ্গ হয়।

মহিলাগণের জন্য আসনসমূহের সংরক্ষণ কার্যকর হইবে।

৩৩৪ক। (১) এই ভাগ অথবা ভাগ ৮-এর পূর্বগামী বিধানে যাহা কিছু আছে তৎসত্ত্বেও, সংবিধান (একশত ছয়তম সংশোধন) আইন, ২০২৩-এর প্রারম্ভের পর কৃত প্রথম জনগণনার প্রাসঙ্গিক সংখ্যাগুলি প্রকাশিত হইবার পর এতদুদ্দেশ্যে গৃহীত পরিসীমন প্রয়োগের পর লোকসভায়, কোন রাজ্যের বিধানসভায় ও দিল্লী জাতীয় রাজধানী রাজ্যক্ষেত্রের বিধানসভায় মহিলাগণের জন্য আসনসমূহের সংরক্ষণ সম্পর্কিত সংবিধানের বিধানাবলী কার্যকর হইবে এবং ঐরূপ প্রারম্ভ হইতে পনর বৎসর সময়সীমার অবসানের পর আর উহা কার্যকর হইবে না।

(২) ২৩৯কক, ৩৩০ক এবং ৩৩২ক অনুচ্ছেদসমূহের বিধানাবলী সাপেক্ষে লোকসভায়, কোন রাজ্যের বিধানসভায় ও দিল্লী জাতীয় রাজধানী রাজ্যক্ষেত্রের বিধানসভায় মহিলাগণের জন্য সংরক্ষিত আসনসমূহ সংসদ বিধি দ্বারা যেরূপ নির্ধারণ করিবেন সেরূপ তারিখ পর্যন্ত চলিবে।

(৩) সংসদ বিধি দ্বারা যেরূপ নির্ধারণ করিবেন সেরূপ প্রতিটি পরবর্তী পরিসীমন প্রয়োগের পর লোকসভায়, কোন রাজ্যের বিধানসভায় ও দিল্লী জাতীয় রাজধানী রাজ্যক্ষেত্রের বিধানসভায় মহিলাগণের জন্য সংরক্ষিত আসনসমূহের আবর্তন কার্যকর হইবে।

(৪) ঐ সময়ে বিদ্যমান লোকসভা, কোন রাজ্যের বিধানসভা ও দিল্লী জাতীয় রাজধানী রাজ্যক্ষেত্রের বিধানসভা ভঙ্গ না হওয়া পর্যন্ত এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই লোকসভায়, কোন রাজ্যের বিধানসভায় ও দিল্লী জাতীয় রাজধানী রাজ্যক্ষেত্রের বিধানসভায় কোন প্রতিনিধিত্বকে প্রভাবিত করিবে না।

কৃত্যক ও পদসমূহে তফসিলী জাতি ও তফসিলী জনজাতিসমূহের দাবি।

৩৩৫। সংঘের বা কোন রাজ্যের কার্যাবলী সংক্রান্ত কৃত্যক ও পদসমূহে নিয়োগে, প্রশাসনের কার্যকুশলতা রক্ষণের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া, তফসিলী জাতি ও তফসিলী জনজাতিসমূহের সদস্যগণের দাবি বিবেচনা করিতে হইবে :

[তবে এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই কোন পরীক্ষায় যোগ্যতানির্ণায়ক নম্বর শিথিল করিবার জন্য বা মূল্যায়নের মান নিম্নতর করিবার জন্য, সংঘের বা কোন রাজ্যের কার্যাবলী সম্পর্কিত কোন শ্রেণীর বা শ্রেণীসমূহের কৃত্যক ও পদসমূহে পদোন্নতি বিষয়ে সংরক্ষণের জন্য তফসিলী জাতি ও তফসিলী জনজাতির সদস্যগণের অনুকূলে কোন বিধান প্রণয়নের ক্ষেত্রে নিবারিত করিবে না।]

কোন কোন কৃত্যকে ইঙ্গ-ভারতীয় সম্প্রদায়ের জন্য বিশেষ বিধান।

৩৩৬। (১) ১৫ই আগস্ট, ১৯৪৭ তারিখের অব্যবহিত পূর্বে রেলপথ, বহিঃশুল্ক, ডাক ও তার কৃত্যকসমূহে ইঙ্গ-ভারতীয় সম্প্রদায়ের সদস্যগণের নিয়োগ যে ভিত্তিতে হইত, এই সংবিধানের প্রারম্ভের পর প্রথম দুই বৎসর ঐ একই ভিত্তিতে হইবে।

পরবর্তী প্রত্যেক দুই বৎসর সময়সীমার মধ্যে, উক্ত কৃত্যকসমূহে উক্ত সম্প্রদায়ের সদস্যগণের জন্য সংরক্ষিত পদের সংখ্যা, অব্যবহিত পূর্ববর্তী দুই বৎসর সময়সীমার মধ্যে ঐরূপে সংরক্ষিত পদের যে সংখ্যা ছিল, তদপেক্ষা শতকরা দশ ভাগের যথাসম্ভব নিকটতমরূপে কম হইবে :

তবে এই সংবিধানের প্রারম্ভ হইতে দশ বৎসর অন্তে, ঐ সকল সংরক্ষণ আর থাকিবে না।

(২) (১) প্রকরণের কোন কিছুই ইঙ্গ-ভারতীয় সম্প্রদায়ের সদস্যগণের পক্ষে ঐ প্রকরণ অনুযায়ী ঐ সম্প্রদায়ের জন্য সংরক্ষিত পদসমূহ ভিন্ন অন্য পদে বা তদতিরিক্ত কোন পদে নিয়োগে প্রতিবন্ধক হইবে না, যদি ঐরূপ সদস্যগণ অন্য সম্প্রদায়সমূহের সদস্যগণের তুলনায় গুণানুসারে নিয়োগের জন্য যোগ্যতাসম্পন্ন বলিয়া প্রতিপন্ন হন।

ইঙ্গ-ভারতীয় সম্প্রদায়ের হিতার্থে শিক্ষা-অনুদান সম্পর্কে বিশেষ বিধান।

৩৩৭। একত্রিশে মার্চ, ১৯৪৮ তারিখে যে বিত্ত বৎসর শেষ হইয়াছে সেই বৎসরে ইঙ্গ-ভারতীয় সম্প্রদায়ের হিতার্থে শিক্ষা সম্পর্কে কোন অনুদান করা হইয়া থাকিলে, ঐ একই অনুদান সংঘ কর্তৃক এবং প্রত্যেক রাজ্য কর্তৃক এই সংবিধানের প্রারম্ভের পর তিন বিত্ত বৎসর ধরিয়া কৃত হইবে।

যে অনুদান অব্যবহিত পূর্ববর্তী তিন বৎসর সময়সীমার জন্য ছিল, পরবর্তী প্রত্যেক তিন বৎসর সময়সীমার মধ্যে তাহা তদপেক্ষা দশ শতাংশ কম হইতে পারে :

তবে এই সংবিধানের প্রারম্ভ হইতে দশ বৎসর অন্তে ঐরূপ অনুদান, যতদূর পর্যন্ত উহা ইঙ্গ-ভারতীয় সম্প্রদায়ের পক্ষে কোন বিশেষ সুবিধা ততদূর পর্যন্ত, আর থাকিবে না :

পরন্তু কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এই অনুচ্ছেদ অনুযায়ী কোন অনুদান পাইবার অধিকারী হইবে না, যদি না উহাতে বার্ষিক প্রবেশের অন্ততঃপক্ষে শতকরা চল্লিশ ভাগ ইঙ্গ-ভারতীয় সম্প্রদায় ভিন্ন অন্য সম্প্রদায়ের সদস্যগণের প্রাপ্তিসাধ্য করা হয়।

ভাগ ১৬—কোন কোন শ্রেণী সম্বন্ধে বিশেষ বিধানাবলী—অনুচ্ছেদ ৩৩৮

[তফসিলী জাতিসমূহের জন্য জাতীয় কমিশন।]

৩৩৮। [(১) তফসিলী জাতিসমূহের জন্য একটি কমিশন থাকিবে যাহা তফসিলী জাতিসমূহের জন্য জাতীয় কমিশনরূপে পরিচিত হইবে।

(২) সংসদ কর্তৃক এতৎপক্ষে প্রণীত কোন বিধির বিধানাবলী সাপেক্ষে কমিশন একজন চেয়ারপার্সন, উপ-চেয়ারপার্সন এবং তিনজন অন্য সদস্য লইয়া গঠিত হইবে এবং ঐরূপে নিযুক্ত চেয়ারপার্সন, উপ-চেয়ারপার্সন ও অন্য সদস্যগণের চাকরির শর্তাবলী ও পদধারণকাল, রাষ্ট্রপতি নিয়ম দ্বারা যেরূপ নির্ধারণ করিবেন সেরূপ হইবে।]

(৩) কমিশনের চেয়ারপার্সন, উপ-চেয়ারপার্সন ও অন্যান্য সদস্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক তাঁহার স্বাক্ষরিত ও মুদ্রাঙ্কিত অধিপত্র দ্বারা নিযুক্ত হইবেন।

(৪) কমিশনের স্বীয় কার্যপ্রণালী প্রনিয়ন্ত্রিত করিবার ক্ষমতা থাকিবে।

(৫) কমিশনের কর্তব্য হইবে—

(ক) এই সংবিধান, বা তৎকালে বলবৎ অন্য কোন বিধি বা সরকারী কোন আদেশ অনুযায়ী তফসিলী জাতিসমূহের জন্য ব্যবস্থিত রক্ষাবন্ধসমূহের সহিত সম্পর্কিত সকল বিষয়ে তদন্ত ও নজরদারি করা, এবং ঐরূপ রক্ষাবন্ধসমূহের কার্যের মূল্যায়ন করা;

(খ) তফসিলী জাতিসমূহের অধিকার ও রক্ষাবন্ধসমূহের বঞ্চনা সম্পর্কে বিনির্দিষ্ট অভিযোগের অনুসন্ধান করা;

(গ) তফসিলী জাতিসমূহের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করা ও তদ্বিষয়ে পরামর্শ দেওয়া, এবং সংঘ ও কোনও রাজ্যের অধীনে তাঁহাদের উন্নয়নের অগ্রগতির মূল্যায়ন করা;

(ঘ) বৎসরে একবার করিয়া এবং কমিশন যেরূপ উপযুক্ত গণ্য করিবেন সেরূপ অন্যান্য সময়ে ঐরূপ রক্ষাবন্ধসমূহের কার্য সম্পর্কে রাষ্ট্রপতির নিকট প্রতিবেদন পেশ করা;

(ঙ) ঐসকল রক্ষাবন্ধের কার্যকর রূপায়ণের জন্য সংঘ বা কোনও রাজ্যের যে সকল উপায় অবলম্বন করা উচিত, এবং তফসিলী জাতিসমূহের সুরক্ষা, কল্যাণ ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য অন্যান্য যেসকল উপায় অবলম্বন করা উচিত তৎসম্পর্কে ঐ প্রতিবেদনসমূহে সুপারিশ করা; এবং

(চ) সংসদ কর্তৃক প্রণীত কোন বিধির বিধানাবলী সাপেক্ষে, রাষ্ট্রপতি নিয়ম দ্বারা যেরূপ বিনির্দিষ্ট করিবেন তফসিলী জাতিসমূহের সুরক্ষা, কল্যাণ ও উন্নয়ন এবং প্রগতি সম্বন্ধে সেরূপ অন্যান্য কৃত্য নির্বাহ করা।

(৬) রাষ্ট্রপতি ঐরূপ সকল প্রতিবেদন এবং তৎসহ, সংঘ সম্পর্কিত সুপারিশসমূহ সম্বন্ধে যে ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে বা অবলম্বনের প্রস্তাব করা হইয়াছে তাহার, এবং ঐরূপ সুপারিশসমূহের কোনটি গৃহীত না হইয়া থাকিলে উহার কারণসমূহ ব্যাখ্যা করিয়া একটি স্মারকলিপি সংসদের প্রত্যেক সদনের সমক্ষে স্থাপিত করাইবেন।

(৭) যেক্ষেত্রে ঐরূপ কোন প্রতিবেদন বা উহার কোন অংশ এরূপ কোন বিষয়ের সম্বন্ধে হয় যাহার সহিত কোন রাজ্য সরকার সংশ্লিষ্ট থাকে, সেক্ষেত্রে, ঐরূপ প্রতিবেদনের একটি প্রতিলিপি ঐ রাজ্যের রাজ্যপালের নিকট প্রেরিত হইবে, যিনি উহা এবং ঐ রাজ্য সম্পর্কিত সুপারিশসমূহ বিষয়ে অবলম্বিত বা অবলম্বনের জন্য প্রস্তাবিত ব্যবস্থা এবং ঐরূপ সুপারিশসমূহের কোনটি গৃহীত না হইয়া থাকিলে উহার কারণসমূহ ব্যাখ্যা করিয়া একটি স্মারকলিপি রাজ্যের বিধানমণ্ডলের সমক্ষে স্থাপিত করাইবেন।

(৮) কমিশনের, (৫) প্রকরণের (ক) উপ-প্রকরণে উল্লিখিত কোন বিষয়ের তদন্ত করিবার কালে অথবা (খ) উপ-প্রকরণে উল্লিখিত কোন অভিযোগ সম্পর্কে অনুসন্ধান করিবার কালে, বিশেষতঃ নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ সম্পর্কে, কোন মোকদ্দমার বিচারকারী দেওয়ানী আদালতের সকল ক্ষমতা থাকিবে, যথা :-

(ক) কোন ব্যক্তিকে সমন করা এবং ভারতের যেকোন অংশ হইতে তাঁহার উপস্থিতি বলবৎ করা ও তাঁহাকে শপথপূর্বক জেরা করা;

(খ) কোন দস্তাবেজ প্রকটন এবং উহার উপস্থাপন অনুজ্ঞাত করা;

(গ) শপথপত্রের ভিত্তিতে সাক্ষ্য গ্রহণ করা;

(ঘ) কোন আদালত বা করণ হইতে কোন সরকারী অভিলেখ বা উহার প্রতিলিপি অধিযাচন করা;

(ঙ) সাক্ষীগণকে জেরা ও দস্তাবেজসমূহের পরীক্ষার জন্য কমিশন নিয়োগ করা;

(চ) এরূপ অন্য কোন বিষয় যাহা রাষ্ট্রপতি নিয়মের দ্বারা নির্ধারণ করিবেন।

(৯) সংঘ এবং প্রত্যেক রাজ্য সরকার, তফসিলী জাতিকে প্রভাবিত করিতে পারে এরূপ সকল প্রধান নীতিগত বিষয়ে কমিশনের সহিত পরামর্শ করিবেন।

(১০) এই অনুচ্ছেদে তফসিলী জাতিসমূহের উল্লেখ ইঙ্গ-ভারতীয় সম্প্রদায়ের উল্লেখ অন্তর্ভুক্ত করে বলিয়া অর্থ করিতে হইবে।

তফসিলী জনজাতিসমূহের জন্য জাতীয় কমিশন।

[৩৩৮ক। (১) তফসিলী জনজাতিসমূহের জন্য একটি কমিশন থাকিবে যাহা তফসিলী জনজাতিসমূহের জন্য জাতীয় কমিশনরূপে পরিচিত হইবে।

(২) সংসদ কর্তৃক এতৎপক্ষে প্রণীত কোন বিধির বিধানাবলী সাপেক্ষে, কমিশন একজন চেয়ারপার্সন, উপ-চেয়ারপার্সন এবং তিনজন অন্য সদস্য লইয়া গঠিত হইবে এবং ঐরূপে নিযুক্ত চেয়ারপার্সন, ও উপ-চেয়ারপার্সন ও অন্য সদস্যগণের চাকরির শর্তাবলী ও পদধারণকাল রাষ্ট্রপতি নিয়ম দ্বারা যেরূপ নির্ধারণ করিবেন সেরূপ হইবে।

(৩) কমিশনের চেয়ারপার্সন, উপ-চেয়ারপার্সন ও অন্যান্য সদস্য, রাষ্ট্রপতি কর্তৃক তাঁহার স্বাক্ষরিত ও মুদ্রাঙ্কিত অধিপত্র দ্বারা নিযুক্ত হইবেন।

(৪) কমিশনের, স্বীয় কার্যপ্রণালী প্রনিয়ন্ত্রণ করিবার ক্ষমতা থাকিবে।

(৫) কমিশনের কর্তব্য হইবে—

(ক) এই সংবিধান, বা তৎসময়ে বলবৎ অন্য কোন বিধি অনুযায়ী বা সরকারের কোন আদেশ অনুযায়ী তফসিলী জনজাতিসমূহের জন্য ব্যবস্থিত রক্ষাবন্ধসমূহের সহিত সম্পর্কিত সকল বিষয়ের তদন্ত ও নজরদারি করা এবং ঐরূপ রক্ষাবন্ধসমূহের কার্যের মূল্যায়ন করা;

(খ) তফসিলী জনজাতিসমূহের অধিকার ও রক্ষাবন্ধসমূহের বঞ্চনা সম্পর্কে বিনির্দিষ্ট অভিযোগের অনুসন্ধান করা;

(গ) তফসিলী জনজাতিসমূহের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করা ও তদ্বিষয়ে পরামর্শ দেওয়া এবং সংঘ ও কোন রাজ্যের অধীনে তাঁহাদের উন্নয়নের অগ্রগতির মূল্যায়ন করা;

(ঘ) বৎসরে একবার করিয়া এবং কমিশন যেরূপ উপযুক্ত গণ্য করিবেন সেরূপ অন্যান্য সময়ে ঐরূপ রক্ষাবন্ধসমূহের কার্য সম্পর্কে রাষ্ট্রপতির নিকট প্রতিবেদন পেশ করা;

(ঙ) ঐ সকল রক্ষাবন্ধের কার্যকর রূপায়ণের জন্য সংঘ বা কোনও রাজ্যের যে সকল উপায় অবলম্বন করা উচিত, এবং তফসিলী জনজাতিসমূহের সুরক্ষা, কল্যাণ ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য অন্যান্য যে উপায় অবলম্বন করা উচিত তৎসম্পর্কে ঐ প্রতিবেদনসমূহে সুপারিশ করা; এবং

(চ) সংসদ কর্তৃক প্রণীত বিধির বিধানাবলী সাপেক্ষে, রাষ্ট্রপতি, নিয়ম দ্বারা যেরূপ বিনির্দিষ্ট করিবেন তফসিলী জনজাতিসমূহের সুরক্ষা, কল্যাণ, উন্নয়ন ও প্রগতি সম্পর্কে সেরূপ অন্যান্য কৃত্য নির্বাহ করা।

(৬) রাষ্ট্রপতি ঐরূপে সকল প্রতিবেদন, এবং তৎসহ সংঘ সম্পর্কিত সুপারিশসমূহ সম্বন্ধে যে ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে বা অবলম্বনের প্রস্তাব করা হইয়াছে তাহার, এবং ঐরূপ সুপারিশসমূহের কোনটি গৃহীত না হইয়া থাকিলে উহার কারণসমূহ ব্যাখ্যা করিয়া একটি স্মারকলিপি সংসদের প্রত্যেক সদনের সমক্ষে স্থাপিত করাইবেন।

(৭) যেক্ষেত্রে ঐরূপ কোন প্রতিবেদন বা উহার কোন অংশ এরূপ কোন বিষয় সম্বন্ধে হয় যাহার সহিত কোন রাজ্য সরকার সংশ্লিষ্ট থাকে, সেক্ষেত্রে, ঐরূপ প্রতিবেদনের প্রতিলিপি রাজ্যের রাজ্যপালের নিকট প্রেরিত হইবে, যিনি উহা এবং ঐ রাজ্য সম্পর্কিত সুপারিশসমূহ বিষয়ে অবলম্বিত বা অবলম্বনের জন্য প্রস্তাবিত ব্যবস্থা এবং ঐরূপ সুপারিশসমূহের কোনটি গৃহীত না হইয়া থাকিলে উহার কারণসমূহ ব্যাখ্যা করিয়া একটি স্মারকলিপি রাজ্যের বিধানমণ্ডলের সমক্ষে স্থাপিত করাইবেন।

(৮) কমিশনের, (৫) প্রকরণের (ক) উপ-প্রকরণে উল্লিখিত কোন বিষয়ের তদন্তকালে বা (খ) উপ-প্রকরণে উল্লিখিত কোন অভিযোগের অনুসন্ধানকালে, কোন মোকদ্দমা বিচারকারী দেওয়ানী আদালতের, বিশেষতঃ নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ সম্পর্কে, সকল ক্ষমতা থাকিবে, যথা: —

(ক) কোন ব্যক্তিকে সমন করা ও ভারতের যেকোন অংশ হইতে তাঁহার উপস্থিতি বলবৎ করা এবং তাঁহাকে শপথপূর্বক জেরা করা;

(খ) কোন দস্তাবেজের প্রকটন ও উহার উপস্থাপন অনুজ্ঞাত করা;

(গ) শপথপত্রের ভিত্তিতে সাক্ষ্য গ্রহণ করা;

(ঘ) কোন আদালত বা করণ হইতে কোন সরকারী অভিলেখ বা উহার প্রতিলিপি অধিযাচন করা;

(ঙ) সাক্ষীগণকে জেরা এবং দস্তাবেজসমূহের পরীক্ষার জন্য কমিশন নিয়োগ করা;

(চ) এরূপ অন্য কোন বিষয় যাহা রাষ্ট্রপতি নিয়মের দ্বারা নির্ধারণ করিবেন।

(৯) সংঘ এবং প্রত্যেক রাজ্য সরকার তফসিলী জনজাতিসমূহকে প্রভাবিত করে এরূপ সকল প্রধান নীতিগত বিষয়ে কমিশনের সহিত পরামর্শ করিবেন।]

[**৩৩৮খ।** (১) সামাজিক ও শিক্ষাগতভাবে অনগ্রসর শ্রেণীসমূহের জন্য একটি কমিশন থাকিবে যাহা অনগ্রসর শ্রেণীসমূহের জন্য জাতীয় কমিশনরূপে পরিচিত হইবে। অনগ্রসর শ্রেণীসমূহের জন্য জাতীয় কমিশন।

(২) সংসদ কর্তৃক এতৎপক্ষে প্রণীত কোন বিধির বিধানাবলী সাপেক্ষে, কমিশন একজন চেয়ারপার্সন, উপ-চেয়ারপার্সন এবং তিনজন অন্য সদস্যকে লইয়া গঠিত

হইবে এবং ঐরূপে নিযুক্ত চেয়ারপার্সন, উপ-চেয়ারপার্সন ও অন্য সদস্যগণের চাকরির শর্তাবলী ও পদধারণকাল রাষ্ট্রপতি নিয়ম দ্বারা যেরূপ নির্ধারণ করিবেন সেরূপ হইবে।

(৩) কমিশনের চেয়ারপার্সন, উপ-চেয়ারপার্সন ও অন্যান্য সদস্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক, তাঁহার স্বাক্ষরিত ও মুদ্রাঙ্কিত অধিপত্র দ্বারা নিযুক্ত হইবেন।

(৪) কমিশনের, স্বীয় কার্যপ্রণালী নিয়ন্ত্রণ করিবার ক্ষমতা থাকিবে।

(৫) কমিশনের কর্তব্য হইবে—

(ক) এই সংবিধান, বা তৎসময়ে বলবৎ অন্য কোন বিধি বা সরকারী কোন আদেশ অনুযায়ী সামাজিক ও শিক্ষাগতভাবে অনগ্রসর শ্রেণীসমূহের জন্য ব্যবস্থিত রক্ষাবন্ধসমূহের সহিত সম্পর্কিত সকল বিষয়ে তদন্ত ও নজরদারি করা এবং ঐরূপ রক্ষাবন্ধসমূহের কার্যের মূল্যায়ন করা;

(খ) সামাজিক ও শিক্ষাগতভাবে অনগ্রসর শ্রেণীসমূহের অধিকার ও রক্ষাবন্ধসমূহের বঞ্চনা সম্পর্কে বিনির্দিষ্ট অভিযোগের অনুসন্ধান করা;

(গ) সামাজিক ও শিক্ষাগতভাবে অনগ্রসর শ্রেণীসমূহের আর্থ- সামাজিক উন্নয়নে অংশগ্রহণ করা ও তদ্বিষয়ে পরামর্শ দেওয়া এবং সংঘ ও কোন রাজ্যের অধীনে তাঁহাদের উন্নয়নের অগ্রগতির মূল্যায়ন করা;

(ঘ) বৎসরে একবার করিয়া এবং কমিশন যেরূপ উপযুক্ত গণ্য করিবেন সেরূপ অন্যান্য সময়ে ঐরূপ রক্ষাবন্ধসমূহের কাজকর্ম সম্পর্কে রাষ্ট্রপতির নিকট প্রতিবেদন পেশ করা;

(ঙ) ঐ সকল রক্ষাবন্ধের কার্যকর রূপায়ণের জন্য সংঘ বা কোন রাজ্যের যে সকল উপায় অবলম্বন করা উচিত এবং সামাজিক ও শিক্ষাগতভাবে অনগ্রসর শ্রেণীসমূহের সুরক্ষা, কল্যাণ ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য অন্যান্য যে উপায় অবলম্বন করা উচিত তৎসম্পর্কে ঐ প্রতিবেদনসমূহে সুপারিশ করা; এবং

(চ) রাষ্ট্রপতি, সংসদ কর্তৃক প্রণীত কোন বিধির বিধানাবলী সাপেক্ষে, নিয়ম দ্বারা যেরূপ বিনির্দিষ্ট করিবেন, সামাজিক ও শিক্ষাগতভাবে অনগ্রসর শ্রেণীসমূহের সুরক্ষা, কল্যাণ ও উন্নয়ন এবং প্রগতি সম্পর্কে সেরূপ অন্যান্য কৃত্য সম্পাদন করা।

(৬) রাষ্ট্রপতি ঐরূপ সকল প্রতিবেদন, এবং তৎসহ সংঘ সম্পর্কিত সুপারিশসমূহ সম্বন্ধে যে ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে অথবা অবলম্বনের প্রস্তাব করা হইয়াছে

তাহার, এবং ঐরূপ সুপারিশসমূহের কোনটি গৃহীত না হইয়া থাকিলে উহার কারণসমূহ ব্যাখ্যা করিয়া একটি স্মারকলিপি সংসদের প্রত্যেক সদনের সমক্ষে স্থাপিত করাইবেন।

(৭) যেক্ষেত্রে ঐরূপ কোন প্রতিবেদন বা উহার কোন অংশ এরূপ কোন বিষয়ের সম্বন্ধে হয় যাহার সহিত কোন রাজ্য সরকার সংশ্লিষ্ট থাকে, সেক্ষেত্রে, ঐরূপ প্রতিবেদনের একটি প্রতিলিপি ঐ রাজ্য সরকারের নিকট প্রেরিত হইবে, যিনি উহা এবং ঐ রাজ্য সম্পর্কিত সুপারিশসমূহ বিষয়ে অবলম্বিত বা অবলম্বনের জন্য প্রস্তাবিত ব্যবস্থা এবং ঐ সুপারিশসমূহের কোনটি গৃহীত না হইয়া থাকিলে উহার কারণসমূহ ব্যাখ্যা করিয়া একটি স্মারকলিপি ঐ রাজ্য বিধানমণ্ডলের সমক্ষে স্থাপিত করাইবেন।

(৮) কমিশনের, (৫) প্রকরণের (ক) উপ-প্রকরণে উল্লিখিত কোন বিষয়ে তদন্ত করিবার কালে অথবা (খ) উপ-প্রকরণে উল্লিখিত কোন অভিযোগ সম্পর্কে অনুসন্ধান করিবার কালে বিশেষতঃ নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ সম্পর্কে, এরূপ সকল ক্ষমতা থাকিবে যেরূপ মামলার বিচারকালে কোন দেওয়ানী আদালতের থাকে, অর্থাৎ:—

(ক) কোন ব্যক্তিকে সমন করা এবং ভারতের যেকোন অংশ হইতে তাঁহার উপস্থিতি বলবৎ করা ও শপথের ভিত্তিতে তাঁহাকে জেরা করা;

(খ) কোন দস্তাবেজের প্রকটন ও উহার উপস্থাপন অনুজ্ঞাত করা;

(গ) শপথপত্রের ভিত্তিতে সাক্ষ্য গ্রহণ করা ;

(ঘ) কোন আদালত বা করণ হইতে কোন সরকারী অভিলেখ বা উহার প্রতিলিপি অধিযাচন করা;

(ঙ) সাক্ষীগণকে জেরা এবং দস্তাবেজসমূহের পরীক্ষার জন্য কমিশন নিয়োগ করা;

(চ) এরূপ অন্য কোন বিষয় যাহা রাষ্ট্রপতি নিয়মের দ্বারা নির্ধারণ করিবেন।

(৯) সংঘ এবং প্রত্যেক রাজ্য সরকার সামাজিক ও শিক্ষাগতভাবে অনগ্রসর শ্রেণীসমূহকে প্রভাবিত করে এরূপ সকল প্রধান নীতিগত বিষয়ে কমিশনের সহিত পরামর্শ করিবেন :]

[তবে এই প্রকরণের কোন কিছুই ৩৪২ক অনুচ্ছেদের (৩) প্রকরণের প্রয়োজনে প্রযোজ্য হইবে না।]

তফসিলী ক্ষেত্রসমূহের প্রশাসন এবং তফসিলী জনজাতিসমূহের কল্যাণ বিষয়ে সংঘের নিয়ন্ত্রণ।

৩৩৯। (১) রাজ্যে তফসিলী ক্ষেত্রসমূহের প্রশাসন এবং তফসিলী জনজাতিসমূহের কল্যাণ বিষয়ে প্রতিবেদন করিবার জন্য রাষ্ট্রপতি, আদেশ দ্বারা, যেকোন সময় একটি কমিশন নিযুক্ত করিতে পারেন এবং এই সংবিধানের প্রারম্ভ হইতে দশ বৎসরের অবসান হইলে তিনি ঐরূপ একটি কমিশন নিযুক্ত করিবেন।

ঐ আদেশ কমিশনের গঠন, ক্ষমতাসমূহ এবং প্রক্রিয়া নিরূপণ করিতে পারে, এবং রাষ্ট্রপতি যেরূপ প্রয়োজন বা বাঞ্ছনীয় বলিয়া বিবেচনা করেন সেরূপ আনুষঙ্গিক বা সহায়ক বিধানাবলী উহাতে থাকিতে পারে।

(২) সংঘের নির্বাহিক ক্ষমতা [কোন রাজ্যকে] এরূপ প্রকল্পসমূহ প্রস্তুতকরণ ও নিষ্পাদন সম্পর্কে নির্দেশ দেওয়া পর্যন্ত প্রসারিত হইবে যাহা ঐ রাজ্যের তফসিলী জনজাতিসমূহের কল্যাণে অত্যাবশ্যক বলিয়া ঐ নির্দেশে বিনির্দিষ্ট হয়।

অনগ্রসর শ্রেণীসমূহের অবস্থা সম্বন্ধে তদন্ত করিবার জন্য কমিশন নিয়োগ।

৩৪০। (১) ভারতের রাজ্যক্ষেত্রের অভ্যন্তরে সামাজিক এবং শিক্ষা বিষয়ে অনগ্রসর শ্রেণীসমূহের অবস্থা সম্পর্কে এবং তাঁহাদের যে অসুবিধা সহ্য করিতে হয় তৎসম্বন্ধে তদন্ত করিবার জন্য এবং ঐরূপ অসুবিধা দূরীকরণার্থ ও তাঁহাদের অবস্থার উন্নতিসাধনার্থ সংঘ অথবা কোন রাজ্যকে যে ব্যবস্থাসমূহ অবলম্বন করিতে হইবে এবং সংঘ বা কোন রাজ্যকে ঐ উদ্দেশ্যে যে অনুদান প্রদান করিতে হইবে এবং যে শর্তাধীনে ঐরূপ অনুদান প্রদান করিতে হইবে তৎসম্বন্ধে সুপারিশ করিবার জন্য রাষ্ট্রপতি, আদেশ দ্বারা, যেরূপ উপযুক্ত মনে করেন সেরূপ ব্যক্তিগণকে লইয়া একটি কমিশন নিযুক্ত করিতে পারেন, এবং যে আদেশ ঐরূপ কমিশন নিয়োগ করিবে তাহা কমিশন কর্তৃক অনুসরণীয় প্রক্রিয়া নিরূপণ করিবে।

(২) ঐরূপে নিযুক্ত কোন কমিশন তাঁহাদের নিকট প্রেষিত বিষয়সমূহ সম্পর্কে তদন্ত করিবেন এবং তাঁহারা যে তথ্যসমূহ পাইয়াছেন তাহা প্রদর্শিত করিয়া এবং তাঁহারা যেরূপ উচিত বলিয়া মনে করেন সেরূপ সুপারিশ করিয়া রাষ্ট্রপতির নিকট একটি প্রতিবেদন উপস্থাপিত করিবেন।

(৩) রাষ্ট্রপতি ঐরূপে উপস্থাপিত প্রতিবেদনের একটি প্রতিলিপি ও তৎসহ তদুপরি যে ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে তাহার ব্যাখ্যা করিয়া একটি স্মারকলিপি, সংসদের প্রত্যেক সদনের সমক্ষে স্থাপিত করাইবেন।

তফসিলী জাতিসমূহ।

৩৪১। (১) [কোন রাজ্য [বা সংঘশাসিত রাজ্যক্ষেত্র] সম্পর্কে, এবং *** কোন রাজ্যের স্থলে, উহার রাজ্যপালের *** সহিত পরামর্শের পর,] রাষ্ট্রপতি, সরকারী প্রজ্ঞাপন দ্বারা, যে জাতি, প্রজাতি বা জনজাতিসমূহ অথবা জাতি, প্রজাতি বা জনজাতিসমূহের যে ভাগসমূহ বা উহাদের অন্তর্গত যে গোষ্ঠীসমূহ এই সংবিধানের প্রয়োজনে, ক্ষেত্রানুযায়ী, ঐ রাজ্য [বা ঐ সংঘশাসিত রাজ্যক্ষেত্র] সম্বন্ধে তফসিলী জাতিসমূহ বলিয়া গণ্য হইবে, তাহা বিনির্দিষ্ট করিতে পারেন।

(২) সংসদ, বিধি দ্বারা, কোন জাতি, প্রজাতি বা জনজাতিকে অথবা কোন জাতি, প্রজাতি বা জনজাতির কোন ভাগকে বা উহাদের অন্তর্গত কোন গোষ্ঠীকে (১) প্রকরণ অনুযায়ী প্রচারিত কোন প্রজ্ঞাপনে বিনির্দিষ্ট তফসিলী জাতিসমূহের সূচীর

অন্তর্ভুক্ত করিতে বা ঐ সূচী হইতে বাদ দিতে পারেন, কিন্তু পূর্বোক্ত প্রকারে ভিন্ন, উক্ত প্রকরণ অনুযায়ী প্রচারিত কোন প্রজ্ঞাপন পরবর্তী কোন প্রজ্ঞাপন দ্বারা পরিবর্তিত হইবে না ।

তফসিলী জনজাতিসমূহ।

৩৪২। (১) [কোন রাজ্য [বা সংঘশাসিত রাজ্যক্ষেত্র] সম্পর্কে, এবং *** কোন রাজ্যের স্থলে, উহার রাজ্যপালের *** সহিত পরামর্শের পর,] রাষ্ট্রপতি, সরকারী প্রজ্ঞাপন দ্বারা, যে জনজাতি বা জনজাতীয় সম্প্রদায়সমূহ অথবা জনজাতি বা জনজাতীয় সম্প্রদায়সমূহের যে ভাগসমূহ বা উহাদের অন্তর্গত যে গোষ্ঠীসমূহ এই সংবিধানের প্রয়োজনে, ক্ষেত্রানুযায়ী, ঐ রাজ্য [বা ঐ সংঘশাসিত রাজ্যক্ষেত্র] সম্বন্ধে তফসিলী জনজাতিসমূহ বলিয়া গণ্য হইবে, তাহা বিনির্দিষ্ট করিতে পারেন।

(২) সংসদ, বিধি দ্বারা, কোন জনজাতি বা জনজাতীয় সম্প্রদায়কে অথবা কোন জনজাতি বা জনজাতীয় সম্প্রদায়ের কোন ভাগকে বা উহার অন্তর্গত গোষ্ঠীকে (১) প্রকরণ অনুযায়ী প্রচারিত কোন প্রজ্ঞাপনে বিনির্দিষ্ট তফসিলী জনজাতিসমূহের সূচীর অন্তর্ভুক্ত করিতে বা ঐ সূচী হইতে বাদ দিতে পারেন, কিন্তু পূর্বোক্ত প্রকারে ভিন্ন, উক্ত প্রকরণ অনুযায়ী প্রচারিত কোন প্রজ্ঞাপন পরবর্তী কোন প্রজ্ঞাপন দ্বারা পরিবর্তিত হইবে না।

সামাজিক ও শিক্ষাগতভাবে অনগ্রসর শ্রেণীসমূহ।

৩৪২ক। (১) রাষ্ট্রপতি, কোন রাজ্য বা সংঘশাসিত রাজ্য সম্পর্কে এবং কোন রাজ্যের ক্ষেত্রে, উহার রাজ্যপালের সহিত পরামর্শক্রমে সরকারী প্রজ্ঞাপন দ্বারা, কেন্দ্রীয় সূচীতে সামাজিক ও শিক্ষাগতভাবে এরূপ অনগ্রসর শ্রেণীসমূহকে বিনির্দিষ্ট করিতে পারিবেন যাঁহারা কেন্দ্রীয় সরকারের প্রয়োজনে, ক্ষেত্রানুযায়ী, ঐ রাজ্য বা সংঘশাসিত রাজ্যক্ষেত্রের সম্বন্ধে সামাজিক ও শিক্ষাগতভাবে অনগ্রসর শ্রেণীসমূহ বলিয়া গণ্য হইবে।

(২) সংসদ, বিধি দ্বারা, সামাজিক ও শিক্ষাগতভাবে অনগ্রসর কোন শ্রেণীকে (১) উপধারা অনুযায়ী জারিকৃত কোন প্রজ্ঞাপনে বিনির্দিষ্ট সামাজিক ও শিক্ষাগতভাবে অনগ্রসর শ্রেণীসমূহের কেন্দ্রীয় সূচীতে অন্তর্ভুক্ত করিতে অথবা উহা হইতে বাদ দিতে পারেন, কিন্তু পুর্বোক্ত প্রকারে ভিন্ন, উক্ত প্রকরণ অনুযায়ী জারিকৃত কোন প্রজ্ঞাপনকে, পরবর্তী কোন প্রজ্ঞাপন দ্বারা পরিবর্তিত হইবে না।

[**ব্যাখ্যা।**—(১) ও (২) প্রকরণসমূহের প্রয়োজনে, "কেন্দ্রীয় সূচী" এই শব্দসমষ্টি কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক ও তজ্জন্য প্রস্তুত এবং রক্ষিত সামাজিক ও শিক্ষাগতভাবে অনগ্রসর শ্রেণীসমূহের সূচীকে বুঝায় ।

(৩) (১) ও (২) প্রকরণসমূহে যাহা কিছু আছে তৎসত্ত্বেও, প্রত্যেক রাজ্য অথবা সংঘশাসিত রাজ্যক্ষেত্র, উহার নিজস্ব প্রয়োজনে, বিধি দ্বারা, সামাজিক ও শিক্ষাগতভাবে অনগ্রসর শ্রেণীসমূহের একটি সূচী প্রস্তুত ও রক্ষণাবেক্ষণ করিতে পারিবেন, যাহার প্রবিষ্টিসমূহ কেন্দ্রীয় সূচী হইতে পৃথক হইতে পারে।]

ভাগ ১৭

সরকারী ভাষা

অধ্যায় ১—সংঘের ভাষা

সংঘের সরকারী ভাষা।

৩৪৩। (১) সংঘের সরকারী ভাষা দেবনাগরী লিপিতে হিন্দী হইবে। সংঘের সরকারী প্রয়োজনে ব্যবহার্য সংখ্যাসমূহের রূপ হইবে ভারতীয় সংখ্যাসমূহের আন্তর্জাতিক রূপ।

(২) (১) প্রকরণে যাহা কিছু আছে তৎসত্ত্বেও, এই সংবিধানের প্রারম্ভ হইতে পনর বৎসর সময়সীমার জন্য, ইংরাজী ভাষা সংঘের সেই সকল সরকারী প্রয়োজনে ব্যবহৃত হইতে থাকিবে যেজন্য উহা ঐরূপ প্রারম্ভের অব্যবহিত পূর্বে ব্যবহৃত হইতেছিল:

তবে রাষ্ট্রপতি, উক্ত সময়সীমার মধ্যে, আদেশ দ্বারা, সংঘের যেকোন সরকারী প্রয়োজনে ইংরাজী ভাষার সহিত অতিরিক্তভাবে হিন্দী ভাষার ও ভারতীয় সংখ্যাসমূহের আন্তর্জাতিক রূপের সহিত অতিরিক্তভাবে সংখ্যাসমূহের দেবনাগরী রূপের ব্যবহার প্রাধিকৃত করিতে পারেন।

(৩) এই অনুচ্ছেদে যাহা কিছু আছে তৎসত্ত্বেও, সংসদ, বিধি দ্বারা, ঐ বিধিতে যেরূপ বিনির্দিষ্ট হইতে পারে সেরূপ প্রয়োজনে, উক্ত পনর বৎসর সময়সীমার পরে,—

(ক) ইংরাজী ভাষার, অথবা

(খ) সংখ্যাসমূহের দেবনাগরী রূপের,

ব্যবহারের জন্য বিধান করিতে পারেন।

সরকারী ভাষা সম্পর্কে কমিশন ও সংসদের কমিটি।

৩৪৪। (১) এই সংবিধানের প্রারম্ভ হইতে পাঁচ বৎসরের অবসানে এবং তৎপরে ঐরূপ প্রারম্ভ হইতে দশ বৎসরের অবসানে, রাষ্ট্রপতি, আদেশ দ্বারা, একটি কমিশন গঠন করিবেন, যাহাতে একজন সভাপতি এবং অষ্টম তফসিলে বিনির্দিষ্ট বিভিন্ন ভাষাসমূহের প্রতিনিধিস্বরূপ অন্য যে সদস্যগণকে রাষ্ট্রপতি নিযুক্ত করিতে পারেন তাঁহারা থাকিবেন, এবং ঐ আদেশ ঐ কমিশন কর্তৃক অনুসরণীয় প্রক্রিয়া নিরূপিত করিবে।

(২) ঐ কমিশনের কর্তব্য হইবে রাষ্ট্রপতির নিকট সুপারিশ করা—

(ক) সংঘের সরকারী প্রয়োজনে হিন্দী ভাষার উত্তরোত্তর অধিক ব্যবহার সম্পর্কে;

ভাগ ১৭—সরকারী ভাষা—অনুচ্ছেদ ৩৪৪-৩৪৫

(খ) সংঘের সকল বা যেকোন সরকারী প্রয়োজনে ইংরাজী ভাষার ব্যবহার সঙ্কোচন সম্পর্কে;

(গ) ৩৪৮ অনুচ্ছেদে উল্লিখিত সকল বা যেকোন প্রয়োজনে ব্যবহার্য ভাষা সম্পর্কে;

(ঘ) সংঘের কোন একটি বা একাধিক বিনির্দিষ্ট প্রয়োজনে ব্যবহার্য সংখ্যাসমূহের রূপ সম্পর্কে;

(ঙ) সংঘের সরকারী ভাষা ও সংঘের সহিত কোন রাজ্যের বা একটি রাজ্যের সহিত অন্য একটি রাজ্যের সমাযোজনের জন্য ভাষা এবং উহাদের ব্যবহার সম্বন্ধে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক ঐ কমিশনের নিকট প্রেষিত অন্য কোন বিষয় সম্পর্কে।

(৩) (২) প্রকরণ অনুযায়ী তাঁহাদের সুপারিশ করিবার সময় ঐ কমিশন ভারতের শিল্প, কৃষি ও বিজ্ঞান সম্বন্ধী উন্নতিসাধনের প্রতি এবং সরকারী কৃত্যকসমূহ সম্পর্কে অহিন্দীভাষী ক্ষেত্রসমূহের ব্যক্তিগণের ন্যায়সঙ্গত দাবি ও স্বার্থের প্রতি যথোচিত দৃষ্টি রাখিবেন।

(৪) ত্রিশ জন সদস্য লইয়া একটি কমিটি গঠিত হইবে, যাঁহাদের মধ্যে কুড়ি জন হইবেন লোকসভার সদস্য ও দশ জন হইবেন রাজ্যসভার সদস্য এবং তাঁহারা যথাক্রমে লোকসভার ও রাজ্যসভার সদস্যগণ কর্তৃক আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব পদ্ধতি অনুসারে একক হস্তান্তরযোগ্য ভোট দ্বারা নির্বাচিত হইবেন।

(৫) ঐ কমিটির কর্তব্য হইবে (১) প্রকরণ অনুযায়ী গঠিত কমিশনের সুপারিশসমূহ পরীক্ষা করা এবং তদুপরি রাষ্ট্রপতির নিকট তাঁহাদের মত প্রতিবেদন করা।

(৬) ৩৪৩ অনুচ্ছেদে যাহা কিছু আছে তৎসত্ত্বেও, রাষ্ট্রপতি, (৫) প্রকরণে উল্লিখিত প্রতিবেদন বিবেচনা করিবার পর, ঐ প্রতিবেদনের সমগ্র বা উহার কোন ভাগ অনুসারে নির্দেশ প্রচার করিতে পারেন।

অধ্যায় ২ — আঞ্চলিক ভাষাসমূহ

৩৪৫। ৩৪৬ ও ৩৪৭ অনুচ্ছেদের বিধানাবলীর অধীনে, কোন রাজ্যের বিধানমণ্ডল, বিধি দ্বারা, ঐ রাজ্যে ব্যবহৃত এক বা একাধিক ভাষা অথবা হিন্দী সেই রাজ্যের সকল বা যেকোন সরকারী প্রয়োজনে ব্যবহার্য ভাষা বা ভাষাসমূহ রূপে গ্রহণ করিতে পারেন : কোন রাজ্যের সরকারী ভাষা বা ভাষাসমূহ।

তবে ঐ রাজ্যের বিধানমণ্ডল বিধি দ্বারা অন্যথা বিধান না করা পর্যন্ত, এই সংবিধানের প্রারম্ভের অব্যবহিত পূর্বে ঐ রাজ্যের অভ্যন্তরে যে সরকারী প্রয়োজনসমূহে ইংরাজী ভাষা ব্যবহৃত হইতেছিল, সেজন্য তাহা ব্যবহৃত হইতে থাকিবে।

ভাগ ১৭—সরকারী ভাষা—অনুচ্ছেদ ৩৪৬-৩৪৮

একটি রাজ্য এবং অন্য একটি রাজ্যের মধ্যে অথবা কোন রাজ্য এবং সংঘের মধ্যে সমাযোজনের জন্য সরকারী ভাষা।

৩৪৬। সরকারী প্রয়োজনে সংঘে ব্যবহারের জন্য তৎকালে প্রাধিকৃত ভাষা একটি রাজ্য ও অন্য একটি রাজ্যের মধ্যে এবং কোন রাজ্য ও সংঘের মধ্যে সমাযোজনের জন্য সরকারী ভাষা হইবে :

তবে যদি দুই বা ততোধিক রাজ্য স্বীকৃত হন যে ঐরূপ রাজ্যসমূহের মধ্যে সমাযোজনের জন্য হিন্দী ভাষা সরকারী ভাষা হইবে, তাহাহইলে, ঐরূপ সমাযোজনের জন্য ঐ ভাষা ব্যবহৃত হইতে পারিবে।

কোন রাজ্যের জনসংখ্যার কোন অনুবিভাগ কর্তৃক কথিত ভাষা সম্বন্ধে বিশেষ **বিধান**।

৩৪৭। তৎপক্ষে কোন অভিযাচনা করা হইলে, রাষ্ট্রপতির যদি প্রতীতি হয় যে কোন রাজ্যের জনসংখ্যার একটি বৃহৎ অংশ ইচ্ছা করেন যে তাঁহারা যে ভাষায় কথা বলেন তাহার ব্যবহার ঐ রাজ্য কর্তৃক স্বীকৃত হউক, তাহাহইলে, তিনি নির্দেশ দিতে পারেন যে ঐ ভাষাও ঐ রাজ্যের সর্বত্র, বা উহার কোন ভাগে, তিনি যেরূপ বিনির্দিষ্ট করিতে পারেন সেরূপ প্রয়োজনে সরকারীভাবে স্বীকৃতি পাইবে।

অধ্যায় ৩ — সুপ্রীম কোর্ট, হাইকোর্টসমূহ, ইত্যাদির ভাষা

সুপ্রীম কোর্টে ও হাইকোর্টসমূহে এবং আইন, বিধেয়ক, ইত্যাদির জন্য ব্যবহার্য **ভাষা**।

৩৪৮। (১) এই ভাগে পূর্ববর্তী বিধানাবলীতে যাহা কিছু আছে তৎসত্ত্বেও, সংসদ বিধি দ্বারা অন্যথা বিধান না করা পর্যন্ত—

(ক) সুপ্রীম কোর্টে এবং প্রত্যেক হাইকোর্টে সকল কার্যবাহ,

(খ) (i) সংসদের যেকোন সদনে অথবা কোন রাজ্যের বিধানমণ্ডলের সদনে বা যেকোন সদনে যেসকল বিধেয়ক পুরঃস্থাপিত হইবে, অথবা উহাদের যে সংশোধনসমূহ উত্থাপিত হইবে, সেগুলির,

(ii) সংসদ কর্তৃক অথবা কোন রাজ্যের বিধানমণ্ডল কর্তৃক গৃহীত সকল আইনের, এবং রাষ্ট্রপতি বা কোন রাজ্যের রাজ্যপাল *** কর্তৃক প্রখ্যাপিত সকল অধ্যাদেশের এবং

(iii) এই সংবিধান অনুযায়ী অথবা সংসদ বা কোন রাজ্যের বিধানমণ্ডল কর্তৃক প্রণীত যেকোন বিধি অনুযায়ী প্রচারিত সকল আদেশ, নিয়ম, প্রনিয়ম এবং উপ-বিধির,

প্রাধিকৃত পাঠ ইংরাজী ভাষায় হইবে।

(২) (১) প্রকরণের (ক) উপ-প্রকরণে যাহা কিছু আছে তৎসত্ত্বেও, কোন রাজ্যের রাজ্যপাল ***, রাষ্ট্রপতির পূর্ব-সম্মতি সহ, ঐ রাজ্যে যে হাইকোর্টের প্রধান

অধিষ্ঠান আছে তাহার কার্যবাহে হিন্দী ভাষার, অথবা ঐ রাজ্যের সরকারী প্রয়োজনে ব্যবহৃত অন্য কোন ভাষার, ব্যবহার প্রাধিকৃত করিতে পারেন :

তবে ঐরূপ হাইকোর্ট কর্তৃক প্রদত্ত বা কৃত কোন রায়, ডিক্রী বা আদেশ সম্পর্কে এই প্রকরণের কোন কিছুই প্রযুক্ত হইবে না।

(৩) (১) প্রকরণের (খ) উপ-প্রকরণে যাহা কিছু আছে তৎসত্ত্বেও, যেক্ষেত্রে কোন রাজ্যের বিধানমণ্ডল, ঐ রাজ্যের বিধানমণ্ডলে পুরঃস্থাপিত বিধেয়কে বা তৎকর্তৃক গৃহীত আইনে অথবা ঐ রাজ্যের রাজ্যপাল *** কর্তৃক প্রখ্যাপিত অধ্যাদেশে অথবা ঐ উপ-প্রকরণের (iii) প্যারাগ্রাফে উল্লিখিত কোন আদেশ, নিয়ম, প্রনিয়ম বা উপ-বিধিতে, ইংরাজী ভিন্ন অন্য ভাষার ব্যবহার বিহিত করিয়াছেন, সেক্ষেত্রে, ঐ রাজ্যের রাজ্যপালের *** প্রাধিকারবলে ঐ রাজ্যের সরকারী গেজেটে প্রকাশিত উহার একটি ইংরাজী অনুবাদ এই অনুচ্ছেদ অনুযায়ী উহার ইংরাজী ভাষায় প্রাধিকৃত পাঠ বলিয়া গণ্য হইবে।

ভাষা সম্বন্ধে কোন কোন বিধি প্রণয়ন করিবার বিশেষ প্রক্রিয়া।

৩৪৯। এই সংবিধানের প্রারম্ভ হইতে পনর বৎসর কাল যাবৎ, ৩৪৮ অনুচ্ছেদের (১) প্রকরণে উল্লিখিত কোন প্রয়োজনে যে ভাষা ব্যবহৃত হইবে তজ্জন্য বিধান করিয়া কোন বিধেয়ক বা সংশোধন, রাষ্ট্রপতির পূর্বমঞ্জুরি ব্যতিরেকে, সংসদের কোন সদনে পুরঃস্থাপিত বা উত্থাপিত হইবে না, এবং রাষ্ট্রপতি, ৩৪৪ অনুচ্ছেদের (১) প্রকরণ অনুযায়ী গঠিত কমিশনের সুপারিশসমূহ এবং উক্ত অনুচ্ছেদের (৪) প্রকরণ অনুযায়ী গঠিত কমিটির প্রতিবেদন বিবেচনা করিবার পরে ভিন্ন, ঐরূপ কোন বিধেয়ক পুরঃস্থাপনে বা ঐরূপ কোন সংশোধন উত্থাপনে তাঁহার মঞ্জুরি দিবেন না।

অধ্যায় ৪ — বিশেষ নির্দেশনসমূহ

ক্ষোভের প্রতিকারের জন্য নিবেদনে ব্যবহার্য ভাষা।

৩৫০। কোন ক্ষোভের প্রতিকারের জন্য সংঘের বা কোন রাজ্যের কোন আধিকারিক বা প্রাধিকারীর নিকট, ক্ষেত্রানুযায়ী, সংঘে বা কোন রাজ্যে ব্যবহৃত ভাষাসমূহের যেকোনটিতে নিবেদন পেশ করিবার অধিকার প্রত্যেক ব্যক্তির থাকিবে।

প্রাথমিক স্তরে মাতৃভাষায় শিক্ষণের সুযোগসুবিধা।

[৩৫০ক। প্রত্যেক রাজ্য এবং রাজ্যের অভ্যন্তরস্থ প্রত্যেক স্থানীয় প্রাধিকারী ভাষাভিত্তিক সংখ্যালঘু গোষ্ঠীসমূহের শিশুগণকে শিক্ষার প্রাথমিক স্তরে মাতৃভাষায় শিক্ষণের পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা দিবার ব্যবস্থা করিবার প্রয়াস করিবেন; এবং ঐরূপ সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করিবার জন্য রাষ্ট্রপতি যেরূপ আবশ্যক বা যথাযথ বিবেচনা করিবেন, যেকোন রাজ্যকে সেরূপ নির্দেশসমূহ জারি করিতে পারেন।

ভাষাভিত্তিক সংখ্যালঘুগণের জন্য বিশেষ আধিকারিক।

৩৫০খ। (১) ভাষাভিত্তিক সংখ্যালঘুগণের জন্য একজন বিশেষ আধিকারিক থাকিবেন, যিনি রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন।

(২) ঐ বিশেষ আধিকারিকের কর্তব্য হইবে ভাষাভিত্তিক সংখ্যালঘুগণের জন্য এই সংবিধান অনুযায়ী বিহিত রক্ষাবন্ধসমূহ সম্বন্ধে সকল বিষয়ের তদন্ত করা এবং রাষ্ট্রপতি যেরূপ নির্দেশ করিতে পারেন সেরূপ সময়ের ব্যবধানে ঐ বিষয়সমূহ সম্পর্কে রাষ্ট্রপতির নিকট প্রতিবেদন করা, এবং রাষ্ট্রপতি ঐরূপ সকল প্রতিবেদন সংসদের প্রত্যেক সদনের সমক্ষে স্থাপন করাইবেন এবং সংশ্লিষ্ট রাজ্যসমূহের সরকারের নিকট প্রেরণ করাইবেন।]

হিন্দী ভাষার উন্নয়নের জন্য নির্দেশন।

৩৫১। সংঘের কর্তব্য হইবে হিন্দী ভাষার বিস্তৃতি বর্ধন করা, যাহাতে উহা ভারতের সংমিশ্র কৃষ্টির সকল উপাদানের ভাবপ্রকাশের মাধ্যমরূপে কার্য করিতে পারে সেইভাবে উহার উন্নয়ন করা, এবং উহার স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে হস্তক্ষেপ না করিয়া হিন্দুস্থানীতে এবং অষ্টম তফসিলে বিনির্দিষ্ট ভারতের অন্য ভাষাসমূহে ব্যবহৃত রূপ, শৈলী ও অভিব্যক্তি অঙ্গীভূত করিয়া এবং, যে স্থলে প্রয়োজন বা বাঞ্ছনীয় সেই স্থলে উহার শব্দভাণ্ডারের জন্য, মুখ্যতঃ সংস্কৃত ও গৌণতঃ অন্য ভাষাসমূহ হইতে আহরণ করিয়া, উহার সমৃদ্ধি সুনিশ্চিত করা।

———

ভাগ ১৮

জরুরী অবস্থার বিধানাবলী

৩৫২। (১) যদি রাষ্ট্রপতির প্রতীতি হয় যে এরূপ গুরুতর জরুরী অবস্থা বিদ্যমান যদ্দ্বারা ভারতের বা উহার রাজ্যক্ষেত্রের কোন অংশের নিরাপত্তা, যুদ্ধ বা বাহিরের আগ্রাসন দ্বারাই হউক বা [সশস্ত্র বিদ্রোহ] দ্বারাই হউক, বিপন্ন হইয়াছে, তাহাহইলে, তিনি উদ্‌ঘোষণা দ্বারা, [সমগ্র ভারত সম্পর্কে অথবা উহার রাজ্যক্ষেত্রের যেরূপ অংশ ঐ উদ্‌ঘোষণায় বিনির্দিষ্ট হইবে সেরূপ অংশ সম্পর্কে] ঐ মর্মে একটি ঘোষণা করিতে পারেন। জরুরী অবস্থার উদ্‌ঘোষণা।

[**ব্যাখ্যা**।—ভারতের বা উহার রাজ্যক্ষেত্রের কোন অংশের নিরাপত্তা যুদ্ধ দ্বারা বা বাহিরের আগ্রাসন দ্বারা বা সশস্ত্র বিদ্রোহ দ্বারা বিপন্ন হইয়াছে ঘোষণা করিয়া কোন জরুরী অবস্থার উদ্‌ঘোষণা যুদ্ধ বা ঐরূপ কোন আগ্রাসন বা বিদ্রোহ কার্যতঃ ঘটিবার পূর্বে করা যাইতে পারে, যদি রাষ্ট্রপতির প্রতীতি হয় যে তজ্জনিত বিপদ আসন্ন হইয়াছে।]

[(২) (১) প্রকরণ অনুযায়ী প্রচারিত কোন উদ্‌ঘোষণা পরবর্তী কোন উদ্‌ঘোষণা দ্বারা পরিবর্তিত বা সংহৃত হইতে পারে।

(৩) রাষ্ট্রপতি (১) প্রকরণ অনুযায়ী কোন উদ্‌ঘোষণা বা ঐরূপ উদ্‌ঘোষণা পরিবর্তিত করিয়া কোন উদ্‌ঘোষণা প্রচার করিবেন না, যদি না ঐরূপ একটি উদ্‌ঘোষণা প্রচার করা যাইতে পারে এই মর্মে সংঘের ক্যাবিনেটের (অর্থাৎ ৭৫ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী নিযুক্ত প্রধানমন্ত্রী ও ক্যাবিনেট পর্যায়ের অন্য মন্ত্রিগণকে লইয়া গঠিত পরিষদের) সিদ্ধান্ত তাঁহাকে লিখিতভাবে জ্ঞাপন করা হইয়া থাকে।

(৪) এই অনুচ্ছেদ অনুযায়ী প্রচারিত প্রত্যেক উদ্‌ঘোষণা সংসদের প্রত্যেক সদনের সমক্ষে স্থাপিত হইবে এবং, যেক্ষেত্রে উহা পূর্ববর্তী কোন উদ্‌ঘোষণাকে সংহৃত করে এরূপ কোন উদ্‌ঘোষণা হয়, সেক্ষেত্রে ভিন্ন, এক মাসের অবসানে আর সক্রিয় থাকিবে না, যদি না উহা ঐ সময়সীমার অবসানের পূর্বে সংসদের উভয় সদনের সঙ্কল্প দ্বারা অনুমোদিত হইয়া থাকে ঃ

তবে যদি ঐরূপ কোন উদ্‌ঘোষণা (যাহা পূর্ববর্তী কোন উদ্‌ঘোষণাকে সংহৃত করে এরূপ উদ্‌ঘোষণা নহে) এরূপ সময়ে প্রচারিত হয় যখন লোকসভা ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইয়াছে অথবা এই প্রকরণে উল্লিখিত এক মাস সময়সীমার মধ্যে লোকসভা ভাঙ্গিয়া যায়, এবং যদি ঐ সময়সীমা অবসানের পূর্বে ঐ উদ্‌ঘোষণা অনুমোদন করিয়া একটি সঙ্কল্প রাজ্যসভা কর্তৃক গৃহীত হইয়া থাকে, কিন্তু ঐরূপ উদ্‌ঘোষণা সম্পর্কে কোন সঙ্কল্প লোকসভা কর্তৃক গৃহীত না হইয়া থাকে, তাহাহইলে, লোকসভার পুনর্গঠনের পর যে তারিখে উহার প্রথম বৈঠক হয় সেই তারিখ হইতে ত্রিশ দিনের অবসানে ঐ উদ্‌ঘোষণা আর সক্রিয় থাকিবে না, যদি না

উক্ত ত্রিশ দিন সময়সীমার অবসানের পূর্বে ঐ উদ্‌ঘোষণা অনুমোদন করিয়া একটি সঙ্কল্প লোকসভা কর্তৃকও গৃহীত হইয়া থাকে।

(৫) ঐরূপে অনুমোদিত কোন উদ্‌ঘোষণা, সংহৃত না হইয়া থাকিলে, (৪) প্রকরণ অনুযায়ী যে সঙ্কল্পসমূহের দ্বারা ঐ উদ্‌ঘোষণা অনুমোদিত হইয়াছিল তন্মধ্যে দ্বিতীয় সঙ্কল্পটি গৃহীত হইবার তারিখ হইতে ছয় মাস সময়সীমার অবসানে আর সক্রিয় থাকিবে না :

তবে যদি ও যতবার ঐরূপ কোন উদ্‌ঘোষণা বলবৎ রাখিয়া দেওয়া অনুমোদন করিয়া সংসদের উভয় সদনে কোন সঙ্কল্প গৃহীত হয়, তাহাহইলে ও ততবার, ঐ উদ্‌ঘোষণা, যে তারিখে এই প্রকরণ অনুযায়ী ঐ উদ্‌ঘোষণা অন্যথা আর কার্যকর থাকিত না, সেই তারিখ হইতে, উহা সংহৃত না হইলে, আরও ছয় মাস সময়সীমার জন্য বলবৎ থাকিবে :

পরন্তু যদি ঐরূপ কোন ছয় মাস সময়সীমার মধ্যে লোকসভা ভঙ্গ হয় এবং ঐরূপ উদ্‌ঘোষণা বলবৎ রাখিয়া দেওয়া অনুমোদন করিয়া উক্ত সময়সীমার মধ্যে একটি সঙ্কল্প রাজ্যসভা কর্তৃক গৃহীত হইয়া থাকে, কিন্তু ঐরূপ উদ্‌ঘোষণা বলবৎ রাখিয়া দেওয়া সম্পর্কে কোন সঙ্কল্প লোকসভা কর্তৃক গৃহীত না হইয়া থাকে, তাহাহইলে, লোকসভার পুনর্গঠনের পর যে তারিখে উহার প্রথম বৈঠক হয় সেই তারিখ হইতে ত্রিশ দিনের অবসানে ঐ উদ্‌ঘোষণা আর সক্রিয় থাকিবে না, যদি না উক্ত ত্রিশ দিন সময়সীমার অবসানের পূর্বে ঐ উদ্‌ঘোষণা বলবৎ রাখিয়া দেওয়া অনুমোদন করিয়া একটি সঙ্কল্প লোকসভা কর্তৃকও গৃহীত হইয়া থাকে।

(৬) (৪) ও (৫) প্রকরণের প্রয়োজনে, কোন সঙ্কল্প সংসদের যেকোন সদনে সেই সদনের মোট সদস্যগণের মধ্যে কেবল সংখ্যাধিক্যে এবং ঐ সদনের যে সকল সদস্য উপস্থিত থাকেন ও ভোট দেন তাঁহাদের মধ্যে অন্যূন দুই-তৃতীয়াংশের সংখ্যাধিক্যে গৃহীত হইতে হইবে।

(৭) পূর্বগামী প্রকরণসমূহে যাহা কিছু আছে তৎসত্ত্বেও, রাষ্ট্রপতি (১) প্রকরণ অনুযায়ী প্রচারিত কোন উদ্‌ঘোষণা বা ঐরূপ উদ্‌ঘোষণা পরিবর্তিত করে এরূপ কোন উদ্‌ঘোষণা সংহৃত করিবেন, যদি লোকসভা, ক্ষেত্রানুযায়ী, ঐরূপ উদ্‌ঘোষণা অননুমোদন করিয়া বা উহা বলবৎ রাখিয়া দেওয়া অননুমোদন করিয়া কোন সঙ্কল্প গ্রহণ করেন।

(৮) যেক্ষেত্রে লোকসভার মোট সদস্যসংখ্যার অন্যূন এক-দশমাংশের দ্বারা স্বাক্ষরিত কোন লিখিত নোটিস (১) প্রকরণ অনুযায়ী প্রচারিত কোন উদ্‌ঘোষণা বা ঐরূপ উদ্‌ঘোষণা পরিবর্তিত করে এরূপ কোন উদ্‌ঘোষণা, ক্ষেত্রানুযায়ী, অননুমোদন করিবার জন্য বা উহা বলবৎ রাখিয়া দেওয়া অননুমোদন করিবার জন্য একটি সঙ্কল্প উত্থাপন করিবার অভিপ্রায় জানাইয়া—

(ক) সদন সত্রাসীন থাকিলে, অধ্যক্ষকে; বা

(খ) ঐ সদন সত্রাসীন না থাকিলে, রাষ্ট্রপতিকে,

দেওয়া হইয়া থাকে, সেক্ষেত্রে, যে তারিখে ঐরূপ নোটিস, ক্ষেত্রানুযায়ী, অধ্যক্ষ বা রাষ্ট্রপতি প্রাপ্ত হন সেই তারিখ হইতে চৌদ্দ দিনের মধ্যে ঐ সঙ্কল্প বিবেচনা করিবার উদ্দেশ্যে ঐ সদনের একটি বিশেষ বৈঠক অনুষ্ঠিত হইবে।]

[(৯)] এই অনুচ্ছেদ দ্বারা রাষ্ট্রপতির উপর অর্পিত ক্ষমতা, ভিন্ন ভিন্ন হেতুতে, অর্থাৎ যুদ্ধের বা বাহিরের আগ্রাসনের বা [সশস্ত্র বিদ্রোহের] হেতুতে, অথবা যুদ্ধের বা বাহিরের আগ্রাসনের বা [সশস্ত্র বিদ্রোহের] আসন্ন বিপদের হেতুতে, ভিন্ন ভিন্ন উদ্‌ঘোষণা প্রচার করিবার ক্ষমতা, রাষ্ট্রপতি কর্তৃক (১) প্রকরণ অনুযায়ী কোন উদ্‌ঘোষণা ইতোমধ্যেই প্রচারিত হইয়া থাকুক বা না থাকুক এবং ঐরূপ উদ্‌ঘোষণা সক্রিয় থাকুক বা না থাকুক, অন্তর্ভুক্ত করিবে।

* * * * *

৩৫৩। যেসময়ে কোন জরুরী অবস্থার উদ্‌ঘোষণা সক্রিয় থাকে, তখন— জরুরী অবস্থার উদ্‌ঘোষণার ফল।

(ক) এই সংবিধানে যাহা কিছু আছে তৎসত্ত্বেও, কোন রাজ্যকে উহার নির্বাহিক ক্ষমতা কি প্রণালীতে প্রয়োগ করিতে হইবে তৎসম্পর্কে নির্দেশসমূহ প্রদান করা পর্যন্ত সংঘের নির্বাহিক ক্ষমতা প্রসারিত হইবে;

(খ) কোন বিষয় সংঘসূচীতে প্রগণিত বিষয় না হওয়া সত্ত্বেও, তৎসম্পর্কে সংসদের বিধি প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা, ঐ বিষয় সম্পর্কে সংঘের বা সংঘের আধিকারিকগণের ও প্রাধিকারিগণের উপর ক্ষমতাসমূহ অর্পণ ও কর্তব্যসমূহ আরোপণ করিয়া, অথবা ক্ষমতাসমূহের অর্পণ ও কর্তব্যসমূহের আরোপণ প্রাধিকৃত করিয়া, বিধি প্রণয়ন করিবার ক্ষমতাকে অন্তর্ভুক্ত করিবে :

[তবে যেক্ষেত্রে কোন জরুরী অবস্থার উদ্‌ঘোষণা ভারতের রাজ্যক্ষেত্রের কেবল কোন অংশে সক্রিয় থাকে, সেক্ষেত্রে,—

(i) (ক) প্রকরণ অনুযায়ী সংঘের নির্দেশ প্রদানের নির্বাহিক ক্ষমতা, এবং

(ii) (খ) প্রকরণ অনুযায়ী সংসদের বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা,

যে রাজ্যে বা যাহার কোন অংশে ঐ জরুরী অবস্থার উদ্‌ঘোষণা সক্রিয় আছে সেই রাজ্য ভিন্ন অন্য রাজ্যেও, যদি ও যতদূর পর্যন্ত ভারতের বা উহার রাজ্যক্ষেত্রের কোন অংশের নিরাপত্তা ভারতের রাজ্যক্ষেত্রের ঐরূপ যে অংশে ঐ জরুরী

অবস্থার উদ্‌ঘোষণা সক্রিয় আছে সেই অংশের বা সেই অংশ সম্পর্কিত কার্যকলাপ দ্বারা বিপন্ন হয়, তাহাহইলে ও ততদুর পর্যন্ত, প্রসারিত হইবে।]

জরুরী অবস্থার উদ্‌ঘোষণা ক্রিয়াশীল থাকিবার কালে রাজস্বের বণ্টন সম্বন্ধে বিধানাবলীর প্রয়োগ।

৩৫৪। (১) জরুরী অবস্থার উদ্‌ঘোষণা সক্রিয় থাকিবার কালে, রাষ্ট্রপতি, আদেশ দ্বারা, নির্দেশ দিতে পারেন যে ঐ আদেশে বিনির্দিষ্ট হইতে পারে এরূপ কোন সময়সীমার জন্য, যাহা কোন ক্ষেত্রেই ঐরূপ উদ্‌ঘোষণার ক্রিয়া যে বিত্ত বৎসরে শেষ হয় সেই বিত্ত বৎসরের অবসানের পর প্রসারিত হইবে না, ২৬৮ হইতে ২৭৯ অনুচ্ছেদসমূহের সকল বা যেকোন বিধান, যেরূপ ব্যতিক্রম বা সংপরিবর্তনসমূহ তিনি উপযুক্ত মনে করেন তদধীনে, কার্যকর হইবে।

(২) (১) প্রকরণ অনুযায়ী প্রদত্ত প্রত্যেক আদেশ, প্রদত্ত হইবার পরে যথাসম্ভব শীঘ্র, সংসদের প্রত্যেক সদনের সমক্ষে স্থাপিত হইবে।

সংঘের কর্তব্য রাজ্যসমূহকে বাহিরের আগ্রাসন হইতে ও আভ্যন্তরীণ গোলযোগ হইতে রক্ষা করা।

৩৫৫। সংঘের কর্তব্য হইবে প্রত্যেক রাজ্যকে বাহিরের আগ্রাসন হইতে এবং আভ্যন্তরীণ গোলযোগ হইতে রক্ষা করা এবং যাহাতে প্রত্যেক রাজ্যের সরকার এই সংবিধানের বিধানাবলী অনুসারে চালিত হয় তাহা নিশ্চিত করা।

রাজ্যসমূহে সাংবিধানিক যন্ত্র অচল হইবার ক্ষেত্রে বিধানাবলী।

৩৫৬। (১) কোন রাজ্যের রাজ্যপালের *** নিকট হইতে কোন প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর বা অন্যথা, রাষ্ট্রপতির যদি প্রতীতি হয় যে এরূপ পরিস্থিতি উদ্ভূত হইয়াছে যাহাতে ঐ রাজ্যের শাসন এই সংবিধানের বিধানাবলী অনুসারে চালিত হইতে পারে না, তাহাহইলে, রাষ্ট্রপতি উদ্‌ঘোষণা দ্বারা —

(ক) ঐ রাজ্যের সরকারের সকল বা যেকোন কৃত্য এবং ঐ রাজ্য বিধানমণ্ডল ব্যতীত ঐ রাজ্যের রাজ্যপালের অথবা কোন সংস্থার বা প্রাধিকারের উপর বর্তানো বা তৎকর্তৃক প্রয়োগযোগ্য সকল বা যেকোন ক্ষমতা স্বহস্তে গ্রহণ করিতে পারেন;

(খ) ঘোষণা করিতে পারেন যে ঐ রাজ্যের বিধানমণ্ডলের ক্ষমতাসমূহ সংসদ কর্তৃক বা সংসদের প্রাধিকারের অধীনে প্রয়োগযোগ্য হইবে;

(গ) ঐ উদ্‌ঘোষণার উদ্দেশ্যসমূহ কার্যকর করিবার জন্য ঐ রাজ্যের অভ্যন্তরস্থ কোন সংস্থা বা প্রাধিকারী সম্বন্ধী এই সংবিধানের কোন বিধানের ক্রিয়া পূর্ণতঃ বা অংশতঃ নিলম্বিত রাখিবার বিধানাবলী সমেত, রাষ্ট্রপতির নিকট যেরূপ প্রয়োজন বা বাঞ্ছনীয় বলিয়া প্রতীয়মান হয়, সেরূপ আনুষঙ্গিক ও পারিণামিক বিধানাবলী প্রণয়ন করিতে পারেন :

তবে এই প্রকরণের কোন কিছুই রাষ্ট্রপতিকে, কোন হাইকোর্টে বর্তানো বা তদ্দ্বারা প্রয়োগযোগ্য কোন ক্ষমতা স্বীয় হস্তে গ্রহণ করিতে, অথবা এই সংবিধানের হাইকোর্টসমূহ সম্বন্ধী কোন বিধানের ক্রিয়াকে পূর্ণতঃ বা অংশতঃ নিলম্বিত রাখিতে প্রাধিকার অর্পণ করিবে না।

ভাগ ১৮ — জরুরী অবস্থার বিধানাবলী—অনুচ্ছেদ ৩৫৬

(২) ঐরূপ কোন উদ্‌ঘোষণা পরবর্তী কোন উদ্‌ঘোষণা দ্বারা সংহৃত বা পরিবর্তিত হইতে পারে ।

(৩) এই অনুচ্ছেদ অনুযায়ী প্রত্যেক উদ্‌ঘোষণা সংসদের প্রত্যেক সদনের সমক্ষে স্থাপিত হইবে এবং যেক্ষেত্রে উহা এরূপ একটি উদ্‌ঘোষণা যাহা পূর্ববর্তী কোন উদ্‌ঘোষণাকে প্রতিসংহৃত করে, সেক্ষেত্রে ভিন্ন, দুই মাস অবসানে তাহা আর সক্রিয় থাকিবে না, যদি না ঐ সময়সীমা অবসানের পূর্বে উহা সংসদের উভয় সদনের সংকল্পসমূহ দ্বারা অনুমোদিত হইয়া থাকে :

তবে যদি ঐরূপ কোন উদ্‌ঘোষণা (যাহা পূর্ববর্তী কোন উদ্‌ঘোষণাকে সংহৃত করে এরূপ উদ্‌ঘোষণা নহে) এরূপ সময়ে প্রচারিত হয় যখন লোকসভা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে অথবা এই প্রকরণে উল্লিখিত দুই মাস সময়সীমার মধ্যে লোকসভা ভঙ্গ হয়, এবং যদি ঐ সময়সীমার অবসানের পূর্বে ঐ উদ্‌ঘোষণা অনুমোদন করিয়া একটি সঙ্কল্প রাজ্যসভা কর্তৃক গৃহীত হইয়া থাকে, কিন্তু ঐ উদ্‌ঘোষণা সম্পর্কে কোন সঙ্কল্প লোকসভা কর্তৃক গৃহীত না হইয়া থাকে, তাহাহইলে, লোকসভার পুনর্গঠনের পর যে তারিখে উহার প্রথম বৈঠক হয়, সেই তারিখ হইতে ত্রিশ দিন অবসানের পর ঐ উদ্‌ঘোষণা আর সক্রিয় থাকিবে না, যদি না উক্ত ত্রিশ দিন সময়সীমার অবসানের পূর্বে ঐ উদ্‌ঘোষণা অনুমোদন করিয়া একটি সঙ্কল্প লোকসভা কর্তৃকও গৃহীত হইয়া থাকে।

(৪) ঐরূপে অনুমোদিত কোন উদ্‌ঘোষণা যদি সংহৃত না হয়, তাহাহইলে [ঐ উদ্‌ঘোষণা প্রচারিত হইবার তারিখ হইতে ছয় মাস] সময়সীমার অবসানে উহা আর সক্রিয় থাকিবে না :

তবে যদি ঐরূপ কোন উদ্‌ঘোষণা বলবৎ রাখিয়া দেওয়া অনুমোদন করিয়া সংসদের উভয় সদনে কোন সঙ্কল্প গৃহীত হয়, তাহাহইলে, যতবার উহা গৃহীত হইবে ততবার, যে তারিখে এই প্রকরণ অনুযায়ী ঐ উদ্‌ঘোষণা অন্যথা আর কার্যকর থাকিত না সেই তারিখ হইতে আরও [ছয় মাস] সময়সীমার জন্য বলবৎ থাকিবে, যদি না উহা সংহৃত হয়, কিন্তু ঐরূপ কোন উদ্‌ঘোষণা কোন ক্ষেত্রেই তিন বৎসরের অধিক বলবৎ থাকিবে না :

পরন্তু যদি ঐরূপ কোন [ছয় মাস] সময়সীমার মধ্যে লোকসভা ভঙ্গ হয় এবং ঐরূপ উদ্‌ঘোষণা বলবৎ রাখিয়া দেওয়া অনুমোদন করিয়া উক্ত সময়সীমার মধ্যে একটি সঙ্কল্প রাজ্যসভা কর্তৃক গৃহীত হইয়া থাকে, কিন্তু ঐরূপ উদ্‌ঘোষণা বলবৎ রাখিয়া দেওয়া সম্পর্কে লোকসভা কর্তৃক কোন সংকল্প গৃহীত না হইয়া থাকে, তাহাহইলে, লোকসভার পুনর্গঠনের পর যে তারিখে উহার প্রথম বৈঠক হয় সেই তারিখ হইতে ত্রিশ দিনের অবসানে ঐ উদ্‌ঘোষণা আর সক্রিয় থাকিবে না, যদি না উক্ত ত্রিশ দিন সময়সীমার অবসানের পূর্বে ঐ উদ্‌ঘোষণা বলবৎ রাখিয়া দেওয়া অনুমোদন করিয়া একটি সঙ্কল্প লোকসভা কর্তৃকও গৃহীত হইয়া থাকে :

[অধিকন্তু পাঞ্জাব রাজ্য সম্পর্কে ১১ই মে, ১৯৮৭ তারিখে (১) প্রকরণ অনুযায়ী জারিকৃত উদ্‌ঘোষণার ক্ষেত্রে, এই প্রকরণের প্রথম অনুবিধিতে [তিন বৎসর]-এর উল্লেখ [পাঁচ বৎসর]-এর উল্লেখ বলিয়া অর্থান্বয়িত হইবে।]

[(৫) (৪) প্রকরণে যাহা কিছু অন্তর্ভুক্ত আছে তৎসত্ত্বেও, (৩) প্রকরণ অনুযায়ী অনুমোদিত কোন উদ্‌ঘোষণা, ঐরূপ উদ্‌ঘোষণা প্রচারিত হইবার তারিখ হইতে এক বৎসর অবসানের পরেও, কোন সময়সীমার জন্য বলবৎ রাখিয়া দেওয়া সম্পর্কিত কোন সংকল্প সংসদের কোনও সদন কর্তৃক গৃহীত হইবে না যদি না —

(ক) ঐরূপ সঙ্কল্প গৃহীত হইবার সময়ে কোন জরুরী অবস্থার উদ্‌ঘোষণা, ক্ষেত্রানুযায়ী, সমগ্র ভারতে বা সংশ্লিষ্ট রাজ্যের সর্বত্র বা উহার কোন অংশে সক্রিয় থাকে, এবং

(খ) নির্বাচন কমিশন শংসিত করেন যে, সংশ্লিষ্ট রাজ্যের বিধানসভার সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানে অসুবিধার কারণে, (৩) প্রকরণ অনুযায়ী অনুমোদিত উদ্‌ঘোষণা ঐরূপ সঙ্কল্পে বিনির্দিষ্ট সময়সীমার জন্য বলবৎ রাখিয়া দেওয়া আবশ্যক :

[তবে এই প্রকরণের কোনকিছুই, পাঞ্জাব রাজ্য সম্পর্কে ১১ই মে, ১৯৮৭ তারিখে (১) প্রকরণ অনুযায়ী জারিকৃত উদ্‌ঘোষণার ক্ষেত্রে, প্রযোজ্য হইবে না।]

৩৫৬ অনুচ্ছেদের অধীনে প্রচারিত উদ্‌ঘোষণা অনুযায়ী বিধানিক ক্ষমতাসমূহের প্রয়োগ।

৩৫৭। (১) যেক্ষেত্রে ৩৫৬ অনুচ্ছেদের (১) প্রকরণ অনুযায়ী প্রচারিত কোন উদ্‌ঘোষণা দ্বারা ইহা ঘোষিত হইয়াছে যে কোন রাজ্যের বিধানমণ্ডলের ক্ষমতাসমূহ সংসদ কর্তৃক বা সংসদের প্রাধিকারের অধীনে প্রয়োগযোগ্য হইবে, সেক্ষেত্রে,—

(ক) ঐ রাজ্যের বিধানমণ্ডলের বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা রাষ্ট্রপতিকে অর্পণ করিতে এবং তিনি যেরূপ শর্তাবলী আরোপণ উপযুক্ত মনে করেন সেরূপ শর্তাবলীর অধীনে, ঐরূপে অর্পিত ক্ষমতা তৎকর্তৃক তৎপক্ষে বিনির্দিষ্ট অন্য কোন প্রাধিকারীকে প্রত্যভিযোজন করিবার জন্য রাষ্ট্রপতিকে প্রাধিকৃত করিতে সংসদ ক্ষমতাপন্ন হইবেন;

(খ) সংঘের বা উহার আধিকারিকগণের ও প্রাধিকারিগণের উপর ক্ষমতাসমূহ অর্পণ এবং কর্তব্যসমূহ আরোপণ করিয়া, অথবা ক্ষমতাসমূহের অর্পণ এবং কর্তব্যসমূহের আরোপণ প্রাধিকৃত করিয়া, বিধিসমূহ প্রণয়ন করিতে সংসদ অথবা রাষ্ট্রপতি অথবা (ক) উপ-প্রকরণ অনুযায়ী বিধি প্রণয়নের ঐরূপ ক্ষমতা যে প্রাধিকারীতে বর্তায় তিনি ক্ষমতাপন্ন হইবেন;

(গ) লোকসভা যখন সত্রাসীন নহে তখন ঐ রাজ্যের সঞ্চিত নিধি হইতে ব্যয় প্রাধিকৃত করিতে, সংসদ কর্তৃক ঐরূপ ব্যয় মঞ্জুর না হওয়া পর্যন্ত, রাষ্ট্রপতি ক্ষমতাপন্ন হইবেন।

[(২) সংসদ বা রাষ্ট্রপতি বা (১) প্রকরণের (ক) উপ-প্রকরণে উল্লিখিত অন্য কোন প্রাধিকারী কর্তৃক ঐ রাজ্যের বিধানমণ্ডলের ক্ষমতার প্রয়োগক্রমে প্রণীত যে বিধি সংসদ বা রাষ্ট্রপতি বা ঐরূপ অন্য কোন প্রাধিকারী ৩৫৬ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী কোন উদ্‌ঘোষণা প্রচারিত না হইলে প্রণয়ন করিতে ক্ষমতাপন্ন হইতেন না সেই বিধি উক্ত উদ্‌ঘোষণা সক্রিয় না থাকিবার পরেও বলবৎ থাকিয়া যাইবে, যে পর্যন্ত না কোন ক্ষমতাপন্ন বিধানমণ্ডল বা অন্য প্রাধিকারী কর্তৃক তাহা পরিবর্তিত বা নিরসিত বা সংশোধিত হয়।]

জরুরী অবস্থায় ১৯ অনুচ্ছেদের বিধানাবলীর নিলম্বন।

৩৫৮। [(১)] [ভারতের বা উহার রাজ্যক্ষেত্রের কোন অংশের নিরাপত্তা যুদ্ধ দ্বারা বা বাহির হইতে কোন আগ্রাসন দ্বারা বিপন্ন হইয়াছে বলিয়া ঘোষণা করিয়া কোন জরুরী অবস্থার উদ্‌ঘোষণা সক্রিয় থাকিবার কালে,] ভাগ ৩-এ যেরূপ সংজ্ঞার্থ দেওয়া হইয়াছে সেরূপ সংজ্ঞার্থনির্দিষ্ট রাজ্য, ঐ ভাগের অন্তর্গত বিধানাবলী না থাকিলে, যে বিধি প্রণয়নে বা যে নির্বাহিক ব্যবস্থা অবলম্বনে ক্ষমতাপন্ন হইতেন, ১৯ অনুচ্ছেদের কোন কিছুই সেই বিধি প্রণয়ন করিবার বা সেই নির্বাহিক ব্যবস্থা অবলম্বন করিবার পক্ষে উহার ক্ষমতা সঙ্কুচিত করিবে না, কিন্তু ঐরূপে প্রণীত কোন বিধি, ঐ উদ্‌ঘোষণার ক্রিয়া শেষ হওয়া মাত্র ঐ বিধি ঐরূপে আর কার্যকর না থাকিবার পূর্বে যাহা করা হইয়াছে বা করিতে বাদ পড়িয়াছে তৎসম্পর্কে ব্যতীত, যতদুর পর্যন্ত ঐ অক্ষমতা ছিল ততদূর পর্যন্ত আর কার্যকর থাকিবে না :

[তবে [যেক্ষেত্রে ঐরূপ জরুরী অবস্থার উদ্‌ঘোষণা] ভারতের রাজ্যক্ষেত্রের কেবল কোন অংশে সক্রিয় থাকে, সেক্ষেত্রে, যে রাজ্যে বা সংঘশাসিত রাজ্যক্ষেত্রে অথবা যাহার কোন অংশে ঐরূপ জরুরী অবস্থার উদ্‌ঘোষণা সক্রিয় নাই সেই রাজ্য বা সংঘশাসিত রাজ্যক্ষেত্র সম্পর্কে অথবা তথায়, যদি ও যতদূর পর্যন্ত ভারতের বা উহার রাজ্যক্ষেত্রের কোন অংশের নিরাপত্তা, ভারতের রাজ্যক্ষেত্রের ঐরূপ যে অংশে ঐ জরুরী অবস্থার উদ্‌ঘোষণা সক্রিয় আছে সেই অংশের বা সেই অংশ সম্পর্কিত কার্যকলাপ দ্বারা বিপন্ন হয়, তাহাহইলে ও ততদূর পর্যন্ত, এই অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ঐরূপ যেকোন বিধি প্রণীত বা ঐরূপ যেকোন নির্বাহিক ব্যবস্থা অবলম্বিত হইতে পারিবে।]

[(২) (১) প্রকরণের কোন কিছুই —

(ক) এরূপ কোন বিধির প্রতি প্রযুক্ত হইবে না যাহার মধ্যে, ঐ বিধি প্রণীত হইবার কালে উহা যে সক্রিয় জরুরী অবস্থার উদ্‌ঘোষণার সহিত সম্বন্ধযুক্ত আছে, এই মর্মে কোন বিবৃতি নাই; অথবা

(খ) এরূপ কোন নির্বাহিক ব্যবস্থার প্রতি প্রযুক্ত হইবে না যাহা ঐরূপ কোন বিবৃতি সংবলিত কোন বিধি অনুযায়ী ভিন্ন অন্যথা অবলম্বিত হইয়াছে।]

জরুরী অবস্থায় ভাগ ৩ দ্বারা অর্পিত অধিকারসমূহের বলবৎকরণ নিলম্বিত রাখা।

৩৫৯। (১) যেক্ষেত্রে কোন জরুরী অবস্থার উদ্‌ঘোষণা সক্রিয় আছে, সেক্ষেত্রে, রাষ্ট্রপতি, আদেশ দ্বারা, ঘোষণা করিতে পারেন যে [ভাগ ৩ (২০ ও ২১ অনুচ্ছেদ ব্যতীত) দ্বারা অর্পিত যেরূপ অধিকারসমূহের] উল্লেখ ঐ আদেশে থাকিতে পারে সেরূপ অধিকারসমূহ বলবৎকরণের জন্য কোন আদালতকে প্রচালিত করিবার অধিকার এবং ঐরূপে উল্লিখিত অধিকারসমূহ বলবৎকরণের জন্য যেসকল কার্যবাহ কোন আদালতে বিচারাধীন রহিয়াছে তাহা যে সময়সীমা পর্যন্ত ঐ উদ্‌ঘোষণা বলবৎ থাকে অথবা ঐ আদেশে স্বল্পতর যে সময়সীমা বিনির্দিষ্ট হইতে পারে সেই সময়সীমা পর্যন্ত নিলম্বিত থাকিবে।

[(১ক) যখন [ভাগ ৩ (২০ ও ২১ অনুচ্ছেদ ব্যতীত) দ্বারা অর্পিত অধিকারসমূহের] কোনটির উল্লেখ করিয়া (১) প্রকরণ অনুযায়ী প্রদত্ত কোন আদেশ সক্রিয় থাকে, তখন ঐ ভাগের যে বিধানাবলী দ্বারা ঐ অধিকারসমূহ অর্পিত হয় তাহাদের কোন কিছুই উক্ত ভাগে যথা-সংজ্ঞার্থনির্দিষ্ট রাজ্যের এরূপ কোন বিধি প্রণয়ন করিবার বা এরূপ কোন নির্বাহিক ব্যবস্থা গ্রহণ করিবার ক্ষমতা সঙ্কুচিত করিবে না, যাহা ঐ রাজ্য, ঐ ভাগের অন্তর্ভুক্ত বিধানাবলী না থাকিলে, প্রণয়ন করিতে বা গ্রহণ করিতে সক্ষম হইতেন, কিন্তু ঐরূপে প্রণীত কোন বিধি, পূর্বোক্ত আদেশের ক্রিয়া শেষ হওয়া মাত্র, ঐ বিধি ঐরূপে আর কার্যকর না থাকিবার পূর্বে যাহা করা হইয়াছে বা করিতে বাদ পড়িয়াছে তৎসম্পর্কে ব্যতীত, যতদূর পর্যন্ত ঐ অক্ষমতা ছিল ততদূর পর্যন্ত আর কার্যকর থাকিবে না :]

[তবে যেক্ষেত্রে কোন জরুরী অবস্থার উদ্‌ঘোষণা ভারতের রাজ্যক্ষেত্রের কেবল কোন অংশে সক্রিয় থাকে, সেক্ষেত্রে, যে রাজ্যে বা সংঘশাসিত রাজ্যক্ষেত্রে অথবা যাহার কোন অংশে ঐরূপ জরুরী অবস্থার উদ্‌ঘোষণা সক্রিয় নাই সেই রাজ্য বা সংঘশাসিত রাজ্যক্ষেত্র সম্পর্কে অথবা তথায়, যদি ও যতদূর পর্যন্ত ভারতের বা উহার রাজ্যক্ষেত্রের কোন অংশের নিরাপত্তা, ভারতের রাজ্যক্ষেত্রের ঐরূপ যে অংশে ঐ জরুরী অবস্থার উদ্‌ঘোষণা সক্রিয় আছে সেই অংশের বা সেই অংশ সম্পর্কিত কার্যকলাপ দ্বারা বিপন্ন হয়, তাহাহইলে ও ততদূর পর্যন্ত, এই অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ঐরূপ যেকোন বিধি প্রণীত বা ঐরূপ যেকোন নির্বাহিক ব্যবস্থা অবলম্বিত হইতে পারিবে।]

[(১খ) (১ক) প্রকরণের কোন কিছুই—

(ক) এরূপ কোন বিধির প্রতি প্রযুক্ত হইবে না যাহার মধ্যে, ঐ বিধি প্রণীত হইবার কালে উহা যে সক্রিয় জরুরী অবস্থার উদ্‌ঘোষণার সহিত সম্বন্ধযুক্ত আছে, এই মর্মে কোন বিবৃতি নাই; অথবা

(খ) এরূপ কোন নির্বাহিক ব্যবস্থার প্রতি প্রযুক্ত হইবে না যাহা ঐরূপ কোন বিবৃতি সংবলিত কোন বিধি অনুযায়ী ভিন্ন অন্যথা অবলম্বিত হইয়াছে।]

(২) পূর্বোক্তরূপে প্রদত্ত কোন আদেশ ভারতের রাজ্যক্ষেত্রের সর্বত্র বা উহার যেকোন অংশে প্রসারিত হইতে পারে :

[তবে যেক্ষেত্রে ভারতের রাজ্যক্ষেত্রের কেবল কোন অংশে জরুরী অবস্থার কোন উদ্‌ঘোষণা সক্রিয় আছে, সেক্ষেত্রে, ঐরূপ কোন আদেশ ভারতের রাজ্যক্ষেত্রের অন্য কোন অংশে প্রসারিত হইবে না, যদি না রাষ্ট্রপতি, ভারতের রাজ্যক্ষেত্রের ঐরূপ যে অংশে ঐ জরুরী অবস্থার উদ্‌ঘোষণা সক্রিয় আছে সেই অংশের বা সেই অংশ সম্পর্কিত কার্যকলাপ দ্বারা ভারতের বা উহার রাজ্যক্ষেত্রের কোন অংশের নিরাপত্তা বিপন্ন হইয়াছে বলিয়া তাঁহার প্রতীতি হওয়ায়, ঐরূপ প্রসারণ আবশ্যক বিবেচনা করেন।]

(৩) (১) প্রকরণ অনুযায়ী প্রদত্ত প্রত্যেক আদেশ, প্রদত্ত হইবার পর যথাসম্ভব শীঘ্র, সংসদের প্রত্যেক সদনের সমক্ষে স্থাপিত হইবে।

৩৫৯ক। [পাঞ্জাব রাজ্যে এই ভাগের প্রয়োগ]। — সংবিধান (তেষট্টিতম সংশোধন) আইন, ১৯৮৯-এর ৩ ধারা দ্বারা (৬.১.১৯৯০ হইতে কার্যকারিতাসহ) বাদ গিয়াছে।

৩৬০। (১) যদি রাষ্ট্রপতির প্রতীতি হয় যে এরূপ পরিস্থিতি উদ্ভূত হইয়াছে যদ্দ্বারা ভারতের অথবা উহার রাজ্যক্ষেত্রের কোন অংশের বিত্তীয় স্থায়িত্ব বা প্রত্যয়যোগ্যতা বিপন্ন হইয়াছে, তাহাহইলে, তিনি উদ্‌ঘোষণা দ্বারা, ঐ মর্মে একটি ঘোষণা করিতে পারেন। বিত্তীয় জরুরী অবস্থা সম্পর্কে বিধানাবলী।

[(২) (১) প্রকরণ অনুযায়ী প্রচারিত কোন উদ্‌ঘোষণা—

(ক) কোন পরবর্তী উদ্‌ঘোষণা দ্বারা সংহৃত বা পরিবর্তিত হইতে পারে;

(খ) সংসদের প্রত্যেক সদনের সমক্ষে স্থাপিত হইবে;

(গ) দুই মাসের অবসানে আর সক্রিয় থাকিবে না, যদি না ঐ সময়সীমার অবসানের পূর্বে উহা সংসদের উভয় সদনের সঙ্কল্প দ্বারা অনুমোদিত হইয়া থাকে :

তবে যদি ঐরূপ কোন উদ্‌ঘোষণা এরূপ সময়ে প্রচারিত হয় যখন লোকসভা ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইয়াছে অথবা (গ) উপ-প্রকরণে উল্লিখিত দুই মাস সময়সীমার মধ্যে লোকসভা ভাঙ্গিয়া যায়, এবং যদি ঐ সময়সীমার অবসানের পূর্বে ঐ উদ্‌ঘোষণা অনুমোদন করিয়া একটি সঙ্কল্প রাজ্যসভা কর্তৃক গৃহীত হইয়া থাকে কিন্তু ঐরূপ উদ্‌ঘোষণা সম্পর্কে কোন সঙ্কল্প লোকসভা কর্তৃক গৃহীত না হইয়া থাকে, তাহাহইলে, লোকসভার পুনর্গঠনের পর যে তারিখে উহার প্রথম বৈঠক হয় সেই তারিখ হইতে ত্রিশ দিনের অবসানে ঐ উদ্‌ঘোষণা আর সক্রিয় থাকিবে না, যদি না উক্ত ত্রিশ দিন সময়সীমার অবসানের পূর্বে ঐ উদ্‌ঘোষণা অনুমোদন করিয়া একটি সঙ্কল্প লোকসভা কর্তৃকও গৃহীত হইয়া থাকে।]

ভাগ ১৮ — জরুরী অবস্থার বিধানাবলী—অনুচ্ছেদ ৩৬০

(৩) (১) প্রকরণে উল্লিখিত হইয়াছে এরূপ কোন উদ্‌ঘোষণা যে সময়ে সক্রিয় থাকে সেই সময়ে, সংঘের নির্বাহিক প্রাধিকার কোন রাজ্যকে নির্দেশসমূহে যেরূপ বিনির্দিষ্ট হইতে পারে সেরূপ বিত্তীয় ঔচিত্যের অনুশাসনসমূহ পালন করিতে নির্দেশসমূহ প্রদান করা পর্যন্ত এবং এতদুদ্দেশ্যে অন্য যে নির্দেশসমূহ রাষ্ট্রপতি প্রয়োজন ও পর্যাপ্ত গণ্য করেন তাহা প্রদান করা পর্যন্ত প্রসারিত হইবে।

(৪) এই সংবিধানে যাহা কিছু আছে তৎসত্ত্বেও,—

(ক) এরূপ কোন নির্দেশের অন্তর্গত হইতে পারে—

(i) কোন বিধান, যদ্দ্বারা কোন রাজ্যের কার্যাবলী সম্পর্কে চাকরিরত সকল বা কোন শ্রেণীর ব্যক্তিগণের বেতন ও ভাতাসমূহ হ্রাসকরণ আবশ্যক হয়;

(ii) কোন বিধান, যদ্দ্বারা সকল অর্থ-বিধেয়ক বা যাহাতে ২০৭ অনুচ্ছেদের বিধানাবলী প্রযুক্ত হয় এরূপ অন্য বিধেয়কসমূহ, রাজ্যের বিধানমণ্ডল কর্তৃক গৃহীত হইবার পর, রাষ্ট্রপতির বিবেচনার্থ সংরক্ষিত করা আবশ্যক হয়;

(খ) যে সময়ে এই অনুচ্ছেদ অনুযায়ী প্রচারিত কোন উদ্‌ঘোষণা সক্রিয় থাকে সেই সময়ে, সুপ্রীম কোর্ট ও হাইকোর্টসমূহের বিচারপতিগণ সমেত, সংঘের কার্যাবলী সম্পর্কে চাকরিরত সকল বা যেকোন শ্রেণীর ব্যক্তিগণের বেতন ও ভাতাসমূহ হ্রাসকরণের নির্দেশ প্রদান করিতে রাষ্ট্রপতি ক্ষমতাপন্ন হইবেন।

(৫) * * * * *

ভাগ ১৯

বিবিধ

৩৬১। (১) রাষ্ট্রপতি অথবা কোন রাজ্যের রাজ্যপাল বা রাজপ্রমুখ তাঁহার পদের ক্ষমতাসমূহ প্রয়োগের ও কর্তব্যসমূহ সম্পাদনের জন্য অথবা ঐ ক্ষমতাসমূহ প্রয়োগে ও কর্তব্যসমূহ সম্পাদনে কৃত বা করিতে অভিপ্রেত কোন কার্যের জন্য কোন আদালতের নিকট উত্তরদায়ী হইবেন না : রাষ্ট্রপতির এবং রাজ্যপাল ও রাজপ্রমুখগণের রক্ষণ।

তবে ৬১ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী কোন অভিযোগের তদন্তের জন্য সংসদের যেকোন সদন কর্তৃক নিযুক্ত বা নামোদ্দিষ্ট কোন আদালত, ট্রাইবিউন্যাল বা সংস্থা কর্তৃক রাষ্ট্রপতির আচরণ পুনর্বিলোকিত হইতে পারে :

পরন্তু এই প্রকরণের কোন কিছুরই এরূপ অর্থ করা যাইবে না যে উহা ভারত সরকারের বা কোন রাজ্যের সরকারের বিরুদ্ধে কোন ব্যক্তির যথাযোগ্য কার্যবাহ আনয়ন করিবার অধিকার সঙ্কুচিত করিতেছে।

(২) রাষ্ট্রপতির বা কোন রাজ্যের রাজ্যপালের * * * বিরুদ্ধে কোন আদালতে তাঁহার পদের কার্যকালে কোনও প্রকার ফৌজদারী কার্যবাহ রুজু করা বা চালান যাইবে না।

(৩) রাষ্ট্রপতিকে বা কোন রাজ্যের রাজ্যপালকে * * * গ্রেফতার বা কারারুদ্ধ করিবার জন্য কোন পরোয়ানা কোন আদালত হইতে তাঁহার পদের কার্যকালে প্রচার করা যাইবে না।

(৪) রাষ্ট্রপতির বা কোন রাজ্যের রাজ্যপালের * * * বিরুদ্ধে, রাষ্ট্রপতিরূপে বা ঐ রাজ্যের রাজ্যপালরূপে * * * আপন পদের কার্যভার গ্রহণ করিবার পূর্বেই হউক বা পরেই হউক, ব্যক্তিগতভাবে তৎকর্তৃক কৃত বা করিতে অভিপ্রেত কোন কার্য সম্পর্কে কোন দেওয়ানী কার্যবাহ, যাহাতে তাঁহার বিরুদ্ধে কোন প্রতিকার দাবি করা হয়, তাঁহার পদের কার্যকালে কোন আদালতে রুজু করা যাইবে না, যে পর্যন্ত না ঐ কার্যবাহের প্রকৃতি, উহার জন্য মামলার কারণ, ঐরূপ কার্যবাহ যে পক্ষ কর্তৃক রুজু করা হইবে তাঁহার নাম, বর্ণনা ও নিবাসস্থান এবং যে প্রতিকার তিনি দাবি করেন তাহা বিবৃত করিয়া লিখিত নোটিস, ক্ষেত্রানুযায়ী, রাষ্ট্রপতিকে বা রাজ্যপালকে * * * প্রদান করিবার বা তাঁহার করণে রাখিয়া যাইবার পর দুই মাস অবসান হয়।

[৩৬১ক। (১) কোন ব্যক্তি সংসদের কোন সদনের বা, ক্ষেত্রানুযায়ী, কোন রাজ্যের বিধানসভার অথবা বিধানমণ্ডলের কোন সদনের কোন কার্যবিবরণীর বস্তুতঃ সত্য প্রতিবেদন কোন সংবাদপত্রে প্রকাশ সম্পর্কে কোন আদালতে দেওয়ানী বা ফৌজদারী কোন কার্যবাহের দায়িতাধীন হইবেন না, যদি না ঐ প্রকাশ বিদ্বেষবশতঃ করা হইয়াছে বলিয়া প্রমাণিত হয় : সংসদ ও রাজ্য বিধানমণ্ডলের কার্যবিবরণীর প্রকাশন সংরক্ষণ।

তবে এই প্রকরণের কোন কিছুই সংসদের কোন সদনের বা, ক্ষেত্রানুযায়ী, কোন রাজ্যের বিধানসভার অথবা বিধানমণ্ডলের কোন সদনের কোন গোপন বৈঠকের কার্যবিবরণীর প্রতিবেদন প্রকাশ সম্পর্কে প্রযুক্ত হইবে না।

(২) (১) প্রকরণ কোন সংবাদপত্রে প্রকাশিত প্রতিবেদন বা বিষয় সম্পর্কে যেরূপ প্রযুক্ত হয়, কোন সম্প্রচারণকেন্দ্রের মাধ্যমে পরিবেশিত কোন কার্যক্রম বা কার্যব্যবস্থার অংশরূপে বেতার টেলিগ্রাফির মাধ্যমে সম্প্রচারিত প্রতিবেদন বা বিষয় সম্পর্কেও সেরূপ প্রযুক্ত হইবে।

ব্যাখ্যা।—এই অনুচ্ছেদে, ''সংবাদপত্র'' শব্দটি কোন সংবাদ-সংস্থার যে প্রতিবেদনে সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য কোন সংবাদ থাকে তাহাও অন্তর্ভুক্ত করিবে।]

পারিশ্রমিক প্রদায়ী রাজনৈতিক পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে নির্যোগ্যতা।

[**৩৬১খ**। কোন সদনের কোন রাজনৈতিক দলের অন্তর্ভুক্ত কোন সদস্য যিনি দশম তফসিলের ২ প্যারাগ্রাফ অনুযায়ী ঐ সদনের সদস্য থাকিবার পক্ষে নির্যোগ্য হইয়াছেন, তিনি তাঁহার নির্যোগ্যতার প্রারম্ভের তারিখ হইতে ঐরূপ সদস্যরূপে তাঁহার পদের মেয়াদ যে তারিখে অবসিত হইত সেই তারিখ পর্যন্ত অথবা কোন সদনের কোন নির্বাচনে যে তারিখে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন ও নির্বাচিত বলিয়া ঘোষিত হন সেই তারিখ পর্যন্ত - এতদুভয়ের মধ্যে যাহা পূর্ববর্তী হয় সেরূপ সময়সীমার স্থিতিকালের জন্য কোন পারিশ্রমিক প্রদায়ী রাজনৈতিক পদেও অধিষ্ঠিত থাকিবার পক্ষে নির্যোগ্য হইবেন।

ব্যাখ্যা।— এই অনুচ্ছেদের প্রয়োজনে, —

(ক) ''সদন'' কথাটির দশম তফসিলের প্যারাগ্রাফ ১-এর (ক) প্রকরণে যে অর্থ নির্দিষ্ট করা হইয়াছে সেই অর্থ থাকিবে;

(খ) ''পারিশ্রমিক প্রদায়ী রাজনৈতিক পদ'' বলিতে যে পদের বেতন বা পারিশ্রমিক ক্ষতিপূর্তি প্রকৃতিতে প্রদত্ত হয় তদ্ব্যতীত—

(i) ভারত সরকার বা কোন রাজ্য সরকারের অধীনস্থ পদ যেক্ষেত্রে ঐরূপ পদের জন্য বেতন বা পারিশ্রমিক, ক্ষেত্রানুযায়ী, ভারত সরকার বা, কোন রাজ্য সরকারের সরকারী রাজস্ব হইতে প্রদত্ত হয়, তাহাকে বুঝায়; বা

(ii) ভারত সরকার বা কোন রাজ্য সরকারের সম্পূর্ণত: বা আংশিক মালিকানাধীন নিগমবদ্ধ হউক বা না হউক এরূপ কোন সংস্থার অধীনস্থ, বেতন বা পারিশ্রমিক ঐ সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত হয় এরূপ কোন পদকে বুঝায়।]

ভাগ ১৯ — বিবিধ—অনুচ্ছেদ ৩৬২-৩৬৩ক

৩৬২। [ভারতীয় রাজ্যসমূহের শাসকবর্গের অধিকার ও বিশেষাধিকার।] সংবিধান (ছাব্বিশতম সংশোধন) আইন, ১৯৭১, ২ ধারা দ্বারা (২৮.১২.১৯৭১ হইতে কার্যকারিতাসহ) বাদ গিয়াছে।

৩৬৩। (১) এই সংবিধানে যাহা কিছু আছে তৎসত্ত্বেও, কিন্তু ১৪৩ অনুচ্ছেদের বিধানাবলীর অধীনে যে সন্ধি, চুক্তি, অঙ্গীকারপত্র, বচন-বন্ধ, সনদ বা অনুরূপ অন্য সংলেখ এই সংবিধানের প্রারম্ভের পূর্বে কোন ভারতীয় রাজ্যের কোন শাসক কর্তৃক কৃত বা নিষ্পাদিত হইয়াছিল ও যাহাতে ভারত ডোমিনিয়ন সরকার বা উহার কোন পূর্ববর্তী সরকার পক্ষ ছিলেন এবং যাহা ঐরূপ প্রারম্ভের পরে সক্রিয় রহিয়াছে বা যাহাকে সক্রিয় রাখা হইয়াছে, তাহার কোন বিধান হইতে উদ্ভূত কোন বিবাদে, অথবা ঐরূপ কোন সন্ধি, চুক্তি, অঙ্গীকারপত্র, বচন-বন্ধ, সনদ বা অনুরূপ অন্য সংলেখ সম্বন্ধী এই সংবিধানের বিধানাবলীর কোন বিধান অনুযায়ী প্রাপ্ত কোন অধিকার অথবা উদ্ভূত কোন দায়িতা বা দায়িত্ব সম্পর্কে কোন বিবাদে, সুপ্রীম কোর্ট অথবা অন্য কোন আদালত, কাহারও ক্ষেত্রাধিকার থাকিবে না। কোন কোন সন্ধি, চুক্তি, ইত্যাদি হইতে উদ্ভূত বিবাদে আদালতের হস্তক্ষেপে প্রতিবন্ধক।

(২) এই অনুচ্ছেদে —

(ক) ''ভারতীয় রাজ্য'' বলিতে বুঝাইবে যেকোন রাজ্যক্ষেত্র যাহা এই সংবিধানের প্রারম্ভের পূর্বে সম্রাট বা ভারত ডোমিনিয়নের সরকারের নিকট ঐরূপ রাজ্য বলিয়া স্বীকৃতিপ্রাপ্ত হইয়াছে; এবং

(খ) ''শাসক'' এরূপ রাজা, প্রধান বা অন্য ব্যক্তি যিনি ঐরূপ প্রারম্ভের পূর্বে সম্রাট বা ভারত ডোমিনিয়নের সরকারের নিকট কোন ভারতীয় রাজ্যের শাসক বলিয়া স্বীকৃতিপ্রাপ্ত হইয়াছেন তাহাকে অন্তর্ভুক্ত করে।

[**৩৬৩ক।** এই সংবিধানে অথবা তৎকালে বলবৎ কোন বিধিতে যাহা কিছু আছে তৎসত্ত্বেও,— ভারতীয় রাজ্যসমূহের শাসকগণকে প্রদত্ত স্বীকৃতি আর থাকিবে না এবং রাজন্যভাতাসমূহ বিলুপ্ত হইবে।

(ক) কোন রাজা, প্রধান বা অন্য ব্যক্তি যিনি সংবিধান (ছাব্বিশতম সংশোধন) আইন, ১৯৭১-এর প্রারম্ভের পূর্বে কোন সময়ে, রাষ্ট্রপতির নিকট কোন ভারতীয় রাজ্যের শাসক বলিয়া স্বীকৃতিপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন, অথবা কোন ব্যক্তি যিনি, ঐরূপ প্রারম্ভের পূর্বে কোন সময়ে রাষ্ট্রপতির নিকট ঐরূপ শাসকের উত্তরসূরী বলিয়া স্বীকৃতিপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তিনি ঐরূপ প্রারম্ভ হইতে ও তদবধি ঐরূপ শাসক বা ঐরূপ শাসকের উত্তরসূরী বলিয়া আর স্বীকৃতিপ্রাপ্ত হইবেন না।

(খ) সংবিধান (ছাব্বিশতম সংশোধন) আইন, ১৯৭১-এর প্রারম্ভে ও প্রারম্ভ হইতে রাজন্যভাতা বিলুপ্ত হইল এবং রাজন্যভাতা সম্পর্কিত সকল অধিকার, দায়িতা ও দায়িত্ব বিনষ্ট হইল এবং তদনুসারে, (ক) প্রকরণে উল্লিখিত শাসককে, ক্ষেত্রানুযায়ী, বা, ঐরূপ শাসকের উত্তরসূরীকে, অথবা অন্য কোন ব্যক্তিকে, রাজন্যভাতারূপে কোন অর্থ প্রদত্ত হইবে না।]

ভাগ ১৯ — বিবিধ—অনুচ্ছেদ ৩৬৪-৩৬৬

প্রধান প্রধান বন্দর ও বিমানক্ষেত্র সম্পর্কে বিশেষ বিধান।

৩৬৪। (১) এই সংবিধানে যাহা কিছু আছে তৎসত্ত্বেও, রাষ্ট্রপতি, সরকারী প্রজ্ঞাপন দ্বারা, নির্দেশ দিতে পারেন যে ঐ প্রজ্ঞাপনে যে তারিখ বিনির্দিষ্ট হইতে পারে সেই তারিখ হইতে —

(ক) সংসদ কর্তৃক বা কোন রাজ্যের বিধানমণ্ডল কর্তৃক প্রণীত কোন বিধি কোন প্রধান বন্দর বা বিমানক্ষেত্র সম্পর্কে প্রযুক্ত হইবে না অথবা ঐ প্রজ্ঞাপনে যেরূপ ব্যতিক্রম বা সংপরিবর্তন বিনির্দিষ্ট হইতে পারে তদধীনে প্রযুক্ত হইবে, অথবা

(খ) কোন বিদ্যমান বিধি, উক্ত তারিখের পূর্বে যাহা করা হইয়াছে বা করিতে বাদ পড়িয়াছে তৎসম্পর্কে ব্যতীত, কোন প্রধান বন্দর বা বিমানক্ষেত্রে আর কার্যকর হইবে না অথবা ঐরূপ বন্দর বা বিমানক্ষেত্র সম্পর্কে উহার প্রয়োগে, ঐ প্রজ্ঞাপনে যেরূপ ব্যতিক্রম বা সংপরিবর্তন বিনির্দিষ্ট হইতে পারে, তদধীনে কার্যকর হইবে।

(২) এই অনুচ্ছেদে —

(ক) ''প্রধান বন্দর'' বলিতে সংসদ কর্তৃক প্রণীত কোন বিধি বা কোন বিদ্যমান বিধি দ্বারা বা অনুযায়ী প্রধান বন্দর বলিয়া ঘোষিত কোন বন্দর বুঝাইবে এবং উহা সকল ক্ষেত্র যাহা তৎকালে ঐরূপ বন্দরের সীমার অন্তর্ভুক্ত তাহাকে অন্তর্ভুক্ত করিবে;

(খ) ''বিমানক্ষেত্র'' বলিতে বায়ুপথ, বিমান ও বিমান চালনা সম্পর্কিত আইনসমূহের প্রয়োজনে উহার যে সংজ্ঞার্থ দেওয়া হইয়াছে সেই সংজ্ঞার্থ-নির্দিষ্ট বিমানক্ষেত্র বুঝাইবে।

সংঘ কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশসমূহ পালন বা কার্যকর করিতে ব্যর্থ হইবার ফল।

৩৬৫। যেক্ষেত্রে কোন রাজ্য এই সংবিধানের কোন বিধান অনুযায়ী সংঘের নির্বাহিক ক্ষমতা প্রয়োগে প্রদত্ত কোন নির্দেশ পালন বা কার্যকর করিতে ব্যর্থ হন, সেক্ষেত্রে, রাষ্ট্রপতির পক্ষে ইহা ধরিয়া লওয়া বিধিসম্মত হইবে যে এরূপ অবস্থা উদ্ভূত হইয়াছে যাহাতে এই সংবিধানের বিধানাবলী অনুসারে ঐ রাজ্যের শাসন চালনা করা যায় না।

সংজ্ঞার্থসমূহ।

৩৬৬। এই সংবিধানে, প্রসঙ্গতঃ অন্যথা আবশ্যক না হইলে, নিম্নলিখিত কথাগুলির অর্থ এতদ্দ্বারা যথাক্রমে যেরূপ নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইল সেরূপ হইবে, অর্থাৎ—

(১) ''কৃষি আয়'' বলিতে ভারতীয় আয়কর সম্বন্ধী আইনসমূহের প্রয়োজনে যে সংজ্ঞার্থ দেওয়া হইয়াছে সেই সংজ্ঞার্থ-নির্দিষ্ট কৃষি আয় বুঝাইবে;

ভাগ ১৯ — বিবিধ—অনুচ্ছেদ ৩৬৬

(২) ''ইঙ্গ-ভারতীয়'' বলিতে এরূপ একজন ব্যক্তিকে বুঝাইবে যাঁহার পিতা বা যাঁহার পিতৃপরম্পরার মধ্যে অন্য কোন পূর্বপুরুষ ইউরোপীয় বংশ হইতে উদ্ভূত হইয়াছেন বা হইয়াছিলেন, কিন্তু যিনি ভারতের রাজ্যক্ষেত্রের অধিবাসী এবং ঐরূপ রাজ্যক্ষেত্রের মধ্যে এরূপ পিতামাতা হইতে জন্মিয়াছেন বা জন্মিয়াছিলেন যাঁহারা তথায় সাধারণতঃ বসবাস করেন ও কেবল সাময়িক প্রয়োজনে থাকেন না;

(৩) ''অনুচ্ছেদ'' বলিতে এই সংবিধানের কোন অনুচ্ছেদ বুঝাইবে;

(৪) ''ধারগ্রহণ'' বার্ষিকী মঞ্জুর করিয়া অর্থ সংগ্রহ করা অন্তর্ভুক্ত করিবে, এবং ''ধার'' শব্দের অর্থ তদনুসারে করিতে হইবে;

[(৪ক) * * * * *]

(৫) ''প্রকরণ'' বলিতে যে অনুচ্ছেদে ঐ কথাটি ব্যবহৃত হইয়াছে সেই অনুচ্ছেদের কোন প্রকরণ বুঝাইবে;

(৬) ''নিগম কর'' বলিতে বুঝাইবে আয়ের উপর কোন কর, যতদূর পর্যন্ত উহা কোম্পানিসমূহ কর্তৃক প্রদেয় হয় এবং এরূপ কোন কর যাহার সম্পর্কে নিম্নলিখিত শর্তগুলি পূরিত হয় :—

(ক) উহা কৃষি আয় সম্পর্কে প্রদেয় নহে;

(খ) কোম্পানিসমূহ কর্তৃক ব্যক্তিগণকে যে লাভাংশসমূহ প্রদেয় হয় তাহা হইতে, ঐ কোম্পানিসমূহ কর্তৃক প্রদত্ত কর সম্পর্কে, কোন বিয়োগ ঐ করের প্রতি প্রযোজ্য কোন আইন দ্বারা প্রাধিকৃত নহে;

(গ) ঐরূপ লাভাংশসমূহ যে ব্যক্তিগণ পাইতেছেন তাঁহাদের মোট আয় ভারতীয় আয়করের প্রয়োজনে গণনা করিতে, অথবা ঐরূপ ব্যক্তিগণ কর্তৃক প্রদেয় বা তাঁহাদিগকে প্রত্যর্পণীয় ভারতীয় আয়কর গণনা করিতে, ঐরূপে প্রদত্ত কর গণনার মধ্যে ধরিবার জন্য কোন বিধান নাই;

(৭) ''তৎস্থানী প্রদেশ'', ''তৎস্থানী ভারতীয় রাজ্য'' বা ''তৎস্থানী রাজ্য'' বলিতে সন্দেহ হইবার ক্ষেত্রে, আলোচ্য বিশেষ বিষয়টির প্রয়োজনে, ক্ষেত্রানুযায়ী, ''তৎস্থানী প্রদেশ'' বা, ''তৎস্থানী ভারতীয় রাজ্য'' বা ''তৎস্থানী রাজ্য'' বলিয়া রাষ্ট্রপতি কর্তৃক যেরূপ প্রদেশ, ভারতীয় রাজ্য বা রাজ্য নির্ধারিত হইতে পারে সেরূপ প্রদেশ, ভারতীয় রাজ্য বা রাজ্য বুঝাইবে;

ভাগ ১৯ — বিবিধ—অনুচ্ছেদ ৩৬৬

(৮) ''ঋণ'' বার্ষিকীরূপে মূলধনী অর্থ পরিশোধ করিবার কোন দায়িত্ব সম্পর্কে কোন দায়িতা এবং কোন প্রত্যাভূতি অনুযায়ী কোন দায়িতাকে অন্তর্ভুক্ত করিবে এবং ''ঋণ প্রভারসমূহ''—এর অর্থ তদনুসারে করিতে হইবে;

(৯) ''সম্পদ শুল্ক'' বলিতে, যে সকল সম্পত্তি মৃত্যুর কারণে অন্যে বর্তায় অথবা, ঐ শুল্ক সম্বন্ধে সংসদ বা কোন রাজ্যের বিধানমণ্ডল কর্তৃক প্রণীত বিধিসমূহের বিধানাবলী অনুসারে, ঐরূপে অন্যে বর্তায় বলিয়া গণ্য হয় সেই সকল সম্পত্তির, ঐরূপ বিধিসমূহ দ্বারা বা অনুযায়ী বিহিতব্য নিয়মাবলী অনুসারে নির্ণীত, মূল মূল্যের উপর বা তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিয়া যে শুল্ক ধার্য হইবে সেই শুল্ক বুঝায়;

(১০) ''বিদ্যমান বিধি'' বলিতে কোন বিধি, অধ্যাদেশ, আদেশ, উপবিধি, নিয়ম বা প্রনিয়ম, যাহা এই সংবিধানের প্রারম্ভের পূর্বে ঐরূপ বিধি, অধ্যাদেশ, আদেশ, উপবিধি, নিয়ম বা প্রনিয়ম প্রণয়নের ক্ষমতাসম্পন্ন কোন বিধানমণ্ডল, প্রাধিকারী বা ব্যক্তি কর্তৃক গৃহীত বা প্রণীত হইয়াছে তাহাকে বুঝায়;

(১১) ''ফেডারেল কোর্ট'' বলিতে ভারত শাসন আইন, ১৯৩৫ অনুযায়ী গঠিত ফেডারেল কোর্ট বুঝায়;

(১২) ''পণ্য'' সকল সামগ্রী, পণ্যদ্রব্য ও বস্তুকে অন্তর্ভুক্ত করে;

(১২ক) ''পণ্য ও পরিষেবা কর'' বলিতে মানুষের ভোগের জন্য সুরাসার পানীয় সরবরাহের উপর কর ভিন্ন অন্য কোন পণ্যের সরবরাহ বা পরিষেবা অথবা উভয়েরই উপর কোন করকে বুঝায়;

(১৩) ''প্রত্যাভূতি'' এরূপ কোন দায়িত্বকে অন্তর্ভুক্ত করে যাহা কোন উদ্যোগের মুনাফা বিনির্দিষ্ট অর্থপরিমাণের অপেক্ষা কম হইবার ক্ষেত্রে উহা প্রদান করিবার জন্য এই সংবিধান প্রারম্ভের পূর্বে গ্রহণ করা হয়;

(১৪) ''হাইকোর্ট'' বলিতে এরূপ কোন আদালতকে বুঝায় যাহা এই সংবিধানের প্রয়োজনে কোন রাজ্যের জন্য হাইকোর্ট বলিয়া গণ্য হয়, এবং উহা —

(ক) ভারতের রাজ্যক্ষেত্রে এই সংবিধান অনুযায়ী হাইকোর্টরূপে গঠিত বা পুনর্গঠিত কোন আদালতকে, এবং

(খ) এই সংবিধানের সকল বা যেকোন প্রয়োজনে সংসদ কর্তৃক বিধি দ্বারা হাইকোর্টরূপে ঘোষিত হয়, ভারত রাজ্যক্ষেত্রের এরূপ কোন আদালতকে

অন্তর্ভুক্ত করে;

ভাগ ১৯ — বিবিধ—অনুচ্ছেদ ৩৬৬

(১৫) ''ভারতীয় রাজ্য'' বলিতে, যে রাজ্যক্ষেত্রকে ভারত ডোমিনিয়নের সরকার ঐরূপ একটি রাজ্য বলিয়া স্বীকৃতি দিয়াছিলেন তাহা বুঝাইবে;

(১৬) ''ভাগ'' বলিতে এই সংবিধানের কোন ভাগ বুঝাইবে;

(১৭) ''পেনশন'' বলিতে বুঝাইবে কোন ব্যক্তিকে বা ব্যক্তি সম্পর্কে প্রদেয় যেকোন প্রকারের পেনশন, উহা অংশ-দায়ী হউক বা না হউক, এবং উহা অন্তর্ভুক্ত করিবে ঐরূপে প্রদেয় অবসর-বেতন, ঐরূপে প্রদেয় কোন আনুতোষিক এবং কোন ভবিষ্যনিধিতে দত্ত চাঁদাসমূহ, তদুপরি সুদ বা অন্য কিছুর সংযোজন সহিত বা রহিত, প্রত্যর্পণ বাবত ঐরূপে প্রদেয় কোন অর্থ বা অর্থসমূহ;

(১৮) ''জরুরী অবস্থার উদ্‌ঘোষণা'' বলিতে ৩৫২ অনুচ্ছেদের (১) প্রকরণ অনুযায়ী প্রচারিত কোন উদ্‌ঘোষণা বুঝাইবে;

(১৯) ''সরকারী প্রজ্ঞাপন'' বলিতে, ক্ষেত্রানুযায়ী, ভারতের গেজেটে বা, কোন রাজ্যের সরকারী গেজেটে কোন প্রজ্ঞাপন বুঝাইবে;

(২০) ''রেলপথ'' অন্তর্ভুক্ত করিবে না —

(ক) সম্পূর্ণরূপে কোন পৌরক্ষেত্রের অভ্যন্তরে অবস্থিত কোন ট্রামপথ, বা

(খ) কোন এক রাজ্যের অভ্যন্তরে সম্পূর্ণরূপে অবস্থিত এবং সংসদ কর্তৃক বিধি দ্বারা রেলপথ নহে বলিয়া ঘোষিত অন্য কোন সমাযোজনের পথ;

(২১) * * * * *

[(২২) ''শাসক'' বলিতে বুঝাইবে কোন রাজা, প্রধান বা অন্য ব্যক্তি যিনি সংবিধান (ছাব্বিশতম সংশোধন) আইন, ১৯৭১-এর প্রারম্ভের পূর্বে কোন সময়ে রাষ্ট্রপতির নিকট কোন ভারতীয় রাজ্যের শাসক বলিয়া স্বীকৃতিপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন অথবা কোন ব্যক্তি যিনি ঐরূপ প্রারম্ভের পূর্বে কোন সময়ে রাষ্ট্রপতির নিকট ঐরূপ শাসকের উত্তরসূরী বলিয়া স্বীকৃতিপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন ;]

(২৩) ''তফসিল'' বলিতে এই সংবিধানের কোন তফসিল বুঝাইবে;

(২৪) ''তফসিলী জাতিসমূহ'' বলিতে এরূপ জাতিসমূহ, প্রজাতিসমূহ বা জনজাতিসমূহ, অথবা ঐরূপ জাতিসমূহের, প্রজাতিসমূহের বা জনজাতিসমূহের এরূপ ভাগসমূহ, বা উহাদের অন্তর্গত এরূপ গোষ্ঠীসমূহ বুঝায় যাহারা এই সংবিধানের প্রয়োজনে ৩৪১ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী তফসিলী জাতিসমূহ বলিয়া গণ্য হয়;

ভাগ ১৯ — বিবিধ—অনুচ্ছেদ ৩৬৬

(২৫) ''তফসিলী জনজাতিসমূহ'' বলিতে এরূপ জনজাতিসমূহ বা জনজাতীয় সম্প্রদায়সমূহ, অথবা ঐরূপ জনজাতিসমূহের বা জনজাতীয় সম্প্রদায়সমূহের এরূপ ভাগসমূহ বা উহাদের অন্তর্গত এরূপ গোষ্ঠীসমূহ বুঝায় যাহারা এই সংবিধানের প্রয়োজনে ৩৪২ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী তফসিলী জনজাতিসমূহ বলিয়া গণ্য হয়;

(২৬) ''প্রতিভূতিসমূহ'' স্টক অন্তর্ভুক্ত করে;

* * * * *

(২৬ক) ''পরিষেবা'' বলিতে পণ্য ব্যতীত অন্য যে কোন কিছুকে বুঝায়;

(২৬খ) ২৪৬ক, ২৬৮, ২৬৯, ২৬৯ক অনুচ্ছেদ ও ২৭৯ক অনুচ্ছেদের ক্ষেত্রে ''রাজ্য'' বিধানমণ্ডল রহিয়াছে এরূপ কোন সংঘশাসিত রাজ্যক্ষেত্রকে অন্তর্ভুক্ত করে;

(২৬গ) ''সামাজিক ও শিক্ষাগতভাবে অনগ্রসর শ্রেণীসমূহ'' বলিতে সেরূপ অনগ্রসর শ্রেণীসমূহকে বুঝায় যেরূপ, ক্ষেত্রানুযায়ী, কেন্দ্রীয় সরকার বা রাজ্য সরকার বা সংঘশাসিত রাজ্যক্ষেত্রের প্রয়োজনে অনুচ্ছেদ ৩৪২ক অনুযায়ী ঐরূপে গণ্য হয়।

(২৭) ''উপ-প্রকরণ'' বলিতে যে প্রকরণে কথাটি আছে সেই প্রকরণের কোন উপ-প্রকরণ বুঝায়;

(২৮) ''করাধান'' সাধারণ বা স্থানীয় বা বিশেষ যেকোন কর বা আমদানি-কর আরোপণকে অন্তর্ভুক্ত করে এবং তদনুসারে ''কর'' শব্দের অর্থ করিতে হইবে;

(২৯) ''আয়ের উপর কর'' অতিরিক্ত মুনাফা-কর প্রকৃতির কর অন্তর্ভুক্ত করে;

[(২৯ক) ''পণ্যসমূহের বিক্রয় বা ক্রয়ের উপর কর''—

(ক) কোন পণ্যের স্বত্ব, কোন সংবিদা অনুসরণক্রমে ভিন্ন অন্যথা নগদ, স্থগিত প্রদান বা অন্য মূল্যবান প্রতিদানের বিনিময়ে হস্তান্তরের উপর করকে;

(খ) কোন কর্ম-সংবিদার নিষ্পাদনে সংশ্লিষ্ট পণ্যের স্বত্ব (পণ্যসমূহের আকারে বা অন্য কোন আকারে) হস্তান্তরের উপর করকে;

(গ) ভাড়া-খরিদে বা কিস্তিতে মূল্য প্রদানের কোনও পদ্ধতিতে পণ্যসমূহের অর্পণের উপর কর;

ভাগ ১৯ — বিবিধ—অনুচ্ছেদ ৩৬৬-৩৬৭

(ঘ) নগদ, স্থগিত প্রদান বা অন্য মূল্যবান প্রতিদানের বিনিময়ে (কোন বিনির্দিষ্ট সময়সীমার জন্য হউক বা না হউক) কোনও পণ্য ব্যবহারের অধিকার হস্তান্তরের উপর কর ;

(ঙ) কোন অনিগমিত পরিমেল বা ব্যক্তিমণ্ডলী কর্তৃক উহার কোন সদস্যের নিকট নগদ, স্থগিত প্রদান বা অন্য মূল্যবান প্রতিদানের বিনিময়ে পণ্যসমূহ সরবরাহের উপর কর;

(চ) কোনও পণ্য অর্থাৎ খাদ্য বা মানুষের ভোগের অন্য কোন বস্তু অথবা (মাদক হউক বা না হউক) পানীয়, কোন সেবা হিসাবে বা তাহার অংশরূপে অথবা অন্য যেকোন প্রণালীতে, সরবরাহের উপর করকে, যেস্থলে ঐরূপ সরবরাহ বা সেবা নগদ, স্থগিত প্রদান বা অন্য মূল্যবান প্রতিদানের বিনিময়ে হয়,

অন্তর্ভুক্ত করে এবং কোন পণ্যের ঐরূপ হস্তান্তর, অর্পণ বা সরবরাহ, যে ব্যক্তি ঐ হস্তান্তর, অর্পণ বা সরবরাহ করেন, তৎকর্তৃক সম্পাদিত ঐ পণ্যের বিক্রয়রূপে এবং, যে ব্যক্তির নিকট ঐরূপ হস্তান্তর, অর্পণ বা সরবরাহ করা হয়, তৎকর্তৃক সম্পাদিত ঐ পণ্যের ক্রয়রূপে গণ্য হইবে;]

[(৩০) "সংঘশাসিত রাজ্যক্ষেত্র" বলিতে প্রথম তফসিলে বিনির্দিষ্ট কোন সংঘশাসিত রাজ্যক্ষেত্র বুঝাইবে, এবং উহা অন্তর্ভুক্ত করিবে ভারতের রাজ্যক্ষেত্রের অন্তর্গত, কিন্তু ঐ তফসিলে বিনির্দিষ্ট নহে, এরূপ অন্য যেকোন রাজ্যক্ষেত্র।]

৩৬৭। (১) প্রসঙ্গতঃ অন্যথা আবশ্যক না হইলে, সাধারণ প্রকরণ আইন, ১৮৯৭, ভারত ডোমিনিয়নের বিধানমণ্ডলের কোন আইনের অর্থপ্রকটনের জন্য যেরূপ প্রযুক্ত হয়, উহাতে ৩৭২ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী যে অভিযোজন বা সংপরিবর্তন করা হইতে পারে তদধীনে, এই সংবিধানের অর্থপ্রকটনের জন্য সেরূপ প্রযুক্ত হইবে। অর্থপ্রকটন।

(২) এই সংবিধানে সংসদের, বা তৎকর্তৃক প্রণীত, আইন বা বিধিসমূহের অথবা *** কোন রাজ্যের বিধানমণ্ডলের, বা তৎকর্তৃক প্রণীত, আইন বা বিধিসমূহের উল্লেখ, ক্ষেত্রানুযায়ী, রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রণীত অধ্যাদেশের বা, কোন রাজ্যপাল *** কর্তৃক প্রণীত অধ্যাদেশের উল্লেখ অন্তর্ভুক্ত করিবে বলিয়া অর্থ করিতে হইবে।

ভাগ ১৯ — বিবিধ—অনুচ্ছেদ ৩৬৭

(৩) এই সংবিধানের প্রয়োজনে ''বিদেশী রাষ্ট্র'' বলিতে ভারত ব্যতীত অন্য যেকোন রাষ্ট্র বুঝাইবে :

তবে সংসদ কর্তৃক প্রণীত কোন বিধির বিধানাবলীর অধীনে, রাষ্ট্রপতি, আদেশ দ্বারা ঐ আদেশে যেরূপ বিনির্দিষ্ট হইতে পারে সেরূপ প্রয়োজনে কোন রাষ্ট্র বিদেশী রাষ্ট্র নহে বলিয়া ঘোষণা করিতে পারেন।

ভাগ ২০

সংবিধানের সংশোধন

৩৬৮। [(১) এই সংবিধানে যাহা কিছু আছে তৎসত্ত্বেও, সংসদ তদীয় সংবিধায়ী ক্ষমতার প্রয়োগে, সংযোজন, পরিবর্তন বা নিরসনের আকারে এই সংবিধানের যেকোন বিধান এই অনুচ্ছেদে নিবদ্ধ প্রক্রিয়া অনুসারে সংশোধন করিতে পারেন।] [সংবিধানের সংশোধন করিতে সংসদের ক্ষমতা ও তজ্জন্য প্রক্রিয়া।]

[(২) এই সংবিধানের কোন সংশোধন কেবল সংসদের যেকোন সদনে ঐ উদ্দেশ্যে একটি বিধেয়কের পুরঃস্থাপন দ্বারাই প্রবর্তিত হইতে পারে এবং যখন প্রত্যেক সদনে সেই সদনের মোট সদস্যসংখ্যার অধিকাংশ কর্তৃক এবং ঐ সদনের যেসকল সদস্য উপস্থিত থাকেন ও ভোট দেন তাঁহাদের মধ্যে অন্যূন দুই-তৃতীয়াংশের সংখ্যাধিক্যে ঐ বিধেয়ক গৃহীত হয়, তখন [রাষ্ট্রপতির সমক্ষে উহা উপস্থাপিত করিতে হইবে এবং তিনি ঐ বিধেয়কে সম্মতি দান করিবেন এবং তদনন্তর] ঐ বিধেয়কের প্রতিবন্ধসমূহ অনুসারে সংবিধান সংশোধিত হইয়া যাইবে :

তবে যদি ঐরূপ সংশোধন—

(ক) ৫৪ অনুচ্ছেদে, ৫৫ অনুচ্ছেদে, ৭৩ অনুচ্ছেদে, [১৬২ অনুচ্ছেদে, ২৪১ অনুচ্ছেদে অথবা ২৭৯ক অনুচ্ছেদে], অথবা

(খ) ভাগ ৫-এর অধ্যায় ৪-এ, ভাগ ৬-এর অধ্যায় ৫-এ, বা ভাগ ১১-র অধ্যায় ১-এ, অথবা

(গ) সপ্তম তফসিলের কোন সূচীতে, অথবা

(ঘ) সংসদে রাজ্যসমূহের প্রতিনিধিত্বে, অথবা

(ঙ) এই অনুচ্ছেদের বিধানাবলীতে,

কোন পরিবর্তন করিতে চাহে, তাহাহইলে, যে বিধেয়ক ঐরূপ সংশোধনের বিধান করে উহা রাষ্ট্রপতির সমক্ষে সম্মতির জন্য উপস্থিত করিবার পূর্বে অন্যূন অর্ধেক সংখ্যক * * * রাজ্যসমূহের বিধানমণ্ডল কর্তৃক ঐ মর্মে গৃহীত সংকল্পসমূহ দ্বারা ঐ সংশোধন অনুসমর্থিত হওয়াও আবশ্যক হইবে।

[(৩) ১৩ অনুচ্ছেদের কোন কিছুই এই অনুচ্ছেদ অনুযায়ী কৃত কোন সংশোধনে প্রযুক্ত হইবে না।]

[(৪) [সংবিধান (বিয়াল্লিশতম সংশোধন) আইন, ১৯৭৬-এর ৫৫ ধারার প্রারম্ভের পূর্বেই হউক বা পরেই হউক] এই অনুচ্ছেদ অনুযায়ী কৃত বা কৃত হইয়াছে বলিয়া বিবেচিত (ভাগ ৩-এর বিধানাবলী সমেত) এই সংবিধানের কোন সংশোধন সম্পর্কে কোন কারণেই কোন আদালতে আপত্তি করা যাইবে না।

ভাগ ২০ — সংবিধানের সংশোধন—অনুচ্ছেদ ৩৬৮

(৫) সন্দেহ দূরীকরণের জন্য এতদ্দ্বারা ঘোষণা করা যাইতেছে যে, এই অনুচ্ছেদ অনুযায়ী এই সংবিধানের বিধানাবলী সংযোজন, পরিবর্তন বা নিরসনের আকারে সংশোধন করিবার যে সংবিধায়ী ক্ষমতা সংসদের রহিয়াছে তাহার কোনও প্রকার সীমা থাকিবে না।]

ভাগ ২১

[অস্থায়ী, অবস্থান্তরকালীন ও বিশেষ বিধানাবলী]

৩৬৯। এই সংবিধানে যাহা কিছু আছে তৎসত্ত্বেও, এই সংবিধানের প্রারম্ভ হইতে পাঁচ বৎসর সময়সীমা ব্যাপিয়া, নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ যেন সমবর্তী সূচীতে প্রগণিত হইয়াছে এইভাবে, ঐগুলি সম্পর্কে বিধি প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা সংসদের থাকিবে, যথা :—

রাজ্যসূচীভুক্ত কোন **কোন বিষয়** সম্পর্কে, ঐ বিষয়সমূহ যেন সমবর্তী সূচীর অন্তর্ভুক্ত এইভাবে, সংসদের বিধি প্রণয়ন করিবার অস্থায়ী ক্ষমতা।

(ক) কোন রাজ্যের মধ্যে সূতী ও পশমী বস্ত্র, কাঁচা তুলা (পেঁজা ও অপেঁজা তুলা বা কাপাস সমেত), তুলাবীজ, কাগজ (সংবাদপত্রের কাগজ সমেত), খাদ্যবস্তুসমূহ (ভোজ্য তৈলবীজ ও তৈল সমেত), গবাদি পশুর খাদ্য (খইল এবং অন্য সারকৃত বস্তুসমূহ সমেত), কয়লা (কোক ও কয়লাজাত বস্তুসমূহ সমেত), লৌহ, ইস্পাত এবং অভ্র সংক্রান্ত ব্যবসায় ও বাণিজ্য এবং ঐগুলির উৎপাদন, সরবরাহ ও বণ্টন;

(খ) (ক) প্রকরণে উল্লিখিত যেকোন বিষয় সম্পর্কিত বিধির বিরুদ্ধে অপরাধসমূহ, ঐ সকল বিষয়ের যেকোনটির সম্পর্কে সুপ্রীম কোর্ট ব্যতীত অন্য সকল আদালতের ক্ষেত্রাধিকার ও ক্ষমতাসমূহ এবং ঐ সকল বিষয়ের যেকোনটির সম্পর্কে প্রদেয় ফীসমূহ, কিন্তু কোন আদালতে গৃহীত ফীসমূহ ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে না;

কিন্তু সংসদ কর্তৃক প্রণীত কোন বিধি, যাহা এই অনুচ্ছেদের বিধানাবলী না থাকিলে সংসদ প্রণয়ন করিতে ক্ষমতাপন্ন হইতেন না তাহা, উক্ত সময়সীমার অবসানে, উক্ত সময়সীমার অবসানের পূর্বে যাহা কিছু করা হইয়াছে বা করিতে বাদ পড়িয়াছে সেই সম্পর্কে ভিন্ন, যতদূর পর্যন্ত এ অক্ষমতা থাকে ততদূর পর্যন্ত, আর কার্যকর থাকিবে না।

৩৭০। (১) এই সংবিধানে যাহা কিছু আছে তৎসত্ত্বেও,—

জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্য সম্পর্কে অস্থায়ী বিধানাবলী।

(ক) জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্য সম্বন্ধে ২৩৮ অনুচ্ছেদের বিধানাবলী প্রযুক্ত হইবে না;

(খ) উক্ত রাজ্যের জন্য সংসদের বিধি প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা—

(i) সংঘসূচী এবং সমবর্তী সূচীর অন্তর্ভুক্ত যেসকল বিষয় রাষ্ট্রপতি, ঐ রাজ্যের সরকারের সহিত পরামর্শক্রমে, ঐ রাজ্যের ভারত ডোমিনিয়নে প্রবেশ যে প্রবেশ-সংলেখ দ্বারা শাসিত হয় তাহাতে বিনির্দিষ্ট যে বিষয়সমূহ সম্পর্কে ডোমিনিয়নের বিধানমণ্ডল ঐ

রাজ্যের জন্য বিধি প্রণয়ন করিতে পারেন সেই বিষয়সমূহের তৎস্থানী বিষয় বলিয়া ঘোষণা করেন, সেই সকল বিষয়ে; এবং

(ii) উক্ত সূচীসমূহের অন্তর্ভুক্ত অন্য যেসকল বিষয় ঐ রাজ্যের সরকারের ঐকমত্যসহ রাষ্ট্রপতি আদেশ দ্বারা বিনির্দিষ্ট করিতে পারেন, সেই সকল বিষয়ে,

সীমিত থাকিবে।

ব্যাখ্যা।—এই অনুচ্ছেদের প্রয়োজনে, ঐ রাজ্যের সরকার বলিতে বুঝাইবে এরূপ ব্যক্তি যিনি জম্মু ও কাশ্মীরের মহারাজা বলিয়া তৎকালে রাষ্ট্রপতির নিকট স্বীকৃতিপ্রাপ্ত হইয়াছেন ও মহারাজার পাঁচই মার্চ, ১৯৪৮ তারিখের উদ্‌ঘোষণা অনুযায়ী তৎকালে পদাধিষ্ঠিত মন্ত্রিপরিষদের মন্ত্রণামতে কার্য করেন;

(গ) ১ অনুচ্ছেদের এবং এই অনুচ্ছেদের বিধানাবলী ঐ রাজ্য সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইবে;

(ঘ) এই সংবিধানের এরূপ অন্যান্য বিধান, রাষ্ট্রপতি আদেশ দ্বারা যেরূপ বিনির্দিষ্ট করিতে পারেন সেরূপ ব্যতিক্রম ও সংশোধনের অধীনে, ঐ রাজ্য সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইবে :

তবে (খ) উপ-প্রকরণের (i) প্যারাগ্রাফে উল্লিখিত ঐ রাজ্যের প্রবেশ-সংলেখে যে বিষয়সমূহ বিনির্দিষ্ট আছে সেগুলির সহিত সম্বন্ধযুক্ত ঐরূপ কোন আদেশ ঐ রাজ্যের সরকারের সহিত পরামর্শক্রমে ভিন্ন প্রদত্ত হইবে না :

পরন্তু পূর্ববর্তী সর্বশেষ অনুবিধিতে উল্লিখিত বিষয়সমূহ ভিন্ন অন্য বিষয়সমূহের সহিত সম্বন্ধযুক্ত ঐরূপ কোন আদেশ ঐ সরকারের ঐকমত্য ব্যতীত প্রদত্ত হইবে না।

(২) যদি (১) প্রকরণের (খ) উপ-প্রকরণের (ii) প্যারাগ্রাফে অথবা ঐ প্রকরণের (ঘ) উপ-প্রকরণের দ্বিতীয় অনুবিধিতে উল্লিখিত ঐ রাজ্যের সরকারের ঐকমত্য ঐ রাজ্যের সংবিধান প্রণয়নের উদ্দেশ্যে সংবিধান সভা আহূত হইবার পূর্বে প্রদত্ত হয়, তাহাহইলে, উহা, ঐরূপ সভা তৎসম্পর্কে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারেন তজ্জন্য, ঐ সভার সমক্ষে উপস্থিত করিতে হইবে।

(৩) এই অনুচ্ছেদে পূর্ববর্তী বিধানাবলীতে যাহা কিছু আছে তৎসত্ত্বেও, রাষ্ট্রপতি, সরকারী প্রজ্ঞাপন দ্বারা, ঘোষণা করিতে পারেন যে তিনি যে তারিখ বিনির্দিষ্ট করিতে পারেন সেই তারিখ হইতে, এই অনুচ্ছেদ আর সক্রিয় থাকিবে না অথবা তিনি

যেরূপ বিনির্দিষ্ট করিতে পারেন কেবল সেরূপ ব্যতিক্রম ও সংপরিবর্তন সহ সক্রিয় থাকিবে :

তবে রাষ্ট্রপতি ঐরূপ কোন প্রজ্ঞাপন প্রচার করিবার পূর্বে, (২) প্রকরণে উল্লিখিত রাজ্যের সংবিধান সভার সুপারিশ প্রয়োজন হইবে।

[৩৭১। (১) * * *

*** মহারাষ্ট্র এবং গুজরাট রাজ্যসমূহ সম্পর্কে বিশেষ বিধান।

(২) এই সংবিধানে যাহা কিছু আছে তৎসত্ত্বেও, রাষ্ট্রপতি [মহারাষ্ট্রে বা গুজরাট রাজ্য] সম্পর্কে, আদেশ দ্বারা,—

(ক) ক্ষেত্রানুযায়ী, বিদর্ভ, মারাঠাওয়াড়া, [ও মহারাষ্ট্রের অবশিষ্টাংশের জন্য অথবা] সৌরাষ্ট্র, কচ্ছ ও গুজরাটের অবশিষ্টাংশের জন্য পৃথক্ পৃথক্ উন্নয়ন পর্ষদ, ঐ পর্ষদসমূহের প্রত্যেকটির কার্য সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন রাজ্য বিধানসভার সমক্ষে প্রতি বৎসর উপস্থাপিত করিতে হইবে এরূপ বিধান সহ, সংস্থাপনার জন্য;

(খ) সামগ্রিকভাবে ঐ রাজ্যের যাহা আবশ্যক তদধীনে, উক্ত ক্ষেত্রসমূহে উন্নয়ন-ব্যয়ের নিমিত্ত অর্থসমূহের ন্যায্য বিভাজনের জন্য; এবং

(গ) সামগ্রিকভাবে ঐ রাজ্যের যাহা আবশ্যক তদধীনে, উক্ত সকল ক্ষেত্র সম্পর্কে, প্রায়োগিক শিক্ষা ও বৃত্তি-প্রশিক্ষণের পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধার এবং রাজ্য সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন কৃত্যকসমূহে নিয়োজনের পর্যাপ্ত সুযোগের, ব্যবস্থা করিয়া একটি ন্যায্য বন্দোবস্তের জন্য;

রাজ্যপালের কোন বিশেষ দায়িত্বের বিধান করিতে পারেন।]

[৩৭১ক। (১) এই সংবিধানে যাহা কিছু আছে তৎসত্ত্বেও, —

নাগাল্যান্ড রাজ্য সম্পর্কে বিশেষ বিধান।

(ক) (i) নাগাদিগের ধর্মীয় বা সামাজিক আচরণসমূহ;

(ii) নাগাদিগের রীতিগত বিধি ও প্রক্রিয়া;

(iii) নাগাদিগের রীতিগত বিধি অনুযায়ী মীমাংসার সহিত জড়িত দেওয়ানী ও ফৌজদারী ন্যায়বিচারের পরিচালন;

(iv) ভূমি ও উহার সম্পদের মালিকানা ও হস্তান্তরণ;

সম্পর্কে সংসদের কোন আইন নাগাল্যান্ড রাজ্যে প্রযুক্ত হইবে না, যদি না নাগাল্যান্ডের বিধানসভা একটি সংকল্প দ্বারা সেরূপ সিদ্ধান্ত করেন;

(খ) নাগাল্যান্ড রাজ্যের আইন ও শৃঙ্খলা সম্পর্কে নাগাল্যান্ডের রাজ্যপালের ততদিন বিশেষ দায়িত্ব থাকিবে যতদিন তাঁহার মতে ঐ রাজ্য গঠিত হইবার অব্যবহিত পূর্বে যে আভ্যন্তরীণ গোলযোগ নাগাপাহাড়-তুয়েনসাং ক্ষেত্রে ঘটিয়াছিল তাহা তথায় বা তাহার কোন ভাগে চলিতে থাকে, এবং তৎসম্বন্ধে তাঁহার কৃত্যসমূহ নির্বাহে রাজ্যপাল, মন্ত্রিপরিষদের সহিত পরামর্শের পর, অবলম্বনীয় ব্যবস্থা সম্পর্কে তাঁহার ব্যক্তিগত বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করিবেন :

তবে যদি কোন বিষয় সম্পর্কে রাজ্যপালের এই উপ-প্রকরণ অনুযায়ী তদীয় ব্যক্তিগত বিচারবুদ্ধি প্রয়োগক্রমে কার্য করা আবশ্যক, এরূপ বিষয় কিনা, তৎসম্পর্কে কোন প্রশ্ন উদ্ভূত হয়, তাহাহইলে, রাজ্যপালের স্ববিবেচনা অনুযায়ী গৃহীত সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হইবে এবং তাঁহার ব্যক্তিগত বিচারবুদ্ধি অনুযায়ী কার্য করা উচিত ছিল কিনা—এই হেতুতে রাজ্যপাল কর্তৃক কৃত কোন কিছুর বৈধতা সম্পর্কে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না :

পরন্তু রাজ্যপালের নিকট হইতে কোন প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর, বা অন্যথা, যদি রাষ্ট্রপতির প্রতীতি হয় যে নাগাল্যান্ড রাজ্যে আইন ও শৃঙ্খলা সম্পর্কে রাজ্যপালের বিশেষ দায়িত্ব থাকিবার আর প্রয়োজন নাই, তাহাহইলে, তিনি আদেশ দ্বারা নির্দেশ দিতে পারেন যে ঐ আদেশে যে তারিখ বিনির্দিষ্ট হইতে পারে সেই তারিখ হইতে রাজ্যপালের ঐরূপ দায়িত্ব আর থাকিবে না;

(গ) কোন অনুদানের কোন অভিযাচনা সম্পর্কে সুপারিশ করিতে যাইয়া নাগাল্যান্ডের রাজ্যপাল ইহা নিশ্চিত করিবেন যে, কোন নির্দিষ্ট সেবা বা উদ্দেশ্যের জন্য ভারত সরকার কর্তৃক ভারতের সঞ্চিত নিধি হইতে প্রদত্ত কোন অর্থ যেন ঐ সেবা বা উদ্দেশ্য সম্বন্ধী অনুদানের অভিযাচনার অন্তর্ভুক্ত হয় এবং অন্য কোন অভিযাচনায় নহে;

(ঘ) নাগাল্যান্ডের রাজ্যপাল সরকারী প্রজ্ঞাপন দ্বারা এতৎপক্ষে যে তারিখ বিনির্দিষ্ট করিতে পারেন সেই তারিখ হইতে তুয়েনসাং জেলার জন্য পঁয়ত্রিশ জন সদস্য লইয়া গঠিত একটি আঞ্চলিক পরিষদ স্থাপিত হইবে, এবং রাজ্যপাল স্ববিবেচনায় নিম্নলিখিত বিষয়গুলির জন্য ব্যবস্থা করিয়া নিয়মাবলী প্রণয়ন করিবেন, যথা :—

(i) আঞ্চলিক পরিষদের গঠন এবং যে প্রণালীতে আঞ্চলিক পরিষদের সদস্যগণ চয়নকৃত হইবেন :

তবে তুয়েনসাং জেলার ডেপুটি কমিশনার পদাধিকারবলে আঞ্চলিক পরিষদের সভাপতি হইবেন এবং আঞ্চলিক পরিষদের উপ-সভাপতি উহার সদস্যগণ কর্তৃক তাঁহাদের নিজেদের মধ্য হইতে নির্বাচিত হইবেন;

(ii) আঞ্চলিক পরিষদের সদস্যরূপে চয়নকৃত হইবার, এবং সদস্য থাকিবার, যোগ্যতাসমূহ;

(iii) আঞ্চলিক পরিষদের কার্যকাল, এবং উহার সদস্যগণকে যদি কোন বেতন ও ভাতা প্রদেয় হয় তাহা;

(iv) আঞ্চলিক পরিষদের কার্যের প্রক্রিয়া ও চালনা;

(v) আঞ্চলিক পরিষদের আধিকারিকগণের ও কর্মিবর্গের নিয়োগ এবং তাঁহাদের চাকরির শর্তাবলী; এবং

(vi) অন্য যেকোন বিষয়, যৎসম্পর্কে আঞ্চলিক পরিষদের গঠনের ও উচিতরূপে কৃত্যকরণের জন্য নিয়মাবলী প্রণয়ন করা প্রয়োজন।

(২) এই সংবিধানে যাহা কিছু আছে তৎসত্ত্বেও, নাগাল্যান্ড রাজ্য গঠিত হইবার তারিখ হইতে দশ বৎসর সময়সীমার জন্য বা আঞ্চলিক পরিষদের সুপারিশে রাজ্যপাল সরকারী প্রজ্ঞাপন দ্বারা যেরূপ অধিকতর সময়সীমা এতৎপক্ষে বিনির্দিষ্ট করিতে পারেন সেরূপ অধিকতর সময়সীমার জন্য,—

(ক) তুয়েনসাং জেলার প্রশাসন রাজ্যপাল কর্তৃক পরিচালিত হইবে;

(খ) যেক্ষেত্রে সাময়িকভাবে নাগাল্যান্ড রাজ্যের যাহা আবশ্যক তাহা নির্বাহের জন্য ভারত সরকার কর্তৃক নাগাল্যান্ড সরকারকে কোন অর্থ প্রদত্ত হয়, সেক্ষেত্রে, রাজ্যপাল স্ববিবেচনায় ঐ অর্থ তুয়েনসাং জেলা এবং ঐ রাজ্যের অবশিষ্টাংশের মধ্যে ন্যায্য বিভাজনের বন্দোবস্ত করিবেন;

(গ) নাগাল্যান্ডের বিধানমণ্ডলের কোন আইন তুয়েনসাং জেলায় প্রযুক্ত হইবে না, যদি না আঞ্চলিক পরিষদের সুপারিশে রাজ্যপাল সরকারী প্রজ্ঞাপন দ্বারা নির্দেশ দেন যে উহা প্রযুক্ত হইবে এবং ঐরূপ কোন আইন সম্পর্কে ঐরূপ নির্দেশ দিতে যাইয়া রাজ্যপাল এরূপ নির্দেশ দিতে পারেন যে ঐ আইন, তুয়েনসাং জেলায় বা তাহার কোন ভাগে উহার প্রয়োগে, আঞ্চলিক

পরিষদের সুপারিশে রাজ্যপাল যেরূপ ব্যতিক্রম বা সংপরিবর্তনসমূহ বিনির্দিষ্ট করিতে পারেন তদধীনে, কার্যকর হইবে :

তবে এই উপ-প্রকরণ অনুযায়ী প্রদত্ত কোন নির্দেশ এরূপে প্রদত্ত হইতে পারে যাহাতে উহার অতীতপ্রভাবী কার্যকারিতা থাকে;

(ঘ) রাজ্যপাল তুয়েনসাং জেলার শান্তি, প্রগতি ও সুশাসনের জন্য প্রনিয়মাবলী প্রণয়ন করিতে পারেন, এবং ঐরূপে প্রণীত কোন প্রনিয়মাবলী সংসদের কোন আইন বা অন্য কোন বিধি যাহা তৎকালে ঐ জেলায় প্রযোজ্য তাহা নিরসিত বা, প্রয়োজন হইলে, অতীতপ্রভাবী কার্যকারিতা সহ, সংশোধিত করিতে পারে;

(ঙ) (i) রাজ্যপাল, মুখ্যমন্ত্রীর মন্ত্রণামতে, নাগাল্যান্ডের বিধানসভায় যে সকল সদস্য তুয়েনসাং জেলার প্রতিনিধিত্ব করেন তাঁহাদের মধ্যে একজনকে তুয়েনসাং-এর কার্যাবলীর জন্য মন্ত্রী নিযুক্ত করিবেন, এবং মুখ্যমন্ত্রী তাঁহার মন্ত্রণা প্রদানে পূর্বোক্ত সদস্যগণের অধিকাংশের সুপারিশমতে কার্য করিবেন;

(ii) তুয়েনসাং বিষয়ক মন্ত্রী তুয়েনসাং জেলা সম্পর্কিত সকল কার্য নির্বাহ করিবেন এবং তাহা লইয়া রাজ্যপালের নিকট সরাসরি অভিগমনের অধিকার তাঁহার থাকিবে কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীকে তিনি সেই সকল বিষয়ে অবগত রাখিবেন;

(চ) এই প্রকরণে পূর্ববর্তী বিধানাবলীতে যাহা কিছু আছে তৎসত্ত্বেও, তুয়েনসাং জেলা সম্বন্ধে সকল বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত রাজ্যপাল স্ববিবেচনায় করিবেন;

(ছ) ৫৪ ও ৫৫ অনুচ্ছেদে এবং ৮০ অনুচ্ছেদের (৪) প্রকরণে, কোন রাজ্যের বিধানসভার নির্বাচিত সদস্যগণের বা ঐরূপ প্রত্যেক সদস্যের উল্লেখ এই অনুচ্ছেদ অনুযায়ী স্থাপিত আঞ্চলিক পরিষদ কর্তৃক নাগাল্যান্ড বিধানসভার নির্বাচিত সদস্যগণের বা সদস্যের উল্লেখ অন্তর্ভুক্ত করিবে;

(জ) ১৭০ অনুচ্ছেদে —

(i) নাগাল্যান্ড-এর বিধানসভা সম্বন্ধে (১) প্রকরণ এরূপে কার্যকর হইবে যেন ''ষাট'' শব্দটির স্থলে ''ছেচল্লিশ'' শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইয়াছিল;

(ii) উক্ত প্রকরণে, রাজ্যের স্থানিক নির্বাচনক্ষেত্রসমূহ হইতে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের উল্লেখ এই অনুচ্ছেদ অনুযায়ী স্থাপিত আঞ্চলিক পরিষদের সদস্যগণ কর্তৃক নির্বাচন অন্তর্ভুক্ত করিবে;

(iii) (২) ও (৩) প্রকরণে, স্থানিক নির্বাচনক্ষেত্রের উল্লেখ বলিতে কোহিমা ও মক্‌কচুং জেলার স্থানিক নির্বাচনক্ষেত্রসমূহের উল্লেখ বুঝাইবে।

(৩) এই অনুচ্ছেদে পূর্ববর্তী বিধানাবলীর কোনটি কার্যকর করিতে যদি কোন অসুবিধা উদ্ভূত হয়, তাহাহইলে, ঐ অসুবিধা দূরীকরণের উদ্দেশ্যে (অন্য কোন অনুচ্ছেদের অভিযোজন বা সংপরিবর্তন সমেত) যাহা কিছু প্রয়োজনীয় বলিয়া রাষ্ট্রপতির নিকট প্রতীয়মান হয়, তাহা তিনি আদেশ দ্বারা করিতে পারেন :

তবে নাগাল্যান্ড রাজ্য গঠিত হইবার তারিখ হইতে তিন বৎসর অবসানের পরে ঐরূপ কোন আদেশ করা যাইবে না।

ব্যাখ্যা।—এই অনুচ্ছেদে, কোহিমা, মক্‌কচুং ও তুয়েনসাং জেলাসমূহের সেই অর্থই হইবে, উহাদের যে অর্থ স্টেট অফ নাগাল্যান্ড অ্যাক্ট, ১৯৬২-তে আছে।

[৩৭১খ। এই সংবিধানে যাহা কিছু আছে তৎসত্ত্বেও, রাষ্ট্রপতি, আসাম রাজ্য সম্পর্কে প্রদত্ত আদেশ দ্বারা, ষষ্ঠ তফসিলের ২০ প্যারাগ্রাফে সংলগ্ন সারণীর [ভাগ ১-এ] বিনির্দিষ্ট জনজাতি ক্ষেত্রসমূহ হইতে ঐ রাজ্যের বিধানসভার নির্বাচিত সদস্যগণকে এবং ঐ আদেশে যেরূপ বিনির্দিষ্ট হইতে পারে সেরূপ সংখ্যক ঐ সভার অন্য সদস্যগণকে লইয়া ঐ রাজ্যের বিধানসভার একটি কমিটি গঠনের ও উহার কৃত্যসমূহের জন্য এবং ঐ কমিটি যাহাতে গঠিত হইতে পারে এবং উচিতরূপে কৃত্য করিতে পারে তজ্জন্য ঐ সভার প্রক্রিয়া সংক্রান্ত নিয়মাবলীতে যে সংপরিবর্তনসমূহ করিতে হইবে তাহার জন্য বিধান করিতে পারেন।] আসাম রাজ্য সম্পর্কে বিশেষ বিধান।

[৩৭১গ। (১) এই সংবিধানে যাহা কিছু আছে তৎসত্ত্বেও, রাষ্ট্রপতি, মণিপুর রাজ্য সম্পর্কে প্রদত্ত আদেশ দ্বারা, ঐ রাজ্যের পার্বত্য ক্ষেত্রসমূহ হইতে নির্বাচিত বিধানসভার সদস্যগণকে লইয়া ঐ সভার একটি কমিটি গঠনের ও উহার কৃত্যসমূহের জন্য ঐ রাজ্যের সরকারের কার্যাবলী সংক্রান্ত নিয়মাবলীতে ও বিধানসভার প্রক্রিয়া সংক্রান্ত নিয়মাবলীতে যে সংপরিবর্তনসমূহ করিতে হইবে তজ্জন্য, এবং ঐরূপ কমিটি যাহাতে উচিতরূপে কৃত্য করিতে পারে তাহা সুনিশ্চিত করিতে রাজ্যপালের কোন বিশেষ দায়িত্বের জন্য বিধান করিতে পারেন। মণিপুর রাজ্য সম্পর্কে বিশেষ বিধান।

(২) রাজ্যপাল প্রতি বৎসর, অথবা যখনই রাষ্ট্রপতি কর্তৃক এরূপে অনুজ্ঞাত হইবেন তখনই, মণিপুর রাজ্যের পার্বত্য ক্ষেত্রসমূহের প্রশাসন সম্পর্কে রাষ্ট্রপতির নিকট একটি প্রতিবেদন করিবেন এবং সংঘের নির্বাহিক ক্ষমতা ঐ রাজ্যকে উক্ত ক্ষেত্রসমূহের প্রশাসন সম্পর্কে নির্দেশ দেওয়া পর্যন্ত প্রসারিত হইবে।

ব্যাখ্যা।—এই অনুচ্ছেদে, ''পার্বত্য ক্ষেত্রসমূহ'' কথাটি বলিতে সেরূপ ক্ষেত্রসমূহ বুঝাইবে যাহা রাষ্ট্রপতি, আদেশ দ্বারা, পার্বত্য ক্ষেত্রসমূহ বলিয়া ঘোষণা করিতে পারেন।]

অন্ধ্রপ্রদেশ বা তেলেঙ্গানা রাজ্য সম্পর্কে বিশেষ বিধানাবলী।

[৩৭১ঘ। (১) রাষ্ট্রপতি অন্ধ্রপ্রদেশ বা তেলেঙ্গানা রাজ্য সম্পর্কে প্রদত্ত আদেশ দ্বারা প্রতিটি রাজ্যের প্রয়োজনসমূহের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া, জন-নিয়োজন সম্পর্কিত বিষয়ে ও শিক্ষার বিষয়ে রাজ্যের বিভিন্ন অংশের জনগণের জন্য ন্যায্য সুযোগ ও সুবিধাসমূহের জন্য বিধান করিতে পারিবেন এবং ঐ রাজ্যগুলির বিভিন্ন অংশের জন্য ভিন্ন ভিন্ন বিধান করা যাইতে পারিবে।

(২) (১) প্রকরণ অনুযায়ী প্রদত্ত কোন আদেশ, বিশেষভাবে,—

(ক) রাজ্য সরকারকে ঐ রাজ্যের কোন অসামরিক কৃত্যকের পদসমূহের কোন শ্রেণী বা শ্রেণীসমূহ অথবা রাজ্যের অধীন অসামরিক পদসমূহের কোন শ্রেণী বা শ্রেণীসমূহ রাজ্যের বিভিন্ন অংশের জন্য ভিন্ন ভিন্ন স্থানীয় ক্যাডারে সংগঠিত করিতে অনুজ্ঞাত করিতে পারিবে, এবং ঐ আদেশে যেরূপ বিনির্দিষ্ট হইবে সেইরূপ নীতি ও প্রক্রিয়া অনুসারে, এরূপ পদসমূহের ধারক ব্যক্তিগণকে ঐরূপে সংগঠিত স্থানীয় ক্যাডারসমূহের মধ্যে আবণ্টিত করিতে পারিবে;

(খ) ঐ রাজ্যের এরূপ অংশ বা অংশসমূহ বিনির্দিষ্ট করিতে পারিবে যাহা—

(i) রাজ্য সরকারের অধীন (এই অনুচ্ছেদ অনুযায়ী কোন আদেশ অনুসরণক্রমে সংগঠিত বা অন্যথা গঠিত) কোন স্থানীয় ক্যাডারের পদসমূহে সরাসরি নিয়োগের জন্য;

(ii) ঐ রাজ্যের অভ্যন্তরস্থ কোন স্থানীয় প্রাধিকারীর অধীন কোন ক্যাডারের পদসমূহে সরাসরি নিয়োগের জন্য; এবং

(iii) ঐ রাজ্যের অভ্যন্তরস্থ কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে অথবা অন্য কোন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান যাহা রাজ্য সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন তাহাতে প্রবেশের জন্য,

স্থানীয় ক্ষেত্র বলিয়া পরিগণিত হইবে;

(গ) এরূপ প্রসার, প্রণালী ও শর্তাবলী বিনির্দিষ্ট করিতে পারিবে যে প্রসার পর্যন্ত, যে প্রণালীতে এবং যে শর্তাবলী সাপেক্ষে,—

(i) (খ) উপ-প্রকরণে উল্লিখিত ঐরূপ কোন ক্যাডারের পদসমূহ যাহা ঐ আদেশে এতৎপক্ষে বিনির্দিষ্ট হইবে তাহাতে সরাসরি নিয়োগের বিষয়ে,

(ii) (খ) উপ-প্রকরণে উল্লিখিত ঐরূপ কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা অন্য শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান যাহা ঐ আদেশে এতৎপক্ষে বিনির্দিষ্ট হইবে তাহাতে প্রবেশের বিষয়ে,

ক্ষেত্রানুযায়ী, এরূপ ক্যাডার বা ঐরূপ বিশ্ববিদ্যালয় বা অন্য শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত স্থানীয় ক্ষেত্রে যে প্রার্থিগণ ঐ আদেশে বিনির্দিষ্ট কোন সময়সীমার জন্য বসবাস করিয়াছেন বা অধ্যয়ন করিয়াছেন তাঁহাদিগকে অধিমান দিতে হইবে বা তাঁহাদের অনুকূলে সংরক্ষণ করিতে হইবে।

(৩) রাষ্ট্রপতি, আদেশ দ্বারা, অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্যের এবং তেলেঙ্গানা রাজ্যের জন্য, [সংবিধান (বত্রিশতম সংশোধন) আইন, ১৯৭৩-এর প্রারম্ভের অব্যবহিত পূর্বে যে ক্ষেত্রাধিকার, ক্ষমতা ও প্রাধিকার (সুপ্রীম কোর্ট ভিন্ন অন্য) কোন আদালত কর্তৃক অথবা কোন ট্রাইবিউন্যাল বা অন্য প্রাধিকারী কর্তৃক প্রযোজ্য ছিল সেরূপে যেকোন ক্ষেত্রাধিকার, ক্ষমতা ও প্রাধিকার সমেত] এরূপ ক্ষেত্রাধিকার, ক্ষমতাসমূহ ও প্রাধিকার প্রয়োগ করণার্থ একটি প্রশাসনিক ট্রাইবিউন্যাল গঠন করিবার জন্য বিধান করিতে পারেন যেরূপ ক্ষেত্রাধিকার, ক্ষমতাসমূহ ও প্রাধিকার নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ সম্পর্কে আদেশে বিনির্দিষ্ট হইবে, যথা :—

(ক) আদেশে যেরূপ বিনির্দিষ্ট হইবে, রাজ্যের কোন অসামরিক কৃত্যকের পদসমূহের সেরূপ শ্রেণী বা শ্রেণীসমূহে, অথবা রাজ্যের অধীন অসামরিক পদসমূহের সেরূপ শ্রেণী বা শ্রেণীসমূহে, অথবা রাজ্যের অভ্যন্তরস্থ কোন স্থানীয় প্রাধিকারীর নিয়ন্ত্রণাধীন পদসমূহের সেরূপ শ্রেণী বা শ্রেণীসমূহে নিয়োগ, আবণ্টন বা পদোন্নতি;

(খ) আদেশে যেরূপ বিনির্দিষ্ট হইবে, রাজ্যের কোন অসামরিক কৃত্যকের পদসমূহের সেরূপ শ্রেণী বা শ্রেণীসমূহে, অথবা রাজ্যের অধীন অসামরিক পদসমূহের সেরূপ শ্রেণী বা শ্রেণীসমূহে, অথবা রাজ্যের অভ্যন্তরস্থ কোন স্থানীয় প্রাধিকারীর নিয়ন্ত্রণাধীন পদসমূহের সেরূপ শ্রেণী বা শ্রেণীসমূহে নিযুক্ত, আবণ্টিত ও পদোন্নতিপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের জ্যেষ্ঠতা;

(গ) আদেশে যেরূপ বিনির্দিষ্ট হইবে, রাজ্যের কোন অসামরিক কৃত্যকের পদসমূহের সেরূপ শ্রেণী বা শ্রেণীসমূহে, অথবা রাজ্যের অধীন অসামরিক পদসমূহের সেরূপ শ্রেণী বা শ্রেণীসমূহে, অথবা রাজ্যের অভ্যন্তরস্থ কোন স্থানীয় প্রাধিকারীর নিয়ন্ত্রণাধীন পদসমূহের শ্রেণী বা শ্রেণীসমূহে নিযুক্ত, আবণ্টিত বা পদোন্নতিপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের চাকরির সেরূপ অন্যান্য শর্ত।

(৪) (৩) প্রকরণ অনুযায়ী প্রদত্ত কোন আদেশ—

(ক) প্রশাসনিক ট্রাইবিউন্যালকে, তদীয় ক্ষেত্রাধিকারের অন্তর্গত যেরূপ বিষয় রাষ্ট্রপতি আদেশে বিনির্দিষ্ট করিবেন সেরূপ যেকোন বিষয় সম্পর্কিত ক্ষোভের প্রতিকারার্থ নিবেদন গ্রহণ করিতে এবং তৎসম্পর্কে প্রশাসনিক ট্রাইবিউন্যাল যেরূপ উপযুক্ত গণ্য করেন সেরূপ আদেশ প্রদান করিতে প্রাধিকৃত করিতে পারেন;

(খ) (প্রশাসনিক ট্রাইবিউন্যালের স্বীয় অবমাননার জন্য শাস্তি প্রদানের ক্ষমতাবলী সম্পর্কিত বিধানাবলী সমেত) প্রশাসনিক ট্রাইবিউন্যালের ক্ষমতাবলী, প্রাধিকারসমূহ ও প্রক্রিয়া সম্পর্কে রাষ্ট্রপতি যেরূপ আবশ্যক বলিয়া গণ্য করিবেন সেরূপ বিধানাবলী অন্তর্ভুক্ত করিতে পারিবে;

(গ) আদেশে যেরূপ বিনির্দিষ্ট হইবে সেরূপ সকল শ্রেণীর কার্যবাহ, যাহা প্রশাসনিক ট্রাইবিউন্যালের ক্ষেত্রাধিকারের অন্তর্গত বিষয়সমূহের সহিত সম্পর্কিত হইবে এবং ঐরূপ আদেশের অব্যবহিত পূর্বে (সুপ্রীম কোর্ট ভিন্ন অন্য) কোন আদালত বা ট্রাইবিউন্যাল বা অন্য প্রাধিকারীর সমক্ষে বিচারাধীন থাকিবে তাহা, প্রশাসনিক ট্রাইবিউন্যালের নিকট স্থানান্তরিত করিবার জন্য বিধান করিতে পারিবে;

(ঘ) রাষ্ট্রপতি যেরূপ প্রয়োজন গণ্য করিবেন সেরূপ অনুপূরক, আনুষঙ্গিক ও পারিণামিক বিধানাবলী (তৎসহ ফীসমূহ সংক্রান্ত এবং তামাদি ও সাক্ষ্য সংক্রান্ত বিধানাবলী অথবা কোন ব্যতিক্রম বা সংপরিবর্তন সাপেক্ষে তৎকালে বলবৎ কোন বিধির প্রয়োগের জন্য বিধানাবলী) অন্তর্ভুক্ত করিতে পারিবে।

(৫) প্রশাসনিক ট্রাইবিউন্যালের যে আদেশ দ্বারা কোন মামলার চূড়ান্তভাবে নিষ্পত্তি করা হয় সেই আদেশ, রাজ্য সরকার কর্তৃক উহার সমর্থন অথবা যে তারিখে ঐ আদেশ প্রদত্ত হইয়াছিল সেই তারিখ হইতে তিন মাসের অবসান, এতদুভয়ের মধ্যে যাহা শীঘ্রতর তাহা ঘটিলে, কার্যকর হইবে :

ভাগ ২১ — অস্থায়ী, অবস্থান্তরকালীন ও বিশেষ বিধানাবলী — অনুচ্ছেদ ৩৭১ঘ

তবে রাজ্য সরকার, লিখিতভাবে প্রদত্ত বিশেষ আদেশ দ্বারা এবং উহাতে বিনির্দিষ্ট করিতে হইবে এরূপ কারণসমূহের জন্য, প্রশাসনিক ট্রাইবিউন্যালের কোন আদেশ কার্যকর হইবার পূর্বে ঐ আদেশ সংপরিবর্তিত বা বাতিল করিতে পারিবেন এবং ঐরূপ কোন ক্ষেত্রে, প্রশাসনিক ট্রাইবিউন্যালের আদেশ, ক্ষেত্রানুযায়ী, কেবল ঐরূপ সংপরিবর্তিত আকারে কার্যকর হইবে অথবা আদৌ কার্যকর হইবে না।

(৬) রাজ্য সরকার কর্তৃক (৫) প্রকরণের অনুবিধি অনুযায়ী প্রদত্ত প্রত্যেকটি বিশেষ আদেশ, প্রদত্ত হইবার পর যথাসম্ভব শীঘ্র, রাজ্য বিধানমণ্ডলের উভয় সদনের সমক্ষে স্থাপিত হইবে।

(৭) প্রশাসনিক ট্রাইবিউন্যালের উপর অধীক্ষণের কোনও ক্ষমতা রাজ্যের হাইকোর্টের থাকিবে না এবং (সুপ্রীম কোর্ট ব্যতীত অন্য) কোন আদালত বা ট্রাইবিউন্যাল প্রশাসনিক ট্রাইবিউন্যালের ক্ষেত্রাধিকার, ক্ষমতা বা প্রাধিকারের অধীন কোন বিষয় সম্পর্কে, অথবা ঐ প্রশাসনিক ট্রাইবিউন্যাল সম্বন্ধে, কোন ক্ষেত্রাধিকার, ক্ষমতা বা প্রাধিকার প্রয়োগ করিবেন না।

(৮) যদি রাষ্ট্রপতির প্রতীতি হয় যে প্রশাসনিক ট্রাইবিউন্যালের অবিরত অস্তিত্বের আর কোন প্রয়োজন নাই, তাহাহইলে, রাষ্ট্রপতি আদেশ দ্বারা ঐ প্রশাসনিক ট্রাইবিউন্যাল বিলোপ করিতে পারিবেন এবং ঐরূপ বিলোপনের অব্যবহিত পূর্বে ঐ ট্রাইবিউন্যালের সমক্ষে বিচারাধীন মামলাসমূহের স্থানান্তর ও নিষ্পত্তির জন্য যেরূপ উপযুক্ত গণ্য করেন, ঐরূপ আদেশে সেরূপ বিধান করিতে পারিবেন।

(৯) কোন আদালত, ট্রাইবিউন্যাল বা অন্য প্রাধিকারীর কোন রায়, ডিক্রী বা আদেশ সত্ত্বেও, —

(ক) কোন ব্যক্তির কোন নিয়োগ, পদে-স্থাপন, পদোন্নতি বা স্থানান্তর, যাহা—

(i) ১লা নভেম্বর, ১৯৫৬ তারিখের পূর্বে হায়দরাবাদ রাজ্য যেরূপে বিদ্যমান ছিল সেরূপ হায়দরাবাদ রাজ্য সরকারের বা ঐ রাজ্যের অন্তর্গত কোন স্থানীয় প্রাধিকারীর অধীন কোন পদে, ঐ তারিখের পূর্বে কৃত; অথবা

(ii) অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্য সরকারের বা ঐ রাজ্যের অন্তর্গত কোন স্থানীয় বা অন্য প্রাধিকারীর অধীন কোন পদে, সংবিধান (বত্রিশতম সংশোধন) আইন, ১৯৭৩-এর প্রারম্ভের পূর্বে কৃত; এবং

(খ) (ক) উপ-প্রকরণে উল্লিখিত কোন ব্যক্তির দ্বারা বা তৎসমক্ষে গৃহীত কোন ব্যবস্থা বা কৃত কোন কার্য,

কেবলমাত্র এই হেতুতেই অবৈধ বা বাতিল বলিয়া, অথবা কখনও অবৈধ বা বাতিল হইয়া গিয়াছিল বলিয়া, গণ্য হইবে না যে, ঐরূপ ব্যক্তির নিয়োগ, পদেস্থাপন, পদোন্নতি বা স্থানান্তর তৎকালে বলবৎ এরূপ কোন বিধি অনুযায়ী করা হয় নাই যাহাতে ঐরূপ নিয়োগ, পদে-স্থাপন, পদোন্নতি বা স্থানান্তর সম্পর্কে, ক্ষেত্রানুযায়ী, হায়দরাবাদ রাজ্যের মধ্যে অথবা অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্যের যেকোন অংশের মধ্যে বসবাস সম্পর্কিত আবশ্যকতার বিধান ছিল।

(১০) এই অনুচ্ছেদের এবং রাষ্ট্রপতি কর্তৃক এতদধীনে প্রদত্ত কোনও আদেশের বিধানাবলী, এই সংবিধানের অন্য কোন বিধানে বা তৎকালে বলবৎ অন্য কোন বিধিতে যাহা কিছু আছে তৎসত্ত্বেও, কার্যকর হইবে।

অন্ধ্রপ্রদেশে কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন।

৩৭১ঙ। সংসদ বিধি দ্বারা অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্যে একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনার জন্য ব্যবস্থা করিতে পারিবেন।]

সিকিম রাজ্য সম্পর্কে বিশেষ বিধানাবলী।

[৩৭১চ। এই সংবিধানে যাহা কিছু আছে তৎসত্ত্বেও, —

(ক) সিকিম রাজ্যের বিধানসভা অন্যূন ত্রিশ জন সদস্য লইয়া গঠিত হইবে;

(খ) সংবিধান (ছত্রিশতম সংশোধন) আইন, ১৯৭৫-এর প্রারম্ভের তারিখ (অতঃপর এই অনুচ্ছেদে নির্দিষ্ট দিন বলিয়া উল্লিখিত) হইতে—

(i) এপ্রিল, ১৯৭৪-এ সিকিমে অনুষ্ঠিত নির্বাচনসমূহের ফলে, উক্ত নির্বাচনসমূহে নির্বাচিত বত্রিশ জন সদস্যকে (অতঃপর আসীন সদস্যগণ বলিয়া উল্লিখিত) লইয়া সিকিমের জন্য গঠিত সভা এই সংবিধান অনুযায়ী যথাযথভাবে গঠিত, সিকিম রাজ্যের বিধানসভারূপে গণ্য হইবে;

(ii) আসীন সদস্যগণ এই সংবিধান অনুযায়ী যথাযথভাবে নির্বাচিত, সিকিম রাজ্যের বিধানসভার সদস্য বলিয়া গণ্য হইবেন; এবং

(iii) উক্ত সিকিম রাজ্যের বিধানসভা এই সংবিধান অনুযায়ী কোন রাজ্যের বিধানসভার ক্ষমতাসমূহ প্রয়োগ করিবেন এবং কৃত্যসমূহ সম্পাদন করিবেন;

(গ) যে সভা (খ) প্রকরণ অনুযায়ী সিকিম রাজ্যের বিধানসভারূপে গণ্য, সেই সভার ক্ষেত্রে, ১৭২ অনুচ্ছেদের (১) প্রকরণে [পাঁচ বৎসর] সময়সীমার উল্লেখসমূহ [চার বৎসর] সময়সীমার উল্লেখসমূহ বলিয়া অর্থান্বয়িত হইবে এবং উক্ত [চার বৎসর] সময়সীমা নির্দিষ্ট দিন হইতে প্রারব্ধ হয় বলিয়া গণ্য হইবে;

(ঘ) সংসদ কর্তৃক বিধি দ্বারা অনুরূপ বিধান প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত, লোকসভায় সিকিম রাজ্যের জন্য একটি আসন আবণ্টিত হইবে এবং সিকিম রাজ্যকে লইয়া একটি সংসদীয় নির্বাচনক্ষেত্র গঠিত হইবে, যাহা সিকিমের সংসদীয় নির্বাচনক্ষেত্র বলিয়া অভিহিত হইবে;

(ঙ) নির্দিষ্ট দিনে বিদ্যমান লোকসভায় সিকিম রাজ্যের প্রতিনিধি সিকিম রাজ্যের বিধানসভার সদস্যগণ কর্তৃক নির্বাচিত হইবেন;

(চ) সংসদ, সিকিমের জনগণের বিভিন্ন বিভাগের অধিকার ও স্বার্থসমূহ সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে, সিকিম রাজ্যের বিধানসভার যে আসন-সংখ্যা ঐরূপ বিভাগসমূহের প্রার্থিগণের দ্বারা পুরিত হইতে পারিবে সেই আসন-সংখ্যার জন্য এবং যে বিধানসভা নির্বাচনক্ষেত্রসমূহ হইতে কেবল ঐরূপ বিভাগসমূহের প্রার্থিগণ সিকিম রাজ্যের বিধানসভায় নির্বাচিত হইবার জন্য দাঁড়াইতে পারিবেন সেই নির্বাচনক্ষেত্র সমূহের পরিসীমনের জন্য বিধান করিতে পারিবেন;

(ছ) শান্তির জন্য এবং সিকিমের জনগণের বিভিন্ন বিভাগের সামাজিক ও আর্থনীতিক অগ্রগতি সুনিশ্চিত করণার্থ একটি ন্যায্য ব্যবস্থার জন্য সিকিমের রাজ্যপালের বিশেষ দায়িত্ব থাকিবে এবং সিকিমের রাজ্যপাল, এই প্রকরণ অনুযায়ী তাঁহার বিশেষ দায়িত্ব নির্বাহ করিবার কালে, যেরূপ নির্দেশাবলী রাষ্ট্রপতি, সময় সময়, প্রচার করা উপযুক্ত গণ্য করিবেন সেরূপ নির্দেশাবলীর অধীনে, স্ববিবেচনায় কার্য করিবেন;

(জ) সকল সম্পত্তি ও পরিসম্পদ (সিকিম রাজ্যের অন্তর্গত রাজ্যক্ষেত্রসমূহের অভ্যন্তরস্থই হউক বা বহিস্থই হউক) যেগুলি নির্দিষ্ট দিনের অব্যবহিত পূর্বে, সিকিম সরকারের উদ্দেশ্যসমূহের জন্য, সিকিম সরকারের বা অন্য কোন প্রাধিকারীর বা অন্য কোন ব্যক্তির উপর বর্তিত ছিল, সেগুলি নির্দিষ্ট দিন হইতে সিকিম রাজ্যের সরকারে বর্তাইবে;

(ঝ) সিকিম রাজ্যের অন্তর্গত রাজ্যক্ষেত্রসমূহে নির্দিষ্ট দিনের অব্যবহিত পূর্বে কৃত্যকারী হাইকোর্ট, নির্দিষ্ট দিনে ও তদবধি, সিকিম রাজ্যের হাইকোর্ট বলিয়া গণ্য হইবেন;

(ঞ) সিকিম রাজ্যের রাজ্যক্ষেত্রের সর্বত্র, দেওয়ানী, ফৌজদারী ও রাজস্ব ক্ষেত্রাধিকারসম্পন্ন সকল আদালত এবং বিচারিক, নির্বাহিক ও শাসনিক সকল প্রকারের প্রাধিকারী ও আধিকারিক, নির্দিষ্ট দিনে ও তদবধি, তাঁহাদের নিজ নিজ কৃত্যসমূহ এই সংবিধানের বিধানবলীর অধীনে প্রয়োগ করিতে থাকিবেন;

(ট) সিকিম রাজ্যের অন্তর্গত রাজ্যক্ষেত্রসমূহে বা উহার কোন অংশে নির্দিষ্ট দিনের অব্যবহিত পূর্বে বলবৎ সকল বিধি কোন ক্ষমতাপন্ন বিধানমণ্ডল বা অন্য ক্ষমতাপন্ন প্রাধিকারী কর্তৃক সংশোধিত বা নিরসিত না হওয়া পর্যন্ত, তথায় বলবৎ থাকিয়া যাইবে;

(ঠ) সিকিম রাজ্যের প্রশাসন সম্পর্কে, (ট) প্রকরণে উল্লিখিত কোনও বিধির প্রয়োগ সহজতর করিবার উদ্দেশ্যে এবং এই সংবিধানের বিধানাবলীর সহিত ঐরূপ কোন বিধির বিধানাবলীর সঙ্গতিবিধান করিবার উদ্দেশ্যে, রাষ্ট্রপতি, নির্দিষ্ট দিন হইতে দুই বৎসরের মধ্যে, আদেশ দ্বারা, যেরূপ প্রয়োজন বা সঙ্গত হইবে, ঐরূপ বিধির সেরূপ অভিযোজন ও সংপরিবর্তনসমূহ, নিরসন আকারেই হউক বা সংশোধন আকারেই হউক, করিতে পারিবেন, এবং তদনন্তর, ঐরূপ প্রত্যেক বিধি ঐরূপে কৃত অভিযোজন ও সংপরিবর্তনসমূহের অধীনে কার্যকর হইবে, এবং ঐরূপ কোন অভিযোজন বা সংপরিবর্তন সম্পর্কে কোন আদালতে আপত্তি উত্থাপন করা চলিবে না;

(ড) সিকিম সম্পর্কিত কোন সন্ধি, চুক্তি, বচন-বন্ধ বা অন্য অনুরূপ সংলেখ যাহা নির্দিষ্ট দিনের পূর্বে কৃত বা নিষ্পাদিত হইয়াছিল এবং ভারত সরকার বা ভারতের কোন পূর্বতন সরকার যাহার একটি পক্ষ ছিলেন, তাহা হইতে উদ্ভূত কোন বিবাদ বা বিষয় সম্পর্কে সুপ্রীম কোর্ট বা অন্য কোন আদালত, কাহারও কোন ক্ষেত্রাধিকার থাকিবে না, কিন্তু এই প্রকরণের কোন কিছুই ১৪৩ অনুচ্ছেদের বিধানাবলীর অপকর্ষ সাধন করে বলিয়া অর্থান্বয়িত হইবে না;

(ঢ) রাষ্ট্রপতি, সরকারী প্রজ্ঞাপন দ্বারা, কোন আইন যাহা ভারতের কোন রাজ্যে ঐ প্রজ্ঞাপনের তারিখে বলবৎ আছে তাহা, যেরূপ উপযুক্ত মনে করেন সেরূপ বাধানিষেধ বা সংপরিবর্তনসমূহসহ, সিকিম রাজ্যে প্রসারিত করিতে পারিবেন;

(ণ) যদি এই অনুচ্ছেদে পূর্বগামী বিধানাবলীর কোনটি কার্যকর করিবার কালে কোন অসুবিধা উদ্ভূত হয়, তাহাহইলে, রাষ্ট্রপতি ঐ অসুবিধা দূরীকরণের উদ্দেশ্যে যেরূপ কার্য তাঁহার নিকট আবশ্যক বলিয়া প্রতীয়মান হইবে, (অন্য কোন অনুচ্ছেদের কোন অভিযোজন বা সংপরিবর্তন সমেত) সেরূপ যেকোন কার্য, আদেশ দ্বারা, করিতে পারিবেন :

তবে ঐরূপ কোন আদেশ নির্দিষ্ট দিন হইতে দুই বৎসর অবসিত হইবার পরে করা চলিবে না;

(ত) সিকিম রাজ্য বা উহার অন্তর্গত রাজ্যক্ষেত্রসমূহে বা তৎসম্পর্কে, নির্দিষ্ট দিনে প্রারম্ভ হওয়া এবং যে তারিখে সংবিধান (ছত্রিশতম সংশোধন) আইন, ১৯৭৫

রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করিবে তাহার অব্যবহিত পূর্বে সমাপ্য সময়সীমার মধ্যে, কৃত সকল কার্য ও গৃহীত সকল ব্যবস্থা, যে পর্যন্ত তৎসমূহ সংবিধান (ছত্রিশতম সংশোধন) আইন, ১৯৭৫ দ্বারা যথা-সংশোধিত এই সংবিধানের বিধানাবলীর সহিত সঙ্গতিপূর্ণ হয় সে পর্যন্ত, ঐরূপ যথা-সংশোধিত এই সংবিধান অনুযায়ী সিদ্ধভাবে কৃত হইয়াছে বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া সকল প্রয়োজনেই গণ্য হইবে।]

মিজোরাম রাজ্য সম্পর্কে বিশেষ বিধান।

[৩৭১ছ। এই সংবিধানে যাহা কিছু আছে তৎসত্ত্বেও, —

(ক) (i) মিজোগণের ধর্মীয় বা সামাজিক আচরণসমূহ;

(ii) মিজোগণের রীতিগত বিধি ও প্রক্রিয়া;

(iii) মিজোগণের রীতিগত বিধি অনুযায়ী মীমাংসার সহিত জড়িত দেওয়ানী ও ফৌজদারী ন্যায়বিচারের পরিচালন;

(iv) ভূমির মালিকানা ও হস্তান্তর;

সম্পর্কে সংসদের কোন আইন মিজোরাম রাজ্যে প্রযুক্ত হইবে না, যদি না মিজোরাম রাজ্যের বিধানসভা একটি সংকল্প দ্বারা সেরূপ সিদ্ধান্ত করেন :

তবে এই প্রকরণের কোন কিছুই সংবিধান (তেপান্নতম সংশোধন) আইন, ১৯৮৬-র প্রারম্ভের অব্যবহিত পূর্বে সংঘশাসিত রাজ্যক্ষেত্র মিজোরামে বলবৎ কোনও কেন্দ্রীয় আইনের প্রতি প্রযুক্ত হইবে না;

(খ) মিজোরাম রাজ্যের বিধানসভা অন্যূন চল্লিশজন সদস্য লইয়া গঠিত হইবে।]

অরুণাচল প্রদেশ রাজ্য সম্পর্কে বিশেষ বিধান।

৩৭১জ। এই সংবিধানে যাহা কিছু আছে তৎসত্ত্বেও, —

(ক) অরুণাচল প্রদেশের রাজ্যপালের, অরুণাচল প্রদেশ রাজ্যের আইন ও শৃঙ্খলা সম্পর্কে বিশেষ দায়িত্ব থাকিবে এবং তৎসম্বন্ধে তাঁহার কৃত্যসমূহ নির্বাহে, রাজ্যপাল, মন্ত্রিপরিষদের সহিত পরামর্শের পর, অবলম্বনীয় ব্যবস্থা সম্পর্কে তাঁহার ব্যক্তিগত বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করিবেন :

তবে যদি সেরূপ কোন প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, কোনও বিষয় এরূপ কোন বিষয় কিনা, যাহার সম্পর্কে এই প্রকরণ অনুযায়ী রাজ্যপাল

তাঁহার ব্যক্তিগত বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করিয়া কার্য করিতে অনুজ্ঞাত হন, তাহাহইলে রাজ্যপালের বিবেচনায় যে সিদ্ধান্ত হইবে তাহা চূড়ান্ত হইবে, এবং রাজ্যপাল কর্তৃক কৃত কোন কার্যের বৈধতা সম্পর্কে এই হেতুতে কোন প্রশ্ন তোলা যাইবে না যে, তাঁহার ব্যক্তিগত বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করিয়া কার্য করা উচিত ছিল বা উচিত ছিল না :

পরন্তু রাজ্যপালের নিকট হইতে কোন প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর বা অন্যথা, যদি রাষ্ট্রপতির এই প্রতীতি হয় যে অরুণাচল প্রদেশ রাজ্যে আইন ও শৃঙ্খলা সম্পর্কে রাজ্যপালের আর বিশেষ দায়িত্ব থাকিবার প্রয়োজন নাই তাহাহইলে তিনি আদেশ দ্বারা নির্দেশদান করিতে পারিবেন যে, আদেশে বিনির্দিষ্ট তারিখ হইতে কার্যকারিতাক্রমে রাজ্যপালের ঐরূপ দায়িত্ব আর থাকিবে না;

(খ) অরুণাচল প্রদেশ রাজ্যের বিধানসভা অন্যূন ত্রিশজন সদস্য লইয়া গঠিত হইবে।

গোয়া রাজ্য সম্পর্কে বিশেষ বিধান।

[৩৭১ঝ। এই সংবিধানে যাহা কিছু আছে তৎসত্ত্বেও, গোয়া রাজ্যের বিধানসভা অন্যূন ত্রিশজন সদস্য লইয়া গঠিত হইবে।]

কর্ণাটক রাজ্য সম্পর্কে বিশেষ বিধানবলী।

[৩৭১ঞ। (১) রাষ্ট্রপতি, কর্ণাটক রাজ্য সম্পর্কে আদেশ দ্বারা, রাজ্যপালের কোন বিশেষ দায়িত্ব ব্যবস্থিত করিবেন, যাহাতে—

(ক) পর্ষদের ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে প্রতিবেদন প্রতি বৎসর রাজ্য বিধানসভার সমক্ষে উপস্থাপিত হইবে এই বিধান সহ হায়দ্রাবাদ-কর্ণাটক অঞ্চলের জন্য পৃথক উন্নয়ন পর্ষদ স্থাপিত হয়;

(খ) সামগ্রিকভাবে রাজ্যের আবশ্যকতা সাপেক্ষে, উক্ত অঞ্চলে উন্নয়নমূলক ব্যয়ের নিমিত্ত তহবিলের ন্যায্য বণ্টন হয়, এবং

(গ) সামগ্রিকভাবে রাজ্যের আবশ্যকতা সাপেক্ষে, সরকারী নিয়োজন, শিক্ষা ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ বিষয়ে উক্ত অঞ্চলের জনগণের জন্য ন্যায্য সুযোগসমূহ ও সুবিধাসমূহ লব্ধ হয়।

(২) (১) প্রকরণের (গ) উপ-প্রকরণ অনুযায়ী প্রদত্ত আদেশে—

(ক) জন্মসূত্রে অথবা স্থায়ী অধিবাসী হইবার সূত্রে হায়দ্রাবাদ-কর্ণাটক অঞ্চলের ছাত্রগণের জন্য ঐ অঞ্চলের শিক্ষা ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহে আসনের এক আনুপাতিক সংরক্ষণের; এবং

(খ) হায়দ্রাবাদ-কর্ণাটক অঞ্চলে রাজ্য সরকারের অধীনে এবং রাজ্য সরকারের নিয়ন্ত্রাধীন কোন সংস্থা বা সংগঠনে পদসমূহের বা পদসমূহের শ্রেণীর চিহ্নিতকরণ এবং জন্মসূত্রে বা অধিবাসসূত্রে ঐ অঞ্চলভুক্ত ব্যক্তিবর্গের জন্য ঐ পদসমূহের আনুপাতিক রূপে সংরক্ষণের এবং উহাতে প্রত্যক্ষ নিয়োজন বা পদোন্নতি অথবা ঐ আদেশে যেরূপ বিনির্দিষ্ট হইবে সেরূপ অন্য কোন প্রণালীতে নিযুক্তির

ব্যবস্থা করা যাইবে।

বিদ্যমান বিধিসমূহ বলবৎ থাকিয়া যাওয়া এবং উহাদের অভিযোজন।

৩৭২। (১) ৩৯৫ অনুচ্ছেদে উল্লিখিত আইনসমূহ এই সংবিধান দ্বারা নিরসিত হওয়া সত্ত্বেও, কিন্তু এবং সংবিধানের অন্য বিধানাবলীর অধীনে, এই সংবিধানের প্রারম্ভের অব্যবহিত পূর্বে ভারতের রাজ্যক্ষেত্রে বলবৎ সকল বিধি, কোন ক্ষমতাপন্ন বিধানমণ্ডল বা অন্য ক্ষমতাপন্ন প্রাধিকারী কর্তৃক পরিবর্তিত, নিরসিত বা সংশোধিত না হওয়া পর্যন্ত তথায় বলবৎ থাকিয়া যাইবে।

(২) এই সংবিধানের বিধানাবলীর সহিত ভারতের রাজ্যক্ষেত্রে বলবৎ যেকোন বিধির বিধানাবলীর সঙ্গতিবিধান করিবার উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রপতি, আদেশ দ্বারা, নিরসন আকারেই হউক বা সংশোধন আকারেই হউক, যেরূপ প্রয়োজন বা সঙ্গত, ঐরূপ বিধির সেরূপ অভিযোজন ও সংপরিবর্তন করিতে পারেন এবং বিধান করিতে পারেন যে, ঐ আদেশে যে তারিখ বিনির্দিষ্ট হইতে পারে সেই তারিখ হইতে, ঐরূপে কৃত অভিযোজন ও সংপরিবর্তনসমূহের অধীনে, ঐ বিধি কার্যকর হইবে, এবং ঐরূপ কোন অভিযোজন বা সংপরিবর্তন সম্পর্কে কোন আদালতে আপত্তি উত্থাপন করা যাইবে না।

(৩) (২) প্রকরণের কোন কিছুই—

(ক) এই সংবিধানের প্রারম্ভ হইতে [তিন বৎসর] অবসান হইবার পর কোন বিধির কোন অভিযোজন বা সংপরিবর্তন করিবার ক্ষমতা রাষ্ট্রপতিকে প্রদান করিল বলিয়া গণ্য হইবে না; অথবা

(খ) উক্ত প্রকরণ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি কর্তৃক অভিযোজিত বা সংপরিবর্তিত কোন বিধি কোন ক্ষমতাপন্ন বিধানমণ্ডল বা অন্য ক্ষমতাপন্ন প্রাধিকারী কর্তৃক নিরসিত বা সংশোধিত হইবার পক্ষে অন্তরায় হয় বলিয়া গণ্য হইবে না ।

ব্যাখ্যা ১।— এই অনুচ্ছেদে ''বলবৎ বিধি" এরূপ কোন বিধিকে অন্তর্ভুক্ত করিবে যাহা এই সংবিধানের প্রারম্ভের পূর্বে ভারতের রাজ্যক্ষেত্রে কোন বিধানমণ্ডল বা অন্য ক্ষমতাপন্ন প্রাধিকারী কর্তৃক গৃহীত বা প্রণীত হইয়াছিল এবং পূর্বে নিরসিত হয় নাই,

যদিও তৎকালে ঐ বিধি বা উহার কোন কোন ভাগ আদৌ বা বিশেষ ক্ষেত্রসমূহে সক্রিয় না থাকিতে পারে।

ব্যাখ্যা ২।—ভারতের রাজ্যক্ষেত্রে কোন বিধানমণ্ডল বা ক্ষমতাপন্ন অন্য প্রাধিকারী কর্তৃক গৃহীত বা প্রণীত কোন বিধি, যাহার এই সংবিধানের প্রারম্ভের অব্যবহিত পূর্বে রাজ্যক্ষেত্রাতীত কার্যকারিতা এবং, অধিকন্তু, ভারতের রাজ্যক্ষেত্রের অভ্যন্তরে কার্যকারিতা ছিল, তাহার, পূর্বোক্তরূপ যেকোন অভিযোজন ও সংপরিবর্তনের অধীনে, ঐরূপ রাজ্যক্ষেত্রাতীত কার্যকারিতা থাকিয়া যাইবে।

ব্যাখ্যা ৩।—এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুর এরূপ অর্থ করা যাইবে না যাহাতে কোন অস্থায়ী বিধি, উহার অবসানের জন্য স্থিরীকৃত তারিখের পরে, অথবা এই সংবিধান বলবৎ না হইলে যে তারিখে উহার অবসান হইত সেই তারিখের পরে, বলবৎ থাকিয়া যায়।

ব্যাখ্যা ৪।—ভারত শাসন আইন, ১৯৩৫-এর ৮৮ ধারা অনুযায়ী কোন প্রদেশের রাজ্যপাল কর্তৃক প্রখ্যাপিত এবং এই সংবিধানের প্রারম্ভের অব্যবহিত পূর্বে বলবৎ কোন অধ্যাদেশ, তৎস্থানী রাজ্যের রাজ্যপাল কর্তৃক পূর্বেই প্রত্যাহৃত না হইয়া থাকিলে, ঐরূপ প্রারম্ভের পর, ঐ রাজ্যের যে বিধানসভা ৩৮২ অনুচ্ছেদের (১) প্রকরণ অনুযায়ী কৃত্য করেন, তাহার প্রথম অধিবেশন হইতে ছয় সপ্তাহের অবসানে আর সক্রিয় থাকিবে না, এবং এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুর এরূপ অর্থ করা যাইবে না যাহাতে ঐরূপ কোন অধ্যাদেশ উক্ত সময়সীমার অবসানের পর বলবৎ থাকিয়া যায়।

বিধিসমূহের অভিযোজন করিতে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা।

[৩৭২ক। (১) সংবিধান (সাতত্ম সংশোধন) আইন, ১৯৫৬-র প্রারম্ভের অব্যবহিত পূর্বে ভারতে বা উহার কোন ভাগে বলবৎ যেকোন বিধির বিধানাবলীর, ঐ আইন দ্বারা যথা-সংশোধিত এই সংবিধানের বিধানাবলীর সহিত সঙ্গতিবিধান করিবার উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রপতি, পয়লা নভেম্বর, ১৯৫৭ তারিখের পূর্বে কৃত আদেশ দ্বারা, নিরসন আকারেই হউক বা সংশোধন আকারেই হউক যেরূপ প্রয়োজন বা সঙ্গত হইতে পারে, ঐ বিধির সেরূপ অভিযোজন ও সংপরিবর্তন করিতে পারেন, এবং বিধান করিতে পারেন যে, ঐ আদেশে যে তারিখ বিনির্দিষ্ট হইতে পারে সেই তারিখ হইতে, ঐরূপে কৃত অভিযোজন ও সংপরিবর্তনের অধীনে ঐ বিধি কার্যকর হইবে, এবং ঐরূপ কোন অভিযোজন বা সংপরিবর্তন সম্পর্কে কোন আদালতে আপত্তি উত্থাপন করা যাইবে না।

(২) (১) প্রকরণের কোন কিছুই উক্ত প্রকরণ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি কর্তৃক অভিযোজিত বা সংপরিবর্তিত কোন বিধি কোন ক্ষমতাপন্ন বিধানমণ্ডল বা অন্য ক্ষমতাপন্ন প্রাধিকারী কর্তৃক নিরসিত বা সংশোধিত হইবার পক্ষে অন্তরায় বলিয়া গণ্য হইবে না।]

ভাগ ২১ — অস্থায়ী, অবস্থান্তরকালীন ও বিশেষ বিধানাবলী — অনুচ্ছেদ ৩৭৩-৩৭৪

৩৭৩। সংসদ কর্তৃক ২২ অনুচ্ছেদের (৭) প্রকরণ অনুযায়ী বিধান প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত, অথবা এই সংবিধানের প্রারম্ভ হইতে এক বৎসর অবসান না হওয়া পর্যন্ত, এতদুভয়ের মধ্যে যাহা পূর্বতর সে পর্যন্ত, উক্ত অনুচ্ছেদের এরূপ কার্যকারিতা থাকিবে যেন উহার (৪) ও (৭) প্রকরণে সংসদের কোন উল্লেখের স্থলে রাষ্ট্রপতির উল্লেখ প্রতিস্থাপিত হইয়াছিল এবং ঐ প্রকরণসমূহে সংসদ কর্তৃক প্রণীত কোন বিধির কোন উল্লেখের স্থলে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক কৃত কোন আদেশের উল্লেখ প্রতিস্থাপিত হইয়াছিল।

রাষ্ট্রপতির, কোন কোন ক্ষেত্রে নিবর্তনমূলক আটকের অধীন ব্যক্তিগণ সম্পর্কে, আদেশ করিবার ক্ষমতা।

৩৭৪। (১) এই সংবিধানের প্রারম্ভের অব্যবহিত পূর্বে ফেডারেল কোর্টের যে বিচারপতিগণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন তাঁহারা, অন্যরূপ ইচ্ছা প্রকাশ না করিয়া থাকিলে, ঐরূপ প্রারম্ভের পর সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি হইবেন এবং, অতঃপর, ১২৫ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিগণ সম্পর্কে যেরূপ বেতন ও ভাতা, এবং অনুমত-অনুপস্থিতি ও পেনশন সংক্রান্ত যেরূপ অধিকার বিহিত হয় তাহা পাইবার অধিকারী হইবেন।

ফেডারেল কোর্টের বিচারপতিগণ সম্পর্কে ও ফেডারেল কোর্টে বা সপরিষদ সম্রাটের সমক্ষে বিচারাধীন কার্যবাহ সম্পর্কে বিধানাবলী।

(২) এই সংবিধানের প্রারম্ভে ফেডারেল কোর্টে বিচারাধীন সকল দেওয়ানী বা ফৌজদারী মোকদ্দমা, আপীল ও কার্যবাহ সুপ্রীম কোর্টে স্থানান্তরিত হইয়া যাইবে, এবং ঐগুলি শুনিবার ও নির্ধারণ করিবার ক্ষেত্রাধিকার সুপ্রীম কোর্টের থাকিবে, এবং এই সংবিধানের প্রারম্ভের পূর্বে প্রদত্ত বা কৃত ফেডারেল কোর্টের রায় ও আদেশের এরূপ বল ও কার্যকারিতা থাকিবে যেন ঐগুলি সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক প্রদত্ত বা কৃত হইয়াছিল।

(৩) এই সংবিধানের কোন কিছুরই ক্রিয়া, ভারতের রাজ্যক্ষেত্রের অন্তর্গত কোন আদালতের কোন রায়, ডিক্রী বা আদেশ হইতে, বা তৎসম্পর্কে, আপীল ও আবেদনপত্রসমূহ নিষ্পত্তি করিতে সপরিষদ সম্রাটের ক্ষেত্রাধিকার প্রয়োগ, যতদূর পর্যন্ত ঐরূপ ক্ষেত্রাধিকার প্রয়োগ বিধি দ্বারা প্রাধিকৃত ততদূর পর্যন্ত, অসিদ্ধ করিতে পারিবে না, এবং এই সংবিধানের প্রারম্ভের পরে ঐরূপ কোন আপীল বা আবেদনপত্র সম্পর্কে কৃত সপরিষদ সম্রাটের কোন আদেশের, সকল প্রয়োজনেই, এরূপ কার্যকারিতা থাকিবে যেন উহা এই সংবিধান দ্বারা সুপ্রীম কোর্টকে অর্পিত ক্ষেত্রাধিকার প্রয়োগে ঐ আদালত কর্তৃক কৃত কোন আদেশ বা ডিক্রী।

(৪) এই সংবিধানের প্রারম্ভ হইতে ও তদবধি, প্রথম তফসিলের ভাগ খ-এ বিনির্দিষ্ট কোন রাজ্যে যে প্রাধিকারী প্রিভি কাউন্সিলরূপে কৃত্য করিতেছেন তাঁহার,

ঐ রাজ্যের অন্তর্গত কোন আদালতের কোন রায়, ডিক্রী বা আদেশ হইতে, বা তৎসম্পর্কে, আপীল ও আবেদনপত্রসমূহ গ্রহণ ও নিষ্পত্তি করিবার ক্ষেত্রাধিকার আর থাকিবে না, এবং ঐরূপ প্রারম্ভে উক্ত প্রাধিকারীর সমক্ষে বিচারাধীন সকল আপীল ও অন্য কার্যবাহ সুপ্রীম কোর্টে স্থানান্তরিত হইবে ও তৎকর্তৃক নিষ্পন্ন হইবে।

(৫) এই অনুচ্ছেদের বিধানাবলী কার্যকর করিবার জন্য সংসদ বিধি দ্বারা এতদধিক বিধান করিতে পারেন।

আদালত, প্রাধিকারী ও আধিকারিক সংবিধানের বিধানাবলীর অধীনে কৃত্য করিয়া যাইবেন।

৩৭৫। ভারতের রাজ্যক্ষেত্রের সর্বত্র দেওয়ানী, ফৌজদারী ও রাজস্ব ক্ষেত্রাধিকারসম্পন্ন সকল আদালত এবং বিচারিক, নির্বাহিক ও শাসনিক সকল প্রকার প্রাধিকারী ও আধিকারিক এই সংবিধানের বিধানাবলীর অধীনে তাঁহাদের নিজ নিজ কৃত্য নির্বাহ করিয়া যাইবেন।

হাইকোর্টের বিচারপতিগণ সম্পর্কে বিধানাবলী।

৩৭৬। (১) ২১৭ অনুচ্ছেদের (২) প্রকরণে যাহা কিছু আছে তৎসত্ত্বেও, এই সংবিধানের প্রারম্ভের অব্যবহিত পূর্বে কোন প্রদেশের হাইকোর্টের যে বিচারপতিগণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন তাঁহারা, অন্যরূপ ইচ্ছা প্রকাশ না করিয়া থাকিলে, ঐরূপ প্রারম্ভের পর তৎস্থানী রাজ্যের হাইকোর্টের বিচারপতি হইবেন এবং, অতঃপর, ২২১ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ঐরূপ হাইকোর্টের বিচারপতিগণ সম্পর্কে যেরূপ বেতন ও ভাতা, এবং অনুমত-অনুপস্থিতি ও পেনশন সংক্রান্ত যেরূপ অধিকারসমূহ বিহিত হয় তাহা পাইবার অধিকারী হইবেন। ঐরূপ কোন বিচারপতি, তিনি ভারতের নাগরিক না হওয়া সত্ত্বেও, ঐরূপ হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি বা অন্য যেকোন হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি বা অন্য বিচারপতিরূপে নিয়োগের জন্য উপযুক্ত হইবেন।

(২) এই সংবিধানের প্রারম্ভের অব্যবহিত পূর্বে প্রথম তফসিলের ভাগ খ-এ বিনির্দিষ্ট কোন রাজ্যের তৎস্থানী কোন ভারতীয় রাজ্যে হাইকোর্টের যে বিচারপতিগণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন তাঁহারা, অন্যরূপ ইচ্ছা প্রকাশ না করিয়া থাকিলে, ঐরূপ প্রারম্ভের পর ঐরূপে বিনির্দিষ্ট রাজ্যের হাইকোর্টের বিচারপতি হইবেন এবং, ২১৭ অনুচ্ছেদের (১) ও (২) প্রকরণে যাহা কিছু আছে তৎসত্ত্বেও, কিন্তু ঐ অনুচ্ছেদের (১) প্রকরণের অনুবিধির অধীনে, সেরূপ সময়সীমার অবসান না হওয়া পর্যন্ত পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া যাইবেন যাহা রাষ্ট্রপতি, আদেশ দ্বারা, নির্ধারিত করিতে পারেন।

(৩) এই অনুচ্ছেদে, ''বিচারপতি'' কথাটি কার্যকারী বিচারপতি বা অতিরিক্ত বিচারপতিকে অন্তর্ভুক্ত করিবে না।

ভাগ ২১ — অস্থায়ী, অবস্থান্তরকালীন ও বিশেষ বিধানাবলী — অনুচ্ছেদ ৩৭৭-৩৭৮ক

৩৭৭। এই সংবিধানের প্রারম্ভের অব্যবহিত পূর্বে যিনি ভারতের অডিটর জেনরল্ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন তিনি, অন্যরূপ ইচ্ছা প্রকাশ না করিয়া থাকিলে, ঐরূপ প্রারম্ভের পর ভারতের মহা হিসাব-নিয়ামক ও নিরীক্ষক হইবেন এবং, অতঃপর ১৪৮ অনুচ্ছেদের (৩) প্রকরণ অনুযায়ী ভারতের মহা হিসাব-নিয়ামক ও নিরীক্ষক সম্পর্কে যেরূপ বেতনসমূহ, এবং অনুমত-অনুপস্থিতি ও পেনশন সংক্রান্ত যেরূপ অধিকারসমূহ, বিহিত হয়, তাহা পাইবার অধিকারী হইবেন এবং ঐরূপ প্রারম্ভের অব্যবহিত পূর্বে তাঁহার প্রতি যে বিধানাবলী প্রযোজ্য ছিল তদনুযায়ী তাঁহার পদের যথা-নির্ধারিত কার্যকালের অবসান না হওয়া পর্যন্ত পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া যাইবার অধিকারী হইবেন। ভারতের মহা হিসাব-নিয়ামক ও নিরীক্ষক সম্পর্কে বিধানাবলী।

৩৭৮। (১) এই সংবিধানের প্রারম্ভের অব্যবহিত পূর্বে ভারত ডোমিনিয়নের সরকারী কৃত্যক কমিশনের যে সদস্যগণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন তাঁহারা, অন্যরূপ ইচ্ছা প্রকাশ না করিয়া থাকিলে, ঐরূপ প্রারম্ভের পর সংঘের সরকারী কৃত্যক কমিশনের সদস্য হইবেন এবং ৩১৬ অনুচ্ছেদের (১) ও (২) প্রকরণে যাহা কিছু আছে তৎসত্ত্বেও, কিন্তু ঐ অনুচ্ছেদের (২) প্রকরণের অনুবিধির অধীনে, ঐরূপ প্রারম্ভের অব্যবহিত পূর্বে যে নিয়মাবলী ঐরূপ সদস্যগণের প্রতি প্রযোজ্য ছিল তদনুযায়ী তাঁহাদের পদের যথা-নির্ধারিত কার্যকালের অবসান না হওয়া পর্যন্ত পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া যাইবেন। সরকারী কৃত্যক কমিশনসমূহ সম্পর্কে বিধানাবলী।

(২) এই সংবিধানের প্রারম্ভের অব্যবহিত পূর্বে কোন প্রদেশের সরকারী কৃত্যক কমিশনের বা কোন প্রদেশপুঞ্জের প্রয়োজন সাধন করেন এরূপ কোন সরকারী কৃত্যক কমিশনের যে সদস্যগণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন তাঁহারা, অন্যরূপ ইচ্ছা প্রকাশ না করিয়া থাকিলে, ঐরূপ প্রারম্ভের পর, ক্ষেত্রানুযায়ী, তৎস্থানী রাজ্যের সরকারী কৃত্যক কমিশনের সদস্য বা তৎস্থানী রাজ্যসমূহের প্রয়োজন সাধন করেন এরূপ সংযুক্ত রাজ্য সরকারী কৃত্যক কমিশনের সদস্য হইবেন এবং, ৩১৬ অনুচ্ছেদের (১) ও (২) প্রকরণে যাহা কিছু আছে তৎসত্ত্বেও, কিন্তু ঐ অনুচ্ছেদের (২) প্রকরণের অনুবিধির অধীনে, ঐরূপ প্রারম্ভের অব্যবহিত পূর্বে যে নিয়মাবলী ঐরূপ সদস্যগণের প্রতি প্রযোজ্য ছিল তদনুযায়ী তাঁহাদের পদের যথা-নির্ধারিত কার্যকালের অবসান না হওয়া পর্যন্ত পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া যাইবেন।

[৩৭৮ক। ১৭২ অনুচ্ছেদে যাহা কিছু আছে তৎসত্ত্বেও, রাজ্য পুনঃসংগঠন আইন, ১৯৫৬-র ২৮ ও ২৯ ধারার বিধানাবলী অনুযায়ী গঠিত অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্যের বিধানসভা, এতৎপূর্বে ভাঙ্গিয়া দেওয়া না হইলে, উক্ত ২৯ ধারায় উল্লিখিত তারিখ হইতে পাঁচ বৎসর সময়সীমা যাবৎ চলিবে, কিন্তু তদধিক নহে; এবং উক্ত সময়সীমার অবসানের ক্রিয়া এই হইবে যে ঐ বিধানসভা ভাঙ্গিয়া যাইবে।] অন্ধ্রপ্রদেশ বিধানসভার স্থিতিকাল সংক্রান্ত বিশেষ বিধান।

ভাগ ২১ — অস্থায়ী, অবস্থান্তরকালীন ও বিশেষ বিধানাবলী — অনুচ্ছেদ ৩৭৯-৩৯২

৩৭৯-৩৯১। সংবিধান (সাততম সংশোধন) আইন, ১৯৫৬, ২৯ ধারা ও তফসিল দ্বারা (১.১১.১৯৫৬ হইতে কার্যকারিতাসহ) বাদ গিয়াছে।

অসুবিধাসমূহ দূরীকরণে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা।

৩৯২। (১) যেকোন অসুবিধা, বিশেষতঃ ভারত শাসন আইন, ১৯৩৫-এর বিধানাবলী হইতে এই সংবিধানের বিধানাবলীতে সংক্রমণ সম্বন্ধে অসুবিধা, দূরীকরণার্থ রাষ্ট্রপতি আদেশ দ্বারা এরূপ নির্দেশ দিতে পারেন যে ঐ আদেশে যে সময়সীমা বিনির্দিষ্ট হইতে পারে সেই সময়সীমা ব্যাপিয়া এই সংবিধান, সংপরিবর্তন, সংযোজন বা বিয়োজন, যে আকারেই হউক, উহার যেরূপ অভিযোজনসমূহ তিনি প্রয়োজন বা সঙ্গত গণ্য করিতে পারেন তদধীনে, কার্যকর হইবে :

তবে ভাগ ৫-এর অধ্যায় ২ অনুযায়ী যথাযথভাবে গঠিত সংসদের প্রথম অধিবেশনের পর ঐরূপ কোন আদেশ করা যাইবে না।

(২) (১) প্রকরণ অনুযায়ী কৃত প্রত্যেক আদেশ সংসদের সমক্ষে স্থাপিত হইবে।

(৩) এই অনুচ্ছেদ দ্বারা, ৩২৪ অনুচ্ছেদ দ্বারা, ৩৬৭ অনুচ্ছেদের (৩) প্রকরণ দ্বারা এবং ৩৯১ অনুচ্ছেদ দ্বারা রাষ্ট্রপতিকে অর্পিত ক্ষমতাসমূহ, এই সংবিধানের প্রারম্ভের পূর্বে, ভারত ডোমিনিয়নের গভর্নর-জেন্‌রল্‌ কর্তৃক প্রয়োগযোগ্য হইবে।

ভাগ ২২

সংক্ষিপ্ত নাম, প্রারম্ভ, [হিন্দীতে প্রাধিকৃত পাঠ] ও নিরসন

ভাগ ২২ — সংক্ষিপ্ত নাম, প্রারম্ভ ও নিরসন — অনুচ্ছেদ ৩৯৩-৩৯৫

৩৯৩। এই সংবিধান ভারতের সংবিধান নামে অভিহিত হইবে। সংক্ষিপ্ত নাম।

৩৯৪। এই অনুচ্ছেদ এবং ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ৬০, ৩২৪, ৩৬৬, ৩৬৭, ৩৭৯, ৩৮০, ৩৮৮, ৩৯১, ৩৯২ ও ৩৯৩ অনুচ্ছেদসমূহ অবিলম্বে বলবৎ হইবে, এবং এই সংবিধানের অবশিষ্ট বিধানাবলী ছাব্বিশে জানুয়ারি, ১৯৫০ তারিখে বলবৎ হইবে, যে তারিখ এই সংবিধানের প্রারম্ভ বলিয়া এই সংবিধানে উল্লিখিত হইল। প্রারম্ভ।

[৩৯৪ক। (১) রাষ্ট্রপতি স্বীয় প্রাধিকারাধীনে, — হিন্দী ভাষায় প্রাধিকৃত পাঠ।

(ক) হিন্দী ভাষায় এই সংবিধানের অনুবাদ প্রকাশিত করাইবেন, যাহা, সংবিধান সভার সদস্যগণ কর্তৃক স্বাক্ষরিত হইবে, এবং হিন্দী ভাষায় কেন্দ্রীয় আইনসমূহের প্রাধিকৃত পাঠসমূহে গৃহীত ভাষা, ধরণ ও শব্দাবলীর সহিত সমরূপতা আনয়নের জন্য যথাবশ্যক সংপরিবর্তন সহযোগে হইবে এবং, ঐরূপ প্রকাশনার পূর্বে এই সংবিধানে কৃত সকল সংশোধন উহাতে সন্নিবেশিত হইবে; এবং

(খ) এই সংবিধানের ইংরেজী ভাষায় কৃত প্রতিটি সংশোধনের হিন্দী ভাষায় অনুবাদ প্রকাশিত করাইবেন।

(২) (১) প্রকরণ অনুযায়ী প্রকাশিত এই সংবিধানের অনুবাদ এবং উহার প্রতিটি সংশোধনের অনুবাদ মূল গ্রন্থের ন্যায় একই অর্থ বহন করে বলিয়া অর্থান্বয়িত হইবে, এবং যদি ঐরূপ অনুবাদের কোন অংশের ঐরূপে অর্থান্বয়ন করিতে কোন অসুবিধা উদ্ভূত হয়, তাহাহইলে রাষ্ট্রপতি উপযুক্তরূপে উহার পুনরীক্ষণ করাইবেন।]

(৩) এই অনুচ্ছেদ অনুযায়ী প্রকাশিত সংবিধান ও উহার প্রতিটি সংশোধনের অনুবাদ, সকল উদ্দেশ্যে হিন্দী ভাষায় উহার প্রাধিকৃত পাঠ বলিয়া গণ্য হইবে।

৩৯৫। ভারত স্বাধীনতা আইন, ১৯৪৭ এবং ভারত শাসন আইন, ১৯৩৫ ও তৎসহ শেষোক্ত আইনের সংশোধক বা অনুপূরক সকল আইন, কিন্তু প্রিভি কাউন্সিল ক্ষেত্রাধিকার বিলোপ আইন, ১৯৪৯ অন্তর্ভুক্ত না করিয়া, এতদ্দ্বারা নিরসিত হইল। নিরসন।

[প্রথম তফসিল

[১ ও ৪ অনুচ্ছেদ]

১। রাজ্যসমূহ

নাম	রাজ্যক্ষেত্রসমূহ
১। অন্ধ্রপ্রদেশ	[অন্ধ্র রাজ্য আইন, ১৯৫৩-র ৩ ধারার (১) উপধারায়, রাজ্যসমূহ পুনঃসংগঠন আইন, ১৯৫৬-র ৩ ধারার (১) উপধারায়, অন্ধ্রপ্রদেশ ও মাদ্রাজ (সীমানা পরিবর্তন) আইন, ১৯৫৯-এর প্রথম তফসিলে এবং অন্ধ্রপ্রদেশ ও মহীশূর (রাজ্যক্ষেত্র হস্তান্তরণ) আইন, ১৯৬৮-র তফসিলে বিনির্দিষ্ট রাজ্যক্ষেত্রসমূহ, কিন্তু অন্ধ্রপ্রদেশ ও মাদ্রাজ (সীমানা পরিবর্তন) আইন, ১৯৫৯-এর দ্বিতীয় তফসিলে বিনির্দিষ্ট রাজ্যক্ষেত্রসমূহ এবং অন্ধ্রপ্রদেশ পুনঃসংগঠন আইন, ২০১৪-র ৩ ধারায় উল্লিখিত রাজ্যক্ষেত্রসমূহ বাদ দিয়া।]
২। আসাম	যে রাজ্যক্ষেত্রসমূহ এই সংবিধানের প্রারম্ভের অব্যবহিত পূর্বে আসাম প্রদেশ, খাসি রাজ্যসমূহ ও আসাম জনজাতি-ক্ষেত্রসমূহের অন্তর্গত ছিল, কিন্তু আসাম (সীমানা পরিবর্তন) আইন, ১৯৫১-র তফসিলে বিনির্দিষ্ট রাজ্যক্ষেত্রসমূহ [এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য আইন, ১৯৬২-র ৩ ধারার (১) উপধারায় বিনির্দিষ্ট রাজ্যক্ষেত্রসমূহ] [এবং উত্তর-পূর্ব ক্ষেত্রসমূহ (পুনঃসংগঠন) আইন, ১৯৭১-এর ৫, ৬ ও ৭ ধারায় বিনির্দিষ্ট রাজ্যক্ষেত্রসমূহ] বাদ দিয়া [এবং সংবিধান (নয়তম সংশোধন) আইন, ১৯৬০-এর ৩ ধারার (ক) প্রকরণে যাহা কিছু আছে তৎসত্ত্বেও, যতদূর পর্যন্ত উহা সংবিধান (শততম সংশোধন) আইন, ২০১৫-র দ্বিতীয় তফসিলের ভাগ-১-এ উল্লিখিত রাজ্যক্ষেত্রের সহিত সম্পর্কিত হয় ততদূর পর্যন্ত সংবিধান (শততম সংশোধন) আইন, ২০১৫-র দ্বিতীয় তফসিলের ভাগ-১-এ উল্লিখিত রাজ্যক্ষেত্রসমূহ।]
৩। বিহার	[রাজ্যক্ষেত্রসমূহ, যাহা এই সংবিধানের প্রারম্ভের অব্যবহিত পূর্বে হয় বিহার প্রদেশের অন্তর্গত ছিল বা যেন ঐ প্রদেশের অংশীভূত এইভাবে প্রশাসিত হইতেছিল, এবং বিহার ও উত্তরপ্রদেশ (সীমানা পরিবর্তন) আইন, ১৯৬৮-র ৩ ধারার (১) উপধারার (ক) প্রকরণে বিনির্দিষ্ট রাজ্যক্ষেত্রসমূহ, কিন্তু বিহার ও পশ্চিমবঙ্গ (রাজ্যক্ষেত্রসমূহ হস্তান্তরণ) আইন, ১৯৫৬-র ৩ ধারার (১) উপধারায় বিনির্দিষ্ট রাজ্যক্ষেত্রসমূহ এবং প্রথমোক্ত আইনের ৩ ধারার (১) উপধারার (খ) প্রকরণে বিনির্দিষ্ট রাজ্যক্ষেত্রসমূহ এবং বিহার পুনঃসংগঠন আইন, ২০০০-এর ৩ ধারায় উল্লিখিত রাজ্যক্ষেত্রসমূহ বাদ দিয়া।]
[৪। গুজরাট	বোম্বাই পুনঃসংগঠন আইন, ১৯৬০-এর ৩ ধারার (১) উপধারায় উল্লিখিত রাজ্যক্ষেত্রসমূহ।]

প্রথম তফসিল

নাম	রাজ্যক্ষেত্রসমূহ
৫। কেরালা	রাজ্যসমূহ পুনঃসংগঠন আইন, ১৯৫৬-র ৫ ধারার (১) উপধারায় বিনির্দিষ্ট রাজ্যক্ষেত্রসমূহ।
৬। মধ্যপ্রদেশ	রাজ্যসমূহ পুনঃসংগঠন আইন, ১৯৫৬-র ৯ ধারার (১) উপধারায় [এবং রাজস্থান ও মধ্যপ্রদেশ (রাজ্যক্ষেত্রসমূহ হস্তান্তরণ) আইন, ১৯৫৯-এর প্রথম তফসিলে বিনির্দিষ্ট রাজ্যক্ষেত্রসমূহ কিন্তু মধ্যপ্রদেশ পুনঃসংগঠন আইন, ২০০০-এর ৩ ধারায় উল্লিখিত রাজ্যক্ষেত্রসমূহ বাদ দিয়া ।]
[৭। তামিলনাড়ু	রাজ্যক্ষেত্রসমূহ, যাহা এই সংবিধানের প্রারম্ভের অব্যবহিত পূর্বে হয় মাদ্রাজ প্রদেশের অন্তর্গত ছিল বা যেন ঐ প্রদেশের অংশীভূত এইভাবে প্রশাসিত হইতেছিল, এবং রাজ্যসমূহ পুনঃসংগঠন আইন, ১৯৫৬-র ৪ ধারায় [এবং অন্ধ্রপ্রদেশ ও মাদ্রাজ (সীমানা পরিবর্তন) আইন, ১৯৫৯-এর দ্বিতীয় তফসিলে] বিনির্দিষ্ট রাজ্যক্ষেত্রসমূহ, কিন্তু অন্ধ্র রাজ্য আইন, ১৯৫৩-র ৩ ধারার (১) উপধারায় ও ৪ ধারার (১) উপধারায় বিনির্দিষ্ট রাজ্যক্ষেত্রসমূহ [এবং রাজ্যসমূহ পুনঃসংগঠন আইন, ১৯৫৬-র ৫ ধারার (১) উপধারার (খ) প্রকরণে, ৬ ধারায় ও ৭ ধারার (১) উপধারার (ঘ) প্রকরণে বিনির্দিষ্ট রাজ্যক্ষেত্রসমূহ এবং অন্ধ্রপ্রদেশ ও মাদ্রাজ (সীমানা পরিবর্তন) আইন, ১৯৫৯-এর প্রথম তফসিলে বিনির্দিষ্ট রাজ্যক্ষেত্রসমূহ] বাদ দিয়া।
[৮। মহারাষ্ট্র	রাজ্যসমূহ পুনঃসংগঠন আইন, ১৯৫৬-র ৮ ধারার (১) উপধারায় বিনির্দিষ্ট রাজ্যক্ষেত্রসমূহ, কিন্তু বোম্বাই পুনঃসংগঠন আইন, ১৯৬০-এর ৩ ধারার (১) উপধারায় উল্লিখিত রাজ্যক্ষেত্রসমূহ বাদ দিয়া ।]
[৯। কর্ণাটক]	রাজ্যসমূহ পুনঃসংগঠন আইন, ১৯৫৬-র ৭ ধারার (১) উপধারায় বিনির্দিষ্ট রাজ্যক্ষেত্রসমূহ, [কিন্তু অন্ধ্রপ্রদেশ ও মহীশূর (রাজ্যক্ষেত্র হস্তান্তরণ) আইন, ১৯৬৮-র তফসিলে বিনির্দিষ্ট রাজ্যক্ষেত্র বাদ দিয়া।]
[১০।] [ওড়িশা]	রাজ্যক্ষেত্রসমূহ, যাহা এই সংবিধানের প্রারম্ভের অব্যবহিত পূর্বে হয় ওড়িশা প্রদেশের অন্তর্গত ছিল বা যেন ঐ প্রদেশের অংশীভূত এইভাবে প্রশাসিত হইতেছিল।
[১১।] পাঞ্জাব	রাজ্যসমূহ পুনঃসংগঠন আইন, ১৯৫৬-র ১১ ধারায় বিনির্দিষ্ট রাজ্যক্ষেত্রসমূহ, [এবং অর্জিত রাজ্যক্ষেত্রসমূহ (বিলয়ন) আইন, ১৯৬০-এর প্রথম তফসিলের ভাগ ২-এ বিনির্দিষ্ট রাজ্যক্ষেত্রসমূহ], [কিন্তু সংবিধান (নবম সংশোধন) আইন, ১৯৬০-এর প্রথম তফসিলের ভাগ-২-এ উল্লিখিত।

প্রথম তফসিল

নাম	রাজ্যক্ষেত্রসমূহ
	রাজ্যক্ষেত্রসমূহ বাদ দিয়া] [এবং পাঞ্জাব পুনঃসংগঠন আইন, ১৯৬৬-র ৩ ধারার (১) উপধারায়, ৪ ধারায় ও ৫ ধারার (১) উপধারায় বিনির্দিষ্ট রাজ্যক্ষেত্রসমূহ বাদ দিয়া।]
[১২।] রাজস্থান	রাজ্যসমূহ পুনঃসংগঠন আইন, ১৯৫৬-র ১০ ধারায় বিনির্দিষ্ট রাজ্যক্ষেত্রসমূহ, [কিন্তু রাজস্থান ও মধ্যপ্রদেশ (রাজ্যক্ষেত্রসমূহ হস্তান্তরণ) আইন, ১৯৫৯-এর প্রথম তফসিলে বিনির্দিষ্ট রাজ্যক্ষেত্রসমূহ বাদ দিয়া।]
[১৩।] উত্তরপ্রদেশ	[*রাজ্যক্ষেত্রসমূহ, যাহা এই সংবিধানের প্রারম্ভের অব্যবহিত পূর্বে হয় যুক্তপ্রদেশ নামে পরিচিত প্রদেশের অন্তর্গত ছিল বা যেন ঐ প্রদেশের অংশীভূত এইভাবে প্রশাসিত হইতেছিল এবং বিহার ও উত্তরপ্রদেশ (সীমানা পরিবর্তন) আইন, ১৯৬৮-র ৩ ধারার (১) উপধারার (খ) প্রকরণে বিনির্দিষ্ট রাজ্যক্ষেত্রসমূহ এবং হরিয়ানা ও উত্তরপ্রদেশ (সীমানা পরিবর্তন) আইন, ১৯৭৯-র ৪ ধারার (১) উপধারার (খ) প্রকরণে বিনির্দিষ্ট রাজ্যক্ষেত্রসমূহ, কিন্তু বিহার ও উত্তরপ্রদেশ (সীমানা পরিবর্তন) আইন, ১৯৬৮-র ৩ ধারার (১) উপধারার (ক) প্রকরণে বিনির্দিষ্ট রাজ্যক্ষেত্রসমূহ এবং উত্তরপ্রদেশ পুনঃসংগঠন আইন, ২০০০-এর ৩ ধারায় এবং হরিয়ানা ও উত্তরপ্রদেশ (সীমানা পরিবর্তন) আইন, ১৯৭৯-এর ৪ ধারার ১ উপধারার (ক) প্রকরণে বিনির্দিষ্ট রাজ্যক্ষেত্রসমূহ বাদ দিয়া।]
[১৪।] পশ্চিমবঙ্গ	রাজ্যক্ষেত্রসমূহ, যাহা এই সংবিধানের প্রারম্ভের অব্যবহিত পূর্বে হয় পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশের অন্তর্গত ছিল বা যেন ঐ প্রদেশের অংশীভূত এইভাবে প্রশাসিত হইতেছিল এবং চন্দননগর (বিলয়ন) আইন, ১৯৫৪-র ২ ধারার (গ) প্রকরণে যে সংজ্ঞার্থ দেওয়া হইয়াছে সেই সংজ্ঞার্থ-নির্দিষ্ট চন্দননগর রাজ্যক্ষেত্র, এবং অধিকন্তু, বিহার ও পশ্চিমবঙ্গ (রাজ্যক্ষেত্রসমূহ হস্তান্তরণ) আইন, ১৯৫৬-র ৩ ধারার (১) উপধারায় বিনির্দিষ্ট রাজ্যক্ষেত্রসমূহ [এবং তৎসহ সংবিধান (নয়তম সংশোধন) আইন, ১৯৬০-এর (৩) ধারার (গ) প্রকরণে যাহা কিছু আছে তৎসত্ত্বেও, যতদূর পর্যন্ত উহা সংবিধান (শততম সংশোধন) আইন, ২০১৫-র প্রথম তফসিলের ভাগ-৩-এ উল্লিখিত রাজ্যক্ষেত্রসমূহ এবং দ্বিতীয় তফসিলের ভাগ-৩-এ উল্লিখিত রাজ্যক্ষেত্রসমূহের সহিত সম্পর্কিত হয় ততদূর পর্যন্ত সংবিধান (শততম সংশোধন) আইন, ২০১৫-র দ্বিতীয় তফসিলের ভাগ-৩-এ উল্লিখিত রাজ্যক্ষেত্রসমূহ বাদ দিয়া প্রথম তফসিলের ভাগ-৩-এ উল্লিখিত রাজ্যক্ষেত্রসমূহ।]

প্রথম তফসিল

নাম	রাজ্যক্ষেত্রসমূহ
[১৫।] নাগাল্যান্ড	নাগাল্যান্ড রাজ্য আইন, ১৯৬২-র ৩ ধারার (১) উপধারায় বিনির্দিষ্ট রাজ্যক্ষেত্রসমূহ।]
[১৬।] হরিয়ানা	[পাঞ্জাব পুনঃসংগঠন আইন, ১৯৬৬-র ৩ ধারার (১) উপধারায় বিনির্দিষ্ট রাজ্যক্ষেত্রসমূহ এবং হরিয়ানা ও উত্তরপ্রদেশ (সীমানা পরিবর্তন) আইন, ১৯৭৯-র ৪ ধারার (১) উপধারার (ক) প্রকরণে বিনির্দিষ্ট রাজ্যক্ষেত্রসমূহ, কিন্তু উক্ত আইনের ৪ ধারার (১) উপধারার (v) প্রকরণে বিনির্দিষ্ট রাজ্যক্ষেত্রসমূহ বাদ দিয়া।]
[১৭।] হিমাচল প্রদেশ	রাজ্যক্ষেত্রসমূহ, যাহা এই সংবিধানের প্রারম্ভের অব্যবহিত পূর্বে উহারা যেন মুখ্য কমিশনারের প্রদেশ এইভাবে হিমাচল প্রদেশ ও বিলাসপুর নামে প্রশাসিত হইতেছিল, এবং পাঞ্জাব পুনঃসংগঠন আইন, ১৯৬৬-র ৫ ধারার (১) উপধারায় বিনির্দিষ্ট রাজ্যক্ষেত্রসমূহ।]
[১৮।] মণিপুর	রাজ্যক্ষেত্র, যাহা এই সংবিধানের প্রারম্ভের অব্যবহিত পূর্বে উহা যেন মুখ্য কমিশনারের প্রদেশ এইভাবে মণিপুর নামে প্রশাসিত হইতেছিল।
১৯। ত্রিপুরা	রাজ্যক্ষেত্র, যাহা এই সংবিধানের প্রারম্ভের অব্যবহিত পূর্বে উহা যেন মুখ্য কমিশনারের প্রদেশ এইভাবে ত্রিপুরা নামে প্রশাসিত হইতেছিল। [এবং সংবিধান (নয়তম সংশোধন) আইন, ১৯৬০-এর ৩ ধারার (ঘ) প্রকরণে যাহা কিছু আছে তৎসত্ত্বেও, যতদূর পর্যন্ত উহা সংবিধান (শততম সংশোধন) আইন, ২০১৫-র প্রথম তফসিলের ভাগ-২-এ উল্লিখিত রাজ্যক্ষেত্রসমূহের সহিত সম্পর্কিত হয় ততদূর পর্যন্ত সংবিধান (শততম সংশোধন) আইন, ২০১৫-র প্রথম তফসিলের ভাগ-২-এ উল্লিখিত রাজ্যক্ষেত্রসমূহ।]
২০। মেঘালয়	উত্তর-পূর্ব ক্ষেত্রসমূহ (পুনঃসংগঠন) আইন, ১৯৭১-এর ৫ ধারায় বিনির্দিষ্ট রাজ্যক্ষেত্রসমূহ [এবং সংবিধান (শততম সংশোধন) আইন, ২০১৫-র দ্বিতীয় তফসিলের ভাগ-২-এ উল্লিখিত রাজ্যক্ষেত্রসমূহ বাদ দিয়া প্রথম তফসিলের ভাগ-১-এ উল্লিখিত রাজ্যক্ষেত্রসমূহ]
২১। সিকিম	যে রাজ্যক্ষেত্রসমূহ সংবিধান (ছত্রিশতম সংশোধন) আইন, ১৯৭৫-এর প্রারম্ভের অব্যবহিত পূর্বে সিকিমের অন্তর্গত ছিল।]
২২। মিজোরাম	উত্তর-পূর্ব ক্ষেত্রসমূহ (পুনঃসংগঠন) আইন, ১৯৭১-এর ৬ ধারায় বিনির্দিষ্ট রাজ্যক্ষেত্রসমূহ।]
২৩। অরুণাচল প্রদেশ	উত্তর-পূর্ব ক্ষেত্রসমূহ (পুনঃসংগঠন) আইন, ১৯৭১-এর ৭ ধারায় বিনির্দিষ্ট রাজ্যক্ষেত্রসমূহ।]

প্রথম তফসিল

নাম	রাজ্যক্ষেত্রসমূহ
২৪। গোয়া	গোয়া, দামন ও দিউ পুনঃসংগঠন আইন, ১৯৮৭-র ৩ ধারায় বিনির্দিষ্ট রাজ্যক্ষেত্রসমূহ।]
২৫। ছত্তিশগড়	মধ্যপ্রদেশ পুনঃসংগঠন আইন, ২০০০-এর ৩ ধারায় বিনির্দিষ্ট রাজ্যক্ষেত্রসমূহ।]
২৬। উত্তরাখণ্ড	উত্তরপ্রদেশ পুনঃসংগঠন আইন, ২০০০-এর ৩ ধারায় বিনির্দিষ্ট রাজ্যক্ষেত্রসমূহ।]
২৭। ঝাড়খণ্ড	বিহার পুনঃসংগঠন আইন, ২০০০-এর ৩ ধারায় বিনির্দিষ্ট রাজ্যক্ষেত্রসমূহ।]
২৮। তেলেঙ্গানা	অন্ধ্রপ্রদেশ পুনঃসংগঠন আইন, ২০১৪-এর ৩ ধারায় বিনির্দিষ্ট রাজ্যক্ষেত্রসমূহ।]

২। সংঘশাসিত রাজ্যক্ষেত্রসমূহ

নাম	প্রসার
১। দিল্লী	রাজ্যক্ষেত্র যাহা এই সংবিধানের প্রারম্ভের অব্যবহিত পূর্বে মুখ্য কমিশনারের প্রদেশ দিল্লীর অন্তর্গত ছিল।

*　　*　　*　　*　　*

*　　*　　*　　*　　*

[২।] আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ	রাজ্যক্ষেত্র, যাহা এই সংবিধানের প্রারম্ভের অব্যবহিত পূর্বে মুখ্য কমিশনারের প্রদেশ আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত ছিল।
[৩।] লাক্ষাদ্বীপ	রাজ্যসমূহ পুনঃসংগঠন আইন, ১৯৫৬-র ৬ ধারায় বিনির্দিষ্ট রাজ্যক্ষেত্র।
[৪।] দাদরা ও নগর হাভেলি এবং দামন ও দিউ	রাজ্যক্ষেত্র, যাহা এগারোই আগস্ট, ১৯৬১ তারিখের অব্যবহিত পূর্বে স্বাধীন দাদরা ও নগর হাভেলির অন্তর্গত ছিল এবং গোয়া, দামন ও দিউ পুনঃসংগঠন আইন, ১৯৮৭-র ৪ ধারায় বিনির্দিষ্ট রাজ্যক্ষেত্রসমূহ।]

*　　*　　*　　*　　*

[৬।] [পুদুচেরী]	রাজ্যক্ষেত্রসমূহ, যাহা ষোলই আগস্ট, ১৯৬২ তারিখের অব্যবহিত পূর্বে পণ্ডিচেরি, কারিকল, মাহে ও য়ানাম নামে পরিচিত ভারতস্থ ফরাসী অধিষ্ঠানসমূহের অন্তর্গত ছিল।]
[৭।] চণ্ডীগড়	পাঞ্জাব পুনঃসংগঠন আইন, ১৯৬৬-র ৪ ধারার বিনির্দিষ্ট রাজ্যক্ষেত্রসমূহ।]
[৮।] জম্মু ও কাশ্মীর	জম্মু ও কাশ্মীর পুনঃসংগঠন আইন, ২০১৯-এর ৪ ধারায় বিনির্দিষ্ট রাজ্যক্ষেত্রসমূহ।]
[৯।] লাদাখ	জম্মু ও কাশ্মীর পুনঃসংগঠন আইন, ২০১৯-এর ৩ ধারায় বিনির্দিষ্ট রাজ্যক্ষেত্রসমূহ।]

দ্বিতীয় তফসিল

[৫৯(৩), ৬৫(৩), ৭৫(৬), ৯৭, ১২৫, ১৪৮(৩), ১৫৮(৩), ১৬৪ (৫), ১৮৬ ও ২২১ অনুচ্ছেদ]

ভাগ ক

রাষ্ট্রপতি এবং *** রাজ্যসমূহের রাজ্যপালগণ সম্পর্কে বিধানাবলী

১। রাষ্ট্রপতিকে এবং *** রাজ্যসমূহের রাজ্যপালগণকে প্রতিমাসে নিম্নলিখিত উপলভ্যসমূহ দিতে হইবে, অর্থাৎ :-

রাষ্ট্রপতি	...	১০,০০০ টাকা।
কোন রাজ্যের রাজ্যপাল	...	৫,৫০০ টাকা।

২। রাষ্ট্রপতিকে এবং *** রাজ্যসমূহের রাজ্যপালগণকে সেরূপ ভাতাসমূহও দিতে হইবে যাহা এই সংবিধানের প্রারম্ভের অব্যবহিত পূর্বে যথাক্রমে ভারত ডোমিনিয়নের গভর্নর-জেন্‌রল্‌কে এবং তৎস্থানী প্রদেশসমূহের গভর্নরগণকে প্রদেয় ছিল।

৩। রাষ্ট্রপতির এবং [রাজ্যসমূহের] রাজ্যপালগণের তাঁহাদের নিজ নিজ পদের কার্যকাল ব্যাপিয়া সেই বিশেষাধিকারসমূহের অধিকার থাকিবে যাহাতে, এই সংবিধানের অব্যবহিত পূর্বে যথাক্রমে গভর্নর-জেন্‌রলের এবং তৎস্থানী প্রদেশসমূহের গভর্নরগণের অধিকার ছিল।

৪। যখন উপ-রাষ্ট্রপতি অথবা অন্য কোন ব্যক্তি রাষ্ট্রপতির কৃত্যসমূহ নির্বাহ করেন বা রাষ্ট্রপতিরূপে কার্য করেন অথবা কোন ব্যক্তি রাজ্যপালের কৃত্যসমূহ নির্বাহ করেন তখন তিনি, ক্ষেত্রানুযায়ী, যে রাষ্ট্রপতি বা রাজ্যপালের কৃত্যসমূহ নির্বাহ করেন বা, যে রাষ্ট্রপতির পদে কার্য করেন তাঁহার যেসকল উপলভ্য ভাতা ও বিশেষাধিকার থাকে তাহাই তিনি পাইবার অধিকারী হইবেন।

*   *   *   *   *

ভাগ গ

লোকসভার অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ এবং রাজ্যসভার সভাপতি ও উপ-সভাপতি এবং *** [কোন রাজ্যের] বিধানসভার অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ এবং বিধান পরিষদের সভাপতি ও উপ-সভাপতি সম্পর্কে বিধানাবলী

৭। লোকসভার অধ্যক্ষকে ও রাজ্যসভার সভাপতিকে সেরূপ বেতন ও ভাতা দিতে হইবে যাহা এই সংবিধানের প্রারম্ভের অব্যবহিত পূর্বে ভারত ডোমিনিয়নের সংবিধান সভার অধ্যক্ষকে প্রদেয় ছিল, এবং লোকসভার উপাধ্যক্ষকে ও রাজ্যসভার উপ-সভাপতিকে সেরূপ বেতন ও ভাতা দিতে হইবে যাহা ঐরূপ প্রারম্ভের অব্যবহিত পূর্বে ভারত ডোমিনিয়নের সংবিধান সভার উপাধ্যক্ষকে প্রদেয় ছিল।

৮। *** [কোন রাজ্যের] বিধানসভার অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষকে এবং বিধান পরিষদের সভাপতি ও উপ-সভাপতিকে সেরূপ বেতন ও ভাতা দিতে হইবে যাহা এই সংবিধানের প্রারম্ভের অব্যবহিত পূর্বে

দ্বিতীয় তফসিল

তৎস্থানী প্রদেশের যথাক্রমে বিধানসভার অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ এবং বিধান পরিষদের সভাপতি ও উপ-সভাপতিকে প্রদেয় ছিল এবং, যেক্ষেত্রে ঐরূপ প্রারম্ভের অব্যবহিত পূর্বে তৎস্থানী প্রদেশে কোন বিধান পরিষদ ছিল না, সেক্ষেত্রে, ঐ রাজ্যের রাজ্যপাল যেরূপ নির্ধারণ করিতে পারেন সেরূপ বেতন ও ভাতা ঐ রাজ্যের বিধান পরিষদের সভাপতি ও উপ-সভাপতিকে দিতে হইবে।

ভাগ ঘ

সুপ্রীম কোর্টের এবং *** হাইকোর্টের বিচারপতিগণ সম্পর্কে বিধানাবলী

৯। (১) সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিগণকে, তাঁহারা প্রকৃত চাকরিতে যে কাল অতিবাহিত করেন তৎসম্পর্কে, প্রতি মাসে নিম্নলিখিত হারে বেতন দিতে হইবে, অর্থাৎ :—

প্রধান বিচারপতি	...	১০,০০০ টাকা।
অন্য কোন বিচারপতি	...	৯,০০০ টাকা।

তবে যদি সুপ্রীম কোর্টের কোন বিচারপতি তাঁহার নিয়োগকালে ভারত সরকারের বা উহার কোন পূর্বগামী সরকারের অথবা কোন রাজ্যের সরকারের বা উহার কোন পূর্বগামী সরকারের অধীনে পূর্বকৃত কোন চাকরি সম্পর্কে (অক্ষমতা বা আঘাত হেতু পেনশন ভিন্ন অন্য) কোন পেনশন পান, তাহাহইলে, সুপ্রীম কোর্টে চাকরি সম্পর্কে তাঁহার বেতন হইতে—

(ক) ঐ পেনশনের সমপরিমাণ অর্থ, এবং

(খ) যদি তিনি, ঐরূপে নিযুক্ত হইবার পূর্বে, ঐরূপ পূর্বকৃত চাকরি সম্পর্কে প্রাপ্য পেনশনের অংশবিশেষের পরিবর্তে উহার নিক্রীত মূল্য পাইয়া থাকেন, তাহাহইলে, পেনশনের ঐ অংশের সমপরিমাণ অর্থ, এবং

(গ) যদি তিনি, ঐরূপে নিযুক্ত হইবার পূর্বে, ঐরূপ পূর্বকৃত চাকরি সম্পর্কে কোন অবসরণ আনুতোষিক পাইয়া থাকেন, তাহাহইলে, ঐ আনুতোষিক অনুযায়ী পেনশন,

বাদ দিতে হইবে]।

(২) সুপ্রীম কোর্টের প্রত্যেক বিচারপতি বিনা ভাড়ায় একটি সরকারী বাসভবন ব্যবহার করিবার অধিকারী হইবেন।

(৩) এই প্যারাগ্রাফের (২) উপ-প্যারাগ্রাফের কোন কিছুই, যে বিচারপতি এই সংবিধানের প্রারম্ভের অব্যবহিত পূর্বে,—

(ক) ফেডারেল কোর্টের প্রধান বিচারপতিরূপে পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং ঐরূপ প্রারম্ভে ৩৭৪ অনুচ্ছেদের (১) প্রকরণ অনুযায়ী সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি হইয়াছেন, অথবা

দ্বিতীয় তফসিল

(খ) ফেডারেল কোর্টের অন্য কোন বিচারপতিরূপে পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং ঐরূপ প্রারম্ভে উক্ত প্রকরণ অনুযায়ী সুপ্রীম কোর্টের (প্রধান বিচারপতি ভিন্ন অন্য) কোন বিচারপতি হইয়াছেন,

তিনি যে সময়সীমার জন্য ঐরূপ প্রধান বিচারপতি বা অন্য বিচারপতিরূপে পদে অধিষ্ঠিত থাকেন সেই সময়সীমা পর্যন্ত তাঁহার প্রতি প্রযুক্ত হইবে না, এবং প্রত্যেক বিচারপতি যিনি ঐরূপে সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি বা অন্য বিচারপতি হন, তিনি যে কাল, ক্ষেত্রানুযায়ী, ঐরূপ প্রধান বিচারপতি বা, অন্য বিচারপতিরূপে প্রকৃত চাকরিতে অতিবাহিত করেন তৎসম্পর্কে, এই প্যারাগ্রাফের (১) উপ-প্যারাগ্রাফে বিনির্দিষ্ট বেতন এবং, তদতিরিক্ত, ঐরূপ বিনির্দিষ্ট বেতন ও ঐরূপ প্রারম্ভের অব্যবহিত পূর্বে তিনি যে বেতন পাইতেছিলেন, এতদুভয়ের মধ্যে যে পার্থক্য তাহার সমপরিমাণ অর্থ বিশেষ বেতনরূপে পাইবার অধিকারী হইবেন।

(৪) সুপ্রীম কোর্টের প্রত্যেক বিচারপতি, রাষ্ট্রপতি সময় সময় যেরূপ বিহিত করিতে পারেন, ভারতের রাজ্যক্ষেত্রের অভ্যন্তরে কর্তব্যপালনক্রমে তাঁহার ভ্রমণে যে ব্যয় হয় তাহা পূরণের জন্য সেরূপ যুক্তিসঙ্গত ভাতাসমূহ পাইবেন এবং ভ্রমণ সম্পর্কে সেরূপ যুক্তিসঙ্গত সুযোগসুবিধা তাঁহাকে দেওয়া হইবে।

(৫) অনুমত-অনুপস্থিতি (অবকাশের ভাতাসমূহ সমেত) এবং পেনশন সম্পর্কে সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিগণের অধিকারসমূহ, এই সংবিধানের প্রারম্ভের অব্যবহিত পূর্বে যে বিধানাবলী ফেডারেল কোর্টের বিচারপতিগণের প্রতি প্রযোজ্য ছিল, সেই বিধানাবলী দ্বারা শাসিত হইবে।

১০। [(১) হাইকোর্টের বিচারপতিগণকে, তাঁহারা প্রকৃত চাকরিতে যে কাল অতিবাহিত করেন তৎসম্পর্কে, প্রতি মাসে নিম্নলিখিত হারে বেতন দিতে হইবে, অর্থাৎ,—

প্রধান বিচারপতি	...	৯,০০০ টাকা।
অন্য কোন বিচারপতি	...	৮,০০০ টাকা।

তবে যদি কোন হাইকোর্টের কোন বিচারপতি তাঁহার নিয়োগকালে ভারত সরকারের বা উহার কোন পূর্বগামী সরকারের অথবা কোন রাজ্যের সরকারের বা উহার কোন পূর্বগামী সরকারের অধীনে পূর্বকৃত কোন চাকরি সম্পর্কে (অক্ষমতা বা আঘাত হেতু পেনশন ভিন্ন অন্য) কোন পেনশন পান, তাহাহইলে, হাইকোর্টে চাকরি সম্পর্কে তাঁহার বেতন হইতে—

(ক) ঐ পেনশনের সমপরিমাণ অর্থ, এবং

(খ) যদি তিনি, ঐরূপে নিযুক্ত হইবার পূর্বে, ঐরূপ পূর্বকৃত চাকরি সম্পর্কে প্রাপ্য পেনশনের অংশবিশেষের পরিবর্তে উহার নিষ্ক্রীত মূল্য পাইয়া থাকেন, তাহাহইলে, পেনশনের ঐ অংশের সমপরিমাণ অর্থ, এবং

দ্বিতীয় তফসিল

(গ) যদি তিনি, ঐরূপে নিযুক্ত হইবার পূর্বে, ঐরূপ পূর্বকৃত চাকরি সম্পর্কে কোন অবসরণ আনুতোষিক পাইয়া থাকেন, তাহাহইলে, ঐ আনুতোষিক অনুযায়ী পেনশন

বাদ দিতে হইবে।]

(২) প্রত্যেক ব্যক্তি যিনি এই সংবিধানের প্রারম্ভের অব্যবহিত পূর্বে—

(ক) কোন প্রদেশের কোন হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতিরূপে পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং ঐরূপ প্রারম্ভে ৩৭৬ অনুচ্ছেদের (১) প্রকরণ অনুযায়ী তৎস্থানী রাজ্যের হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি হইয়াছেন, অথবা

(খ) কোন প্রদেশের কোন হাইকোর্টের অন্য কোন বিচারপতিরূপে পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং ঐরূপ প্রারম্ভে উক্ত প্রকরণ অনুযায়ী তৎস্থানী রাজ্যের হাইকোর্টের (প্রধান বিচারপতি ভিন্ন অন্য) কোন বিচারপতি হইয়াছেন,

তিনি যদি ঐরূপ প্রারম্ভের অব্যবহিত পূর্বে এই প্যারাগ্রাফের (১) উপ-প্যারাগ্রাফে বিনির্দিষ্ট হার অপেক্ষা উচ্চতর হারে বেতন পাইয়া থাকেন, তাহাহইলে, তিনি যে কাল, ক্ষেত্রানুযায়ী, ঐরূপ প্রধান বিচারপতি বা অন্য বিচারপতিরূপে প্রকৃত চাকরিতে অতিবাহিত করেন তৎসম্পর্কে উক্ত উপ-প্যারাগ্রাফে বিনির্দিষ্ট বেতন এবং, তদতিরিক্ত, ঐরূপে বিনির্দিষ্ট বেতন ও ঐরূপ প্রারম্ভের অব্যবহিত পূর্বে তিনি যে বেতন পাইতেছিলেন, এতদুভয়ের মধ্যে যে পার্থক্য তাহার সমপরিমাণ অর্থ বিশেষ বেতনরূপে পাইবার অধিকারী হইবেন।

[(৩) কোন ব্যক্তি, যিনি সংবিধান (সাততম সংশোধন) আইন, ১৯৫৬-র প্রারম্ভের অব্যবহিত পূর্বে প্রথম তফসিলের ভাগ খ-এ বিনির্দিষ্ট কোন রাজ্যের হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতিরূপে পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং ঐরূপ প্রারম্ভে উক্ত আইন দ্বারা যথা-সংশোধিত উক্ত তফসিলে বিনির্দিষ্ট কোন রাজ্যের হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি হইয়াছেন, তিনি যদি ঐরূপ প্রারম্ভের অব্যবহিত পূর্বে তাঁহার বেতনের অতিরিক্ত কোন অর্থ ভাতারূপে পাইয়া থাকেন, তাহাহইলে, তিনি যে কাল ঐরূপ প্রধান বিচারপতিরূপে প্রকৃত চাকরিতে অতিবাহিত করেন, সেই কালের জন্য উহার সমপরিমাণ অর্থ এই প্যারাগ্রাফের (১) উপ-প্যারাগ্রাফে বিনির্দিষ্ট বেতনের অতিরিক্ত ভাতারূপে পাইবার অধিকারী হইবেন।]

১১। এই ভাগে, প্রসঙ্গতঃ অন্যথা আবশ্যক না হইলে,—

(ক) ''প্রধান বিচারপতি'' কথাটি অন্তর্ভুক্ত করিবে কোন কার্যকারী প্রধান বিচারপতি, এবং ''বিচারপতি'' অন্তর্ভুক্ত করিবে কোন তদর্থক (অ্যাড্হক) বিচারপতি;

(খ) ''প্রকৃত চাকরি'' অন্তর্ভুক্ত করিবে—

(i) কোন বিচারপতি কর্তৃক বিচারপতিরূপে কর্তব্য পালনে অথবা রাষ্ট্রপতির অনুরোধে তিনি অন্য যে কৃত্যসমূহ নির্বাহের ভার গ্রহণ করিতে পারেন তাহা সম্পাদনে অতিবাহিত সময়;

দ্বিতীয় তফসিল

(ii) যে সময় কোন বিচারপতি ছুটিতে অনুপস্থিত থাকেন সেই সময় বাদ দিয়া অবকাশসমূহ; এবং

(iii) কোন হাইকোর্ট হইতে সুপ্রীম কোর্টে বা এক হাইকোর্ট হইতে অন্য হাইকোর্টে বদলি হইলে, যোগদান-কাল।

ভাগ ঙ

ভারতের মহা হিসাব-নিয়ামক ও নিরীক্ষক সম্পর্কে বিধানাবলী

১২। (১) ভারতের মহা হিসাব-নিয়ামক ও নিরীক্ষককে প্রতি মাসে চার হাজার টাকা হারে বেতন দিতে হইবে।

(২) যে ব্যক্তি এই সংবিধানের প্রারম্ভের অব্যবহিত পূর্বে ভারতের অডিটর-জেন্‌রল্‌রূপে পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং ঐরূপ প্রারম্ভে ৩৭৭ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ভারতের মহা হিসাব-নিয়ামক ও নিরীক্ষক হইয়াছেন, তিনি এই প্যারাগ্রাফের (১) উপ-প্যারাগ্রাফে বিনির্দিষ্ট বেতন এবং, তদতিরিক্ত, ঐরূপে বিনির্দিষ্ট বেতন ও ঐরূপ প্রারম্ভের অব্যবহিত পূর্বে ভারতের অডিটর-জেন্‌রল্‌রূপে তিনি যে বেতন পাইতেছিলেন, এতদুভয়ের মধ্যে যে পার্থক্য তাহার সমপরিমাণ অর্থ বিশেষ বেতনরূপে পাইবার অধিকারী হইবেন।

(৩) ভারতের মহা হিসাব-নিয়ামক ও নিরীক্ষকের অনুমত-অনুপস্থিতি এবং পেনশন সম্পর্কিত অধিকারসমূহ এবং চাকরির অন্য শর্তসমূহ এই সংবিধানের প্রারম্ভের অব্যবহিত পূর্বে যে বিধানাবলী ভারতের অডিটর-জেন্‌রলের প্রতি প্রযোজ্য ছিল, ক্ষেত্রানুযায়ী, সেই বিধানাবলী দ্বারা শাসিত হইবে বা, শাসিত হইতে থাকিবে, এবং ঐ বিধানাবলীতে গভর্নর জেন্‌রলের সকল উল্লেখ রাষ্ট্রপতির উল্লেখ বলিয়া অর্থ করিতে হইবে।

তৃতীয় তফসিল

[৭৫(৪), ৯৯, ১২৪ (৬), ১৪৮ (২), ১৬৪(৩), ১৮৮ ও ২১৯ অনুচ্ছেদ]

শপথ বা প্রতিজ্ঞার প্ররূপসমূহ

১

সংঘের মন্ত্রিপদের শপথের প্ররূপ : —

''আমি, ক. খ., ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি / সত্যনিষ্ঠার সহিত প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, বিধি দ্বারা স্থাপিত ভারতের সংবিধানের প্রতি আমি অকৃত্রিম নিষ্ঠা ও আনুগত্য পোষণ করিব, [আমি ভারতের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষা করিব] এবং সংঘের মন্ত্রিরূপে আমার কর্তব্যসমূহ নিষ্ঠাপূর্বক ও বিবেকসম্মতভাবে নির্বাহ করিব এবং ভয় বা পক্ষপাত, প্রীতি বা বিদ্বেষ রহিত হইয়া সকল শ্রেণীর জনগণের প্রতি সংবিধান ও বিধি অনুসারে ন্যায়াচরণ করিব।"

২

সংঘের মন্ত্রীর মন্ত্রগুপ্তির শপথের প্ররূপ : —

''আমি, ক. খ., ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি / সত্যনিষ্ঠার সহিত প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, সংঘের মন্ত্রিরূপে যেকোন বিষয় আমার বিবেচনার জন্য আনীত হইবে বা আমি জ্ঞাত হইব তাহা, ঐ মন্ত্রিরূপে আমার কর্তব্যসমূহের যথাযথ নির্বাহের জন্য যেরূপ আবশ্যক হইতে পারে তদ্ব্যতিরেকে, আমি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণের নিকট জ্ঞাপন করিব না বা প্রকাশ করিব না।"

[৩

ক

সংসদে নির্বাচনপ্রার্থী কর্তৃক গ্রহণীয় শপথ বা প্রতিজ্ঞার প্ররূপ : —

''আমি, ক. খ., রাজ্যসভায় (অথবা লোকসভায়) একটি আসন পূর্ণ করিবার জন্য প্রার্থীরূপে মনোনীত হইয়া ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি / সত্যনিষ্ঠার সহিত প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, বিধি দ্বারা স্থাপিত ভারতের সংবিধানের প্রতি আমি অকৃত্রিম নিষ্ঠা ও আনুগত্য পোষণ করিব এবং আমি ভারতের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষা করিব।"

খ

সংসদের সদস্য কর্তৃক গ্রহণীয় শপথ বা প্রতিজ্ঞার প্ররূপ : —

''আমি, ক. খ., রাজ্যসভায় (অথবা লোকসভায়) সদস্য নির্বাচিত (অথবা মনোনীত) হইয়া

তৃতীয় তফসিল

ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি / সত্যনিষ্ঠার সহিত প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, বিধি দ্বারা স্থাপিত ভারতের সংবিধানের প্রতি আমি অকৃত্রিম নিষ্ঠা ও আনুগত্য পোষণ করিব, আমি ভারতের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষা করিব এবং যে কর্তব্যভার আমি গ্রহণ করিতে উদ্যত হইয়াছি তাহা নিষ্ঠাপূর্বক নির্বাহ করিব।"]

৪

সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিগণ এবং ভারতের মহা হিসাব-নিয়ামক ও নিরীক্ষক কর্তৃক গ্রহণীয় শপথ বা প্রতিজ্ঞার প্ররূপ :—

"আমি, ক. খ., ভারতের সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি (অথবা বিচারপতি) (অথবা ভারতের মহা হিসাব-নিয়ামক ও নিরীক্ষক) নিযুক্ত হইয়া ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি / সত্যনিষ্ঠার সহিত প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, বিধি দ্বারা স্থাপিত ভারতের সংবিধানের প্রতি আমি অকৃত্রিম নিষ্ঠা ও আনুগত্য পোষণ করিব, [আমি ভারতের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষা করিব,] এবং ভয় বা পক্ষপাত, প্রীতি বা বিদ্বেষ রহিত হইয়া, যথাযথভাবে ও নিষ্ঠাপূর্বক এবং আমার পূর্ণ সামর্থ্য, জ্ঞান ও বিচারবুদ্ধি অনুসারে, আমার পদের কর্তব্যসমূহ সম্পাদন করিব এবং সংবিধান ও বিধিসমূহ রক্ষা করিব।"

৫

রাজ্যের মন্ত্রিপদের শপথের প্ররূপ :—

"আমি, ক. খ., ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি / সত্যনিষ্ঠার সহিত প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, বিধি দ্বারা স্থাপিত ভারতের সংবিধানের প্রতি আমি অকৃত্রিম নিষ্ঠা ও আনুগত্য পোষণ করিব, [আমি ভারতের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষা করিব,]..... রাজ্যের মন্ত্রিরূপে আমার কর্তব্যসমূহ নিষ্ঠাপূর্বক এবং বিবেকসম্মতভাবে নির্বাহ করিব এবং ভয় বা পক্ষপাত, প্রীতি বা বিদ্বেষ রহিত হইয়া সকল শ্রেণীর জনগণের প্রতি সংবিধান ও বিধি অনুসারে ন্যায়াচরণ করিব।"

৬

রাজ্যের মন্ত্রির মন্ত্রগুপ্তির শপথের প্ররূপ :—

"আমি, ক. খ., ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি / সত্যনিষ্ঠার সহিত প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, ...

রাজ্যের মন্ত্রিরূপে যেকোন বিষয় যাহা আমার বিবেচনার জন্য আনীত হইবে বা আমি জ্ঞাত হইব, তাহা ঐ মন্ত্রিরূপে আমার কর্তব্যসমূহের যথাযথ নির্বাহের জন্য যেরূপ আবশ্যক হইতে পারে তদ্ব্যতিরেকে, আমি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণের নিকট জ্ঞাপন করিব না বা প্রকাশ করিব না।"

তৃতীয় তফসিল

৭

ক

রাজ্যের বিধানমণ্ডলে নির্বাচনপ্রার্থী কর্তৃক গ্রহণীয় শপথ বা প্রতিজ্ঞার প্ররূপ : —

''আমি, ক. খ., বিধানসভায় (অথবা বিধান পরিষদে) একটি আসন পূর্ণ করিবার জন্য প্রার্থীরূপে মনোনীত হইয়া ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি / সত্যনিষ্ঠার সহিত প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, বিধি দ্বারা স্থাপিত ভারতের সংবিধানের প্রতি আমি অকৃত্রিম নিষ্ঠা ও আনুগত্য পোষণ করিব এবং আমি ভারতের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষা করিব।"

খ

রাজ্যের বিধানমণ্ডলের সদস্য কর্তৃক গ্রহণীয় শপথ বা প্রতিজ্ঞার প্ররূপ :—

''আমি, ক. খ., বিধানসভায় (অথবা বিধান পরিষদে) সদস্য নির্বাচিত (অথবা মনোনীত) হইয়া ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি / সত্যনিষ্ঠার সহিত প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, বিধি দ্বারা স্থাপিত ভারতের সংবিধানের প্রতি আমি অকৃত্রিম নিষ্ঠা ও আনুগত্য পোষণ করিব, আমি ভারতের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষা করিব এবং যে কর্তব্যভার আমি গ্রহণ করিতে উদ্যত হইয়াছি তাহা নিষ্ঠাপূর্বক নির্বাহ করিব।"

৮

হাইকোর্টের বিচারপতিগণ কর্তৃক গ্রহণীয় শপথ বা প্রতিজ্ঞার প্ররূপ : —

''আমি, ক. খ.,......................................এ (বা এর) হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি (অথবা বিচারপতি) নিযুক্ত হইয়া ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি / সত্যনিষ্ঠার সহিত প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, বিধি দ্বারা স্থাপিত ভারতের সংবিধানের প্রতি আমি অকৃত্রিম নিষ্ঠা ও আনুগত্য পোষণ করিব, [আমি ভারতের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষা করিব] এবং ভয় বা পক্ষপাত, প্রীতি বা বিদ্বেষ রহিত হইয়া, যথাযথভাবে ও নিষ্ঠাপূর্বক এবং আমার পূর্ণ সামর্থ্য, জ্ঞান ও বিচারবুদ্ধি অনুসারে, আমার পদের কর্তব্যসমূহ সম্পাদন করিব এবং সংবিধান ও বিধিসমূহ রক্ষা করিব।"

চতুর্থ তফসিল

[৪ (১) ও ৮০(২) অনুচ্ছেদ]

রাজ্যসভায় আসনসমূহ বিভাজন

নিম্নলিখিত সারণীর প্রথম স্তম্ভে বিনির্দিষ্ট প্রত্যেক রাজ্য বা সংঘশাসিত রাজ্যক্ষেত্রের জন্য ঐ সারণীর দ্বিতীয় স্তম্ভে, ক্ষেত্রানুযায়ী, ঐ রাজ্য বা, ঐ সংঘশাসিত রাজ্যক্ষেত্রের বিপরীতে বিনির্দিষ্ট আসনসংখ্যা আবণ্টিত হইবে।

সারণী

১।	অন্ধ্রপ্রদেশ	১১
২।	তেলেঙ্গানা	৭
৩।	আসাম	৭
৪।	বিহার	১৬
৫।	ঝাড়খণ্ড	৬
৬।	গোয়া	১
৭।	গুজরাট	১১
৮।	হরিয়ানা	৫
৯।	কেরালা	৯
১০।	মধ্যপ্রদেশ	১১
১১।	ছত্তিশগড়	৫
১২।	তামিলনাড়ু	১৮
১৩।	মহারাষ্ট্র	১৯
১৪।	কর্ণাটক	১২

চতুর্থ তফসিল

১৫। ওড়িশা	....	১০
১৬। পাঞ্জাব	....	৭
১৭। রাজস্থান	....	১০
১৮। উত্তরপ্রদেশ	....	৩১
১৯। উত্তরাখণ্ড	....	৩
২০। পশ্চিমবঙ্গ	....	১৬
২১। নাগাল্যান্ড	....	১
২২। হিমাচল প্রদেশ	....	৩
২৩। মণিপুর	....	১
২৪। ত্রিপুরা	....	১
২৫। মেঘালয়	....	১
২৬। সিকিম	....	১
২৭। মিজোরাম	....	১
২৮। অরুণাচল প্রদেশ	....	১
২৯। দিল্লী	....	৩
৩০। পুদুচেরী	....	১
৩১। জম্মু ও কাশ্মীর	....	৪
		মোট ২৩৩

পঞ্চম তফসিল

[২৪৪(১) অনুচ্ছেদ]

তফসিলী ক্ষেত্রসমূহের ও তফসিলী জনজাতিসমূহের প্রশাসন ও নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে বিধানাবলী

ভাগ ক

সাধারণ

১। **অর্থপ্রকটন**।—এই তফসিলে প্রসঙ্গতঃ অন্যথা আবশ্যক না হইলে, ‘‘রাজ্য’’ কথাটি *** [আসাম,[, [মেঘালয়, ত্রিপুরা ও মিজোরাম] রাজ্যসমূহকে অন্তর্ভুক্ত করিবে না।]]]

২। **তফসিলী ক্ষেত্রসমূহে রাজ্যের নির্বাহিক ক্ষমতা**।—এই তফসিলের বিধানাবলী সাপেক্ষে, কোন রাজ্যের নির্বাহিক ক্ষমতা তদন্তর্গত তফসিলী ক্ষেত্রসমূহে প্রসারিত হইবে।

৩। **তফসিলী ক্ষেত্রসমূহের প্রশাসন সম্পর্কে রাজ্যপাল *** কর্তৃক রাষ্ট্রপতির নিকট প্রতিবেদন**।— যে রাজ্যে তফসিলী ক্ষেত্রসমূহ আছে সেরূপ প্রত্যেক রাজ্যের রাজ্যপাল *** প্রতি বৎসর, বা যখনই রাষ্ট্রপতি কর্তৃক ঐরূপে অনুজ্ঞাত হইবেন তখনই, ঐ রাজ্যের অন্তর্গত তফসিলী ক্ষেত্রসমূহের প্রশাসন সম্পর্কে রাষ্ট্রপতির নিকট প্রতিবেদন করিবেন এবং সংঘের নির্বাহিক ক্ষমতা ঐরূপ ক্ষেত্রসমূহের প্রশাসন সম্পর্কে ঐ রাজ্যকে নির্দেশ প্রদান করা পর্যন্ত প্রসারিত হইবে।

ভাগ খ

তফসিলী ক্ষেত্রসমূহের ও তফসিলী জনজাতিসমূহের প্রশাসন ও নিয়ন্ত্রণ

৪। **জনজাতি মন্ত্রণা পরিষদ**।— (১) যে রাজ্যে তফসিলী ক্ষেত্রসমূহ আছে সেরূপ প্রত্যেক রাজ্যে, এবং রাষ্ট্রপতি যদি ঐরূপ নির্দেশ দেন, তাহাহইলে, যে রাজ্যে তফসিলী জনজাতিসমূহ আছে কিন্তু তফসিলী ক্ষেত্রসমূহ নাই এরূপ প্রত্যেক রাজ্যেও, অনধিক কুড়ি জন সদস্য লইয়া গঠিত একটি জনজাতি মন্ত্রণা পরিষদ স্থাপিত হইবে, যাঁহাদের তিন-চতুর্থাংশের যথাসম্ভব নিকটতম সংখ্যক সদস্য হইবেন রাজ্যের বিধানসভায় তফসিলী জনজাতিসমূহের প্রতিনিধিগণ :

তবে যদি রাজ্যের বিধানসভায় তফসিলী জনজাতিসমূহের প্রতিনিধিগণের সংখ্যা জনজাতি মন্ত্রণা পরিষদে যে আসনসংখ্যা ঐরূপ প্রতিনিধিগণ দ্বারা পূরণ করিতে হইবে তদপেক্ষা কম হয়, তাহাহইলে, অবশিষ্ট আসনসমূহ ঐ জনজাতিসমূহের অন্য সদস্যগণ দ্বারা পূরণ করিতে হইবে।

(২) রাজ্যের তফসিলী জনজাতিসমূহের কল্যাণ ও উন্নতি সংক্রান্ত যে সকল বিষয় রাজ্যপাল *** তাঁহাদের নিকট প্রেষণ করিতে পারেন তৎসম্পর্কে মন্ত্রণা দান করা জনজাতি মন্ত্রণা পরিষদের কর্তব্য হইবে।

পঞ্চম তফসিল

(৩) রাজ্যপাল *** —

(ক) পরিষদের সদস্যসমূহের সংখ্যা, তাঁহাদের নিয়োগের এবং পরিষদের সভাপতির ও উহার আধিকারিকবৃন্দ ও কর্মচারিসমূহের নিয়োগের পদ্ধতি;

(খ) উহার অধিবেশনসমূহ চালনা ও সাধারণভাবে উহার প্রক্রিয়া; এবং

(গ) অন্য সকল আনুষঙ্গিক বিষয়;

ক্ষেত্রানুযায়ী, বিহিত বা প্রনিয়ন্ত্রিত করিয়া নিয়মাবলী প্রণয়ন করিতে পারেন।

৫। **তফসিলী ক্ষেত্রসমূহে প্রযোজ্য বিধি।**— (১) এই সংবিধানে যাহা কিছু আছে তৎসত্ত্বেও, রাজ্যপাল *** সরকারী প্রজ্ঞাপন দ্বারা নির্দেশ দিতে পারেন যে, সংসদের বা রাজ্যের বিধানমণ্ডলের কোন বিশেষ আইন রাজ্যের কোন তফসিলী ক্ষেত্রে বা উহার কোন ভাগে প্রযুক্ত হইবে না, অথবা তিনি ঐ প্রজ্ঞাপনে যেরূপ ব্যতিক্রম ও সংপরিবর্তনসমূহ বিনির্দিষ্ট করিতে পারেন তদধীনে, ঐ আইন রাজ্যের কোন তফসিলী ক্ষেত্রে বা উহার কোন ভাগে প্রযুক্ত হইবে এবং এই উপ-প্যারাগ্রাফ অনুযায়ী প্রদত্ত কোন নির্দেশ এরূপে দেওয়া যাইতে পারে যাহাতে উহার অতীতপ্রভাবী কার্যকারিতা থাকে।

(২) কোন রাজ্যের কোন ক্ষেত্রে যাহা তৎকালে একটি তফসিলী ক্ষেত্র, তাহার শান্তি ও সুশাসনের জন্য *** রাজ্যপাল প্রনিয়মসমূহ প্রণয়ন করিতে পারেন।

বিশেষতঃ, এবং পূর্বোক্ত ক্ষমতার ব্যাপকতা ক্ষুণ্ণ না করিয়া, ঐ প্রনিয়মসমূহ—

(ক) ঐরূপ ক্ষেত্রে তফসিলী জনজাতিসমূহের সদস্যগণ কর্তৃক বা সদস্যগণের মধ্যে ভূমি হস্তান্তরণ প্রতিষিদ্ধ বা সঙ্কুচিত করিতে পারে;

(খ) ঐরূপ ক্ষেত্রে তফসিলী জনজাতিসমূহের সদস্যগণকে ভূমি আবণ্টন প্রনিয়ন্ত্রিত করিতে পারে;

(গ) ঐরূপ ক্ষেত্রে তফসিলী জনজাতিসমূহের সদস্যগণকে যেসকল ব্যক্তি অর্থ ধার দেন তাঁহাদের মহাজনরূপে কারবার চালনা প্রনিয়ন্ত্রিত করিতে পারে।

(৩) এই প্যারাগ্রাফের (২) উপ-প্যারাগ্রাফে উল্লিখিত হইয়াছে এরূপ কোন প্রনিয়ম প্রণয়ন করিতে রাজ্যপাল *** সংসদের বা রাজ্যের বিধানমণ্ডলের কোন আইন বা সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে তৎকালে প্রযোজ্য কোন বিদ্যমান বিধি নিরসন বা সংশোধন করিতে পারেন।

(৪) এই প্যারাগ্রাফ অনুযায়ী প্রণীত সকল প্রনিয়ম অবিলম্বে রাষ্ট্রপতির নিকট উপস্থাপিত হইবে এবং তিনি তৎপ্রতি সম্মতি না দেওয়া পর্যন্ত কার্যকর হইবে না।

(৫) এই প্যারাগ্রাফ অনুযায়ী কোন প্রনিয়ম প্রণীত হইবে না, যদি না রাজ্যপাল *** যিনি প্রনিয়ম প্রণয়ন করেন তিনি, যেস্থলে রাজ্যের জনজাতি মন্ত্রণা পরিষদ আছে সেস্থলে, ঐরূপ পরিষদের সহিত পরামর্শ করিয়া থাকেন।

পঞ্চম তফসিল

ভাগ গ

তফসিলী ক্ষেত্রসমূহ

৬। **তফসিলী ক্ষেত্রসমূহ।**—(১) এই সংবিধানে, ''তফসিলী ক্ষেত্রসমূহ'' কথাটি বলিতে এরূপ ক্ষেত্রসমূহ বুঝাইবে যাহা রাষ্ট্রপতি আদেশ দ্বারা তফসিলী ক্ষেত্রসমূহ বলিয়া ঘোষণা করিতে পারেন।

(২) রাষ্ট্রপতি যেকোন সময় আদেশ দ্বারা—

(ক) নির্দেশ দিতে পারেন যে, কোন তফসিলী ক্ষেত্র সমগ্রতঃ বা উহার কোন বিনির্দিষ্ট ভাগ আর তফসিলী ক্ষেত্র বা ঐরূপ কোন ক্ষেত্রের কোন ভাগ থাকিবে না ;

[(কক) কোন রাজ্যে কোন তফসিলী ক্ষেত্রের আয়তন, ঐ রাজ্যের রাজ্যপালের সহিত পরামর্শ করিয়া, বৃদ্ধি করিতে পারেন;]

(খ) কোন তফসিলী ক্ষেত্রের পরিবর্তন করিতে পারেন, কিন্তু কেবল সীমানা শোধনরূপে;

(গ) কোন রাজ্যের সীমানার কোন পরিবর্তন হইলে অথবা কোন নূতন রাজ্যের সংঘে প্রবেশ হইলে বা স্থাপন হইলে, পূর্বে কোন রাজ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল না এরূপ কোন রাজ্যক্ষেত্র তফসিলী ক্ষেত্র বা উহার কোন ভাগ বলিয়া ঘোষণা করিতে পারেন;

[(ঘ) কোন রাজ্য বা রাজ্যসমূহ সম্পর্কে, এই প্যারাগ্রাফ অনুযায়ী প্রণীত কোন আদেশ বা আদেশসমূহ রদ করিতে পারিবেন, এবং সংশ্লিষ্ট রাজ্যের রাজ্যপালের সহিত পরামর্শক্রমে কোন্ কোন্ ক্ষেত্র তফসিলী ক্ষেত্র হইবে তাহা পুনর্নিরূপণ করিয়া নূতন আদেশ প্রদান করিতে পারেন;]

এবং ঐরূপ কোন আদেশে যেরূপ আনুষঙ্গিক ও পারিণামিক বিধানাবলী রাষ্ট্রপতির নিকট প্রয়োজন ও উচিত বলিয়া প্রতীয়মান হয় তাহা থাকিতে পারে, কিন্তু পূর্বোক্তরূপে ভিন্ন, এই প্যারাগ্রাফের (১) উপ-প্যারাগ্রাফ অনুযায়ী প্রদত্ত কোন আদেশ কোন পরবর্তী আদেশ দ্বারা পরিবর্তিত হইবে না।

ভাগ ঘ

তফসিলের সংশোধন

৭। **তফসিলের সংশোধন।**— (১) সংসদ সময় সময় বিধি দ্বারা সংযোজন, পরিবর্তন বা নিরসনের আকারে এই তফসিলের যেকোন বিধান সংশোধন করিতে পারেন এবং তফসিলটি ঐরূপে সংশোধিত হইলে, এই সংবিধানে এই তফসিলের কোন উল্লেখ ঐরূপে সংশোধিত এই তফসিলের উল্লেখ বলিয়া অর্থ করিতে হইবে।

(২) এই প্যারাগ্রাফের (১) উপ-প্যারাগ্রাফে উল্লিখিত হইয়াছে এরূপ কোন বিধি ৩৬৮ অনুচ্ছেদের প্রয়োজনে এই সংবিধানের সংশোধন বলিয়া গণ্য হইবে না।

ষষ্ঠ তফসিল

[২৪৪(২) ও ২৭৫(১) অনুচ্ছেদ]

[আসাম, মেঘালয়, ত্রিপুরা ও মিজোরাম] রাজ্যসমূহের অভ্যন্তরস্থ জনজাতি ক্ষেত্রসমূহের প্রশাসন সম্পর্কে বিধানাবলী

১। **স্বশাসিত জেলাসমূহ ও স্বশাসিত অঞ্চলসমূহ।**—(১) এই প্যারাগ্রাফের বিধানাবলীর অধীনে, এই তফসিলের ২০ প্যারাগ্রাফে সংলগ্ন সারণীর [ভাগ ১, ২ ও ২ক-এর] প্রত্যেক দফার [এবং ভাগ ৩-এর] অন্তর্গত জনজাতিক্ষেত্রসমূহ একটি স্বশাসিত জেলা হইবে।

(২) যদি কোন স্বশাসিত জেলায় বিভিন্ন তফসিলী জনজাতি থাকে, তাহাহইলে রাজ্যপাল, সরকারী প্রজ্ঞাপন দ্বারা, তদধ্যুষিত ক্ষেত্র বা ক্ষেত্রসমূহকে বিভিন্ন স্বশাসিত অঞ্চলে বিভক্ত করিতে পারেন।

সংবিধান ষষ্ঠ তফসিল (সংশোধন) আইন, ২০০৩ (২০০৩-এর ৪৪)-এর, ২ ধারা দ্বারা, প্যারাগ্রাফ ১, আসাম রাজ্যে উহার প্রয়োগ সম্পর্কে, সংশোধন করা হইয়াছে, যাহাতে উপ-প্যারাগ্রাফ (২)-এর পর নিম্নলিখিত অনুবিধি সন্নিবেশিত করা যায়, যথা :—

"তবে এই উপ-প্যারাগ্রাফের কোন কিছুই বোড়োল্যান্ড স্থানিক এলাকা জেলা সম্পর্কে প্রযোজ্য হইবে না।"

---

(৩) রাজ্যপাল, সরকারী প্রজ্ঞাপন দ্বারা,—

(ক) যেকোন ক্ষেত্রকে উক্ত সারণীর [যেকোন ভাগের] অন্তর্ভুক্ত করিতে পারেন,

(খ) যেকোন ক্ষেত্রকে উক্ত সারণীর [যেকোন ভাগ] হইতে বাদ দিতে পারেন,

(গ) কোন নূতন স্বশাসিত জেলা সৃষ্টি করিতে পারেন,

(ঘ) যেকোন স্বশাসিত জেলার আয়তন বৃদ্ধি করিতে পারেন,

(ঙ) যেকোন স্বশাসিত জেলার আয়তন হ্রাস করিতে পারেন,

(চ) দুই বা ততোধিক স্বশাসিত জেলা বা উহাদের ভাগসমূহ এরূপে যুক্ত করিতে পারেন যাহাতে একটি স্বশাসিত জেলা গঠিত হয়,

[(চচ) যেকোন স্বশাসিত জেলার নাম পরিবর্তন করিতে পারেন,]

(ছ) যেকোন স্বশাসিত জেলার সীমানা নিরূপিত করিতে পারেন :

তবে এই তফসিলের ১৪ প্যারাগ্রাফের (১) উপ-প্যারাগ্রাফ অনুযায়ী নিযুক্ত কোন কমিশনের প্রতিবেদন বিবেচনার পরে ব্যতীত রাজ্যপাল কর্তৃক এই উপ-প্যারাগ্রাফের (গ), (ঘ), (ঙ) এবং (চ) প্রকরণ অনুযায়ী কোন আদেশ প্রদত্ত হইবে না :

[পরন্তু এই উপ-প্যারাগ্রাফ অনুযায়ী রাজ্যপাল কর্তৃক প্রদত্ত কোন আদেশে (২০ প্যারাগ্রাফের এবং উক্ত সারণীর যেকোন ভাগে যেকোন দফার সংশোধন সমেত) এরূপ আনুষঙ্গিক ও পারিণামিক বিধানাবলী থাকিতে পারে যাহা রাজ্যপালের নিকট ঐ আদেশের বিধানাবলী কার্যে পরিণত করিবার জন্য প্রয়োজন বলিয়া প্রতীয়মান হয়।]

ষষ্ঠ তফসিল

২। **জেলা পরিষদসমূহ ও আঞ্চলিক পরিষদসমূহের গঠন।**— [(১) প্রত্যেক স্বশাসিত জেলার জন্য অনধিক ত্রিশ জন সদস্য লইয়া গঠিত একটি জেলা পরিষদ থাকিবে, যাঁহাদের মধ্যে অনধিক চার ব্যক্তি রাজ্যপাল কর্তৃক মনোনীত হইবেন এবং অবশিষ্ট সদস্যগণ প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচিত হইবেন।]

সংবিধান ষষ্ঠ তফসিল (সংশোধন) আইন, ২০০৩ (২০০৩-এর ৪৪)-এর, ২ ধারা দ্বারা প্যারাগ্রাফ ২, আসাম রাজ্যে উহার প্রয়োগ সম্পর্কে, সংশোধন করা হইয়াছে, যাহাতে উপ-প্যারাগ্রাফ (১)-এর পর নিম্নলিখিত অনুবিধি সন্নিবেশিত করা যায়, যথা :—

"তবে বোড়োল্যান্ড স্থানিক পরিষদ অনধিক ছেচল্লিশ জন সদস্য লইয়া গঠিত হইবে, যাঁহাদের মধ্যে চল্লিশ জন প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচিত হইবেন, যাঁহাদের মধ্যে ত্রিশটি তফসিলী জনজাতির জন্য, পাঁচটি অ-জনজাতি সম্প্রদায়ের জন্য সংরক্ষিত থাকিবে, পাঁচটি সকল সম্প্রদায়ের জন্য উন্মুক্ত থাকিবে ও অবশিষ্ট ছয় জন, বোড়োল্যান্ড স্থানিক এলাকা জেলার প্রতিনিধিত্ববিহীন সম্প্রদায়ের মধ্য হইতে রাজ্যপাল কর্তৃক অন্যান্য সদস্যের ন্যায় একই অধিকার ও বিশেষাধিকার সমেত ভোটদানের অধিকারসহ মনোনীত হইবেন যাঁহাদের মধ্যে দুইজন মহিলা হইবেন।"

---

(২) এই তফসিলের ১ প্যারাগ্রাফের (২) উপ-প্যারাগ্রাফ অনুযায়ী স্বশাসিত অঞ্চলরূপে গঠিত প্রত্যেক ক্ষেত্রের জন্য একটি পৃথক আঞ্চলিক পরিষদ থাকিবে।

(৩) প্রত্যেক জেলা পরিষদ ও প্রত্যেক আঞ্চলিক পরিষদ যথাক্রমে "(জেলার নাম) জেলা পরিষদ" ও "(অঞ্চলের নাম) আঞ্চলিক পরিষদ" নামে একটি নিগমবদ্ধ সংস্থা হইবে, উহার নিরবচ্ছিন্ন উত্তরানুক্রম ও একটি সাধারণ সীলমোহর থাকিবে এবং উক্ত নামে উহার দ্বারা বা উহার বিরুদ্ধে মামলা করিতে হইবে।

সংবিধান ষষ্ঠ তফসিল (সংশোধন) আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫-এর ৪২)-এর, ২ ধারা দ্বারা, প্যারাগ্রাফ ২, আসাম রাজ্যে উহার প্রয়োগ সম্পর্কে, সংশোধন করা হইয়াছে, যাহাতে উপ-প্যারাগ্রাফ (৩)-এর পর নিম্নলিখিত অনুবিধি সন্নিবেশিত করা যায়, যথা :—

"তবে উত্তর কাছাড় পার্বত্য জেলার জন্য গঠিত জেলা পরিষদ উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদ বলিয়া অভিহিত হইবে ও কারবি আংলং জেলার জন্য গঠিত জেলা পরিষদ কারবি আংলং স্বশাসিত পরিষদ বলিয়া অভিহিত হইবে।"

সংবিধান ষষ্ঠ তফসিল (সংশোধন) আইন, ২০০৩ (২০০৩-এর ৪৪)-এর, ২ ধারা দ্বারা, প্যারাগ্রাফ ২, আসাম রাজ্যে উহার প্রয়োগ সম্পর্কে, সংশোধন করা হইয়াছে, যাহাতে উপ-প্যারাগ্রাফ (৩)-এর পর নিম্নলিখিত অনুবিধি সন্নিবেশিত করা যায়, যথা :—

"পরন্তু বোড়োল্যান্ড স্থানিক এলাকা জেলার জন্য গঠিত জেলা পরিষদ বোড়োল্যান্ড স্থানিক পরিষদ বলিয়া অভিহিত হইবে।"

---

(৪) এই তফসিলের বিধানাবলী সাপেক্ষে কোন স্বশাসিত জেলার প্রশাসন, যতদূর পর্যন্ত উহা এই তফসিল অনুযায়ী ঐরূপ জেলার অভ্যন্তরস্থ কোন আঞ্চলিক পরিষদে বর্তায় নাই ততদূর পর্যন্ত, ঐরূপ জেলার জেলা পরিষদে বর্তাইবে এবং কোন স্বশাসিত অঞ্চলের প্রশাসন ঐরূপ অঞ্চলের আঞ্চলিক পরিষদে বর্তাইবে।

ষষ্ঠ তফসিল

(৫) আঞ্চলিক পরিষদবিশিষ্ট স্বশাসিত জেলায়, আঞ্চলিক পরিষদের প্রাধিকারাধীন ক্ষেত্রসমূহ সম্পর্কে জেলা পরিষদকে এই তফসিল দ্বারা যে ক্ষমতাসমূহ প্রদত্ত হইয়াছে তদতিরিক্ত ঐ ক্ষেত্রসমূহ সম্পর্কে যেরূপ ক্ষমতাসমূহ আঞ্চলিক পরিষদ কর্তৃক জেলা পরিষদকে প্রত্যভিযোজন করা যাইতে পারে, কেবল সেই ক্ষমতাসমূহ উহার থাকিবে।

(৬) রাজ্যপাল, সংশ্লিষ্ট স্বশাসিত জেলার বা অঞ্চলের অভ্যন্তরস্থ বিদ্যমান জনজাতি পরিষদ বা অপর প্রতিনিধিমূলক জনজাতি-সংগঠনসমূহের সহিত পরামর্শক্রমে, জেলা পরিষদ ও আঞ্চলিক পরিষদসমূহের প্রথম গঠনকার্যের জন্য নিয়মাবলী প্রণয়ন করিবেন, এবং ঐরূপ নিয়মাবলী—

(ক) জেলা পরিষদসমূহ ও আঞ্চলিক পরিষদসমূহের গঠন এবং উহাতে আসন বিভাজনের জন্য;

(খ) ঐ পরিষদসমূহে নির্বাচনের উদ্দেশ্যে স্থানিক নির্বাচনক্ষেত্রসমূহের পরিসীমনের জন্য;

(গ) ঐরূপ নির্বাচনসমূহে ভোট দিবার যোগ্যতা এবং ঐরূপ নির্বাচনার্থে নির্বাচক তালিকা প্রস্তুতকরণের জন্য;

(ঘ) ঐরূপ নির্বাচনে ঐরূপ পরিষদের সদস্যরূপে নির্বাচিত হইবার যোগ্যতার জন্য;

(ঙ) [আঞ্চলিক পরিষদসমূহের] সদস্যগণের পদের কার্যকালের জন্য;

(চ) ঐরূপ পরিষদসমূহে নির্বাচন বা মনোনয়ন সম্বন্ধী বা তৎসংক্রান্ত অন্য কোন বিষয়ের জন্য;

(ছ) জেলা পরিষদ ও আঞ্চলিক পরিষদসমূহে [(কোন পদের শূন্যতা সত্ত্বেও কার্য করিবার ক্ষমতা সমেত)] প্রক্রিয়া ও কার্যচালনার জন্য;

(জ) জেলা পরিষদ ও আঞ্চলিক পরিষদসমূহের আধিকারিকগণ ও কর্মিবর্গের নিয়োগের জন্য;

বিধান করিবে।

[(৬ক) জেলা পরিষদের সাধারণ নির্বাচনের পর পরিষদের প্রথম অধিবেশনের জন্য নির্দিষ্ট তারিখ হইতে পাঁচ বৎসর কালের জন্য পরিষদের নির্বাচিত সদস্যগণ পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন, যদি না তৎপূর্বে ১৬ প্যারাগ্রাফ অনুযায়ী জেলা পরিষদ ভাঙ্গিয়া দেওয়া হয়, এবং কোন মনোনীত সদস্য যাবৎ রাজ্যপালের অভিরুচি তাবৎ পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন :

তবে জরুরী অবস্থার উদ্‌ঘোষণা সক্রিয় থাকিবার কালে, অথবা যদি এরূপ অবস্থাসমূহ বিদ্যমান থাকে যাহাতে রাজ্যপালের অভিমতে নির্বাচন অনুষ্ঠান করা সাধ্যাতীত, তাহাহইলে, উক্ত পাঁচ বৎসর সময়সীমা রাজ্যপাল কর্তৃক এক একবারে অনধিক এক বৎসর করিয়া, এবং যেক্ষেত্রে জরুরী অবস্থার উদ্‌ঘোষণা সক্রিয় থাকে, সেক্ষেত্রে, ঐ উদ্‌ঘোষণা আর সক্রিয় না থাকিবার পর ছয় মাস সময়সীমা অতিক্রম না করিয়া, প্রসারিত হইতে পারে :

পরন্তু কোন আকস্মিক শূন্যতা পূরণার্থ নির্বাচিত কোন সদস্য, তিনি যে সদস্যের স্থলবর্তী হন, সেই সদস্যের পদের কার্যকালের কেবল অবশিষ্ট কালের জন্য পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন।]

ষষ্ঠ তফসিল

(৭) জেলা বা আঞ্চলিক পরিষদ, উহার প্রথম গঠনকার্যের পর, এই প্যারাগ্রাফের (৬) উপ-প্যারাগ্রাফে বিনির্দিষ্ট বিষয়সমূহ সম্পর্কে [রাজ্যপালের অনুমোদন লইয়া] নিয়মাবলী প্রণয়ন করিতে পারেন এবং [অনুরূপ অনুমোদন লইয়া],—

(ক) অধীনস্থ স্থানীয় পরিষদসমূহ বা পর্ষদসমূহের গঠন এবং উহাদের প্রক্রিয়া ও কার্যচালনা; এবং

(খ) সাধারণতঃ, ক্ষেত্রানুযায়ী, জেলার বা অঞ্চলের প্রশাসন সংক্রান্ত কার্য সম্পাদন সম্পর্কিত সকল বিষয়;

নিয়ন্ত্রিত করিয়া নিয়মাবলীও প্রণয়ন করিতে পারেন :

তবে এই উপ-প্যারাগ্রাফ অনুযায়ী জেলা বা আঞ্চলিক পরিষদ কর্তৃক নিয়মাবলী প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত, এই প্যারাগ্রাফের (৬) উপ-প্যারাগ্রাফ অনুযায়ী রাজ্যপাল কর্তৃক প্রণীত নিয়মাবলী ঐরূপ প্রত্যেক পরিষদে নির্বাচন সম্পর্কে, উহার আধিকারিকসমূহ ও কর্মিবর্গ সম্পর্কে, এবং উহার প্রক্রিয়া ও কার্যচালনা সম্পর্কে কার্যকর হইবে।

* * * * *

৩। **(১) জেলা পরিষদসমূহ ও আঞ্চলিক পরিষদসমূহের বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা।**— (১) কোন স্বশাসিত অঞ্চলের আঞ্চলিক পরিষদের ঐরূপ অঞ্চলের অভ্যন্তরস্থ সকল ক্ষেত্র সম্পর্কে এবং কোন স্বশাসিত জেলার জেলা পরিষদের, ঐ জেলার অভ্যন্তরস্থ কোন ক্ষেত্র আঞ্চলিক পরিষদের প্রাধিকারাধীন থাকিলে তদ্ব্যতীত, ঐ জেলার অভ্যন্তরস্থ অন্য ক্ষেত্রসমূহ সম্পর্কে—

(ক) কৃষি বা পশুচারণের উদ্দেশ্যে অথবা বসবাসের বা কৃষি ভিন্ন অন্য উদ্দেশ্যে অথবা যদ্দ্বারা কোন গ্রাম বা নগরের অধিবাসিগণের স্বার্থের উন্নতিবিধানের সম্ভাবনা আছে এরূপ অন্য কোন উদ্দেশ্যে কোন সংরক্ষিত বনভূমি ব্যতীত অন্য ভূমির আবণ্টন, দখল বা ব্যবহার অথবা পৃথক-রক্ষণ :

তবে ঐরূপ বিধিসমূহের অন্তর্গত কোন কিছুই, [সংশ্লিষ্ট রাজ্যের সরকার কর্তৃক] তৎকালে বলবৎ যে বিধি দ্বারা সার্বজনিক উদ্দেশ্যে ভূমির আবশ্যক অর্জন প্রাধিকৃত, তদনুসারে কোন ভূমির, তাহা দখলীকৃতই হউক বা অদখলীকৃতই হউক, সার্বজনিক উদ্দেশ্যে আবশ্যক অর্জনের পক্ষে অন্তরায় হইবে না;

(খ) সংরক্ষিত বন নাহে এরূপ কোন বনের পরিচালনা;

(গ) কৃষির উদ্দেশ্যে কোন খাল বা জলপ্রবাহের ব্যবহার;

(ঘ) ঝুম প্রথার বা অন্য কোন প্রকার স্থানান্তরণশীল চাষের প্রনিয়ন্ত্রণ;

(ঙ) গ্রাম বা নগর কমিটিসমূহের বা পরিষদসমূহের স্থাপন ও উহাদের ক্ষমতাসমূহ;

(চ) গ্রাম বা নগরের পুলিশ বাহিনী, সার্বজনিক স্বাস্থ্য ও অনাময় ব্যবস্থা সমেত, গ্রাম বা নগরের প্রশাসন সংক্রান্ত অন্য কোন বিষয়;

(ছ) প্রধান ও মুখিয়াগণের নিয়োগ বা উত্তরানুক্রম;

(জ) সম্পত্তির উত্তরাধিকার;

(ঝ) বিবাহ ও বিবাহবিচ্ছেদ;]

(ঞ) সামাজিক রীতিসমূহ

সম্বন্ধে বিধি প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা থাকিবে।

(২) এই প্যারাগ্রাফে, ‘‘সংরক্ষিত বন’’ বলিতে বুঝাইবে কোন ক্ষেত্র যাহা আসাম বন প্রনিয়ম, ১৮৯১ অনুযায়ী বা সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে তৎকালে বলবৎ কোন বিধি অনুযায়ী সংরক্ষিত বন।

(৩) এই প্যারাগ্রাফ অনুযায়ী প্রণীত সকল বিধি অবিলম্বে রাজ্যপালের নিকট উপস্থাপিত হইবে এবং তিনি তৎপ্রতি সম্মতি না দেওয়া পর্যন্ত কার্যকর হইবে না।

সংবিধান ষষ্ঠ তফসিল (সংশোধন) আইন, ২০০৩ (২০০৩-এর ৪৪)-এর, ২ ধারা দ্বারা, প্যারাগ্রাফ ৩, আসাম রাজ্যে উহার প্রয়োগ সম্পর্কে, সংশোধন করা হইয়াছে, যাহাতে উপ-প্যারাগ্রাফ (৩)-কে (৭.৯.২০০৩ হইতে কার্যকারিতাসহ) নিম্নরূপে প্রতিস্থাপিত করা যায়,—

‘‘(৩) প্যারাগ্রাফ ৩ক-এর উপ-প্যারাগ্রাফ (২) অথবা প্যারাগ্রাফ ৩খ-এর উপ-প্যারাগ্রাফ (২)-এ অন্যথা যেরূপ ব্যবস্থিত আছে তদ্ব্যতীত, এই প্যারাগ্রাফ অথবা প্যারাগ্রাফ ৩ক-এর উপ-প্যারাগ্রাফ (১) অথবা প্যারাগ্রাফ ৩খ-এর উপ-প্যারাগ্রাফ (১) অনুযায়ী প্রণীত সকল আইন, তৎক্ষণাৎ রাজ্যপালের নিকট পেশ করা হইবে এবং, তৎকর্তৃক সম্মতি প্রদত্ত না হওয়া পর্যন্ত, উহাদের কার্যকারিতা থাকিবে না।’’।

সংবিধান ষষ্ঠ তফসিল (সংশোধন) আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫-এর ৪২)-এর, ২ ধারা দ্বারা, প্যারাগ্রাফ ৩-এর পর, নিম্নলিখিত প্যারাগ্রাফ, আসাম রাজ্যে উহার প্রয়োগ সম্পর্কে, সন্নিবেশিত করা হইয়াছে, এবং সংবিধান ষষ্ঠ তফসিল (সংশোধন) আইন, ২০০৩ (২০০৩-এর ৪৪)-এর ২ ধারা দ্বারা, প্যারাগ্রাফ ৩ক-এর পর, নিম্নলিখিত প্যারাগ্রাফ, আসাম রাজ্যে উহার প্রয়োগ সম্পর্কে, সন্নিবেশিত করা হইয়াছে, যথা :—

‘‘**৩ক। উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদ ও কারবি আংলং স্বশাসিত পরিষদের বিধি প্রণয়নের অতিরিক্ত ক্ষমতা**।— (১) প্যারাগ্রাফ ৩-এর বিধানাবলী ক্ষুণ্ণ না করিয়া, উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদ ও কারবি আংলং স্বশাসিত পরিষদ-এর, উহাদের নিজ নিজ জেলার মধ্যে,—

(ক) সপ্তম তফসিলের তালিকা ১-এর প্রবিষ্টি ৭ ও ৫২-র বিধানাবলী সাপেক্ষে, শিল্পসমূহ;

(খ) যোগাযোগ ব্যবস্থা, অর্থাৎ সড়ক, সেতু, খেয়াপথ ও যোগাযোগের অন্যান্য ব্যবস্থা যাহা সপ্তম তফসিলের তালিকা ১-এ বিনির্দিষ্ট হয় নাই তাহা, পৌর ট্রামপথ, রজ্জুপথ, সপ্তম তফসিলের তালিকা ১ ও তালিকা ৩-এ অন্তর্দেশীয় জলপথ সম্বন্ধে যে বিধানাবলী আছে তৎসাপেক্ষে ঐরূপ জলপথ ও উহাতে যাতায়াত; যন্ত্রচালিত যান ভিন্ন অন্যান্য যান;

(গ) পশু পরিরক্ষণ, রক্ষণ ও উন্নতিবিধান এবং পশুব্যাধি নিবারণ; পশুচিকিৎসা-প্রশিক্ষণ ও চিকিৎসাকর্ম; খোঁয়াড়;

(ঘ) প্রাথমিক ও মধ্য শিক্ষা;

ষষ্ঠ তফসিল

(ঙ) কৃষি ও তৎসহ কৃষিশিক্ষা ও গবেষণা, কীটপতঙ্গ হইতে রক্ষণ এবং উদ্ভিদ-ব্যাধি নিবারণ;

(চ) মৎস্যচাষ;

(ছ) সপ্তম তফসিলের তালিকা ১-এর প্রবিষ্টি ৫৬-র বিধানাবলী সাপেক্ষে জল অর্থাৎ জল সরবরাহ, সেচ ও খাল, নিকাশী ব্যবস্থা ও বাঁধ, জল-সঞ্চয় ও জলবিদ্যুৎ;

(জ) সামাজিক সুরক্ষা ও সামাজিক বীমা; নিয়োজন ও বেকারত্ব;

(ঝ) গ্রাম, ধান্যক্ষেত্র, বাজার, শহর ইত্যাদির নিরাপত্তার জন্য বন্যা নিয়ন্ত্রণ পরিকল্প (প্রায়োগিক প্রকৃতির নহে);

(ঞ) নাট্যশালা ও নাট্যাভিনয়, সপ্তম তফসিলের তালিকা ১-এর প্রবিষ্টি ৬০-এর বিধানাবলীর সাপেক্ষে চলচ্চিত্র; ক্রীড়া, প্রমোদ ও বিনোদন;

(ট) জনস্বাস্থ্য ও অনাময় ব্যবস্থা, হাসপাতাল ও ঔষধালয়;

(ঠ) ক্ষুদ্র সেচব্যবস্থা;

(ড) খাদ্যবস্তু, পশুখাদ্য, কাঁচা তুলা ও কাঁচা পাটের ব্যবসা-বাণিজ্য এবং উহাদের উৎপাদন, সরবরাহ ও বণ্টন;

(ঢ) রাজ্য কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত বা বিত্তপোষিত গ্রন্থাগার, প্রদর্শশালা ও সমপ্রকৃতির অন্যান্য প্রতিষ্ঠান; সংসদ কর্তৃক প্রণীত কোন বিধি দ্বারা বা অনুযায়ী জাতীয় গুরুত্বের বলিয়া ঘোষিত কোন প্রাচীন ও ঐতিহাসিক স্মারকস্থান এবং অভিলেখ ব্যতীত অন্য প্রাচীন ও ঐতিহাসিক স্মারকস্থান ও অভিলেখ; এবং

(ণ) ভূমির পরকীকরণ

সম্পর্কিত বিধিসমূহ প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা থাকিবে।

(২) প্যারাগ্রাফ ৩ অথবা এই প্যারাগ্রাফ অনুযায়ী উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদ ও কারবি আংলং স্বশাসিত পরিষদ কর্তৃক প্রণীত সকল বিধি, উহারা যতদূর পর্যন্ত সপ্তম তফসিলের তালিকা ৩-এ বিনির্দিষ্ট বিষয়সমূহের সহিত সম্পর্কিত হয় ততদূর পর্যন্ত, তৎক্ষণাৎ রাজ্যপালের নিকট পেশ করা হইবে যিনি উহা রাষ্ট্রপতির বিবেচনার জন্য সংরক্ষিত রাখিবেন।

(৩) যখন কোন বিধিকে রাষ্ট্রপতির বিবেচনার জন্য সংরক্ষিত রাখা হয় তখন, রাষ্ট্রপতি ঘোষণা করিবেন যে তিনি উক্ত আইনে সম্মতি প্রদান করিয়াছেন অথবা উহাতে সম্মতি প্রদানে বিরত রহিয়াছেন :

তবে রাষ্ট্রপতি, রাজ্যপালকে, ক্ষেত্রানুযায়ী, উত্তর কাছাড় স্বশাসিত পার্বত্য পরিষদ অথবা কারবি আংলং স্বশাসিত পরিষদকে ঐ বিধি অথবা উহার কোন বিনির্দিষ্ট বিধানাবলী পুনর্বিবেচনা করিবার এবং বিশেষতঃ, রাষ্ট্রপতি, তাঁহার বার্তায় যেরূপ সুপারিশ করিবেন সেরূপ কোন সংশোধন প্রণয়নের বাঞ্ছনীয়তা বিবেচনা করিবার অনুরোধ করিয়া একটি বার্তাসহ বিধিটি উক্ত পরিষদকে প্রত্যর্পণ করিবার জন্য নির্দেশ দিতে পারিবেন এবং, যখন ঐ বিধি ঐরূপে প্রত্যর্পিত হয়, তখন, উক্ত পরিষদ, তদনুসারে ঐরূপ বার্তা প্রাপ্তির তারিখ হইতে ছয় মাস সময়সীমার মধ্যে বিধিটি বিবেচনা করিবেন এবং ঐ বিধি উক্ত পরিষদে পুনরায়, সংশোধন সহ বা ব্যতীত, গৃহীত হইলে উহা রাষ্ট্রপতির বিবেচনার জন্য পুনরায় তাঁহার নিকট উপস্থাপন করা হইবে।”

ষষ্ঠ তফসিল

প্যারাগ্রাফ ৩ক-এর পর, সংবিধান ষষ্ঠ তফসিল (সংশোধন) আইন, ২০০৩ (২০০৩-এর ৪৪)-এর ২ ধারা দ্বারা, নিম্নলিখিত প্যারাগ্রাফ, আসাম রাজ্যে উহার প্রয়োগ সম্পর্কে, সন্নিবেশিত হইয়াছে, যথা :—

"৩ খ। বোড়োল্যান্ড স্থানিক পরিষদের বিধি প্রণয়ন করিতে অতিরিক্ত ক্ষমতা।—

(১) প্যারাগ্রাফ ৩-এর বিধানাবলীকে ক্ষুণ্ণ না করিয়া, বোড়োল্যান্ড স্থানিক পরিষদের, উহার এলাকার মধ্যে :—

(i) কৃষি ও তৎসহ কৃষিশিক্ষা ও গবেষণা, কীটপতঙ্গ হইতে রক্ষণ এবং উদ্ভিদ-ব্যাধি নিবারণ;

(ii) পশুপালন ও পশুচিকিৎসা, অর্থাৎ পশু পরিরক্ষণ, রক্ষণ ও উন্নতবিধান এবং পশুব্যাধি নিবারণ; পশুচিকিৎসা-প্রশিক্ষণ ও চিকিৎসাকর্ম; খোঁয়াড়;

(iii) সহযোগ;

(iv) সাংস্কৃতিক কার্যাবলী;

(v) শিক্ষা অর্থাৎ প্রাথমিক শিক্ষা, বৃত্তিগত প্রশিক্ষণ সমেত উচ্চ-মাধ্যমিক শিক্ষা, বয়স্ক শিক্ষা, মহাবিদ্যালয় শিক্ষা (সাধারণ);

(vi) মৎস্যচাষ;

(vii) গ্রাম, ধান্যক্ষেত্র, বাজার ও শহর ইত্যাদির নিরাপত্তার জন্য বন্যা নিয়ন্ত্রণ (প্রায়োগিক প্রকৃতির নহে);

(viii) খাদ্য ও অসামরিক সরবরাহ;

(ix) বন (সংরক্ষিত বনাঞ্চল ব্যতীত);

(x) হস্তচালিত তাঁত ও বস্ত্রবয়ন;

(xi) স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ;

(xii) সপ্তম তফসিলের তালিকা ১-এর প্রবিষ্টি ৮৪-র বিধানাবলী সাপেক্ষে মাদক পানীয়, আফিম ও তজ্জাত দ্রব্য;

(xiii) সেচ;

(xiv) শ্রম ও নিয়োজন;

(xv) ভূমি ও রাজস্ব;

(xvi) গ্রন্থাগার পরিষেবা (রাজ্য সরকার কর্তৃক বিত্তপোষিত ও নিয়ন্ত্রিত);

(xvii) লটারি (সপ্তম তফসিলের তালিকা ১-এর প্রবিষ্টি ৪০-এর বিধানাবলীর সাপেক্ষে); নাট্যশালা, নাট্যাভিনয় ও চলচ্চিত্র (সপ্তম তফসিলের তালিকা ১-এর প্রবিষ্টি ৬০-এর বিধানাবলীর সাপেক্ষে);

(xviii) বাজার ও মেলাসমূহ;

(xix) পৌর নিগম, ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট, জেলা-পর্ষদ ও অন্যান্য স্থানীয় প্রাধিকার;

(xx) রাজ্য কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত বা বিত্তপোষিত প্রদর্শশালা ও পুরাতাত্ত্বিক প্রতিষ্ঠান, সংসদ কর্তৃক প্রণীত বিধি দ্বারা বা অনুযায়ী জাতীয় গুরুত্বের বলিয়া ঘোষিত কোন প্রাচীন ও ঐতিহাসিক স্মারকস্থান এবং অভিলেখ ব্যতীত অন্য প্রাচীন ও ঐতিহাসিক স্মারকস্থান ও অভিলেখ;

(xxi) পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন;

ষষ্ঠ তফসিল

(xxii) পরিকল্পনা ও উন্নয়ন;

(xxiii) মুদ্রণ ও লেখ-সামগ্রী;

(xxiv) জনস্বাস্থ্য কারিগরি;

(xxv) পূর্ত বিভাগ;

(xxvi) প্রচার ও জনসংযোগ;

(xxvii) জন্ম ও মৃত্যুর রেজিস্ট্রিকরণ;

(xxviii) ত্রাণ ও পুনর্বাসন

(xxix) গুটিপোকার চাষ;

(xxx) সপ্তম তফসিলের তালিকা ১-এর প্রবিষ্টি ৭ ও ৫২-র বিধানাবলীর সাপেক্ষে ক্ষুদ্র কুটির ও গ্রামীণ শিল্প;

(xxxi) সমাজ কল্যাণ

(xxxii) মৃত্তিকা সংরক্ষণ;

(xxxiii) ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ;

(xxxiv) পরিসংখ্যান ;

(xxxv) পর্যটন;

(xxxvi) পরিবহন (সড়ক, সেতু, খেয়াপথ ও যোগাযোগের অন্যান্য ব্যবস্থা যাহা সপ্তম তফসিলের তালিকা ১-এ বিনির্দিষ্ট হয় নাই তাহা, পৌর ট্রামপথ, রজ্জুপথ, সপ্তম তফসিলের তালিকা ১ ও তালিকা ৩-এ অন্তর্দেশীয় জলপথ সম্বন্ধে যে বিধানাবলী আছে তৎসাপেক্ষে ঐরূপ জলপথ ও উহাতে যাতায়াত; যন্ত্রচালিত যান ভিন্ন অন্যান্য যান);

(xxxvii) রাজ্য সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত ও বিত্তপোষিত জনজাতি বিষয়ক গবেষণা প্রতিষ্ঠান;

(xxxviii) নগর উন্নয়ন-শহর ও গ্রামীণ পরিকল্পনা;

(xxxix) সপ্তম তফসিলের তালিকা ১-এর প্রবিষ্টি ৫০-এর বিধানাবলী সাপেক্ষে ওজন ও পরিমাপ; এবং

(xl) সমতলের জনজাতি ও অনগ্রসর শ্রেণীসমূহের কল্যাণ

সম্পর্কিত বিধি প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা থাকিবে।

তবে ঐরূপ বিধির কোন কিছুই—

(ক) এই আইন প্রারম্ভের তারিখে কোন নাগরিকের ভূমি সম্পর্কে বিদ্যমান তাঁহার কোন অধিকার বা বিশেষাধিকারসমূহকে বিলুপ্ত বা সংপরিবর্তিত করিবে না; এবং

(খ) যদি কোন নাগরিক বোড়োল্যান্ড স্থানিক এলাকা জেলার মধ্যে উত্তরাধিকার, বণ্টন, বন্দোবস্ত কিংবা অন্য কোনরূপ হস্তান্তরণের মাধ্যমে ভূমি অর্জন করিবার পক্ষে অন্যথা যোগ্য হন তাহাইলে ঐরূপ নাগরিককে ঐরূপে ভূমি অর্জন করিতে অননুমত করিবে না।

(২) প্যারাগ্রাফ ৩ অথবা এই প্যারাগ্রাফ অনুযায়ী প্রণীত সকল বিধি, উহারা যতদুর পর্যন্ত সপ্তম তফসিলের তালিকা ৩-এ বিনির্দিষ্ট বিষয়সমূহের সহিত সম্পর্কিত হয় ততদুর পর্যন্ত, তৎক্ষণাৎ রাজ্যপালের নিকট পেশ করা হইবে যিনি উহা রাষ্ট্রপতির বিবেচনার জন্য সংরক্ষিত রাখিবেন।

ষষ্ঠ তফসিল

(৩) যখন কোন বিধি রাষ্ট্রপতির বিবেচনার জন্য সংরক্ষিত রাখা হয়, তখন রাষ্ট্রপতি ঘোষণা করিবেন যে তিনি উক্ত বিধিতে সম্মতি প্রদান করিয়াছেন অথবা তিনি উহাতে সম্মতি প্রদানে বিরত রহিয়াছেন :

তবে রাষ্ট্রপতি রাজ্যপালকে ঐ বিধি অথবা উহার কোন বিনির্দিষ্ট বিধানাবলী পুনর্বিবেচনা করিবার এবং বিশেষতঃ, রাষ্ট্রপতি, তাঁহার বার্তায় যেরূপ সুপারিশ করিবেন সেরূপ কোন সংশোধন প্রণয়নের বাঞ্ছনীয়তা বিবেচনা করিবার অনুরোধ করিয়া একটি বার্তাসহ বিধিটি বোড়োল্যান্ড স্থানিক পরিষদের নিকট প্রত্যর্পণ করিবার জন্য নির্দেশ দিতে পারিবেন, এবং যখন ঐ বিধি ঐরূপে প্রত্যর্পিত হয়, তখন, উক্ত পরিষদ ঐরূপ বার্তা প্রাপ্তির তারিখ হইতে ছয় মাস সময়সীমার মধ্যে তদনুসারে বিধিটি বিবেচনা করিবেন এবং ঐ বিধি উক্ত পরিষদে পুনরায়, সংশোধনসহ বা ব্যতীত, গৃহীত হইলে উহা রাষ্ট্রপতির বিবেচনার জন্য পুনরায় তাঁহার নিকট উপস্থাপন করা হইবে।"

৪। **স্বশাসিত জেলাসমূহে ও স্বশাসিত অঞ্চলসমূহে বিচার-কার্য পরিচালনা।**—(১) কোন স্বশাসিত অঞ্চলের অভ্যন্তরস্থ ক্ষেত্রসমূহ সম্পর্কে ঐরূপ অঞ্চলের আঞ্চলিক পরিষদ, এবং কোন স্বশাসিত জেলার অভ্যন্তরস্থ কোন ক্ষেত্র আঞ্চলিক পরিষদের প্রাধিকারাধীনে থাকিলে তদ্ব্যতীত, ঐ জেলার অভ্যন্তরস্থ অন্য ক্ষেত্রসমূহ সম্পর্কেঐ জেলার জেলা পরিষদ, যেসকল মোকদ্দমা ও মামলায় এই তফসিলের ৫ প্যারাগ্রাফের (১) উপ-প্যারাগ্রাফের বিধানাবলী প্রযুক্ত হয় তদ্ব্যতীত অন্য যেসকল মোকদ্দমা ও মামলায় পক্ষগণের সকলে ঐরূপ ক্ষেত্রসমূহের অভ্যন্তরস্থ তফসিলী জনজাতিভুক্ত, সেই যে সকল মোকদ্দমা ও মামলায় বিচারের জন্য, ঐ রাজ্যের যেকোন আদালত বাদ দিয়া, গ্রাম পরিষদসমূহ বা আদালতসমূহ গঠন করিতে পারেন এবং যথোপযুক্ত ব্যক্তিগণকে ঐরূপ গ্রাম পরিষদসমূহের সদস্যরূপে বা ঐরূপ আদালতসমূহের অগ্রাধিকারিকরূপে নিযুক্ত করিতে পারেন, এবং এই তফসিলের ৩ প্যারাগ্রাফ অনুযায়ী প্রণীত বিধিসমূহের পরিচালনের জন্য যেরূপ আবশ্যক হইতে পারে সেরূপ আধিকারিকও নিযুক্ত করিতে পারেন।

(২) এই সংবিধানে যাহা কিছু আছে তৎসত্ত্বেও, কোন স্বশাসিত অঞ্চলের আঞ্চলিক পরিষদ, বা আঞ্চলিক পরিষদ কর্তৃক তৎপক্ষে গঠিত কোন আদালত, অথবা কোন স্বশাসিত জেলার অভ্যন্তরস্থ কোন ক্ষেত্র সম্পর্কে কোন আঞ্চলিক পরিষদ না থাকিলে ঐ জেলার জেলা পরিষদ, অথবা জেলা পরিষদ কর্তৃক তৎপক্ষে গঠিত কোন আদালত, এই তফসিলের ৫ প্যারাগ্রাফের (১) উপ-প্যারাগ্রাফের বিধানাবলী যেসকল মোকদ্দমা ও মামলায় প্রযুক্ত হয় তদ্ব্যতীত, ক্ষেত্রানুযায়ী, ঐরূপ অঞ্চলের বা ক্ষেত্রের অভ্যন্তরস্থ, এই প্যারাগ্রাফের (১) উপ-প্যারাগ্রাফ অনুযায়ী গঠিত, কোন গ্রাম পরিষদ বা আদালত কর্তৃক বিচার্য অন্য সকল মোকদ্দমা ও মামলা সম্পর্কে আপীল-আদালতের ক্ষমতাসমূহ প্রয়োগ করিবেন এবং ঐরূপ মোকদ্দমা বা মামলার উপর হাইকোর্ট ও সুপ্রীম কোর্ট ভিন্ন অন্য কোন আদালতের ক্ষেত্রাধিকার থাকিবে না।

(৩) এই প্যারাগ্রাফের (২) উপ-প্যারাগ্রাফের বিধানাবলী যেসকল মোকদ্দমা ও মামলার প্রতি প্রযুক্ত হয় তৎসম্পর্কে, রাজ্যপাল, আদেশ দ্বারা, সময় সময় যেরূপ বিনির্দিষ্ট করিতে পারেন সেরূপ ক্ষেত্রাধিকার *** হাইকোর্টের থাকিবে এবং ঐ আদালত তাহা প্রয়োগ করিবেন।

ষষ্ঠ তফসিল

(৪) ক্ষেত্রানুযায়ী কোন আঞ্চলিক পরিষদ বা জেলা পরিষদ রাজ্যপালের পূর্বানুমোদন লইয়া,—

(ক) এই প্যারাগ্রাফ অনুযায়ী গ্রাম পরিষদ ও আদালত গঠন এবং তৎকর্তৃক যে ক্ষমতাসমূহ প্রযুক্ত হইবে তাহা;

(খ) এই প্যারাগ্রাফের (১) উপ-প্যারাগ্রাফ অনুযায়ী মোকদ্দমা ও মামলার বিচারে গ্রাম পরিষদ বা আদালত কর্তৃক অনুসরণীয় প্রক্রিয়া;

(গ) এই প্যারাগ্রাফের (২) উপ-প্যারাগ্রাফ অনুযায়ী আপীল ও অন্য কার্যবাহসমূহে আঞ্চলিক বা জেলা পরিষদ অথবা ঐরূপ পরিষদ কর্তৃক গঠিত কোন আদালত কর্তৃক অনুসরণীয় প্রক্রিয়া;

(ঘ) ঐরূপ পরিষদ ও আদালতের সিদ্ধান্ত ও আদেশ বলবৎকরণ;

(ঙ) এই প্যারাগ্রাফের (১) ও (২) উপ-প্যারাগ্রাফের বিধানাবলী কার্যে পরিণত করিবার জন্য অন্য সকল সহায়ক বিষয়

প্রনিয়ন্ত্রিত করিয়া নিয়মাবলী প্রণয়ন করিতে পারেন।

[(৫) [সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারের সহিত পরামর্শের পর] রাষ্ট্রপতি প্রজ্ঞাপন দ্বারা যে তারিখ এতৎপক্ষে নির্দিষ্ট করিতে পারেন সেই তারিখে ও তদবধি, ঐ প্রজ্ঞাপনে যে স্বশাসিত জেলা বা অঞ্চল বিনির্দিষ্ট হইতে পারে তৎসম্পর্কে এই প্যারাগ্রাফ এরূপে কার্যকর হইবে যেন—

(i) (১) উপ-প্যারাগ্রাফে, "যেসকল মোকদ্দমা ও মামলায় এই তফসিলের ৫ প্যারাগ্রাফের (১) উপ-প্যারাগ্রাফের বিধানাবলী প্রযুক্ত হয় তদ্ব্যতীত অন্য যেসকল মোকদ্দমা ও মামলায় পক্ষগণের সকলে ঐরূপ ক্ষেত্রসমূহের অভ্যন্তরস্থ তফসিলী জনজাতিভুক্ত, সেই"—এই শব্দসমূহের স্থলে, "এই তফসিলের ৫ প্যারাগ্রাফের (১) উপ-প্যারাগ্রাফে উল্লিখিত প্রকৃতির যেসকল মোকদ্দমা ও মামলা রাজ্যপাল এতদর্থে বিনির্দিষ্ট করিতে পারেন সেগুলি বাদে"— এই শব্দসমূহ প্রতিস্থাপিত হইয়াছিল;

(ii) (২) ও (৩) উপ-প্যারাগ্রাফ বাদ দেওয়া হইয়াছিল ;

(iii) (৪) উপ-প্যারাগ্রাফে—

(ক) "ক্ষেত্রানুযায়ী কোন আঞ্চলিক পরিষদ বা জেলা পরিষদ, রাজ্যপালের পূর্বানুমোদন লইয়া......... প্রনিয়ন্ত্রিত করিয়া নিয়মাবলী প্রণয়ন করিতে পারেন" — এই শব্দসমূহের স্থলে, "রাজ্যপাল....... প্রনিয়ন্ত্রিত করিয়া নিয়মাবলী প্রণয়ন করিতে পারেন" — এই শব্দসমূহ প্রতিস্থাপিত হইয়াছিল; এবং

(খ) (ক) প্রকরণের স্থলে, নিম্নলিখিত প্রকরণ প্রতিস্থাপিত হইয়াছিল, যথা :—

"(ক) এই প্যারাগ্রাফ অনুযায়ী গ্রাম পরিষদ ও আদালত গঠন, তৎকর্তৃক যে ক্ষমতাসমূহ প্রযুক্ত হইবে এবং গ্রাম পরিষদ ও আদালতের সিদ্ধান্ত হইতে যে আদালতে আপীল চলিবে তাহা;";

ষষ্ঠ তফসিল

(গ) (গ) প্রকরণের স্থলে, নিম্নলিখিত প্রকরণ প্রতিস্থাপিত হইয়াছিল, যথা :—

"(গ) রাষ্ট্রপতি কর্তৃক (৫) উপ-প্যারাগ্রাফ অনুযায়ী নির্দিষ্ট তারিখের অব্যবহিত পূর্বে, আঞ্চলিক বা জেলা পরিষদের অথবা ঐরূপ পরিষদ কর্তৃক গঠিত কোন আদালতের সমক্ষে বিচারাধীন আপীল ও অন্য কার্যবাহের স্থানান্তরণ;" ; এবং

(ঘ) (ঙ) প্রকরণে, " (১) ও (২) উপ-প্যারাগ্রাফের"— এই সকল বন্ধনী, সংখ্যা ও শব্দের স্থলে, "(১) উপ-প্যারাগ্রাফের"— এই বন্ধনী, সংখ্যা ও শব্দ প্রতিস্থাপিত হইয়াছিল।]

সংবিধান ষষ্ঠ তফসিল (সংশোধন) আইন, ২০০৩ (২০০৩-এর ৪৪)-এর ২ ধারা দ্বারা প্যারাগ্রাফ ৪, আসাম রাজ্যে উহার প্রয়োগ সম্পর্কে, এরূপে সংশোধন করা হইয়াছে যাহাতে (৫) উপ-প্যারাগ্রাফের পর নিম্নলিখিত উপ-প্যারাগ্রাফ (৭.৯.২০০৩ হইতে কার্যকারিতাসহ), সন্নিবেশিত করা যায়, যথা: —

"(৬) এই প্যারাগ্রাফের কোন কিছুই এই তফসিলের প্যারাগ্রাফ ২-এর উপ-প্যারাগ্রাফ (৩)-এর অনুবিধি অনুযায়ী গঠিত বোড়োল্যান্ড স্থানিক পরিষদের সম্পর্কে প্রযোজ্য হইবে না।"।

৫। **কোন কোন মোকদ্দমা, মামলা ও অপরাধের বিচারের জন্য আঞ্চলিক ও জেলা পরিষদকে এবং কোন কোন আদালত ও আধিকারিককে দেওয়ানী প্রক্রিয়া সংহিতা, ১৯০৮ ও ফৌজদারী প্রক্রিয়া সংহিতা, ১৮৯৮ অনুযায়ী ক্ষমতাসমূহ অর্পণ।**—(১) কোন স্বশাসিত জেলায় বা অঞ্চলে বলবৎ কোন বিধি যাহা রাজ্যপাল কর্তৃক তৎপক্ষে বিনির্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা হইতে উদ্ভূত মোকদ্দমা বা মামলার বিচারের জন্য, অথবা ভারতীয় দণ্ড সংহিতা অনুযায়ী বা ঐরূপ জেলায় বা অঞ্চলে তৎকালে প্রযোজ্য অন্য কোন বিধি অনুযায়ী মৃত্যুদণ্ড, যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর বা অন্যূন পাঁচ বৎসর কালের জন্য কারাবাসে দণ্ডনীয় অপরাধসমূহের বিচারের জন্য, রাজ্যপাল, ঐরূপ জেলায় বা অঞ্চলে যে জেলা পরিষদের বা আঞ্চলিক পরিষদের প্রাধিকার আছে তাহাকে অথবা ঐরূপ জেলা পরিষদ কর্তৃক গঠিত আদালতসমূহকে অথবা রাজ্যপাল কর্তৃক তৎপক্ষে নিযুক্ত কোন আধিকারিককে, ক্ষেত্রানুযায়ী, দেওয়ানী প্রক্রিয়া সংহিতা, ১৯০৮ বা ফৌজদারী প্রক্রিয়া সংহিতা, ১৮৯৮ অনুযায়ী যেরূপ ক্ষমতা তিনি যথাযোগ্য গণ্য করেন সেরূপ ক্ষমতা অর্পণ করিতে পারেন, এবং তদনন্তর, উক্ত পরিষদ, আদালত বা আধিকারিক ঐরূপে অর্পিত ক্ষমতার প্রয়োগক্রমে মোকদ্দমা, মামলা বা অপরাধসমূহের বিচার করিবেন।

(২) রাজ্যপাল এই প্যারাগ্রাফের (১) উপ-প্যারাগ্রাফ অনুযায়ী কোন জেলা পরিষদ, আঞ্চলিক পরিষদ, আদালত বা আধিকারিককে অর্পিত যেকোন ক্ষমতা প্রত্যাহার বা সংপরিবর্তন করিতে পারেন।

(৩) যে স্বশাসিত জেলায় বা স্বশাসিত অঞ্চলে এই প্যারাগ্রাফের বিধানাবলী প্রযুক্ত হয়, তথায় কোন মোকদ্দমা, মামলা বা অপরাধের বিচারে, এই প্যারাগ্রাফে স্পষ্টতঃ যেরূপ বিহিত হইয়াছে তদ্ভিন্ন, দেওয়ানী প্রক্রিয়া সংহিতা, ১৯০৮ ও ফৌজদারী প্রক্রিয়া সংহিতা, ১৮৯৮ প্রযুক্ত হইবে না।

[(৪) কোন স্বশাসিত জেলা বা স্বশাসিত অঞ্চল সম্বন্ধে, ৪ প্যারাগ্রাফের (৫) উপ-প্যারাগ্রাফ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নির্দিষ্ট তারিখে ও তদবধি, ঐ জেলায় বা অঞ্চলে এই প্যারাগ্রাফের প্রয়োগে ইহার কোন কিছুই জেলা পরিষদকে বা অঞ্চল পরিষদকে বা জেলা পরিষদ কর্তৃক গঠিত আদালতসমূহকে এই প্যারাগ্রাফের (১) উপ-প্যারাগ্রাফে উল্লিখিত কোন ক্ষমতা অর্পণ করিতে রাজ্যপালকে প্রাধিকৃত করে বলিয়া গণ্য হইবে না।]

ষষ্ঠ তফসিল

[৬। **জেলা পরিষদের প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহ, ইত্যাদি স্থাপন করিবার ক্ষমতাসমূহ।** —(১) কোন স্বশাসিত জেলার জেলা পরিষদ ঐ জেলাতে প্রাথমিক বিদ্যালয়, ঔষধালয়, বাজার, [গবাদি পশুর খোঁয়াড়], খেয়াপথ, মৎস্যক্ষেত্র, সড়ক, সড়ক পরিবহন ও জলপথসমূহ স্থাপন, নির্মাণ বা পরিচালনা করিতে পারেন এবং, রাজ্যপালের পূর্বানুমোদন লইয়া, উহাদের নিয়ন্ত্রণ ও প্রনিয়ন্ত্রণের জন্য প্রনিয়মাবলী প্রণয়ন করিতে পারেন এবং, বিশেষতঃ, জেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে প্রাথমিক শিক্ষা যে ভাষায় ও যে প্রণালীতে প্রদত্ত হইবে তাহা বিহিত করিতে পারেন।

(২) রাজ্যপাল, কোন জেলা পরিষদের সম্মতি লইয়া ঐ পরিষদ বা উহার আধিকারিকগণের উপর কৃষি, পশুপালন, সমাজপ্রকল্প, সমবায় সমিতিসমূহ, সমাজকল্যাণ ও গ্রাম পরিকল্পনা সম্বন্ধে, অথবা *** রাজ্যের নির্বাহিক ক্ষমতা যাহাতে প্রসারিত হয় এরূপ অন্য কোন বিষয় সম্বন্ধে, কৃত্যসমূহ শর্ত সাপেক্ষে বা বিনা শর্তে ন্যস্ত করিতে পারেন।

৭। **জেলা ও আঞ্চলিক নিধিসমূহ।**— (১) প্রত্যেক স্বশাসিত জেলার জন্য একটি জেলা নিধি এবং প্রত্যেক স্বশাসিত অঞ্চলের জন্য একটি আঞ্চলিক নিধি গঠন করিতে হইবে যাহাতে জমা দেওয়া হইবে এই সংবিধানের বিধানাবলী অনুযায়ী যথাক্রমে ঐ জেলার জেলা পরিষদ ও ঐ অঞ্চলের আঞ্চলিক পরিষদ কর্তৃক, ক্ষেত্রানুযায়ী, ঐ জেলা বা ঐ অঞ্চলের প্রশাসন পরিচালনক্রমে প্রাপ্ত অর্থসমূহ।

(২) রাজ্যপাল, ক্ষেত্রানুযায়ী, ঐ জেলা নিধি বা আঞ্চলিক নিধির পরিচালনের জন্য এবং উক্ত নিধিতে অর্থপ্রদান, উহা হইতে অর্থ উঠাইয়া লওয়া, ঐ অর্থের অভিরক্ষা এবং পূর্বোক্ত বিষয়সমূহের সহিত সম্পর্কিত বা তৎসহায়ক অন্য কোন বিষয় সম্পর্কে অনুসরণীয় প্রক্রিয়ার জন্য নিয়মাবলী প্রণয়ন করিতে পারেন।

(৩) ক্ষেত্রানুযায়ী জেলা পরিষদের বা অঞ্চল পরিষদের হিসাবসমূহ ভারতের মহা হিসাব-নিয়ামক ও নিরীক্ষক রাষ্ট্রপতির অনুমোদন লইয়া, যেরূপ বিহিত করিতে পারেন সেরূপ প্ররূপে রক্ষিত হইবে।

(৪) মহা হিসাব-নিয়ামক ও নিরীক্ষক যেরূপ উপযুক্ত মনে করেন সেরূপ প্রণালীতে জেলা ও আঞ্চলিক পরিষদের হিসাবসমূহ নিরীক্ষা করাইতে পারেন, এবং ঐরূপ হিসাবসমূহ সম্বন্ধে মহা হিসাব-নিয়ামক ও নিরীক্ষকের প্রতিবেদনসমূহ রাজ্যপালের নিকট উপস্থাপিত হইবে এবং রাজ্যপাল ঐগুলি পরিষদের সমক্ষে স্থাপিত করাইবেন।

৮। **ভূমিরাজস্ব ধার্য ও সংগ্রহ করিবার এবং কর আরোপ করিবার ক্ষমতাসমূহ।**— (১) কোন স্বশাসিত অঞ্চলের আঞ্চলিক পরিষদের ঐরূপ অঞ্চলের অভ্যন্তরস্থ সকল ভূমি সম্পর্কে, এবং কোন স্বশাসিত জেলার জেলা পরিষদের, ঐ জেলার অভ্যন্তরস্থ কোন ক্ষেত্র আঞ্চলিক পরিষদের প্রাধিকারাধীনে থাকিলে তন্মধ্যস্থিত কোন ভূমি ব্যতীত, ঐ জেলার অভ্যন্তরস্থ অন্য সকল ভূমি সম্পর্কে, [সাধারণভাবে ঐ রাজ্যে ভূমিরাজস্বের প্রয়োজনে ভূমিকর ধার্যকরণে রাজ্য সরকার কর্তৃক] তৎকালে অনুসৃত নীতি অনুসারে ঐরূপ ভূমি সম্পর্কে রাজস্ব ধার্য ও সংগ্রহ করিবার ক্ষমতা থাকিবে।

(২) কোন স্বশাসিত অঞ্চলের আঞ্চলিক পরিষদের ঐরূপ অঞ্চলের অভ্যন্তরস্থ সকল ক্ষেত্র সম্পর্কে, এবং কোন স্বশাসিত জেলার জেলা পরিষদের, ঐ জেলার অভ্যন্তরস্থ কোন ক্ষেত্র আঞ্চলিক পরিষদের প্রাধিকারাধীনে থাকিলে তদ্ব্যতীত ঐ জেলার অভ্যন্তরস্থ অন্য সকল ক্ষেত্র সম্পর্কে, ঐরূপ ক্ষেত্রের অভ্যন্তরস্থ ভূমি ও ভবন হইতে করসমূহ এবং ঐরূপ ক্ষেত্রের অভ্যন্তরে বসবাসকারী ব্যক্তিগণের নিকট হইতে উপশুল্কসমূহ উদ্‌গ্রহণ ও সংগ্রহ করিবার ক্ষমতা থাকিবে।

ষষ্ঠ তফসিল

(৩) কোন স্বশাসিত জেলার জেলা পরিষদের ঐ জেলার অভ্যন্তরে নিম্নলিখিত সকল বা যেকোন কর উদ্‌গ্রহণ ও সংগ্রহ করিবার ক্ষমতা থাকিবে, অর্থাৎ—

(ক) বৃত্তি, ব্যবসায়, পেশা ও চাকরির উপর করসমূহ;

(খ) পশু, যান ও নৌকার উপর করসমূহ;

(গ) কোন বাজারে বিক্রয়ের জন্য পণ্যসমূহের তথায় প্রবেশের উপর করসমূহ এবং খেয়ায় বাহিত যাত্রী ও পণ্যসমূহের উপর উপশুল্কসমূহ;

(ঘ) বিদ্যালয়, ঔষধালয় বা সড়ক রক্ষণাবেক্ষণের জন্য করসমূহ; এবং

(ঙ) প্রমোদ ও বিনোদন কর।

(৪) ক্ষেত্রানুযায়ী কোন আঞ্চলিক পরিষদ বা জেলা পরিষদ, এই প্যারাগ্রাফের (২) ও (৩) উপ-প্যারাগ্রাফে বিনির্দিষ্ট যেকোন কর উদ্‌গ্রহণ ও সংগ্রহের ব্যবস্থার জন্য প্রনিয়মাবলী প্রণয়ন করিতে পারেন [এবং ঐরূপ প্রত্যেক প্রনিয়ম অবিলম্বে রাজ্যপালের নিকট উপস্থাপিত হইবে এবং তিনি তৎপ্রতি সম্মতি প্রদান না করা পর্যন্ত উহার কোন কার্যকারিতা থাকিবে না]।

৯। **খনিজসমূহের অন্বেষণ বা নিষ্কর্ষণের উদ্দেশ্যে লাইসেন্স বা পাট্টাসমূহ।**—(১) কোন স্বশাসিত জেলার অভ্যন্তরস্থ কোন ক্ষেত্র সম্পর্কে খনিজসমূহের অন্বেষণ বা নিষ্কর্ষণের উদ্দেশ্যে [রাজ্যের সরকার] কর্তৃক প্রদত্ত লাইসেন্স বা পাট্টাসমূহ হইতে প্রতি বৎসর যে রয়ালটি উদ্ভূত হয়, উহার যেরূপ অংশ সম্পর্কে [রাজ্যের সরকার] এবং ঐরূপ জেলার জেলা পরিষদ স্বীকৃত হইবেন সেরূপ অংশ ঐ জেলা পরিষদকে দেওয়া হইবে।

(২) কোন জেলা পরিষদকে ঐরূপ রয়ালটির প্রদেয় অংশ সম্পর্কে কোন বিবাদ উত্থিত হইলে উহা রাজ্যপালের নিকট নির্ধারণের জন্য প্রেষিত হইবে এবং রাজ্যপাল স্ববিবেচনায় যে পরিমাণ অর্থ নির্ধারিত করিবেন তাহা এই প্যারাগ্রাফের (১) উপ-প্যারাগ্রাফ অনুযায়ী ঐ জেলা পরিষদকে প্রদেয় অর্থ বলিয়া গণ্য হইবে, এবং রাজ্যপালের মীমাংসা চূড়ান্ত হইবে।

সংবিধান ষষ্ঠ তফসিল (সংশোধন) আইন, ১৯৮৮ (১৯৮৮-র ৬৭)-র ২ ধারা দ্বারা (১৬.১২.১৯৮৮ হইতে কার্যকারিতাসহ) প্যারাগ্রাফ ৯, ত্রিপুরা ও মিজোরাম রাজ্যে উহার প্রয়োগ সম্পর্কে, এরূপে সংশোধন করা হইয়াছে যাহাতে (২) উপ-প্যারাগ্রাফের পর নিম্নলিখিত উপ-প্যারাগ্রাফ সন্নিবেশিত করা যায়, যথা :—

"(৩) রাজ্যপাল আদেশ দ্বারা নির্দেশ দিতে পারেন যে, এই প্যারাগ্রাফ অনুযায়ী কোন জেলা পরিষদকে প্রদেয় রয়ালটির অংশ, ক্ষেত্রানুযায়ী, (১) উপ-প্যারাগ্রাফ অনুযায়ী কোন চুক্তির অথবা (২) উপ-প্যারাগ্রাফ অনুযায়ী কোন নির্ধারণের তারিখ হইতে এক বৎসর সময়সীমার মধ্যে উক্ত পরিষদকে প্রদান করিতে হইবে।"

১০। **অ-জনজাতি ব্যক্তিবর্গের মহাজনী কারবার ও ব্যবসায় নিয়ন্ত্রণার্থ প্রনিয়মাবলী প্রণয়ন করিবার পক্ষে জেলা পরিষদের ক্ষমতা।**—(১) কোন স্বশাসিত জেলার জেলা পরিষদ ঐ জেলায় বসবাসকারী তফসিলী জনজাতি ভিন্ন অন্য ব্যক্তিগণের ঐ জেলার অভ্যন্তরে মহাজনী কারবার বা ব্যবসায় প্রনিয়ন্ত্রণ ও নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রনিয়মাবলী প্রণয়ন করিতে পারেন।

ষষ্ঠ তফসিল

(২) বিশেষতঃ এবং পূর্বগামী ক্ষমতার ব্যাপকতা ক্ষুণ্ণ না করিয়া, ঐরূপ প্রনিয়মাবলী—

(ক) বিহিত করিতে পারে যে তৎপক্ষে প্রদত্ত লাইসেন্সধারী ভিন্ন অন্য কেহ মহাজনী কারবার চালাইবেন না ;

(খ) কোন মহাজন উচ্চতম যে সুদের হার দাবি বা আদায় করিতে পারেন তাহা বিহিত করিতে পারে;

(গ) মহাজন কর্তৃক হিসাব রক্ষণের এবং জেলা পরিষদ কর্তৃক তৎপক্ষে নিযুক্ত আধিকারিকগণের দ্বারা ঐরূপ হিসাব পরিদর্শনের ব্যবস্থা করিতে পারে;

(ঘ) বিহিত করিতে পারে যে, কোন ব্যক্তি যিনি ঐ জেলায় বসবাসকারী তফসিলী জনজাতির সদস্য নহেন, তিনি জেলা পরিষদ কর্তৃক তৎপক্ষে প্রদত্ত লাইসেন্স অনুযায়ী ভিন্ন কোন পণ্যদ্রব্যের পাইকারী বা খুচরা ব্যবসায় চালাইবেন না :

তবে এই প্যারাগ্রাফ অনুযায়ী কোন প্রনিয়মাবলী প্রণয়ন করা যাইবে না, যদি না সেগুলি ঐ জেলা পরিষদের মোট সদস্য সংখ্যার অন্যূন তিন-চতুর্থাংশের আধিক্যে গৃহীত হয় :

পরন্তু যে মহাজন বা ব্যবসায়ী ঐরূপ প্রনিয়মাবলী প্রণয়নকালের পূর্ব হইতে ঐ জেলায় কারবার চালাইয়া আসিতেছেন তাঁহাকে লাইসেন্স মঞ্জুর করিতে অস্বীকার করিবার ক্ষমতা ঐরূপ কোন প্রনিয়মাবলীর অধীনে থাকিবে না।

(৩) এই প্যারাগ্রাফ অনুযায়ী প্রণীত সকল প্রনিয়মাবলী অবিলম্বে রাজ্যপালের নিকট উপস্থাপিত করিতে হইবে, এবং তিনি তৎপ্রতি সম্মতি প্রদান না করা পর্যন্ত উহাদের কোন কার্যকারিতা থাকিবে না।

সংবিধান ষষ্ঠ তফসিল (সংশোধন) আইন, ২০০৩ (২০০৩-এর ৪৪)-এর, ২ ধারা দ্বারা, প্যারাগ্রাফ ১০, আসাম রাজ্যে উহার প্রয়োগ সম্পর্কে এরূপে সংশোধন করা হইয়াছে, যাহাতে উপ-প্যারাগ্রাফ (৩)-এর পর নিম্নলিখিত উপ-প্যারাগ্রাফ সন্নিবেশিত করা যায়, যথা :—

"(৪) এই প্যারাগ্রাফের কোন কিছুই, এই তফসিলের প্যারাগ্রাফ ২-এর উপ-প্যারাগ্রাফ (৩)-এর অনুবিধি অনুযায়ী গঠিত বোড়োল্যান্ড স্থানিক পরিষদ সম্পর্কে প্রযোজ্য হইবে না।"।

সংবিধান ষষ্ঠ তফসিল (সংশোধন) আইন, ১৯৮৮ (১৯৮৮-র ৬৭)-র, ২ ধারা দ্বারা, প্যারাগ্রাফ ১০, ত্রিপুরা ও মিজোরাম রাজ্যে উহার প্রয়োগ সম্পর্কে, নিম্নরূপে সংশোধন করা হইয়াছে : —

(ক) শিরোনামে "অ-জনজাতিগণের দ্বারা" এই শব্দসমূহ বাদ যাইবে;

(খ) উপ-প্যারাগ্রাফ (১)-এ "তফসিলী জনজাতি ব্যতীত" এই শব্দসমূহ বাদ যাইবে;

(গ) উপ-প্যারাগ্রাফ (২)-এ, (ঘ) প্রকরণের স্থলে, নিম্নলিখিত প্রকরণ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

"(ঘ) ঐ জেলার অধিবাসী কোন ব্যক্তি, জেলা পরিষদ কর্তৃক তৎপক্ষে প্রদত্ত লাইসেন্স ভিন্ন, পাইকারী বা খুচরা, কোন প্রকার ব্যবসায় চালাইয়া যাইবেন না বলিয়া বিহিত করিবেন।"

১১। এই তফসিলের অধীনে প্রণীত বিধিসমূহের, নিয়মাবলী এবং প্রনিয়মাবলীর প্রকাশন।—জেলা পরিষদ বা আঞ্চলিক পরিষদ কর্তৃক এই তফসিলের অধীনে প্রণীত সকল বিধি, নিয়ম ও প্রনিয়ম রাজ্যের সরকারী গেজেটে অবিলম্বে প্রকাশিত হইবে এবং ঐরূপে প্রকাশিত হইলে উহারা বিধিবৎ কার্যকরী হইবে।

ষষ্ঠ তফসিল

১২। [আসাম রাজ্যের অভ্যন্তরস্থ স্বশাসিত জেলাসমূহে এবং স্বশাসিত অঞ্চলসমূহে সংসদের এবং আসাম রাজ্যের বিধানমণ্ডলের আইনসমূহের প্রয়োগ।]— (১) এই সংবিধানে যাহা কিছু আছে তৎসত্ত্বেও—

(ক) যেসকল বিষয় সম্পর্কে কোন জেলা পরিষদ বা আঞ্চলিক পরিষদ বিধি প্রণয়ন করিতে পারেন বলিয়া এই তফসিলের ৩ প্যারাগ্রাফে বিনির্দিষ্ট আছে সেরূপ যেকোন বিষয় সম্পর্কে [আসাম রাজ্যের বিধানমণ্ডলের] কোন আইন এবং চোলাই না করা সুরাসার পানীয়ের ভোগ প্রতিষিদ্ধ বা সঙ্কুচিত করণার্থ [আসাম রাজ্যের বিধানমণ্ডলের] কোন আইন [ঐ রাজ্যের] কোন স্বশাসিত জেলা বা স্বশাসিত অঞ্চলে প্রযুক্ত হইবে না, যদি না এতদুভয়ের যেকোন স্থলে ঐ জেলার, অথবা ঐ অঞ্চলের উপর ক্ষেত্রাধিকারসম্পন্ন, জেলা পরিষদ, সরকারী প্রজ্ঞাপন দ্বারা, ঐরূপ নির্দেশ দেন, এবং ঐ জেলা পরিষদ কোন আইন সম্পর্কে ঐরূপ নির্দেশ প্রদানকালে এরূপ নির্দেশ দিতে পারেন যে ঐ আইন, ঐরূপ জেলায় বা অঞ্চলে বা উহার কোন ভাগে ইহার প্রয়োগে, ঐ জেলা পরিষদ যেরূপ উপযুক্ত মনে করেন সেরূপ ব্যতিক্রম বা সংপরিবর্তনসমূহের অধীনে কার্যকর হইবে;

সংবিধান ষষ্ঠ তফসিল (সংশোধন) আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫-এর ৪২)-এর ২ ধারা দ্বারা, (১২.৯.১৯৯৫ হইতে কার্যকারিতাসহ) প্যারাগ্রাফ ১২, আসাম রাজ্যে উহার প্রয়োগ সম্পর্কে, নিম্নরূপে সংশোধন করা হইয়াছে :—

''প্যারাগ্রাফ ১২-র উপ-প্যারাগ্রাফ (১)-এ, ''এই তফসিলের প্যারাগ্রাফ ৩-এ বিনির্দিষ্ট বিষয়সমূহ'' —এই শব্দসমূহ ও সংখ্যার স্থলে ''এই তফসিলের প্যারাগ্রাফ ৩ অথবা প্যারাগ্রাফ ৩ক-এ বিনির্দিষ্ট বিষয়সমূহ'' —এই শব্দসমূহ, সংখ্যাসমূহ ও অক্ষর প্রতিস্থাপিত হইবে।''।

সংবিধান ষষ্ঠ তফসিল (সংশোধন) আইন, ২০০৩ (২০০৩-এর ৪৪)-এর ২ ধারা দ্বারা, প্যারাগ্রাফ ১২, আসাম রাজ্যে উহার প্রয়োগ সম্পর্কে, নিম্নরূপ সংশোধন করা হইয়াছে,—

''প্যারাগ্রাফ ১২-র, উপ-প্যারাগ্রাফ (১)-এ, (ক) প্রকরণে, ''এই তফসিলের প্যারাগ্রাফ ৩ অথবা প্যারাগ্রাফ ৩ক-এ বিনির্দিষ্ট বিষয়সমূহ''—এই শব্দসমূহ, সংখ্যাসমূহ ও অক্ষরের স্থলে ''এই তফসিলের প্যারাগ্রাফ ৩ অথবা প্যারাগ্রাফ ৩ক অথবা প্যারাগ্রাফ ৩খ-এ বিনির্দিষ্ট বিষয়সমূহ''—এই শব্দসমূহ, সংখ্যাসমূহ ও অক্ষর প্রতিস্থাপিত হইবে।

(খ) রাজ্যপাল, সরকারী প্রজ্ঞাপন দ্বারা, নির্দেশ দিতে পারেন যে সংসদের বা [আসাম রাজ্যের বিধানমণ্ডলের] যে আইনের প্রতি এই উপ-প্যারাগ্রাফের (ক) প্রকরণের বিধানাবলী প্রযুক্ত হয় না তাহা [ঐ রাজ্যের] কোন স্বশাসিত জেলায় বা স্বশাসিত অঞ্চলে প্রযুক্ত হইবে না, অথবা তিনি ঐ প্রজ্ঞাপনে যেরূপ ব্যতিক্রম বা সংপরিবর্তন বিনির্দিষ্ট করিতে পারেন তদধীনে ঐরূপ জেলায় বা অঞ্চলে বা উহার যেকোন ভাগে প্রযুক্ত হইবে।

(২) এই প্যারাগ্রাফের (১) উপ-প্যারাগ্রাফের অধীনে প্রদত্ত কোন নির্দেশ এরূপে প্রদত্ত হইতে পারে যাহাতে উহার অতীতপ্রভাবী কার্যকারিতা থাকে।

ষষ্ঠ তফসিল

[**১২ক। মেঘালয় রাজ্যের অভ্যন্তরস্থ স্বশাসিত জেলাসমূহে ও স্বশাসিত অঞ্চলসমূহে সংসদের এবং মেঘালয় রাজ্যের বিধানমণ্ডলের আইনসমূহের প্রয়োগ**।— এই সংবিধানে যাহা কিছু আছে তৎসত্ত্বেও,—

(ক) যদি এই তফসিলের ৩ প্যারাগ্রাফের (১) উপ-প্যারাগ্রাফে বিনির্দিষ্ট কোন বিষয় সম্পর্কে মেঘালয় রাজ্যের কোন জেলা বা আঞ্চলিক পরিষদ কর্তৃক প্রণীত কোন বিধির বিধান অথবা যদি ঐ রাজ্যের অভ্যন্তরস্থ কোন জেলা পরিষদ বা আঞ্চলিক পরিষদ কর্তৃক এই তফসিলের ৮ প্যারাগ্রাফ বা ১০ প্যারাগ্রাফ অনুযায়ী প্রণীত কোন প্রনিয়মের কোন বিধান মেঘালয় রাজ্যের বিধানমণ্ডল কর্তৃক সেই বিষয় সম্পর্কে প্রণীত কোন বিধির বিধানের বিরুদ্ধার্থক হয়, তাহাহইলে, ক্ষেত্রানুযায়ী, ঐ জেলা পরিষদ বা আঞ্চলিক পরিষদ কর্তৃক প্রণীত বিধি বা প্রনিয়ম, তাহা মেঘালয় রাজ্যের বিধানমণ্ডল কর্তৃক প্রণীত বিধির পূর্বেই প্রণীত হউক বা পরেই প্রণীত হউক, যতদুর পর্যন্ত উহার বিরুদ্ধার্থকতা আছে ততদূর পর্যন্ত, বাতিল হইবে এবং মেঘালয় রাজ্যের বিধানমণ্ডল কর্তৃক প্রণীত বিধিটি বলবৎ হইবে;

(খ) রাষ্ট্রপতি, সংসদের কোন আইন সম্পর্কে, প্রজ্ঞাপন দ্বারা, নির্দেশ দিতে পারেন যে উহা মেঘালয় রাজ্যের অভ্যন্তরস্থ কোন স্বশাসিত জেলায় বা স্বশাসিত অঞ্চলে প্রযুক্ত হইবে না অথবা উহা এরূপ জেলায় বা অঞ্চলে বা উহার কোন ভাগে, ঐ প্রজ্ঞাপনে তিনি যেরূপ বিনির্দিষ্ট করিতে পারেন, সেরূপ ব্যতিক্রম বা সংপরিবর্তনসমূহের অধীনে প্রযুক্ত হইবে, এবং ঐরূপ কোন নির্দেশ এরূপে প্রদত্ত হইতে পারে যাহাতে উহার অতীতপ্রভাবী কার্যকারিতা থাকে।

[**১২কক। ত্রিপুরা রাজ্যের অভ্যন্তরস্থ স্বশাসিত জেলা এবং স্বশাসিত অঞ্চলসমূহে সংসদের এবং ত্রিপুরা রাজ্য বিধানমণ্ডলের আইনসমূহের প্রয়োগ**।— এই সংবিধানে যাহা কিছু আছে তৎসত্ত্বেও,—

(ক) এই তফসিলের ৩ প্যারাগ্রাফে বিনির্দিষ্ট বিষয়সমূহের মধ্যে যে সকল বিষয় সম্পর্কে কোন জেলা পরিষদ অথবা আঞ্চলিক পরিষদ বিধি প্রণয়ন করিতে পারেন সেই সকল বিষয় সম্পর্কে ত্রিপুরা রাজ্য বিধানমণ্ডলের কোন আইন অথবা কোন অ-পাতিত সুরাসার পানীয়ের ব্যবহার প্রতিষেধ অথবা সংকুচিত করিয়া ত্রিপুরা রাজ্য বিধানমণ্ডলের কোন আইন ঐ রাজ্যের কোন স্বশাসিত জেলা অথবা স্বশাসিত অঞ্চলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না, যদি না উভয়ের যে কোন ক্ষেত্রে, ঐ জেলার জেলা পরিষদ অথবা ঐ অঞ্চলের উপর ক্ষেত্রাধিকারসম্পন্ন জেলা পরিষদ, সরকারী প্রজ্ঞাপন দ্বারা, ঐভাবে নির্দেশ প্রদান করেন, এবং কোন আইন সম্পর্কে ঐরূপ নির্দেশ প্রদানকালে জেলা পরিষদ এই নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন যে ঐ আইনের, ঐ জেলা অথবা ঐরূপ অঞ্চল অথবা উহার কোন অংশের ক্ষেত্রে উহার প্রয়োগ সম্পর্কে, তিনি যেরূপ উপযুক্ত মনে করিবেন সেরূপ ব্যতিক্রম এবং সংপরিবর্তন সাপেক্ষে কার্যকারিতা থাকিবে;

(খ) রাজ্যপাল, সরকারী প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এরূপ নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন যে ত্রিপুরা রাজ্য বিধানমণ্ডলের যে আইন সম্পর্কে এই উপ-প্যারাগ্রাফের (ক) প্রকরণের বিধানাবলী প্রযোজ্য হয় না সেই আইন ঐ রাজ্যের কোন স্বশাসিত জেলা অথবা স্বশাসিত অঞ্চলের ক্ষেত্রে

ষষ্ঠ তফসিল

প্রযোজ্য হইবে না অথবা উহা, তিনি প্রজ্ঞাপনে যেরূপ বিনির্দিষ্ট করিবেন সেরূপ ব্যতিক্রম অথবা সংপরিবর্তন সাপেক্ষে, ঐ জেলা অথবা ঐরূপ অঞ্চল অথবা উহার কোন অংশ সম্পর্কে, প্রযোজ্য হইবে;

(গ) রাষ্ট্রপতি, সংসদের কোন আইন সম্পর্কে, এই প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন যে উহা ত্রিপুরা রাজ্যের কোন স্বশাসিত জেলা অথবা স্বশাসিত অঞ্চলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না অথবা উহা, প্রজ্ঞাপনে তিনি যেরূপ বিনির্দিষ্ট করিবেন সেরূপ ব্যতিক্রম অথবা সংপরিবর্তন সাপেক্ষে, ঐরূপ জেলা অথবা অঞ্চল অথবা উহার কোন অংশের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে এবং ঐরূপ কোন নির্দেশ এইভাবে প্রদত্ত হইতে পারে যাহাতে উহার অতীতপ্রভাবী কার্যকারিতা থাকে।

১২খ। মিজোরাম রাজ্যের অভ্যন্তরস্থ স্বশাসিত জেলাসমূহে এবং স্বশাসিত অঞ্চলসমূহে সংসদের এবং মিজোরাম রাজ্য বিধানমণ্ডলের আইনসমূহের প্রয়োগ।— এই সংবিধানে যাহা কিছু আছে তৎসত্ত্বেও,—

(ক) এই তফসিলের ৩ প্যারাগ্রাফে বিনির্দিষ্ট বিষয়সমূহের মধ্যে যে সকল বিষয় সম্পর্কে কোন জেলা পরিষদ অথবা আঞ্চলিক পরিষদ বিধি প্রণয়ন করিতে পারেন সেই সকল বিষয় সম্পর্কে মিজোরাম রাজ্য বিধানমণ্ডলের কোন আইন অথবা কোন অ-পাতিত সুরাসার পানীয়ের ব্যবহার প্রতিষেধ অথবা সংকুচিত করিয়া মিজোরাম রাজ্য বিধানমণ্ডলের কোন আইন ঐ রাজ্যের কোন স্বশাসিত জেলা অথবা স্বশাসিত অঞ্চলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না, যদি না উভয়ের যে কোন ক্ষেত্রে, ঐ জেলার জেলা পরিষদ অথবা ঐ অঞ্চলের উপর ক্ষেত্রাধিকারসম্পন্ন জেলা পরিষদ, সরকারী প্রজ্ঞাপন দ্বারা, ঐভাবে নির্দেশ প্রদান করেন, এবং কোন আইন সম্পর্কে ঐরূপ নির্দেশ প্রদানকালে জেলা পরিষদ এই নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন যে ঐ আইনের, ঐ জেলা অথবা ঐরূপ অঞ্চল অথবা উহার কোন অংশের ক্ষেত্রে ঐ আইনের প্রয়োগ সম্পর্কে, তিনি যেরূপ উপযুক্ত মনে করিবেন সেরূপ ব্যতিক্রম এবং সংপরিবর্তন সাপেক্ষে কার্যকারিতা থাকিবে;

(খ) রাজ্যপাল, সরকারী প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এরূপ নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন যে মিজোরাম রাজ্য বিধানমণ্ডলের যে আইন সম্পর্কে এই উপ-প্যারাগ্রাফের (ক) প্রকরণের বিধানাবলী প্রযোজ্য হয় না সেই আইন ঐ রাজ্যের কোন স্বশাসিত জেলা অথবা স্বশাসিত অঞ্চলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না অথবা উহা, তিনি প্রজ্ঞাপনে, যেরূপ বিনির্দিষ্ট করিবেন সেরূপ ব্যতিক্রম অথবা সংপরিবর্তন সাপেক্ষে, ঐরূপ জেলা অথবা অঞ্চল অথবা উহার কোন অংশ সম্পর্কে, প্রযোজ্য হইবে;

(গ) রাষ্ট্রপতি, সংসদের কোন আইন সম্পর্কে, এই প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন যে উহা মিজোরাম রাজ্যের কোন স্বশাসিত জেলা অথবা স্বশাসিত অঞ্চলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না অথবা উহা, প্রজ্ঞাপনে তিনি যেরূপ বিনির্দিষ্ট করিবেন সেরূপ ব্যতিক্রম

ষষ্ঠ তফসিল

অথবা সংপরিবর্তন সাপেক্ষে, ঐরূপ জেলা অথবা অঞ্চল অথবা উহার কোন অংশের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে এবং ঐরূপ কোন নির্দেশ এইভাবে প্রদত্ত হইতে পারে যাহাতে উহার অতীতপ্রভাবী কার্যকারিতা থাকে ।]

১৩। বার্ষিক বিত্ত-বিবরণে স্বশাসিত জেলা-সংশ্লিষ্ট প্রাক্কলিত প্রাপ্তি ও ব্যয় পৃথকভাবে দেখাইতে হইবে।— কোন স্বশাসিত জেলা-সংশ্লিষ্ট প্রাক্কলিত প্রাপ্তি যাহা *** রাজ্যের সঞ্চিত নিধিতে জমা হইবে বা উহা হইতে তৎসংশ্লিষ্ট যে প্রাক্কলিত ব্যয় হইবে, তাহা প্রথমতঃ জেলা পরিষদের সমক্ষে আলোচনার জন্য উপস্থাপিত করিতে হইবে এবং ঐরূপ আলোচনার পর ২০২ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাজ্যের যে বার্ষিক বিত্ত-বিবরণ রাজ্যের বিধানমণ্ডলের সমক্ষে স্থাপন করিতে হইবে তাহাতে পৃথকভাবে দেখাইতে হইবে।

১৪। স্বশাসিত জেলাসমূহ এবং স্বশাসিত অঞ্চলসমূহের প্রশাসন সম্পর্কে অনুসন্ধান করিতে ও তদ্বিষয়ে প্রতিবেদন করিতে কমিশন নিয়োগ।— (১) রাজ্যপাল, এই তফসিলের ১ প্যারাগ্রাফের (৩) উপ-প্যারাগ্রাফের (গ), (ঘ), (ঙ) এবং (চ) প্রকরণে বিনির্দিষ্ট বিষয়সমূহ সমেত রাজ্যের অন্তর্গত স্বশাসিত জেলা এবং স্বশাসিত অঞ্চলের প্রশাসন সম্বন্ধী তৎকর্তৃক বিনির্দিষ্ট যেকোন বিষয়ে পরীক্ষা ও প্রতিবেদন করিবার জন্য যেকোন সময়ে একটি কমিশন নিযুক্ত করিতে পারেন, অথবা সাধারণতঃ রাজ্যের অন্তর্গত স্বশাসিত জেলা এবং স্বশাসিত অঞ্চলের প্রশাসন সম্পর্কে এবং বিশেষতঃ—

(ক) ঐরূপ জেলা এবং অঞ্চলে শিক্ষা ও চিকিৎসার সুযোগসুবিধার জন্য এবং সমাযোজনসমূহের জন্য ব্যবস্থা সম্পর্কে;

(খ) ঐরূপ জেলা এবং অঞ্চল সম্বন্ধী কোন নূতন বা বিশেষ বিধি প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে; এবং

(গ) জেলা পরিষদ ও আঞ্চলিক পরিষদ কর্তৃক প্রণীত বিধিসমূহ, নিয়মাবলী ও প্রনিয়মাবলীর পরিচালন সম্পর্কে;

সময় সময় অনুসন্ধান করিবার ও তদ্বিষয়ে প্রতিবেদন করিবার জন্য একটি কমিশন নিযুক্ত করিতে পারেন এবং ঐরূপ কমিশন কর্তৃক অনুসরণীয় প্রক্রিয়া নিরূপিত করিতে পারেন।

(২) ঐরূপ প্রত্যেক কমিশনের প্রতিবেদন, রাজ্যপালের তৎসম্পর্কিত সুপারিশসমূহ সহ, ঐ বিষয়ে [রাজ্যের সরকার] যে ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রস্তাব করেন তাহার একটি ব্যাখ্যামূলক স্মারকলিপি সমেত সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী কর্তৃক রাজ্যের বিধানমণ্ডলের সমক্ষে স্থাপিত হইবে।

সংবিধান ষষ্ঠ তফসিল (সংশোধন) আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫-এর ৪২)-এর, ২ ধারা দ্বারা, প্যারাগ্রাফ ১৪, আসাম রাজ্যে উহার প্রয়োগ সম্পর্কে, নিম্নরূপে সংশোধন করা হইয়াছে :—

'প্যারাগ্রাফ ১৪-র, উপ-প্যারাগ্রাফ (২)-এ, ''তৎসম্পর্কে রাজ্যপালের সুপারিশ সহ''—এই শব্দসমূহ বাদ যাইবে।

---

(৩) রাজ্য সরকারের কার্য মন্ত্রিগণের মধ্যে বিভাজনের সময় রাজ্যপাল তাঁহার কোন একজন মন্ত্রীকে বিশেষভাবে রাজ্যের অন্তর্গত স্বশাসিত জেলা এবং স্বশাসিত অঞ্চলের কল্যাণের ভার প্রদান করিতে পারেন।

ষষ্ঠ তফসিল

১৫। জেলা ও আঞ্চলিক পরিষদের কার্যসমূহ ও সংকল্পসমূহ রদ করা বা নিলম্বিত রাখা।—

(১) যদি কোন সময় রাজ্যপালের প্রতীতি হয় যে কোন জেলা বা আঞ্চলিক পরিষদের কোন কার্য বা সঙ্কল্প ভারতের নিরাপত্তা বিপন্ন করিতে পারে [বা জন-শৃঙ্খলার পক্ষে অনিষ্টকর হইতে পারে,] তাহাহইলে, তিনি ঐরূপ কার্য বা সঙ্কল্প রদ করিতে বা নিলম্বিত রাখিতে পারেন এবং ঐরূপ কার্য অনুষ্ঠান করা বা চালাইয়া যাওয়া, অথবা ঐরূপ সঙ্কল্প কার্যকর করা নিবারণের জন্য (পরিষদকে নিলম্বিত রাখা এবং যেসকল ক্ষমতা ঐ পরিষদে বর্তায় বা তৎকর্তৃক প্রয়োগযোগ্য হয় তাহা বা তাহার মধ্যে যেকোনটি স্বীয় হস্তেগ্রহণ সমেত) যেরূপ ব্যবস্থা প্রয়োজন বিবেচনা করেন তাহা অবলম্বন করিতে পারেন।

(২) এই প্যারাগ্রাফের (১) উপ-প্যারাগ্রাফ অনুযায়ী রাজ্যপাল কর্তৃক প্রদত্ত কোন আদেশ উহার কারণ সহ যত শীঘ্র সম্ভব ঐ রাজ্যের বিধানমণ্ডলের সমক্ষে উপস্থাপিত করিতে হইবে এবং, ঐ আদেশ রাজ্যের বিধানমণ্ডল কর্তৃক যদি সংহৃত না হয়, তাহাহইলে, যে তারিখে উহা প্রদত্ত হইয়াছিল সেই তারিখ হইতে বার মাস কাল বলবৎ থাকিয়া যাইবে:

তবে যদি ঐরূপ আদেশ বলবৎ থাকিয়া যাওয়া অনুমোদন করিয়া কোন সঙ্কল্প ঐ রাজ্যের বিধানমণ্ডল কর্তৃক গৃহীত হয়, তাহাহইলে, যতবার উহা গৃহীত হইবে ততবার, ঐ আদেশ রাজ্যপাল কর্তৃক রদ করা না হইলে, এই প্যারাগ্রাফ অনুযায়ী যে তারিখ হইতে উহার ক্রিয়া অন্যথা শেষ হইত সেই তারিখ হইতে আরও বার মাস কাল বলবৎ থাকিয়া যাইবে।

সংবিধান ষষ্ঠ তফসিল (সংশোধন) আইন, ১৯৮৮ (১৯৮৮-এর ৬৭)-র, ২ ধারা দ্বারা (১৬.১২.১৯৮৮ হইতে কার্যকারিতা সহ), প্যারাগ্রাফ ১৫, ত্রিপুরা ও মিজোরাম রাজ্যে উহার প্রয়োগ সম্পর্কে, নিম্নলিখিতরূপে সংশোধন করা হইয়াছে,—

'(ক) প্রারম্ভিক প্যারাগ্রাফে, "রাজ্য বিধানমণ্ডল কর্তৃক"—এই শব্দসমূহের স্থলে, "তৎকর্তৃক"—এই শব্দসমূহ প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) অনুবিধি বাদ যাইবে।"।

১৬। কোন জেলা বা আঞ্চলিক পরিষদের ভঙ্গ।— [(১)] রাজ্যপাল এই তফসিলের ১৪ প্যারাগ্রাফ অনুযায়ী নিযুক্ত কমিশনের সুপারিশক্রমে সরকারী প্রজ্ঞাপন দ্বারা কোন জেলা বা আঞ্চলিক পরিষদ ভাঙ্গিয়া দিবার আদেশ দিতে পারেন, এবং—

(ক) নির্দেশ দিতে পারেন যে ঐ পরিষদ পুনর্গঠনের জন্য একটি নূতন সাধারণ নির্বাচন অবিলম্বে অনুষ্ঠিত হইবে, অথবা

(খ) রাজ্যের বিধানমণ্ডলের পূর্বানুমোদন সাপেক্ষে, অনধিক বার মাস সময়সীমার জন্য, ঐরূপ পরিষদের প্রাধিকারাধীন ক্ষেত্রের প্রশাসন স্বয়ং গ্রহণ করিতে পারেন অথবা ঐরূপ ক্ষেত্রের প্রশাসন উক্ত প্যারাগ্রাফ অনুযায়ী নিযুক্ত কমিশনের অথবা তিনি যেরূপ উপযোগী বলিয়া বিবেচনা করেন সেরূপ অন্য কোন সংস্থার অধীনে রাখিতে পারেন:

তবে যখন এই প্যারাগ্রাফের (ক) প্রকরণ অনুযায়ী কোন আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে, তখন রাজ্যপাল নূতন সাধারণ নির্বাচনে পরিষদের পুনর্গঠন সাপেক্ষে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের প্রশাসন সম্পর্কে এই প্যারাগ্রাফের (খ) প্রকরণে উল্লিখিত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারেন:

ষষ্ঠ তফসিল

পরন্তু ক্ষেত্রানুযায়ী, জেলা পরিষদকে বা, আঞ্চলিক পরিষদকে রাজ্যের বিধানমণ্ডলের সমক্ষে উহার মতামত উপস্থাপিত করিবার সুযোগ না দিয়া এই প্যারাগ্রাফের (খ) প্রকরণ অনুযায়ী কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করা যাইবে না।

[(২) যদি কোন সময় রাজ্যপালের প্রতীতি হয় যে এরূপ পরিস্থিতি উদ্ভূত হইয়াছে যাহাতে কোন স্বশাসিত জেলা বা অঞ্চলের প্রশাসন এই তফসিলের বিধানাবলী অনুসারে চালিত হইতে পারে না, তাহাহইলে, তিনি সরকারী প্রজ্ঞাপন দ্বারা, ক্ষেত্রানুযায়ী, জেলা পরিষদে বা, আঞ্চলিক পরিষদে বর্তানো বা তৎকর্তৃক প্রয়োগযোগ্য সকল বা যেকোন কৃত্য বা ক্ষমতা স্বীয় হস্তে গ্রহণ করিতে পারেন এবং ঘোষণা করিতে পারেন যে তিনি এতৎপক্ষে যেরূপ ব্যক্তি বা প্রাধিকারীকে বিনির্দিষ্ট করিতে পারেন তৎকর্তৃক ঐরূপ কৃত্যসমূহ বা ক্ষমতাসমূহ অনধিক ছয় মাস সময়সীমার জন্য ব্যবহৃত হইবে:

তবে রাজ্যপাল পুনরাদেশ বা পুনরাদেশসমূহ দ্বারা প্রারম্ভিক আদেশের ক্রিয়া, প্রতিবারে অনধিক ছয় মাস সময়সীমার জন্য, প্রসারিত করিতে পারেন।

(৩) এই প্যারাগ্রাফের (২) উপ-প্যারাগ্রাফ অনুযায়ী কৃত প্রত্যেক আদেশ, উহার কারণসমূহসহ, রাজ্যের বিধানমণ্ডলের সমক্ষে স্থাপিত হইবে, এবং ঐ আদেশ প্রদত্ত হইবার পর যে তারিখে রাজ্য বিধানমণ্ডলের প্রথম বৈঠক হয় সেই তারিখ হইতে ত্রিশ দিনের অবসানে উহা আর সক্রিয় থাকিবে না, যদি না ঐ সময়সীমার অবসানের পূর্বে রাজ্য বিধানমণ্ডল কর্তৃক উহা অনুমোদিত হইয়া থাকে।]

সংবিধান ষষ্ঠ তফসিল (সংশোধন) আইন, ১৯৮৮ (১৯৮৮-র ৬৭)-র, ২ ধারা দ্বারা (১৬.১২.১৯৮৮ হইতে কার্যকারিতাসহ) প্যারাগ্রাফ ১৬, ত্রিপুরা ও মিজোরাম রাজ্যে, উহার প্রয়োগ সম্পর্কে, নিম্নলিখিতরূপে সংশোধিত হইয়াছে,—

'(ক) উপ-প্যারাগ্রাফ (১)এ, (খ) প্রকরণে উদ্ধৃত ''রাজ্য বিধানমণ্ডলের পূর্বানুমোদন সাপেক্ষে''—এই শব্দসমূহ, ও দ্বিতীয় অনুবিধি বাদ যাইবে;

(খ) উপ-প্যারাগ্রাফ ৩-এর স্থলে, নিম্নলিখিত উপ-প্যারাগ্রাফ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :— "(৩) এই প্যারাগ্রাফের উপ-প্যারাগ্রাফ (১) ও উপ-প্যারাগ্রাফ (২) অনুযায়ী প্রদত্ত প্রত্যেক আদেশ, উহার কারণসহ, রাজ্য বিধানমণ্ডলের সমক্ষে স্থাপিত হইবে।"।'।

১৭। স্বশাসিত জেলাসমূহে নির্বাচনক্ষেত্রসমূহ গঠন করিতে ঐরূপ জেলাসমূহ হইতে ক্ষেত্রসমূহ বাদ দেওয়া।— [আসামের বা মেঘালয়ের [বা ত্রিপুরার বা মিজোরামের বিধানসভার] নির্বাচনসমূহের প্রয়োজনে, রাজ্যপাল আদেশ দ্বারা ঘোষণা করিতে পারেন যে [, ক্ষেত্রানুযায়ী, [আসাম বা, মেঘালয় [বা ত্রিপুরা] বা মিজোরাম রাজ্যের] কোন স্বশাসিত জেলার অভ্যন্তরস্থ কোন ক্ষেত্র ঐরূপ জেলার জন্য ঐ সভায় সংরক্ষিত আসন বা আসনসমূহ পূরণার্থ কোন নির্বাচনক্ষেত্রের অংশীভূত হইবে না, কিন্তু ঐ সভায় ঐরূপে সংরক্ষিত নহে এরূপ আসন বা আসনসমূহ পূরণার্থ ঐ আদেশে বিনির্দিষ্ট কোন নির্বাচনক্ষেত্রের অংশীভূত হইবে।

সংবিধান ষষ্ঠ তফসিল (সংশোধন) আইন, ২০০৩ (২০০৩-এর ৪৪)-এর, ২ ধারা দ্বারা, প্যারাগ্রাফ ১৭, আসাম রাজ্যে উহার প্রয়োগ সম্পর্কে, এরূপে সংশোধিত হইয়াছে যাহাতে নিম্নলিখিত অনুবিধি সন্নিবেশিত করা যায়, যথা :—

''তবে এই প্যারাগ্রাফের কোন কিছুই বোড়োল্যান্ড স্থানিক এলাকা জেলা সম্পর্কে প্রযোজ্য হইবে না।''।

ষষ্ঠ তফসিল

[১৮। * * * * *

১৯। অবস্থান্তরকালীন বিধানাবলী।— (১) এই সংবিধানের প্রারম্ভের পর যথাশীঘ্র সম্ভব রাজ্যপাল রাজ্যের প্রতি স্বশাসিত জেলার জন্য এই তফসিল অনুযায়ী একটি জেলা পরিষদ গঠন করিবার জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন এবং, কোন স্বশাসিত জেলার জন্য জেলা পরিষদ ঐরূপে গঠিত না হওয়া পর্যন্ত, ঐরূপ জেলার প্রশাসন রাজ্যপালে বর্তাইবে এবং এই তফসিলে পূর্ববর্তী বিধানাবলীর পরিবর্তে নিম্নলিখিত বিধানাবলী ঐরূপ জেলার অভ্যন্তরস্থ ক্ষেত্রসমূহের প্রশাসনে প্রযুক্ত হইবে, যথা:—

(ক) সংসদের বা রাজ্যের বিধানমণ্ডলের কোন আইন ঐরূপ কোন ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হইবে না, যদি না রাজ্যপাল সরকারী প্রজ্ঞাপন দ্বারা ঐরূপ নির্দেশ দেন; এবং কোন আইন সম্বন্ধে ঐরূপ কোন নির্দেশ দিবার কালে রাজ্যপাল ইহাও নির্দেশ দিতে পারেন যে, ঐ ক্ষেত্রে বা উহার কোন বিনির্দিষ্ট ভাগে ঐ আইনের প্রয়োগে তিনি যেরূপ উপযুক্ত মনে করেন সেরূপ ব্যতিক্রম বা সংপরিবর্তন সাপেক্ষে উহার কার্যকারিতা থাকিবে;

(খ) রাজ্যপাল ঐরূপ কোন ক্ষেত্রের শান্তি ও সুশাসনের জন্য প্রনিয়মসমূহ প্রণয়ন করিতে পারেন এবং ঐরূপ প্রণীত কোন প্রনিয়ম, ঐরূপ ক্ষেত্রে তৎকালে প্রযোজ্য সংসদের বা রাজ্যের বিধানমণ্ডলের কোন আইন বা কোন বিদ্যমান বিধি নিরসন বা সংশোধন করিতে পারেন।

(২) এই প্যারাগ্রাফের (১) উপ-প্যারাগ্রাফের (ক) প্রকরণ অনুযায়ী প্রদত্ত রাজ্যপালের কোন নির্দেশ এরূপে প্রদত্ত হইতে পারে যাহাতে উহার অতীতপ্রভাবী কার্যকারিতা থাকে।

(৩) এই প্যারাগ্রাফের (১) উপ-প্যারাগ্রাফের (খ) প্রকরণ অনুযায়ী প্রণীত সকল প্রনিয়ম অবিলম্বে রাষ্ট্রপতির নিকট উপস্থাপিত করিতে হইবে এবং তিনি তৎপ্রতি সম্মতি না দেওয়া পর্যন্ত উহাদের কার্যকারিতা থাকিবে না।

সংবিধান ষষ্ঠ তফসিল (সংশোধন) আইন, ২০০৩ (২০০৩-এর ৪৪)-এর, ২ ধারা দ্বারা, প্যারাগ্রাফ ১৯, আসাম রাজ্যে উহার প্রয়োগ সম্পর্কে, এরূপে সংশোধন করা হইয়াছে, যাহাতে উপ-প্যারাগ্রাফ (৩)-এর পর নিম্নলিখিত উপ-প্যারাগ্রাফ সন্নিবেশিত করা যায়, যথা :—

'(৪) এই আইন প্রারম্ভের পর যথাসম্ভব শীঘ্র, রাজ্যপাল কর্তৃক, আসামে বোড়োল্যান্ড স্থানিক এলাকা জেলার জন্য নিষ্পত্তির স্মারকলিপিতে স্বাক্ষরকারীগণ ও তৎসহ বোড়ো আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের মধ্য হইতে, একটি অন্তর্বর্তীকালীন নির্বাহী পরিষদ গঠিত হইবে, ও উহাতে ঐ এলাকার অ-জনজাতিভুক্ত সম্প্রদায়ের পর্যাপ্ত প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা থাকিবে :

তবে অন্তর্বর্তীকালীন পরিষদ ছয়মাস সময়সীমার জন্য হইবে, যে সময়সীমাকালে ঐ পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত করিবার প্রচেষ্টা করা হইবে।

ব্যাখ্যা।—এই উপ-প্যারাগ্রাফের উদ্দেশ্যে, ''নিষ্পত্তির স্মারকলিপি'' এই অভিব্যক্তি বলিতে ভারত সরকার, আসাম সরকার ও বোড়ো লিবারেশন টাইগারের মধ্যে ১০ই ফেব্রুয়ারি, ২০০৩ তারিখে স্বাক্ষরিত স্মারকলিপি বুঝায়।'।

ষষ্ঠ তফসিল

[২০। জনজাতি ক্ষেত্রসমূহ।— (১) নিম্নলিখিত সারণীর ভাগ ১, ২ [, ২ক] ও ৩-এ বিনির্দিষ্ট ক্ষেত্রসমূহ যথাক্রমে আসাম রাজ্য, মেঘালয় রাজ্য [, ত্রিপুরা রাজ্য] ও মিজোরাম রাজ্যের অভ্যন্তরস্থ জনজাতি ক্ষেত্রসমূহ হইবে।

(২) [নিম্নলিখিত সারণীর ভাগ ১, ভাগ ২ বা ভাগ ৩-এ কোন জেলার উল্লেখ,] উত্তর-পূর্ব ক্ষেত্রসমূহ (পুনঃসংগঠন) আইন, ১৯৭১-এর ২ ধারার (খ) প্রকরণ অনুযায়ী নির্দিষ্ট দিনের অব্যবহিত পূর্বে বিদ্যমান ঐ নামের স্বশাসিত জেলার অন্তর্ভুক্ত রাজ্যক্ষেত্রসমূহের উল্লেখ বলিয়া অর্থ করিতে হইবে:

তবে এই তফসিলের ৩ প্যারাগ্রাফের (১) উপ-প্যারাগ্রাফের (ঙ) ও (চ) প্রকরণ, ৪ প্যারাগ্রাফ, ৫ প্যারাগ্রাফ, (৬) প্যারাগ্রাফ, ৮ প্যারাগ্রাফের (২) উপ-প্যারাগ্রাফ, (৩) উপ-প্যারাগ্রাফের (ক), (খ) ও (ঘ) প্রকরণ ও (৪) উপ-প্যারাগ্রাফ এবং ১০ প্যারাগ্রাফের (২) উপ-প্যারাগ্রাফের (ঘ) প্রকরণের প্রয়োজনে, শিলং পৌরসংঘের অন্তর্ভুক্ত ক্ষেত্রের কোন ভাগ [খাসী পার্বত্য জেলার] অভ্যন্তরস্থ বলিয়া গণ্য হইবে না।

[(৩) নিম্নলিখিত সারণীতে ভাগ ২ক-এ ''ত্রিপুরা জনজাতি ক্ষেত্র জেলা''-র উল্লেখ ত্রিপুরা জনজাতি ক্ষেত্র স্বশাসিত জেলা পরিষদ আইন, ১৯৭৯-র প্রথম তফসিলে বিনির্দিষ্ট জনজাতি ক্ষেত্রসমূহ লইয়া গঠিত রাজ্যক্ষেত্রের উল্লেখ বলিয়া অর্থ করা হইবে।]

সারণী

ভাগ ১

১। উত্তর কাছাড় পার্বত্য জেলা।

২। কার্বি আংলং জেলা।

৩। বোড়োল্যান্ড স্থানিক এলাকা জেলা।

ভাগ ২

[১। খাসী পার্বত্য জেলা।

২। জৈন্তিয়া পার্বত্য জেলা।]

৩। গারো পার্বত্য জেলা।

[ভাগ ২ক

ত্রিপুরা জনজাতি এলাকা জেলা।]

ভাগ ৩

***

[১। চাকমা জেলা।

২। মারা জেলা।

৩। লাই জেলা।]

ষষ্ঠ তফসিল

[২০ক। মিজো জেলা পরিষদের ভঙ্গ।—(১) এই তফসিলে যাহা কিছু আছে তৎসত্ত্বেও, বিহিত তারিখের অব্যবহিত পূর্বে বিদ্যমান মিজো জেলার জেলা পরিষদ (অতঃপর মিজো জেলা পরিষদ বলিয়া উল্লিখিত) ভাঙ্গিয়া যাইবে ও আর বিদ্যমান থাকিবে না।

(২) সংঘশাসিত রাজ্যক্ষেত্র মিজোরামের প্রশাসক, এক বা একাধিক আদেশ দ্বারা, নিম্নলিখিত সকল বা যেকোন বিষয়ের জন্য বিধান করিতে পারেন, যথা:—

(ক) মিজো জেলা পরিষদের পরিসম্পদ, অধিকার ও দায়িতা (ঐ পরিষদ কর্তৃক কৃত কোন সংবিদা অনুযায়ী অধিকার ও দায়িতা সমেত) সংঘের বা অন্য কোন প্রাধিকারীর নিকট পূর্ণতঃ বা অংশতঃ হস্তান্তরণ;

(খ) যেসকল বৈধিক কার্যবাহে মিজো জেলা পরিষদ একটি পক্ষ, তাহাতে পক্ষরূপে মিজো জেলা পরিষদের স্থলে সংঘ বা অন্য কোন প্রাধিকারীর প্রতিস্থাপন অথবা সংঘ বা অন্য কোন প্রাধিকারীর সংযোজন;

(গ) মিজো জেলা পরিষদের কর্মচারিগণের সংঘ বা অন্য কোন প্রাধিকারীর নিকট হস্তান্তরণ অথবা সংঘ বা অন্য কোন প্রাধিকারী কর্তৃক পুনর্নিয়োগ, ঐরূপ হস্তান্তরণ বা পুনর্নিয়োগের পর ঐরূপ কর্মচারিগণের প্রতি প্রযোজ্য চাকরির শর্ত ও প্রতিবন্ধ;

(ঘ) মিজো জেলা পরিষদ কর্তৃক প্রণীত এবং উহা ভঙ্গ হইবার অব্যবহিত পূর্বে বলবৎ বিধিসমূহের, প্রশাসক এতৎপক্ষে যেরূপ অভিযোজন ও সংপরিবর্তন, নিরসন আকারেই হউক বা সংশোধন আকারেই হউক, করিতে পারেন তৎসাপেক্ষে থাকিয়া যাওয়া, যতদিন না ঐরূপ বিধিসমূহ কোন ক্ষমতাপন্ন বিধানমণ্ডল বা অন্য ক্ষমতাপন্ন প্রাধিকারী কর্তৃক পরিবর্তিত, নিরসিত বা সংশোধিত হয়;

(ঙ) প্রশাসক যেরূপ প্রয়োজন বিবেচনা করেন, সেরূপ আনুষঙ্গিক, অনুবর্তী ও অনুপূরক বিষয়সমূহ।

ব্যাখ্যা।— এই প্যারাগ্রাফে ও এই তফসিলের ২০খ প্যারাগ্রাফে, ''বিহিত তারিখ'' কথাটি বলিতে সেই তারিখ বুঝাইবে, যে তারিখে সংঘশাসিত রাজ্যক্ষেত্র মিজোরামের বিধানসভা সংঘশাসিত রাজ্যক্ষেত্রসমূহের শাসন আইন, ১৯৬৩ অনুযায়ী ও উহার বিধানাবলী অনুসারে যথাযথভাবে গঠিত হয়।

২০খ। সংঘশাসিত রাজ্যক্ষেত্র মিজোরামের অভ্যন্তরস্থ স্বশাসিত অঞ্চল স্বশাসিত জেলা হইবে এবং তৎপরিণামী অস্থায়ী বিধানাবলী।— (১) এই তফসিলে যাহা কিছু আছে তৎসত্ত্বেও,—

(ক) সংঘশাসিত রাজ্যক্ষেত্র মিজোরাম বিহিত তারিখের অব্যবহিত পূর্বে বিদ্যমান প্রত্যেক স্বশাসিত অঞ্চল, ঐ তারিখে ও তদবধি, ঐ সংঘশাসিত রাজ্যক্ষেত্রে স্বশাসিত জেলা (অতঃপর তৎস্থানী নূতন জেলা বলিয়া উল্লিখিত) হইবে, এবং উহার প্রশাসক, এক বা একাধিক আদেশ দ্বারা, নির্দেশ দিতে পারেন যে এই প্রকরণের বিধানাবলী কার্যে পরিণত করিতে যেরূপ প্রয়োজন এই তফসিলের ২০ প্যারাগ্রাফে (ঐ প্যারাগ্রাফের সংলগ্ন সারণীর ভাগ ৩ সমেত) সেরূপ পারিণামিক সংশোধনসমূহ কৃত হইবে এবং তদনন্তর উক্ত প্যারাগ্রাফ ও উক্ত ভাগ ৩ তদনুযায়ী সংশোধিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে;

ষষ্ঠ তফসিল

(খ) সংঘশাসিত রাজ্যক্ষেত্র মিজোরামে বিহিত তারিখের অব্যবহিত পূর্বে স্বশাসিত অঞ্চলের বিদ্যমান প্রত্যেক আঞ্চলিক পরিষদ (অতঃপর বিদ্যমান আঞ্চলিক পরিষদ বলিয়া উল্লিখিত), ঐ তারিখে ও তদবধি এবং তৎস্থানী নূতন জেলার জন্য জেলা পরিষদ যথাযথরূপে গঠিত না হওয়া পর্যন্ত, ঐ জেলার জেলা পরিষদ (অতঃপর তৎস্থানী নূতন জেলা পরিষদ বলিয়া উল্লিখিত) বলিয়া গণ্য হইবে।

(২) কোন বিদ্যমান আঞ্চলিক পরিষদের প্রত্যেক সদস্য, নির্বাচিতই হউন বা মনোনীতই হউন, তৎস্থানী নূতন জেলা পরিষদে, ক্ষেত্রানুযায়ী, নির্বাচিত বা, মনোনীত হইয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন এবং তৎস্থানী নূতন জেলার জন্য এই তফসিল অনুযায়ী একটি জেলা পরিষদ যথাযথরূপে গঠিত না হওয়া পর্যন্ত পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন।

(৩) তৎস্থানী নূতন জেলা পরিষদ কর্তৃক এই তফসিলের ২ প্যারাগ্রাফের (৭) উপ-প্যারাগ্রাফ ও ৪ প্যারাগ্রাফের (৪) উপ-প্যারাগ্রাফ অনুযায়ী নিয়মাবলী প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত, বিদ্যমান আঞ্চলিক পরিষদ কর্তৃক উক্ত বিধানাবলী অনুযায়ী প্রণীত ও বিহিত তারিখের অব্যবহিত পূর্বে বলবৎ নিয়মাবলী, উহাতে সংঘশাসিত রাজ্যক্ষেত্র মিজোরামের প্রশাসক কর্তৃক যেরূপ অভিযোজন ও সংপরিবর্তন কৃত হইতে পারে তৎসাপেক্ষে, তৎস্থানী নূতন জেলা পরিষদ সম্পর্কে কার্যকর হইবে।

(৪) সংঘশাসিত রাজ্যক্ষেত্র মিজোরামের প্রশাসক, এক বা একাধিক আদেশ দ্বারা, নিম্নলিখিত সকল বা যেকোন বিষয়ের জন্য বিধান করিতে পারেন, যথা:—

(ক) বিদ্যমান আঞ্চলিক পরিষদের পরিসম্পদ, অধিকার ও দায়িতা ঐ পরিষদ কর্তৃক কৃত কোন সংবিদা অনুযায়ী অধিকার ও দায়িতা সমেত তৎস্থানী নূতন জেলা পরিষদের নিকট পূর্ণতঃ বা অংশতঃ হস্তান্তরণ ;

(খ) যেসকল বৈধিক কার্যবাহে বিদ্যমান আঞ্চলিক পরিষদ একটি পক্ষ, তাহাতে পক্ষরূপে বিদ্যমান আঞ্চলিক পরিষদের স্থলে তৎস্থানী নূতন জেলা পরিষদের প্রতিস্থাপন ;

(গ) বিদ্যমান আঞ্চলিক পরিষদের কর্মচারিগণের তৎস্থানী নূতন জেলা পরিষদের নিকট হস্তান্তরকরণ বা তৎস্থানী নূতন জেলা পরিষদ কর্তৃক পুনর্নিয়োগ, ঐরূপ হস্তান্তরণ বা পুনর্নিয়োগের পর ঐরূপ কর্মচারিগণের প্রতি প্রযোজ্য চাকরির শর্ত ও প্রতিবন্ধসমূহ ;

(ঘ) বিদ্যমান আঞ্চলিক পরিষদ কর্তৃক প্রণীত এবং বিহিত তারিখের অব্যবহিত পূর্বে বলবৎ বিধিসমূহের, প্রশাসক এতৎপক্ষে যেরূপ অভিযোজন ও সংপরিবর্তন, নিরসন আকারেই হউক বা সংশোধন আকারেই হউক, করিতে পারেন তৎসাপেক্ষে থাকিয়া যাওয়া, যতদিন না ঐরূপ বিধিসমূহ কোন ক্ষমতাপন্ন বিধানমণ্ডল বা অন্য ক্ষমতাপন্ন প্রাধিকারী কর্তৃক পরিবর্তিত, নিরসিত বা সংশোধিত হয় ;

(ঙ) প্রশাসক যেরূপ প্রয়োজন বিবেচনা করেন, সেরূপ আনুষঙ্গিক, অনুবর্তী ও অনুপূরক বিষয়সমূহ।

ষষ্ঠ তফসিল

সংবিধান (ষষ্ঠ তফসিল) সংশোধন আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫-এর ৪২)-এর, ২ ধারা দ্বারা, প্যারাগ্রাফ ২০খ-এর পর, নিম্নলিখিত প্যারাগ্রাফ, আসাম রাজ্যে উহার প্রয়োগ সম্পর্কে, সন্নিবেশিত হইয়াছে যথা :—

"**২০ খক। রাজ্যপাল কর্তৃক, তদীয় কৃত্যসমূহের সম্পাদনে স্ব-বিবেচনামূলক ক্ষমতাসমূহের প্রয়োগ**।— রাজ্যপাল, এই তফসিলের প্যারাগ্রাফ ১-এর উপ-প্যারাগ্রাফ (২) ও (৩), প্যারাগ্রাফ ২-এর উপ-প্যারাগ্রাফ (১), (৬), প্রথম অনুবিধি বাদ দিয়া উপ-প্যারাগ্রাফ (৬ক), ও উপ-প্যারাগ্রাফ (৭), প্যারাগ্রাফ ৩-এর উপ-প্যারাগ্রাফ (৩), প্যারাগ্রাফ ৪-এর উপ-প্যারাগ্রাফ (৪), প্যারাগ্রাফ ৫, প্যারাগ্রাফ ৬-এর উপ-প্যারাগ্রাফ (১), প্যারাগ্রাফ ৭-এর উপ-প্যারাগ্রাফ (২), প্যারাগ্রাফ ৮-এর উপ-প্যারাগ্রাফ (৪), প্যারাগ্রাফ ৯-এর উপ-প্যারাগ্রাফ (৩), প্যারাগ্রাফ ১০-এর উপ-প্যারাগ্রাফ (৩), প্যারাগ্রাফ ১৪-এর উপ-প্যারাগ্রাফ (১), প্যারাগ্রাফ ১৫-এর উপ-প্যারাগ্রাফ (১) এবং প্যারাগ্রাফ ১৬-এর উপ-প্যারাগ্রাফ (১) ও (২) অনুযায়ী তাঁহার কৃত্যসমূহের সম্পাদনে, মন্ত্রীপরিষদ ও, ক্ষেত্রানুযায়ী, উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদ অথবা কারবি আংলং স্বশাসিত পরিষদের সহিত পরামর্শ করিবার পর, তিনি স্বীয় বিবেচনাক্রমে যেরূপ আবশ্যক বিবেচনা করেন সেরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।"।

সংবিধান ষষ্ঠ তফসিল (সংশোধন) আইন, ১৯৮৮ (১৯৮৮-এর ৬৭)-র, ২ ধারা দ্বারা, প্যারাগ্রাফ ২০খক-এর পর, নিম্নলিখিত প্যারাগ্রাফ, ত্রিপুরা ও মিজোরাম রাজ্যে উহার প্রয়োগ সম্পর্কে, সন্নিবেশিত হইয়াছে, যথা :—

"**২০ খখ। রাজ্যপাল কর্তৃক, তদীয় কৃত্যসমূহের সম্পাদনে, স্ব-বিবেচনামূলক ক্ষমতাসমূহের প্রয়োগ**।— রাজ্যপাল, এই তফসিলের প্যারাগ্রাফ ১-এর উপ-প্যারাগ্রাফ (২) ও (৩), প্যারাগ্রাফ ২-এর উপ-প্যারাগ্রাফ (১), (৭), প্যারাগ্রাফ ৩-এর উপ-প্যারাগ্রাফ (৩), প্যারাগ্রাফ ৪-এর উপ-প্যারাগ্রাফ (৪), প্যারাগ্রাফ ৫, প্যারাগ্রাফ ৬-এর উপ-প্যারাগ্রাফ (১), প্যারাগ্রাফ ৭-এর উপ-প্যারাগ্রাফ (২), প্যারাগ্রাফ ৯-এর উপ-প্যারাগ্রাফ (৩), প্যারাগ্রাফ ১৪-এর উপ-প্যারাগ্রাফ (১), প্যারাগ্রাফ ১৫-এর উপ-প্যারাগ্রাফ (১) ও প্যারাগ্রাফ ১৬-এর উপ-প্যারাগ্রাফ (১) ও (২) অনুযায়ী তাঁহার কৃত্যসমূহের সম্পাদনে, মন্ত্রীপরিষদের এবং যদি তিনি আবশ্যক মনে করেন তাহাহইলে সংশ্লিষ্ট জেলা পরিষদ অথবা আঞ্চলিক পরিষদের সহিত পরামর্শ করিবার পর, তিনি স্বীয় বিবেচনাক্রমে যেরূপ আবশ্যক বিবেচনা করেন সেরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।"।

২০গ। অর্থপ্রকটন।— এতৎপক্ষে প্রণীত কোন বিধান সাপেক্ষে, এই তফসিলের বিধানাবলী, সংঘশাসিত রাজ্যক্ষেত্র মিজোরামে প্রয়োগ সম্পর্কে, এইরূপে কার্যকর হইবে—

(১) যেন রাজ্যপাল এবং রাজ্যের সরকারের যে উল্লেখ ছিল তাহা ২৩৯ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী নিযুক্ত সংঘশাসিত রাজ্যক্ষেত্রের প্রশাসকের উল্লেখ, ("রাজ্যের সরকার"—এই কথাটিতে ব্যতীত) রাজ্যের যে উল্লেখ ছিল তাহা সংঘশাসিত রাজ্যক্ষেত্র মিজোরামের উল্লেখ এবং রাজ্য বিধানমণ্ডলের যে উল্লেখ ছিল তাহা সংঘশাসিত রাজ্যক্ষেত্র মিজোরামের বিধানসভার উল্লেখ ;

(২) যেন—

(ক) ৪ প্যারাগ্রাফের (৫) উপ-প্যারাগ্রাফে, সংশ্লিষ্ট রাজ্যের সরকারের সহিত পরামর্শ করিবার বিধান বাদ দেওয়া হইয়াছিল ;

(খ) ৬ প্যারাগ্রাফের (২) উপ-প্যারাগ্রাফে, "রাজ্যের নির্বাহিক ক্ষমতা যাহাতে প্রসারিত হয়"—এই শব্দসমূহের স্থলে, "সংঘশাসিত রাজ্যক্ষেত্র মিজোরামের বিধানসভার যাহাতে বিধি প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা আছে"—এই শব্দসমূহ প্রতিস্থাপিত হইয়াছিল ;

ষষ্ঠ তফসিল

(গ) ১৩ প্যারাগ্রাফে, ‘‘২০২ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী’’—এই সংখ্যা ও শব্দসমূহ বাদ দেওয়া হইয়াছিল।]]

২১। তফসিলের সংশোধন।— (১) সংসদ সময়ে সময়ে বিধি দ্বারা সংযোজন, পরিবর্তন বা নিরসনের আকারে এই তফসিলের যেকোন বিধান সংশোধন করিতে পারেন এবং, তফসিলটি ঐরূপ সংশোধিত হইলে, এই সংবিধানে এই তফসিলের কোন উল্লেখ ঐরূপে সংশোধিত এই তফসিলের উল্লেখ বলিয়া অর্থ করিতে হইবে।

(২) এই প্যারাগ্রাফের (১) উপ-প্যারাগ্রাফে উল্লিখিত হইয়াছে এরূপ কোন বিধি ৩৬৮ অনুচ্ছেদের প্রয়োজনে এই সংবিধানের সংশোধন বলিয়া গণ্য হইবে না।

সপ্তম তফসিল

[২৪৬ অনুচ্ছেদ]

সূচী ১—সংঘসূচী

১। ভারতের ও উহার প্রত্যেক ভাগের প্রতিরক্ষা, যাহাতে অন্তর্ভুক্ত হইবে প্রতিরক্ষার জন্য প্রস্তুতি এবং এরূপ সকল কার্য যাহা যুদ্ধের সময় উহার পরিচালনায়, ও উহার সমাপ্তির পরে কার্যকরভাবে সৈন্যবিয়োজনে, সহায়ক হইতে পারে।

২। নৌ, স্থল ও বিমান বাহিনী; সংঘের অন্য যেকোন সশস্ত্র বাহিনী।

[২ক। কোন রাজ্যে অসামরিক শক্তির সাহায্যকল্পে সংঘের কোন সশস্ত্র বাহিনীর বা সংঘের নিয়ন্ত্রণাধীন অন্য কোন বাহিনীর অথবা উহার কোন অংশ বা গোষ্ঠীর নিয়োজন; ঐরূপ নিয়োজনকালে ঐরূপ বাহিনীর সদস্যগণের ক্ষমতা, ক্ষেত্রাধিকার, বিশেষাধিকার এবং দায়িত্ব।]

৩। সেনানিবাস ক্ষেত্রসমূহের পরিসীমন, ঐরূপ ক্ষেত্রসমূহে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন, ঐরূপ ক্ষেত্রসমূহের অভ্যন্তরে সেনানিবাস প্রাধিকারসমূহের গঠন ও ক্ষমতা এবং ঐরূপ ক্ষেত্রসমূহে (ভাড়া নিয়ন্ত্রণ সমেত) আবাস ব্যবস্থার প্রনিয়ন্ত্রণ।

৪। নৌ, স্থল ও বিমান বাহিনী সম্বন্ধী কর্মশালা।

৫। অস্ত্র, আগ্নেয়াস্ত্র, গোলাবারুদ এবং বিস্ফোরকসমূহ।

৬। আণবিক শক্তি এবং উহা উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় খনিজ সম্পদ।

৭। সংসদ কর্তৃক প্রতিরক্ষার উদ্দেশ্যে বা যুদ্ধ পরিচালনার জন্য প্রয়োজন বলিয়া বিধি দ্বারা ঘোষিত শিল্পসমূহ।

৮। কেন্দ্রীয় গুপ্তবার্তা ও তদন্ত বিভাগ।

৯। প্রতিরক্ষা, বৈদেশিক কার্যাবলী বা ভারতের নিরাপত্তার সহিত সম্পর্কিত কারণে নিবর্তনমূলক আটক; ঐরূপ আটকের অধীন ব্যক্তিগণ।

১০। বৈদেশিক কার্যাবলী ; সকল বিষয় যদ্দ্বারা সংঘের সহিত কোন বিদেশের সম্বন্ধ স্থাপিত হয়।

১১। কূটনৈতিক, বাণিজ্যদূতিক বা ব্যবসায়িক প্রতিনিধিত্ব।

১২। ইউনাইটেড নেশনস অর্গানাইজেশন (সংযুক্ত রাষ্ট্রপুঞ্জ সংগঠন)।

১৩। আন্তর্জাতিক সম্মেলন, পরিমেল ও অন্য সংস্থাসমূহে অংশগ্রহণ এবং তথায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ কার্যে পরিণত করা।

১৪। বিদেশের সহিত সন্ধি ও চুক্তি করা এবং বিদেশের সহিত কৃত সন্ধি, চুক্তি ও কন্‌ভেন্‌শন্‌সমূহ কার্যে পরিণত করা।

১৫। যুদ্ধ ও শান্তি।

১৬। বিদেশীয় ক্ষেত্রাধিকার।

সপ্তম তফসিল

১৭। নাগরিকত্ব, নাগরিকাধিকার প্রদান ও অন্যদেশীয় ব্যক্তিগণ।

১৮। বহিঃসমর্পণ।

১৯। ভারতে প্রবেশ এবং ভারত হইতে প্রবসন ও নির্বাসন; পাসপোর্ট ও ভিসা।

২০। ভারত বহির্ভূত স্থানসমূহে তীর্থযাত্রা।

২১। বহিঃসমুদ্রে বা আকাশে কৃত দস্যুতা ও ফৌজদারী অপরাধ; স্থলে, বহিঃসমুদ্রে বা আকাশে আন্তর্জাতিক বিধির বিরুদ্ধে কৃত অপরাধসমূহ।

২২। রেলপথসমূহ।

২৩। সংসদ কর্তৃক প্রণীত বিধি দ্বারা বা অনুযায়ী জাতীয় রাজপথ বলিয়া ঘোষিত রাজপথসমূহ।

২৪। সংসদ কর্তৃক বিধি দ্বারা জাতীয় জলপথ বলিয়া ঘোষিত অন্তর্দেশীয় জলপথসমূহে, যন্ত্রচালিত জলযান সম্পর্কে, নৌ-বহন ও নৌ-চালন, ঐরূপ জলপথসমূহে পথ-নিয়ম।

২৫। বেলা-জলে নৌ-বহন ও নৌ-চালন সমেত সামুদ্রিক নৌ-বহন ও নৌ-চালন; বাণিজ্যিক পোত সম্বন্ধী শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা এবং রাজ্যসমূহ ও অন্য এজেন্সি কর্তৃক ব্যবস্থিত ঐরূপ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের প্রনিয়ন্ত্রণ।

২৬। আলোকপাত, আলোকসঙ্কেত এবং নৌ-বহন ও বিমানের নির্বিঘ্নতার জন্য অন্য ব্যবস্থা সমেত, আলোকস্তম্ভসমূহ।

২৭। সংসদ কর্তৃক প্রণীত বিধি অথবা বিদ্যমান বিধি দ্বারা বা অনুযায়ী প্রধান বন্দর বলিয়া ঘোষিত বন্দরসমূহ, তৎসহ উহাদের পরিসীমন, এবং তথায় বন্দর প্রাধিকারিসমূহের গঠন ও ক্ষমতা।

২৮। বন্দর সঙ্গরোধ (কোয়ারানটিন), তৎসমেত উহার সহিত সম্পর্কিত হাসপাতাল; নাবিকগণের হাসপাতাল ও পোত-হাসপাতাল।

২৯। বায়ুপথসমূহ; বিমান ও বিমান চালনা; বিমানক্ষেত্রের ব্যবস্থা; বিমান যাতায়াত ও বিমানক্ষেত্রসমূহের প্রনিয়ন্ত্রণ ও সংগঠন; বৈমানিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা এবং রাজ্য ও অন্য এজেন্সি কর্তৃক ব্যবস্থিত ঐরূপ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের প্রনিয়ন্ত্রণ।

৩০। রেলপথে, সমুদ্রপথে বা বায়ুপথে, অথবা যন্ত্রচালিত জলযান দ্বারা জাতীয় জলপথে যাত্রী ও পণ্যসমূহ বহন।

৩১। ডাক ও তার ; টেলিফোন, বেতার, সম্প্রচার ও অনুরূপ অন্য প্রকার সমাযোজন।

৩২। সংঘের সম্পত্তি ও উহা হইতে লব্ধ রাজস্ব, কিন্তু *** কোন রাজ্যে অবস্থিত সম্পত্তি সম্পর্কে, সংসদ বিধি দ্বারা যতদূর পর্যন্ত অন্যথা বিধান করেন তদ্ব্যতীত, ঐ রাজ্য কর্তৃক বিধিপ্রণয়নের সাপেক্ষে।

৩৩। * * * * *

৩৪। ভারতীয় রাজ্যসমূহের শাসকবর্গের সম্পত্তির জন্য কোর্ট-অফ্-ওয়ার্ডস্।

সপ্তম তফসিল

৩৫। সংঘের সরকারী ঋণ।

৩৬। প্রচলিত মুদ্রাদি, টঙ্কন ও বৈধিক আদান-প্রদান; বৈদেশিক বিনিময়।

৩৭। বৈদেশিক ধার।

৩৮। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ্ ইন্ডিয়া (ভারতের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক)।

৩৯। ডাকঘর সেভিংস ব্যাঙ্ক।

৪০। ভারত সরকার বা কোন রাজ্যের সরকার কর্তৃক সংগঠিত লটারিসমূহ।

৪১। বিদেশের সহিত ব্যবসায় ও বাণিজ্য; বহিঃশুল্ক সীমান্ত অতিক্রম করিয়া আমদানি ও রপ্তানি; বহিঃশুল্ক সীমান্তসমূহ নিরূপণ।

৪২। আন্তঃরাজ্য ব্যবসায় ও বাণিজ্য।

৪৩। ব্যাঙ্ক, বীমা ও বিত্তসম্বন্ধী নিগমসমূহ সমেত, কিন্তু সমবায় সমিতি ব্যতীত, ব্যবসায়িক নিগমসমূহের নিগমবন্ধন, প্রনিয়ন্ত্রণ ও সমাপন।

৪৪। বিশ্ববিদ্যালয় ব্যতীত, নিগমসমূহ, ব্যবসায়ে রত থাকুক বা না থাকুক, যাহাদের উদ্দেশ্য একটি রাজ্যে আবদ্ধ নহে তাহাদের নিগমবন্ধন, প্রনিয়ন্ত্রণ ও সমাপন।

৪৫। ব্যাঙ্কের কারবার।

৪৬। হুণ্ডি, চেক, প্রমিসরি নোট এবং অনুরূপ অন্যান্য সংলেখ।

৪৭। বীমা।

৪৮। স্টক এক্সচেঞ্জ ও ভাবী পণ্য বাজার।

৪৯। পেটেন্ট, উদ্ভাবন ও নকশা; কপিরাইট; ব্যবসায়চিহ্ন ও পণ্যদ্রব্য চিহ্ন।

৫০। ওজন ও মাপের মান স্থাপন।

৫১। ভারত হইতে বাহিরে রপ্তানি করা হইবে বা এক রাজ্য হইতে অন্য রাজ্যে পরিবাহিত হইবে, এরূপ পণ্যসমূহের গুণের মান স্থাপন।

৫২। শিল্পসমূহ, সংঘ কর্তৃক যাহাদের নিয়ন্ত্রণ জনস্বার্থে সঙ্গত বলিয়া সংসদ কর্তৃক বিধি দ্বারা ঘোষিত হয়।

৫৩। তৈলক্ষেত্র ও খনিজ তৈল সম্পদের প্রনিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়ন; পেট্রোলিয়াম ও পেট্রোলিয়ামজাত উৎপাদ; সংসদ কর্তৃক বিধি দ্বারা বিপজ্জনকভাবে দাহ্য বলিয়া ঘোষিত অন্যান্য তরল পদার্থ ও বস্তুসমূহ।

৫৪। খনিসমূহের প্রনিয়ন্ত্রণ ও খনিজ উন্নয়ন; যতদূর পর্যন্ত সংঘের নিয়ন্ত্রণাধীনে ঐরূপ প্রনিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়ন জনস্বার্থে সঙ্গত বলিয়া সংসদ কর্তৃক বিধি দ্বারা ঘোষিত হয়।

৫৫। খনি ও তৈলক্ষেত্রসমূহে শ্রম ও নির্বিঘ্নতা প্রনিয়ন্ত্রণ।

সপ্তম তফসিল

৫৬। আন্তঃরাজ্য নদী ও নদী উপত্যকাসমূহের প্রনিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়ন, যতদূর পর্যন্ত সংঘের নিয়ন্ত্রণাধীনে ঐরূপ প্রনিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়ন জনস্বার্থে সঙ্গত বলিয়া সংসদ কর্তৃক বিধি দ্বারা ঘোষিত হয়।

৫৭। রাজ্যক্ষেত্রাধীন জলভাগের বাহিরে মৎস্য শিকার ও মৎস্যক্ষেত্র।

৫৮। সংঘের এজেন্সি কর্তৃক লবণের উৎপাদন, সরবরাহ ও বণ্টন; অন্যান্য এজেন্সি কর্তৃক লবণের উৎপাদন, সরবরাহ ও বণ্টনের প্রনিয়ন্ত্রণ ও নিয়ন্ত্রণ।

৫৯। আফিমের চাষ, প্রস্তুতকরণ ও রপ্তানির জন্য বিক্রয়।

৬০। প্রদর্শনীর জন্য চলচ্চিত্র ফিল্মসমূহের মঞ্জুরি প্রদান।

৬১। সংঘের কর্মচারী সম্পর্কে শিল্প-বিরোধ।

৬২। এই সংবিধানের প্রারম্ভে ন্যাশনাল লাইব্রেরী, ইণ্ডিয়ান মিউজিয়াম, ইম্পিরিয়াল ওয়ার মিউজিয়াম, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল ও ইণ্ডিয়ান ওয়ার মেমোরিয়াল নামে পরিচিত প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং অনুরূপ অন্য কোন প্রতিষ্ঠান যাহা ভারত সরকার কর্তৃক পূর্ণতঃ বা অংশতঃ বিত্তপোষিত এবং যাহা সংসদ কর্তৃক বিধি দ্বারা জাতীয় গুরুত্বের প্রতিষ্ঠান বলিয়া ঘোষিত।

৬৩। এই সংবিধানের প্রারম্ভে বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটি, আলিগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটি ও [দিল্লী ইউনিভার্সিটি] নামে পরিচিত প্রতিষ্ঠানসমূহ; [৩৭১ঙ অনুচ্ছেদ অনুসরণক্রমে প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়;] এবং সংসদ কর্তৃক বিধি দ্বারা জাতীয় গুরুত্বের প্রতিষ্ঠান বলিয়া ঘোষিত অন্য কোন প্রতিষ্ঠান।

৬৪। বৈজ্ঞানিক বা প্রায়োগিক শিক্ষার জন্য প্রতিষ্ঠানসমূহ, যাহা ভারত সরকার কর্তৃক পূর্ণতঃ বা অংশতঃ বিত্তপোষিত এবং সংসদ কর্তৃক বিধি দ্বারা জাতীয় গুরুত্বের প্রতিষ্ঠান বলিয়া ঘোষিত।

৬৫। (ক) পুলিশ আধিকারিকগণের প্রশিক্ষণ সমেত, বৃত্তিসম্বন্ধী, পেশাসম্বন্ধী বা প্রযুক্তিবিদ্যা সম্বন্ধী প্রশিক্ষণের জন্য; অথবা

(খ) বিশেষ অধ্যয়ন বা গবেষণার প্রোন্নতকরণের জন্য; অথবা

(গ) অপরাধের তদন্ত বা উদ্ঘাটনে বৈজ্ঞানিক বা প্রায়োগিক সহায়তার জন্য;

সংঘের এজেন্সি ও প্রতিষ্ঠানসমূহ।

৬৬। উচ্চতর শিক্ষা বা গবেষণার জন্য প্রতিষ্ঠানসমূহে এবং বৈজ্ঞানিক ও প্রায়োগিক প্রতিষ্ঠানসমূহে মানের সমন্বয়ন ও নির্ধারণ।

৬৭। জাতীয় গুরুত্বের বলিয়া [সংসদ কর্তৃক প্রণীত বিধি দ্বারা বা অনুযায়ী ঘোষিত] প্রাচীন ও ঐতিহাসিক স্মারক স্থান ও অভিলেখসমূহ এবং প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান ও ভগ্নাবশেষসমূহ।

৬৮। দি সার্ভে অফ্ ইণ্ডিয়া (ভারতের সমীক্ষণ সংস্থা), ভারতের ভূবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা, প্রাণিবিদ্যা ও নৃতত্ত্ব সম্বন্ধী সার্ভে (সমীক্ষণ সংস্থা) সমূহ; আবহবিদ্যাসম্বন্ধী সংগঠনসমূহ।

৬৯। জনগণনা।

সপ্তম তফসিল

৭০। সংঘ সরকারী কৃত্যকসমূহ; সর্বভারতীয় কৃত্যকসমূহ; সংঘ সরকারী কৃত্যক কমিশন।

৭১। সংঘ পেনশন, অর্থাৎ, ভারত সরকার কর্তৃক বা ভারতের সঞ্চিত নিধি হইতে প্রদেয় পেনশন।

৭২। সংসদে, রাজ্যের বিধানমণ্ডলে এবং রাষ্ট্রপতি ও উপ-রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচনসমূহ; নির্বাচন কমিশন।

৭৩। সংসদের সদস্যগণের, রাজ্যসভার সভাপতি ও উপ-সভাপতির এবং লোকসভার অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষের বেতন ও ভাতা।

৭৪। সংসদের প্রত্যেক সদনের এবং প্রত্যেক সদনের সদস্যগণের ও কমিটিসমূহের ক্ষমতা, বিশেষাধিকার ও অনাক্রম্যতা; সংসদের কমিটিসমূহের বা সংসদ কর্তৃক নিয়োজিত কমিশনসমূহের সমক্ষে সাক্ষ্যদান বা লেখ্যসমূহের উপস্থাপনের জন্য ব্যক্তিগণের উপস্থিতি বাধ্যকরণ।

৭৫। রাষ্ট্রপতি ও রাজ্যপালের উপলভ্য, ভাতা, বিশেষাধিকার এবং অনুমত-অনুপস্থিতি সংক্রান্ত অধিকারসমূহ; সংঘের মন্ত্রিগণের বেতন ও ভাতা; মহা হিসাব-নিয়ামক ও নিরীক্ষকের বেতন, ভাতা ও অনুমত-অনুপস্থিতি সংক্রান্ত অধিকারসমূহ এবং চাকরির শর্তাবলী।

৭৬। সংঘের ও রাজ্যসমূহের হিসাব নিরীক্ষা।

৭৭। সুপ্রীম কোর্টের গঠন, সংগঠন, ক্ষেত্রাধিকার ও (ঐরূপ কোর্টের অবমাননা সমেত) ক্ষমতাসমূহ এবং উহাতে গৃহীত ফীসমূহ; যে ব্যক্তিগণ সুপ্রীম কোর্টে ব্যবহারজীবীর কার্য করিতে অধিকারী।

৭৮। হাইকোর্টসমূহের আধিকারিক ও অপর কর্মচারিসমূহ সংক্রান্ত বিধানাবলী ব্যতীত হাইকোর্টসমূহের গঠন ও সংগঠন [(অবকাশ সমেত)]; যে ব্যক্তিগণ হাইকোর্টে ব্যবহারজীবীর কার্য করিতে অধিকারী।

[৭৯। কোন হাইকোর্টের ক্ষেত্রাধিকার কোন সংঘশাসিত রাজ্যক্ষেত্রে প্রসারিত করা বা কোন সংঘশাসিত রাজ্যক্ষেত্র হইতে বাদ দেওয়া।]

৮০। কোন রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত পুলিশ বাহিনীর সদস্যগণের ক্ষমতা ও ক্ষেত্রাধিকার ঐ রাজ্যের বহির্ভূত কোন ক্ষেত্রে প্রসারিত করা, কিন্তু এরূপভাবে নহে যাহাতে এক রাজ্যের পুলিশ সেই রাজ্যের বহির্ভূত কোন ক্ষেত্রে, যে রাজ্যে ঐরূপ ক্ষেত্র অবস্থিত সেই রাজ্যের সরকারের সম্মতি বিনা, ক্ষমতা ও ক্ষেত্রাধিকার প্রয়োগ করিতে সমর্থ হয়; কোন রাজ্যের পুলিশ বাহিনীর সদস্যগণের ক্ষমতা ও ক্ষেত্রাধিকার সেই রাজ্যের বহির্ভূত কোন রেলপথ ক্ষেত্রে প্রসারিত করা।

৮১। আন্তঃরাজ্য প্রব্রজন; আন্তঃরাজ্য সঙ্গরোধ (কোয়ারানটিন)।

৮২। কৃষি আয় ব্যতীত অন্য আয়ের উপর করসমূহ।

৮৩। রপ্তানি শুল্ক সমেত বহিঃশুল্ক।

[৮৪। ভারতে উৎপাদিত বা উৎপন্ন নিম্নলিখিত পণ্যসমূহের উপর অন্তঃশুল্ক, যথা: —

সপ্তম তফসিল

(ক) অপরিশোধিত পেট্রোলিয়াম;

(খ) হাই স্পিড ডিজেল ;

(গ) মোটর স্পিরিট (সাধারণভাবে পেট্রল নামে পরিচিত);

(ঘ) প্রাকৃতিক গ্যাস;

(ঙ) বিমান-টারবাইনের জ্বালানি; এবং

(চ) তামাক ও তামাকজাত উৎপাদ।]

৮৫। নিগম কর।

৮৬। ব্যক্তি ও কোম্পানিসমূহের কৃষিভূমি ব্যতীত, পরিসম্পদের মূলধন মূল্যের উপর করসমূহ; কোম্পানিসমূহের মূলধনের উপর করসমূহ।

৮৭। কৃষিভূমি ভিন্ন অন্য সম্পদ সম্পর্কিত সম্পদ শুল্ক।

৮৮। কৃষিভূমি ভিন্ন অন্য সম্পদের উত্তরাধিকার সম্পর্কিত শুল্ক।

৮৯। রেলপথে, সমুদ্রপথে বা বায়ুপথে বাহিত পণ্যের বা যাত্রীর উপর সীমা-করসমূহ; রেলপথে যাত্রী ভাড়া ও মালের মাশুলের উপর করসমূহ।

৯০। স্টক এক্সচেঞ্জের ও ভাবী পণ্য বাজারের লেনদেনের উপর মুদ্রাঙ্ক শুল্ক ভিন্ন অন্য করসমূহ।

৯১। হুন্ডি, চেক, প্রমিসরি নোট, বহন-পত্র, লেটার অফ্ ক্রেডিট, বীমাপত্র, শেয়ার হস্তান্তরণ, ডিবেঞ্চার, প্রক্সি ও প্রাপ্তি সম্পর্কে মুদ্রাঙ্ক শুল্কের হার।

৯২। * * * * *

[**৯২ক**। সংবাদপত্রসমূহ ভিন্ন অন্য পণ্যসমূহের বিক্রয় বা ক্রয়ের উপর করসমূহ, যেক্ষেত্রে ঐরূপ বিক্রয় বা ক্রয় আন্তঃরাজ্যিক ব্যবসায় বা বাণিজ্যক্রমে সম্পন্ন হয়।]

[৯২খ। পণ্যসমূহের প্রেরণের উপর করসমূহ (ঐ প্রেরণ যে ব্যক্তি উহা করেন তাঁহার নিকটই হউক বা অন্য কোন ব্যক্তির নিকট হউক), যেক্ষেত্রে ঐরূপ প্রেরণ আন্তঃরাজ্যিক ব্যবসায় বা বাণিজ্য ক্রমে সম্পন্ন হয়।]

[৯২গ। * * * * *

৯৩। এই সূচীভুক্ত যেকোন বিষয় সম্পর্কে বিধির পরিপন্থী অপরাধসমূহ।

৯৪। এই সূচীভুক্ত যেকোন বিষয়ের প্রয়োজনে অনুসন্ধান, সমীক্ষণ ও পরিসংখ্যান।

৯৫। এই সূচীভুক্ত যেকোন বিষয় সম্পর্কে, সুপ্রীম কোর্ট ব্যতীত অন্য সকল আদালতের ক্ষেত্রাধিকার ও ক্ষমতা; নৌ-আদালতের ক্ষেত্রাধিকার।

৯৬। কোন আদালতে গৃহীত ফীসমূহ ব্যতীত, এই সূচীভুক্ত যেকোন বিষয় সম্পর্কে ফীসমূহ।

৯৭। সূচী ২ বা সূচী ৩-এ বর্ণিত হয় নাই এরূপ কোন বিষয়, তৎসমেত এরূপ কোন কর যাহা ঐ সূচীদ্বয়ের কোনটিতে উল্লিখিত হয় নাই ।

সপ্তম তফসিল

সূচী ২—রাজ্যসূচী

১। জন শৃঙ্খলা (কিন্তু অসামরিক শক্তির সাহায্যকল্পে [কোন নৌ, স্থল বা বিমান বাহিনীর অথবা সংঘের অন্য কোন সশস্ত্র বাহিনীর অথবা সংঘের নিয়ন্ত্রণাধীন অন্য কোন বাহিনীর অথবা উহার কোন অংশ বা গোষ্ঠীর ব্যবহার] ব্যতিরেকে)।

[২। সূচী ১-এর প্রবিষ্টি ২ক-এর বিধানাবলী সাপেক্ষে পুলিশ (রেল ও গ্রাম পুলিশ সমেত)।]

৩। *** হাইকোর্টের আধিকারিক ও অপর কর্মচারিগণ; খাজনা ও রাজস্ব আদালতসমূহের প্রক্রিয়া; সুপ্রীম কোর্ট ব্যতীত সকল আদালতে গৃহীত ফীসমূহ।

৪। কারা, সংস্কার-গৃহ, বোর্স্টাল প্রতিষ্ঠান ও অনুরূপ অন্য প্রতিষ্ঠানসমূহ, এবং উহাতে নিরুদ্ধ ব্যক্তিগণ; কারা ও অন্য প্রতিষ্ঠানসমূহ ব্যবহারের জন্য অপর রাজ্যসমূহের সহিত বন্দোবস্ত।

৫। স্থানীয় শাসন, অর্থাৎ পৌর নিগম, ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট, জেলা পর্ষদ, খনি-বসতি প্রাধিকারসমূহের, এবং স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন বা গ্রাম প্রশাসনের উদ্দেশ্যে অন্য স্থানীয় প্রাধিকারসমূহের গঠন ও ক্ষমতা।

৬। জনস্বাস্থ্য ও অনাময় ব্যবস্থা; হাসপাতাল ও ঔষধালয়।

৭। ভারত বহির্ভূত স্থানসমূহে তীর্থযাত্রা ব্যতীত, তীর্থযাত্রাসমূহ।

৮। মাদক পানীয়, অর্থাৎ মাদক পানীয়ের উৎপাদন, প্রস্তুতকরণ, দখল, পরিবহন, ক্রয় ও বিক্রয়।

৯। প্রতিবন্ধী ও চাকরির অযোগ্য ব্যক্তিগণের ত্রাণ।

১০। কবর দেওয়া ও কবরস্থান; শবদাহ ও শ্মশান।

১১। * * * * *

১২। রাজ্য কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত বা বিত্তপোষিত গ্রন্থাগার, প্রদর্শশালা ও অনুরূপ অন্য প্রতিষ্ঠানসমূহ; জাতীয় গুরুত্বের বলিয়া [সংসদ কর্তৃক প্রণীত বিধি দ্বারা বা অনুযায়ী ঘোষিত] প্রাচীন ও ঐতিহাসিক স্মারক স্থান ও অভিলেখসমূহ ভিন্ন অন্যান্য প্রাচীন ও ঐতিহাসিক স্মারক স্থান ও অভিলেখ।

১৩। সমাযোজনসমূহ, অর্থাৎ, সড়ক, সেতু, খেয়াপথ ও অন্য সমাযোজন ব্যবস্থা যাহা সূচী ১-এ বিনির্দিষ্ট হয় নাই; পৌর ট্রামপথ; রজ্জুপথ; সূচী ১ ও সূচী ৩-এ অন্তর্দেশীয় জলপথ সম্বন্ধে যে বিধানাবলী আছে তৎসাপেক্ষে, ঐরূপ জলপথসমূহ ও উহাতে যাতায়াত; যন্ত্রচালিত যান ভিন্ন অন্যান্য যান।

১৪। কৃষি ও তৎসহ কৃষিশিক্ষা ও গবেষণা, কীট হইতে রক্ষণ এবং উদ্ভিদ-ব্যাধি নিবারণ।

১৫। পশু-বংশের পরিরক্ষণ, সংরক্ষণ ও উন্নতিবিধান এবং পশুব্যাধি নিবারণ; পশু-চিকিৎসা প্রশিক্ষণ ও ব্যবসায়।

১৬। খোঁয়াড়সমূহ ও গবাদি পশুর অনধিকার প্রবেশ নিবারণ।

সপ্তম তফসিল

১৭। সূচী ১-এর প্রবিষ্টি ৫৬-র বিধানাবলী সাপেক্ষে, জল, অর্থাৎ, জলসরবরাহ, সেচ ও খালসমূহ, জল-নিষ্কাশন ও বাঁধসমূহ, জল-সঞ্চয় ও জল-শক্তি।

১৮। ভূমি, অর্থাৎ, ভূমিতে বা ভূমির উপর অধিকার, ভূস্বামী ও প্রজার সম্পর্ক সমেত প্রজাস্বত্ব, এবং খাজনা আদায়; কৃষি-ভূমির হস্তান্তরণ ও পরকীকরণ; ভূমির উন্নতিবিধান ও কৃষিঋণ; উপনিবেশন।

১৯। * * * * *

২০। * * * * *

২১। মৎস্যক্ষেত্রসমূহ।

২২। সূচী ১-এর প্রবিষ্টি ৩৪-এর বিধানাবলী সাপেক্ষে, কোর্ট-অফ্-ওয়ার্ডস; দায়গ্রস্ত ও ক্রোক করা সম্পত্তি।

২৩। সূচী ১-এর সংঘের নিয়ন্ত্রণাধীনে প্রনিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়ন সম্পর্কিত বিধানাবলী সাপেক্ষে, খনি-প্রনিয়ন্ত্রণ ও খনিজ উন্নয়ন ।

২৪। সূচী ১-এর [প্রবিষ্টি ৭ ও ৫২-র] বিধানাবলী সাপেক্ষে, শিল্পসমূহ।

২৫। গ্যাস ও গ্যাস-কর্মশালা।

২৬। সূচী ৩-এর প্রবিষ্টি ৩৩-এর বিধানাবলী সাপেক্ষে, রাজ্যের অভ্যন্তরে ব্যবসায় ও বাণিজ্য।

২৭। সূচী ৩-এর প্রবিষ্টি ৩৩-এর বিধানাবলী সাপেক্ষে, পণ্যসমূহের উৎপাদন, সরবরাহ ও বণ্টন।

২৮। বাজার ও মেলাসমূহ।

২৯। * * * * *

৩০। মহাজনী কারবার ও মহাজন; কৃষি-ঋণিতা হইতে ত্রাণ ।

৩১। পান্থশালা ও পান্থশালা রক্ষক।

৩২। সূচী ১-এ বিনির্দিষ্ট নিগমসমূহ ব্যতীত অন্য নিগমসমূহের ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের নিগমবন্ধন, প্রনিয়ন্ত্রণ ও সমাপন;অ-নিগমবদ্ধ ব্যবসায়িক, সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক, ধর্মীয় ও অন্যান্য সমিতি ও পরিমেল; সমবায় সমিতিসমূহ।

৩৩। নাট্যশালা ও নাট্যাভিনয়; সূচী ১-এর প্রবিষ্টি ৬০-এর বিধানাবলী সাপেক্ষে, চলচ্চিত্রসমূহ; ক্রীড়া, প্রমোদ ও বিনোদন।

৩৪। পণক্রিয়া ও জুয়াখেলা ।

৩৫। রাজ্যে বর্তানো বা রাজ্যের দখলস্থিত পূর্তকর্ম, ভূমি এবং ভবনসমূহ।

৩৬। * * * * *

৩৭। সংসদ কর্তৃক প্রণীত কোন বিধির বিধানাবলী সাপেক্ষে, রাজ্যের বিধানমণ্ডলে নির্বাচনসমূহ।

সপ্তম তফসিল

৩৮। রাজ্যের বিধানমণ্ডলের সদস্যগণের, বিধানসভার অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষের এবং, যদি বিধান পরিষদ থাকে, তাহাহইলে, উহার সভাপতি ও উপ-সভাপতির, বেতন ও ভাতাসমূহ।

৩৯। বিধানসভার এবং উহার সদস্যগণের ও কমিটিসমূহের এবং, যদি বিধান পরিষদ থাকে, তাহাহইলে, ঐ পরিষদের এবং উহার সদস্যগণের এবং কমিটিসমূহের ক্ষমতা, বিশেষাধিকার ও অনাক্রম্যতাসমূহ; রাজ্যের বিধানমণ্ডলের কমিটিসমূহের সমক্ষে সাক্ষ্যদান বা লেখ্যসমূহ উপস্থাপনের জন্য ব্যক্তিগণের উপস্থিতি বাধ্যকরণ।

৪০। রাজ্যের মন্ত্রিগণের বেতন ও ভাতা।

৪১। রাজ্য সরকারী কৃত্যকসমূহ; রাজ্য সরকারী কৃত্যক কমিশন ।

৪২। রাজ্য পেনশন, অর্থাৎ, রাজ্য কর্তৃক বা রাজ্যের সঞ্চিত নিধি হইতে প্রদেয় পেনশন।

৪৩। রাজ্যের সরকারী ঋণ।

৪৪। নিহিত ধন।

৪৫। ভূমিরাজস্ব, তৎসহ রাজস্ব ধার্য ও সংগ্রহ, ভূম্যভিলেখসমূহ রক্ষণ, রাজস্বের উদ্দেশ্যে ও খতিয়ানের জন্য সমীক্ষা, এবং রাজস্ব পরকীকরণ।

৪৬। কৃষি-আয়ের উপর কর।

৪৭। কৃষি-ভূমির উত্তরাধিকার সম্পর্কিত শুল্ক।

৪৮। কৃষি-ভূমি সম্পর্কিত সম্পদ শুল্ক।

৪৯। ভূমি ও ভবনসমূহের উপর কর।

৫০। খনিজ উন্নয়ন সম্পর্কে সংসদ কর্তৃক বিধি দ্বারা আরোপিত যেকোন পরিসীমা সাপেক্ষে, খনিজ অধিকারসমূহের উপর কর।

৫১। রাজ্যে নির্মিত বা উৎপাদিত নিম্নলিখিত পণ্যসমূহের উপর অন্তঃশুল্ক এবং ভারতের অন্যত্র নির্মিত বা উৎপাদিত অনুরূপ পণ্যসমূহের উপর একই হারে বা নিম্নতর হারে প্রতিশুল্ক : —

(ক) মানুষের ভোগের জন্য সুরাসার পানীয়;

(খ) আফিম, ভারতীয় গাঁজা এবং অন্য নিদ্রাজনক ভেষজ বা নিদ্রাজনক সামগ্রী;

কিন্তু ঔষধীয় ও প্রসাধন সামগ্রী, যাহাতে সুরাসার বা এই প্রবিষ্টির (খ) উপ-প্যারাগ্রাফের অন্তর্ভুক্ত কোন পদার্থ থাকে, তাহা ব্যতিরেকে।

৫২। * * * * *

৫৩। বিদ্যুতের ভোগ বা বিক্রয়ের উপর কর।

[৫৪। আন্তঃরাজ্যিক ব্যবসায় বা বাণিজ্যক্রমে বা বিক্রয় অথবা আন্তর্জাতিক ব্যবসায় বা বাণিজ্যক্রমে অপরিশোধিত পেট্রোলিয়াম, হাইস্পিড ডিজেল, মোটর স্পিরিট (সাধারণভাবে পেট্রল নামে পরিচিত), প্রাকৃতিক গ্যাস, বিমান-টারবাইনে জ্বালানি, এবং মানুষের ভোগের জন্য সুরাসার পানীয়ের বিক্রয়কে অন্তর্ভুক্ত না করিয়া ঐ পণ্যসমূহের বিক্রয়ের উপর কর।]

৫৫। * * * * *

৫৬। সড়কে বা অন্তর্দেশীয় জলপথে বাহিত পণ্যসমূহ ও যাত্রিগণের উপর কর।

সপ্তম তফসিল

৫৭। সূচী ৩-এর প্রবিষ্টি ৩৫-এর বিধানাবলী সাপেক্ষে, ট্রামগাড়ি সমেত, সড়কে ব্যবহারোপযোগী যানসমূহের উপর কর, ঐ যানসমূহ যন্ত্রচালিত হউক বা না হউক।

৫৮। পশু ও নৌকাসমূহের উপর কর।

৫৯। পথকর।

৬০। বৃত্তি, ব্যবসায়, পেশা ও চাকরিসমূহের উপর কর।

৬১। প্রতিশীর্ষ কর।

[৬২। প্রমোদ ও বিনোদন কর উহা যতদূর পর্যন্ত কোন পঞ্চায়েত বা পৌরসংঘ অথবা আঞ্চলিক পরিষদ বা জেলা পরিষদ কর্তৃক উদ্‌গৃহীত ও সংগৃহীত হয় ততদূর পর্যন্ত।]

৬৩। সূচী ১-এর মুদ্রাঙ্ক শুল্কের হার সম্বন্ধী বিধানাবলীতে যেসকল লেখ্য বিনির্দিষ্ট আছে তদ্‌ভিন্ন অন্যান্য লেখ্য সম্পর্কে মুদ্রাঙ্ক শুল্কের হার।

৬৪। এই সূচীভুক্ত যেকোন বিষয় সম্পর্কিত বিধির পরিপন্থী অপরাধসমূহ।

৬৫। এই সূচীভুক্ত যেকোন বিষয় সম্পর্কে সুপ্রীম কোর্ট ব্যতীত অন্য সকল আদালতের ক্ষেত্রাধিকার ও ক্ষমতা।

৬৬। এই সূচীভুক্ত যেকোন বিষয় সম্পর্কে ফী, কিন্তু কোন আদালতে গৃহীত ফীসমূহ ব্যতীত।

সূচী ৩—সমবর্তী সূচী

১। এই সংবিধানের প্রারম্ভে ভারতীয় দণ্ড সংহিতার অন্তর্গত সকল বিষয় সমেত ফৌজদারী বিধি, কিন্তু সূচী ১ বা সূচী ২-এ বিনির্দিষ্ট যেকোন বিষয় সম্পর্কে বিধির পরিপন্থী অপরাধসমূহ ব্যতীত এবং অসামরিক শক্তির সাহায্যকল্পে নৌ, স্থল বা বিমান বাহিনীর বা সংঘের অন্য কোন সশস্ত্র বাহিনীর ব্যবহার ব্যতীত।

২। এই সংবিধানের প্রারম্ভে ফৌজদারী প্রক্রিয়া সংহিতার অন্তর্গত সকল বিষয় সমেত ফৌজদারী প্রক্রিয়া।

৩। কোন রাজ্যের নিরাপত্তার, জনশৃঙ্খলা রক্ষার, অথবা জনসমাজের পক্ষে অত্যাবশ্যক সরবরাহসমূহ ও সেবাব্যবস্থাসমূহ রক্ষার সহিত সম্পর্কিত কারণে নিবর্তনমূলক আটক; ঐরূপ আটকের অধীন ব্যক্তিগণ।

৪। বন্দীসমূহের, অভিযুক্ত ব্যক্তিগণের এবং এই সূচীর প্রবিষ্টি ৩-এ বিনির্দিষ্ট কারণে নিবর্তনমূলক আটকের অধীন ব্যক্তিগণের এক রাজ্য হইতে অন্য রাজ্যে অপসারণ।

৫। বিবাহ ও বিবাহ-বিচ্ছেদ; শিশু ও নাবালকসমূহ; দত্তক-গ্রহণ; উইল; বিনা উইলে মৃত্যু এবং উত্তরাধিকার ; যৌথ পরিবার ও বাটোয়ারা; সেই সকল বিষয় যাহাদের সম্পর্কে বিচারিক কার্যবাহসমূহে পক্ষগণ এই সংবিধানের প্রারম্ভের অব্যবহিত পূর্বে তাঁহাদের ব্যক্তিগত বিধির অধীন ছিলেন।

৬। কৃষি-ভূমি ব্যতীত অন্য সম্পত্তির হস্তান্তরণ; দলিল ও লেখ্যসমূহের রেজিস্ট্রিকরণ।

সপ্তম তফসিল

৭। অংশীদারি, এজেন্সি, বহন-সংবিদা ও অন্যান্য বিশেষ প্রকারের সংবিদা সমেত সংবিদাসমূহ, কিন্তু কৃষিভূমিসম্বন্ধী সংবিদা ব্যতিরেকে।

৮। অভিযোগ্য অন্যায়সমূহ।

৯। শোধাক্ষমতা ও দেউলিয়াত্ব।

১০। ট্রাস্ট ও ট্রাস্টিগণ।

১১। অ্যাডমিনিস্ট্রেটর জেনরল্ ও অফিসিয়াল ট্রাস্টিগণ।

[**১১ক।** বিচার প্রশাসন; সুপ্রীম কোর্ট এবং হাইকোর্ট ব্যতীত সকল আদালতের গঠন ও সংগঠন।]

১২। সাক্ষ্য ও শপথ; বিধি, সরকারী কার্য ও অভিলেখ ও বিচারিক কার্যবাহের স্বীকৃতি।

১৩। এই সংবিধানের প্রারম্ভে দেওয়ানী প্রক্রিয়া সংহিতার অন্তর্গত সকল বিষয় সমেত দেওয়ানী প্রক্রিয়া, তামাদি ও সালিশী।

১৪। আদালত অবমাননা, কিন্তু সুপ্রীম কোর্ট অবমাননা ব্যতিরেকে।

১৫। ভবঘুরেমি; যাযাবর ও প্রব্রজনশীল জনজাতিসমূহ।

১৬। উম্মাদগ্রস্ত ও মানসিক বৈকল্যযুক্ত ব্যক্তিগণের গ্রহণের বা চিকিৎসার স্থানসমূহ সমেত উম্মাদ ও মানসিক বৈকল্য।

১৭। পশুর প্রতি নিষ্ঠুরতা নিবারণ।

[**১৭ক।** বনসমূহ।

১৭খ। বন্য পশু ও পক্ষী সংরক্ষণ।]

১৮। খাদ্যবস্তু ও অন্যান্য পণ্যে ভেজাল।

১৯। আফিম সম্পর্কে সূচী ১-এর প্রবিষ্টি ৫৯-এর বিধানাবলী সাপেক্ষে, ভেষজ ও বিষ।

২০। আর্থনীতিক ও সামাজিক পরিকল্পনা।

[**২০ক।** জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও পরিবার পরিকল্পনা।]

২১। বাণিজ্যিক ও শিল্পসম্বন্ধী একাধিকার, সমাবন্ধ ও ট্রাস্ট।

২২। ট্রেড ইউনিয়নসমূহ; শিল্পসম্বন্ধী ও শ্রমসম্বন্ধী বিরোধসমূহ।

২৩। সামাজিক নিরাপত্তা ও সামাজিক বীমা; চাকরি ও কর্মহীনতা।

২৪। কর্মের শর্তাবলী, ভবিষ্যনিধি, নিয়োজকের দায়িতা, কর্মীদিগের ক্ষতিপূরণ, অশক্ততা ও বার্ধক্য পেনশনসমূহ ও প্রসূতি-সহায়তা সমেত, শ্রমিক-কল্যাণ।

[**২৫।** সূচী ১-এর প্রবিষ্টি ৬৩, ৬৪, ৬৫ ও ৬৬-র বিধানাবলী সাপেক্ষে, প্রযুক্তিবিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যা ও বিশ্ববিদ্যালয় সমেত শিক্ষা ; শ্রমিকের বৃত্তিবিষয়ক ও প্রযুক্তিবিষয়ক প্রশিক্ষণ।]

২৬। বিধিবৃত্তি, চিকিৎসাবৃত্তি ও অন্যান্য বৃত্তি।

সপ্তম তফসিল

২৭। ভারত ও পাকিস্তান ডোমিনিয়নদ্বয়ের প্রতিষ্ঠার কারণে আদি বাসস্থান হইতে চ্যুত ব্যক্তিদিগের ত্রাণ ও পুনর্বাসন ।

২৮। দান ও দাতব্য প্রতিষ্ঠানসমূহ, দাতব্য ও ধর্মীয় উৎসর্জন এবং ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ।

২৯। মনুষ্য, পশু বা উদ্ভিদকে আক্রমণ করে এরূপ সংক্রামক বা সাংসর্গিক ব্যাধি বা কীটসমূহের এক রাজ্য হইতে অন্য রাজ্যে প্রসার নিবারণ।

৩০। জন্ম ও মৃত্যু রেজিস্ট্রিকরণ সমেত, জীবনসম্বন্ধী পরিসংখ্যান।

৩১। সংসদ কর্তৃক প্রণীত বিধি অথবা বিদ্যমান বিধি দ্বারা বা অনুযায়ী প্রধান বন্দর বলিয়া ঘোষিত বন্দরসমূহ ব্যতীত অন্যান্য বন্দর।

৩২। জাতীয় জলপথ সম্পর্কে সূচী ১-এর বিধানাবলী সাপেক্ষে, অন্তর্দেশীয় জলপথসমূহে যন্ত্রচালিত জলযান সম্পর্কিত নৌ-বহন ও নৌ-চালন এবং ঐরূপ জলপথসমূহে পথ-নিয়ম এবং অন্তর্দেশীয় জলপথে যাত্রী ও পণ্যসমূহ বহন।

[৩৩ (ক) যে স্থলে সংঘ কর্তৃক কোন শিল্পের নিয়ন্ত্রণ জনস্বার্থে সঙ্গত বলিয়া সংসদ কর্তৃক বিধি দ্বারা ঘোষিত হইয়াছে, সেস্থলে ঐরূপ শিল্পের উৎপাদ এবং ঐরূপ উৎপাদের সমশ্রেণীর আমদানিকৃত পণ্যসমূহ;

(খ) ভোজ্য তৈলবীজ ও তৈলসমূহ সমেত, খাদ্যবস্তুসমূহ;

(গ) খইল ও অন্যান্য সারকৃত বস্তুসমেত, গবাদি পশুর খাদ্য ;

(ঘ) কাঁচা তুলা, পেঁজা বা অপেঁজা ও তুলাবীজ; এবং

(ঙ) কাঁচা পাট

সম্পর্কে ব্যবসায় ও বাণিজ্য, এবং উহাদের উৎপাদন, সরবরাহ ও বণ্টন।]

[৩৩ক। মান-নির্ধারণ ব্যতীত, ওজন ও মাপ।]

৩৪। মুল্য নিয়ন্ত্রণ।

৩৫। যে নীতি অনুসারে যন্ত্রচালিত যানসমূহের উপর কর ধার্য করিতে হইবে তৎসমেত, যন্ত্রচালিত যানসমূহ।

৩৬। কারখানা।

৩৭। বয়লার।

৩৮। বিদ্যুৎ।

৩৯। সংবাদপত্র, পুস্তক ও ছাপাখানা।

৪০। জাতীয় গুরুত্বের বলিয়া [সংসদ কর্তৃক বিধি দ্বারা বা অনুযায়ী ঘোষিত] প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান ও ভগ্নাবশেষ ভিন্ন, অন্যান্য প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান ও ভগ্নাবশেষ।

সপ্তম তফসিল

৪১। বিধি দ্বারা, উদ্বাস্তু সম্পত্তি বলিয়া ঘোষিত (কৃষিভূমি সমেত) সম্পত্তির অভিরক্ষা, পরিচালনা ও বিলিব্যবস্থা।

[৪২। সম্পত্তি অর্জন ও অধিগ্রহণ।]

৪৩। কোন রাজ্যে, ঐ রাজ্যের বাহিরে উদ্ভূত, বকেয়া ভূমিরাজস্ব ও ঐরূপ বকেয়া হিসাবে আদায়যোগ্য অর্থসমূহ সমেত, কর ও অন্যান্য সরকারী প্রাপ্য সম্পর্কে দাবিসমূহের আদায়।

৪৪। বিচারিক মুদ্রাঙ্ক দ্বারা সংগৃহীত শুল্ক ও ফীসমূহ ব্যতীত, অন্যান্য মুদ্রাঙ্কশুল্ক, কিন্তু মুদ্রাঙ্কশুল্কসমূহের হার ব্যতিরেকে।

৪৫। সূচী ২ বা সূচী ৩-এ বিনির্দিষ্ট যেকোন বিষয়ের প্রয়োজনে অনুসন্ধান ও পরিসংখ্যান।

৪৬। এই সূচীভুক্ত যেকোন বিষয় সম্পর্কে, সুপ্রীম কোর্ট ব্যতীত অন্য সকল আদালতের ক্ষেত্রাধিকার ও ক্ষমতাসমূহ।

৪৭। এই সূচীভুক্ত যেকোন বিষয় সম্পর্কে ফীসমূহ, কিন্তু কোন আদালতে গৃহীত ফীসমূহ ব্যতিরেকে।

অষ্টম তফসিল

[৩৪৪(১) এবং ৩৫১ অনুচ্ছেদ]

ভাষাসমূহ

১। অসমীয়া।

২। বাংলা।

৩। বোড়ো।

৪। ডোগরি।

৫। গুজরাতি।

৬। হিন্দী।

৭। কানাড়া।

৮। কাশ্মিরী।

৯। কোঙ্কনী।

১০। মৈথিলী।

১১। মালয়ালাম।

১২। মণিপুরী।

১৩। মারাঠি।

১৪। নেপালী।

১৫। ওড়িয়া।

১৬। পাঞ্জাবী।

১৭। সংস্কৃত।

১৮। সাঁওতালী।

১৯। সিন্ধি।

২০। তামিল।

২১। তেলেগু।

২২। উর্দু।

[নবম তফসিল

[৩১খ অনুচ্ছেদ]

১। দি বিহার ল্যান্ড রিফরম্‌স্ অ্যাক্ট, ১৯৫০ (১৯৫০-এর বিহার ৩০ আইন)।

২। দি বম্বে টেনান্সি অ্যান্ড এগ্রিকালচারাল ল্যান্ডস্ অ্যাক্ট, ১৯৪৮ (১৯৪৮-এর বোম্বাই ৬৭ আইন)।

৩। দি বম্বে মালেকি টেনিওর অ্যাবলিশন অ্যাক্ট, ১৯৪৯ (১৯৪৯-এর বোম্বাই ৬১ আইন)।

৪। দি বম্বে তালুকদারী টেনিওর অ্যাবলিশন অ্যাক্ট, ১৯৪৯ (১৯৪৯-এর বোম্বাই ৬২ আইন)।

৫। দি পাঁচ মহালস্ মেহওয়াস্সি টেনিওর অ্যাবলিশন অ্যাক্ট, ১৯৪৯ (১৯৪৯-এর বোম্বাই ৬৩ আইন)।

৬। দি বম্বে খোটি অ্যাবলিশন অ্যাক্ট, ১৯৫০ (১৯৫০-এর বোম্বাই ৬ আইন)।

৭। দি বম্বে পরগনা অ্যান্ড কুলকর্ণী ওয়াতন অ্যাবলিশন অ্যাক্ট, ১৯৫০ (১৯৫০-এর বোম্বাই ৬০ আইন)।

৮। দি মধ্যপ্রদেশ অ্যাবলিশন অফ্ প্রপ্রাইটারী রাইটস্ (এস্টেটস, মহালস্ অ্যালিয়েনেটেড ল্যান্ডস্) অ্যাক্ট, ১৯৫০ (১৯৫১-এর মধ্যপ্রদেশ ১ আইন)।

৯। দি ম্যাড্রাস এস্টেটস্ (অ্যাবলিশন অ্যান্ড কন্‌ভারসন ইন্টু রায়তওয়ারী) অ্যাক্ট, ১৯৪৮ (১৯৪৮-এর মাদ্রাজ ২৬ আইন)।

১০। দি ম্যাড্রাস এস্টেটস্ (অ্যাবলিশন অ্যান্ড কন্‌ভারসন ইন্টু রায়তওয়ারী) অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট, ১৯৫০ (১৯৫০-এর মাদ্রাজ ১ আইন)।

১১। দি উত্তরপ্রদেশ জমিনদারী অ্যাবলিশন অ্যান্ড ল্যান্ড রিফরম্‌স্ অ্যাক্ট, ১৯৫০ (১৯৫১-এর উত্তর প্রদেশ ১ আইন)।

১২। দি হায়দারাবাদ (অ্যাবলিশন অফ্ জাগীরস্) রেগুলেশন, ১৩৫৮এফ (১৩৫৮-র ৬৯নং, ফসলি)।

১৩। দি হায়দারাবাদ জাগীরস্ (কমিউটেশন) রেগুলেশন, ১৩৫৯এফ (১৩৫৯-র ২৫নং, ফসলি)।

[১৪। দি বিহার ডিসপ্লেসড পারসনস্ রিহ্যাবিলিটেশন (অ্যাকুইজিশন অফ্ ল্যান্ড) অ্যাক্ট, ১৯৫০ (১৯৫০-এর ৩৮ আইন)।

১৫। দি ইউনাইটেড প্রভিনসেস ল্যান্ড অ্যাকুইজিশন (রিহ্যাবিলিটেশন অফ্ রিফিউজিস) অ্যাক্ট, ১৯৪৮ (১৯৪৮-এর ইউ.পি. ২৬ আইন)।

নবম তফসিল

১৬। দি রিসেটল্‌মেন্ট অফ ডিসপ্লেসড পারসনস্ (ল্যান্ড অ্যাকুইজিশন) অ্যাক্ট, ১৯৪৮ (১৯৪৮-এর ৬০ আইন)।

১৭। দি ইনশিওর‍্যান্স (অ্যামেন্ডমেন্ট) অ্যাক্ট, ১৯৫০ (১৯৫০-এর ৪৭ আইন)-এর ৪২ ধারা দ্বারা যথা-সন্নিবেশিত দি ইনশিওর‍্যান্স অ্যাক্ট, ১৯৩৮ (১৯৩৮-এর ৪ আইন)-এর ৫২ক হইতে ৫২ছ ধারাসমূহ।

১৮। দি রেলওয়ে কোম্পানিজ্ (ইমার্জেন্সি প্রভিশনস্) অ্যাক্ট, ১৯৫১ (১৯৫১-এর ৫১ আইন)।

১৯। দি ইন্ডাস্ট্রীজ্ (ডেভ্‌লপমেন্ট অ্যান্ড রেগুলেশন) অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট, ১৯৫৩ (১৯৫৩-র ২৬ আইন)-এর ১৩ ধারা দ্বারা যথা-সন্নিবেশিত দি ইন্ডাস্ট্রীজ্ (ডেভ্‌লপমেন্ট অ্যান্ড রেগুলেশন) অ্যাক্ট, ১৯৫১ (১৯৫১-এর ৬৫ আইন)-এর অধ্যায় ৩-ক।

২০। ১৯৫১-র ওয়েস্ট বেঙ্গল ২৯ আইন দ্বারা যথা-সংশোধিত দি ওয়েস্ট বেঙ্গল ল্যান্ড ডেভ্‌লপমেন্ট অ্যান্ড প্ল্যানিং অ্যাক্ট, ১৯৪৮ (১৯৪৮-এর পশ্চিমবঙ্গ ২১ আইন)।]

[২১। দি অন্ধ্রপ্রদেশ সিলিং অন্ এগ্রিকালচারাল হোল্ডিংস্ অ্যাক্ট, ১৯৬১ (১৯৬১-র অন্ধ্রপ্রদেশ ১০ আইন)।

২২। দি অন্ধ্রপ্রদেশ (তেলেঙ্গানা এরিয়া) টেনান্সি অ্যান্ড এগ্রিকালচারাল ল্যান্ডস্ (ভ্যালিডেশন) অ্যাক্ট, ১৯৬১ (১৯৬১-র অন্ধ্রপ্রদেশ ২১ আইন)।

২৩। দি অন্ধ্রপ্রদেশ (তেলেঙ্গানা এরিয়া) ইজারা অ্যান্ড কওলি ল্যান্ড ক্যানসেলেশন অফ্ ইরেগুলার পাট্টাস অ্যান্ড অ্যাবলিশন অফ্ কনসেশনাল অ্যাসেসমেন্ট অ্যাক্ট, ১৯৬১ (১৯৬১-র অন্ধ্রপ্রদেশ ৩৬ আইন)।

২৪। দি আসাম স্টেট অ্যাকুইজিশন অফ্ ল্যান্ডস্ বিলঙ্গিং টু রিলিজিয়াস অর চ্যারিটেবল ইনস্টিটিউশন্ অফ্ পাবলিক নেচার অ্যাক্ট, ১৯৫৯ (১৯৬১-র আসাম ৯ আইন)।

২৫। দি বিহার ল্যান্ড রিফরমস্ (অ্যামেন্ডমেন্ট) অ্যাক্ট, ১৯৫৩ (১৯৫৪-র বিহার ২০ আইন)।

২৬। দি বিহার ল্যান্ড রিফরমস্ (ফিকসেশন অফ্ সিলিং এরিয়া অ্যান্ড অ্যাকুইজিশন অফ্ সারপ্লাস ল্যান্ড) অ্যাক্ট, ১৯৬১ (১৯৬২-র বিহার ১২ আইন), (এই আইনের ২৮ ধারা ব্যতীত)।

২৭। দি বম্বে তালুকদারী টেনিওর অ্যাবলিশন (অ্যামেন্ডমেন্ট) অ্যাক্ট, ১৯৫৪ (১৯৫৫-র বোম্বাই ১ আইন)।

২৮। দি বম্বে তালুকদারী টেনিওর অ্যাবলিশন (অ্যামেন্ডমেন্ট) অ্যাক্ট, ১৯৫৭ (১৯৫৮-র বোম্বাই ১৮ আইন)।

২৯। দি বম্বে ইনামস্ (কাচ্ এরিয়া) অ্যাবলিশন অ্যাক্ট, ১৯৫৮ (১৯৫৮-র বোম্বাই ৯৮ আইন)।

৩০। দি বম্বে টেনান্সি অ্যান্ড এগ্রিকালচারাল ল্যান্ডস্ (গুজরাট অ্যামেন্ডমেন্ট) অ্যাক্ট, ১৯৬০ (১৯৬০-এর গুজরাট ১৬ আইন)।

নবম তফসিল

৩১। দি গুজরাট এগ্রিকালচারাল ল্যান্ডস্ সিলিং অ্যাক্ট, ১৯৬০ (১৯৬১-র গুজরাট ২৭ আইন)।

৩২। দি সাগবারা অ্যান্ড মেহওয়াস্সি এস্টেটস্ (প্রপ্রাইটারী রাইটস্ অ্যাবলিশন, এট্সেট্যার) রেগুলেশন,১৯৬২ (১৯৬২-র গুজরাট ১ প্রনিয়ম)।

৩৩। দি গুজরাট সারভাইভিং অ্যালিয়েনেশনস্ অ্যাবলিশন অ্যাক্ট, ১৯৬৩ (১৯৬৩-র গুজরাট ৩৩ আইন), এই আইন উহার ২ ধারার (৩) প্রকরণের (ঘ) উপ-প্রকরণের উল্লিখিত কোন পরকীকরণের সহিত যতদূর পর্যন্ত সম্পর্কিত ততদূর পর্যন্ত ব্যতীত।

৩৪। দি মহারাষ্ট্র এগ্রিকালচারাল ল্যান্ডস্ (সিলিং অন্ হোল্ডিংস্) অ্যাক্ট, ১৯৬১ (১৯৬১-র মহারাষ্ট্র ২৭ আইন)।

৩৫। দি হায়দারাবাদ টেনান্সি অ্যান্ড এগ্রিকালচারাল ল্যান্ডস্ (রিএনাক্টমেন্ট, ভ্যালিডেশন অ্যান্ড ফার্দার অ্যামেন্ডমেন্ট) অ্যাক্ট, ১৯৬১ (১৯৬১-র মহারাষ্ট্র ৪৫ আইন)।

৩৬। দি হায়দারাবাদ টেনান্সি অ্যান্ড এগ্রিকালচারাল ল্যান্ডস্ অ্যাক্ট, ১৯৫০ (১৯৫০-এর হায়দারাবাদ ২১ আইন)।

৩৭। দি জেন্মিকরম পেমেন্ট (অ্যাবলিশন) অ্যাক্ট, ১৯৬০ (১৯৬১-র কেরালা ৩ আইন)।

৩৮। দি কেরালা ল্যান্ড ট্যাক্স অ্যাক্ট, ১৯৬১ (১৯৬১-র কেরালা ১৩ আইন)।

৩৯। দি কেরালা ল্যান্ড রিফরম্স্ অ্যাক্ট, ১৯৬৩ (১৯৬৪-র কেরালা ১ আইন)।

৪০। দি মধ্যপ্রদেশ ল্যান্ড রেভিনিউ কোড্, ১৯৫৯ (১৯৫৯-এর মধ্যপ্রদেশ ২০ আইন)।

৪১। দি মধ্যপ্রদেশ সিলিং অন্ এগ্রিকালচারাল হোল্ডিংস্ অ্যাক্ট, ১৯৬০ (১৯৬০-এর মধ্যপ্রদেশ ২০ আইন)।

৪২। দি ম্যাড্রাস কালটিভেটিং টেনান্টস্ প্রটেক্শন্ অ্যাক্ট, ১৯৫৫ (১৯৫৫-র মাদ্রাজ ২৫ আইন)।

৪৩। দি ম্যাড্রাস কালটিভেটিং টেনান্টস্ (পেমেন্ট অফ্ ফেয়ার রেন্ট) অ্যাক্ট, ১৯৫৬ (১৯৫৬-র মাদ্রাজ ২৪ আইন)।

৪৪। দি ম্যাড্রাস অকুপ্যান্টস্ অফ্ কুদিয়িরূপ্পু (প্রটেক্শন ফ্রম এভিক্শন) অ্যাক্ট, ১৯৬১ (১৯৬১-র মাদ্রাজ ৩৮ আইন)।

৪৫। দি ম্যাড্রাস পাবলিক ট্রাস্ট (রেগুলেশন অফ্ এডমিনিসট্রেশন অফ্ এগ্রিকালচারাল ল্যান্ডস্ অ্যাক্ট, ১৯৬১ (১৯৬১-র মাদ্রাজ ৫৭ আইন)।

৪৬। দি ম্যাড্রাস্ ল্যান্ড রিফরম্স্ (ফিক্সেশন অফ্ সিলিং অন্ ল্যান্ড) অ্যাক্ট, ১৯৬১ (১৯৬১-র মাদ্রাজ ৫৮ আইন)।

নবম তফসিল

৪৭। দি মাইশোর টেনান্সি অ্যাক্ট, ১৯৫২ (১৯৫২-র মহীশূর ১৩ আইন)।

৪৮। দি কুর্গ টেনান্টস্ অ্যাক্ট, ১৯৫৭ (১৯৫৭-র মহীশূর ১৪ আইন)।

৪৯। দি মাইশোর ভিলেজ অফিসেস্ অ্যাবলিশন অ্যাক্ট, ১৯৬১ (১৯৬১-র মহীশূর ১৪ আইন)।

৫০। দি হায়দারাবাদ টেনান্সি অ্যান্ড এগ্রিকালচারাল ল্যান্ডস্ (ভ্যালিডেশন) অ্যাক্ট, ১৯৬১ (১৯৬১-র মহীশূর ৩৬ আইন)।

৫১। দি মাইশোর ল্যান্ড রিফরম্স্ অ্যাক্ট, ১৯৬১ (১৯৬২-র মহীশূর ১০ আইন)।

৫২। দি ওড়িশা ল্যান্ড রিফরম্স্ অ্যাক্ট, ১৯৬০ (১৯৬০-এর ওড়িশা ১৬ আইন)।

৫৩। দি ওড়িশা মার্জড টেরিটোরিস্ (ভিলেজ অফিসেস্ অ্যাবলিশন) অ্যাক্ট, ১৯৬৩ (১৯৬৩-র ওড়িশা ১০ আইন)।

৫৪। দি পাঞ্জাব সিকিউরিটি অফ্ ল্যান্ড টেনিওরস্ অ্যাক্ট, ১৯৫৩ (১৯৫৩-র পাঞ্জাব ১০ আইন)।

৫৫। দি রাজস্থান টেনান্সি অ্যাক্ট, ১৯৫৫ (১৯৫৫-র রাজস্থান ৩ আইন)।

৫৬। দি রাজস্থান জমিনদারী অ্যান্ড বিস্বেদারি অ্যাবলিশন অ্যাক্ট, ১৯৫৯ (১৯৫৯-এর রাজস্থান ৮ আইন)।

৫৭। দি কুমায়ুন অ্যান্ড উত্তরাখণ্ড জমিনদারী অ্যাবলিশন অ্যান্ড ল্যান্ড রিফরম্স্ অ্যাক্ট, ১৯৬০ (১৯৬০-এর উত্তরপ্রদেশ ১৭ আইন)।

৫৮। দি উত্তরপ্রদেশ ইমপোজিশন্ অফ্ সিলিং অন্ হোল্ডিংস্ অ্যাক্ট, ১৯৬০ (১৯৬১-র উত্তরপ্রদেশ ১ আইন)।

৫৯। দি ওয়েস্ট বেঙ্গল এস্টেট্স্ অ্যাকুইজিশন অ্যাক্ট, ১৯৫৩ (১৯৫৪-র পশ্চিমবঙ্গ ১ আইন)।

৬০। দি ওয়েস্ট বেঙ্গল ল্যান্ড রিফরম্স্ অ্যাক্ট, ১৯৫৫ (১৯৫৬-র পশ্চিমবঙ্গ ১০ আইন)।

৬১। দি ডেল্হী ল্যান্ড রিফরম্স্ অ্যাক্ট, ১৯৫৪ (১৯৫৪-র দিল্লী ৮ আইন)।

৬২। দি ডেল্হী ল্যান্ড হোল্ডিংস্ (সিলিং) অ্যাক্ট, ১৯৬০ (১৯৬০-এর কেন্দ্রীয় ২৪ আইন)।

৬৩। দি মণিপুর ল্যান্ড রেভিনিউ অ্যান্ড রিফরম্স্ অ্যাক্ট, ১৯৬০ (১৯৬০-এর কেন্দ্রীয় ৩৩ আইন)।

৬৪। দি ত্রিপুরা ল্যান্ড রেভিনিউ অ্যান্ড ল্যান্ড রিফরম্স্ অ্যাক্ট, ১৯৬০ (১৯৬০-এর কেন্দ্রীয় ৪৩ আইন)।

৬৫। দি কেরালা ল্যান্ড রিফরম্স্ (অ্যামেন্ডমেন্ট) অ্যাক্ট, ১৯৬৯ (১৯৬৯-এর কেরালা ৩৫ আইন)।

৬৬। দি কেরালা ল্যান্ড রিফরম্স্ (অ্যামেন্ডমেন্ট) অ্যাক্ট, ১৯৭১ (১৯৭১-এর কেরালা ২৫ আইন)।]

নবম তফসিল

[৬৭। দি অন্ধ্রপ্রদেশ ল্যান্ড রিফরম্‌স্ (সিলিং অন্ এগ্রিকালচারাল হোল্ডিংস্) অ্যাক্ট, ১৯৭৩ (১৯৭৩-এর অন্ধ্রপ্রদেশ ১ আইন)।

৬৮। দি বিহার ল্যান্ড রিফরম্‌স্ (ফিক্সেশন অফ্ এরিয়া অ্যান্ড অ্যাকুইজিশন অফ্ সারপ্লাস ল্যান্ড) (অ্যামেন্ডমেন্ট) অ্যাক্ট, ১৯৭২ (১৯৭৩-এর বিহার ১ আইন)।

৬৯। দি বিহার ল্যান্ড রিফরম্‌স্ (ফিক্সেশন অফ্ সিলিং এরিয়া অ্যান্ড অ্যাকুইজিশন অফ্ সারপ্লাস্ ল্যান্ড) (অ্যামেন্ডমেন্ট) অ্যাক্ট, ১৯৭৩ (১৯৭৩-এর বিহার ৯ আইন)।

৭০। দি বিহার ল্যান্ড রিফরম্‌স্ (অ্যামেন্ডমেন্ট) অ্যাক্ট, ১৯৭২ (১৯৭২-এর বিহার ৫ আইন)।

৭১। দি গুজরাট এগ্রিকালচারাল ল্যান্ডস্ সিলিং (অ্যামেন্ডমেন্ট) অ্যাক্ট, ১৯৭২ (১৯৭৪-এর গুজরাট ২ আইন)।

৭২। দি হরিয়ানা সিলিং অন্ ল্যান্ড হোল্ডিংস্ অ্যাক্ট, ১৯৭২ (১৯৭২-এর হরিয়ানা ২৬ আইন)।

৭৩। দি হিমাচল প্রদেশ সিলিং অন্ ল্যান্ড হোল্ডিংস্ অ্যাক্ট, ১৯৭২ (১৯৭৩-এর হিমাচল প্রদেশ ১৯ আইন)।

৭৪। দি কেরালা ল্যান্ড রিফরম্‌স্ (অ্যামেন্ডমেন্ট) অ্যাক্ট, ১৯৭২ (১৯৭২-এর কেরালা ১৭ আইন)।

৭৫। দি মধ্যপ্রদেশ সিলিং অন্ এগ্রিকালচারাল হোল্ডিংস (অ্যামেন্ডমেন্ট) অ্যাক্ট, ১৯৭২ (১৯৭৪-এর মধ্যপ্রদেশ ১২ আইন)।

৭৬। দি মধ্যপ্রদেশ সিলিং অন্ এগ্রিকালচারাল হোল্ডিংস্ (সেকেন্ড অ্যামেন্ডমেন্ট) অ্যাক্ট, ১৯৭২ (১৯৭৪-এর মধ্যপ্রদেশ ১৩ আইন)।

৭৭। দি মাইশোর ল্যান্ড রিফরম্‌স্ (অ্যামেন্ডমেন্ট) অ্যাক্ট, ১৯৭৩ (১৯৭৪-এর কর্ণাটক ১ আইন)।

৭৮। দি পাঞ্জাব ল্যান্ড রিফরম্‌স্ অ্যাক্ট, ১৯৭২ (১৯৭৩-এর পাঞ্জাব ১০ আইন)।

৭৯। দি রাজস্থান ইম্পোজিশন্ অফ্ সিলিং অন্ এগ্রিকালচারাল হোল্ডিংস্ অ্যাক্ট, ১৯৭৩ (১৯৭৩-এর রাজস্থান ১১ আইন)।

৮০। দি গুডালুর জন্মম্ এস্টেটস্ (অ্যাবলিশন অ্যান্ড কন্‌ভারশন ইন্টু রায়তওয়ারী) অ্যাক্ট, ১৯৬৯ (১৯৬৯-এর তামিলনাডু ২৪ আইন)।

৮১। দি ওয়েস্ট বেঙ্গল ল্যান্ড রিফরম্‌স্ (অ্যামেন্ডমেন্ট) অ্যাক্ট, ১৯৭২ (১৯৭২-এর পশ্চিমবঙ্গ ১২ আইন)।

৮২। দি ওয়েস্ট বেঙ্গল এস্টেটস্ অ্যাকুইজিশন (অ্যামেন্ডমেন্ট) অ্যাক্ট, ১৯৬৪ (১৯৬৪-র পশ্চিমবঙ্গ ২২ আইন)।

নবম তফসিল

৮৩। দি ওয়েস্ট বেঙ্গল এস্টেটস্ অ্যাকুইজিশন (সেকেন্ড অ্যামেন্ডমেন্ট) অ্যাক্ট, ১৯৭৩ (১৯৭৩-এর পশ্চিমবঙ্গ ৩৩ আইন)।

৮৪। দি বম্বে টেনান্সি অ্যান্ড এগ্রিকালচারাল ল্যান্ডস্ (গুজরাট অ্যামেন্ডমেন্ট) অ্যাক্ট, ১৯৭২ (১৯৭৩-এর গুজরাট ৫ আইন)।

৮৫। দি ওড়িশা ল্যান্ড রিফরম্স্ (অ্যামেন্ডমেন্ট) অ্যাক্ট, ১৯৭৪ (১৯৭৪-এর ওড়িশা ৯ আইন)।

৮৬। দি ত্রিপুরা ল্যান্ড রেভিনিউ অ্যান্ড ল্যান্ড রিফরম্স্ (সেকেন্ড অ্যামেন্ডমেন্ট) অ্যাক্ট, ১৯৭৪ (১৯৭৪-এর ত্রিপুরা ৭ আইন)।

৮৭। * * * * *

৮৮। দি ইনডাস্ট্রীজ (ডেভ্লপমেন্ট অ্যান্ড রেগুলেশন) অ্যাক্ট, ১৯৫১ (১৯৫১-র কেন্দ্রীয় ৬৫ আইন)।

৮৯। দি রিকুইজিশানিং অ্যান্ড অ্যাকুইজিশন অফ্ ইমমুভ্যাল প্রপার্টি অ্যাক্ট, ১৯৫২ (১৯৫২-র কেন্দ্রীয় ৩০ আইন)।

৯০। দি মাইন্স অ্যান্ড মিনারাল্স্ (রেগুলেশন অ্যান্ড ডেভ্লপমেন্ট) অ্যাক্ট, ১৯৫৭ (১৯৫৭-র কেন্দ্রীয় ৬৭ আইন)।

৯১। দি মনোপলিস্ অ্যান্ড রেস্ট্রিকটিভ ট্রেড প্রাক্টিসেস্ অ্যাক্ট, ১৯৬৯ (১৯৬৯-র কেন্দ্রীয় ৫৪ আইন)।

৯২। * * * * *

৯৩। দি কোকিং কোল মাইন্স (ইমার্জেন্সি প্রভিশন্স) অ্যাক্ট, ১৯৭১ (১৯৭১-র কেন্দ্রীয় ৬৪ আইন)।

৯৪। দি কোকিং কোল মাইন্স (ন্যাশনালাইজেশন) অ্যাক্ট, ১৯৭২ (১৯৭২-এর কেন্দ্রীয় ৩৬ আইন)।

৯৫। দি জেনারেল ইনশিওর‍্যান্স্ বিজ্নেস (ন্যাশনালাইজেশন) অ্যাক্ট, ১৯৭২ (১৯৭২-এর কেন্দ্রীয় ৫৭ আইন)।

৯৬। দি ইন্ডিয়ান কপার কর্পোরেশন (অ্যাকুইজিশন অফ্ আন্ডারটেকিং) অ্যাক্ট, ১৯৭২ (১৯৭২-এর কেন্দ্রীয় ৫৮ আইন)।

৯৭। দি সিক্ টেক্সটাইল আন্ডারটেকিংস্ (টেকিং ওভার অফ্ ম্যানেজমেন্ট) অ্যাক্ট, ১৯৭২ (১৯৭২-এর কেন্দ্রীয় ৭২ আইন)।

৯৮। দি কোল মাইন্স (টেকিং ওভার অফ্ ম্যানেজমেন্ট) অ্যাক্ট, ১৯৭৩ (১৯৭৩-এর কেন্দ্রীয় ১৫ আইন)।

নবম তফসিল

৯৯। দি কোল মাইন্স (ন্যাশনালাইজেশন) অ্যাক্ট, ১৯৭৩ (১৯৭৩-এর কেন্দ্রীয় ২৬ আইন)।

১০০। দি ফরেন এক্সচেঞ্জ রেগুলেশন অ্যাক্ট, ১৯৭৩ (১৯৭৩-এর কেন্দ্রীয় ৪৬ আইন)।

১০১। দি অ্যালকক্ অ্যাশ্‌ডাউন কোম্পানি লিমিটেড (অ্যাকুইজিশন অফ্ আন্ডারটেকিংস্) অ্যাক্ট, ১৯৭৩ (১৯৭৩-এর কেন্দ্রীয় ৫৬ আইন)।

১০২। দি কোল মাইন্স (কনজারভেশন অ্যান্ড ডেভ্‌লপমেন্ট) অ্যাক্ট, ১৯৭৪ (১৯৭৪-এর কেন্দ্রীয় ২৮ আইন)।

১০৩। দি অ্যাডিশনাল ইমলিউমেন্টস (কম্পাল্‌সারি ডিপোজিট) অ্যাক্ট, ১৯৭৪ (১৯৭৪-এর কেন্দ্রীয় ৩৭ আইন)।

১০৪। দি কনজারভেশন অফ্ ফরেন এক্সচেঞ্জ অ্যান্ড প্রিভেনশন অফ্ স্মাগলিং অ্যাকটিভিটিস্ অ্যাক্ট, ১৯৭৪ (১৯৭৪-এর কেন্দ্রীয় ৫২ আইন)।

১০৫। দি সিক্ টেক্সটাইল আন্ডারটেকিংস্ (ন্যাশনালাইজেশন) অ্যাক্ট, ১৯৭৪ (১৯৭৪-এর কেন্দ্রীয় ৫৭ আইন)।

১০৬। দি মহারাষ্ট্র এগ্রিকালচারাল ল্যান্ডস্ (সিলিং অন্ হোল্ডিংস্) (অ্যামেন্ডমেন্ট) অ্যাক্ট, ১৯৬৪ (১৯৬৫-র মহারাষ্ট্র ১৬ আইন)।

১০৭। দি মহারাষ্ট্র এগ্রিকালচারাল ল্যান্ডস্ (সিলিং অন্ হোল্ডিংস্) (অ্যামেন্ডমেন্ট) অ্যাক্ট, ১৯৬৫ (১৯৬৫-র মহারাষ্ট্র ৩২ আইন)।

১০৮। দি মহারাষ্ট্র এগ্রিকালচারাল ল্যান্ডস্ (সিলিং অন্ হোল্ডিংস্) (অ্যামেন্ডমেন্ট) অ্যাক্ট, ১৯৬৮ (১৯৬৮-র মহারাষ্ট্র ১৬ আইন)।

১০৯। দি মহারাষ্ট্র এগ্রিকালচারাল ল্যান্ডস্ (সিলিং অন্ হোল্ডিংস্) (সেকেন্ড অ্যামেন্ডমেন্ট) অ্যাক্ট, ১৯৬৮ (১৯৬৮-র মহারাষ্ট্র ৩৩ আইন)।

১১০। দি মহারাষ্ট্র এগ্রিকালচারাল ল্যান্ডস্ (সিলিং অন্ হোল্ডিংস্) (অ্যামেন্ডমেন্ট) অ্যাক্ট, ১৯৬৯ (১৯৬৯-এর মহারাষ্ট্র ৩৭ আইন)।

১১১। দি মহারাষ্ট্র এগ্রিকালচারাল ল্যান্ডস্ (সিলিং অন্ হোল্ডিংস্) (সেকেন্ড অ্যামেন্ডমেন্ট) অ্যাক্ট, ১৯৬৯ (১৯৬৯-এর মহারাষ্ট্র ৩৮ আইন)।

১১২। দি মহারাষ্ট্র এগ্রিকালচারাল ল্যান্ডস্ (সিলিং অন্ হোল্ডিংস্) (অ্যামেন্ডমেন্ট) অ্যাক্ট, ১৯৭০ (১৯৭০-এর মহারাষ্ট্র ২৭ আইন)।

১১৩। দি মহারাষ্ট্র এগ্রিকালচারাল ল্যান্ডস্ (সিলিং অন্ হোল্ডিংস্) (অ্যামেন্ডমেন্ট) অ্যাক্ট, ১৯৭২ (১৯৭২-এর মহারাষ্ট্র ১৩ আইন)।

১১৪। দি মহারাষ্ট্র এগ্রিকালচারাল ল্যান্ডস্ (সিলিং অন্ হোল্ডিংস্) (অ্যামেন্ডমেন্ট) অ্যাক্ট, ১৯৭৩ (১৯৭৩-এর মহারাষ্ট্র ৫০ আইন)।

নবম তফসিল

১১৫। দি ওড়িশা ল্যান্ড রিফরম্‌স্ (অ্যামেন্ডমেন্ট) অ্যাক্ট, ১৯৬৫ (১৯৬৫-র ওড়িশা ১৩ আইন)।

১১৬। দি ওড়িশা ল্যান্ড রিফরম্‌স্ (অ্যামেন্ডমেন্ট) অ্যাক্ট, ১৯৬৬ (১৯৬৭-র ওড়িশা ৮ আইন)।

১১৭। দি ওড়িশা ল্যান্ড রিফরম্‌স্ (অ্যামেন্ডমেন্ট) অ্যাক্ট, ১৯৬৭ (১৯৬৭-র ওড়িশা ১৩ আইন)।

১১৮। দি ওড়িশা ল্যান্ড রিফরম্‌স্ (অ্যামেন্ডমেন্ট) অ্যাক্ট, ১৯৬৯ (১৯৬৯-এর ওড়িশা ১৩ আইন)।

১১৯। দি ওড়িশা ল্যান্ড রিফরম্‌স্ (অ্যামেন্ডমেন্ট) অ্যাক্ট, ১৯৭০ (১৯৭০-এর ওড়িশা ১৮ আইন)।

১২০। দি উত্তরপ্রদেশ ইম্পোজিশন অফ্ সিলিং অন্ ল্যান্ড হোল্ডিংস্ (অ্যামেন্ডমেন্ট) অ্যাক্ট, ১৯৭২ (১৯৭৩-এর উত্তরপ্রদেশ ১৮ আইন)।

১২১। দি উত্তরপ্রদেশ ইম্পোজিশন অফ্ সিলিং অন্ ল্যান্ড হোল্ডিংস্ (অ্যামেন্ডমেন্ট) অ্যাক্ট, ১৯৭৪ (১৯৭৫-এর উত্তরপ্রদেশ ২ আইন)।

১২২। দি ত্রিপুরা ল্যান্ড রেভিনিউ অ্যান্ড রিফরম্‌স্ (থার্ড অ্যামেন্ডমেন্ট) অ্যাক্ট, ১৯৭৫ (১৯৭৫-এর ত্রিপুরা ৩ আইন)।

১২৩। দি দাদরা অ্যান্ড নগর হাভেলি ল্যান্ড রিফরম্‌স্ রেগুলেশন, ১৯৭১ (১৯৭১-এর ৩)।

১২৪। দি দাদরা অ্যান্ড নগর হাভেলি ল্যান্ড রিফরম্‌স্ (অ্যামেন্ডমেন্ট) রেগুলেশন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ -এর ৫)।

১২৫। দি মোটর ভেহিক্‌লস অ্যাক্ট, ১৯৩৯ (১৯৩৯-এর কেন্দ্রীয় ৪ আইন)-এর ৬৬ক ধারা এবং অধ্যায় ৪ক।

১২৬। দি এসেনসিয়াল কমোডিটিস অ্যাক্ট, ১৯৫৫ (১৯৫৫-এর কেন্দ্রীয় ১০ আইন)।

১২৭। দি স্মাগলারস্ অ্যান্ড ফরেন এক্সচেঞ্জ ম্যানিপুলেটারস্ (ফরফিচ্যার অফ্ প্রপার্টি) অ্যাক্ট, ১৯৭৬ (১৯৭৬-এর কেন্দ্রীয় ১৩ আইন)।

১২৮। দি বন্ডেড্ লেবার সিস্টেম (অ্যাবলিশন) অ্যাক্ট, ১৯৭৬ (১৯৭৬-এর কেন্দ্রীয় ১৯ আইন)।

১২৯। দি কনজারভেশন অফ্ ফরেন এক্সচেঞ্জ অ্যান্ড প্রিভেনশন অফ্ স্মাগলিং অ্যাকটিভিটিস্ (অ্যামেন্ডমেন্ট) অ্যাক্ট, ১৯৭৬ (১৯৭৬-এর কেন্দ্রীয় ২০ আইন)।

১৩০। * * * * *

১৩১। দি লেভি সুগার প্রাইস ইকোয়ালাইজেশন ফান্ড অ্যাক্ট, ১৯৭৬ (১৯৭৬-এর কেন্দ্রীয় ৩১ আইন)।

১৩২। দি আরবান ল্যান্ড (সিলিং অ্যান্ড রেগুলেশন) অ্যাক্ট, ১৯৭৬ (১৯৭৬-এর কেন্দ্রীয় ৩৩ আইন)।

১৩৩। দি ডিপারমেন্টালাইজেশন অফ্ ইউনিয়ান অ্যাকাউন্টস্ (ট্রান্সফার অফ্ পারসোনেল) অ্যাক্ট, ১৯৭৬ (১৯৭৬-এর কেন্দ্রীয় ৫৯ আইন)।

নবম তফসিল

১৩৪। দি আসাম ফিক্সেশন অফ্ সিলিং অন্ ল্যান্ড হোল্ডিংস্ অ্যাক্ট, ১৯৫৬ (১৯৫৭-র আসাম ১ আইন)।

১৩৫। দি বম্বে টেনান্সি অ্যান্ড এগ্রিকালচারাল ল্যান্ডস্ (বিদর্ভ রিজিয়ন) অ্যাক্ট, ১৯৫৮ (১৯৫৮-র বোম্বাই ৯৯ আইন)।

১৩৬। দি গুজরাট প্রাইভেট ফরেস্টস্ (অ্যাকুইজিশন) অ্যাক্ট, ১৯৭২ (১৯৭৩-এর গুজরাট ১৪ আইন)।

১৩৭। দি হরিয়ানা সিলিং অন্ ল্যান্ড হোল্ডিংস্ (অ্যামেন্ডমেন্ট) অ্যাক্ট, ১৯৭৬ (১৯৭৬-এর হরিয়ানা ১৭ আইন)।

১৩৮। দি হিমাচল প্রদেশ টেনান্সি অ্যান্ড ল্যান্ড রিফরম্স্ অ্যাক্ট, ১৯৭২ (১৯৭৪-এর হিমাচল প্রদেশ ৮ আইন)।

১৩৯। দি হিমাচল প্রদেশ ভিলেজ কমন ল্যান্ডস্ ভেস্টিং অ্যান্ড ইউটিলাইজেশন অ্যাক্ট, ১৯৭৪ (১৯৭৪-এর হিমাচল প্রদেশ ১৮ আইন)।

১৪০। দি কর্ণাটক ল্যান্ড রিফরম্স্ (সেকেন্ড অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যান্ড মিসলেনিয়াস্ প্রভিশন্স্) অ্যাক্ট, ১৯৭৪ (১৯৭৪-এর কর্ণাটক ৩১ আইন)।

১৪১। দি কর্ণাটক ল্যান্ড রিফরম্স্ (সেকেন্ড অ্যামেন্ডমেন্ট) অ্যাক্ট, ১৯৭৬ (১৯৭৬-এর কর্ণাটক ২৭ আইন)।

১৪২। দি কেরালা প্রিভেন্শন অফ এভিক্শন অ্যাক্ট, ১৯৬৬ (১৯৬৬-র কেরালা ১২ আইন)।

১৪৩। দি থিরুপ্পুভরম্ পেমেন্ট (অ্যাবলিশন) অ্যাক্ট, ১৯৬৯ (১৯৬৯-এর কেরালা ১৯ আইন)।

১৪৪। শ্রীপদম্ ল্যান্ডস্ এনফ্র্যান্চাইজমেন্ট অ্যাক্ট, ১৯৬৯ (১৯৬৯-এর কেরালা ২০ আইন)।

১৪৫। দি শ্রী পন্ডারাভক ল্যান্ডস্ (ভেস্টিং অ্যান্ড এনফ্র্যান্চাইজমেন্ট) অ্যাক্ট, ১৯৭১ (১৯৭১-এর কেরালা ২০ আইন)।

১৪৬। দি কেরালা প্রাইভেট ফরেস্টস্ (ভেস্টিং অ্যান্ড অ্যাসাইনমেন্ট) অ্যাক্ট, ১৯৭১ (১৯৭১-এর কেরালা ২৬ আইন)।

১৪৭। দি কেরালা এগ্রিকালচারাল ওয়ার্কার্স অ্যাক্ট, ১৯৭৪ (১৯৭৪-এর কেরালা ১৮ আইন)।

১৪৮। দি কেরালা ক্যাশ্যু ফ্যাক্টরীজ (অ্যাকুইজিশন) অ্যাক্ট, ১৯৭৪ (১৯৭৪-এর কেরালা ২৯ আইন)।

১৪৯। দি কেরালা চিট্টিস্ অ্যাক্ট, ১৯৭৫ (১৯৭৫-এর কেরালা ২৩ আইন)।

১৫০। দি কেরালা সিডিউল্ড ট্রাইব্স্ (রেস্ট্রিকশন অন্ ট্রান্সফার অফ্ ল্যান্ডস্ অ্যান্ড রেস্টোরেশন অফ্ অ্যালিয়েনেটেড্ ল্যান্ডস্) অ্যাক্ট, ১৯৭৫ (১৯৭৫-এর কেরালা ৩১ আইন)।

নবম তফসিল

১৫১। দি কেরালা ল্যান্ড রিফরম্‌স্ (অ্যামেন্ডমেন্ট) অ্যাক্ট, ১৯৭৬ (১৯৭৬-এর কেরালা ১৫ আইন)।

১৫২। দি কানাম টেনান্সি অ্যাবলিশন অ্যাক্ট, ১৯৭৬ (১৯৭৬-এর কেরালা ১৬ আইন)।

১৫৩। দি মধ্যপ্রদেশ সিলিং অন্ এগ্রিকালচারাল হোল্ডিংস্ (অ্যামেন্ডমেন্ট) অ্যাক্ট, ১৯৭৪ (১৯৭৪-এর মধ্যপ্রদেশ ২০ আইন)।

১৫৪। দি মধ্যপ্রদেশ সিলিং অন্ এগ্রিকালচারাল হোল্ডিংস্ (অ্যামেন্ডমেন্ট) অ্যাক্ট, ১৯৭৫ (১৯৭৬-এর মধ্যপ্রদেশ ২ আইন)।

১৫৫। দি ওয়েস্ট খান্দেশ মেহওয়াস্সি এস্টেটস্ (প্রপ্রাইটারী রাইট্স্ অ্যাবলিশন এট্সেট্রা) রেগুলেশন, ১৯৬১ (১৯৬২-র মহারাষ্ট্র ১ প্রনিয়ম)।

১৫৬। দি মহারাষ্ট্র রেস্টোরেশন অফ্ ল্যান্ডস টু সিডিউল্ড ট্রাইবস্ অ্যাক্ট, ১৯৭৪ (১৯৭৫-এর মহারাষ্ট্র ১৪ আইন)।

১৫৭। দি মহারাষ্ট্র এগ্রিকালচারাল ল্যান্ডস্ (লোয়ারিং অফ্ সিলিং অন্ হোল্ডিংস্) অ্যান্ড (অ্যামেন্ডমেন্ট) অ্যাক্ট, ১৯৭২ (১৯৭৫-এর মহারাষ্ট্র ২১ আইন)।

১৫৮। দি মহারাষ্ট্র প্রাইভেট ফরেস্টস্ (অ্যাকুইজিশন) অ্যাক্ট, ১৯৭৫ (১৯৭৫-এর মহারাষ্ট্র ২৯ আইন)।

১৫৯। দি মহারাষ্ট্র এগ্রিকালচারাল ল্যান্ডস্ (লোয়ারিং অফ্ সিলিং অন্ হোল্ডিংস্) অ্যান্ড (অ্যামেন্ডমেন্ট) অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট, ১৯৭৫ (১৯৭৫-এর মহারাষ্ট্র ৪৭ আইন)।

১৬০। দি মহারাষ্ট্র এগ্রিকালচারাল ল্যান্ডস্ (সিলিং অন্ হোল্ডিংস্) (অ্যামেন্ডমেন্ট) অ্যাক্ট, ১৯৭৫ (১৯৭৬-এর মহারাষ্ট্র ২ আইন)।

১৬১। দি ওড়িশা এস্টেটস্ অ্যাবলিশন অ্যাক্ট, ১৯৫১ (১৯৫২-এর ওড়িশা ১ আইন)।

১৬২। দি রাজস্থান কলোনাইজেশন অ্যাক্ট, ১৯৫৪ (১৯৫৪-র রাজস্থান ২৭ আইন)।

১৬৩। দি রাজস্থান ল্যান্ড রিফরম্‌স্ অ্যান্ড অ্যাকুইজিশন অফ্ ল্যান্ড ওনারস এস্টেটস্ অ্যাক্ট, ১৯৬৩ (১৯৬৪-র রাজস্থান ১১ আইন)।

১৬৪। দি রাজস্থান ইম্পোজিশন অফ্ সিলিং অন্ এগ্রিকালচারাল হোল্ডিংস্ (অ্যামেন্ডমেন্ট) অ্যাক্ট, ১৯৭৬ (১৯৭৬-এর রাজস্থান ৮ আইন)।

১৬৫। দি রাজস্থান টেনান্সি (অ্যামেন্ডমেন্ট) অ্যাক্ট, ১৯৭৬ (১৯৭৬-এর রাজস্থান ১২ আইন)।

১৬৬। দি তামিলনাড়ু ল্যান্ড রিফরম্‌স্ (রিডাকশন অফ্ সিলিং অন্ ল্যান্ড) অ্যাক্ট, ১৯৭০ (১৯৭০-এর তামিলনাড়ু ১৭ আইন)।

১৬৭। দি তামিলনাড়ু ল্যান্ড রিফরম্‌স্ (ফিক্সেশন অফ্ সিলিং অন্ ল্যান্ড) অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট, ১৯৭১ (১৯৭১-এর তামিলনাড়ু ৪১ আইন)।

নবম তফসিল

১৬৮। দি তামিলনাডু ল্যান্ড রিফরম্‌স্ (ফিক্সেশন অফ্ সিলিং অন্ ল্যান্ড) অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট, ১৯৭২ (১৯৭২-এর তামিলনাডু ৪১ আইন)।

১৬৯। দি তামিলনাডু ল্যান্ড রিফরম্‌স্ (ফিক্সেশন অফ্ সিলিং অন্ ল্যান্ড) সেকেন্ড অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট, ১৯৭২ (১৯৭২-এর তামিলনাডু ২০ আইন)।

১৭০। দি তামিলনাডু ল্যান্ড রিফরম্‌স্ (ফিক্সেশন অফ্ সিলিং অন্ ল্যান্ড) থার্ড অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট, ১৯৭২ (১৯৭২-এর তামিলনাডু ৩৭ আইন)।

১৭১। দি তামিলনাডু ল্যান্ড রিফরম্‌স্ (ফিক্সেশন অফ্ সিলিং অন্ ল্যান্ড) ফোর্থ অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট, ১৯৭২ (১৯৭২-এর তামিলনাডু ৩৯ আইন)।

১৭২। দি তামিলনাডু ল্যান্ড রিফরম্‌স্ (ফিক্সেশন অফ্ সিলিং অন্ ল্যান্ড) সিক্সথ অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট, ১৯৭২ (১৯৭৪-এর তামিলনাডু ৭ আইন)।

১৭৩। দি তামিলনাডু ল্যান্ড রিফরম্‌স্ (ফিক্সেশন অফ্ সিলিং অন্ ল্যান্ড) ফিফ্‌থ অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট, ১৯৭২ (১৯৭৪-এর তামিলনাডু ১০ আইন)।

১৭৪। দি তামিলনাডু ল্যান্ড রিফরম্‌স্ (ফিক্সেশন অফ্ সিলিং অন্ ল্যান্ড) অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট, ১৯৭৪ (১৯৭৪-এর তামিলনাডু ১৫ আইন)।

১৭৫। দি তামিলনাডু ল্যান্ড রিফরম্‌স্ (ফিক্সেশন অফ্ সিলিং অন্ ল্যান্ড) থার্ড অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট, ১৯৭৪ (১৯৭৪-এর তামিলনাডু ৩০ আইন)।

১৭৬। দি তামিলনাডু ল্যান্ড রিফরম্‌স্ (ফিক্সেশন অফ্ সিলিং অন্ ল্যান্ড) সেকেন্ড অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট, ১৯৭৪ (১৯৭৪-এর তামিলনাডু ৩২ আইন)।

১৭৭। দি তামিলনাডু ল্যান্ড রিফরম্‌স্ (ফিক্সেশন অফ্ সিলিং অন্ ল্যান্ড) অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট, ১৯৭৫ (১৯৭৫-এর তামিলনাডু ১১ আইন)।

১৭৮। দি তামিলনাডু ল্যান্ড রিফরম্‌স্ (ফিক্সেশন অফ্ সিলিং অন্ ল্যান্ড) সেকেন্ড অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট, ১৯৭৫ (১৯৭৫-এর তামিলনাডু ২১ আইন)।

১৭৯। দি উত্তরপ্রদেশ ল্যান্ড ল'জ্ (অ্যামেন্ডমেন্ট) অ্যাক্ট, ১৯৭১ (১৯৭১-এর উত্তরপ্রদেশ ২১ আইন) এবং দি উত্তরপ্রদেশ ল্যান্ড ল'জ্ (অ্যামেন্ডমেন্ট) অ্যাক্ট, ১৯৭৪ (১৯৭৪-এর উত্তরপ্রদেশ ৩৪ আইন) দ্বারা দি উত্তরপ্রদেশ জমিনদারী অ্যাবলিশন অ্যান্ড ল্যান্ড রিফরম্‌স্ অ্যাক্ট, ১৯৫০ (১৯৫১-র উত্তরপ্রদেশ ১ আইন)-এ কৃত সংশোধনসমূহ।

১৮০। দি উত্তরপ্রদেশ ইম্পোজিশন অফ্ সিলিং অন্ ল্যান্ড হোল্ডিংস্ (অ্যামেন্ডমেন্ট) অ্যাক্ট, ১৯৭৬ (১৯৭৬-এর উত্তরপ্রদেশ ২০ আইন)।

১৮১। দি ওয়েস্ট বেঙ্গল ল্যান্ড রিফরম্‌স্ (সেকেন্ড অ্যামেন্ডমেন্ট) অ্যাক্ট, ১৯৭২ (১৯৭২-এর পশ্চিমবঙ্গ ২৮ আইন)।

নবম তফসিল

১৮২। দি ওয়েস্ট বেঙ্গল রেস্টোরেশন অফ্ অ্যালিয়েনেটেড্ ল্যান্ড অ্যাক্ট, ১৯৭৩ (১৯৭৩-এর পশ্চিমবঙ্গ ২৩ আইন)।

১৮৩। দি ওয়েস্ট বেঙ্গল ল্যান্ড রিফরম্‌স্ (অ্যামেন্ডমেন্ট) অ্যাক্ট, ১৯৭৪ (১৯৭৪-এর পশ্চিমবঙ্গ ৩৩ আইন)।

১৮৪। দি ওয়েস্ট বেঙ্গল ল্যান্ড রিফরম্‌স্ (অ্যামেন্ডমেন্ট) অ্যাক্ট, ১৯৭৫ (১৯৭৫-এর পশ্চিমবঙ্গ ২৩ আইন)।

১৮৫। দি ওয়েস্ট বেঙ্গল ল্যান্ড রিফরম্‌স্ (অ্যামেন্ডমেন্ট) অ্যাক্ট, ১৯৭৬ (১৯৭৬-এর পশ্চিমবঙ্গ ১২ আইন)।

১৮৬। দি ডেল্‌হী ল্যান্ড হোল্ডিংস্ (সিলিং) অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট, ১৯৭৬ (১৯৭৬-এর কেন্দ্রীয় ১৫ আইন)।

১৮৭। দি গোয়া, দামন অ্যান্ড দিউ মুন্ডকারস্ (প্রটেকশন ফ্রম এভিক্‌শন) অ্যাক্ট, ১৯৭৫ (১৯৭৬-এর গোয়া, দামন ও দিউ ১ আইন)।

১৮৮। দি পন্ডিচেরী ল্যান্ড রিফরম্‌স্ (ফিক্সেশন অফ্ সিলিং অন্ ল্যান্ড) অ্যাক্ট, ১৯৭৩ (১৯৭৪-এর পন্ডিচেরী ৯ আইন)।

[১৮৯। দি আসাম (টেম্পোরারিলী সেট্‌ল্‌ড এরিয়াজ) টেনান্সি অ্যাক্ট, ১৯৭১ (১৯৭১-এর আসাম ২৩ আইন)।

১৯০। দি আসাম (টেম্পোরারিলী সেট্‌ল্‌ড এরিয়াজ) টেনান্সি (অ্যামেন্ডমেন্ট) অ্যাক্ট, ১৯৭৪ (১৯৭৪-এর আসাম ১৮ আইন)।

১৯১। দি বিহার ল্যান্ড রিফরম্‌স্ (ফিক্সেশন অফ্ সিলিং এরিয়া অ্যান্ড অ্যাকুইজিশন অফ্ সারপ্লাস ল্যান্ড) (অ্যামেন্ডমেন্ট) অ্যামেন্ডিং অ্যাক্ট, ১৯৭৪ (১৯৭৫-এর বিহার ১৩ আইন)।

১৯২। দি বিহার ল্যান্ড রিফরম্‌স্ (ফিক্সেশন অফ্ সিলিং এরিয়া অ্যান্ড অ্যাকুইজিশন অফ্ সারপ্লাস ল্যান্ড) (অ্যামেন্ডমেন্ট) অ্যাক্ট, ১৯৭৬ (১৯৭৬-এর বিহার ২২ আইন)।

১৯৩। দি বিহার ল্যান্ড রিফরম্‌স্ (ফিক্সেশন অফ্ সিলিং এরিয়া অ্যান্ড অ্যাকুইজিশন অফ্ সারপ্লাস ল্যান্ড) (অ্যামেন্ডমেন্ট) অ্যাক্ট, ১৯৭৮ (১৯৭৮-এর বিহার ৭ আইন)।

১৯৪। দি ল্যান্ড অ্যাকুইজিশন (বিহার অ্যামেন্ডমেন্ট) অ্যাক্ট, ১৯৭৯ (১৯৮০-র বিহার ২ আইন)।

১৯৫। দি হরিয়ানা সিলিং অন্ ল্যান্ড হোল্ডিংস্ (অ্যামেন্ডমেন্ট) অ্যাক্ট, ১৯৭৭ (১৯৭৭-এর হরিয়ানা ১৪ আইন)।

১৯৬। দি তামিলনাড়ু ল্যান্ড রিফরম্‌স্ (ফিক্সেশন অফ্ সিলিং অন্ ল্যান্ড) অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট, ১৯৭৮ (১৯৭৮-এর তামিলনাড়ু ২৫ আইন)।

নবম তফসিল

১৯৭। দি তামিলনাড়ু ল্যান্ড রিফরম্‌স্ (ফিক্সেশন অফ্ সিলিং অন্ ল্যান্ড) অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট, ১৯৭৯ (১৯৭৯-এর তামিলনাড়ু ১১ আইন)।

১৯৮। দি উত্তরপ্রদেশ জমিন্দারী অ্যাবলিশন ল'জ (অ্যামেন্ডমেন্ট) অ্যাক্ট, ১৯৭৮ (১৯৭৮-এর উত্তরপ্রদেশ ১৫ আইন)।

১৯৯। দি ওয়েস্ট বেঙ্গল রেস্টোরেশন অফ্ অ্যালিয়েনেটেড ল্যান্ড (অ্যামেন্ডমেন্ট) অ্যাক্ট, ১৯৭৮ (১৯৭৮-র পশ্চিমবঙ্গ ২৪ আইন)।

২০০। দি ওয়েস্ট বেঙ্গল রেস্টোরেশন অফ্ অ্যালিয়েনেটেড্ ল্যান্ড (অ্যামেন্ডমেন্ট) অ্যাক্ট, ১৯৮০ (১৯৮০-র পশ্চিমবঙ্গ ৬৬ আইন)।

২০১। দি গোয়া, দামন অ্যান্ড দিউ এগ্রিকালচারাল টেনান্সি অ্যাক্ট, ১৯৬৪ (১৯৬৪-র গোয়া, দামন ও দিউ ৭ আইন)।

২০২। দি গোয়া, দামন অ্যান্ড দিউ এগ্রিকালচারাল টেনান্সি (ফিফথ্ অ্যামেন্ডমেন্ট) অ্যাক্ট, ১৯৭৬ (১৯৭৬-এর গোয়া, দামন ও দিউ ১৭ আইন)।

২০৩। দি অন্ধ্রপ্রদেশ সিডিউল্‌ড্ এরিয়াজ্ ল্যান্ড ট্রান্সফার রেগুলেশন, ১৯৫৯ (১৯৫৯-এর অন্ধ্রপ্রদেশ ১ প্রনিয়ম)।

২০৪। দি অন্ধ্রপ্রদেশ সিডিউল্‌ড্ এরিয়াজ্ ল'জ্ (এক্সটেনশন অ্যাণ্ড অ্যামেন্ডমেন্ট) রেগুলেশন, ১৯৬৩ (১৯৬৩-র অন্ধ্রপ্রদেশ ২ প্রনিয়ম)।

২০৫। দি অন্ধ্রপ্রদেশ সিডিউল্‌ড্ এরিয়াজ্ ল্যান্ড ট্রান্সফার (অ্যামেন্ডমেন্ট) রেগুলেশন, ১৯৭০ (১৯৭০-এর অন্ধ্রপ্রদেশ ১ প্রনিয়ম)।

২০৬। দি অন্ধ্রপ্রদেশ সিডিউল্‌ড্ এরিয়াজ্ ল্যান্ড ট্রান্সফার (অ্যামেন্ডমেন্ট) রেগুলেশন, ১৯৭১ (১৯৭১-এর অন্ধ্রপ্রদেশ ১ প্রনিয়ম)।

২০৭। দি অন্ধ্রপ্রদেশ সিডিউল্‌ড্ এরিয়াজ্ ল্যান্ড ট্রান্সফার (অ্যামেন্ডমেন্ট) রেগুলেশন, ১৯৭৮ (১৯৭৮-এর অন্ধ্রপ্রদেশ ১ প্রনিয়ম)।

২০৮। দি বিহার টেনান্সি অ্যাক্ট, ১৮৮৫ (১৮৮৫-র বিহার ৮ আইন)।

২০৯। দি ছোটনাগপুর টেনান্সি অ্যাক্ট, ১৯০৮ (১৯০৮-এর বঙ্গীয় ৬ আইন) (অধ্যায় ৮ ধারা ৪৬ ৪৭, ৪৮, ৪৮ক ও ৪৯; অধ্যায় ১০-ধারা ৭১, ৭১ক ও ৭১খ; এবং অধ্যায় ১৮-ধারা ২৪০, ২৪১ ও ২৪২)।

২১০। দি সান্থাল পরগনাজ্ টেনান্সি (সাপ্লিমেন্টারী প্রভিশনস্) অ্যাক্ট, ১৯৪৯ (১৯৪৯-এর বিহার ১৪ আইন) ৫৩ ধারা ভিন্ন।

২১১। দি বিহার সিডিউল্‌ড্ এরিয়াজ্ রেগুলেশন ১৯৬৯ (১৯৬৯-এর বিহার ১ প্রনিয়ম)।

নবম তফসিল

২১২। দি বিহার ল্যান্ড রিফরম্‌স্ (ফিক্সেশন অফ্ সিলিং এরিয়া অ্যান্ড অ্যাকুইজিশন অফ্ সারপ্লাস ল্যান্ড) (অ্যামেন্ডমেন্ট) অ্যাক্ট, ১৯৮২ (১৯৮২-র বিহার ৫৫ আইন)।

২১৩। দি গুজরাট দেবস্থান ইনামস্ অ্যাবলিশন অ্যাক্ট, ১৯৬৯ (১৯৬৯-এর গুজরাট ১৬ আইন)।

২১৪। দি গুজরাট টেনান্সি ল'জ্ (অ্যামেন্ডমেন্ট) অ্যাক্ট, ১৯৭৬ (১৯৭৬-এর গুজরাট ৩৭ আইন)।

২১৫। দি গুজরাট এগ্রিকালচারাল ল্যান্ডস্ সিলিং (অ্যামেন্ডমেন্ট) অ্যাক্ট, ১৯৭৬ (১৯৭৬-এর রাষ্ট্রপতির ৪৩ আইন)।

২১৬। দি গুজরাট দেবস্থান ইনামস্ অ্যাবলিশন (অ্যামেন্ডমেন্ট) অ্যাক্ট, ১৯৭৭ (১৯৭৭-এর গুজরাট ২৭ আইন)।

২১৭। দি গুজরাট টেনান্সি ল'জ্ (অ্যামেন্ডমেন্ট) অ্যাক্ট, ১৯৭৭ (১৯৭৭-এর গুজরাট ৩০ আইন)।

২১৮। দি বম্বে ল্যান্ড রেভেনিউ (গুজরাট সেকেন্ড অ্যামেন্ডমেন্ট) অ্যাক্ট, ১৯৮০ (১৯৮০-র গুজরাট ৩৭ আইন)।

২১৯। দি বম্বে ল্যান্ড রেভেনিউ কোড অ্যান্ড ল্যান্ড টেনিওর অ্যাবলিশন ল'জ্ (গুজরাট অ্যামেন্ডমেন্ট) অ্যাক্ট, ১৯৮২ (১৯৮২-র গুজরাট ৮ আইন)।

২২০। দি হিমাচল প্রদেশ ট্রান্সফার অফ্ ল্যান্ড (রেগুলেশন) অ্যাক্ট, ১৯৬৮ (১৯৬৯-এর হিমাচল প্রদেশ ১৫ আইন)।

২২১। দি হিমাচল প্রদেশ ট্রান্সফার অফ্ ল্যান্ড (রেগুলেশন) (অ্যামেন্ডমেন্ট) অ্যাক্ট, ১৯৮৬ (১৯৮৬-এর হিমাচল প্রদেশ ১৬ আইন)।

২২২। দি কর্ণাটক সিডিউল্‌ড কাস্টস অ্যান্ড সিডিউল্‌ড ট্রাইব্‌স্ (প্রহিবিশন অফ্ ট্রান্সফার অফ্ সার্টেন ল্যান্ডস্) অ্যাক্ট, ১৯৭৮ (১৯৭৯-এর কর্ণাটক ২ আইন)।

২২৩। দি কেরালা ল্যান্ড রিফরম্‌স্ (অ্যামেন্ডমেন্ট) অ্যাক্ট, ১৯৭৮ (১৯৭৮-এর কেরালা ১৩ আইন)।

২২৪। দি কেরালা ল্যান্ড রিফরম্‌স্ (অ্যামেন্ডমেন্ট) অ্যাক্ট, ১৯৮১ (১৯৮১-এর কেরালা ১৯ আইন)।

২২৫। দি মধ্যপ্রদেশ ল্যান্ড রেভেনিউ কোড (থার্ড অ্যামেন্ডমেন্ট) অ্যাক্ট, ১৯৭৬ (১৯৭৬-এর মধ্যপ্রদেশ ৬১ আইন)।

২২৬। দি মধ্যপ্রদেশ ল্যান্ড রেভেনিউ কোড (অ্যামেন্ডমেন্ট) অ্যাক্ট, ১৯৮০ (১৯৮০-র মধ্যপ্রদেশ ১৫ আইন)।

নবম তফসিল

২২৭। দি মধ্যপ্রদেশ অকৃষিক জোত উচ্চতম সীমা অধিনিয়ম, ১৯৮১ (১৯৮১-র মধ্যপ্রদেশ ১১ আইন)।

২২৮। দি মধ্যপ্রদেশ সিলিং অন্ এগ্রিকালচারাল হোল্ডিংস্ (সেকেন্ড অ্যামেন্ডমেন্ট) অ্যাক্ট, ১৯৭৬ (১৯৮৪-র মধ্যপ্রদেশ ১ আইন)।

২২৯। দি মধ্যপ্রদেশ সিলিং অন্ এগ্রিকালচারাল হোল্ডিংস্ (অ্যামেন্ডমেন্ট) অ্যাক্ট, ১৯৮৪ (১৯৮৪-র মধ্যপ্রদেশ ১৪ আইন)।

২৩০। দি মধ্যপ্রদেশ সিলিং অন্ এগ্রিকালচারাল হোল্ডিংস্ (অ্যামেন্ডমেন্ট) অ্যাক্ট, ১৯৮৯ (১৯৮৯-এর মধ্যপ্রদেশ ৮ আইন)।

২৩১। দি মহারাষ্ট্র ল্যান্ড রেভেনিউ কোড, ১৯৬৬ (১৯৬৬-র মহারাষ্ট্র ৪১ আইন), ৩৬, ৩৬ক ও ৩৬খ ধারাসমূহ।

২৩২। দি মহারাষ্ট্র ল্যান্ড রেভেনিউ কোড অ্যান্ড দি মহারাষ্ট্র রেস্টোরেশন অফ্ ল্যান্ড টু সিডিউল্ড ট্রাইব্স্ (সেকেন্ড অ্যামেন্ডমেন্ট) অ্যাক্ট, ১৯৭৬ (১৯৭৭-এর মহারাষ্ট্র ৩০ আইন)।

২৩৩। দি মহারাষ্ট্র অ্যাবলিশন অফ্ সাবসিস্টিং প্রপ্রাইটারী রাইটস্ টু মাইনস্ অ্যান্ড মিনেরাল্স্ ইন্ সার্টেন ল্যান্ডস্ অ্যাক্ট, ১৯৮৫ (১৯৮৫-এর মহারাষ্ট্র ১৬ আইন)।

২৩৪। দি ওড়িশা সিডিউল্ড এরিয়াজ্ ট্রান্সফার অফ্ ইমমুভেবল প্রপার্টি (বাই সিডিউল্ড ট্রাইব্স্) রেগুলেশন, ১৯৫৬ (১৯৫৬-র উড়িষ্যা প্রনিয়ম ২)।

২৩৫। দি ওড়িশা ল্যান্ড রিফরম্স্ (সেকেন্ড অ্যামেন্ডমেন্ট) অ্যাক্ট, ১৯৭৫ (১৯৭৬-এর ওড়িশা ২৯ আইন)।

২৩৬। দি ওড়িশা ল্যান্ড রিফরম্স্ (অ্যামেন্ডমেন্ট) অ্যাক্ট, ১৯৭৬ (১৯৭৬-এর ওড়িশা ৩০ আইন)।

২৩৭। দি ওড়িশা ল্যান্ড রিফরম্স্ (সেকেন্ড অ্যামেন্ডমেন্ট) অ্যাক্ট, ১৯৭৬ (১৯৭৬-এর ওড়িশা ৪৪ আইন)।

২৩৮। দি রাজস্থান কলোনাইজেশন (অ্যামেন্ডমেন্ট) অ্যাক্ট, ১৯৮৪ (১৯৮৪-র রাজস্থান ১২ আইন)।

২৩৯। দি রাজস্থান টেনান্সি (অ্যামেন্ডমেন্ট) অ্যাক্ট, ১৯৮৪ (১৯৮৪-র রাজস্থান ১৩ আইন)।

২৪০। দি রাজস্থান টেনান্সি (অ্যামেন্ডমেন্ট) অ্যাক্ট, ১৯৮৭ (১৯৮৭-র রাজস্থান ২১ আইন)।

২৪১। দি তামিলনাড়ু ল্যান্ড রিফরম্স্ (ফিক্সেশন অফ্ সিলিং অন্ ল্যান্ড) সেকেন্ড অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট, ১৯৭৯ (১৯৮০-র তামিলনাড়ু ৮ আইন)।

২৪২। দি তামিলনাড়ু ল্যান্ড রিফরম্স্ (ফিক্সেশন অফ্ সিলিং অন্ ল্যান্ড) অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট, ১৯৮০ (১৯৮০-র তামিলনাড়ু ২১ আইন)।

নবম তফসিল

২৪৩। দি তামিলনাডু ল্যান্ড রিফরম্‌স্ (ফিক্সেশন অফ্ সিলিং অন্ ল্যান্ড) অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট, ১৯৮১ (১৯৮১-এর তামিলনাডু ৫৯ আইন)।

২৪৪। দি তামিলনাডু ল্যান্ড রিফরম্‌স্ (ফিক্সেশন অফ্ সিলিং অন্ ল্যান্ড) সেকেন্ড অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট, ১৯৮৩ (১৯৮৪-র তামিলনাডু ২ আইন)।

২৪৫। দি উত্তরপ্রদেশ ল্যান্ড ল'জ্ (অ্যামেন্ডমেন্ট) অ্যাক্ট, ১৯৮২ (১৯৮২-র উত্তরপ্রদেশ ২০ আইন)।

২৪৬। দি ওয়েস্ট বেঙ্গল ল্যান্ড রিফরম্‌স্ (অ্যামেন্ডমেন্ট) অ্যাক্ট, ১৯৬৫ (১৯৬৫-র পশ্চিমবঙ্গ ১৮ আইন)।

২৪৭। দি ওয়েস্ট বেঙ্গল ল্যান্ড রিফরম্‌স্ (অ্যামেন্ডমেন্ট) অ্যাক্ট, ১৯৬৬ (১৯৬৬-র পশ্চিমবঙ্গ ১১ আইন)।

২৪৮। দি ওয়েস্ট বেঙ্গল ল্যান্ড রিফরম্‌স্ (সেকেন্ড অ্যামেন্ডমেন্ট) অ্যাক্ট, ১৯৬৯ (১৯৬৯-এর পশ্চিমবঙ্গ ২৩ আইন)।

২৪৯। দি ওয়েস্ট বেঙ্গল এস্টেট অ্যাকুইজিশন (অ্যামেন্ডমেন্ট) অ্যাক্ট, ১৯৭৭ (১৯৭৭-এর পশ্চিমবঙ্গ ৩৬ আইন)।

২৫০। দি ওয়েস্ট বেঙ্গল ল্যান্ড হোল্ডিং রেভেনিউ অ্যাক্ট, ১৯৭৯ (১৯৭৯-র পশ্চিমবঙ্গ ৪৪ আইন)।

২৫১। দি ওয়েস্ট বেঙ্গল ল্যান্ড রিফরম্‌স্ (অ্যামেন্ডমেন্ট) অ্যাক্ট, ১৯৮০ (১৯৮০-র পশ্চিমবঙ্গ ৪১ আইন)।

২৫২। দি ওয়েস্ট বেঙ্গল ল্যান্ড হোল্ডিং রেভেনিউ (অ্যামেন্ডমেন্ট) অ্যাক্ট, ১৯৮১ (১৯৮১-র পশ্চিমবঙ্গ ৩৩ আইন)।

২৫৩। দি ক্যালকাটা ঠিকা টেনান্সি (অ্যাকুইজিশন অ্যান্ড রেগুলেশন) অ্যাক্ট, ১৯৮১ (১৯৮১-র পশ্চিমবঙ্গ ৩৭ আইন)।

২৫৪। দি ওয়েস্ট বেঙ্গল ল্যান্ড হোল্ডিং রেভেনিউ (অ্যামেন্ডমেন্ট) অ্যাক্ট, ১৯৮২ (১৯৮২-র পশ্চিমবঙ্গ ২৩ আইন)।

২৫৫। দি ক্যালকাটা ঠিকা টেনান্সি (অ্যাকুইজিশন অ্যান্ড রেগুলেশান) (অ্যামেন্ডমেন্ট) অ্যাক্ট, ১৯৮৪ (১৯৮৪-র পশ্চিমবঙ্গ ৪১ আইন)।

২৫৬। দি মাহে ল্যান্ড রিফরম্‌স্ অ্যাক্ট, ১৯৬৮ (১৯৬৮-র পন্ডিচেরী ১ আইন)।

২৫৭। দি মাহে ল্যান্ড রিফরম্‌স্ (অ্যামেন্ডমেন্ট) অ্যাক্ট, ১৯৮০ (১৯৮১-র পন্ডিচেরী ১ আইন)।

নবম তফসিল

২৫৭ক। দি তামিলনাড়ু ব্যাকওয়ার্ড ক্লাসেস, সিডিউল্ড কাস্টস্ অ্যান্ড সিডিউল্ড্ ট্রাইব্স্ (রিজার্ভেশন অফ্ সিট্স ইন এডুকেশনাল ইন্সটিটিউশন্স্ অ্যান্ড অফ্ অ্যাপয়ন্টমেন্টস অর পোস্টস ইন দি সার্ভিসেস আন্ডার দি স্টেট) অ্যাক্ট, ১৯৯৩ (১৯৯৪-এর তামিলনাড়ু ৪৫ আইন)।

২৫৮। দি বিহার প্রিভিলেজড্ পারস্নস্ হোমস্টেড্ টেন্যান্সি অ্যাক্ট, ১৯৪৭ (১৯৪৮-এর বিহার ৪ আইন)।

২৫৯। দি বিহার কন্সলিডেশন অফ্ হোল্ডিংস্ অ্যান্ড প্রিভেনশন অফ্ ফ্রাগমেন্টেশন অ্যাক্ট, ১৯৫৬ (১৯৫৬-র বিহার ২২ আইন)।

২৬০। দি বিহার কন্সলিডেশন অফ্ হোল্ডিংস অ্যান্ড প্রিভেনশন অফ্ ফ্রাগমেন্টেশন (অ্যামেন্ডমেন্ট) অ্যাক্ট, ১৯৭০ (১৯৭০-এর বিহার ৭ আইন)।

২৬১। দি বিহার প্রিভিলেজড্ পারস্নস্ হোমস্টেড্ টেন্যান্সি (অ্যামেন্ডমেন্ট) অ্যাক্ট, ১৯৭০ (১৯৭০-এর বিহার ৯ আইন)।

২৬২। দি বিহার কন্সলিডেশন অফ্ হোল্ডিংস্ অ্যান্ড প্রিভেনশন অফ্ ফ্রাগমেন্টেশন (অ্যামেন্ডমেন্ট) অ্যাক্ট, ১৯৭৩ (১৯৭৫-এর বিহার ২৭ আইন)।

২৬৩। দি বিহার কন্সলিডেশন অফ্ হোল্ডিংস্ অ্যান্ড প্রিভেনশন অফ্ ফ্রাগমেন্টেশন (অ্যামেন্ডমেন্ট) অ্যাক্ট, ১৯৮১ (১৯৮২-এর বিহার ৩৫ আইন)।

২৬৪। দি বিহার ল্যান্ড রিফরম্স্ (ফিক্সেশন অফ্ সিলিং এরিয়া অ্যান্ড অ্যাকুইজিশন অফ্ সারপ্লাস ল্যান্ড) (অ্যামেন্ডমেন্ট) অ্যাক্ট, (১৯৮৭-র বিহার ২১ আইন)।

২৬৫। দি বিহার প্রিভিলেজড্ পারস্নস্ হোমস্টেড্ টেন্যান্সি (অ্যামেন্ডমেন্ট) অ্যাক্ট, ১৯৮৯ (১৯৮৯-এর বিহার ১১ আইন)।

২৬৬। দি বিহার ল্যান্ড রিফরম্স্ (অ্যামেন্ডমেন্ট) অ্যাক্ট, ১৯৮৯ (১৯৯০-এর বিহার ১১ আইন)।

২৬৭। দি কর্ণাটক সিডিউল্ড্ কাস্ট্স্ অ্যান্ড সিডিউল্ড্ ট্রাইবস্ (প্রহিবিশন অফ্ ট্রান্সফার অফ্ সার্টেন ল্যান্ডস্ (অ্যামেন্ডমেন্ট) অ্যাক্ট, ১৯৮৪ (১৯৮৪-এর কর্ণাটক ৩ আইন)।

২৬৮। দি কেরালা ল্যান্ড রিফরম্স্ (অ্যামেন্ডমেন্ট) অ্যাক্ট, ১৯৮৯ (১৯৮৯-এর কেরালা ১৬ আইন)।

২৬৯। দি কেরালা ল্যান্ড রিফরম্স্ (সেকেন্ড অ্যামেন্ডমেন্ট) অ্যাক্ট, ১৯৮৯ (১৯৯০-এর কেরালা ২ আইন)।

২৭০। দি ওড়িশা ল্যান্ড রিফরম্স্ (অ্যামেন্ডমেন্ট) অ্যাক্ট, ১৯৮৯ (১৯৯০-এর ওড়িষ্যা ৯ আইন)।

২৭১। দি রাজস্থান টেন্যান্সি (অ্যামেন্ডমেন্ট) অ্যাক্ট, ১৯৭৯ (১৯৭৯-এর রাজস্থান ১৬ আইন)।

নবম তফসিল

২৭২। দি রাজস্থান কলোনাইজেশন (অ্যামেন্ডমেন্ট) অ্যাক্ট, ১৯৮৭ (১৯৮৭-এর রাজস্থান ২ আইন)।

২৭৩। দি রাজস্থান কলোনাইজেশন (অ্যামেন্ডমেন্ট) অ্যাক্ট, ১৯৮৯ (১৯৮৯-এর রাজস্থান ১২ আইন)।

২৭৪। দি তামিলনাড়ু ল্যান্ড রিফরম্‌স্ (ফিক্সেশন অফ্ সিলিং অন্ ল্যান্ড) অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট, ১৯৮৩ (১৯৮৪-এর তামিলনাড়ু ৩ আইন)।

২৭৫। দি তামিলনাড়ু ল্যান্ড রিফরম্‌স্ (ফিক্সেশন অফ্ সিলিং অন্ ল্যান্ড) অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট, ১৯৮৬ (১৯৮৬-এর তামিলনাড়ু ৫৭ আইন)।

২৭৬। দি তামিলনাড়ু ল্যান্ড রিফরম্‌স্ (ফিক্সেশন অফ্ সিলিং অন্ ল্যান্ড) সেকেন্ড অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট, ১৯৮৭ (১৯৮৮-এর তামিলনাড়ু ৪ আইন)।

২৭৭। দি তামিলনাড়ু ল্যান্ড রিফরম্‌স্ (ফিক্সেশন অফ্ সিলিং অন্ ল্যান্ড) (অ্যামেন্ডমেন্ট) অ্যাক্ট, ১৯৮৯ (১৯৮৯-এর তামিলনাড়ু ৩০ আইন)।

২৭৮। দি ওয়েস্ট বেঙ্গল ল্যান্ড রিফরম্‌স্ (অ্যামেন্ডমেন্ট) অ্যাক্ট, ১৯৮১ (১৯৮১-র পশ্চিমবঙ্গ ৫০ আইন)।

২৭৯। দি ওয়েস্ট বেঙ্গল ল্যান্ড রিফরম্‌স্ (অ্যামেন্ডমেন্ট) অ্যাক্ট, ১৯৮৬ (১৯৮৬-র পশ্চিমবঙ্গ ৫ আইন)।

২৮০। দি ওয়েস্ট বেঙ্গল ল্যান্ড রিফরম্‌স্ (সেকেন্ড অ্যামেন্ডমেন্ট) অ্যাক্ট, ১৯৮৬ (১৯৮৬-র পশ্চিমবঙ্গ ১৯ আইন)।

২৮১। দি ওয়েস্ট বেঙ্গল ল্যান্ড রিফরম্‌স্ (থার্ড অ্যামেন্ডমেন্ট) অ্যাক্ট, ১৯৮৬ (১৯৮৬-র পশ্চিমবঙ্গ ৩৫ আইন)।

২৮২। দি ওয়েস্ট বেঙ্গল ল্যান্ড রিফরম্‌স্ (অ্যামেন্ডমেন্ট) অ্যাক্ট, ১৯৮৯ (১৯৮৯-র পশ্চিমবঙ্গ ২৩ আইন)।

২৮৩। দি ওয়েস্ট বেঙ্গল ল্যান্ড রিফরম্‌স্ (অ্যামেন্ডমেন্ট) অ্যাক্ট, ১৯৯০ (১৯৯০-র পশ্চিমবঙ্গ ২৪ আইন)।

২৮৪। দি ওয়েস্ট বেঙ্গল ল্যান্ড রিফরম্‌স্ ট্রাইবিউন্যাল অ্যাক্ট, ১৯৯১ (১৯৯১-র পশ্চিমবঙ্গ ১২ আইন)।

ব্যাখ্যা।—রাজস্থান টেনান্সি অ্যাক্ট, ১৯৫৫ (১৯৫৫-র রাজস্থান ৩ আইন) অনুযায়ী ৩১ক অনুচ্ছেদের (১) প্রকরণের দ্বিতীয় অনুবিধি লঙ্ঘনে কৃত কোন অর্জন, যতদূর পর্যন্ত উহা ঐরূপ লঙ্ঘনে কৃত ততদূর পর্যন্ত বাতিল হইবে।]

দশম তফসিল

[১০২(২) ও ১৯১(২) অনুচ্ছেদ]

দলবদল হেতু নির্যোগ্যতা সম্পর্কে বিধান

১। **অর্থপ্রকটন**।— এই তফসিলে, প্রসঙ্গতঃ অন্যথা আবশ্যক না হইলে,—

(ক) "সদন" বলিতে সংসদের যেকোন সদন অথবা, ক্ষেত্রানুযায়ী, কোন রাজ্যের বিধানসভা অথবা, বিধানমণ্ডলের যেকোন সদন বুঝায়;

(খ) "বিধানমণ্ডল দল" বলিতে, ২ প্যারাগ্রাফ বা ***৪ প্যারাগ্রাফ অনুসারে কোন সদনের কোন রাজনৈতিক দলের অন্তর্ভুক্ত কোন সদস্য সম্পর্কে, উক্ত বিধানাবলী অনুসারে তৎসময়ে ঐ সদনের যেসকল সদস্য ঐ রাজনৈতিক দলের অন্তর্ভুক্ত সেই সকল সদস্য সম্বলিত গোষ্ঠী বুঝায়;

(গ) "মূল রাজনৈতিক দল" বলিতে, কোন সদনের সদস্য সম্পর্কে, তিনি যে রাজনৈতিক দলের সদস্য, ২ প্যারাগ্রাফের (১) উপ-প্যারাগ্রাফের প্রয়োজনে সেই রাজনৈতিক দল বুঝায়;

(ঘ) "প্যারাগ্রাফ" বলিতে এই তফসিলের প্যারাগ্রাফ বুঝায়।

২। **দলবদল হেতু নির্যোগ্যতা**— (১) [৪ এবং ৫ প্যারাগ্রাফ]-এর বিধানাবলী সাপেক্ষে, কোন সদনের কোন রাজনৈতিক দলের অন্তর্ভুক্ত কোন সদস্য ঐ সদনের সদস্য হইবার পক্ষে নির্যোগ্য হইবেন—

(ক) যদি তিনি ঐ রাজনৈতিক দলের সদস্যপদ স্বেচ্ছাকৃতভাবে ত্যাগ করিয়া থাকেন, অথবা

(খ) যদি তিনি ঐ সদনে, তিনি যে রাজনৈতিক দলের অন্তর্ভুক্ত তৎকর্তৃক অথবা তদ্দ্বারা এতৎপক্ষে প্রাধিকৃত কোন ব্যক্তি বা প্রাধিকারী কর্তৃক প্রচারিত কোন নির্দেশের বিরুদ্ধে, উভয়ের কোন ক্ষেত্রেই ঐরূপ রাজনৈতিক দল, ব্যক্তি বা প্রাধিকারীর পূর্ব অনুমতি না লইয়া, ভোটদান করেন বা ভোটদানে বিরত থাকেন এবং ঐরূপ ভোটদান করা বা ভোটদানে বিরত থাকা যদি ঐরূপ ভোটদান করা বা ভোটদানে বিরত থাকার তারিখ হইতে পনর দিনের মধ্যে মার্জনাপ্রাপ্ত না হইয়া থাকে।

ব্যাখ্যা।— এই উপ-প্যারাগ্রাফের প্রয়োজনে, —

(ক) কোন সদনের কোন নির্বাচিত সদস্য, ঐ সদস্যপদে নির্বাচনের জন্য প্রার্থীরূপে কোন রাজনৈতিক দলের দ্বারা উপস্থাপিত হইয়া থাকিলে, সেই রাজনৈতিক দলের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গণ্য হইবেন;

(খ) কোন সদনের কোন মনোনীত প্রার্থী, —

(i) যেস্থলে তাঁহার ঐরূপ সদস্যপদে মনোনয়নের তারিখে তিনি কোন রাজনৈতিক দলের সদস্য থাকেন সেস্থলে, সেই রাজনৈতিক দলের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গণ্য হইবেন;

দশম তফসিল

(ii) অন্য কোন ক্ষেত্রে, ক্ষেত্রানুযায়ী, যে তারিখে তিনি ৯৯ অনুচ্ছেদ বা ১৮৮ অনুচ্ছেদের আবশ্যকতাসমূহ পরিপূরণ করিবার পর তাঁহার আসন গ্রহণ করেন সেই তারিখ হইতে ছয় মাস অতিক্রান্ত হইবার পূর্বে, ক্ষেত্রানুযায়ী, যে রাজনৈতিক দলের সদস্য তিনি হন বা প্রথমবার হন, সেই রাজনৈতিক দলের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গণ্য হইবেন।

(২) কোন সদনের কোন নির্বাচিত সদস্য, যিনি কোন রাজনৈতিক দল কর্তৃক উপস্থাপিত প্রার্থীরূপে ভিন্ন অন্যথা ঐ পদে নির্বাচিত হইয়াছেন, তিনি যদি ঐরূপ নির্বাচনের পর কোন রাজনৈতিক দলে যোগদান করেন, তাহাহইলে, ঐ সদনের সদস্য হইবার পক্ষে নির্যোগ্য হইবেন।

(৩) কোন সদনের কোন মনোনীত সদস্য, ক্ষেত্রানুযায়ী, যে তারিখে তিনি ৯৯ অনুচ্ছেদ বা, ১৮৮ অনুচ্ছেদের আবশ্যকতাসমূহ পরিপূরণ করিবার পর তাঁহার আসন গ্রহণ করেন সেই তারিখ হইতে ছয় মাস অতিক্রান্ত হইবার পর যদি কোন রাজনৈতিক দলে যোগদান করেন, তাহাহইলে ঐ সদনের সদস্য হইবার পক্ষে নির্যোগ্য হইবেন।

(৪) এই প্যারাগ্রাফের পূর্বগামী বিধানাবলীতে যাহা কিছু আছে তৎসত্ত্বেও, কোন ব্যক্তি, যিনি সংবিধান (বাহান্নতম সংশোধন) আইন, ১৯৮৫-র প্রারম্ভের পর কোন সদনের সদস্য (নির্বাচিত বা মনোনীত যেরূপ সদস্যই হউন),—

(i) ঐরূপ প্রারম্ভের অব্যবহিত পূর্বে কোন রাজনৈতিক দলের সদস্য থাকিলে, এই প্যারাগ্রাফের (১) উপ-প্যারাগ্রাফের প্রয়োজনে, ঐ রাজনৈতিক দল কর্তৃক উপস্থাপিত প্রার্থীরূপে ঐ সদনের সদস্যপদে নির্বাচিত হইয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন;

(ii) অন্য কোন ক্ষেত্রে, এই প্যারাগ্রাফের (২) উপ-প্যারাগ্রাফের প্রয়োজনে ঐ সদনের এরূপ সদস্যরূপে গণ্য হইবেন যিনি, ক্ষেত্রানুযায়ী, কোন রাজনৈতিক দল কর্তৃক উপস্থাপিত প্রার্থীরূপে ভিন্ন অন্যথা ঐ সদস্যপদে নির্বাচিত হইয়াছেন অথবা, এই প্যারাগ্রাফের (৩) উপ-প্যারাগ্রাফের প্রয়োজনে ঐ সদনের মনোনীত সদস্যরূপে গণ্য হইবেন।

* * * * *

৪। দলবদল হেতু নির্যোগ্যতা মিলনের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হইবে না।—

(১) কোন সদনের কোন সদস্য ২ প্যারাগ্রাফের (১) উপ-প্যারাগ্রাফ অনুযায়ী নির্যোগ্য হইবেন না যেস্থলে তাঁহার মূল রাজনৈতিক দল অন্য কোন রাজনৈতিক দলের সহিত মিলিত হইয়া যায় এবং তিনি ইহা দাবি করেন যে তিনি এবং তাঁহার মূল রাজনৈতিক দলের অন্য কোন কোন সদস্য—

(ক) ক্ষেত্রানুযায়ী, ঐরূপ অন্য রাজনৈতিক দলের অথবা, ঐরূপ মিলনের দ্বারা গঠিত নতুন কোন রাজনৈতিক দলের সদস্য হইয়াছেন; অথবা

(খ) ঐ মিলন স্বীকার করেন নাই এবং পৃথক গোষ্ঠী হিসাবে কার্য করিবার জন্য বিকল্প সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন,

দশম তফসিল

এবং ঐরূপ মিলনের সময় হইতে, ক্ষেত্রানুযায়ী, ঐরূপ অন্য রাজনৈতিক দল বা, নূতন রাজনৈতিক দল বা গোষ্ঠী, ২ প্যারাগ্রাফের (১) উপ-প্যারাগ্রাফের প্রয়োজনে, তিনি যাহার অন্তর্ভুক্ত এরূপ রাজনৈতিক দল বলিয়া এবং, এই উপ-প্যারাগ্রাফের প্রয়োজনে, তাঁহার মূল রাজনৈতিক দল বলিয়া গণ্য হইবে।

(২) এই প্যারাগ্রাফের (১) উপ-প্যারাগ্রাফের প্রয়োজনে, কোন সদনের কোন সদস্যের মূল রাজনৈতিক দলের মিলন ঘটিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে যদি, এবং কেবল যদি, সংশ্লিষ্ট বিধানমণ্ডলদলের অন্যূন দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য ঐরূপ মিলনে সম্মত হইয়া থাকেন।

৫। **অব্যাহতি**।— এই তফসিলে যাহা কিছু আছে তৎসত্ত্বেও, কোন ব্যক্তি যিনি লোকসভার অধ্যক্ষ বা উপাধ্যক্ষ অথবা রাজ্যসভার উপ-সভাপতি অথবা কোন রাজ্যের বিধান পরিষদের সভাপতি বা উপ-সভাপতি অথবা কোন রাজ্যের বিধানসভার অধ্যক্ষ বা উপাধ্যক্ষ পদে নির্বাচিত হইয়াছেন, তিনি এই তফসিল অনুযায়ী নির্যোগ্য হইবেন না—

(ক) যদি তিনি ঐরূপ পদে তাঁহার নির্বাচিত হওয়ার কারণে, ঐরূপ নির্বাচনের অব্যবহিত পূর্বে তিনি যে রাজনৈতিক দলের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন সেই রাজনৈতিক দলের সদস্যপদ স্বেচ্ছাকৃতভাবে ত্যাগ করেন এবং তদনন্তর, যতদিন তিনি ঐ নির্বাচিত পদে অধিষ্ঠিত থাকেন ততদিন, ঐ রাজনৈতিক দলে পুনরায় যোগদান না করেন বা অন্য কোন রাজনৈতিক দলের সদস্য না হন; অথবা

(খ) যদি তিনি ঐরূপ পদে তাঁহার নির্বাচিত হওয়ার কারণে, ঐরূপ নির্বাচনের অব্যবহিত পূর্বে তিনি যে রাজনৈতিক দলের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন সেই রাজনৈতিক দলের সদস্যপদ ত্যাগ করিয়া ঐ নির্বাচিত পদে আর অধিষ্ঠিত না থাকিবার পর পুনরায় সেই রাজনৈতিক দলে যোগদান করেন।

৬। **দলবদল হেতু নির্যোগ্যতা সম্পর্কিত প্রশ্নের উপর মীমাংসা**।—

(১) যদি এরূপ কোন প্রশ্ন উঠে যে কোন সদনের কোন সদস্য এই তফসিল অনুযায়ী নির্যোগ্যতার অধীন হইয়াছেন কিনা, তাহাহইলে, ঐ প্রশ্ন, ক্ষেত্রানুযায়ী, ঐ সদনের সভাপতি বা, অধ্যক্ষের নিকট মীমাংসার জন্য প্রেষিত হইবে এবং তাঁহার মীমাংসাই চূড়ান্ত হইবে:

তবে যেস্থলে এই প্রশ্ন উঠিয়াছে যে সদনের সভাপতি বা অধ্যক্ষ ঐরূপ নির্যোগ্যতার অধীন হইয়াছেন কিনা, সেস্থলে ঐ প্রশ্ন ঐ সদনের এরূপ সদস্যের নিকট মীমাংসার জন্য প্রেষিত হইবে যাঁহাকে ঐ সদন এতৎপক্ষে নির্বাচিত করেন এবং তাঁহার মীমাংসাই চূড়ান্ত হইবে।

(২) এই তফসিল অনুযায়ী কোন সদনের কোন সদস্যের নির্যোগ্যতা সম্পর্কিত কোন প্রশ্ন সম্বন্ধে এই প্যারাগ্রাফের (১) উপ-প্যারাগ্রাফ অনুযায়ী সকল কার্যবাহ, ক্ষেত্রানুযায়ী, ১২২ অনুচ্ছেদের অর্থের মধ্যে কার্যবাহ অথবা, ২১২ অনুচ্ছেদের অর্থের মধ্যে কোন রাজ্যের বিধানমণ্ডলের কার্যবাহ বলিয়া গণ্য হইবে।

৭। **আদালতের ক্ষেত্রাধিকারে বাধা**।— এই সংবিধানে যাহা কিছু আছে তৎসত্ত্বেও, কোন আদালতের, এই তফসিল অনুযায়ী কোন সদনের কোন সদস্যের নির্যোগ্যতার সহিত সম্পর্কিত কোনও বিষয়ে, কোন ক্ষেত্রাধিকার থাকিবে না।

দশম তফসিল

৮। **নিয়মাবলী।**— (১) এই প্যারাগ্রাফের (২) উপ-প্যারাগ্রাফের বিধানাবলী সাপেক্ষে, সদনের সভাপতি বা অধ্যক্ষ এই তফসিলের বিধানাবলী কার্যে রূপায়িত করিবার জন্য নিয়মাবলী প্রণয়ন করিতে পারিবেন এবং বিশেষতঃ, ও পূর্বগামী ক্ষমতার ব্যাপকতা ক্ষুণ্ণ না করিয়া, ঐরূপ নিয়মাবলী দ্বারা নিম্নলিখিত বিষয়সমূহের জন্য ব্যবস্থা করা যাইবে, যথা:—

(ক) সদনের বিভিন্ন সদস্যগণ যে যে রাজনৈতিক দলের অন্তর্ভুক্ত, সেই সেই রাজনৈতিক দল সম্পর্কে রেজিস্টার বা অন্যান্য অভিলেখ, কিছু থাকিলে, উহার রক্ষণ ;

(খ) কোন সদনের কোন সদস্য সম্পর্কিত বিধানমণ্ডল দলের নেতাকে ঐ সদস্য সম্বন্ধে ২ প্যারাগ্রাফের (১) উপ-প্যারাগ্রাফের (খ) প্রকরণে উল্লিখিত প্রকৃতির কোন মার্জনা প্রসঙ্গে যে প্রতিবেদন দাখিল করিতে হইবে এবং ঐ প্রতিবেদন যে সময়ের মধ্যে ও যে প্রাধিকারীর নিকট দাখিল করিতে হইবে;

(গ) কোন রাজনৈতিক দলকে ঐ দলে সদনের কোন সদস্যের প্রবেশ সম্পর্কে যে প্রতিবেদন দাখিল করিতে হইবে এবং ঐ প্রতিবেদন সদনের যে আধিকারিকের নিকট দাখিল করিতে হইবে; এবং

(ঘ) ৬ প্যারাগ্রাফের (১) উপ-প্যারাগ্রাফে উল্লিখিত কোন প্রশ্নের মীমাংসার জন্য কার্যবাহ ও তৎসহ ঐরূপ প্রশ্নের মীমাংসার প্রয়োজনে কোন অনুসন্ধান করিতে হইলে তজ্জন্য কার্যবাহ।

(২) এই প্যারাগ্রাফের (১) উপ-প্যারাগ্রাফ অনুযায়ী সদনের সভাপতি বা অধ্যক্ষ কর্তৃক প্রণীত নিয়মাবলী প্রণীত হইবার পর যথাসম্ভব শীঘ্র মোট ত্রিশ দিন সময়সীমার জন্য সদনের সমক্ষে স্থাপিত হইবে, যে সময়সীমা এক সত্রে অথবা দুই বা ততোধিক আনুক্রমিক সত্রে গঠিত হইতে পারে, এবং ঐ নিয়মাবলী উক্ত ত্রিশ দিন সময়সীমা অবসিত হইলে কার্যকর হইবে যদি না উহা সংপরিবর্তনসহ বা ব্যতিরেকে সদন কর্তৃক তৎপূর্বেই অনুমোদিত হয়, অথবা অননুমোদিত হয়, এবং যেক্ষেত্রে উহা অননুমোদিত হয়, সেক্ষেত্রে, উহা যে আকারে উপস্থাপিত হইয়াছিল, অনুমোদনের পর, ক্ষেত্রানুযায়ী, সেই আকারে অথবা ঐরূপ সংপরিবর্তিত আকারে কার্যকর হইবে এবং যেক্ষেত্রে উহা ঐরূপ অননুমোদিত হয়, সেক্ষেত্রে, উহা আদৌ কার্যকর হইবে না।

(৩) সদনের সভাপতি বা অধ্যক্ষ, ক্ষেত্রানুযায়ী, ১০৫ অনুচ্ছেদের অথবা ১৯৪ অনুচ্ছেদের বিধানাবলী, অথবা এই সংবিধান অনুযায়ী তাঁহার অন্য যে ক্ষমতা থাকিতে পারে তাহা, ক্ষুণ্ণ না করিয়া এই নির্দেশ দিতে পারিবেন যে এই অনুচ্ছেদ অনুযায়ী প্রণীত নিয়মাবলী ইচ্ছাকৃতভাবে কোন ব্যক্তির দ্বারা লঙ্ঘিত হইলে তদ্‌বিরুদ্ধে সেরূপ ব্যবস্থা গৃহীত হইতে পারিবে যেরূপ সদনের বিশেষাধিকার ভঙ্গ করা হইলে গৃহীত হয়।]

[একাদশ তফসিল

[২৪৩ (ছ) অনুচ্ছেদ]

১। কৃষি বিষয়ক সম্প্রসারণ সমেত কৃষি।

২। ভূমি উন্নয়ন, ভূমি সংস্কার রূপায়ণ, ভূমি একত্রীকরণ ও মৃত্তিকা সংরক্ষণ।

৩। ক্ষুদ্র সেচ, জল ব্যবস্থাপন ও জল বিভাজিকা উন্নয়ন।

৪। পশুপালন, দোহ ও হাঁস-মুরগি পালন।

৫। মৎস্যক্ষেত্রসমূহ।

৬। সামাজিক বনসৃজন ও ব্যবসায়িক বনসৃজন।

৭। গৌণ বনজ উৎপাদ।

৮। খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প সমেত ক্ষুদ্রশিল্প।

৯। খাদি, গ্রাম ও কুটির শিল্প।

১০। গ্রামীণ আবাসন।

১১। পানীয় জল।

১২। জ্বালানি ও পশুখাদ্য।

১৩। রাস্তা, কালভার্ট, সেতু, খেয়া, জলপথ ও যোগাযোগের অন্যান্য মাধ্যম।

১৪। বিদ্যুৎ বণ্টন সমেত গ্রামীণ বৈদ্যুতীকরণ।

১৫। অ-প্রচলিত শক্তির উৎস।

১৬। দারিদ্র্য দূরীকরণ কর্মসূচী।

১৭। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় সমেত শিক্ষা।

১৮। প্রায়োগিক প্রশিক্ষণ ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা।

১৯। বয়স্ক ও প্রথা-বহির্ভূত শিক্ষা।

২০। গ্রন্থাগার।

২১। সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকলাপ।

২২। বাজার ও মেলা।

২৩। হাসপাতাল, প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র, ও ডিসপেনসারি সমেত স্বাস্থ্য ও অনাময় ব্যবস্থা।

২৪। পরিবারকল্যাণ।

২৫। মহিলা ও শিশুবিকাশ।

২৬। প্রতিবন্ধী ও মানসিক প্রতিবন্ধীগণের কল্যাণ সমেত সামাজিক কল্যাণ।

একাদশ তফসিল

২৭। দুর্বলতর শ্রেণীর, এবং বিশেষতঃ, তফসিলী জাতি ও তফসিলী জনজাতির কল্যাণ।

২৮। সরকারী বণ্টন ব্যবস্থা।

২৯। গোষ্ঠী পরিসম্পদ রক্ষণাবেক্ষণ।]

দ্বাদশ তফসিল

[২৪৩ (ব) অনুচ্ছেদ]

১। নগর পরিকল্পনা সমেত শহরাঞ্চল পরিকল্পনা।

২। ভূমি ব্যবহারের ও ভবনসমূহ নির্মাণের প্রনিয়ন্ত্রণ।

৩। আর্থনীতিক ও সামাজিক উন্নয়নের পরিকল্পনা।

৪। সড়ক এবং সেতুসমূহ।

৫। গার্হস্থ্য, শিল্পবিষয়ক এবং বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে জল সরবরাহ।

৬। জনস্বাস্থ্য, অনাময় জঞ্জাল সাফাই এবং কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপন।

৭। অগ্নি নির্বাপন পরিষেবা।

৮। নগর বনসৃজন, পরিবেশ রক্ষণ এবং বাস্তুতান্ত্রিক উপাদানসমূহ প্রোন্নতকরণ।

৯। প্রতিবন্ধী ও মানসিক প্রতিবন্ধীসমেত সমাজের দুর্বলতর শ্রেণীর স্বার্থে রক্ষাকবচ।

১০। বস্তি উন্নয়ন ও উন্নীতকরণ।

১১। নগর দারিদ্র্য দূরীকরণ।

১২। নাগরিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও সুযোগ-সুবিধাসমূহের ব্যবস্থা যেমন উদ্যান, বাগান, খেলিবার মাঠ।

১৩। সাংস্কৃতিক, শিক্ষা বিষয়ক এবং নান্দনিক বিষয় প্রোন্নতকরণ।

১৪। কবর দিবার কার্য ও কবরস্থানসমূহ; শবদাহ, শ্মশানসমূহ এবং শবদাহ করিবার জন্য বৈদ্যুতিক চুল্লী।

১৫। গবাদি পশুর খোঁয়াড়; পশুর প্রতি নিষ্ঠুরতা নিবারণ।

১৬। জন্ম ও মৃত্যুর রেজিস্ট্রিকরণসমেত জীবনসম্বন্ধী পরিসংখ্যান।

১৭। রাস্তা আলোকিতকরণ, পার্কিং করিবার স্থান, বাসস্টপ ও জনগণের সুবিধাসমূহসমেত সার্বজনিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য।

১৮। কসাইখানা ও টেনারিসমূহের প্রনিয়ন্ত্রণ।

পরিশিষ্ট-১

সংবিধান (শততম সংশোধন) আইন, ২০১৫

(২৮শে মে, ২০১৫)

ভারত ও বাংলাদেশ সরকারের পরস্পরের মধ্যে আবদ্ধ চুক্তি ও চুক্তির প্রোটোকল অনুসরণক্রমে ভারত কর্তৃক রাজ্যক্ষেত্রসমূহের অর্জন এবং কতিপয় রাজ্যক্ষেত্র বাংলাদেশের নিকট হস্তান্তরণকে কার্যকারিতা প্রদানের উদ্দেশ্যে সংবিধানকে অধিকতর সংশোধন করণার্থ আইন।

ভারত সাধারণতন্ত্রের ছেষট্টিতম বর্ষে সংসদ কর্তৃক নিম্নরূপে বিধিবদ্ধ হইল:-

১। এই আইন সংবিধান (শততম সংশোধন) আইন, ২০১৫ নামে অভিহিত হইবে। সংক্ষিপ্ত নাম।

২। এই আইনে, — সংজ্ঞার্থ।

(ক) "অর্জিত রাজ্যক্ষেত্র" বলিতে ভারত - বাংলাদেশ চুক্তি ও চুক্তির প্রোটোকলের অন্তর্গত এবং প্রথম তফসিলে উল্লিখিত রাজ্যক্ষেত্রসমূহের সেই পরিমাণ অংশ বুঝায় যাহা (গ) প্রকরণে উল্লিখিত চুক্তি ও চুক্তির প্রোটোকল অনুসরণক্রমে ভারত কর্তৃক বাংলাদেশের নিকট হইতে অর্জনের উদ্দেশ্যে সীমানির্দিষ্ট হইয়াছে;

(খ) "নির্দিষ্ট দিন" বলিতে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক, প্রথম তফসিল ও দ্বিতীয় তফসিলে যেরূপ উল্লিখিত আছে সেরূপ রাজ্যক্ষেত্রসমূহের অর্জন ও হস্তান্তরণ ঘটাইবার এবং তদুদ্দেশ্যে সীমানির্দেশ করাইবার পর, ভারত-বাংলাদেশ চুক্তি ও চুক্তির প্রোটোকল অনুসরণক্রমে, বাংলাদেশের নিকট হইতে রাজ্যক্ষেত্রসমূহ অর্জন এবং বাংলাদেশের নিকট রাজ্যক্ষেত্রসমূহ হস্তান্তরণের তারিখরূপে সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা যে তারিখ নির্দিষ্ট হইবে সেই তারিখ বুঝায়;

(গ) "ভারত-বাংলাদেশ চুক্তি" বলিতে ভারত সাধারণতন্ত্রের সরকার এবং বাংলাদেশ গণ-সাধারণতন্ত্রের সরকারের পরস্পরের মধ্যে, ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে ভূ-সীমানার সীমানির্দেশ ও তৎসংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ সম্পর্কে, ১৬ই মে, ১৯৭৪ তারিখের চুক্তি, ভারত ও বাংলাদেশ সরকারের মধ্যে, ২৬শে ডিসেম্বর, ১৯৭৪, ৩০শে ডিসেম্বর, ১৯৭৪, ৭ই অক্টোবর, ১৯৮২, ২৬শে মার্চ, ১৯৯২ তারিখের পত্র বিনিময় এবং ৬ই সেপ্টেম্বর, ২০১১ তারিখে আবদ্ধ চুক্তির প্রোটোকল বুঝায়, যাহার প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতিসমূহ তৃতীয় তফসিলে প্রদর্শিত আছে।

(ঘ) ''হস্তান্তরিত রাজ্যক্ষেত্র'' বলিতে ভারত-বাংলাদেশ চুক্তি ও চুক্তির প্রোটোকলের অন্তর্গত ও দ্বিতীয় তফসিলে উল্লিখিত রাজ্যক্ষেত্রসমূহের সেই পরিমাণ অংশ বুঝায় যাহা (গ) প্রকরণে উল্লিখিত চুক্তি ও চুক্তির প্রোটোকল অনুসরণক্রমে ভারত কর্তৃক বাংলাদেশের নিকট হস্তান্তর করিবার উদ্দেশ্যে সীমানির্দিষ্ট হইয়াছে।

সংবিধানের প্রথম তফসিলের সংশোধন।

৩। নির্দিষ্ট দিন হইতে, সংবিধানের প্রথম তফসিলে,—

(ক) আসাম রাজ্যের রাজ্যক্ষেত্র সংক্রান্ত প্যারাগ্রাফের শেষে, ''এবং সংবিধান (নয়তম সংশোধন) আইন, ১৯৬০-এর ৩ ধারার (ক) প্রকরণে যাহা কিছু আছে তৎসত্ত্বেও, যতদূর পর্যন্ত উহা সংবিধান (শততম সংশোধন) আইন, ২০১৫-র দ্বিতীয় তফসিলের ভাগ-১-এ উল্লিখিত রাজ্যক্ষেত্রের সহিত সম্পর্কিত হয় ততদূর পর্যন্ত সংবিধান (শততম সংশোধন) আইন, ২০১৫-র দ্বিতীয় তফসিলের ভাগ-১-এ উল্লিখিত রাজ্যক্ষেত্রসমূহ'', এই শব্দসমূহ, বন্ধনীসমূহ ও সংখ্যাসমূহ সংযোজিত হইবে;

(খ) পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের রাজ্যক্ষেত্র সংক্রান্ত প্যারাগ্রাফের শেষে, ''এবং তৎসহ সংবিধান (নয়তম সংশোধন) আইন, ১৯৬০-এর ৩ ধারার (গ) প্রকরণে যাহা কিছু আছে তৎসত্ত্বেও, যতদূর পর্যন্ত উহা সংবিধান (শততম সংশোধন) আইন, ২০১৫-র প্রথম তফসিলের ভাগ-৩-এ উল্লিখিত রাজ্যক্ষেত্রসমূহ এবং দ্বিতীয় তফসিলের ভাগ-৩-এ উল্লিখিত রাজ্যক্ষেত্রসমূহের সহিত সম্পর্কিত হয় ততদূর পর্যন্ত, সংবিধান (শততম সংশোধন) আইন, ২০১৫-র দ্বিতীয় তফসিলের ভাগ-৩-এ উল্লিখিত রাজ্যক্ষেত্রসমূহ বাদ দিয়া প্রথম তফসিলের ভাগ ৩-এ উল্লিখিত রাজ্যক্ষেত্রসমূহ'', এই শব্দসমূহ, বন্ধনীসমূহ ও সংখ্যাসমূহ সংযোজিত হইবে;

(গ) মেঘালয় রাজ্যের রাজ্যক্ষেত্র সংক্রান্ত প্যারাগ্রাফের শেষে, ''এবং সংবিধান (শততম সংশোধন) আইন, ২০১৫-র দ্বিতীয় তফসিলের ভাগ-২-এ উল্লিখিত রাজ্যক্ষেত্রসমূহ বাদ দিয়া প্রথম তফসিলের ভাগ-১-এ উল্লিখিত রাজ্যক্ষেত্রসমূহ'', এই শব্দসমূহ, বন্ধনীসমূহ ও সংখ্যাসমূহ সংযোজিত হইবে;

(ঘ) ত্রিপুরা রাজ্যের রাজ্যক্ষেত্র সংক্রান্ত প্যারাগ্রাফের শেষে, ''এবং সংবিধান (নয়তম সংশোধন) আইন, ১৯৬০-এর ৩ ধারার (ঘ) প্রকরণে যাহা কিছু আছে তৎসত্ত্বেও, যতদূর পর্যন্ত উহা সংবিধান (শততম সংশোধন) আইন, ২০১৫-র প্রথম তফসিলের ভাগ-২-এ উল্লিখিত রাজ্যক্ষেত্রসমূহের সহিত সম্পর্কিত হয় ততদূর পর্যন্ত সংবিধান (শততম সংশোধন) আইন, ২০১৫-এর প্রথম তফসিলের ভাগ-২-এ উল্লিখিত রাজ্যক্ষেত্রসমূহ'', এই শব্দসমূহ, বন্ধনীসমূহ ও সংখ্যাসমূহ সংযোজিত হইবে;

প্রথম তফসিল

[ধারা ২(ক), ২(খ) ও ৩ দ্রষ্টব্য]

ভাগ ১

১৬ই মে, ১৯৭৪-এর চুক্তির অনুচ্ছেদ ২ এবং ৬ই সেপ্টেম্বর, ২০১১-এর প্রোটোকলের অনুচ্ছেদ ৩(১)(খ) (ii) (iii) (iv) (v)-এর সহিত সম্পর্কিত অর্জিত রাজ্যক্ষেত্র।

ভাগ ২

১৬ই মে, ১৯৭৪-এর চুক্তির অনুচ্ছেদ ২ এবং ৬ই সেপ্টেম্বর, ২০১১-এর প্রোটোকলের অনুচ্ছেদ ৩(১)(গ)(i)-এর সহিত সম্পর্কিত অর্জিত রাজ্যক্ষেত্র।

ভাগ ৩

১৬ই মে, ১৯৭৪-এর চুক্তির অনুচ্ছেদ ১(১২) ও ২ এবং ৬ই সেপ্টেম্বর, ২০১১-এর প্রোটোকলের অনুচ্ছেদ ২(২), ৩(১)(ক)(iii) (iv)(v)(vi)– এর সহিত সম্পর্কিত অর্জিত রাজ্যক্ষেত্র।

দ্বিতীয় তফসিল

[ধারা ২(খ), ২(ঘ) ও ৩ দ্রষ্টব্য]

ভাগ ১

১৬ই মে, ১৯৭৪-এর চুক্তির অনুচ্ছেদ ২ এবং ৬ই সেপ্টেম্বর, ২০১১-এর প্রোটোকলের অনুচ্ছেদ ৩(১)(ঘ)(i)(ii)-এর সহিত সম্পর্কিত হস্তান্তরিত রাজ্যক্ষেত্র।

ভাগ ২

১৬ই মে, ১৯৭৪-এর চুক্তির অনুচ্ছেদ ২ এবং ৬ই সেপ্টেম্বর, ২০১১-এর প্রোটোকলের অনুচ্ছেদ ৩(১)(খ)(i) -এর সহিত সম্পর্কিত হস্তান্তরিত রাজ্যক্ষেত্র।

ভাগ ৩

১৬ই মে, ১৯৭৪-এর চুক্তির অনুচ্ছেদ ১(১২) ও ২ এবং ৬ই সেপ্টেম্বর, ২০১১-এর প্রোটোকলের অনুচ্ছেদ ২(২), ৩(১)(ক)(i)(ii) (vi)-এর সহিত সম্পর্কিত হস্তান্তরিত রাজ্যক্ষেত্র।

তৃতীয় তফসিল

[২(গ) ধারা দ্রষ্টব্য]

১। ভারত সাধারণতন্ত্রের সরকার ও বাংলাদেশ গণ-সাধারণতন্ত্রের সরকারের মধ্যে ভূ-সীমানার সীমানির্দেশ সংশ্লিষ্ট ও তৎসম্পর্কিত বিষয়ে ১৬ই মে, ১৯৭৪ তারিখের চুক্তি হইতে উদ্ধৃতি

অনুচ্ছেদ ১ (১২) : ছিটমহল।

বাংলাদেশে ভারতীয় ছিটমহল ও ভারতে বাংলাদেশী ছিটমহলসমূহ, প্যারাগ্রাফ ১৪-এ উল্লিখিত ছিটমহলসমূহ ভিন্ন, বাংলাদেশে অন্তর্ভুক্ত হইবে এরূপ অতিরিক্ত এলাকার জন্য কোনপ্রকার ক্ষতিপূর্তির দাবি ব্যতীতই দ্রুততার সহিত বিনিময় করা হইবে।

অনুচ্ছেদ ২ :

ভারত ও বাংলাদেশের সরকার সম্মত হইয়াছেন যে, প্রতিকূলরূপে দখলীকৃত এলাকায় ইতঃপূর্বে সীমানির্দিষ্ট যে রাজ্যক্ষেত্র সম্পর্কে ইতঃপূর্বেই খণ্ডসীমানা মানচিত্র প্রস্তুত করা হইয়াছে তাহা, রাষ্ট্রদূতগণ কর্তৃক ঐ খণ্ডসীমানা মানচিত্র স্বাক্ষরের ছয়মাসের মধ্যে বিনিময় করা হইবে। তাঁহারা প্রাসঙ্গিক মানচিত্রসমূহ, যথাসম্ভব শীঘ্র এবং কোন ক্ষেত্রেই ৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৭৪-এর পর নহে, স্বাক্ষর করিবেন। যেক্ষেত্রে ইতঃপূর্বে সীমানির্দেশন করা হইয়াছে সেরূপ অন্যান্য এলাকা সম্পর্কিত মানচিত্র মুদ্রণ করিতে পূর্বব্যবস্থাসমূহ লওয়া যাইতে পারে। যাহাতে ৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৭৫-এর মধ্যে, ঐ এলাকাসমূহে প্রতিকূলরূপে ধৃত দখলসমূহ বিনিময় করা যায় তজ্জন্য ঐ মানচিত্রসমূহ ৩১শে মে, ১৯৭৫-এর মধ্যে মুদ্রিত হইবে ও উহা তদনন্তর রাষ্ট্রদূতগণ কর্তৃক স্বাক্ষরিত হইবে। সীমানির্দিষ্ট করা হইবে এরূপ ক্ষেত্রসমূহে, রাষ্ট্রদূতগণ কর্তৃক সংশ্লিষ্ট খণ্ডসীমানা মানচিত্র স্বাক্ষরের ছয়মাসের মধ্যে রাজ্যক্ষেত্রীয় ক্ষেত্রাধিকার হস্তান্তরিত হইবে।

২। ভারত সাধারণতন্ত্রের সরকার ও বাংলাদেশ গণ-সাধারণতন্ত্রের সরকারের মধ্যে ভূ-সীমানার সীমানির্দেশ সংশ্লিষ্ট ও তৎসম্পর্কিত বিষয়ে ৬ই সেপ্টেম্বর, ২০১১ তারিখের চুক্তি সংশ্লিষ্ট প্রোটোকল হইতে উদ্ধৃতি

অনুচ্ছেদ ২ :

(২) ১৯৭৪-এর চুক্তির প্রকরণ ১২-র অনুচ্ছেদ ১ নিম্নরূপে রূপায়িত হইবে:- ছিটমহল

যৌথরূপে সত্যাখ্যাত ও এপ্রিল, ১৯৯৭-এ ডি.জি.এল.আর.ও.এস., বাংলাদেশ এবং ডি.এল.আর.ও.এস., পশ্চিমবঙ্গ (ভারত) স্তরে স্বাক্ষরিত ভূকর ছিটমহল-মানচিত্র অনুসারে বাংলাদেশে ১১১টি ভারতীয় ছিটমহল ও ভারতে ৫১টি বাংলাদেশী ছিটমহল, বাংলাদেশে অন্তর্ভুক্ত হইবে এরূপ অতিরিক্ত এলাকার জন্য কোনপ্রকার ক্ষতিপূর্তির দাবি ব্যতীতই দ্রুততার সহিত বিনিময় করা হইবে।

অনুচ্ছেদ ৩ :

(১) ১৯৭৪-এর চুক্তির অনুচ্ছেদ ২ নিম্নরূপে রূপায়িত হইবে : —

ভারত সরকার ও বাংলাদেশের সরকার সম্মত হইয়াছেন যে, যৌথ সমীক্ষার মাধ্যমে যথা নির্ধারিত ও ডিসেম্বর, ২০১০ এবং আগস্ট, ২০১১-র মধ্যে উভয় দেশের ভূমি অভিলেখ ও সমীক্ষা বিভাগ কর্তৃক চূড়ান্ত করা হইয়াছে এরূপ নিজ নিজ প্রতিকূলরূপে দখলীকৃত ভূ-এলাকার জন্য সূচি-মানচিত্রে (এ.পি.এল.

মানচিত্র), যাহা নিম্নের (ক) হইতে (খ) প্রকরণে সম্পূর্ণরূপে বর্ণিত হইয়াছে ও পূর্ণাঙ্গরূপে চিত্রিত প্রতিকূলরূপে দখলীকৃত এলাকায় ধৃত রাজ্যক্ষেত্রীয় সীমানা, নির্দিষ্ট সীমানারূপে অঙ্কিত করা হইবে।

প্রাসঙ্গিক খণ্ড-মানচিত্রসমূহ রাষ্ট্রদূতগণ কর্তৃক স্বাক্ষরিত ও মুদ্রিত হইবে এবং রাজ্যক্ষেত্রীয় ক্ষেত্রাধিকারের হস্তান্তরণ ছিটমহল বিনিময়ের সহিত একই সময়ে সমাপ্ত হইবে। উপরি-উল্লিখিত সূচি-মানচিত্রে সীমানার সীমানির্দেশ নিম্নরূপ হইবে:-

(ক) পশ্চিমবঙ্গ সেক্টর

(i) বৌসমারি - মধুগাড়ি (কুষ্টিয়া-নদীয়া) এলাকা।

যৌথরূপে সমীক্ষিত ও জুন, ২০১১-এ ঐকমত্যে উপনীত হওয়া গিয়াছে, ১৯৬২-র একীকৃত মানচিত্রে যথা অঙ্কিত, মাথাভাঙ্গা নদীর পুরাতন খাতের কেন্দ্র অনুসরণ করিবার জন্য বিদ্যমান সীমানাস্তম্ভ নং ১৫৪/৫-এস হইতে ১৫৭/১-এস পর্যন্ত সীমানা অঙ্কিত করা হইবে।

(ii) আঁধারকোটা (কুষ্টিয়া-নদীয়া) এলাকা

যৌথরূপে সমীক্ষিত ও জুন, ২০১১-এ ঐকমত্যে উপনীত হওয়া গিয়াছে, বিদ্যমান মাথাভাঙ্গা নদীর এরূপ কিনারা অনুসরণ করিবার জন্য, বিদ্যমান সীমানাস্তম্ভ নং ১৫২/৫-এস হইতে সীমানাস্তম্ভ নং ১৫৩/১-এস পর্যন্ত সীমানা অঙ্কিত করা হইবে।

(iii) পাকুড়িয়া (কুষ্টিয়া-নদীয়া) এলাকা

যৌথরূপে সমীক্ষিত ও জুন, ২০১১-এ ঐকমত্যে উপনীত হওয়া গিয়াছে, মাথাভাঙ্গা নদীর এরূপ কিনারা অনুসরণ করিবার জন্য, বিদ্যমান সীমানাস্তম্ভ নং ১৫১/১-এস হইতে সীমানাস্তম্ভ নং ১৫২/২-এস পর্যন্ত সীমানা অঙ্কিত করা হইবে।

(iv) চর মহিষকুন্ডি (কুষ্টিয়া-নদীয়া) এলাকা

যৌথরূপে সমীক্ষিত ও জুন, ২০১১-এ ঐকমত্যে উপনীত হওয়া গিয়াছে, মাথাভাঙ্গা নদীর এরূপ কিনারা অনুসরণ করিবার জন্য, বিদ্যমান সীমানাস্তম্ভ নং ১৫৩/১-এস হইতে সীমানাস্তম্ভ নং ১৫৩/৯-এস পর্যন্ত, সীমানা অঙ্কিত করা হইবে।

(v) হরিপাল / খুটাদহ / বটতলি / সাপমারি / এল.এন.পুর (পাটারি) (নওগাও-মালদা) এলাকা

সীমানা, বিদ্যমান সীমানাস্তম্ভ নং ২৪২/এস/১৩ হইতে সীমানাস্তম্ভ নং ২৪৩/৭-এস/৫ পর্যন্ত, সংযোগকারী রেখারূপে এবং সংযুক্তরূপে সমীক্ষিত ও জুন, ২০১১-এ ঐকমত্যে উপনীতরূপে, অঙ্কিত করা হইবে।

(vi) বেরুবাড়ি (পঞ্চগড়-জলপাইগুড়ি এলাকা)

বাংলাদেশ কর্তৃক প্রতিকূলরূপে ধৃত বেরুবাড়ি এলাকায় (পঞ্চগড়- জলপাইগুড়ি) এবং ভারত কর্তৃক প্রতিকূলরূপে ধৃত বেরুবাড়ি ও সিংহপাড়া-খুদিপাড়া (পঞ্চগড়-জলপাইগুড়ি)-তে সীমানা, ১৯৯৬-১৯৯৮ সময়কালে যেপ্রকারে সংযুক্তরূপে সীমা নির্দিষ্ট করা হইয়াছে সেভাবে অঙ্কিত করা হইবে।

(খ) মেঘালয় সেক্টর

(i) লোবাছেরা-নানছেরা

ডিসেম্বর, ২০১০-এ যৌথভাবে যেরূপ সমীক্ষিত ও ঐকমত্যে উপনীত হওয়া গিয়াছে, চা বাগানসমূহের সেরূপ কিনারা অনুসরণ করিবার জন্য লাইলংগ-বালিছেরায় বিদ্যমান সীমানাস্তম্ভ নং ১৩১৫/৪-এস হইতে সীমানাস্তম্ভ নং ১৩১৫/১৫-এস পর্যন্ত, লাইলংগ-নুনছেরায় সীমানাস্তম্ভ নং ১৩১৬/১-এস হইতে সীমানাস্তম্ভ নং ১৩১৬/১১-এস পর্যন্ত, লাইলংগ-লাহিলিংগ-এ সীমানাস্তম্ভ নং ১৩১৭ হইতে সীমানাস্তম্ভ নং ১৩১৭/১৩-এস পর্যন্ত, এবং লাইলংগ-লোভাছেরায় সীমানাস্তম্ভ নং ১৩১৮/১-এস হইতে সীমানাস্তম্ভ নং ১৩১৮/২-এস পর্যন্ত সীমানা অঙ্কিত করা হইবে।

(ii) পির্দিওয়া/পদুয়া এলাকা

সীমানাস্তম্ভ নং ১২৭১/১-টি পর্যন্ত যৌথরূপে সমীক্ষিত ও পারস্পরিকভাবে ঐকমত্যে উপনীত রেখা অনুসারে বিদ্যমান সীমানাস্তম্ভ নং ১২৭০/১-এস হইতে সীমানা অঙ্কিত করা হইবে। পক্ষসমূহ সম্মত হইয়াছেন যে পির্দিওয়া গ্রাম হইতে ভারতীয় নাগরিকগণকে, ঐকমত্যে উপনীত মানচিত্রের পয়েন্ট নং ৬-এর নিকটে পিয়ং নদী হইতে, জল লইবার অনুমতি দেওয়া হইবে।

(iii) লিংগখট এলাকা

(কক) লিংগখট-১/কুলুমছেরা ও লিংগখট-২/কুলুমছেরা

বিদ্যমান সীমানাস্তম্ভ নং ১২৬৪/৪-এস হইতে সীমানাস্তম্ভ নং ১২৬৫ এবং বি পি নং ১২৬৫/৬-এস হইতে ১২৬৫/৯-এস পর্যন্ত সীমানা, যৌথরূপে সমীক্ষিত ও পারস্পরিকভাবে ঐকমত্যে উপনীত রেখা অনুসারে, অঙ্কিত করা হইবে।

(কখ) লিংগখট-৩/সোনারহাট

যতক্ষণ না নালাটি পূর্ব-পশ্চিম দিকে অপর একটি নালার সহিত মিলিত হইতেছে, ততক্ষণ দক্ষিণদিকে ঐ নালা বরাবর বিদ্যমান সীমানাস্তম্ভ নং ১২৬৬/১৩ হইতে সীমানা অঙ্কন করা হইবে, তদনন্তর যতক্ষণ পর্যন্ত না উহা উল্লেখ স্তম্ভ নং ১২৬৭/৪-আর বি ও ১২৬৭/৩-আর আই-এর উত্তরে বিদ্যমান আন্তর্জাতিক সীমানায় মিলিত হইতেছে ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্বদিকে নালার উত্তর ধার বরাবর সীমানা চলিবে।

(iv) দাওকি/তামাবিল এলাকা

বিদ্যমান সীমানাস্তম্ভ নং ১২৭৫/১-এস হইতে সীমানাস্তম্ভ নং ১২৭৫/৭-এস পর্যন্ত সংযোগ করে এরূপ একটি সরলরেখা দ্বারা সীমান্ত অঙ্কিত করা হইবে। পক্ষগণ এই এলাকায় 'জিরো লাইন' বরাবর বেড়া দিতে সম্মত হইয়াছেন।

(v) নলজুড়ি/শ্রীপুর এলাকা

(কক) নলজুড়ি ১

সীমানাটি দক্ষিণ দিকে বিদ্যমান সীমানাস্তম্ভ নং ১২৭৭/২-এস হইতে খন্ড মানচিত্র নং ১৬৬-তে যথা অঙ্কিত তিনটি প্লট পর্যন্ত একটি রেখা হইবে যতক্ষণ না উহা সীমানাস্তম্ভ ১২৭৭/৫- টি হইতে প্রবাহিত নালার সহিত মিলিত হয়, তদনন্তর উহা দক্ষিণ দিকে নালার পশ্চিম ধার বরাবর বাংলাদেশের দিকে ২টি প্লট পর্যন্ত চলিবে, তদনন্তর উহা সীমানাস্তম্ভ নং ১২৭৭/৪-এস হইতে দক্ষিণ দিকে অঙ্কিত রেখার সহিত মিলিত হওয়া পর্যন্ত পূর্বদিক বরাবর চলিবে।

(কখ) নলজুড়ি ৩

বিদ্যমান সীমানাস্তম্ভ নং ১২৭৮/২-এস হইতে বিদ্যমান সীমানাস্তম্ভ নং ১২৭৯/৩-এস পর্যন্ত একটি সরলরেখা দ্বারা সীমানা অঙ্কন করা হইবে।

(vi) মুক্তাপুর/দিবির হাওড় এলাকা

ভারতীয় নাগরিকগণকে কালিমন্দির পরিদর্শন করিবার অনুমতি দেওয়া হইবে এবং মুক্তাপুরের দিকের তট হইতে মুক্তাপুর/দিবির হাওড় এলাকার জলক্ষেত্রে জল লইবার ও মৎস্য ধরিবার অধিকার প্রয়োগ করিবারও অনুমতি দেওয়া হইবে বলিয়া পক্ষগণ সম্মত হইয়াছেন।

(গ) ত্রিপুরা সেক্টর

(i) ত্রিপুরা/মৌলভি বাজার সেক্টরে চন্দননগর-চাম্পারাই চা বাগান এলাকা

জুলাই, ২০১১-এ যৌথরূপে সমীক্ষিত ও ঐকমত্যে উপনীত হওয়া গিয়াছে এরূপে বিদ্যমান সীমানাস্তম্ভ নং ১৯০৪ হইতে সীমানাস্তম্ভ নং ১৯০৫ পর্যন্ত সোনারাইছড়া নদী বরাবর সীমানা অঙ্কিত করা হইবে।

(ঘ) আসাম সেক্টর

(i) আসাম সেক্টরে কালাবাড়ি (বড়ইবাড়ি) এলাকা

আগস্ট, ২০১১-এ যৌথরূপে সমীক্ষিত ও ঐকমত্যে উপনীত হওয়া গিয়াছে এরূপে বিদ্যমান সীমানাস্তম্ভ নং ১০৬৬/২৪-টি হইতে সীমানাস্তম্ভ নং ১০৬৭/১৬-টি পর্যন্ত সীমানা অঙ্কিত করা হইবে।

(ii) আসাম সেক্টরে পাল্লাথাল এলাকা

চা বাগানের বাহিরের ধার অনুসরণ করিয়া বিদ্যমান সীমানাস্তম্ভ নং ১৩৭০/৩-এস হইতে ১৩৭১/৬-এস পর্যন্ত এবং পান বরোজের বাহিরের ধার বরাবর সীমানাস্তম্ভ নং ১৩৭২ হইতে ১৩৭৩/২-এস পর্যন্ত, সীমানা অঙ্কিত করা হইবে।

৩। ১৬ই মে, ১৯৭৪ তারিখের চুক্তির অনুচ্ছেদ ১ (১২) এবং ৬ই সেপ্টেম্বর, ২০১১ তারিখের চুক্তির প্রোটোকল অনুসারে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে ছিটমহল বিনিময়ের তালিকা।

ক। এলাকা সহ বাংলাদেশে বিনিময়যোগ্য ভারতীয় ছিটমহল

ক্রমিক নং	ছিটসমূহের নাম	ছিট নং	বাংলাদেশের যে যে থানার অন্তর্গত	পশ্চিমবঙ্গের যে যে থানার অন্তর্গত	এলাকা একরে
১	২	৩	৪	৫	৬
		ক। স্বতন্ত্র ছিটসমূহ সহ ছিটমহল			
০১।	গরাতি	৭৫	পচাগড়	হলদিবাড়ি	৫৮.২৩
০২।	গরাতি	৭৬	পচাগড়	হলদিবাড়ি	০.৭৯
০৩।	গরাতি	৭৭	পচাগড়	হলদিবাড়ি	১৮
০৪।	গরাতি	৭৮	পচাগড়	হলদিবাড়ি	৯৫৮.৬৬
০৫।	গরাতি	৭৯	পচাগড়	হলদিবাড়ি	১.৭৪
০৬।	গরাতি	৮০	পচাগড়	হলদিবাড়ি	৭৩.৭৫
০৭।	বিংগিমারি ভাগ-১	৭৩	পচাগড়	হলদিবাড়ি	৬.০৭
০৮।	নাজিরগঞ্জ	৪১	বোদা	হলদিবাড়ি	৫৮.৩২
০৯।	নাজিরগঞ্জ	৪২	বোদা	হলদিবাড়ি	৪৩৪.২৯
১০।	নাজিরগঞ্জ	৪৪	বোদা	হলদিবাড়ি	৫৩.৪৭
১১।	নাজিরগঞ্জ	৪৫	বোদা	হলদিবাড়ি	১.০৭
১২।	নাজিরগঞ্জ	৪৬	বোদা	হলদিবাড়ি	১৭.৯৫
১৩।	নাজিরগঞ্জ	৪৭	বোদা	হলদিবাড়ি	৩.৮৯
১৪।	নাজিরগঞ্জ	৪৮	বোদা	হলদিবাড়ি	৭৩.২৭
১৫।	নাজিরগঞ্জ	৪৯	বোদা	হলদিবাড়ি	৪৯.০৫
১৬।	নাজিরগঞ্জ	৫০	বোদা	হলদিবাড়ি	৫.০৫
১৭।	নাজিরগঞ্জ	৫১	বোদা	হলদিবাড়ি	০.৭৭
১৮।	নাজিরগঞ্জ	৫২	বোদা	হলদিবাড়ি	১.০৪

ক্রমিক নং	ছিটসমূহের নাম	ছিট নং	বাংলাদেশের যে যে থানার অন্তর্গত	পশ্চিমবঙ্গের যে যে থানার অন্তর্গত	এলাকা একরে
১	২	৩	৪	৫	৬
১৯।	নাজিরগঞ্জ	৫৩	বোদা	হলদিবাড়ি	১.০২
২০।	নাজিরগঞ্জ	৫৪	বোদা	হলদিবাড়ি	৩.৮৭
২১।	নাজিরগঞ্জ	৫৫	বোদা	হলদিবাড়ি	১২.১৮
২২।	নাজিরগঞ্জ	৫৬	বোদা	হলদিবাড়ি	৫৪.০৪
২৩।	নাজিরগঞ্জ	৫৭	বোদা	হলদিবাড়ি	৮.২৭
২৪।	নাজিরগঞ্জ	৫৮	বোদা	হলদিবাড়ি	১৪.২২
২৫।	নাজিরগঞ্জ	৬০	বোদা	হলদিবাড়ি	০.৫২
২৬।	পুটিমারি	৫৯	বোদা	হলদিবাড়ি	১২২.৮
২৭।	দইখাটা ছাট	৩৮	বোদা	হলদিবাড়ি	৪৯৯.২১
২৮।	সলবাড়ি	৩৭	বোদা	হলদিবাড়ি	১১৮৮.৯৩
২৯।	কাজলদিঘি	৩৬	বোদা	হলদিবাড়ি	৭৭১.৪৪
৩০।	নাটকটোকা	৩২	বোদা	হলদিবাড়ি	১৬২.২৬
৩১।	নাটকটোকা	৩৩	বোদা	হলদিবাড়ি	০.২৬
৩২।	বেউলাভাঙা ছাট	৩৫	বোদা	হলদিবাড়ি	০.৮৩
৩৩।	বলাপাড়া ইগরাবাড়	৩	দেবীগঞ্জ	হলদিবাড়ি	১৭৫২.৪৪
৩৪।	বড় খঙ্কিখরিজা চিতলদহ	৩০	ডিমলা	হলদিবাড়ি	৭.৭১
৩৫।	বড় খঙ্কিখরিজা চিতলদহ	২৯	ডিমলা	হলদিবাড়ি	৩৬.৮৩
৩৬।	বড় খনগির	২৮	ডিমলা	হলদিবাড়ি	৩০.৫৩
৩৭।	নগর জিকোবাড়ি	৩১	ডিমলা	হলদিবাড়ি	৩৩.৪১
৩৮।	কুচলিবাড়ি	২৬	পাটগ্রাম	মেখলিগঞ্জ	৫.৭৮
৩৯।	কুচলিবাড়ি	২৭	পাটগ্রাম	মেখলিগঞ্জ	২.০৪
৪০।	বড় কুচলিবাড়ি	মেখলিগঞ্জ থানার জে.এল ১০৭-এর খণ্ড	পাটগ্রাম	মেখলিগঞ্জ	৪.৩৫
৪১।	জামালদহ বলাপুখরি	৬	পাটগ্রাম	মেখলিগঞ্জ	৫.২৪

ক্রমিক নং	ছিটসমূহের নাম	ছিট নং	বাংলাদেশের যে যে থানার অন্তর্গত	পশ্চিমবঙ্গের যে যে থানার অন্তর্গত	এলাকা একরে
১	২	৩	৪	৫	৬
৪২।	উপনচৌকি কুচলিবাড়ি	১১৫/২	পাটগ্রাম	মেখলিগঞ্জ	০.৩২
৪৩।	উপনচৌকি কুচলিবাড়ি	৭	পাটগ্রাম	মেখলিগঞ্জ	৪৪.০৪
৪৪।	ভোতনরি	১১	পাটগ্রাম	মেখলিগঞ্জ	৩৬.৮৩
৪৫।	বলাপুখরি	৫	পাটগ্রাম	মেখলিগঞ্জ	৫৫.৯১
৪৬।	বড় খনগির	৪	পাটগ্রাম	মেখলিগঞ্জ	৫০.৫১
৪৭।	বড় খনগির	৯	পাটগ্রাম	মেখলিগঞ্জ	৮৭.৪২
৪৮।	ছোট বগডোকরা	১০	পাটগ্রাম	মেখলিগঞ্জ	৪১.৭
৪৯।	রতনপুর	১১	পাটগ্রাম	মেখলিগঞ্জ	৫৮.৯১
৫০।	বাগডোকরা	১২	পাটগ্রাম	মেখলিগঞ্জ	২৫.৪৯
৫১।	ফুলকের দাবরি	মেখলিগঞ্জ থানার জে.এল. ১০৭-এর খণ্ড	পাটগ্রাম	মেখলিগঞ্জ	০.৮৮
৫২।	খড়খড়িয়া	১৫	পাটগ্রাম	মেখলিগঞ্জ	৬০.৭৪
৫৩।	খড়খড়িয়া	১৩	পাটগ্রাম	মেখলিগঞ্জ	৫১.৬২
৫৪।	লোটামারি	১৪	পাটগ্রাম	মেখলিগঞ্জ	১১০.৯২
৫৫।	ভুতবাড়ি	১৬	পাটগ্রাম	মেখলিগঞ্জ	২০৫.৪৬
৫৬।	কোমাত চ্যাংড়াবান্ধা	১৬ক	পাটগ্রাম	মেখলিগঞ্জ	৪২.৮
৫৭।	কোমাত চ্যাংড়াবান্ধা	১৭ক	পাটগ্রাম	মেখলিগঞ্জ	১৬.০১
৫৮।	পানিশালা	১৭	পাটগ্রাম	মেখলিগঞ্জ	১৩৭.৬৬
৫৯।	দ্বারিকামারি খসবস	১৮	পাটগ্রাম	মেখলিগঞ্জ	৩৬.৫

ক্রমিক নং	ছিটসমূহের নাম	ছিট নং	বাংলাদেশের যে যে থানার অন্তর্গত	পশ্চিমবঙ্গের যে যে থানার অন্তর্গত	এলাকা একরে
১	২	৩	৪	৫	৬
৬০।	পানিশালা	১৫৩/ত	পাটগ্রাম	মেখলিগঞ্জ	০.২৭
৬১।	পানিশালা	১৫৩/প	পাটগ্রাম	মেখলিগঞ্জ	১৮.০১
৬২।	পানিশালা	১৯	পাটগ্রাম	মেখলিগঞ্জ	৬৪.৬৩
৬৩।	পানিশালা	২১	পাটগ্রাম	মেখলিগঞ্জ	৫১.৪
৬৪।	লোটামারি	২০	পাটগ্রাম	মেখলিগঞ্জ	২৮৩.৫৩
৬৫।	লোটামারি	২২	পাটগ্রাম	মেখলিগঞ্জ	৯৮.৮৫
৬৬।	দ্বারিকামারি	২৩	পাটগ্রাম	মেখলিগঞ্জ	৩৯.৫২
৬৭।	দ্বারিকামারি	২৫	পাটগ্রাম	মেখলিগঞ্জ	৪৫.৭৩
৬৮।	ছাট ভুতহাট	২৪	পাটগ্রাম	মেখলিগঞ্জ	৫৬.১১
৬৯।	বাকাটা	১৩১	পাটগ্রাম	হাথাভাঙ্গা	২২.৩৫
৭০।	বাকাটা	১৩২	পাটগ্রাম	হাথাভাঙ্গা	১১.৯৬
৭১।	বাকাটা	১৩০	পাটগ্রাম	হাথিভাঙ্গা	২০.৪৮
৭২।	ভোগরামগুড়ি	১৩৩	পাটগ্রাম	হাথিভাঙ্গা	১.৪৪
৭৩।	ছেনাকাটা	১৩৪	পাটগ্রাম	মেখলিগঞ্জ	৭.৮১
৭৪।	বাঁশকাটা	১১৯	পাটগ্রাম	মাথাভাঙ্গা	৪১৩.৮১
৭৫।	বাঁশকাটা	১২০	পাটগ্রাম	মাথাভাঙ্গা	৩০.৭৫
৭৬।	বাঁশকাটা	১২১	পাটগ্রাম	মাথাভাঙ্গা	১২.১৫
৭৭।	বাঁশকাটা	১১৩	পাটগ্রাম	মাথাভাঙ্গা	৫৭.৮৬
৭৮।	বাঁশকাটা	১১২	পাটগ্রাম	মাথাভাঙ্গা	৩১৫.০৪
৭৯।	বাঁশকাটা	১১৪	পাটগ্রাম	মাথাভাঙ্গা	০.৭৭
৮০।	বাঁশকাটা	১১৫	পাটগ্রাম	মাথাভাঙ্গা	২৯.২
৮১।	বাঁশকাটা	১২২	পাটগ্রাম	মাথাভাঙ্গা	৩৩.২২
৮২।	বাঁশকাটা	১২৭	পাটগ্রাম	মাথাভাঙ্গা	১২.৭২

ক্রমিক নং	ছিটসমূহের নাম	ছিট নং	বাংলাদেশের যে যে থানার অন্তর্গত	পশ্চিমবঙ্গের যে যে থানার অন্তর্গত	এলাকা একরে
১	২	৩	৪	৫	৬
৮৩।	বাঁশকাটা	১২৮	পাটগ্রাম	মাথাভাঙ্গা	২.৩৩
৮৪।	বাঁশকাটা	১১৭	পাটগ্রাম	মাথাভাঙ্গা	২.৫৫
৮৫।	বাঁশকাটা	১১৮	পাটগ্রাম	মাথাভাঙ্গা	৩০.৯৮
৮৬।	বাঁশকাটা	১২৫	পাটগ্রাম	মাথাভাঙ্গা	০.৬৪
৮৭।	বাঁশকাটা	১২৬	পাটগ্রাম	মাথাভাঙ্গা	১.৩৯
৮৮।	বাঁশকাটা	১২৯	পাটগ্রাম	মাথাভাঙ্গা	১.৩৭
৮৯।	বাঁশকাটা	১১৬	পাটগ্রাম	মাথাভাঙ্গা	১৬.৯৬
৯০।	বাঁশকাটা	১২৩	পাটগ্রাম	মাথাভাঙ্গা	২৪.৩৭
৯১।	বাঁশকাটা	১২৪	পাটগ্রাম	মাথাভাঙ্গা	০.২৮
৯২।	গোটামারি ছিট	১৩৫	হাতিবান্ধা	শীতলকুচি	১২৬.৫৯
৯৩।	গোটামারি ছিট	১৩৬	হাতিবান্ধা	শীতলকুচি	২০.০২
৯৪।	বনাপচাই	১৫১	লালমনিরহাট	দিনহাটা	২১৭.২৯
৯৫।	বনাপচাই ভিতরকুঠি	১৫২	লালমনিরহাট	দিনহাটা	৮১.৭১
৯৬।	দাশিয়ার ছাড়া	১৫০	ফুলবাড়ি	দিনহাটা	১৬৪৩.৪৪
৯৭।	ডাকুরহাট ডাকিনির কুঠি	১৫৬	কুড়িগ্রাম	দিনহাটা	১৪.২৭
৯৮।	কলামাটি	১৪১	ভুরুঙ্গমারি	দিনহাটা	২১.২১
৯৯।	ভাহবগঞ্জ	১৫৩	ভুরুঙ্গমারি	দিনহাটা	৩১.৫৮
১০০।	বাওটিকুর্সা	১৪২	ভুরুঙ্গমারি	দিনহাটা	৪৫.৬৩
১০১।	বড় কোয়াচুলকা	১৪৩	ভুরুঙ্গমারি	দিনহাটা	৩৯.৯৯
১০২।	গাওচুলকা ২	১৪৭	ভুরুঙ্গমারি	দিনহাটা	০.৯
১০৩।	গাওচুলকা ১	১৪৬	ভুরুঙ্গমারি	দিনহাটা	৮.৯২

ক্রমিক নং	ছিটসমূহের নাম	ছিট নং	বাংলাদেশের যে যে থানার অন্তর্গত	পশ্চিমবঙ্গের যে যে থানার অন্তর্গত	এলাকা একরে
১	২	৩	৪	৫	৬
১০৪।	দিঘলতরী ২	১৪৫	ভুরুঙ্গমারি	দিনহাটা	৮.৮১
১০৫।	দিঘলতরী ১	১৪৪	ভুরুঙ্গমারি	দিনহাটা	১২.৩১
১০৬।	ছোট গরলঝোরা-২	১৪৯	ভুরুঙ্গমারি	দিনহাটা	১৭.৮৫
১০৭।	ছোট গরলঝোরা-১	১৪৮	ভুরুঙ্গমারি	দিনহাটা	৩৫.৭৪
১০৮।	নাম ও জে. এল. নং ব্যতীত, জে. এল. নং ৩৮-এর দক্ষিণ প্রান্তে এবং জে. এল. নং ৩৯-এর দক্ষিণ প্রান্তে ১টি ছিট (স্থানীয় ভাবে অশোকবাড়ি নামে পরিচিত)		পাটগ্রাম	মাথাভাঙ্গা	৩.৫
	খণ্ডিত ছিটসমূহ সহ ছিটমহলসমূহ				
১০৯।	(i) বেউলাডাঙ্গা	৩৪	হলদিবাড়ি	বোদা	৮৬২.৪৬
	(ii) বেউলাডাঙ্গা	খণ্ড	হলদিবাড়ি	দেবীগঞ্জ	
১১০।	(i) কোটভজনী	২	হলদিবাড়ি	দেবীগঞ্জ	২০১২.২৭
	(ii) কোটভজনী	খণ্ড	হলদিবাড়ি	দেবীগঞ্জ	
	(iii) কোটভজনী	খণ্ড	হলদিবাড়ি	দেবীগঞ্জ	
	(iv) কোটভজনী	খণ্ড	হলদিবাড়ি	দেবীগঞ্জ	
১১১।	(i) দহলা	খাগড়াবাড়ি	হলদিবাড়ি	দেবীগঞ্জ	২৬৫০.৩৫
	(ii) দহলা	খণ্ড	হলদিবাড়ি	দেবীগঞ্জ	

ক্রমিক নং	ছিটসমূহের নাম	ছিট নং	বাংলাদেশের যে যে থানার অন্তর্গত	পশ্চিমবঙ্গের যে যে থানার অন্তর্গত	এলাকা একরে
১	২	৩	৪	৫	৬
	(iii) দহলা	খণ্ড	হলদিবাড়ি	দেবীগঞ্জ	
	(iv) দহলা	খণ্ড	হলদিবাড়ি	দেবীগঞ্জ	
	(v) দহলা	খণ্ড	হলদিবাড়ি	দেবীগঞ্জ	
	(vi) দহলা	খণ্ড	হলদিবাড়ি	দেবীগঞ্জ	
					১৭১৬০.৬৩

ছিটমহলসমূহের উপরে বর্ণিত বিবরণসমূহ ৯ই-১২ই অক্টোবর, ১৯৯৬ পর্যন্ত কলকাতায় অনুষ্ঠিত ভারত-বাংলাদেশ সম্মেলনে তথা ২১-২৪শে নভেম্বর, ১৯৯৬ পর্যন্ত জলপাইগুড়ি (পশ্চিমবঙ্গ)-পঞ্চগড় (বাংলাদেশ) সেক্টরে যৌথ ক্ষেত্র পরিদর্শনকালীন ভারত ও বাংলাদেশ কর্তৃক রক্ষিত অভিলেখসমূহের সহিত যৌথভাবে মিলাইয়া দেখা হইয়াছে ও সঙ্গতিসাধন করা হইয়াছে।

টীকা : ক্রমিক নং ১০৮-এ ছিটমহলের নাম ১৯৯৬-৯৭-এর ক্ষেত্রপর্বে যৌথ ভূতল যাচাই দ্বারা অশোকাবাড়ি নামে চিহ্নিত হইয়াছে।

ব্রিগ. জে. আর. পিটার
ডায়রেক্টর ল্যান্ড রেকর্ডস অ্যান্ড সার্ভে
(এক্স অফিসিও) পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
ও ডায়রেক্টর, ইস্টার্ন সার্কেল সার্ভে
অফ্ ইন্ডিয়া, কলকাতা।

মহ সফি উদ্দীন
ডায়রেক্টর জেনারেল, ল্যান্ড রেকর্ডস
অ্যান্ড সার্ভেস, বাংলাদেশ।

খ। এলাকাসহ ভারতে বিনিময়যোগ্য বাংলাদেশ ছিটমহল

ক্রমিক নং	ছিটসমূহের নাম	পশ্চিমবঙ্গের যে থানার অন্তর্গত	বাংলাদেশের যে থানার অন্তর্গত	জে এল নং	এলাকা একরে
১	২	৩	৪	৫	৬
	ক। স্বতন্ত্র ছিটসমূহ সহ ছিটমহল				
১।	ছিট কুচলিবাড়ি	মেখলিগঞ্জ	পাটগ্রাম	২২	৩৭০.৬৪
২।	কুচলিবাড়ির ছিটভূমি	মেখলিগঞ্জ	পাটগ্রাম	২৪	১.৮৩
৩।	বলাপুখরি	মেখলিগঞ্জ	পাটগ্রাম	২১	৩৩১.৬৪

খ। এলাকাসহ ভারতে বিনিময়যোগ্য বাংলাদেশ ছিটমহল

ক্রমিক নং	ছিটসমূহের নাম	পশ্চিমবঙ্গের যে থানার অন্তর্গত	বাংলাদেশের যে থানার অন্তর্গত	জে এল নং	এলাকা একরে
১	২	৩	৪	৫	৬
৪।	পানবাড়ি নং ২-এর ছিটভূমি	মেখলিগঞ্জ	পাটগ্রাম	২০	১.১৩
৫।	ছিট পানবাড়ি	মেখলিগঞ্জ	পাটগ্রাম	১৮	১০৮.৫৯
৬।	ধবলসতি মিরগিপুর	মেখলিগঞ্জ	পাটগ্রাম	১৫	১৭৩.৮৮
৭।	বামনদল	মেখলিগঞ্জ	পাটগ্রাম	১১	২.২৪
৮।	ছিট ধবলসতি	মেখলিগঞ্জ	পাটগ্রাম	১৪	৬৬.৫৮
৯।	ধবলসতি	মেখলিগঞ্জ	পাটগ্রাম	১৩	৬০.৪৫
১০।	শ্রীরামপুর	মেখলিগঞ্জ	পাটগ্রাম	৮	১.০৫
১১।	জোত নিজ্জমা	মেখলিগঞ্জ	পাটগ্রাম	৩	৮৭.৫৪
১২।	জগৎবেড় নং ৩-এর ছিটভূমি	মাথাভাঙ্গা	পাটগ্রাম	৩৭	৬৯.৮৪
১৩।	জগৎবেড় নং ১-এর ছিটভূমি	মাথাভাঙ্গা	পাটগ্রাম	৩৫	৩০.৬৬
১৪।	জগৎবেড় নং ২-এর ছিটভূমি	মাথাভাঙ্গা	পাটগ্রাম	৩৬	২৭.০৯
১৫।	ছিট কোকেয়াবাড়ি	মাথাভাঙ্গা	পাটগ্রাম	৪৭	২৯.৪৯
১৬।	ছিট ভান্ডারদহ	মাথাভাঙ্গা	পাটগ্রাম	৬৭	৩৯.৯৬
১৭।	ধবলগুড়ি	মাথাভাঙ্গা	পাটগ্রাম	৫২	১২.৫
১৮।	ছিট ধবলগুড়ি	মাথাভাঙ্গা	পাটগ্রাম	৫৩	২২.৩১
১৯।	ধবলগুড়ি নং ৩-এর ছিটভূমি	মাথাভাঙ্গা	পাটগ্রাম	৭০	১.৩৩
২০।	ধবলগুড়ি নং ৪-এর ছিটভূমি	মাথাভাঙ্গা	পাটগ্রাম	৭১	৪.৫৫

খ। এলাকাসহ ভারতে বিনিময়যোগ্য বাংলাদেশ ছিটমহল

ক্রমিক নং	ছিটসমূহের নাম	পশ্চিমবঙ্গের যে থানার অন্তর্গত	বাংলাদেশের যে থানার অন্তর্গত	জে এল নং	এলাকা একরে
১	২	৩	৪	৫	৬
২১।	ধবলগুড়ি নং ৫-এর ছিটভূমি	মাথাভাঙ্গা	পাটগ্রাম	৭২	৪.১২
২২।	ধবলগুড়ি নং ১-এর ছিটভূমি	মাথাভাঙ্গা	পাটগ্রাম	৬৮	২৬.৮৩
২৩।	ধবলগুড়ি নং ২-এর ছিটভূমি	মাথাভাঙ্গা	পাটগ্রাম	৬৯	১৩.৯৫
২৪।	মহিষমারি	শীতলকুচি	পাটগ্রাম	৫৪	১২২.৭৭
২৫।	বড় সরাডুবি	শীতলকুচি	হাতিবান্ধা	১৩	৩৪.৯৬
২৬।	ফালনাপুর	শীতলকুচি	পাটগ্রাম	৬৪	৫০৫.৫৬
২৭।	আমঝোল	শীতলকুচি	হাতিবান্ধা	৫৭	১.২৫
২৮।	কিসমত বটরিগাছ	দিনহাটা	কালিগঞ্জ	৮২	২০৯.৯৫
২৯।	দুর্গাপুর	দিনহাটা	কালিগঞ্জ	৮৩	২০.৯৬
৩০।	বাঁসুয়া খামার গীতলদহ	দিনহাটা	লালমণিরহাট	১	২৪.৫৪
৩১।	পোয়াতুরকুঠি	দিনহাটা	লালমণিরহাট	৩৭	৫৮৯.৯৪
৩২।	পশ্চিম বকালির ছড়া	দিনহাটা	ভুরুঙ্গমারি	৩৮	১৫১.৯৮
৩৩।	মধ্য বকালির ছড়া	দিনহাটা	ভুরুঙ্গমারি	৩৯	৩২.৭২
৩৪।	পূর্ব বকালির ছড়া	দিনহাটা	ভুরুঙ্গমারি	৪০	১২.২৩
৩৫।	মধ্য মশালডাঙ্গা	দিনহাটা	ভুরুঙ্গমারি	৩	১৩৬.৬৬
৩৬।	মধ্য ছিট মশালডাঙ্গা	দিনহাটা	ভুরুঙ্গমারি	৮	১১.৮৭
৩৭।	পশ্চিম ছিট মশালডাঙ্গা	দিনহাটা	ভুরুঙ্গমারি	৭	৭.৬
৩৮।	উত্তর মশালডাঙ্গা	দিনহাটা	ভুরুঙ্গমারি	২	২৭.২৯
৩৯।	কচুয়া	দিনহাটা	ভুরুঙ্গমারি	৫	১১৯.৭৪
৪০।	উত্তর বাঁশজনি	তুফানগঞ্জ	ভুরুঙ্গমারি	১	৪৭.১৭

খ। এলাকাসহ ভারতে বিনিময়যোগ্য বাংলাদেশ ছিটমহল

ক্রমিক নং	ছিটসমূহের নাম	পশ্চিমবঙ্গের যে থানার অন্তর্গত	বাংলাদেশের যে থানার অন্তর্গত	জে এল নং	এলাকা একরে
১	২	৩	৪	৫	৬
৪১।	ছাট তিলাই	তুফানগঞ্জ	ভুরুঙ্গমারি	১৭	৮১.৫৬
	খ। খণ্ডিত ছিটসমূহ সহ ছিটমহলসমূহ				
৪২।	(i) নলগ্রাম	শীতলকুচি	পাটগ্রাম	৬৫	১৩৯৭.৩৪
	(ii) নলগ্রাম (খণ্ড)	শীতলকুচি	পাটগ্রাম	৬৫	
	(iii) নলগ্রাম (খণ্ড)	শীতলকুচি	পাটগ্রাম	৬৫	
৪৩।	(i) ছিট নলগ্রাম	শীতলকুচি	পাটগ্রাম	৬৬	৪৯.৫
	(ii) ছিট নলগ্রাম (খণ্ড)	শীতলকুচি	পাটগ্রাম	৬৬	
৪৪।	(i) বটরি গাছ	দিনহাটা	কালিগঞ্জ	৮১	৫৭৭.৩৭
	(ii) বটরিগাছ (খণ্ড)	দিনহাটা	কালিগঞ্জ	৮১	
	(iii) বটরিগাছ (খণ্ড)	দিনহাটা	ফুলবাড়ি	৯	
৪৫।	(i) কারালা	দিনহাটা	ফুলবাড়ি	৯	২৬৯.৯১
	(ii) কারালা (খণ্ড)	দিনহাটা	ফুলবাড়ি	৯	
	(iii) কারালা (খণ্ড)	দিনহাটা	ফুলবাড়ি	৮	
৪৬।	(i) শিপ্রসাদ মুস্তফি	দিনহাটা	ফুলবাড়ি	৮	৩৭৩.২
	(ii) শিপ্রসাদ মুস্তফি (খণ্ড)	দিনহাটা	ফুলবাড়ি	৬	
৪৭।	(i) দক্ষিণ মশালডাঙ্গা	দিনহাটা	ভুরুঙ্গমারি	৬	৫৭১.৩৮
	(ii) দক্ষিণ মশালডাঙ্গা (খণ্ড)	দিনহাটা	ভুরুঙ্গমারি	৬	
	(iii) দক্ষিণ মশালডাঙ্গা (খণ্ড)	দিনহাটা	ভুরুঙ্গমারি	৬	
	(iv) দক্ষিণ মশালডাঙ্গা (খণ্ড)	দিনহাটা	ভুরুঙ্গমারি	৬	
	(v) দক্ষিণ মশালডাঙ্গা (খণ্ড)	দিনহাটা	ভুরুঙ্গমারি	৬	
	(vi) দক্ষিণ মশালডাঙ্গা (খণ্ড)	দিনহাটা	ভুরুঙ্গমারি	৬	
৪৮।	(i) পশ্চিম মশালডাঙ্গা	দিনহাটা	ভুরুঙ্গমারি	৪	২৯.৪৯

খ। এলাকাসহ ভারতে বিনিময়যোগ্য বাংলাদেশ ছিটমহল

ক্রমিক নং	ছিটসমূহের নাম	পশ্চিমবঙ্গের যে থানার অন্তর্গত	বাংলাদেশের যে থানার অন্তর্গত	জে এল নং	এলাকা একরে
১	২	৩	৪	৫	৬
	(ii)পশ্চিম মশালডাঙ্গা (খণ্ড)	দিনহাটা	ভুরুঙ্গমারি	৪	
৪৯।	(i) পূর্ব ছিট মশালডাঙ্গা	দিনহাটা	ভুরুঙ্গমারি	১০	৩৫.০১
	(ii) পূর্ব ছিট মশালডাঙ্গা (খণ্ড)	দিনহাটা	ভুরুঙ্গমারি	১০	
৫০।	(i) পূর্ব মশালডাঙ্গা	দিনহাটা	ভুরুঙ্গমারি	১১	১৫৩.৮৯
	(ii) পূর্ব মশালডাঙ্গা (খণ্ড)	দিনহাটা	ভুরুঙ্গমারি	১১	
৫১।	(i) উত্তর ঢালডাঙ্গা	তুফানগঞ্জ	ভুরুঙ্গমারি	১৪	২৪.৯৮
	(ii) উত্তর ঢালডাঙ্গা (খণ্ড)	তুফানগঞ্জ	ভুরুঙ্গমারি	১৪	
	(iii) উত্তর ঢালডাঙ্গা (খণ্ড)	তুফানগঞ্জ	ভুরুঙ্গমারি	১৪	
মোট এলাকা					৭,১১০.০২

ছিটমহলসমূহের উপরে বর্ণিত বিবরণসমূহ ৯ই-১২ই অক্টোবর, ১৯৯৬ পর্যন্ত কলকাতায় অনুষ্ঠিত ভারত-বাংলাদেশ সম্মেলনে তথা ২১-২৪শে নভেম্বর, ১৯৯৬ পর্যন্ত জলপাইগুড়ি (পশ্চিমবঙ্গ)-পঞ্চগড় (বাংলাদেশ) সেক্টরে যৌথ ক্ষেত্র পরিদর্শনকালীন ভারত ও বাংলাদেশ কর্তৃক রক্ষিত অভিলেখসমূহের সহিত যৌথভাবে মিলাইয়া দেখা হইয়াছে ও সঙ্গতিসাধন করা হইয়াছে।

ব্রিগ. জে. আর. পিটার
ডায়রেক্টর ল্যান্ড রেকর্ডস অ্যান্ড সার্ভে
(এক্স অফিসিও) পশ্চিমবঙ্গ, ভারত ও ডায়রেক্টর,
ইস্টার্ন সার্কেল সার্ভে অফ্ ইন্ডিয়া,
কলকাতা ।

মহ সফি উদ্দীন
ডায়রেক্টর জেনারেল, ল্যান্ড রেকর্ডস
অ্যান্ড সার্ভেস, বাংলাদেশ।

পরিশিষ্ট-২

সংবিধান (জম্মু ও কাশ্মীরে প্রয়োগ) আদেশ, ২০১৯

স. আ. ২৭২

সংবিধানের ৩৭০ অনুচ্ছেদের (১) প্রকরণ দ্বারা প্রদত্ত ক্ষমতাসমূহের প্রয়োগক্রমে, রাষ্ট্রপতি, জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের সরকারের সম্মতিসহ, নিম্নোক্ত আদেশ প্রদান করিতেছেন :-

১। (১) এই আদেশ সংবিধান (জম্মু ও কাশ্মীরে প্রয়োগ) আদেশ, ২০১৯ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে বলবৎ হইবে এবং তৎপরবর্তীকালে, সময়ে সময়ে যথাসংশোধিত সংবিধান (জম্মু ও কাশ্মীরে প্রয়োগ) আদেশ, ১৯৫৪-কে অধিক্রমণ করিবে।

২। সময়ে সময়ে যথাসংশোধিত সংবিধানের সকল বিধান, জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্য সম্পর্কে প্রযোজ্য হইবে এবং যে ব্যতিক্রমসমূহ ও সংপরিবর্তনসমূহ সাপেক্ষে সেগুলি ঐরূপে প্রযোজ্য হইবে তাহা নিম্নরূপ হইবে :—

৩৬৭ প্রকরণের সহিত নিম্নোক্ত প্রকরণ যুক্ত হইবে, যথা :-

"(৪) এই সংবিধান, উহা জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্য সম্পর্কে যেরূপে প্রযুক্ত হয়, তাহার প্রয়োজনে —

(ক) এই সংবিধানের বা উহার বিধানাবলীর উল্লেখ, উক্ত রাজ্য সম্পর্কে যথাপ্রযুক্ত সংবিধান বা উহার বিধানাবলীর উল্লেখ বলিয়া অর্থান্বয়িত হইবে;

(খ) রাজ্যের বিধানসভার সুপারিশে জম্মু ও কাশ্মীরের সদর-ই রিয়াসতরূপে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক তৎসময়ে স্বীকৃত, তৎসময়ে রাজ্যের মন্ত্রিপরিষদের পরামর্শে কার্যরত পদে আসীন ব্যক্তির উল্লেখ, জম্মু ও কাশ্মীরের রাজ্যপালের উল্লেখ বলিয়া অর্থান্বয়িত হইবে;

(গ) উক্ত রাজ্যের সরকারের উল্লেখ, তাঁহার মন্ত্রিপরিষদের পরামর্শে কার্যরত জম্মু ও কাশ্মীরের রাজ্যপালের উল্লেখকে অন্তর্ভুক্ত করে বলিয়া অর্থান্বয়িত হইবে; এবং

(ঘ) এই সংবিধানের ৩৭০ অনুচ্ছেদের (৩) প্রকরণের অনুবিধিতে "(২) প্রকরণে উল্লিখিত রাজ্যের সংবিধান সভা" এই অভিব্যক্তি "রাজ্যের বিধানসভা" পঠিত হইবে।"

পরিশিষ্ট-৩

সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৩৭০(৩)-এর অধীনে ঘোষণা

স. আ. ২৭৩

রাষ্ট্রপতি সংসদের সুপারিশে ভারতের সংবিধানের ৩৭০ অনুচ্ছেদের (১) প্রকরণের সহিত পঠিত ৩৭০ অনুচ্ছেদের (৩) প্রকরণ দ্বারা প্রদত্ত ক্ষমতাসমূহের প্রয়োগক্রমে ঘোষণা করিতেছেন যে ৬ই আগষ্ট, ২০১৯ তারিখ হইতে নিম্নোক্তরূপে ভিন্ন, উক্ত অনুচ্ছেদের সকল প্রকরণ ক্রিয়াশীল থাকিবে না, যাহা এইরূপে পঠিত হইবে, যথা :-

“৩৭০। এই সংবিধানের সময়ে সময়ে যথাসংশোধিত সকল বিধান, অনুচ্ছেদ ১৫২ বা অনুচ্ছেদ ৩০৮ বা এই সংবিধানের অন্য কোন অনুচ্ছেদ বা জম্মু ও কাশ্মীরের সংবিধানের অন্য কোন বিধান বা কোন বিধি, দস্তাবেজ, রায়, অধ্যাদেশ, আদেশ, উপবিধি, নিয়ম, প্রনিয়ম, প্রজ্ঞাপন, ভারতের রাজ্যক্ষেত্রে বিধিবৎ বলশালী রীতি বা প্রথা, বা অনুচ্ছেদ ৩৬৩-র অধীনে অন্য কোন সংলেখ, সন্ধি বা চুক্তিতে বা অন্যথা এতদ্বিপরীতে যাহা কিছু আছে তৎসত্ত্বেও কোন প্রকার সংপরিবর্তন বা ব্যতিক্রম ব্যতিরেকে জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যে প্রযুক্ত হইবে।”

ঃ মুদ্রক ঃ
সরস্বতী প্রেস লিমিটেড
(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগ)
কলকাতা ৭০০ ০৫৬